ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ টীকাপুস্তক

Commentary on the Book of Acts

Part 2 : Acts Chapter 15-28

২য় অংশ : প্রেরিত ১৫-২৮ অধ্যায়

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

২য় অংশ

প্রেরিত ১৫-২৮ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Book of Acts

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৫

এই অধ্যায়ের আগ পর্যন্ত আমরা এক দারুণ আনন্দময় ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যেখানে যিহূদী অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে প্রেরিতদের সুসমাচার প্রচার যাত্রার গৌরবময় ঘটনাবলীর বিবরণ আমরা দেখতে পাই, যিহূদীদের পাশাপাশি অযিহূদীদের মধ্যে প্রবেশের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সুসমৃদ্ধির বিষয়ে আমরা দেখতে পাই; এ সমস্ত কারণে আল্‌রাহর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি সবসময় তাদেরকে সাফল্য দান করে এসেছেন। আমরা তাদের বিষয়ে শেষ জানতে পেরেছি বিগত অধ্যায়ের শেষ ভাগে, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে, তারা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে অবস্থান করছিলেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর-ার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে আরও বলবান করছিলেন; এবং তারা সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, তারা অন্য আরেকটি কাজে লিপ্ত হয়েছেন যা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাসীরা এবং পরিচর্যাকারীরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন এবং যাদের এখন মণ্ডলীকে সম্প্রসারিত এবং সুসমৃদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত থাকার কথা, তারা এখন এর বিভক্তি নিয়ে আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; যখন তাদের শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কথা, সে সময় তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে মতদ্বৈততায় বিরোধিতা করছেন এবং খ্রীষ্টের রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করছেন। তথাপি এই ঘটনা এবং এর বিবরণ মণ্ডলীর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে, যেহেতু তা আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় যেন মণ্ডলীতে আমরা কোন ধরনের অপ্রীতিকর বিরোধের মাঝে জড়িয়ে না পড়ি কিংবা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মাঝে যেন কোন ধরনের বিপক্ষতার সৃষ্টি না হয় এবং আমরা যেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আগে থেকেই গ্রহণ করে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি। এখানে আমরা দেখি:

ক. যিহূদী ধর্ম থেকে আগত ও যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকদের দ্বারা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে একটি বিতর্কের সূত্রপাত, যারা বিশ্বাসী অযিহূদীদেরকে তক্‌ছেদ করা এবং আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আইনের অধীনে আনতে চেয়েছিল, পদ ১, ২।

খ. যিরূশালেম মণ্ডলীতে এ বিষয়ে একটি পরামর্শ সভা বসে এবং সেখানে এই উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়, যা সেখানেও এই একই প্রশ্নের উদয় ঘটায়, পদ ৩-৫।

গ. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাচীনগণ এবং প্রেরিতবর্গ একত্রিত হয়ে একটি সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বসলেন, পদ ৬। পিতর এখানে যা বললেন, পদ ৭-১১। পৌল

এবং বার্ণবা যে বিষয়ে কথা বললেন, পদ ১২। সবশেষে, এই বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য যাকোব যে প্রস্তাবনা রাখলেন, পদ ১৩-২১।

ঘ. এই বিতর্কের ফলাফল এবং পত্র প্রেরণ, যা সমস্ত স্থানের অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের জন্য লেখা হয়েছিল, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে কীভাবে যিহূদীদের সাথে বিরোধে না জড়িয়ে জীবন ধারণ করতে হবে, পদ ২২-২৯।

ঙ. এই সিদ্ধান্তের কথা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে প্রেরণ এবং তাদের মাঝে সন্তুষ্টির প্রকাশ, পদ ৩০-৩৫।

চ. অযিহূদীদের মাঝে প্রচার করার জন্য পৌল এবং বার্ণবার দ্বিতীয় অভিযাত্রার প্রস্তুতি, যেখানে তাঁদের মধ্যে তাঁদের সহকারীকে নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং এই কারণে তাঁরা পৃথক হয়ে যান, একজন এক পথে এবং অন্য জন আরেক পথে যাত্রাপুস্তক শুরু করেন, পদ ৩৬-৪১।

প্রেরিত ১৫:১-৫ পদ

এমন কি যখন কোন মণ্ডলীতে বা কোন দেশে সব কিছু খুব সুন্দরভাবে চলতে থাকে, তখনও এর নিরাপত্তায় নিশ্চিত থাকা এবং যে পর্বত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা কখনোই নড়বে না বা টলে উঠবে না এমনটা মনে করা বোকামি। এমন যে কোন ধরনের অস্বস্তি বা অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা আগে থেকে দেখা যায় নি, যা প্রতিরোধ করা যায় নি, কিন্তু এ সবের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। যদি পৃথিবীর বুকে কোন স্বর্গ থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেটি ছিল এই আন্তিয়খিয়া মণ্ডলী, যেখানে বহু বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রচারক ও পরিচর্যাকারী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে মহান প্রেরিত পৌলও ছিলেন; সেখানে এক মহান বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছিল, যার ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছিল এই শক্তিশালী মণ্ডলী। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই তাদের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে এবং বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটেছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. তাদের মধ্যে এক নতুন শিক্ষার উদয় হয়েছে, যা তাদের এই বিভক্তি ঘটিয়েছে, যা অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদেরকে তক্‌ছেদ করার এবং আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আইনের বাধ্যবাধকতায় সমর্পিত হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল, পদ ১। ভিন্ন জাতির যিহূদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে যিহূদী ধর্মের সাথে মিশিয়ে নতুন কিছু তৈরি করতে চাচ্ছিল।

১. যে লোকেরা এই নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তারা ছিল যিহূদিয়া থেকে আগত কয়েক জন লোক। অনেকে মনে করেন যে, এরা ছিল কয়েক জন ফরীশী (পদ ৫), কিংবা হয়তো বা এরা ছিল কয়েক কজন পুরোহিত, যারা তাদের আগের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছাড়তে পারে নি, প্রেরিত ৬:৭। তারা যিহূদিয়া থেকে এসেছিল, সম্ভবত তারা এই ভাব

নিয়ে এসেছিল যে, তাদেরকে যিরূশালেমের প্রেরিতগণ পাঠিয়েছেন। তারা তাদের এই ধারণা ও মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া জন্য আন্তিয়খিয়াতে এসেছিল, কারণ এটিই ছিল অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার প্রধান কার্যালয় এবং অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের প্রধান আবাস ভূমি; এবং যদি তারা সেখানে তাদের মতবাদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং এর বিষয়ে সকলের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলেই খুব দ্রুত এই খামি সমস্ত মণ্ডলীতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে। তারা নিজেদেরকে ভাইদের মাঝে নিয়ে মিশে গিয়েছিল এবং তারা এই ভান করেছিল যে, তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং তারা তাদেরকে এই মন পরিবর্তনের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছিল; কিন্তু তারা তাদেরকে এ কথাও বলেছিল যে, তাদের এখনও একটি বিষয়ে ঘাটতি আছে, আর তা হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই তক্‌ছেদ করতে হবে। লক্ষ্য করুন, যারা এ বিষয়ে একবার এত ভালভাবে শিক্ষা লাভ করেছে, তাদের অবশ্যই এ জন্য শক্ত অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যেন সেই শিক্ষা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়, কিংবা তাদেরকে বিপরীত কোন ভুল শিক্ষা দেওয়া না হয়।

২. তারা যে অবস্থান নিল এবং যে মতবাদ তারা প্রচার করতে শুরু করলো তা হচ্ছে, তারা চাইল যেন যে সমস্ত অযিহূদীরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তারা মোশির আইন অনুসারে তক্‌ছেদ করে এবং তারা যেন নিজেদেরকে সমস্ত প্রকার আনুষ্ঠানিক আইনের সাথে জড়িয়ে ফেলে, নতুবা তারা সত্যিকার অর্থে পরিত্রাণ পাবে না। আর এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই:-

(১) অনেক যিহূদী যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস আনলেও তাদের মধ্যে যিহূদী ধর্মের জন্য তীব্র ভালবাসা বিদ্যমান ছিল, প্রেরিত ২১:২০। তারা জানতো যে, এই ধর্ম ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং এর কর্তৃত্ব পবিত্র, এর প্রাচীনত্ব অমূল্য, আর তাই তারা এই সমস্ত রীতি-নীতি পালনের জন্য জান প্রাণ উজার করতো এবং সম্ভবত তারা খ্রীষ্টান উপাসনায় সমবেত হওয়ার পাশাপাশি তাদের যিহূদী ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে যোগ দান করতো; তারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হত ঠিকই, কিন্তু তারা যিহূদী ধর্ম অনুসারে অধিকাংশ খাবার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতো, যা অন্যান্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা খেতেন এবং তারা নিজেদেরকে পাক পবিত্র হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য আনুষ্ঠানিক সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করতো, সমাজ-ঘরের উপাসনায় অংশ নিত এবং যিহূদীদের সমস্ত ঈদ পালন করতো। তারা এর সমস্ত কিছুতেই লিপ্ত ছিল, কারণ জন্মের পর থেকেই তারা যে সমস্ত নিয়ম-কানুন এবং বিধি বিধান পালন করে এসেছে তা তারা এক নিমিষেই ছাড়তে পারছিল না, তবে কয়েক বছরের মধ্যে এই ভুলটি সংশোধিত হয়ে গিয়েছিল, যখন যিহূদীদের প্রধান উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং যিহূদী মণ্ডলী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে মোশির ব্যবস্থার বিধি বিধান পালন করা আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যাদের মধ্যে এই সকল বিষয় গোঁড়ায় গেঁথে আছে তাদের ভেতর থেকে তা টেনে বের করা অত সহজ নয়, বরং তারা অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকেও তাদের মত অনুসরণ করতে প্ররোচিত করতে লাগল। লক্ষ্য করুন, আমাদের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য প্রবণতা

রয়েছে যার কারণে আমরা নিজেরা যা বিশ্বাস করি তা অন্যদের মাঝে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকি,. আমরা চাই যেন অন্যান্যরাও তা মানে এবং তা পালন করে সেই অনুযায়ী চলে। আমরা সকলকে নিজেদের মাপকাঠি অনুসারে বিচার করতে চাই এবং এ কথা মনে করে থাকি যে, আমরা যা করছি সেই কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজ কেউ করে থাকলে ত ভুল কাজ।

(২) যে সমস্ত যিহূদী বিশ্বাস করেছিল যে, খ্রীষ্টই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, যেহেতু তারা তাদের পূর্বের ধর্মের রীতি নীতির মায়া ছাড়তে পারে নি, সে কারণে তারা তখন পর্যন্ত এই ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে নি যে, তারা তাদের সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টকে পেয়েছে এবং তিনিই তাদের জন্য, যিহূদী জাতির জন্য এক পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, যা এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান হবে এবং গৌরবময় হবে; এটি ছিল তাদের জন্য একটি হতাশার বিষয় যে, তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তেমন কিছুই করতে পারে নি কিংবা তেমন কিছুই এখন পর্যন্ত ঘটে নি। কিন্তু এখন যেহেতু তারা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদ অযিহূদীদের মধ্যে গৃহীত হয়েছে বলে শুনতে পেয়েছে এবং তাদের মাঝে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হতে যাচ্ছে বলে বুঝতে পেরেছে, তাই তারা তাদেরকে প্ররোচিত করতে চাইল, যেন তারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পাশাপাশি মোশির ব্যবস্থারকেও গ্রহণ করে, যাতে করে যিহূদীদের স্বার্থ উদ্ধার হয়, যিহূদী জাতিও যেন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে, একভাবে না হোক অন্য ভাবে; এবং সেই কারণে "যে কোন উপায়ে হোক এই ভ্রাতৃ সমাজকে তক্‌ছেদ করাতে হবে এবং তাদেরকে ব্যবস্থা মেনে চলার জন্য প্ররোচিত করতে হবে, আর তখনই কেবল আমাদের ধর্ম এবং আমাদের কর্তৃত্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে এবং খুব শীঘ্রই আমরা রোমীয় শাসনের যোয়ালি থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হব; শুধু তাই নয়, সেই সাথে আমাদের প্রতিবেশীদের গলায় তা পরিয়ে দিতে পারব, আর এভাবেই আমাদের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের রাজ্য আমাদেরই মাঝে স্থাপিত হবে।" লক্ষ্য করুন, এতে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই, যদি যারা খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষন করে তারা এর সমৃদ্ধির ও বৃদ্ধি লাভের জন্য ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এ ধরনের পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত খ্রীষ্টের রাজ্যের ধ্বংসই শুধু ডেকে নিয়ে আসবে, যা এরা এখানে করতে উদ্যত হয়েছে।

(৩) অযিহূদীদের তক্‌ছেদ করানোর বিষয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তা অনেক আগে থেকেই যিহূদীদের পদচারণার সাথে সম্পৃকিত হয়ে আছে। ড. হুইটবাই এই বিষয়টি যোসেফাসের বিবৃতি থেকে লক্ষ্য করেছেন (এন্টিক ২০. ৩৮-৪৫): "যখন আইজেটাস, আদিয়াবেনের রাণী হেলেনর পুত্র যিহূদী ধর্ম গ্রহণ করলেন, সে সময় অননিয় এ কথা ঘোষণা করলেন যে, তাকে অবশ্যই তক্‌ছেদ করতে হবে; কিন্তু এলিয়ের এ কথা উল্লেখ করলেন যে, যারা তখনও তক্‌ছেদ বিহীন অবস্থায় ছিলেন, তারা এর কারণে প্রচণ্ড অপ-মানিত হবেন।" আর যখন দুই জন বিখ্যাত অযিহূদী পালিয়ে যোসেফাসের কাছে চলে আসেন (যেহেতু তিনি এই ইতিহাসে নিজের জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন) "কারণ যিহূদীরা তাদেরকে ক্রমাগতভাবে তক্‌ছেদ করার জন্য চাপাচাপি করছিল; কিন্তু যোসেফাস তাদেরকে এ ব্যাপারে চাপাচাপি না করার জন্য ব্যবস্থা নিলেন।" সুতরাং সব যুগেই

গোঁড়ামি এবং প্রগতিশীলতার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল।

(৪) এটি খুবই দর্শনীয় একটি বিষয় যে, তারা এই বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করেছিল; তারা শুধুমাত্র এই কথা বলে নি যে, "তোমাদেরকে অবশ্যই মোশির নিয়ম অনুসারে তক্‌ছেদ করাতে হবে এবং এতে করে খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রতি তোমরা তোমাদের উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করবে;" বরং তারা এই কথাও বলেছিল যে, "তোমরা যদি তক্‌ছেদ না কর তাহলে তোমরা কোন মতে পরিত্রাণ পাবে না। তোমরা যদি আমাদের পরামর্শ অনুসারে না চল তাহলে তোমরা কোন দিনও স্বর্গে যেতে পারবে না এবং তখন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে দোজখে যেতে হবে।" লক্ষ্য করুন, গর্বিত ও উদ্ধত ব্যক্তিদের জন্য এটি সবসময়ই একটি সাধারণ বিষয় যে, তারা তাদের নিজেদের নাক কেটে হলেও পরের যাত্রাপুস্তক ভঙ্গ করতে চায়; এবং তারা নিজেরা যা বিশ্বাস করে লোকেরা নিজেরাও যদি তা বিশ্বাস না করে তাহলে তারা উদ্ধার পাবে না এমন মতই তারা প্রকাশ করে থাকে। এভাবেই যিহূদীরা তাদের ভাইদেরকে এ কথা বলে থাকে যে, যদি তারা মণ্ডলীতে না আসে এবং তাদের সাথে সহভাগিতা গ্রহণ না করে এবং যদি তারা তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক উপাসনা তে অংশ না নেয়, যদিও তারা ভাল মানুষ এবং খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে, তথাপি তারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারবেন না; পরিত্রাণ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। খ্রীষ্টের মাঝে কেউই আসতে পারে না, যদি তারা মনে প্রাণে এই বিশ্বাস করতে না পারে যে, তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের দিকে তাকাতে হবে এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে জানাতে হবে যে, এই কথা কখনোই ঠিক নয়, যখন আমরা শুনি, "এই কাজ এবং সেই কাজ কর, নতুবা তুমি পরিত্রাণ পাবে না।"

খ. এই ধর্মান্ধতাপূর্ণ গুজবের বিপক্ষে পৌল এবং বার্ণবা যে অবস্থান নিলেন, যা যিহূদীদেরকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আরও বেশি আগ্রাসী করে তুলেছিল, যা এখন খ্রীষ্ট যিহূদীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (পদ ২): তাদের সঙ্গে পৌলের ও বার্ণবার অনেক বাকযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হল। তারা যে কোন মূল্যে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল, কিন্তু প্রেরিতগণ প্রকাশ্যে তাদের বিপক্ষে কথা বললেন:-

১. যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক হিসেবে, যাতে করে সকলে এ কথা বুঝতে পারে যে, এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সত্য লঙ্ঘিত হবে। তারা এ কথা জানতো যে, খ্রীষ্ট এসেছেন আমাদেরকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আইনের যোয়ালি থেকে মুক্ত করতে এবং যে দেয়াল যিহূদী ও অযিহূদীদের মাঝে ছিল তা ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে আবার সম্মিলিত করতে। আর সেই কারণে নিশ্চয়ই তিনি অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের তক্‌ছেদ করার নিয়ম মেনে নিতে পারেন না, যেখানে তাদেরকে শুধুমাত্র বাপ্তিস্ম দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। যিহূদীরা অযিহূদীদের সাথে একত্রিত হবে, এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই তাদের যার যার পূর্বেকার ধর্মীয় অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এবং কেবলমাত্র তখনই তারা একে অপরকে ভাই বলে গ্রহণ করে নিতে পারবে। কিন্তু এই উপায়ে খ্রীষ্ট তাদেরকে ভাই বলে একত্রিত করতে চান নি।

২. অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের আত্মিক অভিভাবক হিসেবে, তারা কারও স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে দিতে পারেন না। তারা অযিহূদীদেরকে এ কথা বলেছিলেন যে, যদি তারা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনে, তাহলে তারা পরিত্রাণ পাবে; আর এখন তাদেরকে এ কথা বলা হচ্ছে যে, এটি তাদেরকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি না তারা তক্‌ছেদ করায় এবং মোশির আইন অনুসারে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন না করে, এটি ছিল তাদের জন্য এক সত্যিকার হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতি এবং তাদের পথে এক বাধাজনক পাথর, যা তাদেরকে আবারও মিসরে ফিরে যাওয়ার মত প্ররোচিত করবে। আর সেই কারণে প্রেরিতগণ তাদেরকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

গ. এই বিপজ্জনক ধারণার ফলে যে ধরনের ভুল সাধিত হতে পারে তার বিপরীতে যে ধরনের তাৎক্ষণিক কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হল এবং যারা এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করছিল তাদেরকে যেভাবে চুপ করিয়ে দেওয়া হল, সেই সাথে লোকদের অন্তরকে শান্ত করার জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হল: তারা এ বিষয়ে স্থির করলেন যে, পৌল এবং বার্ণবা, এবং তাঁদের সাথে আরও কয়েক জন মিলে যিরূশালেমে প্রেরিতগণ এবং প্রাচীনদের কাছে যাবেন এবং তাঁরা তাঁদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন এবং এই বিষয়ে সন্দেহ দূর করবেন। এমন নয় যে, আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে এই বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে সমস্যা হচ্ছিল; বরং তাঁরা এই বিষয়টি যিরূশালেমে এই কারণে যে:-

১. কারণ যারা এই শিক্ষা দান করেছিল তারা যিরূশালেম থেকেই এসেছিল এবং তারা এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন তারা সরাসরি প্রেরিতদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে এসেছে যে, অযিহূদীরা কেউ তক্‌ছেদ না করলে পরিত্রাণ পেতে পারবে না। সেই কারণে তাঁদের যিরূশালেমে এ ব্যাপারে ফয়সালা করতে যাওয়াটা খুবই উপযুক্ত ছিল, যাতে করে তাঁরা জানতে পারেন যে, সেই মণ্ডলী থেকে এমন কোন বিশেষ নির্দেশনা আছে কি না। আর তাঁরা খুব দ্রুত জানতে পারলেন যে, এর সবই মিথ্যে, যা প্রেরিতদের মতবাদ বলে মিথ্যে কথা প্রচার করা হয়েছিল। এটি সত্যি যে, এখান থেকেই সেই লোকেরা আন্তিয়খিয়াতে গিয়েছিল (পদ ২৪), কিন্তু তারা কখনোই প্রেরিতদের কাছ থেকে এ ধরনের আদেশ পায় নি।

২. কারণ যাদেরকে এই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তারা এর বিরোধী মতবাদ সম্পর্কে জানালে তারা সবচেয়ে ভালভাবে এর মিথ্যাচার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এতে করে তাদের আঘাত পাওয়ার বা বিঘ্ন পাওয়ার আর কিছুই থাকবে না, যদি তাঁরা সত্যিকারভাবে নিশ্চিত হন যে, যিরূশালেমের প্রেরিতগণ এবং প্রাচীনগণ (যে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যিহূদী রীতি-নীতিতে ও মোশির আইন-কানুনে আসক্ত ও প্রভাবিত হওয়ার কথা) এই শিক্ষার বিরোধী; এবং যদি তারা এই বিষয়টি তাঁদের হাতের নাগালে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তাঁরা খুব সহজেই সেই মিথ্যাচারীদেরকে চুপ করিয়ে দিতে পারবেন এবং উল্টো তাদেরকে লজ্জিত করতে পারবেন।

৩. কারণ যিরূশালেমের প্রেরিতগণই এই বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সবচেয়ে

উপযুক্ত ছিলেন, যে মতবাদটি এখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেতে পারে নি; এবং তাঁরা অদম্য আত্মা বিশিষ্ট হওয়ার কারণে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁরা প্রেরিত হিসেবে অনন্য ছিলেন এবং তাঁরা যে কোন বিতর্কের মীমাংসা করে অবসান করতে পারতেন। এটি মণ্ডলীর শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রুর দুর্দমনীয়তার এবং ক্রোধের কারণে হয়েছিল (যা আমরা দেখতে পাই সেই যিহূদী ভাব বিশিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পৌলের ক্রমাগত অভিযোগের মধ্যে, যারা ছিল ভণ্ড প্রেরিত, যারা এই সকল ঘৃণ্য কাজ করেছিল, যারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু), যাতে করে এই প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

ঘ. এই উদ্দেশ্যে তাঁদের যিরূশালেমে যাত্রা, পদ ৩। যেখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. তাঁদেরকে বিদায়ের সময় সম্মান জানানো হল: মণ্ডলী তাঁদেরকে যাবার ব্যবস্থা করে দিল, যা ছিল একজন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের ও মর্যাদার চিহ্ন এবং তা এর স্বর্গীয় নির্বাচনের পর পরিচালিত ও নির্দেশিত হয়েছিল, ৩ যোহন ৬ পদ। এভাবেই মণ্ডলী তাঁদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছিল এবং তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, যাঁরা মণ্ডলীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং এর সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য লড়াই করেছেন।

২. তাঁরা যাওয়ার পথে আরও কিছু মঙ্গল সাধন করলেন। তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যাঁরা কখনোই সময় নষ্ট করতেন না, আর সেই কারণে তারা যাওয়ার পথে প্রতিটি মণ্ডলীতে দেখা করে গেলেন। তাঁরা ফৈনিকী এবং শমরীয়াতে গেলেন এবং যেখানেই তাঁরা গেলেন সেখানেই তারা অযিহূদীদের মন পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন এবং সুসমাচার তাদের মাঝে কী ধরনের অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে তা সকলকে জানালেন, যা সকল ভাইদের মধ্যে পরম আনন্দ জন্মাল। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের অগ্রগতি সকলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সকল ভাই, খ্রীষ্টের পরিবারের সকল বিশ্বস্ত ভাই অত্যন্ত আনন্দ করেন, যখন তারা একই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; কারণ পরিবারের সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই পরিবার কখনোই দরিদ্র হয়ে যাবে না। খ্রীষ্টের কাছে এবং স্বর্গে প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং তাদের সকলের জন্য সেখানে উত্তরাধিকার রয়েছে।

ঙ. যিরূশালেমে তাঁদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানানো হল, পদ ৪।

১. সেখানে তাঁদের বন্ধুরা তাঁদেরকে উত্তম আপ্যায়ন দান করলেন: তাঁরা যিরূশালেমে উপস্থিত হলে পর মণ্ডলী, প্রেরিতগণ ও প্রাচীন নেতৃবর্গরা তাঁদের গ্রহণ করলেন, তাঁদেরকে সেখানে ভাই বলে গ্রহণ করে নেওয়া হল এবং তারা আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীর দূত হিসেবে সেখানে কথা বলেছিলেন; তাঁরা সম্ভাব্য সব ধরনের ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের অভিনন্দন চিহ্ন লাভ করেছিলেন।

২. তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের জন্য যে উত্তম আপ্যায়নের আয়োজন করেছিলেন: তাঁরা সেই সমস্ত কথা ঘোষণা করলেন যা ঈশ্বরের তাদের মধ্য দিয়ে করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের সকলকে অযিহূদীদের মধ্যে তাদের পরিচর্যা কাজের সাফল্যের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁরা নিজেরা কী করেছেন সে বিষয়ে তারা কথা বললেন না, বরং ঈশ্বর তাঁদেরকে দিয়ে কী

করিয়েছেন সে বিষয়েই তাঁরা বর্ণনা করলেন, তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাঁদেরকে যে সমস্ত কাজ করতে সমর্থ করেছেন সেই বিষয়েই তাঁরা তাঁদেরকে বললেন। তারা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তারা বীজ বপন করেছেন এবং যখন আবার ফিরে এসছেন তখন সেখানে তাঁরা জল দিয়েছেন; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা এটি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন যে, ঈশ্বরই এর বৃদ্ধি দান করেছেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের কাজে লিপ্ত হওয়া, তাঁর কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত গৌরবের একটি কাজ; কারণ যারা এই ধরনের মানুষ, তাঁরা সবসময় তাঁর সাথে কাজ করে থাকে এবং তিনি তাদেরকে গৌরব ও মহিমা দিয়ে থাকেন।

চ. যিরূশালেমে তাঁরা কয়েকটি দলের কাছ থেকে যে ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন, পদ ৫। যখন বার্ণবা এবং পৌল অসংখ্য অযিহূদীর মন পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টের জন্য যে বিশাল পরিমাণে আত্মা সংগ্রহ করতে পেরেছেন সে বিষয়ে জানালেন এবং সকলে যখন তাঁদের এই কাজের কথা শুনে প্রশংসা করলেন, সে সময় ফরীশীদের নির্দিষ্ট কয়েকটি দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং তারা প্রেরিতদের বিরোধিতা করতে লাগল, যারা এই সংবাদকে অত্যন্ত শীতলভাবে গ্রহণ করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস আনলেও এই নব্য অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের আবির্ভাবে সন্তুষ্ট হয় নি এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের তক্‌ছেদ করানো জরুরি ছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যারা এক সময় সুসমাচারের চরম বিরোধী ছিল তারাই এখন এর ছত্রছায়ায় এসেছে এবং তারা এর দ্বারা বন্দী হয়েছে; তাই বলা যায় ঈশ্বর এমনই শক্তিশালী যে, তিনি সকল দৃঢ় দুর্গ ভেদ করেন এবং নিশ্চিহ্ন করে দেন। যখন খ্রীষ্ট তাদের সাথে এই পৃথিবীতে ছিলেন, সে সময় শাসক গোষ্ঠী এবং ফরীশীদের মধ্যে হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া আর কেউই তাঁর উপরে বিশ্বাস করে নি। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু ফরীশীদের দল যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল এবং আমরা আশা করি যে, তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকভাবেই খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল।

২. মানুষের পক্ষে এত সহজে হঠাৎ করে তাদের পুরনো ধ্যান ধারণা ত্যাগ করা খুবই কঠিন: যারা এর আগে ফরীশী ছিল এবং এখন এসে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হল, তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার পরেও তাদের পুরানো কিছু খামি ছাড়তে পারে নি। এই কারণে সকলে পৌলের বিপক্ষে কথা বললো না, বরং কয়েকজন বললো; এবং তারা তাদের পুরানো প্রথাগত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আইনের বিপক্ষে ছিল এবং তারা অযিহূদীদেরকে প্রচণ্ড পরিমাণে অপছন্দ করতো, আর তাই তারা অযিহূদীদের সাথে একই সহভাগিতা লাভ করতে অস্বীকৃতি জানালো, যদি না অযিহূদীরা তক্‌ছেদ করায়, আর এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে অবশ্যই মোশির আইনের অধীনে আসতে হবে। এটি ছিল তাদের মতে অপরিহার্য দায়িত্ব এবং তাদের দিক থেকে বললে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না তক্‌ছেদ করাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের সাথে কথাও বলবে না।

প্রেরিত ১৫:৬-২১ পদ

এখানে আমরা একটি সভা আহ্বানের বিষয়ে জানতে পারি, যা নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে হয় নি, বরং এই উপলক্ষ্য অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে ডাকা হয়েছিল (পদ ৬): প্রেরিতগণ এবং প্রাচীন নেতৃবর্গরা সমবেত হলেন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তাঁরা আলাদাভাবে কেউ তাঁদের সিদ্ধান্ত বা রায় জানান নি, বরং তাঁরা এক সাথে তা জনিয়েছেন, যাতে করে তাঁরা এই বিষয়ে একে অন্যের মতামত প্রথমে শুনতে পারেন; কারণ একাধিক সভাসদের মাঝে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বলবৎ করাই সবচেয়ে উত্তম এবং তা একাধারে নিরাপদ এবং সন্তোষজনক। তাঁরা দ্রুত এবং যেনতেন ভাবে তাদের বিচারের রায় দিয়ে দেন নি, বরং তাঁরা এই বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। যদিও তাঁরা তাঁদের অন্তরের চিন্তা সম্পর্কে পরিষ্কার ছিলেন, তথাপি তাঁরা এই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সময় নিলেন এবং তাঁরা তাঁদের বিপক্ষ দলের কাছ থেকে কী বলার রয়েছে তা শুনতে চাইলেন। প্রেরিতগণ প্রাচীনবর্গকে রেখে নিজেরা এই বিষয়টির জন্য তাঁদের সিদ্ধান্ত দেন নি, যারা কিবছুটা নিম্নর পর্যায়ের পরিচর্যাকারী, যাদের উপরের স্থানে তাদের পদ মর্যাদা এবং এভাবেই তারা তাদেরকে সম্মান জানালেন। যারা দান এবং অনুগ্রহে সবচেয়ে অনন্য এবং যারা মণ্ডলীতে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের, তাদের অবশ্যই তাদের নিম্ন পর্যায়ের যারা রয়েছে এবং যারা কনিষ্ট তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত; কারণ যদিও সময় কথা বলে, তথাপি মানুষের মাঝে আত্মা রয়েছে, ইয়োব ৩২:৭, ৮। এখানে মণ্ডলীর পালকদের প্রতি একটি নির্দেশনা রয়েছে যে, যখন সমস্যার উদ্ভব হয়, সে সময় যেন পারস্পরিক পরামর্শ এবং সাহস ও উৎসাহ দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বিষ-য়টির সমাধান বের করা হয়, যাতে করে তাঁরা সকলে একে অন্যের মনের কথা জানতে পারেন এবং একে অপরের হাতকে শক্তিশালী করতে পারেন এবং এক সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারেন। এখন এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এই সমাবেশে পিতরের বক্তৃতা। এই সমাবেশে তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অর্জনের বা প্রধান স্থান গ্রহণের কোন ধরনের প্রবণতাই দেখা যায় নি। তিনি এই সভার সভাপতি ছিলেন না, কিংবা এর প্রধান বক্তা বা সঞ্চালকও ছিলেন না, *pro hac vice*– এই ঘটনার ক্ষেত্রে; কারণ আমরা এমন কোন বর্ণনা দেখতে পাই না যেখানে তিনি প্রথমেই কথা বলেছিলেন কিনা সভা শুরু করার জন্য (নিশ্চয়ই তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলার আগেই আরও বেশ কিছু ক্ষণ ধরে বিতর্ক চলছিল)। আবার এমন নয় যে, তিনি সব শেষে কথা বলেছিলেন, যাতে করে তিনি সবার কথার সারাংশ ধরে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিজের মুখে সিদ্ধান্তটি জানাতে পারেন; বরং তিনি ছিলেন এই সভার একজন বিশ্বস্ত, আন্তরিক এবং স্বতস্ফূর্ত সদস্য এবং তিনি তাদেরকে তাঁর নিজ মতামত জানিয়েছেন, যা এই সভার উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জষ্যপূর্ণ এবং তিনি যে কথা বলেছেন তা অন্য যে কারও বদলে তাঁর মুখ থেকেই সবচেয়ে ভালভাবে শোনা যেত, কারণ তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল এবং সকলের কথা বলার জন্য সেখানে স্বাধীনতা ছিল, যা সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় করা

হয়ে থাকে; সেই ফরীশীদের দল থেকে কেউ কেউ উপস্থিত ছিল এবং আন্তিয়খিয়ায় তারা যা কিছু বলেছে তার স্বপক্ষে তাদের এখানে কথা বলার অনুমতি ছিল এবং সম্ভবত সেখানে উপস্থিত একাধিক প্রাচীন এর সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন; এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তা নিয়ে যথা সম্ভব আলোচনা করে নেওয়া উচিত। যখন উভয় পক্ষের কথাই শোনা হল, তখন পিতর উঠে দাঁড়ালেন এবং সভার সামনে নিজের পরিচয় দান করলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভাইয়েরা, " যেভাবে পরবর্তীতে যাকোব সম্বোধন করেছেন, পদ ১৩। এবং এখানে:-

১. তিনি এর আগে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ব্যাপারে যে আহ্বান পেয়েছেন এবং যে দায়িত্ব লাভ করেছেন সে বিষয়ে তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন। তিনি এই ভেবে অবাক হচ্ছিলেন যে, যে বিষয়ে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, সেই বিষয় নিয়ে কেন এত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে: আপনারা জানেন যে, *aph hemeron archaion*– সুসমাচারের যুগ শুরু হওয়ার পর সূচনা লগ্ন থেকেই, বহু বছর ধরে ঈশ্বর চেয়েছেন যেন আমরা প্রেরিতগণ অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি এবং আমাকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় যেন আমি অযিহূদীদের কাছে প্রথম বারের মত সুসমাচার প্রচার করি, যাতে করে আমার মুখ দিয়ে অযিহূদীদের কাছে প্রথম সুসমাচারের বার্তা ধ্বনিত হয় এবং তারা যেন বিশ্বাস আনে, পদ ৭। আপনারা জানে যে, আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং আমি নিজেকে সার্বজনীনভাবে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত করেছি; প্রত্যেকে এই কারণে আনন্দ করেছে যে, ঈশ্বর অযিহূদীদেরকে জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং কেউই তাদের তক্‌ছেদ করার বিষয়ে কোন কথা তোলে নি, কিংবা এ ধরনের কোন বিষয়ে কেউ কখনো চিন্তাই করে নি। দেখুন প্রেরিত ১১:১৮। "কেন পৌলের মুখ থেকে যারা সুসমাচারের বাণী শুনেছে তাদেরকে তক্‌ছেদ করতে হবে, যেখানে আমার মুখ থেকে যারা সুসমাচারের বাণী শুনেছে তাদেরকে তক্‌ছেদ করতে হয় নি? কিংবা কেন এর আগের যারা অযিহূদী থেকে বিশ্বাসী হয়েছে তাদের তুলনায় এখন যারা মন পরিবর্তন করছে তাদের জন্য শর্ত কঠিন হবে?"

২. তিনি তাদেরকে এ কথা মনে করিয়ে দিলেন যে, কতটা উল্লেখযোগ্য ভাবে ঈশ্বর অযিহূদীদের কাছে তাঁর প্রচার করার বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাদের খ্রীষ্টান বিশ্বাস গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতার বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছিলেন (পদ ৮): "ঈশ্বর, তিনি সকলের অন্তর জানেন এবং সেই কারণে তিনি অব্যর্থভাবে সকল মানুষের বিচার করতে সক্ষম; শুধুমাত্র অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনাই নয়, বরং সেই সাথে তিনি তাদেরকে পবিত্র আত্মার আশ্চর্য উপহারও দান করতে পারেন, ঠিক যেভাবে তিনি প্রেরিতদেরকে দান করেছেন।" দেখুন প্রেরিত ১১:১৫-১৭। প্রভু জানেন কারা তার নিজের, কারণ তিনি মানুষের অন্তর জানেন; এবং আমরা যেমন আমাদের অন্তরও তেমন। যাদেরকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দান করেছিলেন তারা এমনই সাক্ষ্য বহন করেছেন যে, তারা তাঁর অধীনস্থ; এই কারণে আমাদেরকে বলা হয়, আমাদেরকে পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা দ্বারা সীলমোহর করা হয়েছে– ঈশ্বরের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। ঈশ্বর অযিহূদীদেরকে তাঁর সাথে

সহভাগিতা রক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু এর জন্য তাদেরকে তক্‌ছেদ করতে হবে না এবং ব্যবস্থা পালন করতে হবে না; আর সেই কারণে আমরা কি তাদেরকে এই সকল শর্ত ছাড়াই আমাদের সাথে সহভাগিতায় মিলিত হতে আহ্বান জানাবো না? "ঈশ্বর আমাদের এবং তাদের মাঝে কোন পার্থক্য রাখেন নি (পদ ৯); তারা অযিহূদী হলেও তাদেরকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং আমরা যিহূদীরা যেভাবে অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে যেতে পারছি সেভাবে তাদেরকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; তাহলে কেন আমরা তাদেরকে দূরে রাখবো এবং কেন এমন ভাব দেখাবো যে, আমরা তাদের চাইতে আরও বেশি পবিত্র?" যিশাইয় ৬৫:৫। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই ভাইদের সাথে মেলামেশার জন্য কোন ধরনের বিধি নিষেধ বা শর্ত তৈরি করা উচিত নয়, যেহেতু ঈশ্বর এ ধরনের কোন শর্ত রাখেন নি, রেমীয় ১৪:৩। এখন অযিহূদীরা ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষার জন্য যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে, কারণ তাদের অন্তর বিশ্বাসের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছে এবং এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ; আর সেই কারণে কেন আমরা এমনটা চিন্তা করবো যে, তারা আমাদের সাথে সহভাগিতা রক্ষার ক্ষেত্রে অযোগ্য, যদি না তারা ব্যবস্থার আইন দ্বারা শুদ্ধ হয়ে আসে? লক্ষ্য করুন:

(১) বিশ্বাসের মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আমাদেরকে তখন কেবল যে পরিশুদ্ধ করা হয় তাই নয়, সেই সাথে আমাদের সকল কাজের পবিত্রীকরণ শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে।

(২) যাদের অন্তর বিশ্বাসের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়, তারা একে অপরকে মূল্য দিতে জানে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ধরনের পার্থক্যই থাকুক না কেন, তারা এর কোন হিসাব রাখে না; কারণ সকল সাধু ব্যক্তির বিশ্বাসই সমান মূল্যবান এবং তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে মূল্যবান (২ পিতর ১:১) এবং এর মধ্য দিয়ে যারা খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হন, তারা নিজেদের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি দেন যেন তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই, এমন কি সে সময় যিহূদী এবং অযিহূদীদের মধ্যেও কোন প্রভেদ করা হয় না এবং তাদের উভয় গোষ্ঠীকে সমন্বিত করে এই পার্থক্য তুলে নেওয়া হয়।

৩. তিনি তীক্ষ্ণভাবে সেই সমস্ত শিক্ষকদেরকে তিরস্কার করেছেন (যাদের মধ্যে কয়েক জন আপাত দৃষ্টিতে সেখানে উপস্থিত ছিল) যারা এই কথা প্রচার করেছিল যে, অযিহূদীদেরকে অবশ্যই মোশির আইন অনুসরণ করতে হবে এবং এর বাধ্যবাধকতায় আসতে হবে, পদ ১০। এই বিষয়টি এতটাই সুস্পষ্ট যে, তিনি আর আগের কথাগুলোর মত এত শান্তভাবে তারা এই কথাগুলো বলতে পারলেন না: "আর এই কারণে, যেহেতু ঈশ্বর তাদেরকে তার নিজের বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেই কারণে কেন তোমরা শিষ্যদের, বিশ্বাসী অযিহূদী এবং তাদের সন্তানদের গলায় যোয়ালি পরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছো," (কারণ তক্‌ছেদ ছিল তাদের শিশু সন্তানদের প্রতি এক যোয়ালিস্বরূপ, যাদেরকে এখানে শিষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে) "যে যোয়ালির ভার আমরা কিংবা আমাদের পিতৃপুরুষ বহন করতে অসমর্থ ছিলেন?" এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই অসৎ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে:-

(১) তারা ঈশ্বরের প্রতি এক মহা প্রস্তাব রেখেছে: "তোমরা তাঁকে পরীক্ষা করেছ, কারণ

তোমরা এমন এক প্রশ্নের উদয় ঘটিয়েছ, যা ইতোমধ্যে স্থির করা হয়ে গেছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, আর এর দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, এটি পবিত্র আত্মার একটি দান; তোমরা প্রকৃতপক্ষে এ কথাই জিজ্ঞেস করেছ যে, 'তিনি কি জানতেন যে, তিনি কী করছেন? কিংবা তিনি কি স্বেচ্ছায় এই কাজ করেছেন? কিংবা তিনি কি তাঁর নিজ কাজের দ্বারা বাধ্যগত?' তোমরা কি ঈশ্বরকেও পরীক্ষা করবে, যিনি শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য এই ব্যবস্থার আইনের প্রচলন করেছিলেন, তিনি এখন এই শেষ যুগে শুধুমাত্র তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য অযিহূদীদেরকেও এর অধীনে বাধ্যবাধকতায় আনবেন?" তারাই ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে, যারা তাকে কোন বিষয়ে চাপাচাপি করে এবং এ কথা বলে যে, লোকেরা এ ধরণের শর্ত না মানলে পরিত্রাণ পেতে পারে না, যা ঈশ্বর কখনোই বলবৎ করেন নি; তাদের মনোভাব এমন যেন পরিত্রাণের ঈশ্বর একমাত্র তাদের এই পথ ধরে আসতে পারেন।

(২) তারা শিষ্যদের কাছে এক মহা ভ্রান্তির কথা প্রচার করেছিল: খ্রীষ্ট বন্দীদের কাছে মুক্তির কথা প্রচার করতে এসেছেন এবং সেখানে তারা তাদেরকে আবারও বন্দী করতে চাচ্ছে, যাদেরকে তিনি একবার মুক্ত করেছেন। দেখুন নহিমিয় ৫:৮। এই ব্যবস্থার আইন ছিল এক ভারী যোয়ালি; তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষেরা এই যোয়ালি বহন করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ এর সংখ্যা অসংখ্য, এর ধরন অসংখ্য, তা অত্যন্ত বাহ্যিকতায় পরিপূর্ণ এবং তা কেবলই জাগতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। খাদ্যের বাছ বিচার ছিল এক বিরাট যোয়ালি, শুধু এ কারণে নয় যে, এর মাধ্যমে কথা বলার বিষয়টি হয়ে উঠেছিল নিরানন্দময়, বরং সেই সাথে এটি মানুষের বিবেককে অহেতুক দংশন করতো। এমন কি কোন মৃতদেহ স্পর্শ করলে কিংবা কবর স্পর্শ করলেও একজন ব্যক্তি অশুচি হয়ে যেত, এমনই ছিল তাদের রীতি-নীতি এবং তারা এই দূষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নানা ধরনের নিয়ম-কানুন পালন করতো, যা ছিল তাদের জন্য এক বিরাট বড় বোঝা। খ্রীষ্ট এই যোয়ালির ভার আমাদের জন্য সহজ করতে এসেছেন এবং তিনি আমাদেরকে এই যোয়ালি খুলে ফেলে তাঁর হালকা যোয়ালি নিতে বলেছেন, যা আমাদের জন্য বহন করা সহজ। এখন, এই শিক্ষকদের কথা বলতে গেলে তারা অযিহূদীদের গলায় এখন সেই যোয়ালি আবারও পরিয়ে দিতে চাইছিল যা যিহূদীদের সেই যোয়ালি থেকেও আরও বেশি ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক।

৪. যেখানে যিহূদী শিক্ষকেরা এই কথায় জোর দিয়েছিল যে, পরিত্রাণ লাভের জন্য তক্‌ছেদ করা আবশ্যকীয়, সেখানে পিতর দেখিয়েছেন যে, যিহূদী এবং অযিহূদী উভয়ের জন্যই এই নিয়ম পালনের কোনই প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে খুব সহজে পরিত্রাণ লাভ করবো এবং এছাড়া আর কোন পথ নেই (পদ ১১): আমরা শুধুমাত্র অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ প্রাপ্তির বিষয়ে বিশ্বাস করি; *pisteuomen sothenai*– আমরা পরিত্রাণ পাওয়ার আশা রাখি; কিংবা আমরা পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যাপারে ঠিক একইভাবে বিশ্বাস করি, যেভাবে তারা বিশ্বাস করে– *kath hontropon kakeinoi*। "আমরা যারা তক্‌ছেদ করেছি তারা নাজাতে বিশ্বাস করি এবং সেভাবে যারা

তক্‌ছেদ করে নি তারাও নাজাতে বিশ্বাস করে; আর যেহেতু আমাদের এই তক্‌ছেদ আমাদেরকে বাড়তি কোন সুবিধা দেবে না, তাহলে তাদের তক্‌ছেদ না করা থাকলে নিশ্চয়ই তা তাদেরকে কোন অসুবিধায় ফেলবে না; কারণ আমাদেরকে অবশ্যই পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করতে হবে এবং সেই মহান বিশ্বাস অর্জনের জন্য আবেদন করতে হবে, যেভাবে তারা করেছে। এখানে যিহূদী এবং অযিহূদীদের জন্য পরিত্রাণ প্রাপ্তির একটিই উপায় আছে; কিন্তু তক্‌ছেদ করা বা তক্‌ছেদ না করা এখানে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না (কারণ এর উভয়ের যে কোনটি দিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা বা অসুবিধা কোনটিই ঘটে না), কিন্তু বিশ্বাস কাজ করে ভালবাসার মধ্য দিয়ে, গালাতীয় ৫:৬। কেন তাহলে আমরা এই মোশির ব্যবস্থার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপাতে যাব, তাদের পরিত্রাণের জন্য আবশ্যকীয়তা হিসেবে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে তা নয় বরং খ্রীষ্টের সুসমাচারই তাদের এবং আমাদের উভয়ের পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রয়োজন?"

খ. বার্ণবা এবং পৌল এই সভায় যা বলেছিলেন তার একটি বিবরণ, যা এখানে সেভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁরা শুধুমাত্র তারই একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে সমস্ত ঘটনাবলী আমরা বিগত অধ্যায়গুলোতে দেখতে পাই, যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন-কাজ ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদের মধ্যে সাধন করেছেন, পদ ১২। তাঁরা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে এই বর্ণনা দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৪:২৭), পথে যেতে যেতে তাঁদের ভাইদের কাছে যে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করেছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩), আর এখন আবারও তাঁরা এই সভায় তাঁদের সাফল্যের কথা বর্ণনা করছেন এবং এখানে তা বর্ণনা করা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অযিহূদীদেরকে মোশির ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতায় আনার যে অপচেষ্টা চলছিল তার বিপক্ষে প্রতিবেদন পেশ করা; এর বিপক্ষে পৌল এবং বার্ণবা এই অংশে তাদের কার্যক্রমের কথা বর্ণনা করলেন, তারা পরিষ্কারভাবে এই কথা প্রকাশ করলেন যে, ঈশ্বর তাঁদের কাছে প্রচার এবং তাঁদের মন পরিবর্তনের পুরো বিষয়টিকে স্বীকৃতি দান করেছেন এবং এখানে মোশির ব্যবস্থার কোন অবকাশ নেই, কারণ ঈশ্বর যা স্থির করেছেন সে অনুসারে তাঁদেরকে সকল প্রকার বাধ্যবাধ্যকতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

১. তাঁরা যে বর্ণনা দিলেন: তাঁরা উন্মুক্তভাবে এই কথা ঘোষণা দিলেন যে, সকল প্রকার গৌরব ময় আশ্চর্য কাজ এবং আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অযিহূদীদেরকে পরিত্রাণের অধীনে এনেছেন এবং তিনি তাঁদের কাছে স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করার সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে এই সুযোগের সূচনা ঘটিয়েছেন। এভাবে ঈশ্বর এই প্রেরিতদেরকে সম্মানিত করেছেন, যাঁদেরকে যিহূদী শিক্ষকেরা অভিযুক্ত করেছিল এবং এভাবে তিনি অযিহূদীদেরকেও সম্মানিত করেছেন, যাঁদেরকে তারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেছে। তাদের আর কেন তাহলে ওকালতি করার প্রয়োজন হবে, যেখানে ঈশ্বর নিজে তাদেরকে পরিত্রাণের পথে এনেছেন? অযিহূদীদের এই মন পরিবর্তনই ছিল এক মহা আশ্চর্য কাজ, কারণ সকল বিষয় বিবেচনা করলে তা আশ্চর্য কাজের চেয়ে কম কিছু নয়। এখন যদি তারা বিশ্বাসের প্রমাণ দানের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করে, তাহলে কেন তারা এই ব্যবস্থার

জালে নিজেদেরকে জড়াবে? দেখুন গালাতীয় ৩:২।

২. তাঁদের প্রতি কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছিল: সকল মানুষ (যারা যদিও কোন ভোট দেয় নি বা কোন বিচারের রায় প্রদানে অংশগ্রহণ করে নি, তথাপি তারা সেখানে তাদের সকলের কথা শুনতে এসেছিল) চুপ করে ছিল এবং পৌল এবং বার্ণবার কথা শুনেছিল; আমরা এমনটা দেখতে পাই যে, তারা সকলে যে সমস্ত তর্ক বিতর্ক হয়েছিল তার চাইতে তারা পৌল এবং বার্ণবার কথা আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে শুনেছিল। এটি সত্যি যে, যেভাবে দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্র ছাড়া সন্তোষজনক হয় না, তেমনি আইনের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই বিশ্বাসযোগ্য হয় না, আর তাই ঈশ্বরের সকল বিষয়ে অনুগ্রহের বাক্যের বিষয়ে বিবৃতি দান অনুগ্রহের আত্মার কার্যক্রমের বর্ণনা ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য হয় না; এর কারণে লোকেরা চুপ করে নীরবে তাদের কথা শুনছিল। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের কথা শুনতে থাকবে, যাঁরা তাঁদেরকে এ কথা বলবে যে, ঈশ্বর তাঁদের আত্মার জন্য কী কাজ করেছেন, কিংবা তাঁদের মধ্য দিয়ে কী কাজ করেছেন, গীতসংহিতা ৬৬:১৬।

গ. যাকোব সভায় যে বক্তব্য রাখলেন। তিনি পৌল এবং বার্ণবার কথায় বাধা দিয়ে তাঁর কথা শুরু করেন নি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে যে, তিনি তাঁদের কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা বলে উঠেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অবশ্যই তাঁদেরকে আগে কথা বলতে দিয়েছিলেন তাঁদের বন্ধুত্বের সম্মান জানানোর জন্য এবং যাতে করে এই বিবৃতি সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির মুখ থেকেই আসে; কিন্তু তাঁরা তাঁদের বক্তব্য শেষ করলে পর যাকোব উঠে দাঁড়ালেন। আপনারা সকলে একের পর এক ভাববাণী বলিতে পারেন, ১ করিন্থীয় ১৪:৩১। আমাদের ঈশ্বর শৃঙ্খলাপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি পৌল এবং বার্ণবাকে সেই কথাই বলতে বলেছিলেন যা তাঁদের বলার প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন পরিচর্যাকারীর বক্তব্য শোনার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে কোন সত্য চোখ এড়িয়ে না যায়, বরং একটি আরেকটির স্বপক্ষে প্রমাণ দান করে।

১. তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করলেন: "হে ভাইয়েরা, আমার কথা শোন। তোমরা সকলে মানুষ, আর এই কারণে আমি আশা করি যে তোমরা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করবে; তোমরা আমার ভাই, তাই নিশ্চয়ই তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনবে। আমরা সকলে ভাই, আমাদের সকলের এই বিষয়ে সমান মনোযোগ দান করা উচিত, যাতে করে আমরা খ্রীষ্টের অবমাননা না করি এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি না করি।"

২. তিনি সেই বিষয়ে কথা বলেছিলেন, যা পিতর একটু আগে অযিহূদীদের মন পরিবর্তনের বিষয়ে বলেছিলেন (পদ ১৪): "শিমোন" (এর অর্থ হচ্ছে শিমোন পিতর) "এ কথা ঘোষণা করেছেন এবং এই বিষয়টি আপনাদের সামনে উত্থাপন করেছেন যে, কীভাবে ঈশ্বর প্রথমবার অযিহূদীদেরকে দেখা দিয়েছেন, কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের মধ্য দিয়ে, যারা ছিলেন অযিহূদীদের মধ্য থেকে আগত প্রথম ফসল– কীভাবে তাদের মধ্যে প্রথম সুসমাচার

প্রচারিত হল এবং বর্তমানে কীভাবে অযিহূদীদেরকে এর কাছে আসার জন্য আমান্ত্রণ জানানো হচ্ছে এবং তাদেরকে এর সুফল ভোগ করতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে;" যাকোব এখানে লক্ষ্য করেছেন:

(১) এর উৎস ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ; ঈশ্বর নিজে অযিহূদীদের সাথে দেখা করেছিলেন; এবং তা ছিল এক দয়াপূর্ণ সাক্ষাৎ। তাদেরকে যদি তাদের মত করেই থাকতে দেওয়া হত, তাহলে তারা কখনোই তাঁর দেখা পেত না, কিন্তু তাঁর দিক থেকেই এই পরিচিতি পর্বের সূচনা হয়েছিল; তিনি শুধু যে তাদের সাথে দেখা করেছেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করেছেন যারা তাঁর লোক তাই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি তাদেরকেও দেখা দিয়েছেন এবং উদ্ধার করেছেন, যারা ছিল *lo ammi*– তাঁর লোক নয়।

(২) এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের গৌরব এবং মহিমার প্রকাশ: তিনি তাঁর লোকদেরকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর নিজ নামে ভূষিত করতে চেয়েছেন, যারা তাঁকে গৌরব ও মহিমা দান করবে এবং যাদের মধ্য দিয়ে তিনি গৌরবান্বিত হবেন। আগে যেমন তিনি যিহূদীদেরকে তুলে নিয়েছেন, তেমনি এখন তিনি অযিহূদীদের কাছে ডেকে নিচ্ছেন, যাতে করে তারা তাঁর নাম ধারণ করতে পারে এবং তাঁর মহিমা ও গৌরব করতে পারে, যিরমিয় ১৩:১১। ঈশ্বরের সকল মানুষ এ কথা স্মরণ করুক যে, এভাবেই তারা ঈশ্বরকে গৌরব ও মহিমা দান করে সম্মানিত করতে পারে এবং ঈশ্বর এভাবেই তাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হতে পারেন।

৩. তিনি পুরাতন নিয়মের একটি উদ্ধৃতি দান করার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে একটি প্রমাণ দাখিল করলেন: তিনি দর্শনের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদেরকে আহ্বান জানানোর বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেন নি, যেভাবে পিতর দেখিয়েছেন, কিংবা তিনি তাঁর হাতে আশ্চর্য কোন কাজ করতে পারেন নি, যা পৌল বা বার্ণবা করেছেন, কিন্তু তিনি পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্ধৃতি দান করেছেন যা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এই কারণে তা অবশ্যই পূর্ণ বলে গণিত হবে, পদ ১৫। এর সাথে ভাববাদীদের বাণীর মিল রয়েছে; পুরাতন নিয়মের বেশির ভাগ ভাববাদীই অযিহূদীদেরকে আহ্বানের ব্যাপারে কম বেশি কথা বলেছেন, এমন কি মোশি নিজেও তা বলেছেন, রোমীয় ১০:১৯। এটি ছিল একটি সাধারণ প্রত্যাশা যে, খ্রীষ্ট অবশ্যই এমন একজন আলো হবেন যিনি অযিহূদীদেকে আলো দেবেন (লূক ২:৩২): কিন্তু যাকোব এর আরও বেশি চিত্রিত ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন এবং তিনি একই বিষয়কে আরও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন: লেখা আছে, আমোস ১:১১, ১২, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে:-

(১) খ্রীষ্টের রাজ্য গঠিত হবে (পদ ১৬): আমি দায়ূদের তাঁবু আবার উঠাব, যা পড়ে গিয়েছিল। এই চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল দায়ূদ এবং তাঁর বংশধরদের সাথে; কিন্তু দায়ূদের গৃহ এবং পরিবারকে এখানে তাঁর তাঁবু বলা হচেছ কারণ দায়ূদ তাঁর জীবনের শুরুতে একজন মেষপালক ছিলেন এবং তিনি তাঁবুতে বাস করতেন এবং তাঁর বাসগৃহ, যা ছিল এক বিলাস বহুল প্রাসাদ, তা এক হত দরিদ্র এবং তুচ্ছ তাঁবুতে পরিণত হয়েছিল, যা এর শুরুর দিকে

ক্ষুদ্র অবস্থাতে ছিল। এই তাঁবু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং নিচে পতিত হয়েছিল; অনেক বছর যাবৎ দায়ূদের বংশ থেকে কোন রাজা আসে নি, যিহূদা থেকে রাজদণ্ড চলে গেছে, রাজকীয় বংশ অস্পষ্টতায় এবং কালের আবর্তনে ডুবে গেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাদেরকে আর কেউ স্মরণেও রাখে নি। কিন্তু ঈশ্বর ফিরে আসবেন এবং আবারও তা গড়ে তুলবেন, এর ধ্বংস স্তূপ থেকে একে গড়ে তুলবেন, যেভাবে পৌরাণিক ফিনিক্স পাখি তার ছাই থেকে আবারও জন্মগ্রহণ করে; এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশেষে পূর্ণতা লাভ করেছে, যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই বংশ থেকেই জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন এবং তিনি এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ঘটাবেন যে, তিনি চিরকাল যাকোবের গৃহে রাজত্ব করবেন, লূক ১:৩২, ৩৩। আর যখন দায়ূদের তাবু খ্রীষ্টতে পুনর্নির্মাণ করা হল, এর অবশিষ্ট সমস্ত অংশ, যা এর সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হওয়ার খুব বেশি বছর পরে নয়, যখন সমস্ত যিহূদী জাতিকে উচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল এবং তাদের বংশ তালিকা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল, ফলে তাদের বংশের আর কোন চিহ্ন থাকলো না। তখন খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে বলা হতে থাকলো দায়ূদের তাঁবু। এটি অনেক সময় অনেক খুব নিচু অবস্থানে চলে আসে এবং অনেক সময় একে ধ্বংস স্তূপ বলে মনে হতে থাকে, কিন্তু আবারও তা গড়ে তোলা হবে এবং এটির পতন ঘটলেও তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নি; এমন কি প্রত্যেক শুকনো হাঁড়ও বেঁচে উঠবে।

(২) অযিহূদীদেরকে কার্যকরভাবে খ্রীষ্টানদের মণ্ডলীতে আনা এবং এর ফলাফল (পদ ১৭): মানুষের শিকড়ের সন্ধান অবশ্যই তাকে ঈশ্বরের খোঁজ করায়; শুধুমাত্র যিহূদীরা নয়, যাদের হাতে দায়ূদের তাঁবুর একমাত্র ক্ষমতা ছিল এবং তারা দৃশ্যমান মণ্ডলী থেকে প্রস্থান করেছিল; তাদেরকে এখন অবশ্যই এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দাউদের তাঁবুর মধ্য দিয়ে প্রভুর খোঁজ করতে হবে এবং এ বিষয়ে খোঁজ করতে হবে যে, কীভাবে তারা তাদের আনুকূল্য অর্জন করতে পারে। যখন দায়ূদের তাঁবু গঠিত হবে, সে সময় তারা তাদের ঈশ্বর প্রভুর খোঁজ করবে এবং তাদের রাজা দায়ূদের খোঁজ করবে, হোশেয় ৩:৫; যিরমিয় ৩০:৯। তখন ইস্রায়েল অবশিষ্ট ইদোম অধিকার করবে (এমনটাই হিব্রু ভাষায় লেখা আছে); কিন্তু যিহূদীরা সকল অযিহূদীদেরকে ইদোমীয় বলে সম্বোধন করে এবং সেই কারণে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে বিশেষভাবে ইদোমের নাম সম্বোধন করা হয় নি এবং ঠিক সাধারণভাবে এমন কথা বলা হয়েছে যে, যেন অবশিষ্ট লোক সকল প্রভুর অন্বেষণ করে, (যাকোব এখানে যোগ করেছেন প্রভুর অন্বেষণ), আর যে জাতিগণের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, কিংবা স্পষ্ট করে বলা যায়, অযিহূদীদের উপরে। যিহূদীরা অনেক বছর ধরে এমন বিশেষভাবে অনুগ্রহ লাভ করে আসছে যে, অবশিষ্ট লোকদেরকে অনেক অবজ্ঞা ও অবহেলা করা হয়েছে; কিন্তু এখন ঈশ্বর তাদের উপরে দৃষ্টিপাত করবেন এবং তার নাম অযিহূদীদের কাছে প্রকাশিত হবে; তার নাম তাদের কাছে ঘোষিত হবে এবং প্রকাশিত হবে এবং তারা সকলে তাঁর নাম জানতে পারবে এবং এই নাম ধরে ডাকতে পারবে; তারা নিজেদেরকে বলবে ঈশ্বরের লোক এবং তিনিও তাদেরকে তাই বলবেন। আর এভাবেই উভয় পক্ষের সমর্থনে তার নাম কীর্তিত হবে। এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আমরা এই কথা বলতে পারি যে, তা যথা সময়ে পূর্ণতা লাভ করবে; আর এখন তা পূর্ণতা পেতে শুরু করেছে, কারণ একই

সাথে এই কথা বলা হয়েছে যে, প্রভু বলছেন, যিনি নিজে এই কাজ করেছেন; যিনি এই সকল কাজ সম্পন্ন করেছেন (সেপ্টুয়াজিন্টেও এই কথা বলা হয়েছে); এবং এখানে প্রেরিত এই কথা বলছেন যে, তিনি এই কাজ করবেন বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি পরবর্তীতে বলেছেন যে, তিনি এই কাজ করা জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ; এবং তিনি যেহেতু এই কথা বলেছেন সেই কারণে তিনি অবশ্যই তা করবেন; কারণ এক ধরনের কথা বলা এবং অন্য ধরনের কাজ করা ঈশ্বরের স্বভাব নয়। যিহূদী এবং অযিহূদীদেরকে এক দেহে একত্রিত করা এবং এর জন্য যে সমস্ত কাজ করতে হবে তার সমস্ত কিছুই আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

[১] ঈশ্বর কী করবেন: এটি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর কাজ, যা তিনি তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন।

[২] এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আনন্দিত হন এবং সন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি অযিহূদীদেরও ঈশ্বর, সেই সাথে যিহূদীদেরও ঈশ্বর এবং এটি একটি সম্মানের বিষয় যে, তিনি এত দয়াতে পূর্ণ বলেই আমরা তাঁকে দয়ালু বলে সম্বোধন করি।

৪. তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং পরামর্শ নিয়ে কথা বললেন (পদ ১৮): তিনি পুরাকাল থেকে এসব বিষয় জ্ঞাত করেন। তিনি শুধুমাত্র বহু বছর আগে থেকে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদের আহ্বানের বিষয়েই পূর্বাভাস দেন নি (এবং সেই কারণে এটি আমাদের জন্য বিঘ্নের বিষয় বা বাঁধাজনক পাথর বলে সাব্যস্ত করা উচিত হবে না), সেই সাথে তিনি এটি তাঁর বাহ্যিক পরিষদের মধ্য দিয়ে আগে থেকে দেখেছেন এবং আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা প্রশ্নাতীতভাবে জ্ঞান পূর্ণ এবং দৃঢ় অটল। এটি এখানে একটি দারুণ চমৎকার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে ঈশ্বরের সমস্ত আশ্চর্য কাজের নিদর্শন হিসেবে, যা তাঁর সাধারণ এবং আত্মিক রাজ্যে ঘটে থাকে, যেখানে তিনি সকল বিষয় পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকেই জেনে আসছেন, প্রথম যে দিন তিনি পৃথিবী নির্মাণের কাজে হাত দিলেন সেই দিন থেকেই, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, তিনি তাদের সকলকেই চিনতেন (যেমনটা অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্রের বলা হয়েছে) পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের আগ থেকেই এবং চিরকাল পর্যন্ত। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর যা ই করে থাকুন না কেন, তিনি তাঁর পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তবেই করে থাকেন; কারণ তিনি সকল কাজই শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করেন, তবে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং তাঁর ইচ্ছা প্রসূত পরিকল্পনা অনুসারে; তিনি শুধুমাত্র তিনি যা চিন্তা করেন সে অনুসারেই কাজ করেন না (গীতসংহিতা ১৩৫:৬), যা আমাদের যোগ্যতার চেয়েও আরও বেশি কিছু (আমাদের উদ্দেশ্য এক সময় বিনষ্ট হতে পারে বা বিলুপ্ত হতে পারে এবং আমাদের সকল কার্যক্রম ও গৃহীত পদক্ষেপ এক সময় লুপ্ত হতে পারে), কিন্তু তিনি যা কিছু করবেন সে ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প ধারণ করেন এবং তা পালন করেন। তিনি আমাদেরকে এর প্রমাণ দেখানোর জন্য যা কিছুই বলেন না কেন, তিনি অবশ্যই তা পালন করবেন। আমরা আমাদের কাজ সম্পর্কে আগে থেকে জানতে পারি না, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ১ শমূয়েল ১০:৭। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা কী করবো সে বিষয়ে আমরা আগে থেকে

বলতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত না হয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সব ধরনের কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন; তাঁর পবিত্র শাস্ত্রে (যাকে সত্যের পুস্তক বলা হয়, দানিয়েল ১০:২১) এর সব কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেখানে কোন প্রকার কাটা ছেড়া কিংবা ঘষা মাজা করা হয় নি (গীতসংহিতা ৪০:৭); এবং ঈশ্বরের সকল কাজ অবশ্যই পর্যবেক্ষণের দিনে ঠিক তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে ঘটতে দেখা যাবে, সেখানে কোন ভুলের অবকাশ থাকবে না এবং নূন্যতম কোন বিচ্যুতিও ঘটবে না। আমরা হচ্ছি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি সীমার অধিকারী মানুষ; সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষও কেবলমাত্র একটু সামান্য পথ তাদের সামনে দেখতে পারেন এবং এর বেশির ভাগেরই কোন নির্দিষ্ট সুস্পষ্টতা ও নিশ্চয়তা নেই; কিন্তু এটি আমাদের জন্য সান্ত্বনার বিষয় যে, আমরা অনিশ্চিতভাবে যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, এর সমগ্র স্বর্গীয় পরিকল্পনাতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে; ঈশ্বর আমাদের এবং তাঁর নিজের সকল কাজ সম্পর্কে জানেন।

৫. তিনি সেই উপদেশ দান করেছেন, যা বর্তমান সময়ে ঘটা অসম্ভব কিছু ছিল না, যেহেতু এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে অযিহূদীদের কথাই নির্দেশ করা হচ্ছে (পদ ১৯): আমার বাক্য হচ্ছে, *ego krino*– আমি আমার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছি; আমি যে অন্যদের উপরে কর্তৃত্ব ভোগ করেছি তা নয়, বরং আমি তাদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছি। এখন এখানে তাঁর উপদেশ হচ্ছে:

(১) তক্‌ছেদ করা এবং আনুষ্ঠানিক আইন পালন কোন মতেই অযিহূদী থেকে আগত বিশ্বাসীদের উপ্‌চে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না; না, তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন মতেই উৎসাহ বা পরামর্শ দেওয়া যাবে না। "অযিহূদীদের মধ্য থেকে এমন অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরেছে এবং আমরা আশা করি যে, আরও অনেকে উদ্ধার পাবে। এখন আমি পরিষ্কারভাবে তাদে জন্য স্নেহ প্রকাশের ভাষা হিসেবে তাদের জন্য ক্ষতিকর বা অহেতুক বাধা ও বোঝাজনক এমন কোন কিছু চাপিয়ে দেব না," *me parenochlein*– "আমি তাদেরকে কোন ধরনের চাপ বা কষ্ট দিতে চাই না, কিংবা তাদের মনের মাঝে কোন ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা জটিলতার সৃষ্টি করতে চাই না।" লক্ষ্য করুন, নবীন মন পরিবর্তনকারীরা যেন কোন ধরনের হতাশার বা নিরাশার সম্মুখীনন না হয় সে কারণে অবশ্যই আমাদেরকে কোন ধরনের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তাদের সামনে উত্থাপন করা উচিত হবে না। ধর্মের প্রধান বিষয়গুলো, যা জাগ্রত বিবেক সহজেই গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তা যেন প্রথমেই তাদেরকে আকৃষ্ট করে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে এবং তাদেরকে সহজ হতে সাহায্য করবে। সেই সাথে যেন কোন বাহ্যিক বিষয় বা পারিপার্শ্বিক বিষয় তাদের মাঝে দ্বিধার সৃষ্টি করতে না পারে, যা তাদেরকে জটিলতার মুখোমুখি করতে পারে। ঈশ্বরের রাজ্য, যেভাবে তারা প্রশিক্ষিত হয়েছে, তা শুধুমাত্র ভোজন করা এবং পান করা নয়, কিংবা তা অভিন্ন বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য বা প্রভাব নয়, যা তাদেরকে সমস্যায় ফেলবে, কিন্তু এটি হচ্ছে ধার্মিকতা এবং শান্তি এবং পবিত্র আত্মার আনন্দ, যা সকলকে সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে।

(২) তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে তা মঙ্গল বয়ে আনে, যা যিহূদীদেরকে সবচেয়ে বেশি বিঘ্ন প্রদান করেছিল, আর তা হচ্ছে অযিহূদীরা তাদের সাথে একই সহভাগিতায় মিলিত হবে। যেহেতু তাদেরকে কোন মতেই উপহাস করা উচিত নয় যে, তারা তাদেরকে তক্‌ছেদ করতে এবং পবিত্র শাস্ত্রের বিধান পালন করতে বলতে পারে, এই কারণে তাদেরকে এখন শিখতে হয়েছে যে, কি করে তাদেরকে ছোট করা যায় এবং অপমান করা যায়। তাই তারা এমন একটি পরিকল্পনা করলো যাতে করে যিহূদীদের স্বার্থ রক্ষা হয় এবং অযিহূদীরা তাদের উৎসগত স্বকীয়তা হারায়। এতে করে যিহূদীরা সন্তুষ্ট হবে (এবং যদি একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে তারা বাধা দেয় এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহলে নিশ্চয়ই ক্রুশের ক্ষেত্রেও তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে) যদি অযিহূদীরা মন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকে। তারা সত্যিই খুশি হবে যদি অযিহূদীরা:-

[১] মূর্তিপূজা এবং জেনা করা থেকে বিরত থাকা হয়, যা সবচেয়ে খারাপ দুটি কাজ এবং যা থেকে সকলেরই সবসময় দূরে থাকা উচিত; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তাদেরকে লিখিতভাবে নিষেধ করা হচ্ছে যেন তারা এর থেকে দূরে থাকে (কারণ এই সমস্ত কাজের কারণে যিহূদী বিশ্বাসীরা অযিহূদী ডবশ্বাসীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, যাতে তারা অনন্ত জীবন পেয়ে যায়), তাহলে যিহূদীরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবে; তবে এমন নয় ব্যাপারটা যে, অযিহূদীরা প্রচার এবং লেখার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে যে,

প্রথমত, মূর্তিপূজা, তাদেরকে এখন থেকে আর কোন প্রকার মূর্তিপূজার সাথে কিংবা কোন ধরনের মূর্তিপূজা সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত থাকা যাবে না, এমন কি তাদেরকে কোন মূর্তি পূজারী বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করা যাবে না, তাদের সাথে মিশ্রিত হওয়া যাবে না, বিশেষ করে তারা প্রতিমা পূজার পর যে ভোজ উৎসর্গের আয়োজন করে সেই ভোজে অংশগ্রহণ করা যাবে না। দেখুন ১ করিন্থীয় ১০:১৪; ২ করিন্থীয় ৬:১৪।

দ্বিতীয়ত, জেনা এবং সকল ধরনের অশুচিতা। কত বৃহৎ, কত ব্যাপকভাবে পৌল এই ধরনের পাপের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন! ১ করিন্থীয় ৪:৯-১২; ইফিষীয় ৫:৩। কিন্তু যিহূদীরা এর বিষয়ে তাদের যে ধরনের পতন ঘটাতে পারতো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছে, তবে এই ধরনের কাজে অযিহূদীরা লিপ্ত ছিল এবং তারা এই ধরনের কাজ শুধুমাত্র অযিহূদীদের বলে উল্লেখ করেছে। তারা এমন ভাব ব্যক্ত করেছে যে, মন পরিবর্তনের পর তাদেরকে এ বিষয়ে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে অযিহূদীদের প্রেরিতগণ এ বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন। এখন, এই পরামর্শ যেহেতু সুস্পষ্ট এবং একে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু যাকোব এই উপদেশ দিচ্ছেন যে, তাদের পরিচর্যাকারীরা তাদেরকে যে ধরনের ব্যক্তিগত পরিচর্যা দান করেছে তার ভিত্তিতে তাদের উচিত অবশ্যই সকলের কাছে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা এবং জেনা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া– যাতে করে তারা সব দিক থেকে পবিত্র হতে পারে এবং এই দুটি মন্দতা থেকে তারা যেন মুক্ত থাকতে পারে, যা যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন জনক।

[২] রক্ত ও গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস খাওয়া যাবে না, যার ভেতরে প্রকৃত অর্থে কোন মন্দতা না থাকলেও, যেমনটা আগে দু'টোর মধ্যে ছিল, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নোহের নিয়ম অনুসরণ করা, কারণ নোহের নিয়ম বা চুক্তিতে এই সকল বস্তু খাওয়া অশুচি বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আদিপুস্তক ৯:৪), যা মোশির আইন প্রণয়নেরও অনেক আগের কথা; এবং যিহূদীরা তাদেরকে প্রচণ্ড পরিমাণে অপছন্দ করে, যারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং তা লঙ্ঘন করে; আর এই কারণে কাউকে বিঘ্ন দেওয়া পরিহার করতে অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীরা নিজেদেরকে এই স্বাধীনতা সংক্ষিপ্ত করুক, ১ করিন্থীয় ৮:৯, ১৩। এভাবেই আমরা সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারব।

৬. তিনি তাঁর এই পরামর্শের জন্য একটি যুক্তি দেখালেন– যিহূদীদের প্রতি মহা সম্মান দেখাতে হবে, কারণ তারা সেই ব্যবস্থার আইনের সাথে বহু যুগ ধরে অব্যস্ত হয়ে আসছে এবং এই আইনে অভ্যস্ত হয়েই তারা বড় হয়ে উঠেছে, তাই যদি তারা এখন তা থেকে মুক্ত হতে না পারে (পদ ২১): কেননা প্রতি নগরে অতি পূর্বকাল থেকে মোশির এমন লোক আছে, যারা তাঁকে প্রচার করে, প্রতি বিশ্রামবারে সমাজ-ঘরে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হচ্ছে। "তোমরা তাদেরকে দোষ দিতে পার না, যদি তাদের মোশির আইনের প্রতি এমন চরম শ্রদ্ধা থেকে থাকে; কারণ এর পাশপাশি তারা খুবই নিশ্চিত যে, ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বলেছিলেন।"

(১) "তাদের কাছে সবসময় মোশির বিষয় প্রচার করা হয় এবং তাদেরকে মোশির ব্যবস্থার কথা স্মরণ করতে বলা হয়," মালাখি ৪:৪। লক্ষ্য করুন, এমন কি আমাদের কাছে যে ঈশ্বরের বাক্য লেখা হয়েছে তাও অবশ্যই প্রচার করা উচিত; যাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র রয়েছে তাদেরও অবশ্যই পরিচর্যাকারীদের পরিচর্যা এবং প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে তারা তাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে সাহায্য করতে পারেন এবং সে অনুসারে তাদের জীবনে পবিত্র শাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন।

(২) "তাঁর লেখাগুলো অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ধর্মীয় ভাব নিয়ে তাদের সমাজ-ঘরে পাঠ করা হয় এবং বিশ্রামবারে পাঠ করা হয়, ঈশ্বরের উপাসনা করার সময়ে এবং স্থানে পাঠ করা হয়। যাতে করে তারা ছোটবেলা থেকেই মোশির ব্যবস্থার প্রতি এক দারুণ শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। এটি পালন করা হচ্ছে তাদের ধর্মের একটি অন্যতম অংশ।"

(৩) "আগে এই সমস্ত কাজ করা হত; তারা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে মোশিকে সম্মান প্রদর্শনের এই রীতিটি লাভ করেছিল; তাদের এর জন্য বিশেষ একটি অনুভূতি রয়েছে।"

(৪) "প্রতিটি শহরে এই চর্চা করা হত, যেখানেই কোন যিহূদী রয়েছে, যাতে করে তাদের মধ্যে কেউই মোশির ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকে, যে আইন তাদের উপরে অর্পণ করা হয়েছে; আর সেই কারণে যদিও সুসমাচার আমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এই সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত করার জন্য, তথাপি তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না যদি তারা এর একটি

অংশ নিজেদের জীবনে সাথে জড়িয়ে নেয় এবং যদি তারা হঠাৎ করে এই বিষয়টিকে তাদের জীবনের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মেনে নিতে না পারে, যা তারা এত শতাব্দী ধরে পালন করে এসেছে এবং যে প্রথা তারা পুরুষানুক্রমে পালন করে আসছে, যা তাদের পিতৃ পুরুষকে ঈশ্বর নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে তারা অতি শ্রদ্ধার সাথে মান্য করে এবং ধর্ম হিসেবে স্থান দেয়। আমাদের অবশ্যই এই কারণে তাদেরকে সময় দেওয়া উচিত, তাদেরকে অবশ্যই মাঝ পথে আমাদের দেখা দেওয়া উচিত; তাদেরকে অবশ্যই এই পর্যন্ত বিষয়টি বহন করে নিয়ে যেতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের নিজেদেরকে এর থেকে দূরে সরে আসতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেন তারা এর মধ্য দিয়ে আমাদের সুসমাচারের স্বাধীনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে।" এভাবেই প্রেরিতগণ নম্রতার আত্মার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তারা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে কাজ করেছেন যেন কোনভাবেই যিহূদী বা অযিহূদী কেউই কোনভাবে বিঘ্ন না পায় কিংবা উভয় পক্ষের কেউ যেন একে অপরের বিপক্ষে কোন অবস্থানে না দাঁড়ায়। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই অবাক হওয়া উচিত নয়, যদি লোকেরা আগে থেকে কোন অভ্যাসে বা প্রথায় বা রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, যা তারা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে এবং যা তা পবিত্র ধর্মীয় রীতি-নীতি হিসেবে জেনে এসেছে; আর সেই কারণে এমন অবস্থায় আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সহিষ্ণু হতে হবে।

প্রেরিত ১৫:২২-৩৫ পদ

এখানে আমরা যিরূশালেমের এই সভায় ধার্য সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে জানতে পারি, যেখানে অযিহূদীদের উপরে ব্যবস্থার আইন চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তবে এই অধ্যায়ে এই সভা সম্পর্কে যেটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তার চাইতে আরও বেশি আলোচনা এবং কথা ও তক বিতর্ক সেখানে হয়েছিল, যা আর লিপিবদ্ধ করা হয় নি; কিন্তু একটা সময় পর তা একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় মীমাংসায় পৌঁছায় এবং যাকোব তাদের সকলকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়– *nemine contradicente*– সকলের কাছে; এবং এই রায় অনুসারে সকল দূতের মধ্য দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়, যাদের মণ্ডলীতে অযিহূদী মন পরিবর্তনকারী রয়েছে, যা তাদের কাছে ভণ্ড শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতিরোধে এক দারুণ অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. প্রতিনিধিদের নির্বাচন, যাদেরকে পৌল এবং বার্ণবার সাথে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে; এমন নয় যে, তাঁদের মাঝে এই দুই মহান ব্যক্তির কার্য ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল এবং এই কারণে তাঁরা তাঁদেরকে এই চিঠি নিয়ে যেতে বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিংবা এমনও নয় যে, তারা ভাবছিল এই দুই প্রেরিত যেতে যেতে চিঠির মধ্যকার কোন কথা পরিবর্তন করে ফেলবেন; না, তাঁরা এমন মহৎ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে মোটেও কোন মন্দ চিন্তা করে নি; কিন্তু :-

১. তাঁরা নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত কোন কোন লোককে পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে আন্তিয়খিয়ায় পাঠাতে ভাল মনে করলেন, পদ ২২। প্রেরিতগণ এবং প্রাচীনবর্গ পুরো মণ্ডলীর সাথে সাথে তাঁদেরকে এই দুই জনের সাথে পাঠাতে রাজি হলেন, তাঁরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হলেন, ১ করিন্থীয় ১০:৭। তাঁরা তাঁদের দূত পাঠালেন:

(১) যাতে করে তারা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে, একটি শাখা মণ্ডলী হিসেবে, যদিও তা একেবারেই নবীন একটি মণ্ডলী, তথাপি তারা একে যিরূশালেম মণ্ডলীর সমকক্ষ হিসেবেই দেখেছিলেন; সেই সাথে তারা তাদেরকেও এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে উদ্গ্রীব ছিলেন।

(২) পৌল এবং বার্ণবাকে উৎসাহিত করার জন্য এবং তাঁদের এই যাত্রাকে আরও আনন্দময় করে তোলার জন্য এবং তাদে বাড়িতে ফিরে যাওয়াটাকে আর বেশি উপভোগ্য করতে (কারণ সম্ভবত তাঁরা এখন পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করছিলেন) এমন কয়েকজন দারুণ মানুষকে তাদের সঙ্গী হিসেবে দেওয়ার মধ্য দিয়ে; *amicus pro vehiculo*– বোঝার বদলে একজন সঙ্গী।

(৩) তাঁরা যে পত্র বহন করছিলেন সেই পত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য, যাতে করে তা এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমে দেওয়ার কারণে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এবং এখানে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়, কারণ অনেকের কাছ থেকে তারা এর সম্পর্কে বিরোধিতার আশঙ্কা করছিলেন।

(৪) সাধু ব্যক্তিদের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করার জন্য এবং মণ্ডলী এবং তার পরিচর্যাকারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, যারা একটু দূরবর্তী ছিলেন এবং যাদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক বা যোগাযোগ এর আগে ছিল না এবং সেই সাথে এটি দেখানোর জন্য যে, তারা সংখ্যায় অনেকে রয়েছেন, তথাপি তারা এক।

২. যাদেরকে তারা প্রেরণ করেছিলেন তারা কোন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না, যাদেরকে অবশ্যই এই পত্র বহন করে নিয়ে যেতে হবে এবং প্রেরিতদের কাছ থেকে প্রাপ্তি স্বীকারের প্রমাণ দাখিল করতে হবে; কিন্তু তারা ছিলেন বেছে নেওয়া সুখ্যাত ব্যক্তি এবং ভাইদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যাদের মাঝে ছিল চমৎকার দান, অনুগ্রহ এবং উপযোগিতা; কারণ তারা ছিলেন তাদের ভ্রাতৃ সমাজের বিভিন্ন মণ্ডলী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তারা ছিলেন তাদের নিজ নিজ মণ্ডলীর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিনিধি। তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে: যিহূদা, যাকে বার্শব্বা নামেও ডাকা হত (সম্ভবত তিনি সেই যোষেফের ভাই ছিলেন, যাকে বার্শবাস নামে ডাকা হত, যিনি প্রেরিত পদের জন্য একজন প্রার্থী ছিলেন, প্রেরিত ১:২৩) এবং সাইলাস। যিরূশালেমে মণ্ডলীতে এই লোকেরা যে চরিত্র ধারণ করেছিলেন তা তাদের উপরে প্রভাব ফেলেছিল যারা যিহূদিয়া থেকে এসেছিলেন, যেমনটা এই ভণ্ড শিক্ষকেরা করেছিল এবং তারা তারা যে বার্তা নিয়ে যাচ্ছিলেন তার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হলেন যেন তা নির্ভুলভাবে সকলের কাছে প্রেরিত হয়।

খ. এই পত্র, প্রেরিতব্য সকল পত্র রচনা, যা মণ্ডলীসমূহের কাছে প্রেরণ করার জন্য স্থির করা হয়েছিল, যাতে করে সভায় কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হল তা সকলের গোচরে আসে।

১. এই ঘোষণার ব্যাপারে এখানে অত্যন্ত বিবেচ্য একটি বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, ২৩। এর মধ্যে কোন উদ্ধত কথা বা আঘাত পাওয়ার মত কোন কথা নেই; বরং:-

(১) এর মধ্য দিয়ে প্রেরিতদের নম্রতা প্রকাশ পেয়েছে, কারণ তাঁরা প্রাচীনবর্গ এবং ভাইদের সাথে এক সভায় বসেছিলেন, সাধারণ পরিচর্যাকারী এবং সাধারণ মণ্ডলী সদস্যদের সাথে বসেছিলেন, যাদের কাছ থেকে তাঁরা এই সভায় পরামর্শ নিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। যদিও মানুষ তখনও তেমন যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল না, যেহেতু মণ্ডলীতে তখন পর্যন্ত রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল এবং নেতৃস্থানীয় পর্বে সকলে তখনও যেতে পারতেন না, তথাপি তাদের সকলের সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং এই ঘোষণা এমনভাবে করা হল না যে, "আমরা, প্রেরিতগণ, পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধিবর্গ এবং সকল মণ্ডলীর পালকদের পালক" (যেভাবে পোপ নিজেকে সম্বোধন করে থাকেন) "এবং বিশ্বাসের সকল বিষয়ের একমাত্র সিদ্ধান্ত প্রদানকারী;" কিন্তু প্রেরিতগণ, প্রাচীনবর্গ এবং ভাইয়েরা তাঁদের এই সিদ্ধান্তে সকলে মিলে একত্রিতভাবে এক মত পোষণ করেছিলেন। এখানে তাঁরা সেই নির্দেশনা স্মরণ করেছিলেন যা তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে দান করেছিলেন (মথি ২৩:৮): তোমাদেরকে যেন রব্বি বলে সম্বোধন করা না হয়; কারণ তোমরা সকলে ভাই।

(২) এর মধ্য দিয়ে যে সমস্ত মণ্ডলীর কাছে তাঁরা এই পত্র লিখেছিলেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে; তাঁরা তাদেরকে শুভেচ্ছা প্রদান করেছিলেন, যাদের সুস্বাস্থ্য এবং আনন্দ ও উল্লাস কামনা করেছিলেন এবং তাদেরকে অযিহূদীদের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, এর মাধ্যমে তাঁরা তাদেরকে মণ্ডলীর সভ্য হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে সহভাগিতার দক্ষিণ হস্ত দান করেছিলেন: "আপনারা আমাদের ভাই, যদিও আপনারা অযিহূদী থেকে আগত; কারণ আমরা খ্রীষ্টতে এক হয়েছিলেন, আমরা অনেক ভাইদের মধ্যে প্রথম জাত হয়েছি, আমাদের সকলের পিতা এক ঈশ্বর।" এখন আমরা দেখতে পাই যে, অযিহূদীরা সহ উত্তরাধিকারী এবং একই দেহ বিশিষ্ট, তাদেরকে অবশ্যই উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করতে হবে এবং তাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করতে হবে।

২. এখানে যিহূদী ভাব বিশিষ্ট শিক্ষকদের প্রতি এক দারুণ ন্যায্য এবং তীব্র তিরস্কার করা হয়েছে (পদ ২৪): "আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমরা যাদেরকে কোন আদেশ দিই নি, এমন কয়েক ব্যক্তি আমাদের মধ্য থেকে গিয়ে কথা দ্বারা তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে; এবং আমরা এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত, কারণ তারা ভুল শিক্ষা দিচ্ছে এবং ভুল মতবাদ প্রচার করছে।"

(১) তারা যিরূশালেমের প্রেরিতগণ এবং পরিচর্যাকারীদের সাথে এক মহা অন্যায় করেছে, কারণ তারা তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়ার ভান করেছে এবং সকলকে

তা বলেছে। তাই তারা এমন ধারণা করেছে যে, নিশ্চয়ই যিরূশালেম মণ্ডলীর প্রেরিত ও প্রাচীনগণ অযিহূদীদেরকে মোশির ব্যবস্থার অধীনে নিতে চান, যেখানে এমন কোন চিন্তা কখনোই তাঁদের মাথায় আসে নি। "তারা আমাদের কাছ থেকে গিয়েছে ঠিকই, কারণ তারা আমাদের মণ্ডলীরই ছিল এবং যখন তারা প্রচার অভিযানে যেতে চেয়েছিল তখন আমরা তাদেরকে নিজেদের জীবন থেকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলেছি; কিন্তু আমরা কখনোই তাদেরকে এমন কোন আদেশ দিই নি যে, তারা যেন তোমাদেরকে মোশির ব্যবস্থা অনুসারে চলতে চাপাচাপি করে, আমরা কখনোই তাদেরকে এমন আদেশ দিই নি, এমন কি তাদেও সাথে আমরা কখনোই এ ধরনের কোন কথা আলোচনা করি নি, কাজেই তাদের এই শিক্ষা দানের কর্তৃত্ব হিসেবে আমাদের নাম উল্লেখ করাটা একেবারেই অযৌক্তিক। এটি নতুন কিছু নয় যে, প্রেরিতবর্গ যে সকল বিষয়ে কথা বলেন নি বা যা তাঁরা সমর্থন করেন না, এমন অনেক বিষয়েও প্রচার করতে গেলে অনেক পথভ্রষ্ট শিক্ষকেরা প্রেরিতদের উল্লেখ করে থাকেন।

(২) তারা অযিহূদী থেকে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি এক মহা অন্যায় করেছে কারণ তারা এ কথা বলেছে যে, "তোমাদেরকে অবশ্যই তক্‌ছেদ করতে হবে এবং ব্যবস্থা পালন করতে হবে।"

[১] এতে করে তাদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল: "তারা তোমাদেরকে তাদের কথা দিয়ে সমস্যায় জর্জরিত করেছে, তারা তোমাদেরকে সমস্যার মধ্যে ফেলেছে এবং তোমাদের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। তোমরা তাদের উপরে নির্ভর করেছ, যারা তোমাদেরকে এ কথা বলেছে যে, তোমরা যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস আন, তাহলেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে; আর এখন তোমরা এ কথা শুনে নিশ্চয়ই চমকে উঠেছ যে, মোশির ব্যবস্থা পালন না করলে তোমরা পরিত্রাণ পাবে না, যার মধ্য দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে একটি জটিল পরিস্থিতিতে ফেলেছ। তারা তোমাদেরকে কথা দিয়ে সমস্যায় ফেলেছে– আর কিছুই নয়, শুধুই কিছু মুখের কথা– শব্দ, আর কিছুই নয়।" কীভাবেই না প্রাচীন মণ্ডলী সেই সমস্ত মানুষের কারণে বিপদগ্রস্থ হত, যারা নিজেরা মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে এবং মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে ভালবাসতো!

[২] এতে করে তারা বিপদগ্রস্থ হয়েছিল: তাদের আত্মা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল এবং তারা যে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েছিল তা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদেরকে সত্যিকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিল এবং তাদের মাথায় তক্‌ছেদ করা এবং মোশির ব্যবস্থা পালনের বিষয়গুলো ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিল।

৩. এখানে আমরা সেই সমস্ত দূতদের মর্যাদাপূর্ণ সাক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারি, যাদের দ্বারা এই পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

(১) পৌল এবং বার্ণবা, যাদেরকে এই যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকেরা বিরোধিতা

করেছিল এবং তাঁরা অর্ধেক কাজ করছে বলে তিরস্কার করেছিল, কারণ তাঁরা অযিহূদীদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মে কেবলমাত্র পরিবর্তিত করছিলেন, যিহূদী ধর্মে নয়। এঁদের সম্পর্কে এই লোকেরা যা বলতে চায় বলুক, কারণ:-

[১] "তাঁরা আমাদের কাছে প্রিয় মানুষ; তাঁরা আমাদের স্নেহের বার্ণবা এবং পৌল– যাদেরকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি, তাদের জন্য আমাদের দয়া রয়েছে এবং চিন্তা রয়েছে।" অনেক সময় তাদের জন্য এটি ভাল যারা অন্য কোন বিষয় বিবেচনা না করে খ্রীষ্টের সত্যের পক্ষ সমর্থন করে এবং সেই সাথে খ্রীষ্টের বাক্য পরিচর্যাকারী ও প্রচারক এবং প্রেরিতদেরকে সমর্থন করেন, যাঁরা তাদেরকে উৎসাহ দেন এবং তাদের বিপক্ষকারীদের মুখ বন্ধ করে দেন।

[২] "তাঁরা সেই সমস্ত মানুষ, যারা নিজেদেকে খ্রীষ্টের পরিচর্যায় নিবদ্ধ করেছিলেন এবং সেই কারণে তাঁদের প্রতি সকল মণ্ডলীর মঙ্গল কামনা ছিল: তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন, যারা তাঁদের জীবন যীশু খ্রীষ্টের জন্য উৎসর্গ করে নানান ধরনের জটিলতা ও পীড়নের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন (পদ ২৬) এবং সেই কারণে তারা দ্বিগুণ সম্মান প্রাপ্য এবং তাঁরা নিজেদের জন্য কোন ধরনের পার্থিব সুযোগ-সুবিধা দাবী করেন না; কারণ তারা তাদের সমস্ত কিছু যীশু খ্রীষ্টের জন্য উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা সবচেয়ে বিপজ্জনক সেবা কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টের সৈনিক হিসেবে পরিচয় ধারণ করেছেন, শুধুমাত্র সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের কাজেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেন নি।" এমন নয় যে, এমন বিশ্বস্ত মন পরিবর্তনকারীরা অবিশ্বস্ত প্রচারক হন। তেমনটা এখানে বোঝানো হয় নি। যারা তক্‌ছেদ করার ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছিল তারা নির্যাতন এড়ানোর জন্য এই কাজ করতে চেয়েছিল (গালাতীয় ৬:১২, ১৩); যাঁরা এর বিরোধিতা করেছিল তাঁরা এ কথা খুব ভাল করেই জানতো যে, তাঁদেরকে এর জন্য নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে এবং তথাপি তাঁরা ন্যায়ের পক্ষে থাকার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন।

(২) যিহূদা এবং সাইলাস সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তারা মনোনীত ব্যক্তি (পদ ২৫) এবং তারা এমন মানুষ যারা আমাদের বিতর্ক ও আলোচনা শুনেছেন এবং তারা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখে বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলবেন," পদ ২৭। আমাদের জন্য তা অত্যন্ত সুফলজনক যদি আমরা যা লেখা পড়ছি তা কানেও শুনতে পাই বক্তব্য হিসেবে। প্রেরিতগণ তাদের কাছে গিয়েছেন এই পত্রের বাহক হিসেবে এবং সেই সাথে তাদের যে কোন ধরনের প্রশ্ন এবং যুক্তি তর্কের জবাব দেওয়ার জন্য এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে এই দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য এবং দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধ ছিলেন।

৪. এখানে একটি নির্দেশনা দান করা হয়েছে যে, অযিহূদীদের কাছ থেকে কী কী বিষয় আশা করা হচ্ছে, যেখানে আমরা দেখতে পাই:

(১) কী কী বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা যাকোবের পরামর্শ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যিহূদীদের বিঘ্ন যাতে না জন্মে তার জন্য:-

[১] তারা কখনো এমন কোন খাবার খেতে পারবে না যা কোন প্রতিমার সামনে পূজার প্রসাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে, বরং তারা এর থেকে চোখ সরিয়ে নেবে, যদিও তার ভেতরে কোন ধরনের অশুচিতা নেই, তথাপি তা তাদের জন্য দূষিত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীতে অংশত বলবৎ রাখা হয়েছিল, কারণ তাদেরকে দোকান থেকে খাবার কিনে খেতে বা কোন বন্ধুর বাসায় টেবিলে সাজানো খাবার খেতে নিষেধ করা হয় নি, যদিও তা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কোনভাবে বিঘ্ন না জন্মায়, এর অর্থ হচ্ছে যদি না এর কারণে কোন দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী বিশ্বাসী এ কথা ভাবে যে, এটি আমাদের খ্রীষ্টিয়ানত্বের জন্য ক্ষতিকর, কিংবা কোন দুষ্ট পৌত্তলিক একে তাদের পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা পূজার সমর্থন বলে ধরে নেয়; এবং সেই সব ক্ষেত্রে তা থেকে দূরে থাকাই উত্তম, ১ করিন্থীয় ১০:২৫।

[২] তাদের কখনোই রক্তসহ মাংস খেলে চলবে না বা রক্ত পান করলে চলবে না; বরং যা কিছু বর্বর এবং নিষ্ঠুর বলে মনে হয় তা থেকে তাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে।

[৩] তাদের কখনোই এমন কোন প্রাণীর মাংস খাওয়া উচিত নয় যার গলা টিপে মারা হয়েছে বা যা নিজে থেকে মারা গেছে, কিংবা এর রক্ত বের করা উচিত নয়।

[৪] তাদের অবশ্যই সব ধরনের অনৈতিকতা এবং জেনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত জেনা সম্পর্কিত বিধি বিধান মেনে চলতে হবে কিংবা লেবীয় আইন অনুসারে বিয়ের ব্যাপারে যে ধরনের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে, যা অনেকে মনে করেন যে, তা প্রধানত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন ১ করিন্থীয় ৫:১। ড. হ্যামন্ড বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন: যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকেরা অযিহূদী ধর্ম থেকে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে সেই সমস্ত আইনের আওতায় ফেলতে চেয়েছিল যাকে তারা বলে থাকে ধার্মিকতা, অর্থাৎ তক্‌ছেদ করা এবং মোশির ব্যবস্থা মেনে চলা। কিন্তু প্রেরিতগণ তাদেরকে এ ধরনের যে কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন এবং তাঁরা বলেছিলেন যেন তারা শুধুমাত্র নোহের সন্তানদের সাতটি নীতি মেনে চলেন, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই আদেশের একমাত্র ভিত্তি ছিল যিহূদীদের প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি না করা এবং একই সাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে কোন মত দ্বৈততা সৃষ্টি না করা, এই কারণে এই আদেশ স্থগিত হওয়ার পরই সমস্ত ধরনের খাবার সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, যা ঘটেছিল সম্ভবত যিরূশালেমের ধ্বংস সংঘটিত হওয়ার পর পরই, এর ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এভাবে, এই বিষয়গুলো যিহূদীদের প্রতি বিঘ্নজনক এবং সেই কারণে বর্তমানে তাদেরকে বিঘ্ন না দেওয়ার জন্য এই সমস্ত আচার আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে তবে খুব শীঘ্র যিহূদীরা অযিহূদীদের সাথে মানিয়ে নিতে শিখবে এবং সে সময় এই বিধানের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।"

(২) যে প্রক্রিয়ায় এই বক্তব্যের জন্য শব্দ চয়ন করা হয়েছিল:

[১] তাঁরা নিজেদেরকে প্রকাশ করেছিল কর্তৃত্ব সম্পন্ন হিসেবে, যেন তাঁরা যে কথা লিখেছেন তাকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তা পালন করতে হবে: পবিত্র আত্মার দৃষ্টিতে এই কাজ উত্তম এবং আমাদের কাছেও, এর অর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় এবং পরিচালনায় চলতে হবে এবং তাঁর আত্মিক দানে আমাদেরকে সমৃদ্ধ হতে হবে এবং আমরাই শুধু নই, বরং প্রেরিতদেরকেও তাঁর নির্দেশনা ও অনুসানে চলতে হবে। অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে যে নির্দেশনাই আসুক না কেন তা পবিত্র ও যথার্থ, সেই কারণে আমাদেরকে নিঃশর্তে এর প্রতি নিজেদেরকে বাধ্যগত করতে হবে, তবে তা অবশ্যই পবিত্র আত্মার অনুমোদিত হতে হবে। কিংবা এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র আত্মা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তা এভাবেই সম্পাদিত হবে। যখন পবিত্র আত্মা প্রেরিতদের উপরে আরোহণ করলেন, সে সময় তিনি তাঁদের পর ভাষায় কথা বলার বর দিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁরা অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন, যা খুবই স্পষ্টভাবে এ কথা নির্দেশ করে যে, ঈশ্বর চেয়েছেন যেন তারা অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেন এবং অযিহূদীরা যেন যীশু খ্রীষ্টকে জানতে ও চিনতে পারে। যখন কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের উপরে পবিত্র আত্মা অবতরণ করলেন, পিতরের প্রচারের প্রেক্ষিতে, তখন এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল যে, খ্রীষ্ট চান যেন যিহূদীদের একচ্ছত্র অধিকার চূর্ণ হয় এবং তারা তাদের প্রতি পবিত্র আত্মার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে ভেবে যে তৃপ্তি লাভ করতো তা যেন ভঙ্গ হয়।

[২] তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করেছিলেন তাদের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা এবং পিতৃতুল্য চিন্তার মধ্য দিয়ে।

প্রথমত, তাঁরা তাদের উপরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আশঙ্কা করছিলেন: আমরা তোমাদের উপরে কোন ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। তারা তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসে তাদেরকে মুক্ত করার মানসে এতটাই সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন যে, তারা তাদেরকে এই মিথ্যে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহ করেছিলেন এবং কোন মতে সেদিকে কান না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয় বাদে অন্য দিকে নজর দিতে নিষেধ করেছিলেন। "জেনা থেকে দূরে থাকা সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য পালনীয় কাজ; সেই সাথে গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস না খাওয়া, কিংবা রক্ত না খাওয়া, কিংবা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা প্রসাদ না খাওয়া এগুলো বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় কাজ, যাতে করে এখন তোমাদের এবং যিহূদীদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এবং তোমাদের মধ্যে কারও কোন প্রকার বিঘ্ন না জন্মে;" এবং এটা তত দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে পর্যন্ত তা প্রয়োজন হয় এবং এরপরে আর তা মান্য করার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য করুন, মণ্ডলীর নেতাদের অবশ্যই একটি অবশ্য পালনীয় আদেশ নির্ধারণ করতে হবে, যা আমাদেরকে খ্রীষ্ট দায়িত্ব হিসেবে দিয়েছেন, যার সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে মণ্ডলীর সমৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করা এবং উত্তম খ্রীষ্টানদের একত্রিত করা। যদি তারা কেবলমাত্র নিজেদের কর্তৃত্ব দেখানোর জন্য এই সকল আজ্ঞা পালন করা বাদ দেয়, তাহলে বুঝতে হবে তারা এ

কথা ভুলে গেছে যে, তাদের নতুন আইন তৈরি করার কোন অনুমতি বা অধিকার নেই এবং লোকদের বাধ্যতায় আনার জন্য এ ধরনের রীতি-নীতি তৈরি করারও অনুমতি তাদের নেই। খ্রীষ্টের ক্ষমতাকে এবং কর্তৃত্বকে এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা অস্বীকার করে বসবে।

তৃতীয়ত, তাঁরা তাঁদের আদেশকে শক্তিশালী করেছিলেন এই নির্দেশনা এবং এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যে, যারা এই সকল বিধান মেনে চলবে তারাই অনুগ্রহের অংশীদার হবে, কিন্তু অন্যরা তা পাবে না, যারা তা মেনে চলবে না। তারা এই কথা বলেন নি যে, "তোমরা যদি এই সকল আদেশ মেনে না চল তাহলে তোমরা অধার্মিক হিসেবে প্রতিপন্ন হবে, তোমাদেরকে মণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং একঘরে করা হবে;" সাধারণত তৎকালীন যিহূদী সমাজে যা করা হত এবং বিশেষ করে যারা ধর্ম সঙ্ক্রান্ত অপরাধ করতো; কিন্তু তারা বলছেন যে, "তোমরা যদি এই সকল বিধান পালন না কর, আমরা তাহলে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না, কিন্তু তোমরা নিজেদের বিবেকের কাছেই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে; কারণ সুসমাচারের সমৃদ্ধি ও বিস্তারের লক্ষ্যে তোমাদের এই সকল আদেশ পালন করা প্রয়োজন এবং ঈশ্বর নিজেও তা চান, আর তাই তিনি তোমাদের সাথে তোমাদের ভাইদের হাতকে শক্তিশালী করতে চান এবং তোমাদেরকে সান্ত্বনা ও স্বস্তি দান করতে চান।" এমন একজন মানুষের শিষ্য এবং অনুসারী হওয়া সত্যিই একটি সুমিষ্ট, ভালবাসা পূর্ণ এবং আনন্দময় অবস্থানে আমাদেরকে নিয়ে যাবে, যিনি আমাদের কাঁধ থেকে সকল প্রকার ভারী যোয়ালি খুলে ফেলেছেন এবং আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, আমরা তাঁকে অন্তরে নম্র এবং মৃদুভাষী দেখতে পাব। সত্যিকার প্রেরিত এবং ভণ্ড প্রেরিতদের মধ্যেকার পার্থক্য খুব সহজেই দৃশ্যমান। যারা তাদের ব্যবস্থার আইনের প্রতি পছন্দ এবং আসক্তির জন্য সহজেই চিহ্নত করা যেতে: তোমরা যদি তা গ্রহণ ও পালন না কর, তাহলে তোমরা পরিত্রাণ পাবে না (পদ ১), তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, *ipso facto*– এক সাথে এবং তোমাদেরকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হবে। খ্রীষ্টের প্রেরিতরা, যারা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, তাঁরা ছিলেন মৃদুভাষী এবং নম্র: "এসব থেকে তোমরা নিজেদেরকে দূরে রাখলে ভাল করবে এবং তাতে তোমাদেরই কাজে দেবে। তোমরা ভাল থেক, আমরা তোমাদের সম্মান এবং শান্তির জন্য শুভেচ্ছা কামনা করি।"

গ. এই সকল পত্র যথা স্থানে পৌঁছে দেওয়া হল এবং কীভাবে এই সকল দূত তাদের যার যার দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন।

১. যখন তাঁরা তাদেরকে এই দায়িত্ব সম্পর্কে বোঝানো শেষ করলেন, তখন এই প্রেরিতগণ বিদায় নিলেন (সম্ভবত তাঁরা প্রার্থনা সহকারে বিদায় নিলেন এবং তাঁরা সকলে প্রভুর নামে একাগ্রভাবে তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন যাতে করে তিনি তাদেরকে কাজের জন্য নির্দেশনা দেন এবং উৎসাহ দেন), এরপর তাঁরা আন্তিয়খিয়াতে এলেন; তারা আর যিরূশালেমে থাকলেন না, বরং তাঁদের নিরূপিত দায়িত্ব পালনের জন্য বের হয়ে গেলেন এবং এরপর তাঁরা আবার ফিরে এলেন এবং সম্ভবত তারা ফিরে আসার সময় তাদের সাথে আবার দেখা

করেছিলেন, যাদের কাছে তাঁরা যাওয়ার সময় এই পত্র পৌঁছে দিয়েছিলেন; কারণ যাঁরা জনগণের পরিত্রাণের পরিচর্যা কাজের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাতেই তাঁরা সবসময় নিবেদিত থাকতে ভালবাসেন আর এতে তাঁরা আরও বেশি কাজ করার উৎসাহ পান।

২. যখন তাঁরা আন্তিয়খিয়াতে এলেন, তখন সেখানে প্রচুর মানুষ একত্রিত হল এবং তাঁরা তাদের কাছে সেই পত্র দান করলেন (পদ ৩০, ৩১), যাতে করে তাঁরা সকলে জানতে পারে যে, তাদের কাছে কী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং যাতে করে তারা সকলে এই সকল বিধি বিধান মেনে চলতে পারে, যা করা তাদের জন্য মোটেও কঠিন কিছু ছিল না, কারণ এই সব কাজ তারা যীশু খ্রীষ্টেতে মন পরিবর্তন করার আগে করতো, কিন্তু তারা এরপর তা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে ইতোমধ্যে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাদেরকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে যে, তাদের জন্য এছাড়া আর কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয় বা তাদের জন্য আর কোন বাধ্য বাধকতা নেই, তাই তাদের আর শূকরের মাংস খাওয়ার মধ্যে কোন পাপ নেই, কিংবা কোন কবর বা মৃতদেহ ছেসোর কারণে তারা অশুচি হয়ে যাবে না।

৩. লোকেরা এই সমস্ত নির্দেশে চমৎকারভাবে মোহিত হয়েছিল, যা যিরূশালেম থেকে এসেছিল (পদ ৩১): তারা এই পরামর্শের জন্য আনন্দিত হল; এবং এটি ছিল সেখানে উপস্থিত সমস্ত মানুষের জন্য স্বস্তিজনক, কারণ:-

(১) তাদেরকে আর এই ব্যবস্থার আইনের যোয়ালির নিচে আবদ্ধ হতে হবে না এবং এই বোঝা বহন করে যেতে হবে না, যেভাবে সেই উদ্ধত শিক্ষকের তদেরকে চাপ দিচ্ছিল। এটি ছিল তাদের জন্য একটি সান্ত্বনা যে, তাদের উপরে আর এই ধরনের কোন পার্থিব আইন চেয়ে বসবে না এবং তাদেরকে এর বাধ্যগত হতে হবে না, কিংবা এর দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র বা পরিত্রাণপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃতি পেতে হবে না।

(২) যারা তাদের অন্তরে জোর করে তক্‌ছেদ করার বিষয়ে বিঘ্ন পাচ্ছিল তারা এই আদেশের মধ্য দিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ করলো এবং এর আগে সেই শিক্ষকেরা যে মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে শুধু শুধু এই জটিলতায় ফেলতে চেয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল।

(৩) অযিহূদীরা সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য আরও বেশি করে আগ্রহী ও উৎসাহিত হল এবং যারা তা গ্রহণ করেছিল তারা আরও বেশি করে তাতে আসক্ত হল।

(৪) মণ্ডলীর শান্তি আবারও সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং তাদের মধ্যে যে বিভক্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল তা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। এর সব কিছুই তাদেরকে সান্ত্বনা দান করলো এবং তারা সকলে আনন্দ প্রকাশ করলো।

৪. তাঁদের সাথে আরও কয়েকজন পরিচর্যাকারী ছিলেন, যারা নিজেরাও প্রচার করলেন এবং আরও অনেক উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বললেন, পদ ৩২। যিহূদা এবং সীল নিজেরাও ভাববাদী ছিলেন বলে তারাও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন এবং তারা তাদের দায়িত্ব

অনুসারে সাড়া দিয়ে সেখানে কথা বললেন এবং এই বিষয়ে তারা যে সমস্ত কথা বললেন তা সকলেই মন দিয়ে শুনলো এবং তাদের কথা গ্রহণ করলো। তারা তাদের কথা দিয়ে ভাইদেরকে নিশ্চয়তা দিলেন এবং সকলেই তাদের কথায় নিশ্চিত হল। এমন কি পৌল এবং বার্ণবার প্রচার শোনার পরেও সকলে যিহূদা এবং সীলের প্রচার শুনে আনন্দিত হলেন; মণ্ডলীতে একাধিক প্রচারকের প্রচার প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করে দেখুন, যারা খ্রীষ্টের সাথে আছেন সেই সমস্ত পরিচর্যাকারীদের কাজ কেমন হয়ে থাকে:-

(১) তারা মানুষকে নিশ্চয়তা দান করেন এবং তাদেরকে এটি দেখাতে সাহায্য করেন যে, তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসে এবং বাধ্যতায় আরও একীভূত হতে হবে, যাতে করে তারা খ্রীষ্টেতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে এবং তাঁর প্রতি নিজেদের সঙ্কল্প স্থির করতে পারে।

(২) তাদেরকে টিকে থাকার জন্য উৎসাহ দেন যেন তারা তারা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে। তারা ভাইদেরকে সান্ত্বনা দেন যেন তারা যা ভাল ভাল তাতে নিবদ্ধ থাকতে পারেন; এবং যা কিছু তাদের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে তাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে পারেন। তাঁরা ভাইদেরকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন (এভাবেই তা অনুবাদ করা উচিত) এবং এতে করে তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তায় সাহায্য হবে, কারণ প্রভুর প্রতি আনন্দই আমাদের জন্য বিশ্বাসের শক্তি। তাঁরা তাদেরকে আরও অনেক কথা বলে উৎসাহ দিলেন। একটি শব্দ আরেকটি শব্দকে আকর্ষণ করে এবং একটি এরকটি প্রভাবিত করে, আর সেই কারণে যদিও তারা যে কথা বলবেন তা অল্প কথাতেই শেষ করা যায়, কিন্তু তবুও তাঁরা মণ্ডলীর সদস্যদের আত্মিক এবং মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য অনেক শব্দ ব্যবহার করে তাদেরকে এই সমস্ত কথা বললেন, *dia logou pollou*– অনেক ধরনের কথা, অনেক যুক্তি; যুক্তির পরে যুক্তি।

৫. যিরূশালেমে প্রেরিতদের প্রত্যাবর্তন, পদ ৩৩। যখন তাঁরা কিছু কাল তাদের সাথে কাটালেন (এভাবেই তা পাঠ করা উচিত), *poiesantes chronon*– কিছু কাল অতিবাহিত করলেন এবং তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হল, তখন আর তারা সময় নষ্ট করলেন না বরং সেখান থেকে তারা শান্তিতে আন্তিয়খিয়ার ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং যিরূশালেমে প্রেরিতদের কাছে চলে গেলেন এবং সম্ভবত তাঁরা বিদায়ের সময় সম্ভাব্য সব ধরনের শ্রদ্ধা এবং সম্মানের নিদর্শন লাভ করেছিলেন; তাঁরা তাঁদের এই আগমন এবং এই কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রেরিতদেরকে ধন্যবাদ জানালেন এবং যে কাজ তাঁরা এখানে সাধন করলেন তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন, তারা তাদের সুস্বাস্থ্য এবং শুভ যাত্রার শুভেচ্ছা জানালেন এবং প্রেরিতগণ তাদেরকে ঈশ্বরের তত্বাবধানে রেখে তাদেরকে বিদায় জানালেন।

৬. আন্তিয়খিয়াতে পৌল এবং বার্ণবার সাথে সীলের থেকে যাওয়া।

(১) সীলের কাজ যখন এখানে শেষ হয়ে গেল তখন তারও যিহূদার সাথে যিরূশালেমে

ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যিহূদার সাথে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন না, বরং তিনি আন্তিয়খিয়াতেই থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং এখানেই থেকে গেলেন, পদ ৩৪। কিন্তু আমরা তাকে দোষ দেওয়ার মত কোন কারণ খুঁজে পাই না, যদিও আমরা তার থেকে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বিশেষ নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাই না। আমি এ কথা মনে করি যে, তিনি ভেবেছিলেন এই আন্তিয়খিয়া মণ্ডলী যিরূশালেমের মণ্ডলীর চেয়ে আরও অনেক বড় এবং জীবন্ত, আর সেই কারণে তিনি এখানে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে প্রলোভিত হয়েছিলেন এবং তিনি তাই করেছিলেন; এদিকে যিহূদা তার দায়িত্ব অনুসারেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এবং তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্য আবারও যিরূশালেমে তার কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন।

(২) পৌল এবং বার্ণবার কাজ যদিও ছিল মূলত অযিহূদীদের মধ্যে, তথাপি তাঁরা আন্তিয়খিয়াতে আরও কিছু সময় অবস্থান করলেন এবং তাঁরা সেই সমাজ এবং সেখানকার পরিচর্যাকারী এবং লোকদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা সেখানে কিছু কাল অবস্থান করলেন এবং সেখানে তাঁরা আরও কিছু অঞ্চলে প্রচার ও পরিচর্যা কাজ করলেন। আর এভাবেই তারা আন্তিয়খিয়াতে অলস হয়ে বসে থাকেন নি, বরং তারা সেখানে তাদের মূল দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছেন।

(৩) সেখানে তাঁদের সাথে আরও অনেকে ছিলেন, তারা এই একই দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করছিলেন। খ্রীষ্টের আঙ্গুর ক্ষেতে প্রচুর কর্মীর সমাগম হলেও আমাদের দায়িত্বের ও কাজের চাপ এতটুকুও কমবে না। এমন কি যেখানে আরও অনেকে প্রভুর বাক্য এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, সেখানেও আমাদের জন্য কাজ করার সুযোগ এবং স্থান আছে; অন্যদের উৎসাহ এবং উপযোগিতা দেখে আমাদেরও উৎসাহী হওয়া উচিত, অলস হয়ে ঘুমিয়ে থাকা উচিত নয়।

প্রেরিত ১৫:৩৬-৪১ পদ

আমরা এর আগে ভাইদের মধ্যে বিরোধ দেখতে পেয়েছি, যা ছিল সমস্ত খ্রীষ্টান সমাজের স্বার্থের সাথে জড়িত, যা এক ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে সূচিত হয়েছিল; কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই একটি ব্যক্তিগত বিরোধের ঘটনা, দুই জন পরিচর্যাকারীর মধ্যে, তাঁরা ছিলেন পৌল এবং বার্ণবা, যারা বিরোধের মীমাংসা না করেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

ক. এখানে আমরা একটি উত্তম প্রস্তাবনা দেখি যা পৌল বার্ণবাকে দিয়েছিলেন যেন তাঁরা অযিহূদীদের মাঝে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন সেগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন এবং ঘুরে ঘুরে তাদেরকে পরিদর্শন করে দেখে তাদের মধ্যে সুসমাচার কেমন অগ্রগতি লাভ করেছে তা বুঝতে পারেন। এখন আন্তিয়খিয়া ছিল একটি নিরাপদ এবং আশঙ্কা মুক্ত স্থান তাঁদের জন্য; সেখানে তাঁদের বিপক্ষে কেউই ছিল না এবং সেখানে কোন ধরনের বিরোধিতা জেগে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল না; কিন্তু পৌল স্মরণ করেছিলেন যে, তাঁরা সেখানে কেবলমাত্র নিজেদেরকে সজীব করে নিতে এবং নিজেদেরকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে

গিয়েছিলেন। সেই কারণে এখন তাঁদেরকে আবার তাদের কর্মযজ্ঞ শুরু করতে হবে এবং তাঁদেরকে এখন আবারও সমুদ্রে জাহঠাৎ ভাসিয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। শীতের জন্য অনেকটা সময় বিশ্যাম নেওয়া হয়েছে, এখন সময় হয়েছে গা ঝেড়ে জেগে ওঠার এবং মাঠে নামার। এখন সামনে আরও অভিযান রয়েছে যাতে নেমে পড়তে হবে, সেখানে তাদেরকে শয়তানের বিরুদ্ধে তাদের পবিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। পৌল এ কথা স্মরণ করেছিলেন যে, তাদের সামনে এখন অযিহূদীদের জন্য প্রচার ও পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত হবার সময় এসেছে এবং এবার তাদেরকে দ্বিতীয়বার সেই সমস্ত স্থানে অভিযান চালাতে হবে যেখানে তারা এর আগে সুসমাচারের বীজ বপন করে এসেছেন সেখানে তাদের মধ্যস্থতা করার জন্য যেতে হবে। এর আগে তারা যে কাজ করে এসেছিলেন সেই একই কাজ এখন তাদেরকে আবারও করতে হবে এবং সেই একই বাধার সম্মুখীন তাঁদেরকে আবারও হতে হবে এবং কয়েক দিন পর হয়তো বা তাঁদেরকে আবারও এখানেই ফিরে আসতে হবে পরিদর্শন করার জন্য, কারণ তাঁদের আত্মা এমনই যে, তারা সুসমাচার প্রচারের কাজ না করে থাকতে পারেন না। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কার কাছে তিনি এই প্রস্তাব রেখেছিলেন– বার্নবার কাছে, তাঁর পুরনো বন্ধু এবং সহকর্মীর কাছে, তিনি তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য এবং তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য। আমাদের একে অন্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং হয়তো বা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা একে অন্যের জন্য পরম সাহায্যকারী হতে পারি; আর সেই কারণেই আমাদেরকে সবসময় একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। দুই জন এক জনের চাইতে ভাল। প্রত্যেক সৈন্যের সাথে একজন সহ সৈনিক থাকে, যারা একে অপরের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখে।

২. কাদের সাথে পরিদর্শন করার বিষয়ে স্থির করা হয়েছিল: "আমাদের এখন নতুন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়, নতুন কোন স্থানে আমাদের এখন পদার্পণ করাও উচিত হবে না; বরং আমরা যে সমস্ত মাটিতে বীজ বপন করেছি সেখানে গিয়ে দেখি সেগুলোর কী অবস্থা। এসো, আমরা শীঘ্র আঙ্গুর ক্ষেতে যাই এবং সেখানে কী ধরনের আঙ্গুর লতা হয়েছে গিয়ে দেখি, ক্যানট ৭:১২। চল, আমরা যেসব নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিলাম, সেসব নগরে এখন ফিরে গিয়ে ভাইদের তত্ত্বাবধান করি, দেখি, তারা কেমন আছে। যেখানেই আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বীজ বপন করেছি সেখানেই আমাদের গিয়ে দেখা উচিত যে, সেখানে আমাদের রোপণকৃত বীজের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যারা সুসমাচার প্রচার করেন তাদের অবশ্যই সেখানে গিয়ে পরিদর্শন করা উচিত যে, যেখানে তারা প্রচার করলেন সেখানে এখন বিশ্বাসীদের কী অবস্থা রয়েছে। যেভাবে আমরা প্রার্থনা করার পরে দেখি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনলেন কি না, ঠিক সেভাবেই আমাদের উচিত হবে প্রচার করার পরে সেখানে আমরা কী ফল পেলাম তা দেখা। বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা তাদের জন্য বিশেষ যত্ন না নিয়ে পারেন না, যাদের কাছে তারা সুসমাচার প্রচার করেছেন, যাতে করে তাদের শ্রম বৃথা না যায়। দেখুন ১ থিষলনীকীয় ৩:৫, ৬।

৩. এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কী ছিল: "এসো আমরা দেখি তারা কী করেছে," *pos echousi*– তাদের মধ্যে কেমন অগ্রগতি হয়েছে। এটি তার পরিকল্পনার সাধারণ কোন অংশ ছিল না, কিংবা তিনি শুধুমাত্র এই কারণে যাত্রাপুস্তক করতে চান নি যে, তিনি গিয়ে বলবেন, তোমরা কেমন আছ? না, তিনি তাদের কাছে গিয়ে দেখা করতে চেয়েছেন যাতে করে তিনি নিজেকে এই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন এবং সেখানে এখন কী পরিস্তিতি রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারেন, সেই সাথে তাদেরকে যে ধরনের আত্মিক দানে ভূষিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে যেন তিনি জানতে পারেন এবং যা তারা অর্জন করতে পেরেছে সে সম্পর্কে যেন তিনি জানতে পারেন।

খ. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পৌল এবং বার্ণবার মধ্যে তাদের সহকারী নিয়ে যে বিরোধের সূত্রপাত হল: তাদের সাথে একজন যুবকের যাওয়াটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল, যাতে করে তিনি তাদের সঙ্গী এবং পরিচর্যাকারী হতে পারেন এবং সেই সাথে তাদের শিক্ষা, জীবন আচরণের ধরণ এবং ধৈর্য সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এতে করে তারা যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিচর্যা কাজ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন, তারা যেন বর্তমানের এই কাজে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারেন। এখন আমরা দেখি:-

১. বার্ণবা তাঁর ভাতিজা যোহন-মার্ককে সাথে নিতে চাইছিলেন, যার ডাক নাম ছিল মার্ক, যাতে করে তিনিও তাঁদের সাথে যেতে পারেন, পদ ৩৭। তিনি তাঁকে সাথে নেওয়ার জন্য মন স্থির করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ভাল-মন্দের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দয়া ছিল, তাই তিনি তাঁকে সাথে সাথে রাখতে চাইছিলেন। আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজেদের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এর থেকে নিজেদেরকে সবসময় মুক্ত থাকতে হবে।

২. পৌল এর বিরোধিতা করেছিলেন (পদ ৩৮): তিনি চিন্তা করলেন তাঁকে সঙ্গে করে নেওয়াটা ভাল হবে না, *ouk exiou*– তিনি তাঁকে সাথে করে নেওয়ার মত যোগ্য বা মর্যাদার পাত্র বলে মনে করলেন না, কিংবা এই কাজের জন্য যথাযোগ্য বলে মনে করলেন না, যিনি তাঁদেরকে এর আগে ছেড়ে গিয়েছিলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই পৌল এবং বার্ণবাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁদের বাধা সত্ত্বেও চলে গিয়েছিলেন এবং সেই স্থানটি ছিল পাম্ফুলিয়া (প্রেরিত ১৩:১৩) এবং তাঁদের সাথে আর কজে ফিরে আসেন নি, কারণ হয়তো এই কষ্ট সহ্য করে কাজ করতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পছন্দ করতেন এবং তিনি তাই করেছিলেন। সম্ভবত এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আর কখনো এমন কাজ আর করবেন না, কিন্তু এখন পৌল আর তাঁকে এই কাজের উপযুক্ত বলে মনে করছেন না কিংবা তিনি তাঁকে এই সম্মান দেওয়ার মত উপযুক্ত বলে মনে করছেন না, যিনি এর আগে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন, তাই তিনি আর তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। একজন মানুষ যদি একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তাহলে তাঁকে আবারও বিশ্বাস করা আসলেই খুব কঠিন। রাজা শলোমন বলেছেন, "সঙ্কটের সময়ে বিশ্বাসঘাতকের উপর ভরসা ভগ্ন

দাঁত ও বিকল পায়ের তুল্য, যা মোটেও ব্যবহারের যোগ্য নয়", হিতোপদেশ ২৫:১৯।

গ. এই মত দ্বৈততার ফল: তাদের এই বিরোধ এবং তর্ক-বিতর্ক এমন এক পর্যায়ে গেল যে, তারা এখান থেকেই আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের পরস্পরের কথা এমনই তীক্ষ্ণ এবং ছুরির মত ধারালো ছিল যে, তাঁরা আর এক সাথে থাকতে পারলেন না, বরং তারা আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হলেন। বার্ণবা এ ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন যে, যোহন-মার্ককে সাথে না নিয়ে তিনি যাবেন না, প্রয়োজন বোধে তিনি পৌলকে ছেড়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবেন না; পৌল এদিকে এ ব্যাপারে স্থির সঙ্কল্প বদ্ধ ছিলেন যে, তিনি মোটেও যোহনকে নিয়ে যাবেন না এবং যোহন যদি তাঁদের সাথে যায় তাহলে তিনি যাবেন না। কেউই আপোষ করতে পারেন নি, কাজেই তাঁদের আলাদা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এখন এখানে আমরা দেখতে পাই সবেচেয়ে নম্র একটি মুহূর্ত এবং শুধুমাত্র হালকা দুঃখ প্রকাশের বিষয় এবং তথাপি তাঁদের পরস্পরের কথা ছিল বেশ শিক্ষামূলক। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. সবচেয়ে ভাল মানুষও হচ্ছেন শুধুই মানুষ, তারা আমাদেরই মত অনুভূতি এবং মানবীয় আবেগে পরিপূর্ণ, যেভাবে এই দুই জন উত্তম ব্যক্তি নিজেদের ব্যাপারে প্রকাশ করলেন (প্রেরিত ১৪:১৫) এবং এখন তা সত্যি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আমি সন্দেহ করি যে, (সাধারণত এ সমস্ত ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে) তাদের দুই পক্ষেরই কিছু দোষ ছিল; সম্ভবত পৌল এই যুবকটির উপরে খুব বেশি নির্দয় আচরণ করেছিলেন এবং তিনি এই ভুলের মার্জনা করার সুযোগ দেন নি, যা তিনি চাইলেই দিতে পারতেন, সেই সাথে তিনি এ কথাও বিবেচনা করেন নি যে, তার মা যিরূশালেমে প্রেরিতদের জন্য তার জীবন কীভাবেই না উৎসর্গ করেছেন এবং এখনও সব বিষয়ে তাঁদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন (প্রেরিত ১২:১২), কিংবা তিনি বার্ণবার স্বভাবগত স্বজনপ্রীতি একেবারেই সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু এদিকে বার্ণবারও একইভাবে এই দোষ ছিল যে, তিনি পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে এবং তাঁর সুসমাচার প্রচারের কাজে যাকে সবচেয়ে ভাল কাজে লাগানো যাবে তা চিন্তা না করে তিনি তাঁর আত্মীয়কে এই দায়িত্বকে নিয়োজিত করানোর কথা চিন্তা করেছেন। তাঁরা দুজনেই নিঃসন্দেহে ভুল করেছেন এবং এরপর তারা আরও বড় ভুল করেছেন এই বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং একে অপরকে কড়া কথা বলে, কারণ এটি সুস্পষ্ট যে, নিশ্চয়ই তাঁরা একে অপরের সাথে বেশ কর্কশ সুরে এবং দুর্ব্যবহার করে কথা বলেছেন, সেই সাথে তাঁরা একগুয়ের মত তাঁদের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে স্থির ছিলেন। এটি তাঁদের একটি দোষ যে, তাঁরা এই বিচার নিস্পত্তি করার জন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে খোঁজেন নি! আমাদেরকে এ কথা ভেবে নিতে হবে যে, এখানেই তাঁদের দুর্বলতা লুকিয়ে ছিল এবং এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যেন আমরা কখনোই নিজেদের মানবীয় আবেগ এবং অনুভূতির দুর্বলতাগুলোকে ঢেকে রাখার জন্য আরও বেশি করে সেগুলোকে আঁকড়ে না ধরি। পৃথিবীর এই দুই সেরা পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতের এই বিতর্ক থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, কোন মানুষই পূর্ণাঙ্গভাবে যথার্থ নয়, বরং প্রত্যেকেরই কিছু দুর্বলতা রয়েছে

এবং এর কারণে আমরা যে কোন সময়ে পাপে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছি। শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্ট একজন যথার্থ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি এবং তাঁর জীবনকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত যেন আমরা এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে পারি।

২. আমাদেরকে এমনটা ভাবলে চলবে না যে, জ্ঞানী এবং ভাল মানুষদের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে; আমাদেরকে আগেই বলা হয়েছে যে, এ ধরনের পরিস্থিতি আসবে এবং এখানে তার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। এমন কি যারা একে অন্যের সাথে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আর কোন বিভেদ থাকা উচিত নয়, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে বিভেদ এবং বিরোধ উপস্থিত হবে, তাদের মধ্যে ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তা এবং ভিন্ন পরিকল্পনা দেখা দেবে, তারা ভিন্ন দর্শন নিয়ে চিন্তা করবে, এমন কি অনেক সময় তারা ভিন্ন কোন বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এর কারণ হচ্ছে এমনটা তখনই হবে যখন আমরা অন্ধকারে এবং অনুপযুক্ততার অবস্থানে থাকবো; আমরা কখনোই এক মনের অধিকারী হতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বর্গে যাব, যেখানে আলো এবং ভালবাসা একেবারে যথোপযুক্ত। সেখানে কখনোই দয়া এবং ধৈর্য শেষ হবে না।

৩. এ ধরনের বিপক্ষতা এবং বিরোধ যখন দেখা দেয়, তখনই সেখানে বিভেদ ও বিভক্তির সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পৌল এবং বার্ণবা, যারা অবিশ্বাসী যিহূদীদের নির্যাতনের কারণে পৃথক হন নি, কিংবা বিশ্বাসী যিহূদীদের উপলব্ধির অভাব ও গোড়ামিতেও পৃথক হন নি, তাঁরা এখন তাঁদের নিজেদের মধ্যকার এক দুঃখজনক ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। হায়! গর্ব এবং ঔদ্ধত্বের এই সামান্য নির্দশন কেমন ভয়ঙ্কর বিভেদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে, যা এমন কি মণ্ডলীর সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা দেয়! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে স্থানে তাঁদের এই বিরোধ সংঘটিত হয় সেখানে এক দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

ঘ. এই দুঃখজনক এবং অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে একমাত্র একটি ভাল বিষয়টি বের হয়ে এসেছিল, বলবানের থেকে আসলো সুমিষ্ট। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন কি প্রেরিতদের এত সংগ্রাএেরপরও (যেমনটা আমরা দেখি ফিলিপীয় ১:১২ পদে), আরও অবাক হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে তাঁদের মধ্যকার বিরোধ এবং বিবাদ, যা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে নিশ্চয়ই বাধাগ্রস্থ করবে বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সুসমাচার প্রচারকে আরও তরান্বিত করে, যা এখানে আবারও প্রমাণিত হয়েছে। ঈশ্বর এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেবেন না, যদি না তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ রজ্যের বৃদ্ধি কল্পে কোন পরিকল্পনা না করেন।

১. এর দ্বারা আরও বেশি করে স্থানে পরিদর্শন করার সুযোগ পাওয়া গেল। বার্ণবা এক পথে গেলেন; তিনি সাইপ্রাসের পথে যাত্রাপুস্তক করলেন (পদ ৩৯), যে বিখ্যাত দ্বীপ থেকে তাঁরা তাঁদের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:৪) এবং এটি ছিল তাঁর নিজের দেশ, প্রেরিত ৪:৩৬। পৌল আরেক পথ ধরে চলে গেলেন কিলিকিয়াতে, যা ছিল তার নিজ দেশ, প্রেরিত ২১:৩৯। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ মাতৃভূমির টানে মোহিত হয়েছেন বলেই

আপতদৃষ্টিতে মনে হয়, যা সাধারণত হয়ে থাকে (*Nescio quá natale solum dulcedine cunctos ducit*– আমাদের জন্মভূমির মাটিতে এমন কিছু আছে যা আমাদেরকে সবসময়ই আকর্ষণ করে) এবং তথাপি ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ পরিকল্পনা সাধন করেছেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে সুসমাচারের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

২. এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও বেশি হাত অযিহূদীদের মাঝে সুসমাচার প্রচারের জন্য নিয়োজিত হল; কারণ:-

(১) যোহন-মার্ককে শেষ পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয় নি, কিন্তু পৌলের মত উপেক্ষা করে তাকে বার্ণবা তাঁর সাথে সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলেন এবং আমরা জানি যে, পরবর্তীতে তিনি মার্ককে একজন অতি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সুসমাচার প্রচারক হিসেবে পরিচিত করে তুলেছিলেন, যদিও অনেকে মনে করেন যে, ইনি এবং মার্কের সুসমাচারের লেখক মার্ক একই ব্যক্তি নন এবং তিনি পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন এবং সেখানে পিতর তাকে তার সন্তান হিসেবে ডাকেন এবং সাথে রাখেন, ১ পিতর ৫:১৩।

(২) সীল নতুন কর্মী হিসেবে যোগদান করেন, যিনি এর আগে কখনোই এমন কোন কাজে যোগ দেন নি, কিংবা এ ধরনের কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও তার ছিল না, বরং তিনি যিরূশালেমে তার পুরানো কাজেই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তার মন পরিবর্তন করেন (পদ ৩৩, ৩৪) এবং তিনি আরও মহান একটি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার সুযোগ পেলেন।

৬. আমরা আরও লক্ষ্য করতে পারি যে:-

১. পৌল যা করেছিলেন তাতে আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর সদস্যদেরকে আমরা সর্থন দান করতে দেখি। বার্ণবা তাঁর ভাতিজাকে নিয়ে সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে রওনা করে চলে গেলেন এবং এরপর আর তার সম্পর্কে কোন উল্লেখ করা হয় নি, কিংবা কোন *bene discessit*– কোন প্রকার সংবাদও তার ব্যাপারে ছিল না। লক্ষ্য করুন, যারা মণ্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করে থাকেন তারা প্রায়শই ব্যক্তিগত স্নেহ এবং ভালবাসার খাতিরে পক্ষপাতিত্ব করেন এবং জনগণের কাছ থেকে সম্মান এবং জনপ্রিয়তা লাভের আশা করেন। কিন্তু যখন পৌল প্রস্থান করলেন, সে সময় তিনি ভাইদের দ্বারা প্রভুর অনুগ্রহে সমর্পিত হলেন। তারা চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি যোহন-মার্ককে সঙ্গে না নিয়ে ঠিক কাজই করেছেন এবং এ জন্য তারা বার্ণবাকে দোষ না দিয়ে পারেন নি, যদিও মণ্ডলীতে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম (প্রেরিত ১১:২২), এমন কি তারা পৌলকে চেনার আগে থেকেই বার্ণবা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর জন্য পরিচর্যা কাজ করে আসছিলেন। তথাপি তারা পৌলের জন্য প্রকাশ্যে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করলেন, তাঁকে তাঁর কাজে ফিরে যেতে উৎসাহ দিলেন এবং যদিও তাঁরা তাঁকে বিদায় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারতেন না, সে কারণে তারা এই বিষয়টি ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করে তাঁকে বিদায় জানালেন এবং তাঁর মহান আত্মার কাছে এই বিষয়টি সাব্যস্ত করে তারা পৌলকে বিদায়

জানালেন, যেন প্রভুর আত্মা তাঁর সাথে সাথে থাকেন। লক্ষ্য করুন, তারা সবসময়ই সুখী থাকে, বিশেষ করে দ্বিমত এবং অসন্তোষের ক্ষেত্রে, যারা এর বশবর্তী হয়ে তাদের পরিচর্যা কাজ এবং প্রার্থনার মাঝে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না।

২. তথাপি পৌল পরবর্তীতে সম্ভবত যোহন-মার্কের জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন, যা আমরা এখানে দেখতে না পেলেও পরবর্তীতে দেখতে পেয়েছি; কারণ তিনি তীমথির কাছে লিখিত পত্রে (২ তীমথিয় ৪:১১) এই কথা বলেছেন, মার্ককে সাথে করে নিয়ে এসো, কারণ সে আমার পরিচর্যা কাজের জন্য উপকারী। সেই সাথে তিনি কলসীয়দের কাছে মার্ক সম্পর্কে লিখেছেন, যিনি বার্ণবার বোনের ছেলে, আর তা হচ্ছে, যদি তিনি তাদের কাছে আসতেন তাহলে তাদের উচিত হবে তাকে গ্রহণ করা এবং তাকে কাজে নিয়োজিত করা (কলসীয় ৪:১০), যা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে:

(১) এমন কি যাদেরকে আমরা ন্যায্যভাবে দোষারোপ করি, তাদের প্রতিও আমাদের নম্রভাবে দোষারোপ করা উচিত এবং আমাদের তখন মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা উচিত, কারণ আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতে হয়তো বা আমরা তাদের আবার কাজে লাগানোর মত উপযুক্ত বলে দেখতেও পারি এবং সেই সাথে তখন হয়তো বা আমরা তাদের সাথে পুনরায় বন্ধুত্ব করার এবং তাদেরকে কাজে লাগানোর তাগিদ অনুভব করবো, সেই সাথে আমাদের উচিত হবে আমাদের সকল আবেগ অনুভূতিকে দমন করা যেন পরবর্তী সময়ে আমরা সেগুলোর জন্য লজ্জায় না পড়ি।

(২) এমন কি তারা যাদেরকে আমরা ন্যায্যভাবে দোষ দিয়ে থাকি, যদি তারা পরবর্তীতে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তখন তাদেরকে অবশ্যই আমাদের উচিত হবে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে নেওয়া, ক্ষমা করে দেওয়া এবং তা ভুলে যাওয়া, সেই সাথে তাদের উপরে বিশ্বাস করা এবং তাকে আরও বড় কোন দায়িত্ব প্রেরণ করা।

৩. পৌল যদিও চাইছিলেন তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী তাঁর সাথে যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধিকল্পে কাজ করবেন, তথাপ তিনি আনন্দের সাথে তাঁকে রেখে কাজে বের হয়ে পড়লেন (পদ ৪১): তিনি সিরিয়া এবং কিলিকিয়ায় গেলেন, যা আন্তিয়খিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ। তিনি সেখানে গিয়ে সেখানকার মণ্ডলীগুলোকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করতে লাগলেন। যদিও আমরা আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে বাধা পেতে পারি, তথাপি আমাদের কখনোই আমাদের প্রধান দায়িত্ব থেকে সরে আসা উচিত নয়। সেই সাথে লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীরা তখনই সঠিকভাবে কাজে নিয়োজিত হন এবং সে কথা ভেবে নিজেরা সন্তুষ্ট হন, যখন তারা সেই সমস্ত লোকদেরকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করতে পারেন, যারা ইতোমধ্যে বিশ্বাসী হয়েছে, সেই সাথে যখন তারা সেই সমস্ত লোককে বিশ্বাসের অধীনে নিয়ে আসতে পারেন, যারা এখনও বিশ্বাস করে নি।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৬

বার্ণবার প্রতি এটি এক প্রকার তিরস্কারই বটে যে, তিনি পৌলকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা আর তাঁর সম্পর্কে কোন কথা শুনতে পাই না, কিংবা তিনি খ্রীষ্টের জন্য কী করেছেন বা কষ্ট ভোগ করেছেন কি না সে সম্পর্কেও আমরা পরিষ্কারভাবে কিছুই জানতে পারি না। কিন্তু পৌলকে যেভাবে ভাইদের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে সমর্পণ করে আশীর্বাদ করা হয়েছিল, সেভাবেই তিনি খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এই ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে যেতে দেখব, যেখানে গিয়ে তিনি উত্তম কাজ সাধন করেছেন। তিনি সব জায়গাতে গিয়েই হয় জল দিয়েছেন কিংবা রোপণ করেছেন, নতুন কাজ শুরু করেছেন কিংবা যে কাজ আগে করা হয়েছিল সে কাজের উন্নতি সাধন করেছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. তীমথির সাথে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্টতার সূচনা এবং তাঁকে তাঁর সহকারী হিসেবে সাথে নেওয়া, পদ ১-৩।

খ. বিভিন্ন মণ্ডলী সমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাদেরকে পরিদর্শন করেন, পদ ৪, ৫।

গ. মাকিদনিয়াতে পৌলকে আহ্বান (কারণ তাঁকে এশিয়ার কোন কোন স্থানে যেতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিবৃত্ত করা হয়েছিল) এবং মাকিদনিয়ার প্রধান শহর ফিলিপীতে তাঁর আহ্বান, সেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, পদ ৬-১৩।

ঘ. সেই স্থানে লুদিয়ার মন পরিবর্তন, পদ ১৪,১৫।

ঙ. একটি মেয়ের ভেতর থেকে মন্দ আত্মা তাড়ানো, পদ ১৬-১৮।

চ. এই ঘটনার কারণে পৌল এবং সীলকে দোষারোপ, তাদের কারাদণ্ড এবং তাদের প্রতি চরম অবমাননা, পদ ১৯-২৪।

ছ. যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে কারারক্ষকের অভাবনীয় মন পরিবর্তন, পদ ২৫-৩৪।

জ. শাসনকর্তা কর্তৃক পৌল এবং সীলকে সসম্মানে মুক্তি দান, পদ ৩৫-৪০।

প্রেরিত ১৬:১-৫ পদ

পৌল ছিলেন একজন আত্মিক পিতা এবং এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে আমরা এখানে তীমথিকে দত্তক নিতে কিংবা আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় তাঁর সহচর হিসেবে নিযুক্ত করতে দেখি এবং তাঁকে আমরা আরও অনেকের শিক্ষা গ্রহণের দায়ভার নিতে দেখি, যাদেরকে তিনি খ্রীষ্টতে তাঁর পরিচর্যা কাজের সাথে যুক্ত করেছিলেন; এবং এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি একজন জ্ঞানী এবং স্নেহশীল পিতা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেছেন। এখানে আমরা দেখি:

ক. তীমথিকে তিনি তাঁর সাহচার্যে এবং তাঁর শিক্ষার অধীনে নিলেন। প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকে আমাদেরকে একটি বিষয় বোঝানো হয়েছে, আর তা হচ্ছে, আমরা যেন পৌলের সবগুলো পত্রের অর্থ বুঝতে পারি, যার দু'টি তীমথিকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে; এই কারণে পৌলের ইতিহাস বর্ণনায় আমাদের অবশ্যই তীমথি সম্পর্কে জানাও প্রয়োজন ছিল। আর এখানে আমাদের সেই অনুসারেই বলা হয়েছে যে:

১. তিনি ছিলেন একজন শিষ্য, যিনি খ্রীষ্টের প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, সম্ভবত তিনি তাঁর শৈশবেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন যখন তাঁর মা একজন বিশ্বাসী হয়েছিলেন, যেভাবে লুদিয়ার পুরো পরিবার তার বিশ্বাসের কারণে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, পদ ১৫। তিনি যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হওয়ায় পৌল তাঁকে তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য সাথে নিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁকে আরও সুপ্রশিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে তাঁকে আরও বেশি করে খ্রীষ্টের জ্ঞানে আরও বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারেন। তিনি তাঁকে খ্রীষ্টের জ্ঞানে ও শিক্ষায় আরও বড় করে তোলার জন্য তাঁকে সাথে করে নিয়ে গেলেন।

২. তাঁর মা ছিলেন জাতিগতভাবে যিহূদী, কিন্তু তিনি যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেছিলেন। তীমথির মায়ের নাম ছিল উনীকী (*Eunice*) এবং নানীর নাম ছিল লোয়ী (*Lois*)। পৌল তাদের দু'জনের সাথেই অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে কথা বলেন, কারণ তারা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং সম্মানিত স্ত্রীলোক এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে তাদের প্রশ্নাতীত অসাধারণ বিশ্বাসের জন্য প্রশংসা করেছিলেন (২ তীমথিয় ১:৫), তাদের আন্তরিকভাবে যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা এবং তাতে সংযুক্ত থাকার জন্য।

৩. তাঁর পিতা ছিলেন একজন গ্রীক, একজন অযিহূদী। একজন যিহূদী স্ত্রীলোকর সাথে একজন অযিহূদী পুরুষের বিয়ে (যদিও অনেকে এর অন্যথা করতেন) একজন যিহূদী পুরুষের সাথে একজন অযিহূদী নারীর বিয়ের মতই নিষিদ্ধ ছিল, দ্বি. বি. ৭:৩। তোমরা আর তোমাদের কন্যাদেরকে তাদের পুত্রদের সাথে বিয়ে দিও না, কিংবা তাদের কন্যাদেরকে তোমাদের পুত্রদের জন্য গ্রহণ কোরো না; তথাপি সম্ভবত এই রীতিটি সেই সমস্ত জাতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যারা কেনানীয়দের মাঝে বসবাস করতো, যারা সবচেয়ে বেশি এই সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ছিল। এখন যেহেতু তাঁর পিতা ছিলেন গ্রীক, সেই কারণে তিনি তক্‌ছেদ করানো ছিলেন না; কারণ একটি জাতির রীতি-নীতি এবং চিহ্ন

ধারণ করা হয় পিতার বংশ অনুসারে, মাতার বংশ অনুসারে নয়; এই কারণে যেহেতু তাঁর পিতা ছিলেন গ্রীক, সেই কারণে তিনি তক্‌ছেদ করানো ছিলেন না, কিংবা তাঁকে এর জন্য বলাও হয় নি, যে পর্যন্ত না তিনি বড় হবেন এবং নিজের ইচ্ছায় তা না করবেন, সে সময় পর্যন্ত তাঁকে এর জন্য কিছুই বলা হবে না। কিন্তু লক্ষ্য করুন, যদিও তাঁর মা তাঁকে তাঁর শৈশবে তক্‌ছেদ করাতে পারেন নি, যেহেতু তাঁর পিতা অন্য মনের এবং অন্য পথের মানুষ ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁকে ঈশ্বরের প্রতি ভয় করা শিখিয়েছিলেন, যাতে করে যদিও তাঁর চুক্তির চিহ্নের প্রয়োজন ছিল, তথাপি যেন তাঁর কাছে সেই চুক্তির অর্থ অবোধ্য না থেকে যায়।

৪. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে তাঁর স্বভাব চরিত্র খুবই ভাল ছিল; লুস্ত্রা ও ইকনীয় নিবাসী ভাইয়েরা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিত। তাঁর যে শুধু এক চমৎকার সম্মান এবং খ্যাতি ছিল তাই নয়, সেই সাথে তাঁর কোন দুর্নাম ছিল না, কেউ তাঁর সম্পর্কে কোন বাজে কথা বলতে পারতো না, কিংবা কোন কারণে তাঁকে কোন দোষ দিতে পারতো না, তাই সকলে তাঁকে এক দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী যুবক এবং এমন একজন ব্যক্তি, যার কাছ থেকে শুধুমাত্র মহান কোন বিষয়ই আশা করা যায়। শুধুমাত্র যে শহরে তিনি বাস করতেন সেই শহরেই নয়, সেই সাথে পার্শ্ববর্তী শহরেও তাঁকে সকলে সম্মান করতো এবং তাঁর ব্যাপারে সমীহ করে কথা বলতো। ভাল লোকদের সাথে ভাল আচরণ ও ভাল কাজের জন্য তার বিশেষ সুনাম ছিল।

৫. পৌল তাঁকে সাথে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁকে তাঁর সহচর হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সহকারী ও সহকর্মী হন, তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর সাথে সুসমাচার প্রচার করার মহান দায়িত্বে অংশ নিতে পারেন– যেখানে সুযোগ আসবে সেখানে যেন তিনি পৌলের মুখস্বরূপ হয়ে প্রচার করতে পারেন এবং যেখানে যেখানে তিনি মণ্ডলী স্থাপন করবেন সেখানে সেখানে গিয়ে যেন তিনি তা তদারকি করতে পারেন। পৌল তাঁকে অত্যন্ত ভালবেসেছিলেন, শুধুমাত্র তিনি যে একজন মেধাবী ও সৎ যুবক ছিলেন সে কারণেই নয়, সেই সাথে তিনি একজন আন্তরিক ও পার্থিব চিন্তাধারায় চালিত নন এমন একজন যুবক ছিলেন, সেই সাথে তাঁর মাঝে ছিল পৌলের জন্য এক দারুণ সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালবাসা, যে কারণে তিনি তার জন্য চোখের জলের ফেলতেন, ২ তীমথিয় ১:৪।

৬. পৌল তাঁকে সাথে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তক্‌ছেদ করিয়েছিলেন, কিংবা তাঁকে তক্‌ছেদ করানোর জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি ছিল বেশ অদ্ভুত। পৌল কি তাদের বিরোধিতা করেন নি, যারা অযিহূদী থেকে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের তক্‌ছেদ করানোর জন্য জোর দিয়েছিল? তিনি কি যিরূশালেমের সভায় বসে এই প্রথার বিপক্ষে রায় দেন নি? তথাপি তিনি তীমথিকে তক্‌ছেদ করিয়েছেন, তবে সেই সমস্ত যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকদের মত নয়, যারা সমস্ত মানুষের উপরে তক্‌ছেদ করা এবং সেই সাথে এর মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা পালন করার রীতি চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, বরং তিনি শুধুমাত্র চেয়েছিলেন তার মন পরিবর্তন এবং পরিচর্যা কাজে তাঁর অংশগ্রহণকে রীতিসিদ্ধ করতে,

যাতে করে যিহূদীদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়, যারা সেই স্থানে বসবাস করতো। যিনি জানতেন তীমথি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি নিশ্চয়ই পরিচর্যা কাজের জন্য সব দিক থেকে উপযুক্ত হতে চাইবেন, যদি তারা তাঁর বিরুদ্ধে সে ধরনের কোন অভিযোগ আনে যে, তিনি কেন তক্‌ছেদ করান নি। আর সেই কারণে তিনি এমন একজন হয়ে থাকতে চাইলেন না, যাকে সকলে তক্‌ছেদ না করানোর জন্য অশুচি বলে মনে করবে, আর তাই তিনি তক্‌ছেদ করালেন। এভাবে যিহূদীদের কাছে তিনি যিহূদী হলেন, যাতে করে তিনি যিহূদীদের জয় করতে পারেন এবং সকল মানুষের কাছে সুসমাচার খুব সহজেই নিয়ে যেতে পারেন এবং সকলকে জয় করতে পারেন। তিনি তাদের বিরোধী ছিলেন, যারা পরিত্রাণ লাভের জন্য তক্‌ছেদ করানোকে অত্যাবশ্যকীয় বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজে তা করেছেন যেন তিনি তার কাজে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারেন সকলের কাছেই; কিংবা তিনি এর বিপক্ষে সব দিক থেকে বিরোধিতা করেন নি, যেভাবে তারা এই প্রক্রিয়াকেই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা দিয়েছিল। এভাবেই যদিও তিনি নতুন বিধান অনুসারে কাজ করলেন না, তথাপি তিনি এর মূল ভাবধারা বা উদ্দেশ্য অনুসারেই কাজ করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল যিহূদীদের মাঝে বিঘ্ন না জন্মিয়ে তাদের মধ্যে কাজ করা এবং সেই কারণে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সমাজে সহজে প্রবেশের জন্য তক্‌ছেদ করালেন। তিনি তক্‌ছেদ না করানো থাকলেও পৌলের তাঁকে সহকারী ও সহকর্মী হিসেবে নিতে কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু যিহূদীরা তাঁর কথা শুনতো না, যদি তিনি তক্‌ছেদ না করাতেন আর সেই কারণেই পৌল তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তীমথিকে তক্‌ছেদ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এটি ঘটেছিল এমন এক সময়, যখন পৌল তীমথিকে দক্ষিণ হস্ত দান করেছিলেন, যাতে করে পবিত্র আত্মার দান সকল তাঁর উপরে বর্ষিত হয়, ২ তীমথিয় ১:৬।

খ. তিনি যে সমস্ত মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদেরকে তিনি বিশ্বাসে শক্তিশালী করলেন (পদ ৪, ৫): তিনি সেই সমস্ত শহরের মধ্য দিয়ে গেলেন যেখানে তিনি এর আগে প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিলেন, যেমনটা তিনি চিন্তা করেছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩৬), যাতে করে তাদের এখন কী অবস্থা তা তিনি জানতে পারেন। আর এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

১. তিনি তাদের কাছে যিরূশালেম সভায় ধার্য বিধানটির ঘোষণা পত্র বিলি করলেন, যাতে করে এটি তাদেরকে পরিচালনা ও নির্দেশনা দান করার একটি বিধান হতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা যেন সেই যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকদেরকে উপযুক্ত জবাব দিতে পারে এবং নিজেদেরকে সেই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যা খ্রীষ্ট তাদেরকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে দান করেছেন। সকল মণ্ডলী এই বিধান সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং সেই কারণে তাদের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে সত্যায়ন করা প্রয়োজন ছিল। যদিও পৌল বিশেষ একটি কারণে তীমথিকে তক্‌ছেদ করিয়েছিলেন, তথাপি তিনি এর মধ্য দিয়ে কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চান নি; কারণ তাদেরকে অবশ্যই সেই বিধান অনুসারে চলতে হবে যা যিরূশালেম মণ্ডলী তাদেরকে দান করেছে এবং তার থেকে অন্যথা তাদের করা উচিত হবে না।

২. এটি ছিল তাদের উত্তম পরিচর্যার একটি নমুনা।

(১) এর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীসমূহকে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করা হল, পদ ৫। তাদেরকে বিশেষভাবে অযিহূদীদের উপরে ব্যবস্থার আইন চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হল যেন কোনভাবেই তাদেরকে এ ব্যাপারে জোর করা না হয় বা বাধ্য করা না হয়। যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকেরা যেভাবে অযিহূদী বিশ্বাসীদেরকে তক্‌ছেদ করানোর জন্য বাধ্য করতে চাইছিল এবং পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একে অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছিল, তাতে করে তারা সকলে আঘাত পেয়েছিলেন এবং তাদের বিশ্বাস নড়বড় হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে এই বিষয়ে তাদেরকে নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যখন তারা এই সাক্ষ্য জানতে পারলেন, সে সময় তারা শুধুমাত্র যে প্রেরিত বা প্রাচীন হিসেবে তাদের কাছে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন তা নয়, বরং তাদের সাথে সাথে পবিত্র আত্মা নিজেই সাক্ষ্য দিলেন এর বিরুদ্ধে এবং তারা এর প্রতি আর যেন কর্ণপাত না করে সে বিষয়ে তারা জানালেন। লক্ষ্য করুন, সত্যের সাক্ষ্য যদিও সবসময় তাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না, যারা সত্যের বিরোধিতা করে, তথাপি তা অবশ্যই তাদের প্রতি সুফলজনক হতে পারে, যারা সত্যের আলোতে চলতে চায় এবং মিথ্যেকে চিহ্নিত করতে চায়। শুধু তাই নয়, সেই সাথে এই বিধান ঘোষিত হয়েছিল ব্যবস্থার আইনকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার জন্য, এর পার্থিব রীতিনীতিগুলোকে মুছে ফেলার জন্য, যাতে করে মৌলিক খ্রীষ্টান বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং বিশ্বাসীরা আরও পরিষ্কারভাবে জানতে পারে যে, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, কারণ এটি ছিল ঈশ্বরের সেবা করার জন্য একটি আত্মিক উপায়। পাশাপাশি এই পত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের প্রতি যিরূশালেম মণ্ডলীর প্রেরিত, প্রাচীন এবং সভ্যদের যে স্নেহ এবং ভালবাসর প্রকাশ ফুটে উঠেছে, তাতে করে এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তারা ঠিক তাঁরই নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনায় চলছেন, যিনি নিজেই ভালবাসা।

(২) তারা প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। যারা নতুন বিশ্বাসী হচ্ছিলেন তাদের প্রতি ব্যবস্থার আইনের যোয়ালি না থাকার কারণে তারা আরও বেশি সংখ্যক খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ছায়াতলে জড়ো হতে শুরু করলো, কারণ অনেকেই এই ব্যবস্থার আইনের ভয় করছিল। যদি তাদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হতে গেলে যিহূদী হয়ে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে তারা তা অনেক আগেই করতে পারতো, যখন প্রেরিতগণ তাদের কাছে আসেন নি তারও আগে, কিন্তু তারা কোন মতেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেন না, যদি তাদেরকে এর জন্য বাধ্যতা মূলকভাবে আগে যিহূদী ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়, বা যিহূদী ব্যবস্থা মেনে চলতে হয়, সেক্ষেত্রে তারা এখন যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। কিন্তু, যদি তারা দেখেন যে, এভাবে দাসীতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের কোন ঝুঁকি নেই, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তারা নিজেরাই মণ্ডলীতে যোগদান করার জন্য আসবে। আর এভাবেই তাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল; এমন কোন দিন যায় নি যে, কয়েক জন করে কিংবা একেকটি দল করে খ্রীষ্টের নামে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল না। আর এটি অবশ্যই তাদের জন্য এক মহা আনন্দের বিষয় ছিল, যারা আন্তরিকভাবে যীশু খ্রীষ্টের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন এবং সেই

নগরী বলে পরিচিত ছিল এবং এর সম্পর্কে বহু পৌরাণিত কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, অথবা হতে পারে এর কাছাকাছি কোন শহরে তারা এসেছিলেন এবং বর্ণনার সুবিধার্থে এই শহরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁরা একটি মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন; কারণ এখানকার মণ্ডলীর একজন সভ্যের উল্লেখ আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই (প্রেরিত ২০:৬, ৭) এবং সম্ভবত এই সময়েই সেই মণ্ডলী স্থাপন করা হয়েছির এবং খুব স্বল্প সময়ের ভেতরে তা স্থাপন করা হয়েছিল। কাহিনীর বর্ণনা বিচারে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে, এখান থেকেই লূক পৌলের সাথে সাথে ছিলেন এবং তাঁর সাথে তিনি সহচর হিসেবে থাকতে শুরু করেছেন; কারণ এখান থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এমনভাবে পৌলের ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যেন তিনিও তার সাথে সাথে ভ্রমণ করেছেন– আমরা গেলাম, পদ ১০।

খ. মাকিদনিয়াতে পৌলের বিশেষ আহ্বান, যা ছিল ফিলিপীর প্রধান শহর, যা মূলত রোমীয় অধ্যুষিত একটি অঞ্চল ছিল বলেই আমরা দেখতে পাই, পদ ২১। এখানে আমরা দেখি:-

১. পৌল যে দর্শন দেখেছিলেন, পদ ৯। পৌল অনেক ধরনের দর্শন দেখেছেন, কোনটি উৎসাহমূলক, অনেক সময় এখানকার মত কাজের কাজে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। একজন স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন তাঁকে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা হল তিনি যেন মাকিদনিয়াতে যান। তাঁর উপরে একবার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেজন্য তিনি যেন হতাশ না হন, কারণ যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা যেন তিনি এখন মাকিদনিয়াতে যান। যদিও সেখানে পৌলের এখন যাওয়ার ইচ্ছা নেই, বা তিনি সেখানে এখন যাওয়ার কোন পরিকল্পনা করেন নি, তথাপি ঈশ্বর তাঁকে যেখানে প্রেরণ করবেন সেখানেই কাজ করতে যাবেন। এখন লক্ষ্য করুন:

(১) যে ব্যক্তিকে পৌল দেখেছিলেন। মাকিদনিয়ার একজন পুরুষ, যার আচার-আচরণ বা ভাষা দেখে পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি মাকিদনিয়ার অধিবাসী, কিংবা হতে পারে তিনি নিজেই তাকে বলেছিলেন যে, তিনি মাকিদনিয়ার একজন অধিবাসী। অনেকে মনে করেন যে, স্বর্গদূত নিজেই এ ধরনের কোন একজন মানুষের রূপ ধরে পৌলের কাছে এসেছিলেন; কিংবা আরও অনেকের মতে পৌল তার কল্পনায় এ ধরনের একটি লোককে দেখেছিলেন, যখন তিনি আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে ছিলেন, তখনই তাঁর সামনে এ ধরনের একটি মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে: তিনি স্বপ্নের মাঝে এমন একটি লোক দেখেছিলেন। খ্রীষ্ট চাইছিলেন পৌলকে মাকিদনিয়াতে নিয়ে যেতে, যেভাবে প্রেরিতগণ অন্যান্য সময়ে স্বর্গ থেকে কিংবা কোন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে কোন বিষয়ে দর্শন লাভ করেন, সেভাবে নয়, বরং তিনি দেখছিলেন যেন মাকিদনিয়া থেকেই কেউ একজন তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তিনি তাঁর কাছে আসেন এবং তাদের দেশ পরিদর্শন করেন। পৌলকে মাকিদনিয়ার একজন মানুষের মধ্য দিয়েই মাকিদনিয়াতে আমন্ত্রণ জানানো হল এবং তার মধ্য দিয়ে অন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হল। অনেকে এই লোকটিকে মাকিদনিয়ার স্থানীয় স্বর্গদূত বলে মনে করেন এবং তারা মনে করেন যে, এই স্বর্গদূত একজন মাকিদনিয়ার পুরুষের রূপ ধরে পৌলকে দর্শন দিয়ে তাঁকে আসার জন্য আমন্ত্রণ

সাথে মণ্ডলীর সমৃদ্ধি এবং মানুষের আত্মার উন্নতি কামনা করছিলেন; এই বৃদ্ধি দেখে অবশ্যই তারা মনে প্রাণে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করেছিলেন।

প্রেরিত ১৬:৬-১৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মঙ্গল সাধনের জন্য প্রেরিত পৌলের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ।

১. তিনি এবং তাঁর সহকর্মী সীল ফরুগিয়া এবং গালাতিয়া প্রদেশের ভেতর দিয়ে গেলেন, যেখানে সম্ভবত ইতোমধ্যে সুসমাচার রোপণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা পৌলের হাত দিয়ে না কি অন্য কারও হাত দিয়ে তা উল্লেখ করা হয় নি; তবে হয়তো বা পৌলের হাত ধরেই এই মণ্ডলীর সূচনা হয়েছিল, কারণ গালাতীয়দের নিকট লিখিত পত্রে তিনি তাদের কাছে প্রথম সুসমাচার প্রচার করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কীভাবে তাঁকে তাদের মাঝে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল সে বিষয়েও তিনি বলেছেন, গালাতীয় ৪:১৩-১৫। আর তাই এই পত্রের মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এই গালাতীয় মণ্ডলীতে যিহূদী ভাবধারায় চালিত শিক্ষকেরা খুবই খারাপ প্রভাব ফেলেছিল, তারা তাদের কাছে পৌলের বিপক্ষে অনেক কথা শুনিয়েছিল এবং তাদেরকে খ্রীষ্টের সুসমাচারের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিল, যার কারণে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত এরপরে বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেছে।

২. তাঁদেরকে সে সময় এশিয়া প্রদেশে, প্রচার করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল (সম্ভবত এই নামেই সেই দেশকে সম্বোধন করা হত), কারণ সেখানে তাঁর প্রয়োজন ছিল না, অন্যান্যরা সেখানে কাজ করছিলেন; অথবা হতে পারে সেখানকার লোকেরা তখনো তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবে পরবর্তীতে তারা প্রস্তুত হয়েছিল (প্রেরিত ১৯:১০), যখন এশিয়া নিবাসী সকলে প্রভুর বাক্য শুনতে পেল; কিংবা ড. লাইটফুট যেমনটি মনে করেন, সেই সময় খ্রীষ্ট পৌলকে একটি নতুন কাজ হাতে দিয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে ফিলিপীর একটি রোমীয় কলোনীতে সুসমাচার প্রচার করা, কারণ এযাবৎ তিনি যে সমস্ত অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন তারা সকলেই ছিল গ্রীক। রোমীয়দেরকে যিহূদীরা অন্য যে কোন অযিহূদী জাতির চাইতে বেশি ঘৃণা করতো। তাদের সৈন্য বাহিনী ছিল ধ্বংসের ঘৃণার্য বস্তু। আর সেই কারণে তাঁর আহ্বানের মধ্যে এমন বিশেষ কিছু ছিল যার কারণে তাঁকে এশিয়া প্রদেশে এবং অন্যান্য স্থানে প্রচার করতে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল, যাতে করে তিনি এখানে প্রচার করতে পারেন, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, সুসমাচারের আলো পরবর্তী সময়ে পূর্বের চেয়ে পশ্চিম দিকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে। পবিত্র আত্মা তাঁকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন, হয়তো বা তাদের দু'জনের অন্তরে গোপনে কথা বলার মধ্য দিয়ে, যাতে করে যখন তারা আলোচনা করবেন তখন তারা জানতে পারেন যে, তাদের দু'জনকে একই কথা বলা হয়েছে এবং একই আত্মা থেকে সেই কথা

এসেছে। কিংবা হয়তো বা কোন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে এই কথা জানানো হয়েছিল, যিনি পবিত্র আত্মার আবেশে তাদের কাছে এই কথা জানিয়েছিলেন। পরিচর্যাকারীদের কাজে নিয়োগ দান এবং তাদের মাঝে অনুগ্রহ দান করার মাধ্যম এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্বর্গীয় পরিচালনা এবং নির্দেশনার অধীনে থাকে। আমরা একজন পুরাতন নিয়মের পরিচর্যাকারীকে দেখি শুধুমাত্র এক স্থানে প্রচার করার ব্যাপারে নিষেধ করতে, যেখানে তাদেরকে পরিচালিত করা হচ্ছে এমন আরেক স্থানে যেখানে আরও বেশি প্রয়োজন রয়েছে। আমরা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীকে সকল স্থানে প্রচার করতে নিষেধ করতে দেখি (নহিমিয় ৩:২৬): তুমি বোবা হবে। কিন্তু এই নতুন নিয়মের প্রচারক ও পরিচর্যাকারীদেরকে শুধু যে এক স্থানে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছে তাই নয়, সেই সাথে তাদেরকে এমন এক স্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে যেখানে অন্যান্য স্থানের চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজন রয়েছে।

৩. তাঁরা সম্ভবত বিথুনিয়াতে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদেরকে সেই অনুমতি দেওয়া হয় নি: পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে যেতে দিলেন না, পদ ৭। তাঁরা মুশিয়া দেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা সেখানে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন; কারণ যদিও সেটি ছিল খুবই হতদরিদ্র এবং অবজ্ঞাত একটি দেশ ছিল (মুশিয়া নামের অর্থ *Mysorum ultimus*, অর্থাৎ সবচেয়ে হতদরিদ্র মানুষ) তথাপি প্রেরিতগণ সেই দেশটি পরিদর্শন করতে পিছ পা হন নি, বরং তাঁরা জ্ঞানী এবং মূর্খ সকল প্রকার জাতি গোষ্ঠীর কাছেই সুসমাচার প্রচার করেছেন, রোমীয় ১:১৪। বিথুনিয়াতে একটি শহর ছিল যার নাম ছিল নাইস (Nice), যেখানে এরীয়দের (Arians) বিপক্ষে প্রথম সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়; এই দেশগুলোতেই পিতর তাঁর পত্র প্রেরণ করেছিলেন (১ পিতর ১:১); এবং সেখানেই মণ্ডলী প্রচুর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সমৃদ্ধি অর্জন করছিল, কারণ, যদিও এখনও তাঁরা তাদের কাছে সুসমাচার প্রেরণ করেন নি, তথাপি তাঁরা সময় হলেই সেখানে সুসমাচার নিয়ে যাবেন এবং তার খুব বেশি দেরি নেই। লক্ষ্য করুন, যদিও তাদের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা ছিল বিথুনিয়াতে যাওয়া, তথাপি যেহেতু তারা ঈশ্বরের মনের কথা জানার বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত, সেই কারণে তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন এবং তাঁরা তাঁদের মনের বিরুদ্ধে কাজ করলেন। আমাদেরকে অবশ্যই এখন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং পরিচালনার উপরে নির্ভর করতে হবে এবং মেঘ ও আগুনের স্তম্ভের পরিচালনার উপরে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে; আর যদি আমাদের কাজ সম্পন্ন করতে এটি আমাদের বিঘ্ন না জন্মায়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা সঠিকভাবে বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়ে চলতে পারব। প্রভু যীশুর আত্মা তাদেরকে বাধা দিলেন; অনেক প্রাচীন লিপিকার এ ধরনের অর্থ করেছেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী ও দাসদের অবশ্যই সবসময় তাঁর আত্মার পরিচালনা ও নির্দেশনার অধীনে থাকতে হবে।

৪. তাঁরা মুশিয়া দেশ ছেড়ে গেলেন, কিংবা মুশিয়া দেশের ভেতর দিয়ে গেলেন (এমনটা অনেকে মনে করেন), সেখানে তাঁরা উত্তম বীজ বপন করলেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি, যখন তাঁরা সেখান দিয়ে গেলেন; এবং তাঁরা সেখান থেকে ত্রোয়াতে এলেন, যা ট্রয়

জানিয়েছিলেন। এই ধারণার মধ্য দিয়ে এ ধরনের একটি বিশেষ মত প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ স্থানের জন্য বিশেষ বিশেষ স্বর্গদূত সবসময় দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকেন, যা দানিয়েল ১০:২০ পদেও প্রকাশ করা হয়েছে, তবে তা আদৌ প্রমাণিত নয়। আমরা এই পদে পারস্য এবং গ্রীক দেশের রাজাদের কথা পড়ি, যাদেরকে এই ধরনের স্বর্গদূত বলে মনে করা হত। কিন্তু এর আসলেই কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। পৌলের চোখের সামনে কিংবা তাঁর মনের সামনে মাকিদনিয়ার এই পুরুষটির চিত্র ভেসে উঠেছিল। স্বর্গদূতের নিশ্চয়ই মাকিদনিয়ার লোকদের কাছে নিজেই সুসমাচার প্রচার করার কথা নয়, বরং তাঁর দায়িত্ব ছিল পৌলকে মাকিদনিয়ার লোকদের কাছে নিয়ে আসা। তাঁর নিশ্চয়ই একজন স্বর্গদূতের কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে এ ধরনের আদেশ করার অনুমতি ছিল না, তাই তিনি একজন মানুষের রূপ ধরে পৌলের কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মাকিদনিয়ার একজন সাধারণ অধিবাসী, সেই দেশের শাসক নন, কিংবা কোন একজন পুরোহিত বা পুরোহিতও নন (পৌল এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না) বরং তিনি ছিলেন সেই দেশের খুব সাধারণ একজন নাগরিক, একজন সাদাসিধে মানুষ, যিনি তার আকুলতা ও আন্তরিকতার মাঝে তার চিহ্ন বহন করছিলেন, যা পৌলের কাছে কর্কশ বা দুর্বোধ্য মনে হয় নি, বরং সেখানে ছিল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং উৎকণ্ঠার ছাপ, যাতে করে তাদের দেশ পৌলের পরিচর্যা পেতে পারে।

(২) তাঁকে যে অনুরোধটি জানানো হল: এই সৎ মাকিদনিয়ার লোকটি তাঁর কাছে এই বলে আবেদন জানালেন, মাকিদনিয়াতে আসুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন; এর অর্থ হচ্ছে, "আমাদের কাছে আসুন এবং সুসমাচার প্রচার করুন; আমাদেরকে আপনার পরিশ্রমের সুফল লাভ করতে দিন।"

[১] "আপনি অনেককে সাহায্য করেছেন; আমরা তাদের কথা শুনেছি যারা বিভিন্ন দেশে আপনার সুসমাচার প্রচার শুনে উপকৃত হয়েছে; তাহলে কেন আপনি আমাদেরকেও তার অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন? দয়া করে আসুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন।" আমরা সুসমাচার থেকে যে অনুগ্রহ এবং সুফল লাভ করি তা আমাদেরকে আরও বেশি করে তা আকাঙ্ক্ষা করার জন্য দ্রুতগামী করে এবং আমাদেরকে এর প্রতি আরও বেশি করে আসক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহী করে।

[২] "এটিই তো আপনার কাজ এবং এতেই আপনার আনন্দ, আর তা হচ্ছে হতভাগ্য আত্মাদেরকে সাহায্য করা; আপনি অসুস্থদের জন্য চিকিৎসক।"

[৩] "আমাদের আপনার সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, যেভাবে যে কোন মানুষেরই তা প্রয়োজন রয়েছে; আমরা মেসিডোনীয়রা অনেক অজ্ঞ এবং ধর্মের ব্যাপারে অনেক অসতর্ক এই পৃথিবীর অন্য যে কোন মানুষের মতই। আমরা মূর্তিপূজা করি এবং অন্যান্য অপকর্ম করে থাকি, আমরা নিজেদেরকে অনৈতিক এবং অন্যায্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। দয়া করে আসুন, দ্রুত আমাদের মাঝে আসুন। যদি আপনি কোন কিছু করতে পারেন, তবে আমাদের উপর দয়া করুন এবং আমাদেরকে সাহায্য

করুন।"

[৪] "আমাদের মধ্যে সামান্য কয়েক জন আছে যারা স্বর্গীয় সত্তা সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা রাখে এবং তারাই কেবলমাত্র নিজেদের আত্মা এবং অন্যদের আত্মার মঙ্গলের ব্যাপারে চিন্তিত, তারা যা কিছু করা যায় তা করতে প্রস্তুত আছে এবং তা শুধুমাত্র সাধারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে; যেমন আমি আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি আপনাকে আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। আমরা যতদূর পর্যন্ত পারা এই চেষ্টা চালিয়ে যাব, যাতে করে আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভয় জাগিয়ে তুলতে পারি এবং ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারি, কিন্তু তাতে খুব কমই ফল হচ্ছে। দয়া করে আসুন এবং আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আপনি যে যুক্তি এবং শক্তি দিয়ে সুসমাচার প্রচার করেন এবং তা ব্যাখ্যা করেন, তাতে করে নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে পুরাতন জীবন থেকে নতুন পবিত্র জীবনে নিয়ে আসতে পারবেন।"

[৫] "আমাদেরকে শুধুমাত্র প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে সাহায্য করবেন না; এতে করে কাজ হবে না; আপনাকে অবশ্যই এখানে স্বশরীরে আসতে হবে এবং আমাদের সাহায্য করতে হবে।" লক্ষ্য করুন, লোকদের তাদের আত্মার জন্য অনেক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের কর্তব্য হচ্ছে এর জন্য খোঁজ করা এবং যারা এ ধরনের সাহায্য চায় তাদেরকে সাহায্য করা।

২. এই দর্শনের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হল (পদ ১০): তারা সকলে এর দ্বারা একমত হলেন যে, প্রভু তাদেরকে সেখানে সুসমাচার প্রচার করতে পাঠাতে চান; এবং তারা সেখানেই যেতে প্রস্তুত ছিলেন যেখানে ঈশ্বর তাদেরকে প্রেরণ করবেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের অনেক সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন ধরনের আহ্বান আসতে পারে যা কোন মানুষের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। যদি কোন মাকিদনিয়ার পুরুষ এ কথা বলেন যে, আসুন এবং আমাদের সাহায্য করুন, পৌল নিশ্চয়ই এ কথা নিশ্চিতভাবে ধরে নেবেন যে, ঈশ্বরই বলছেন যেন তিনি মাকিদনিয়াতে যান এবং তাদেরকে সাহায্য করেন। পরিচর্যাকারীরা প্রচণ্ড আনন্দ এবং উৎসাহ নিয়ে এবং সাহস নিয়ে তাদের কাজে এগিয়ে যান, যখন তারা খ্রীষ্টকে তাদের আহ্বানের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে নেন, শুধুমাত্র সুসমাচার প্রচার করার জন্য নয়, বরং এই স্থানে এবং এই সময়ে এই লোকদের কাছে তা প্রচার কর-ার জন্য।

গ. মাকিদনিয়াতে পৌলের অভিযানের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে: তিনি এই স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হলেন না, বরং তিনি এই স্বর্গীয় দর্শনের নির্দেশনা অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন এবং তিনি আরও বেশি সন্তুষ্টির সাথে তাতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন, যা তিনি এর আগে কখনোই হয়তো করেন নি।

১. তিনি তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন। এখন তিনি ঈশ্বরের চিন্তা এবং ইচ্ছা সম্পর্কে জানেন, তাই তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছা পরিবর্তন করে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও চিন্তা অনুসারে

নিজেকে চালাতে শুরু করলেন, ঠিক যেভাবে ঈশ্বর চেয়েছিলেন। এখন আর তিনি এশিয়া প্রদেশের কথা চিন্তা করছিলেন না, কিংবা বিথুনিয়ার কথা চিন্তা করছিলেন না, বরং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মাকিদনিয়াতে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পৌল শুধুমাত্র একটি দর্শন দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি বিষয়টি তাঁর সহকর্মীদেরকে জানালেন এবং তারা সকলে মাকিদনিয়াতে যাওয়ার পক্ষে রায় দিলেন। পৌল যেখানে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে যাবেন, সেখানে শিষ্যরাও পৌলকে অনুসরণ করে যাবেন, কিংবা বলতে গেলে তারা পৌলের সাথে থেকে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবেন। তারা কোন প্রকার দেরি না করে দ্রুত এই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে হয়। আমাদের বাধ্যতাকে যেমন কোন মতেই তর্কের সম্মুখীন করা উচিত নয়, ঠিক সেভাবেই তাঁকে কোনভাবে বিলম্ব করানো উচিত নয়; তা আমাদের অবশ্যই দিনের মধ্যে দিনের কাজ শেষ করতে হবে, পাছে আমাদের অন্তর আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করে দেখুন, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে মাকিদনিয়াতে যেতে পারবেন না; কিন্তু তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হলেন। যদি আমরা আমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এমন দ্রুত না হই, তথাপি আমরা আমাদের আগ্রহের দিক থেকে দ্রুত হতে পারি এবং তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

২. এখান থেকে তিনি মাকিদনিয়ার উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করলেন। তাঁরা ত্রোয়া থেকে মাকিদনিয়াগামী প্রথম জাহাজটি ধরলেন এবং প্রথমবার বাতাস ছাড়ার পর পরই তাঁরা যাত্রাপুস্তক করলেন; কারণ তাঁরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁদেরকে এ ব্যাপারে যা বলেছেন তাঁরা ঠিক তাই করছেন, তাঁরা সেই স্থনের উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করেছেন। তাঁরা একটি সরল যাত্রাপথ ধরে এগোলেন এবং তাঁরা প্রথমে সামাথ্রীতে উপস্থিত হলেন; এরপর দিন তাঁরা নিয়াপলিতে এসে উপস্থিত হলেন, যা থ্রেস এবং মাকিদনিয়ার মধ্যবর্তী একটি শহর; এবং এরপর সবশেষে তারা নোঙ্গর ফেললেন ফিলিপী শহরে, যার নামকরণ করা হয়েছিল মাকিদনিয়ার রাজা ফিলিপের নাম অনুসারে, যিনি ছিলেন আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর পিতা। বলা হয়ে থাকে যে (পদ ১২), এই ফিলিপী ছিল:

(১) মাকিদনিয়ার প্রধান শহর; কিংবা অনেকে বলে থাকেন, এটি হচ্ছে প্রথম শহর, ত্রোয়া থেকে প্রথম সুসমাচার প্রচার করা প্রথম শহর। যেভাবে এক দল সৈন্য একটি দেশকে নিজেদের দখলে আনার চিন্তা করে প্রথমেই তার প্রথম শহরটিকে দখল করে, ঠিক সেভাবেই পৌল এবং তাঁর সহকারীরা প্রথম শহরটিতে পদার্পণ করলেন, কারণ যদি সুসমাচার সেখানে পৌঁছে যায়, তাহলে খুব দ্রু তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

(২) একটি উপনিবেশ। রোমীয়দের শুধু যে সৈন্য শিবির ছিল তাই নয়, বরং তাদের রোমীয় নাগরিকদের আবাস স্থলও সেখানে ছিল, কিংবা অন্ততপক্ষে শাসনকর্তা এবং অন্যান্য সরকারী পর্বে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসস্থল সেখানে ছিল। সেখানে বহু জাতির বহু সংখ্যক মানুষের বসবাস ছিল, যারা একে অপরের সাথে সহাবস্থান বজায় রেখেছিল এবং তাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন সঙ্ঘাত ছিল না।

ঘ. ফিলিপীতে পৌল এবং তাঁর সহকর্মীরা যে শীতল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। যে কেউ এ ধরনের আশা ব্যক্ত করতে পারে যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে দর্শনের মধ্য দিয়ে এ ধরনের একটি আহ্বান পাওয়ার পর অবশ্যই তাঁদের সেখানে একটি আনন্দঘন অভ্যর্থনা লাভ কর-ার কথা, যেভাবে পিতর কর্ণিলীয়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, যখন তাঁকে সেখানে পাঠানো হল। কোথায় মাকিদনিয়ার সেই পুরুষটি, যে পৌলের কাছে আবেদন করেছিল যেন তিনি এখানে আসেন যত দ্রুত সম্ভব? কেন সে তার দেশের লোকদেরকে এ ব্যাপারে আগাম সংবাদ দেয় নি, যাতে করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্তত পক্ষে গিয়ে তাঁকে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানাতে পারে? কেন পৌলকে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল না এবং শহরের চাবি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল না? এখানে এ ধরনের কিছুই আমরা দেখি না; কারণ:-

১. এটি খুবই ভাল যে, তাঁর সম্পর্কে কেউ খোঁজ-খবরই নেয় নি আগে থেকে: সেই নগরে আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি করলাম, সম্ভবত কোন ব্যক্তিগত বাসগৃহে এবং তাঁদের নিজেদের খরচে, কারণ সেখানে তাঁদের এমন কোন বন্ধু ছিল না যে তাঁদেরকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ জানাবে এবং খাবার খাওয়াবে, যতদিন পর্যন্ত না লুদিয়া তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে যাওয়ার জন্য কত না তাড়াহুড়ো করেছেন, কিন্তু এখন যখন তাঁরা এখানে এসেই পড়েছেন, তাঁরা এখন এই ভেবেও প্রলোভিত হচ্ছেন যে, তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই ফিরে যাবেন কি না। কিন্তু তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এই ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয়েছে, যেন তারা এই নীরবতার বেদনা সইতে পারেন, যখন তা প্রচুর পরিমাণে আসবে। সেই বিখ্যাত এবং কার্যকারী ব্যক্তিরা এ ধরনের পৃথিবীতে বাস করার উপযোগী নন, যা যোগ্য মানুষকে চিনতে এবং তাদের মূল্য অনুসারে তাদের সাথে আচরণ করতে জানে না। পরিচর্যাকারীদের কখনোই অবাক হওয়া উচিত নয়, যদি তাদেরকে প্রথমে কোন স্থানে আসার জন্য একাগ্রভাবে অনুরোধ করা হয় এবং এরপরে যখন তারা আসেন তখন তাদের দেখে অবজ্ঞা করা হয়।

২. যখন তাঁরা প্রচার করার সুযোগ পেলেন, তখন তা ছিল প্রচারের জন্য অনুপযুক্ত একটি স্থান এবং সেখানে শ্রোতাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, পদ ১৩। সেখানে যিহূদীদের কোন সমাজ-ঘর ছিল না, কারণ তাঁরা পুরো শহর ঘুরে দেখেছিলেন। তথাপি তাঁরা শহরের ভেতরে অযিহূদীদের কোন পৌত্তলিক মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করেন নি এবং তার ভেতরে গিয়ে শ্রোতাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার চেষ্টা করেন নি; বরং তাঁরা নগর দ্বারের বাইরে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে তাঁরা কয়েকজন সমাগত স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন, আর তিনি তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। এই সমাগত হওয়ার স্থানটি ছিল শহরের ঠিক বাইরে, অর্থাৎ শহরের দেয়ালের বাইরে। এটি এমন একটি স্থান ছিল যা সাধারণত প্রার্থনা করার স্থান নয়; কোন *proseuche*– অর্থাৎ প্রার্থনা করার গৃহ বা মন্দিরে নয়, কোন সমাজ-ঘরের নয়। বরং আমি মনে করি সেই স্থানটিই সাধারণত প্রার্থনায় সমাগত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত প্রতি বিশ্রামবারে। যারা সত্যিকার ঈশ্বরের উপাসনা করতো এবং কোন দেবতার পূজা করতো না, তারা সেখানে

প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হতেন এবং তারা সবচেয়ে সুন্দর এবং সার্বজনীন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উপাসনা করতেন, তারা প্রভুর নামে মানুজাত করতেন। তারা প্রত্যেকে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যার যার মত করে প্রার্থনা করতেন; যারা ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, এটিই ছিল তাদের কর্মপদ্ধতি; কিন্তু এর পাশাপাশি তারা বিশ্রামবারে একত্রিত হতেন এবং প্রার্থনা করতেন। যদিও তারা এই শহরে সংখ্যায় খুবই নগণ্য এবং অবজ্ঞাত ছিলেন, তথাপি তাদের এই সভা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে সংঘটিত হত, কারণ যদিও তারা সকলেই ছিলেন নারী, তথাপি তারা ছিলেন ঈশ্বরের উপাসনাকারীদের একটি সামগত দল, যারা যে কোন উপায়ে বিশ্রামবারে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা ও উপাসনা করতেন। যখন আমরা আমাদের সাধ্য অনুসারে শেষ পর্যন্ত কোন একটি কাজ করতে পারি, তখন আমাদের তা করা উচিত; যদি আমাদের কোন উপাসনালয় না থাকে, তাহলে আমাদের আরও অনেক স্থানের কথা ভেবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যেখানে আমরা একত্রিত হতে পারি এবং আমাদের কখনোই নিজেরা সমবেত হওয়ার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে আমাদের সুযোগ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই স্থানটি ছিল নদীর পাড়ে, যা সম্ভবত শান্তিপূর্ণ বা নীরব স্থান বলেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, উপত্যকার চিক্কণ প্রস্তর সকলের মধ্যে তোমার অংশ, সেগুলোই তোমার অধিকার, যিশাইয় ৫৭:৬। কিন্তু সম্ভবত এই উপাসনাকারীদের চোখে সেই ভাববাদীর দর্শন ভাসছিল, যিনি কবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন (নহিমিয় ১:১) এবং অন্য জন হিদ্দেকল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দান ১০:৪। সেখানেই পৌল, সীল এবং লূক গেলেন এবং বসলেন, যাতে করে তাঁরা এই সমাবেশকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং তাঁরা যেন তাদের সাথে সর্বোত্তম প্রার্থনাটি করতে পারেন। তারা সেখানে সমাগত হওয়ার স্ত্রীলোকদের সাথে কথা বললেন, তাঁরা যে আলোর পথে চলছেন তাতে স্থির থাকার জন্য তাদেরকে উৎসাহ জানালেন এবং তাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞান দান করলেন।

ঙ. লুদিয়ার মন পরিবর্তন, যিনি সম্ভবত প্রথম নারী ছিলেন, যিনি যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন, যদিও তিনিই শেষ নন। প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকে আমরা কোন স্থানের বা কোন শহরের বা দেশের মন পরিবর্তনের ঘটনা দেখতে পাই না, বরং আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কয়েক জন ব্যক্তির বা কোন দলের মন পরিবর্তনের ঘটনার বিবরণ দেখতে পাই; কারণ মানুষের আত্মা এতই মূল্যবান যে, কেউ একজন মন ফিরালে তা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়। আমরা শুধু যে আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে সংঘটিত মন পরিবর্তনের কাহিনী জানতে পারি তাই নয়, যেমন পৌলের মন পরিবর্তন, সেই সাথে আমরা সাধারণ প্রক্রিয়ায় অনুগ্রহের প্রচারের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তনের ঘটনাও জানতে পারি, যেমন এখানে আমরা লুদিয়ার মন পরিবর্তনের কাহিনী দেখতে পাই। লক্ষ্য করুন:

১. কে এই মন পরিবর্তনকারী, যার বিষয়ে বিশেষ একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে? তার ব্যাপারে চারটি বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে:-

(১) তার নাম: লুদিয়া। তার জন্য এটি অবশ্যই একটি সম্মানের বিষয় যে, তার নাম ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যাতে করে যেখানেই পবিত্র শাস্ত্র পঠিত হোক না

কেন সেখানে তার বিষয়ে সকলে জানতে পারে। লক্ষ্য করুন, সাধু ব্যক্তিদের নাম ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং আমাদের কাছেও তেমনটি হওয়া উচিত; আমরা আমাদের নাম নিজেরা পবিত্র বাইবেলে লিপিবদ্ধ করতে পারি না, কিন্তু যদি ঈশ্বর আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, জীবন-পুস্তকে আমাদের নাম লেখা রয়েছে এবং তা আরও বেশি উত্তম (ফিলিপীয় ৪:৩) এবং তাতে আরও বেশি আনন্দের কারণ রয়েছে, লূক ১০:২০।

(২) তার আহ্বান: তিনি ছিলেন বেগুনিয়া কাপড় বিক্রেতা, হতে পারে তিনি বেগুনী রং বিক্রি করতেন কিংবা বেগুনী রংয়ের কাপড় কিংবা রেশম বিক্রি করতেন। লক্ষ্য করুন:

[১] তার একটি আহ্বান ছিল, একটি সৎ আহ্বান ছিল, যা এই ঐতিহাসিক তার বিষয়ে প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করেছেন; তিনি সেই সব স্ত্রীলোকদের মত ছিলেন না, যাদের প্রতি প্রেরিতগণ কথা বলেছিলেন (১ তীমথিয় ৫:১৩), যা শিখেছিল কেবল অলস হয়ে বসে থাকতে এবং পরচর্চা করতে।

[২] তার এই পেশা ছিল নিম্ন স্তরের। তিনি ছিলেন বেগুনী রংয়ের কাপড় বিক্রেতা, কিন্তু নিজে বেগুনী কাপড় পরতেন না, কারণ তা খুব কম মানুষই পরতে পারতো। এখানে মূলত এ ধরনের কথা বোঝানো হয়েছে যে, যারা সৎভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন, তারা যদি তা সবসময়ই সৎভাবে নির্বাহ করে যান, তাহলে তা যত ছোটই হোক না কেন তাতে করে তাদের লজ্জিত হওয়ার কিছুই নেই।

[৩] যদিও তাকে এই পেশায় আহ্বান জানানো হয়েছিল, তথাপি তিনি ছিলেন ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রশংসাকারী এবং তিনি তার আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য সময় পেতেন। আমাদের পার্থিব জীবিকার আহ্বানকে অবশ্যই আমাদের ধর্মীয় আহ্বানের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, যাতে করে আমাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কোনভাবেই কোন বাধা সৃষ্টি না হয় এবং ত যেন কোনভাবেই আমাদেরকে প্রভুর প্রশংসা করা থেকে বিরতা রাখতে না পারে। আমরা যেভাবে বলি, নিজেদের জীবনকে ভাল রাখার জন্য আমাদের চাকরি করতে হয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়, সেই একইভাবে কি আমাদের ঈশ্বররও সেবা করা এবং আমাদের আত্মার দিকে নজর রাখা উচিত নয়? ধর্ম আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আমাদের কাজ থেকে দূরে রাখে না, বরং আমাদের এর দিকেই চালিত করে। প্রতিটি কাজ তার যথা সময়ে এবং যথা স্থানে ঘটে থাকে।

(৩) তিনি যে স্থান থেকে এসেছিলেন: থুয়াতীরা শহর থেকে, যা ফিলিপী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল; সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন, কিন্তু এরপরে তিনি হয় ফিলিপীর কোন পুরুষকে বিয়ে করেছেন নতুবা তিনি তার পেশাগত কারণে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই আমাদের কর্মস্থল এবং বাসস্থান পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তার পরিত্রাণের পরিকল্পনার কারণে আমাদের বাসস্থান কখনো কখনো আমাদের মন মত হয়ে থাকে আবার কখনো একেবারেই

অপছন্দনীয় হয়ে থাকে, কিন্তু সব দিকেই আমাদের জন্য মঙ্গল লুকিয়ে আছে, কারণ ঈশ্বর নিজে এর পরিকল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা লুদিয়াকে ফিলিপীতে নিয়ে এসেছে, যেন তিনি পৌলের পরিচর্যা লাভ করেন এবং সেখানে তিনি তার জীবনের সুফল অর্জন করতে পারবেন; এখানে থেকে আমাদের শিক্ষা হল, আমরা যেন আমাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করি।

(৪) প্রভুর সামনে তার ধর্ম তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিল:-

[১] তার যে জ্ঞান ছিল তাই দিয়ে তিনি ঈশ্বরের উপাসনা ও করতেন; তিনি অত্যন্ত ধার্মিক একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। অনেক সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের মাঝে কাজ করে, যারা তাদের মন পরিবর্তনের আগে মন্দ এবং দুষ্ট মনের অধিকারী ছিল, যারা কর আদায়কারী এবং বেশ্যা ছিল; যেমনটি ছিল তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ, ১ করিন্থীয় ৬:১১। কিন্তু অনেক সময় এই অনুগ্রহ তাদের উপরে পতিত হয়, যাদের চরিত্র অতি উত্তম, যাদের মধ্যে মঙলময়তা রয়েছে, যেমনটি ছিল সেই খোজা ব্যক্তি, কর্ণীলিয় এবং লুদিয়ার মাঝে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের উপাসনাকারী হওয়ারই শুধুমাত্র যথেষ্ট নয়, বরং আমাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হতে হবে, ঈশ্বরের কাছে সরাসরি আমাদের আগমন সম্ভব নয় যদি আমরা মধ্যস্থতাকারী যীশু খ্রীষ্টের ভেতর দিয়ে না আসি। কিন্তু যারা এই আলো অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকেন, যা তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টকে যথাযথভাবে খুঁজে পেতে সাহায্য করে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে সাহায্য করে, তাকে খ্রীষ্ট নিজেই স্বাগত জানাবেন এবং তাকে সেই পথ দেখাবেন যাতে করে সে সরাসরি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে এবং কীভাবে তাঁর মধ্যস্থতায় আসতে হয় তা দেখাবেন।

[২] তিনি প্রেরিতদের কথা শুনেছিলেন। এখানে, যেখানে তারা প্রার্থনা করছিলেন, যখন তাদের সুযোগ হল, তখন পবিত্র বাক্য প্রচার করা হল; কারণ ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাও তাঁর উপাসনা করার একটি অংশ এবং কীভাবে আমরা আশা করতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন, যদি আমরা তাঁর বাক্য শ্রবণ না করি কিংবা পাঠ না করি? যারা ঈশ্বরের উপাসনা করছিলেন তারা সেই আলো অনুসরণ করে তার উপাসনা করছিলেন যাতে করে তারা আরো বেশি আলোর সন্ধান পেতে পারেন; আমাদেরকে অবশ্যই ছোটখাট বিষয়ে লিপ্ত থাকার দিন থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে, কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদের তাতে স্থির হয়ে থাকা উচিত হবে না।

২. সেই কাজটি কী ছিল, যা তার জীবনে সাধিত হয়েছিল: তার হৃদয় ঈশ্বর উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

(১) এই কাজের প্রণেতা: তিনি ছিলেন প্রভু– প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি এই সকল কাজের বিচারক,– প্রভুর আত্মা, যিনি সব কিছু পবিত্র করেন। লক্ষ্য করুন, মন পরিবর্তনের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ; তিনিই আমাদের মধ্যে ইচ্ছা শক্তি জাগান এবং আমাদের দিয়ে কাজ করান; আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই করতে পারি না। ঈশ্বরই লোকদেরকে তাদের

কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস করেন, কিন্তু তিনি পরিত্রাণের আমন্ত্রণ সকলকেই দান করেছেন, যেন সকলেই জীবন লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা ইতোমধ্যে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে তারা তাদের সমস্ত কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করবে।

(২) এই কাজ সম্পাদনের স্থান: আমাদের হৃদয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, যে অন্তরকে আশীর্বাদ করা হয় সেখানেই এই মন পরিবর্তন অনুগ্রহপূর্ণ কাজটি ঘটে থাকে; এখানে আমরা দেখি লুদিয়ার অন্তরে সেই মন পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল। মন পরিবর্তনের কাজ হচ্ছে অন্তরের কাজ; এর অর্থ হচ্ছে মন পরিবর্তন, মনকে নতুন করে সাজানো, ভেতরের সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং মনের ইচ্ছাশক্তিকে নবায়ন করা।

(৩) এই কাজের প্রকৃতি: তার অন্তর শুধু স্পর্শই করা হয় নি, সেই সাথে তার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। অপরিবর্তিত মন বন্ধ হয়ে যায় এবং তা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তা সোজাসুজিভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যেভাবে যিহোশূয়ের বিরুদ্ধে জেরিকো নগরী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যিহোশূয় ৬:১। খ্রীষ্ট আত্মার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত দ্বারে আঘাত করে থাকেন যা তাঁর মুখের উপরে বন্ধ করে দেওয়া হয় (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০); এবং যখন একজন পাপী ক্রমান্বয়ে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন অন্তর উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যেন রাজা গৌরব সহকারে সেখানে প্রবেশ করতে পারেন– স্বর্গীয় আলো গ্রহণ করার জন্য উপলব্ধিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, স্বর্গীয় বিধান গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে খুলে দেওয়া হয় এবং স্বর্গীয় ভালবাসা গ্রহণ করার জন্য অনুভূতির দ্বার খুলে দেওয়া হয়। যখন খ্রীষ্টের প্রতি অন্তর খুলে দেওয়া হয় এই প্রক্রিয়ায়, সে সময় তার বাক্যে কান খুলে দেওয়া হয় এবং প্রার্থনার ঠোঁট খুলে দেওয়া হয়, দান কাজে হাত খুলে দেওয়া হয় এবং সুসমাচারের প্রতি বাধ্যতার সকল প্রকার পদক্ষেপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

৩. অন্তরে এই সকল কাজের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব কী হতে পারে?

(১) তিনি খুবই মনোযোগ দিয়ে প্রভুর বাক্যে অবধান করলেন। তার অন্তর এতটাই উন্মুক্ত হয়ে গেল যে, পৌল তাদের কাছে যা কিছু বলছিলেন তিনি তার সবই মন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন; তিনি যে শুধুমাত্র পৌলের প্রচার শ্রবণ করেছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি তা মন দিয়ে শুনেছিলেন। তিনি সেই বাক্য তার নিজ জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন (অনেকে এমনটাই মনে করে থাকেন) যা পৌল তাদেরকে বলেছিলেন; আর কেবল তখনই বাক্য আমাদের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে এবং আমাদের উপরে কার্যকরী প্রভাব ফেলতে পারে, যখন আমরা তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করবো। এখন এটি ছিল তার অন্তর উন্মুক্ত হওয়ার একটি প্রমাণ এবং এর একটি ফল; যেখানেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা কোন অন্তর উন্মুক্ত হয়, তা অবশ্যই কোন মনোযোগী এবং একাগ্র শ্রোতার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়; যা খ্রীষ্ট আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এতে নিজেদেরকে নিবদ্ধ করা।

(২) তিনি যীশু খ্রীষ্টের জন্য তার নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং তার এই পবিত্র ধর্মকে তার পেশার উপরে স্থান দিয়েছিলেন; তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ রীতির মধ্য দিয়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর একজন সদস্য হয়েছিলেন; এবং তার সাথে সাথে তার স্বামীও মন পরিবর্তন করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই সাথে তার সন্তানেরাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, কারণ শিকড় যদি পবিত্র হয় তাহলে শাখাও পবিত্র হবে এবং তারা তার প্রভাব এবং কর্তৃত্বের অধীনে বড় হয়ে উঠবে। তিনি এবং তার স্বামী সেই একই নিয়ম অনুসরণ করে মন পরিবর্তন করেছিলেন, যে নিয়ম অনুসরণ করে অব্রাহাম এবং তার পুরো পরিবার এবং গোষ্ঠী তক্‌ছেদ করিয়েছিলেন, কারণ এই চুক্তির চিহ্ন চুক্তিকারী এবং তাদের সন্তানদের উপরে বর্তে।

(৩) তিনি পরিচর্যাকারীদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং তিনি তাদের দ্বারা আরও নির্দেশনা পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন যে, যাতে করে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে তিনি আরও বেশি করে জানতে পারেন এবং তাঁর জ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ হতে পারেন: তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে বলেছেন, "যদি আপনি আমাকে প্রভুর প্রতি বিশ্বাসে বিচার করতে চান, যদি আপনি আমাকে একজন আন্তরিক খ্রীষ্টান হিসেবে পরীক্ষা করতে চান, তাহলে আমার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখুন, আমার গৃহে আসুন এবং এখানে বাস করুন।" এভাবেই তিনি একটি সুযোগ লাভের আশা করেছিলেন, যাতে করে:-

[১] তাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন, যাঁরা তাকে এমন স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তার কাছে এই বাক্য প্রকাশ করেছেন। যখন তার অন্তর যীশু খ্রীষ্টের প্রতি উন্মুক্ত হল, সে সময় তার গৃহও তার পরিচর্যা কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল এবং তাদেরকে সেখানে আমন্ত্রণ দেওয়া হল যেন যথাসম্ভব তিনি তাদেরকে আপ্যায়ন করতে পারেন, যা তিনি তাদের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই সাথে তার আত্মিক দায়িত্বের অংশ হিসেবেও করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাদেরকে শুধুমাত্র তার গৃহে আমন্ত্রণই জানানো হল না, সেই সাথে তিনি তাদেরকে জোর করলেন এবং আবেদন জানালেন যেন তাঁরা তার গৃহে উপস্থিত হন: তিনি আমাদেরকে ফরিয়াদ করে বললেন, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, পৌল তার গৃহে যেতে অনাগ্রহী এবং অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তিনি এই ভয় পাচ্ছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এই নব্য মন পরিবর্তনকারী এবং তার পরিবারের উপরে অতিরিক্ত বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠবেন এবং তাদেরকে শিখতে হবে যে, কীভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচার কোন ধরনের মূল্য পরিশোধের চিন্তা না করেই দান করা যায় (১ করিন্থীয় ৯:১৮; প্রেরিত ২০:৩৪), যারা এর বাইরে ছিলেন তাদের অবশ্যই সুসমাচারের প্রচারকদের বিপক্ষে কথা বলার কিছু নেই, কারণ তারা ছিলেন আত্ম অনুসন্ধানী মানুষ এবং তারা কারও উপরে নির্ভর করেন না এবং যারা এর ভেতরে ছিলেন তাদের অবশ্যই এ ধরনের কোন অভিযোগ করার কারণ নেই যে, তারা ধর্মের জন্য টাকা নিচ্ছেন বা অর্থ আয় করছেন। কিন্তু লুদিয়া কোন অর্থ এখানে পরিশোধ করছেন না, বরং তিনি এখানে বিশ্বাস এনছেন বলেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছেন, ঠিক যেভাবে অব্রাহাম সেই স্বর্গদূতদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ১৮:৩), যদি

আমি আপনাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তাহলে আপনাদের এই দাসের সামনে থেকে চলে যাবেন না।

[২] তিনি আরও কিছু নির্দেশনা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। যদি তিনি তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য তার পরিবারের সথে অবস্থান করাতে পারেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে প্রতি নিয়ম নতুন নতুন অনেক কথা শুনতে পাবেন (হিতোপদেশ ৮:৩৪) এবং শুধুমাত্র বিশ্রামবারে বা প্রার্থনা সভায় নয়, বরং সবসময়ই তাদের কথা শুনতে পাবেন। তার নিজের গৃহে তিনি শুধু যে তাদের কথা শুনতে পাবেন তাই নয়, সেই সাথে তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করতে পারবেন; এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে তার পরিবারে জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করতে বলতে পারবেন এবং তার পুরো পরিবারকে আশীর্বাদ করার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারে তারা আরও কিছু না জানতে চেয়ে পারে না এবং তারা প্রতি নিয়ত সুসমাচার সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার জন্য আগ্রহ পোষণ করে থাকেন।

প্রেরিত ১৬:১৬-২৪ পদ

পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা যদিও কিছু দিনের জন্য ফিলিপীতে অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে সে সময় তাদের বিষয়ে তেমন কথা শোনা যায় নি, তথাপি আমরা এখন আবারও তাদের বিষয়ে শুনতে পাই।

ক. একটি দাসীর মাঝে দৈবজ্ঞা আত্মা ছিল, যার বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কাছে এই বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তারা ঈশ্বরের দাস। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. এই দাসীর সম্পর্কে যে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: সে ছিল *pythonissa*, এমন এক আত্মা তার উপরে ভর করেছিল যা ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো, যার মধ্য দিয়ে ডেলফির এপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হত; তাকে একটি মন্দ আত্মা পরিচালনা দান করতো এবং সে তাকে দিয়ে বিভিন্ন রকম উত্তর দেওয়াতো যা লোকেরা ভবিষ্যৎ জানার জন্য করতো। লোকেরা তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী জানতে আসতো এবং তাদেরকে সেই আত্মা মেয়েটির মুখস্বরূপ হয়ে বিভিন্ন উত্তর দিত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হত। সেই অজ্ঞতার সময়ে, অধার্মিকতা এবং মূর্তি পূজার সময়ে শয়তান স্বর্গীয় অনুমোদন নিয়েই এই সকল কাজ করতো এবং এভাবে লোকদেরকে তার ইচ্ছার বন্দী করে ফেলতো; এবং সে তাদের মত অন্যদের কাছ থেকে এত পরিমাণে সম্মান লাভ করতে পারতো না, যদি না সে এই দাসীর মুখ থেকে ভবিষ্যৎ বলাতে পারতো, কারণ তার সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় এই পৃথিবীর রাজার দ্বারা। এই দাসী তার মালিককে ভবিষ্যৎ বলে অনেক পয়সা কামিয়ে দিত; অনেকেই তার কাছে আসতো ডাকাতি হবে কিনা, কোথায় হারানো সম্পদ আছে এবং বিশেষ করে ভাগ্য গণনা করার জন্য এবং কেউই খালি হাতে তার কাছে আসতো না, সকলেই তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে তার এই ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য সম্মানী নিয়ে আসতো। সম্ভবত এমন অনেকে সেখানে ছিল,

যারা এভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতো, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, এ ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়; কারণ অন্যরা তাদের মালিকদের জন্য কিছু অর্থ উপার্জন করলেও সে তার মালিকদের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতো, তাই তার কাছে অনেক বেশি মানুষ পরামর্শের জন্য আসতো।

২. এই দাসী পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দান করেছিল: সে তাদেরকে রাস্তায় দেখতে পেল, যখন তাঁরা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে মন্দিরে যাচ্ছিলেন কিংবা সেখানে প্রচার করার জন্য যাচ্ছিলেন, পদ ১৬। তারা প্রকাশ্যে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রত্যেকেই জানতো যে, তাঁরা কে এবং তাঁরা কী করেন। যদি সে যা করেছিল তার উদ্দেশ্য হয় তাদের পথভ্রষ্ট করা, কিংবা তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা, তাহলে এটি অবশ্যই দেখার বিষয় যে, শয়তান কতটা ধূর্ত এবং কতটা মহা প্রলোভনকারী, যার কারণে কেউ যখন তার ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালন করতে যায়, তখন সে তাকে বাধা দিয়ে থাকে এবং তাকে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চায়। সে আমাদেরকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে যা আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় কাজ। সে প্রেরিতদেরকে দেখে চিৎকার করে বলেছিল, "এই লোকেরা, তাঁরা দেখতে যেমনই দেখাক না কেন এবং তাঁরা নিজেদেরকে যেমন করেই উপস্থাপন করুক না কেন, তাঁরা আসলে অত্যন্ত মহান ব্যক্তি, কারণ তাঁরা সেই মহান ঈশ্বরের দাস এবং তাঁরা এমন মানুষ যাদেরকে আমাদের অবশ্যই স্বাগত জানানো উচিত, কারণ তাঁরা এমন মানুষ যারা আমাদেরকে পরিত্রাণের বাণী জানাতে এসেছে, তাঁরা আমাদেরকে এমন পরিত্রাণ দেবেন যা একই সাথে আমাদের সুখ এবং আনন্দ নিয়ে আসবে এবং তাঁরা অবশ্যই আমাদের পবিত্র অবস্থানে নিয়ে যাবে।" এখন :-

(১) এই সাক্ষ্য অবশ্যই সত্যি; এটি হচ্ছে সুসমাচারের বিশ্বস্ত প্রচারকদের প্রতি এক সত্য সাক্ষ্য এবং এতে করে তাদের পদচারণাকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে, রোমীয় ১০:১৫। যদিও তাঁরা ছিলেন এমন মানুষ যারা আমাদের মতই আবেগ এবং অনুভূতির দাস এবং মাটির পাত্রস্বরূপ, তথাপি :-

[১] "তাঁরা হচ্ছেন সর্বোত্তম ঈশ্বরের দাস; তাঁরা তাঁর কথা শুনে থাকেন এবং তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেই তাঁরা এই কাজে নিয়োজিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁর দ্বারা দায়িত্ব নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁরই সেবা কাজে নিযুক্ত, ঠিক যেন দাস হিসেবে; তাঁরা এখানে তাঁরই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সাধন করতে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকেই তারা বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং এখানে তাঁরা তাঁর রাজ্যের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে এসেছেন। আমরা অযিহূদীরা যে সমস্ত দেবতাদের পূজা করে থাকি তারা হচ্ছে জড়বস্তু মাত্র, তাই তারা কোন দেবতা নয়, বরং এই লোকেরা যাঁর কাছ থেকে এসেছেন তিনি হচ্ছেন মহান নুমেন (*Numen*), সর্বোচ্চ সম্মানিত ঈশ্বর, যিনি সকল মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করেন এবং সকল দেবতাদের উপরে রাজত্ব করেন, যিনি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর কাছে আমরা সকলে দায়বদ্ধ। আমরা সকলে তাঁর দাস, এই কারণে আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের প্রভুর কারণে তাঁদের কথা শোনা এবং আমরা যদি

তাঁদের বিরোধিতা করি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"

[২] "তারা আমাদেরকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে এসেছেন।" এমন কি অযিহূদী পৌত্তলিকেরাও মানব জাতির অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং তাদেরও পরিত্রাণের প্রয়োজন ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই এর খোঁজ করছিল। "এখন," সে বলল, "এই লোকেরা হচ্ছেন সেই সমস্ত লোক, যাঁরা আমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন যে, আমরা সকলে বৃথাই আমাদের সকল কুসংস্কারে ডুবে থেকে আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের সকল জাদুমন্ত্রের উপরে নির্ভর করে আছি।" লক্ষ্য করে দেখুন, ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের জন্য পরিত্রাণের উপায় কী এবং আমাদেরকে এই পতিত অবস্থা থেকে এবং এই সকল যাতনা থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই কী করতে হবে, যা আমরা পাপের মধ্য দিয়ে নিজেরাই তৈরি করেছি। কিন্তু–

(২) কীভাবে এই সকল সাক্ষ্য এমন একজনের মুখ দিয়ে বের হল যে কি না ভবিষ্যৎ বলা একজন মন্দ আত্মা? শয়তান কি তার নিজের বিরুদ্ধেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল? সে কি এখন ঈশ্বরের স্বপক্ষে কথা বলা শুরু করবে, যার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে যেভাবেই হোক তাঁর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা এবং তাঁকে সবসময় বাধা দান করে তাঁকে পরাজিত করার চেষ্টা করা? আমরা এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি:-

[১] আমরা এই দৈব বাণী কথক আত্মার কাছ থেকে যে কথ শুনেছি তাতে করে আমরা এ বিষয়ে বলতে পারি যে, সে ঈশ্বরের ক্ষমতায় সুসমাচারের প্রতি মর্যাদা রেখে কথা বলছিল; যেভাবে শয়তান যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল (মার্ক ১:২৪): আমি জানি আপনি কে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র জন। সত্যি কথাটি হল, অনেক সময় খ্রীষ্টের বিপক্ষেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বসে এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়ে বসে। খ্রীষ্ট এই মেয়েটির সাক্ষ্যকে তাদের বিরুদ্ধে বিচারের রায় হিসেবে উত্থাপন করতে পারতেন, যারা ফিলিপীতে প্রেরিতদেরকে নির্যাতন করেছিল এবং তাড়িয়ে দিয়েছিল; যদিও সুসমাচারের জন্য এ ধরনের কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই, তথাপি তাদের জন্য তা অবশ্যই কাজে দেবে, যারা এই সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে প্রেরিতদের ব্যাপারে আগ্রহী হবে এবং তাদের কথা শুনতে চাইবে এবং এই আত্মা যেভাবে তাদেরকে ঈশ্বরের দাস বলে পরিচয় দিয়েছে তাতে করে সে তাদেরকে সকলের কাছে যথাযথভাবে পরিচিত করে তুলেছে, কারণ প্রেরিতগণ সকলের কাছে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেন নি। অথবা;

[২] যেভাবে সেই ধূর্ত সাপ, সেই মন্দ আত্মা ষড়যন্ত্র করেছিল, যাতে করে সে সুসমাচারের অবমাননা করতে পারে; অনেকে মনে করেন যে, তার উদ্দেশ্য ছিল তার নিজের এবং তার এই দৈব বাণীর ব্যাপারে কৃতিত্ব অর্জন করতে চেয়েছিল এবং সেই কারণে এর মধ্য দিয়ে তার মালিকের যীশুর বেড়ে যাবে, কারণ তার জনপ্রিয়তা বাড়ার অর্থ হচ্ছে তার গ্রাহকের সংখ্যাও বেড়ে যাওয়া। সে ভেবেছিল প্রেরিতদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করলে এবং দৈব

বাণী প্রদান করলে তার জনিপ্রয়তা বেড়ে যাবে। আবার অন্যরা মনে করেন যে, শয়তান, যে নিজেকে আলোর স্বর্গদূতের রূপ দান করতে পারে এবং তার নিজের স্বার্থের জন্য পক্ষ পরিবর্তন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে প্রেরিতদের অপমান করতে চেয়েছিল; যেন এই স্বর্গীয় প্রেরিতগণ তাদের মতই এবং তাদেরই দলের, যেহেতু সে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সে কারণে সকলে মনে করবে যে, তাদের মধ্যে যোগ সূত্র রয়েছে। যারা সেখানে প্রেরিতদের সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা এমনই ছিল যে, তারা এই পবিত্র আত্মার বিপক্ষে কথা বলতেও দ্বিধা করতো না, আর তাই এখন এই সাক্ষ্যের কারণে তারা সুসমাচারের বিপক্ষে কথা বলছিল; আর যারা এই দৈবজ্ঞকারী লোকদেরকে সম্মান করতো, তারা নিশ্চয়ই শয়তানেরই সমর্থন করতো।

খ. খ্রীষ্ট তাঁদের ব্যাপারে লক্ষ্য করেছেন, কারণ তিনি তাঁদেরকে এই সকল মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দান করেছিলেন। সেভাবেই প্রেরিতগণ এই মেয়েটির ভেতর থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে এই সমস্ত কথা বহু দিন ধরে চালিয়ে গেল (পদ ১৮); এবং এতে করে আমাদের মনে হওয়া উচিত যে, পৌল প্রথমে তার ব্যাপারে কোন লক্ষ্য করেন নি, কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তার পরিকল্পনা সাধনের জন্যই পৌল প্রথমে মেয়েটির এই সমস্ত কথায় কর্ণপাত না করেন, যাতে করে এভাবেই তিনি তাঁর প্রভুর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হতে পারেন এবং তাঁর যোগ্য পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এভাবেই সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন এটি আসলে তাদের প্রতি সাক্ষ্য এবং তাদের সহায়ক হওয়ার বদলে তাদের পর্বে পদে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল, সে সময় তিনি দ্রুত তাকে নীরব করিয়ে দিলেন তার ভেতরে থেকে মন্দ আত্মাটি তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

১. তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি এটি দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন যে, এই বাদীটিকে ব্যবহার করে শয়তান লোকদেরকে ধোকা দিচ্ছে এবং লোকেরা তার দৈব বাণীতে আকৃষ্ট হচ্ছে। এটি ছিল তার জন্য একটি বিরক্তির বিষয় যে, এমন একটি পবিত্র সত্য এমন বিকৃত এবং শয়তানী উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হচ্ছে। সত্যিই এমন একটি মঙ্গলজনক সত্য এমন অপবিত্র এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিযে নির্গত হওয়া আসলেই অতি লজ্জার বিষয়। সম্ভবত তারা কোন ধরনের উপহাসমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে বা ভাষা নিয়ে কথা বলছিল, আর এর মধ্য দিয়ে তারা প্রেরিতদের কাজের উদ্দেশ্য এবং মিশনের উদ্দেশে ব্যঙ্গ করে কথা বলছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে ঠাট্টা করে কথা বলছিল, ঠিক যেভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে রোমীয় সৈন্যরা ঠাট্টা করে বলেছিল, সেলাম, হে যিহূদী রাজা; এবং এই কারণে পৌল ন্যায্যভাবেই বিরক্ত হয়েছিলেন, যে কোন ভাল মানুষেরই যে ক্ষেত্রে বিরক্ত হওয়া উচিত, যদি তারা ঈশ্বরের কোন সত্যকে নিয়ে রাস্তায় ঠাট্টা তামাশা করতে দেখেন।

২. তিনি সেই বাদীর ভেতর থেকে সেই মন্দ আত্মাকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তিনি এক পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে মুখ ফিরালেন, তিনি সেই নাপবিত্র আত্মার প্রতি একই সাথে তার তোষামোদি এবং তার তিরস্কারের জন্য অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি বললেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও;

এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন যে, এই সকল মানুষেরা জীবন্ত ঈশ্বরের দাসী করেন এবং তাঁরা তা প্রমাণ করতে সক্ষম, সেই বাদীর সাক্ষ্য ছাড়াই; তাঁর নীরবতাই তাঁর কথার চাইতে আরও স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করে দেবে। এভাবেই পৌল পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দিলেন, যা সম্ভব হয়েছিল শয়তানের শক্তি নস্যাৎ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে, যাতে করে সে আর পৃথিবীকে ধোকা দিতে না পারে (প্রকাশিত বাক্য ২০:৩) এবং যাতে করে এই পরিত্রাণ অবশ্যই শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে অর্জন করা সম্ভব হয়, ঠিক যেভাবে তাঁর নামে এখন এই শয়তানকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হল। এটি ছিল সেই দেশের জন্য একটি মহা আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ যে, খ্রীষ্ট তাদের মধ্য থেকে সেই নাপবিত্র আত্মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন যার কারণে সেই দেশে সুসমাচার প্রচারে ও গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছিল (মথি ৮:২৮); কিন্তু এটি ছিল আরও বড় দয়ার বিষয় যে, পৌল সেই দেশে এখন রয়েছেন এবং তিনি খ্রীষ্টের নামে শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, যে লোকদেরকে তাদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ধোকা দিয়ে যাচ্ছিল। খ্রীষ্টের বাক্যের সাথে সাথে ক্ষমতা গিয়েছিল এবং যার সামনে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি, বরং সে তার অবস্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে তা ছিল এক সত্যিকারের দৃঢ় অবস্থান: কিন্তু সেই দণ্ডেই সে বের হয়ে গেল।

গ. সেই দাসীর মালিকেরা এই মন্দ আত্মাটি তাড়িয়ে দেওয়ার কারণে যখন মেয়েটি তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেল, তখন যখন তারা দেখতে পেল যে, তাদের সমস্ত লাভের আশা শেষ হয়ে গেছে, পদ ১৯। দেখুন, টাকার লোভের শিকড় কতটা মন্দ হতে পারে! যদি সুসমাচার প্রচার রৌপ্যকারের কৌশল ভেঙ্গে ফেলতে পারে (প্রেরিত ১৪:২৪), তাহলে তা কত না সহজে দৈববাণী কথকের কৌশল ভেঙ্গে দিতে পারে; আর এই কারণে এক মহা শোরগোলের সৃষ্টি হল, যখন শয়তানের ধোকা দেওয়ার ক্ষমতা এভাবে ভেঙ্গে গেল: পুরোহিতেরা সুসমাচারকে ঘৃণা করতে শুরু করলো, কারণ তা মানুষকে প্রতিমা পূজার অন্ধত্বের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; এবং এভাবেই তাদের সমস্ত অর্থ আয় করার আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও শক্তি যা সেই নারীর ভেতর থেকে মন্দ আত্মা বের হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বোঝা গিয়েছিল এবং তার ভেতর থেকে শয়তানকে দূর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রতি যে মহা দয়া প্রদর্শন করা হয়েছিল তার প্রতি কোনই লক্ষ্য করা হল না, কারণ সে সময় তারা তাদের কী ধরনের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সে হিসাব করতে বসেছিল।

২. তারা যে পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল তা হচ্ছে, প্রেরিতদের বিরুদ্ধে উচ্চতর ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদেরকে উস্কে দেওয়া এবং তাদেরকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে দাঁড় করানো: তারা লাভের প্রত্যাশা বের হয়ে গেল দেখে পৌলকে ও সীলকে ধরে শহর-চকে নেতাদের সম্মুখে টেনে নিয়ে গেল। চরম ক্রোধান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে তারা তাঁদেরকে টেনে হিচড়ে শহরের কেন্দ্রে নিয়ে গেল যেখানে সাধারণত প্রকাশ্যে বিচার কাজ সংঘটিত হত।

(১) তারা তাঁদেরকে ধরে শাসক ও বিচারকদের কাছে নিয়ে গেল, যারা শান্তিপূর্ণ বিচার করতো, যাতে করে লোকেরা নিজেদের হাতে আইন তুলে না নেয়।

(২) তাদের কাছ থেকে তারা তাঁদেরকে তাড়াহুড়ো করে শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে গেল, যারা ছিলেন সেই শহরের প্রশাসক, *tois strategois*– সেনা কর্মকর্তা, এই শব্দটি এমনই অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু সাধারণভাবে এর মধ্য দিয়ে বিচারক বা প্রধান শাসক বোঝানো হয়, যাদের কাছে তারা বিচার চাইতে যেত বা অভিযোগ নিয়ে যেত।

৩. তারা প্রেরিতদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করলো তা ছিল, তাঁরা তাদের দেশে সমস্যার সৃষ্টি করছে, পদ ২০। তারা সকলে এটি স্বীকার করেছিল যে, প্রেরিতগণ ছিলেন যিহূদী, যারা এমন এক জাতির মানুষ যারা সে সময় রোমীয়দের শাসনের জাতাকলে পড়ে পিষ্ট হচ্ছিল এবং অনেক আগে তারা মিসরের শাসনের অধীনে ছিল। প্রেরিতদের এই মামলাটি বেশ স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিল, কারণ তারা যিহূদী বলে তাদেরকে আরও বেশি করে তিরস্কার করা হচ্ছিল, তথাপি যিহূদীরাই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নির্যাতনকারী!

(১) তাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা হচ্ছে, তারা শহরে গোলযোগের সৃষ্টি করছেন, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন এবং জনগণের শান্তি নষ্ট করছেন এবং তাঁরা দাঙ্গা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইছে, যার চাইতে অসত্য এবং মিথ্যে কথা আর কিছুই হতে পারে না, যেমনটি এলিয়ের ক্ষেত্রে আহাব করেছিল (১ রাজাবলি ১৮:১৭): তুমিই কি সে, যে সারা ইস্রায়েলে গোলযোগ সৃষ্টি করছো? যদি তারা শহরে গোলযোগের সৃষ্টি করেই থাকেন, তাহলে তা ঠিক সেই বৈথেসদার পুকুরের স্বর্গদূতের মতই, যিনি এক মঙ্গল সাধনের জন্য পুকুরের জলে কম্পন সৃষ্টি করতেন, যাতে করে এক মহা অনুগ্রহ ও মঙ্গল কর্ম সাধিত হতে পারে। এভাবেই যারা মানুষের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন তাদেরকেই মানুষেরা অবুঝের মত দাবিয়ে রাখতে চায় এবং তার কাজকে থামিয়ে দিতে চায়।

(২) তাদের এই অভিযোগের প্রমাণ হচ্ছে তারা প্রদত্ত সেই সমস্ত শিক্ষা যা রোমীয়দের অধ্যুষিত স্থানে প্রযোজ্য নয়, পদ ২১। রোমীয়রা সবসময়ই নতুন ধর্মের ব্যাপারে অনেক সংবেদনশীল। তারা কখনোই ভুল হোক বা সঠিক হোক কোন নতুন ধর্ম মতকে স্থান দিতে চায় না এবং তা তারা কখনোই গ্রহণ করতে চায় না, বিশেষ করে যা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের সাথে পরিপন্থী। কোন বিদেশী ধর্মকে তারা গ্রহণ করে না বা তাদের দেবতা এবং তাদের প্রচার কাজকেও তারা গ্রহণ করে না, তা সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক। এটি ছিল বারোটি টেবিলের আইনের একটি। কোন জাতি কি তাদের দেবতাকে ত্যাগ করেছে? এটি তাদেরকে প্রেরিতদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল, কারণ তাঁরা এমন একটি ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছিলেন যা ছিল বহু দেবতা এবং প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে একটি ধ্বংসকারী ধর্ম এবং তারা এই সকল পার্থিবতা এবং অসারতা থেকে দূরে সরে আসার ব্যাপারে সকলের কাছে প্রচার করছিলেন। এই বিষয়টিই রোমীয়রা সহ্য করতে পারছিল না: "যদি এই বিষয়টি আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে আমাদের ধর্ম আমরা খুব শীঘ্র হারিয়ে ফেলবো।"

ঘ. শাসনকর্তারা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে দোষী বলে রায় দিলেন।

১. এই বিচার কাজের মধ্য দিয়ে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে জনতাকে খেপিয়ে তুলল (পদ ২২): লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে উঠলো এবং তারা তাদেরকে টেনে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। এটি ছিল শয়তানের একটি পরিকল্পনা যে, যেন সে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী এবং তাঁর লোকদেরকে সাধারণ মানুষের চোখের বিষ করে তুলতে পারে এবং তাদেরকে জনতার সামনে বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে দেখাতে পারে, যারা সকল প্রকার পার্থিব প্রথাগত আইন-কানুন এবং ধর্মীয় বেড়া ভেঙ্গে ফেলার জন্য ব্রত করেছেন, যখন সত্যিকার অর্থে সেখানে কোন ধরনের ভিত্তি নেই এ ধরনের অভিযোগের জন্য।

২. একটি শাস্তি দানের প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে আবারও সবচেয়ে ঘৃণ্য কুকর্মকারী হিসেবে প্রমাণ করলো: তারা তাঁদের পোশাক ছিড়ে ফেলল, ক্রোধ এবং আক্রোশের কারণে, তাদেরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে চাবুক মারা পর্যন্ত তাদের ধৈর্য বাধ মানছিল না। প্রেরিত এই ঘটনাটিরই কথা বলেছেন, যখন তিনি ফিলিপীতে তাঁদের সাথে কী ধরনের আচরণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, ১ থিষলনীকীয় ২:২। শাসনকর্তারা এই আদেশ দিল যে, তাঁদেরকে অবশ্যই ডাকাতদের মত করে চাবুক মারতে হবে, আর তাঁদেরকে চাবুক মারবে তাঁদেরই বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা, যারা সেই বিচার সভায় উপস্থিত ছিল, আর তারা এই উদ্দেশ্যে তাদের হাতে করে বেত ও চাবুক নিয়ে এসেছিল। এই ছিল সেই তিনটি সময়ের মধ্যে একটি, যখন পৌলকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল রোমীয় প্রথা অনুসারে, যা অভিযুক্তদের প্রতি দয়ার সীমা অনুসারে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি, যা যিহূদী আইনে ছিল। এখানে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে বিস্তর বেত্রাঘাত করা হয়েছিল (পদ ২৩), কত বার মারা হল তার হিসাব না রেখেই তাদেরকে মারা হয়েছিল, কারণ তাদের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন দূর্দান্ত অপরাধী, দ্বি. বি. ২৫:৩। এখন যে কেউ এ কথা ভাবতে পারেন যে, এতে করে নিশ্চয়ই তাদের নিষ্ঠুরতা প্রশমিত হয়েছিল, কারণ যেহেতু তাঁদেরকে এমনভাবে প্রহার করা হয়েছে, সে কারণে নিশ্চয়ই এখন তাঁদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু না, তাঁদেরকে বন্দী করা হল এবং সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিচার বসানো এবং তাঁদেরকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া; তা না হলে কেন শুধু শুধু তারা তাঁদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হবে?

(১) বিচারকেরা তাদের রায় খুব শক্তভাবে পালন করার আদেশ দিলেন: তারা জেল রক্ষককে আদেশ দিলেন যেন তারা খুবই সতর্কতার সাথে রাখা হয় এবং তারা তাঁদের নজরে রাখার জন্য ভারী পাহাড়া বসালো, যেন তাঁরা খুবই বিপজ্জনক ব্যক্তি, যারা জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেন কিংবা যারা তাঁদেরকে উদ্ধার করতে চায় তাদের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারেন। এভাবেই তারা তাঁদেরকে দাগী আসামী হিসেবে সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালাতে লাগল, যাতে করে তারা তাঁদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারে।

(২) কারারক্ষক তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বেশি জোরদার করলো (পদ ২৪): এ ধরনের একটি অভিযোগের কারণে তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে বাইরের দিকের কারাগারে রাখলেই চলবে, কিন্তু তথাপি তাঁদেরকে ধরে সবচেয়ে ভিতরের কারাকক্ষে রাখা

হল। তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, এই লোকদের বিরুদ্ধে শাসনকর্তার বিশেষ আক্রোশ রয়েছে এবং তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন এবং তারা তাঁদের সাথে সেইভাবেই আচরণ করছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিনতম শাস্তি আরোপ করেছিল। যখন শাসকেরা নিষ্ঠুর হয়, তখন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তাদের কর্মচারীরা কতটা নিষ্ঠুর হবে। সে তাদেরকে ধরে কারাগারের ভিতরের ঘরে বদ্ধ করলো, যা ছিল মূলত মাটির নিচের ঘর, যেখানে সাধারণত সবচেয়ে জঘণ্যতম অপরাধীদেরকে রাখা হত, সেখানে সবসময় এমন কি ভর দুপুরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকতো এবং সেখানে সবসময় আর্দ্র এবং ঠণ্ডা আবহাওয়া থাকতো, যা ছিল অত্যন্ত নোংরা একটি স্থান এবং এক কথায় বসবাসের অযোগ্য একটি স্থান, এ ধরনের একটি স্থানেই যিরমিয়কে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছিল (যিরমিয় ৩৮:৬); এবং এতেই যথেষ্ট নয়, সে হাড়িকাঠ দিয়ে তাঁদের পা আটকে রাখলো। সম্ভবত তারা এই সংবাদ পেয়েছিল যে, সুসমাচারের প্রচারকেরা কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, যখন সমস্ত কারাগারের দরজা আটকানোই ছিল (প্রেরিত ৫:১৯; ১২:৯)। সে ভেবেছিল যে, তাকে অবশ্যই অন্যান্য কারারক্ষকদের চেয়ে সাবধানী হতে হবে এবং সেই কারণে সে তাদেরকে হাড়িকাঠে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলো। তাঁরাই ঈশ্বরের প্রথম বার্তবাহক নন, যাদের পা হাড়িকাঠে আবদ্ধ করা হয়েছিল; যিরমিয়ের সাথেও এমন আচরণ করা হয়েছিল এবং তা করা হয়েছিল প্রকাশ্যে, সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামীনের উচ্চতর দ্বারে (যিরমিয় ২০:২); লোকে বেড়ী দ্বারা যোষেফের চরণকে ক্লেশ দিয়েছিল, গীতসংহিতা ১০৫:১৮। হায়! প্রভুর লোকদেরকে প্রাচীন সময়ে এবং বর্তমান সময়েও কত না ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে!

প্রেরিত ১৬:২৫-৩৪ পদ

এখানে আমরা পৌল এবং সীলের অত্যাচারকারীদের ভগ্ন এবং চূর্ণ হতে দেখি।

ক. নির্যাতনকারীরা পরিকল্পনা করেছিল যে, তারা সুসমাচার প্রচারকদেরকে ভগ্ন হৃদয় করবে এবং হতাশ করবে এবং তাঁদেরকে তাঁদের এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অসুস্থ এবং অযোগ্য করে তুলবে; কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই যে, তাঁরা একই সাথে উৎসাহে পূর্ণ ছিলেন এবং তারা অন্যদেরকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

১. তাঁরা নিজেরা অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্ত ছিলেন এবং তা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; হতভাগ্য কারাবন্দীরা কখনোই এতটা উৎফুল্ল ছিল না, যতটা প্রেরিতগণ এখানে প্রকাশ করেছেন। আমাদেকে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, তাদের বিষয়টি কী ছিল। রোমীয় শাসকেরা তাদেরকে বেত দিয়ে প্রহার করেছে, আর এখন তাঁদেরকে হাড়িকাঠে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাঁরা বেত্রাঘাত সহ্য করেছেন, চাষীরা তাঁদের পিঠের উপর দিয়ে লাঙ্গল চালিয়েছে এবং তাঁরা লম্বা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাঁদের পিঠে যে সমস্ত আঘাত করা হয়েছে তার ফলে তাঁদের পিঠে ঘা হয়ে গেছে এবং এর ফলে নিশ্চয়ই যে কেউ তাঁদের মুখ থেকে অভিযোগ এবং কাতর আবেদন শুনতে আশা করতে পারে, যেহেতু তাঁদের পিঠ এবং কাধে আঘাত এবং ক্ষত বাসা বেধেছে। তথাপি এ সমস্ত কিছুই শেষ নয়, তাঁদের নিশ্চয়ই এর

পরবর্তী তলোয়ারের আঘাতকে ভয় পাওয়া উচিত যা এর পরেই আসছে তাঁদের উপরে। তাঁদের প্রভুকে প্রথমে চাবুক মারা হয়েছিল এবং এরপরে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল; আর তাঁদেরও নিশ্চয়ই সেই একই আচরণ আশা করা উচিত। ইতোমধ্যে তাঁরা যখন কারাগারে ছিলেন, যখন তাঁরা ভিতরের কারাকক্ষে ছিলেন, সে সময় তাদের পা যখন হাড়িকাঠে আবদ্ধ ছিল, তখন অনেকেই মনে করেন যে, তাঁদের পা শুধুমাত্র যে সেখানে আবদ্ধ ছিল তাই নয়, তাদেরকে সেই হাড়িকাঠের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাও দেওয়া হচ্ছিল; আর তথাপি সেই মধ্য রাতে, যখন তাঁদের একটু বিশ্রাম নেওয়ার চিন্তা করা উচিত ছিল, সেই সময় তাঁরা প্রার্থনা করছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা-গীত করছিলেন।

(১) তাঁরা একত্রে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাঁদেরকে তাঁদের এই সকল যন্ত্রণা এবং পীড়ায় সান্ত্বনা দেন এবং সাহায্য করেন, যেন তিনি তাঁদেরকে দেখেন, যেভাবে তিনি কারাগারে যোষেফকে দেখেছিলেন এবং তিনি যেন তাঁদের সাথে সাথে থাকেন– তাঁরা এই কারণে প্রার্থনা করেছিলেন যেন যীশু খ্রীষ্টের সান্ত্বনা তাঁদের মাঝে থাকে, যেভাবে তার স্নেহ ও ভালবাসা তাঁদের সাথে ছিল– তাঁরা এই জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁদের এই বন্ধন এবং প্রহার সবই সুসমাচারের অগ্রগতিতে পরিণত হয়– তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে নির্যাতনকারীদের জন্য মুনজাত করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদের মন পরিবর্তন করেন। এই সময়টি কোন প্রার্থনার সময় ছিল না, বরং তা ছিল মধ্য রাত্রি। সেই স্থানটি কোন প্রার্থনার স্থান ছিল না, বরং তা ছিল একটি মাটির নিচের স্যাতস্যাতে ঘর; তথাপি সেই সময়টিই ছিল প্রার্থনার উপযুক্ত সময় এবং সেই স্থানটিই ছিল প্রার্থনা করার উপযুক্ত স্থান। অন্ধকারতম স্থানে এবং একই সাথে গভীরতম স্থানেও আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। কোন স্থান এবং কোন সময়ই প্রার্থনা করার জন্য অনুপযুক্ত নয়, যদি প্রার্থনাকারীর হৃদয় ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবদ্ধ থাকে। যারা একই সাথে যন্ত্রণা ভোগ করছে তারা প্রার্থনায় সঙ্গী হতে পারে। কেউ কি পীড়িত রয়েছে? তাকে প্রার্থনা করতে দেওয়া হোক। যত জটিল সমস্যাই হোক না কেন, তার মাঝে অবশ্যই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ডাকতে হবে।

(২) তাঁরা প্রভুর প্রশংসা-গীত গাইছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন; কারণ আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে ও তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। আমরা কখনোই প্রশংসা করার মত বিষয় চাইতে পারি না, যদি না আমরা একটি হৃদয় চাই। আর কী ঈশ্বরের একজন সন্তানকে তাঁর দায়িত্ব পালন করা থেকে দূরে রাখতে পারে, যদি মাটির নিচের একটি ঘর এবং হাড়িকাঠ তাঁকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে? তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি এই বলে প্রশংসা করলেন যে, তাঁরা খ্রীষ্টের নামে যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছেন এবং তাঁরা খুবই আশ্চর্যজনকভাবে তাদের যন্ত্রণা ভোগের সময় সাহায্য পেয়েছেন এবং তাঁদেরকে ঈশ্বর ধরে রেখেছেন। তাঁরা স্বর্গীয় মিষ্টতা অনুভব করেছেন এবং তাঁদের আত্মা শক্তি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা শুধু যে ঈশ্বরের প্রশংসাই করেছেন তা নয়, সেই সাথে তাঁরা তাঁর প্রশংসা-গীতও গেয়েছেন, তাঁরা গীতসংহিতা সঙ্গীত গেয়েছেন, কিংবা বলা যায় তাঁরা ধর্মীয় গান গেয়েছেন, আত্মিক

সঙ্গীত গেয়েছেন, হতে পারে দায়ূদের গীতের কোন একটি গীত ছিল সেই গানটি, কিংবা কোন আধুনিক খ্রীষ্টান গান ছিল, যা প্রেরিতদের মধ্যে ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল, কিংবা হতে পারে তা পৌল এবং সীলের স্বরচিত কোন গান ছিল, যা পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের যেমন নিয়ম হচ্ছে পীড়িতকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে, আর সেই কারণেই যখন তাঁরা যন্ত্রণা ও পীড়নের মধ্যে ছিলেন তখন তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন; ঠিক তেমনি আমাদের নিয়ম হচ্ছে যখন আমরা আনন্দে থাকবো তখন আমাদেরকে অবশ্যই গীত-গান গাইতে হবে (যাকোব ৫:১৩) আর সেই কারণে তাঁরা তাঁদের পীড়নের মাঝেও আনন্দিত ছিলেন এবং তাঁরা এক স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন, আর তাই তাঁরা গীত-গান গেয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, গীত-গান গাওয়া সুসমাচারে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা সুসমাচারেরই একটি অংশ এবং সকল উত্তম খ্রীষ্টান বিশ্বাসদারেরই তা গাওয়া উচিত। এটি শুধুমাত্র খ্রীষ্টানদের বিজয়ের দিনে উল্লাস প্রকাশের জন্য স্থাপন করা হয় নি, বরং তাদের সমস্যা এবং উৎকণ্ঠার দিনে তাদেরকে সমস্যা থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দান করার জন্য গীত-গানের প্রচলন করা হয়েছে। তাঁরা যখন গীত-গান গাইছিলেন তখন ছিল মাঝ রাত, যার উদাহরণ ইস্রায়েলের মিষ্টতম গীত-গানে দেখা যায় (গীতসংহিতা ১১৯:৬২): আমি মধ্যরাত্রে তোমার প্রশংসা করতে উঠবো, তোমার ধর্মময় অনুশাসন সমূহের জন্য।

(৩) এখানে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য কারাবন্দীরা তাঁদের গান শুনছিল। যদি কয়েদীরা তাঁদেরকে মুনজাত করতে নাও শুনে থাকে, তারা ঠিকই তাঁদেরকে গান গাইতে শুনেছিল।

[১] এটি প্রকাশ করে যে, তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা গান করার ক্ষেত্রে কতটা আন্তরিক ছিলেন; তাঁরা এতটাই উচ্চস্বরে গান গাইছিলেন যে, যদিও তাঁরা মাটির নিচের কারাকূপে ছিলেন, তথাপি সমস্ত কারাগারের কয়েদীরা সেই গান শুনতে পাচ্ছিল; কারণ আমরা ধরে নিতে পারি যে, যেহেতু সময়টি মধ্য রাত্রি ছিল, তারা সকলেই ঘুমিয়ে ছিল। আমাদেরকে অবশ্যই মনপ্রাণ দিয়ে আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টান সঙ্গীত গাওয়া উচিত। সাধু ব্যক্তিদেরকে তাদের বিছানাতে শুয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা গান করতে বলা হয়েছে, গীতসংহিতা ১৪৯:৫। কিন্তু সুসমাচারের অনুগ্রহ আরও বেশি, যা আমাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেয় যেন আমরা কারাগারে থাকা অবস্থায় এবং হাড়িকাঠে পা আবদ্ধ থাকা অবস্থাতেও প্রভুর প্রশংসা গান গাই।

[২] যদিও তাঁরা জানতেন যে, কয়েদীরা তাঁদের গান শুনতে পাবে, তথাপি তাঁরা উচ্চস্বরে গান গাইলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের প্রভুর কারণে লজ্জিত ছিলেন না, কিংবা তাঁর সেবা কাজ ও পরিচর্যা কাজ করতেও লজ্জিত ছিলেন না। আমাদের প্রতিবেশীরা যখন উচ্চস্বরে তাদের অধার্মিক গান বাজনা করে থাকে এবং সে কে শুনলো না শুনলো তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না, সে সময় আমাদের কি শুধুমাত্র দায় ঘোচানোর জন্য পারিবারিক প্রার্থনায় নিচুস্বরে প্রশংসা গান করা উচিত এবং যাতে প্রতিবেশীরা না শোনে সেই চেষ্টা করা উচিত?

[৩] কয়েদীদেরকে পৌল এবং সীলের প্রশংসা সঙ্গীত শোনানো হয়েছিল, যাতে করে তারা পৌল এবং সীলের উদ্দেশে যে আশ্চর্য কাজটি এখন সাধিত হবে সেটির জন্য প্রস্তুত হতে পারে, যখন কারাগারের দরজা খুলে যাবে। এই যে অসাধারণ সান্ত্বনার দ্বারা তাদেরকে পূর্ণ করা হল, তা এ কথা প্রকাশ করেছিল যে, তাঁরা যাঁর কথা প্রচার করছেন তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনা চান। যে কয়েদীরা তাঁকে গ্রহণ করতে এবং তাঁর কথা শুনতে নারাজ, তারা তাঁর কথা শুনুক এবং তাঁর সামনে ভয়ে কম্পিত হোক। যারা বিশ্বস্ত তারা তাঁর কথা শুনুক এবং বিজয় উল্লাস করুক এবং সেই সান্ত্বনা লাভ করুক যা বন্দীদের আশা দানের জন্য বলা হচ্ছে, সখরিয় ৯:১২।

২. ঈশ্বর তাঁর চিহ্ন তাঁদের সামনে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে দারুনভাবে তাঁদেরকে আশা দান করেছিলেন, পদ ২৬।

(১) সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে একটি ভূমিকম্প হল; কত সময় ধরে তা হয়েছিল তা আর আমাদের সামনে বলা হয় নি, কিন্তু তা সেই স্থানকে এমন ভয়ঙ্করভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, কারাগারের সমস্ত ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। যখন কয়েদীরা মধ্য রাতে পৌল এবং সীলের প্রশংসা গান শুনছিল এবং সম্ভবত তাঁরা তাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল এবং তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ করছিল, ঠিক সেই সময় এই ভূমিকম্প তাদের মধ্যে আতঙ্ক নিয়ে আসলো এবং তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে, এই লোকেরা স্বর্গের অনুগ্রহ প্রাপ্ত এবং স্বর্গের প্রিয়পাত্র এবং এভাবেই ঈশ্বর তাদেরকে স্বীকৃতি জানালেন। আমরা প্রার্থনার গৃহ কম্পিত হতে দেখেছি, প্রার্থনার উত্তর হিসেবে, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন, প্রেরিত ৪:৩১। এখানে আমরা দেখি কারাগার কেঁপে উঠলো। এই ভূমিকম্পের মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁর দাসদের প্রতি যে অনাচার অবিচার ও অত্যাচার করা হয়েছে তার জন্য তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করছেন এবং এই পৃথিবীতে যাদের বিশ্বাস রয়েছে তাদেরকে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন, যারা দুর্বল রয়েছে তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, লোকদেরকে তিনি এই সকলের কিছুর মধ্য শিক্ষা দিচ্ছেন যে, পৃথিবী নড়ে গেলেও তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

(২) কারাগারের দরজা ঝটকা মেরে খুলে গিয়েছিল এবং সকল কয়েদী মুক্ত হয়ে গিয়েছিল: প্রত্যেকটি মানুষের হাতের বাধন আলগা হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত কয়েদীরা যখন পৌল এবং সীলের প্রার্থনা এবং প্রশংসা সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিল, সে সময় তারা তাদের সমস্ত কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এবং তারা তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলছিল এবং সেই দাসী তাদের সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছিল সেই সমস্ত কথা তারা আলোচনা করছিল, নিশ্চয়ই তারা হচ্ছেন সেই মানুষ যারা জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ করেন। তাদের অনুশোচনা করার জন্য এবং এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চয়তা দান করার জন্য অবশ্যই তাদের সামনে এক দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যাতে করে তারা এই আশ্চর্য কাজের প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারে এবং তাদের বন্ধন যেন আলগা হয়ে যায়; আর পরবর্তীতে ঈশ্বর এই একই অভিজ্ঞতা তাদেরকেও লাভ করতে দিয়েছিলেন যারা তাঁর সাথে বন্দীশালায় ছিল। ঈশ্বর এখানে এই সকল কয়েদীদেরকে মহিমান্বিত করেছেন, কারণ প্রেরিতগণ

সরাসরি তাদের কাছে প্রচার করেছেন এবং তারা মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ তা লাভ করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে রয়েছে বন্দীদের কাছে মুক্তির সংবাদ জানানো এবং যারা বন্দী রয়েছে তাদের কারাগারের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া, যিশাইয় ৫৯:১। আর তাদের মধ্য দিয়েই তাদের বন্দী আত্মা মুক্ত করে দেওয়া হল।

খ. নির্যাতনকারীরা সুসমাচারের গতি রোধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, যাতে করে আর কেউই তা গ্রহণ করতে না পারে; এভাবে তারা এই আশা করেছিল যে, তারা নদীর পার যে সমাবেশ হত তা চিরতরে বন্ধ করে দেবে, যাতে করে আর কোন হৃদয় সেখানে উন্মুক্ত হতে না পারে; কিন্তু আমরা কারাগারে মন পরিবর্তনের ঘটনা দেখতে পাই, যা একটি ধর্মীয় সমাবেশে পরিণত হয়েছিল, সেখানে সুসমাচারের বিজয় পতাকা উত্থিত হয়েছিল এবং সেই কারা রক্ষক, যে বন্দীদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন তিনি নিজেই খ্রীষ্টের দাসে পরিণত হয়েছিল। এটি খুব সম্ভব যে, কোন কোন কয়েদী, যদিও সবাই নয়, মন পরিবর্তন করেছিল; নিশ্চয়ই তাদের শরীরে আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হয়েছিল, যখন তাদের বন্ধন আলগা করে দেওয়া হয়েছিল, যখন এর পাশাপাশি তাদের আত্মাও মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন ইয়োব ৩৬:৮-১০; গীতসংহিতা ১০৭:১৪, ১৫। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র কারা রক্ষকের মন পরিবর্তনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. সে এই ভয় পেয়েছিল যে, সে তার জীবন হারাবে এবং পৌল তার সাথে কথা বলে তাকে এ ব্যাপারে সহজ করেছিলেন, পদ ২৭, ২৮।

(১) সে তার ঘুম থেকে জেগে উঠলো। এটি খুব সম্ভব যে, ভূমিকম্পের ধাক্কায় সে জেগে উঠেছিল এবং সেই সাথে এর পাশা পাশি যুক্ত হয়েছিল কারাগারের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ এবং বন্দীদের আনন্দ উল্লাসের শব্দ, যখন তারা দেখতে পেল যে, তাদের হাত পায়ের বাধন খুলে গেছে এবং তারা একে অপরকে তাদের মনে ভাব ব্যক্ত করতে শুরু করলো, এর সবই সে কারারক্ষকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যার অবস্থান এ কথ বলে যে, তার জন্য জেগে ওঠা কোন কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। তার এই জেগে ওঠার ঘটনাটি এ কথা স্পষ্ট করেছে যে, সে তার বিবেককে জাগিয়ে তুলেছিল তার আত্মিক বাধা ভারী স্তূপের নিচ থেকে। সুসমাচারের আহ্বান হচ্ছে, জেগে ওঠো, তোমরা যারা ঘুমিয়ে আছো (ইফিষীয় ৫:১৪), ঠিক যেমনটি দেখা যায় যোনা ১:৬ পদে।

(২) সে জেগে উঠে দেখতে পেল যে, কারাগারের দরজা খুলে গেছে এবং সে স্বভাবতই ধরে নিল যে, সকল কয়েদী পালিয়ে গেছে; আর তখন তার কী হবে? সে এই ধরনের প্রেক্ষিতে রোমীয় আইন কী বলে তা সে জানতো এবং সেই একই ঘটনা তাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল যে কারারক্ষকের হাত থেকে পিতর পালিয়ে গিয়েছিলেন, প্রেরিত ১২:১৯। ভাববাদীদের সময়েও এমনটি হয়েছিল, ১ রাজাবলি ২০:৩৯, ৪২: এই ব্যক্তিকে সাবধানে রাখ; একে যদি কোনক্রমে না পাওয়া যায়, তবে এর প্রাণের পরিবর্তে তোমার প্রাণ যাবে। রোমীয় আইনের অনুলিপিগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা এই ধরনের নীতি পালন করতো, *De custodia reorum*– অপরাধীদের কয়েদখানা (যা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

একজন রক্ষী রাখা হত যে সেই একই সাজা লাভ করতো যদি কোন অপরাধী সেই কারাগার থেকে পালিয়ে যেত), যদি না সেখানে কোন ধরনের আশ্চর্য কাজের মত মুক্তির ঘটনা সাধিত হয়।

(৩) সে জেগে উঠে প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তার তলোয়ার টেনে বের করলো, যাতে করে সে তার আরও আতঙ্কজনক এবং ভয়ঙ্কর মৃত্যু এড়াতে পারে এবং যা তার ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটতো, যা হত এক কলঙ্কজনক মৃত্যু। কারণ সে যেহেতু ভয়ঙ্কর কয়েদীদেরকে পাহারা দিয়ে রাখতে পারে নি এবং তারা তার হাতের নিচ থেকে পালিয়ে গেছে সেই কারণে তাকে অবশ্যই তাদেরই শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে আরও ভয়ঙ্কর শাস্তি আনা হবে, যেহেতু পৌল এবং সীলের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি এবং এ ব্যাপারে পর দিন তাদেরকে বিচারে দাঁড় করানো হবে, তাই তাঁরা যদি পালিয়ে যান তাহলে তাকে আরও বেশি শাস্তি দান করা হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আত্মহত্যাই সবচেয়ে বড় শাস্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হত। সেনেকা এ বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি ছিল সর্বশেষ প্রতিকার, যদি কোনভাবেই আর কয়েদীদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হত। আর এপিকিউরীয়দের মতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে শেষ করে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কারারক্ষী চিন্তা করেছিল যে, তার নিজের মৃত্যুর মাঝে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এ কথা প্রমাণ করে দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর জন্য একটি পরিকল্পনা রেখেছেন, যা আমাদেরকে সৃষ্টির আইনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে বলে– এর উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠার জন্য বলে, যার প্রতি আমরা আমাদের পুরো জীবন দ্বারা দায়বদ্ধ এবং এটি আমাদের আনন্দের সাথে আমাদের প্রাপ্ত অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করতে বলে, কিন্তু সেই সাথে আমাদের সামনে যত ধরনের বিপথ আসুক না কেন তা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে উৎসাহ দেয়।

(৪) পৌল তাকে থামিয়েছিলেন যেন সে নিজেকে হত্যা না করে (পদ ২৮): তিনি উচ্চ রবে বলে উঠলেন, যাতে শুধু সে শুনতে না পায় কিন্তু তাঁর কথায় কান দেয়। তিনি বললেন, ওহে, নিজের ক্ষতি করো না, কেননা আমরা সকলেই এই স্থানে আছি। এই বাক্যের মূল যে সাবধান বাণী ছিল তা হচ্ছে, আমরা যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা থেকে বিরত থাকি এবং এর সকল দিক থেকে দূরে থাকি। তাই আমাদেরকে এখানে মূলত যা বলা হচ্ছে তা হল, "তোমরা কেউ নিজেদের ক্ষতি কোরো না, নারী এবং পুরষ তোমরা যেই হও না কেন, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিও না; নিজেদের ক্ষতি কোরো না, নিজেদেরকে আঘাত কোরো না এবং তাহলে অন্য কেউও তোমাদেরকে আঘাত করতে পারবে না; তোমরা পাপ কোরো না, কারণ আর কিছুই তোমাদেরকে আঘাত করতে পারে না এবং তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না, পাপ ছাড়া।" এমন কি শরীরের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে সেই সমস্ত পাপের ব্যাপারে যেন আমাদের এর থেকে কোন ক্ষতি ন হয় এবং আমাদের অবশ্যই নিজ নিজ মাংসিক দেহকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে, কিন্তু একে সঠিকভাবে বৃদ্ধি লাভের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে এবং এর যত্ন করতে হবে। কয়েদীরা কোথায় গেছে এই নিয়ে জবাবদিহি করার ব্যাপারে কারারক্ষকের ভয় পাওয়ার

কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তারা সকলে এখানেই রয়েছেন। এটি ছিল খুবই অদ্ভুত যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে যায় নি, যখন কারাগারের দরজা খুলে গিয়েছিল এবং তাদের সকলের হাতকড়া খুলে গিয়েছিল; কিন্তু তারা এতটাই বিস্মিত হয়ে পড়েছিল এবং তারা যেহেতু বুঝতে পেরেছিল যে, পৌল এবং সীলের প্রার্থনার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে এবং তারা মুক্ত হয়েছে, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে না নাড়ানো হল ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নড়লো না; এবং ঈশ্বর তাদের আত্মাকে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতা দেখালেন, ঠিক যেভাবে তিনি তাদের পায়ের বাধন খুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

২. সে এই ভয়ে ভীত হয়েছিল যে, সে তার আত্মা হারিয়ে ফেলবে এবং পৌল তাকে এ ব্যাপারেও শান্ত হতে সাহায্য করলেন। একটি ভাল চিন্তা আরেকটি ভাল চিন্তার দিকে নিয়ে যায় এবং তা আরও মহত্তর হয়; এবং তাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া থেকে বাধা দেওয়ার কারণে সে ভাবতে শুরু করলো যে, যদি সে তার জীবনে উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই মৃত্যু এখন তার কাছে এসেছে এবং সেক্ষেত্রে তার মৃত্যুর পর অপর পারে কী হবে– খুবই উপযুক্ত একটি চিন্তা তার জন্য, যাকে এই মাত্র আগুনের ভেতর থেকে টেনে আনা হয়েছে, যখন সে মৃত্যু থেকে মাত্র এক পদক্ষেপ দূরে ছিল। সম্ভবত সে যে পাপের ভেতর দিয়ে চলছিল, সেটাই তাকে জাগিয়ে তুলতে এবং সচেতন করতে সাহায্য করেছিল।

(১) এর কারণে যাই হোক না কেন, সে এক মহা সান্ত্বনা লাভ করেছিল। ঈশ্বরের আত্মা, যাকে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল তাকে উৎসাহিত করার জন্য এবং তাকে সান্ত্বনা দান করার জন্য, তা তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল এবং তাকে হতচকিত করেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে কারাগারেরে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল কি না তা আর আমাদেরকে বলা হয় নি। সম্ভবত সে এই বিষয়টি ঠিক সেই শমরীয় নারীর মত করেই ভুলে গিয়েছিল, যখন খ্রীষ্ট তার বিবেকের গোপন কথাগুলো প্রকাশ করে তাকে বিস্ময়ে বিমোহিত করেছিলেন তখন সে তার জলের কলসীর কথা ভুলে গেল এবং তা কুয়ার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল; কারণ সে দ্রুত আলো আনতে দৌড়ে গেল এবং ছুটে ভেতরের কারাকক্ষে চলে এল, যেখানে পৌল এবং সীল ছিলেন। আর সেখানে এসে সে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। যারা জানে যে তারা পাপ করেছে এবং যারা তাদের ঘৃণার্হ কাজের কথা জানে, তারা তাদের বিপদ এবং তাদের কষ্টের কথা কল্পনা করে আতঙ্কিত না হয়ে পারে না। এই কারারক্ষক যখন এভাবে ভীত কম্পিত হতে লাগল, তখন সে নিজেকে পৌল ছাড়া আর কারও সামনে নিয়ে যাওয়ার মত উপযুক্ত ভাবতে পারল না, কারণ এটি তার নিজের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। সে এক সময় ভাল মানুষদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করতো, ঠিক যেমন এই কারারক্ষকটি করে থাকে– সে তাদের সকলকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, যেভাবে তিনি করতেন– এবং যখন তিনি তার মত বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হয়েছিলেন এবং হত বিহ্বল হয়েছিলেন; আর সেই কারণে তিনি আরও আন্তরিকভাবে এবং মুক্ত মন নিয়ে কারারক্ষকটির সাথে কথা বলতে পেরেছিলেন।

(২) তার এই মন পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সে পৌল এবং সীলের কাছে এসে পরিত্রাণ পেতে চাইল। লক্ষ্য করে দেখুন:

[১] তাঁদের প্রতি তার সম্বোধন কতটা সম্মানপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাশীল ছিল: সে একটি আলো আনতে গিয়েছি, কারণ তারা একেবারে অন্ধকারে ছিলেন এবং সেই কারণে যেন তারা দেখতে পারেন যে, সে কতটা আতঙ্কের ভেতর রয়েছে। সে তাঁদের সামনে এসে উপুড় হয়ে পড়লো, কারণ সে তার নিজের খারাপ অবস্থার কথা চিন্তা করে হত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল এবং সে তার আতঙ্কের স্রোতের নিচে বার বার ডুবে যাচ্ছিল, সে তাঁদের সামনে এসে পড়লো, যেন তার আত্মা তাদের দেখে ভয় পাচ্ছিল এবং তাঁদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছিল এবং যেন সে বুঝতে পেরেছিল যে, তাঁরা ঈশ্বরের নিকট হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এটি খুব সম্ভব যে, সম্ভবত সে সেই দাসীটির কথা শুনেছিল এবং সে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছিল তার সবই সে জেনেছিল, আর তা হচ্ছে, তাঁরা জীবন্ত ঈশ্বরের দাস, যাঁরা পরিত্রাণের পথ দেখান এবং এভাবেই সে তাদের প্রতি তার মনের আ-কুলতা প্রকাশ করলো। সে তাদের সামনে উপড় হয়ে পড়লো, যাতে করে সে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে এবং তা একজন অনুতাপকারী ও মন পরিবর্তনকারী হিসেবে, কারণ সে তাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ ও দুর্ব্যবহার করেছে এবং সে তাঁদের কাছে থেকে পরামর্শ চাইল যে, সে এখন কী করবে। সে তাঁদেরকে সম্মানজনক সম্বোধন করলো, মহাশয়গণ, *kyrioi*– প্রভুগণ, মালিকগণ; ঠিক এক মুহূর্ত আগে তাঁরা ছিলেন দস্যু এবং দুষ্কৃতিকারী, আর সে ছিল তাঁদের প্রভু; আর এখন তাঁরা হচ্ছেন মহাশয়, মালিক, আর তাঁরাই হচ্ছেন তার প্রভু। মন পরিবর্তনকারী অনুগ্রহ মানুষের ভাষাকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং তাদেরকে ভাল মানুষ এবং ভাল পরিচর্যাকারীতে পরিণত করে; এবং যারা পুরোপুরিভাবে পাপের আবরণে আবৃত, তারাও খ্রীষ্টের পায়ের কাছে এসে নত হয়।

[২] তার অনুসন্ধান কতটা আন্তরিক ছিল: পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাকে অবশ্যই কী করতে হবে?

প্রথমত, তার পরিত্রাণ এখন তার সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এই বিষয়টিই তার হৃদয় জুড়ে রয়েছে, যা প্রথমে তার অন্তরের সবচেয়ে দূরবর্তী চিন্তা ছিল। না, তার চিন্তা ছিল এরকম: পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ অর্জন করার জন্য আমাকে কী করতে হবে? বরং এখন তার চিন্তা হচ্ছে, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?

দ্বিতীয়ত, সে অন্যদের ব্যাপারে চিন্তা করছে না, কিংবা তারা কী করবে সে ব্যাপারেও সে ভাবছে না; বরং সে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করছে, "আমি কী করবো?" এটি হচ্ছে তার নিজ মূল্যবান আত্মা যার ব্যাপারে সে চিন্তা করছে: "অন্যরা যা করতে চায় তারা করুক; আমাকে বলুন আমি কী করবো, আমি ঠিক কোন পথে চলবো।"

তৃতীয়ত, তিনি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করেছিলেন যে, এমন কোন কিছু অবশ্যই ঘটতে পারে এবং তার জীবনেও ঘটতে পারে, যাতে করে সে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। এটি এমন

কোন পথ নয় যাতে চললে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এক সময়, বরং তা এমন একটি বিষয় যা নিজে থেকেই ঘটবে, আর এই বিষয়টির জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কষ্ট করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে এবং বেদনা সহ্য করতে হবে। সে এ কথা জিজ্ঞেস করে নি যে, "আমার জন্য কী করা যেতে পারে?" বরং সে জিজ্ঞেস করেছে, "আমি যে এখন এই ভীত কম্পিত অবস্থায় আছি, আমি কী করবো, যাতে করে আমি পরিত্রাণ লাভ করতে পারি?" যেভাবে পৌল ফিলিপীয় মণ্ডলীতে লিখিত তাঁর পত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, যেখানে এই কারারক্ষক সম্ভবত আতঙ্ক নিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, তাই বলা যেতে পারে যে, সে শুধু পরিত্রাণের জন্য খোঁজই করে নি, সেই সাথে সে এক ধার্মিকতাপূর্ণ ভীতি নিয়ে পরিত্রাণের অনুসন্ধান করেছে, ফিলিপীয় ২:১২।

চতুর্থত, তিনি যে কোন কিছু করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। "আমাকে বলুন আমাকে কী করতে হবে এবং আমি তা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। মহাশয়গণ, আমাকে যেকোন একটি পথ বাৎলে দিন, তা সরু হোক, কাঁটাময় হোক, কিংবা যত উঁচুই হোক না কেন, তথাপি আমি তা ধরে হেঁটে যাব।" লক্ষ্য করুন, যারা পাপে পরিপূর্ণ রয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশনার অধীনে আসতে হবে এবং নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই একটি শূন্য স্থান তাঁর জন্য তৈরি করে দিতে হবে যেন তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সেখানে যা খুশি লিখতে পারেন, কারণ খ্রীষ্ট চান পূর্ণ সমর্পণ এবং নিশঃর্ত আত্মসমর্পণ।

পঞ্চমত, সে কী করবে তা জানার জন্য সে খুবই উৎসুক ছিল, তাকে কী করতে হবে সে সম্পর্কে জানার জন্য সে উদ্গ্রীব ছিল এবং সে তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিল যারা তাকে এ সঠিক উত্তর দিতে পারবে, কারণ যদি আবার জিজ্ঞাসা করতে চাও, তবে জিজ্ঞাসা করো, যিশাইয় ২১:১২। যারা সিয়োনের দিকে নিজেদের মুখ ফেরায়, তাদের অবশ্যই সে দিকে যাওয়ার পথ জিজ্ঞেস করা উচিত, যিরমিয় ১:৫। আমরা নিজেরা তা জানতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তার বাক্যের মধ্য দিয়ে তা আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি তার পরিচর্যাকারীদেরকে নিয়োগ দান করেছেন, যেন তারা আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের বাণী বুঝতে সাহায্য করেন এবং তিনি আমাদেরকে তার পবিত্র আত্মা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন, যার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি এবং তিনিই আমাদেরকে পরিত্রাণের পথ দেখাবেন।

ষষ্ঠত, সে তাঁদেরকে বের করে আনলো, যাতে করে সে তাঁদেরকে এই প্রশ্ন করতে পারে যাতে করে তাঁরা তাকে উত্তর না দিতে অনিচ্ছুক না হন, বরং তাঁরা যেন তাকে সঠিক একটি জবাব দেন এবং তাকে সুপরামর্শ দেন। যদিও সে তাঁদের রক্ষক ছিল, তথাপি সে এখন তাদেরকে কিছুটা সুযোগ দিচ্ছে এবং অন্যদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিচ্ছে। সে তাদেরকে কারাকূপ থেকে বের করে নিয়ে আসলো এই আশায় যে, তাঁরা তাকে তার এই খারাপ অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে আসবেন।

(৩) তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তার যা করার প্রয়োজন ছিল তা করার জন্য পরিচালিত হলেন, পদ ৩১। তাঁরা সবসময়ই এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন তৈরি ছিলেন; যদিও তাঁরা

ঠাণ্ডায় কাঁপছিলেন এবং তাদের শরীরে অবসাদ জমেছিল এবং তাঁরা ঘুমে ঢলে পড়ছিলেন, তথাপি তারা এই সুবর্ণ সময় এবং সুযোগ হেলায় ঠেলে দিলেন না, বরং এর সদ্ব্যবহার করলেন। তাঁরা তাকে পরবর্তী বিশ্রামবারে নদীর পারে সমাবেশে দেখা করতে বললেন না, বরং এখনই তাঁরা তাকে তার জবাব দিলেন, যাতে করে লোহা গরম থাকতেই তাকে পেটানো যায়। এখনই তার মনকে গড়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এবং তাকে ঈশ্বরের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত সময়। এখন ঈশ্বরের কাজ শুরু হয়েছে এবং এখনই তাকে এই বিষয়ের সাথে পরিচিত করে তোলা উচিত। তাঁরা তাকে তার খারাপ ব্যবহার এবং রূঢ় আচরণের জন্য কোন ধরনের খারাপ ব্যবহার করলেন না, বরং তাঁরা তাকে তার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিলেন। তাঁরা তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার সকল দুর্ব্যবহার ভুলে গেলেন, এবং তারা উল্টো আরও খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে, স্বর্গে তাদের একজন বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে যাচ্ছে। তাঁরা তার উপরে বিজয় উল্লাস করেন নি, যদিও সে ভয়ে কাঁপছিল; তারা তাঁকে সেই নির্দেশনা দিলেন যা তারা অন্যদেরকেও দিয়েছেন, যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস আনুন। যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, নিশ্চয়ই তারা বলবেন, "তুমি আমাদের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করেছ তার জন্য অনুশোচনা কর সবার আগে।" না, তারা এই বিষয়টি একবারেই উপেক্ষা করেছেন এবং তাঁরা তাকে পুরোপুরিভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁরা তার দুর্ব্যবহারের কথা একবারও মাথায় আনেন নি, বরং তাঁরা তাকে যীশু খ্রীষ্টের আশার বাণী শুনিয়েছেন। এটি আমাদের সকল খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে, যাতে করে যারা আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে তাদেরকে আমার প্রভুর হাতে রাখতে পারি এবং যেন আমরা খ্রীষ্টের সম্মানের দিকে তাকিয়ে তাদের সাথে উল্টো খারাপ ব্যবহার না করি। আমরা যেন নিজেদের সম্মানের দিকে না তাকিয়ে খ্রীষ্টকে সম্মানিত করার চেষ্টা করি এবং কেবলমাত্র তাঁর ভালবাসার বাণী প্রচার করি। এখানেই আমরা পুরো সুসমাচারের সারাংশ দেখতে পাই, সামান্য কয়েকটি কথায় পরিত্রাণের চুক্তির বিষয়টি দেখতে পাই: প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস, তাতে তুমি ও তোমার পরিবার রক্ষা পাবে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] যে সুখের কথা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে: "তুমি পরিত্রাণ পাবে; তুমি যে শুধু চিরকালীন ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে তাই নয়, সেই সাথে তুমি অনন্ত জীবন এবং আশীর্বাদও লাভ করবে। যদিও তুমি একজন হতভাগ্য মানুষ এবং তুমি এখন একজন কারারক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছো, তুমি এক নগণ্য এবং তুচ্ছ আত্মিক অবস্থানে রয়েছ, তথাপি তোমার পরিত্রাণ গ্রহণ করাতে কোন বাধা নেই। যদিও তুমি একজন মহা পাপী, যদিও তুমি একজন নির্যাতনকারী, তথাপি এই সকল তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণিত হবে না, বরং তা খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ধুয়ে মুছে ফেলা হবে এবং এভাবেই কেবলমাত্র তুমি তোমার অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করে অনন্ত জীবন লাভ করতে পার।"

[২] এর জন্য যে শর্ত প্রযোজ্য ছিল: প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস আনো। আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাঁর সুসমাচারে তাঁর পুত্রের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং তাঁকে বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে মূল্যবান

বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের এই চিন্তার প্রক্রিয়াটি মাথায় রাখতে হবে যে, তিনি এই পৃথিবীকে একজন মধ্যস্থতাকারীর মধ্য দিয়ে আবারও জীবন দিতে চেয়েছেন এবং তিনি আমাদের সামনে সেই সুযোগ রেখেছেন যেন আমরা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে পারি, তাঁর উপরে বিশ্বাস করতে পারি এবং আমাদের নিজেদেরকে তাঁর পরিচালনায় চালানোর জন্য দান করতে হবে ও সমর্পণ করতে হবে, আর কেবলমাত্র তখনই তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করবেন এবং আমরা অনন্ত জীবন লাভ করবো। তিনিই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র সুপথ এবং সঠিক পথ। খ্রীষ্ট ছাড়া আরও অন্য কোন উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব নয় এবং তার উপরে বিশ্বাস না আনলে তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারেন না; আমরা যদি এই পথ বেছে নিই তাহলে আমাদের সামনে আরও কোন ঝুঁকি থাকবে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলার, কারণ এই পথ ঈশ্বর নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর তাই এই পথ তাঁর বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য পথ। সুসমাচার প্রতি প্রাণীর কাছে প্রচার করা হচ্ছে যেন যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পায়।

[৩] তার পরিবারের প্রতি এই অনুগ্রহের বর্ধিতাংশ: তুমি ও তোমার পরিবার পরিত্রাণ পাবে; এর অর্থ হচ্ছে, "খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তোমার কাছে আসবেন এবং তোমার পরিবার ও তোমার সন্তানদের কাছে আসবেন, যেভাবে তিনি অব্রাহামের কাছে এসেছিলেন। বিশ্বাস আনো এবং পরিত্রাণ তোমার গৃহে এসে উপস্থিত হবে, যেভাবে আমরা দেখি লূক ১৯:৯ পদে। তোমার গৃহের যারা শিশু সন্তান রয়েছে, তারা তোমার সাথে সাথে দৃশ্যমান মণ্ডলীতে উপস্থিত হবে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে পরিত্রাণের এক সরল পথে আনা যাবে। যারা বড় হয়ে গেছে, তাদের কাছে পরিত্রাণের বাণী উপস্থিত করা হবে এবং তারা আর অনেকের মতই যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস আনলে পরিত্রাণ লাভ করবে; তারা সকলেই খ্রীষ্টের কাছে স্বাগত।"

(৪) তাঁরা তাকে এবং তার পরিবারকে খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিলেন (পদ ৩২): তাঁরা তার কাছে প্রভুর বাক্য নিয়ে কথা বললেন। আমরা দেখতে পাই যে, সে যীশু খ্রীষ্টের সাথে একবারেই অপরিচিত ছিল, আর সেই কারণে তাকে এটি বলা প্রয়োজন ছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট আসলে কে, যাতে করে সে বিশ্বাস করতে পারে তাঁর উপরে, যোহন ৯:৩৬। এই পুরো বিষয়টির সারাংশ একটি ছোট্ট দিক নির্দেশনার উপরে নির্ভর করছে, তাঁরা দ্রুত তাকে এ কথা বললেন যে, তাকে অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে তার বিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য ধারণ করতে হবে, যেন তারা তাতে প্রস্তুত থাকতে পারেন এবং তাতে সমৃদ্ধ থাকতে পারেন, যেন তারা যে কোন সময় যে কোউকে এ সম্পর্কিত নির্দেশনা দিতে পারেন যারা তা শোনার জন্য এবং তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যাতে করে তাদেরকে পরিত্রাণের পথ বাৎলে দেওয়া যায়। তাঁরা শুধুমাত্র তার কাছে এ বিষয়ে কথাই বলেন নি, সেই সাথে তাঁরা তার গৃহের সবার জন্য এ কথা বলেছেন। গৃহ কর্তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত যে, তাদের পরিবারের সদস্যরাও এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান এবং অনুগ্রহ লাভ করছে কি না এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে বাক্য পৌঁছাচ্ছে কি না এবং প্রভুর যে বাক্য তা

তাদের কর্ণগোচর হচ্ছে কি না; কারণ নিম্নতম দাসদের জীবনও তাদের মালিকদের কাছে মহা মূল্যবান এবং তারা একই দাম দিয়ে তা কিনেছে।

(৫) কারারক্ষী এবং তার পরিবার তাৎক্ষণিকভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো এবং এর মধ্য দিয়ে তারা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হল, এ আইনের অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করলো এবং এর সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং সুফল তারা লাভ করতে লাগল, তাদের নিঃশর্ত সমর্পণের কারণ, ঠিক যেভাবে সেই খোজা করেছিলেন। তারাও এ কথা বিশ্বাস করলো যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র: সে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো এবং সেই সাথে তার পুরো পরিবারও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো। সে কিংবা তার পরিবারের কেউ এ কথা চিন্তাও করে নি যে, তারা সময় নিয়ে দেখবে আসলেই তারা বাপ্তিস্মের অধীনে আসবে কি আসবে না; কিংবা পৌল এবং সীলও সময় নেন নি এই ভেবে যে, তারা তাদের আন্তরিকতা বিচার করে দেখবেন আসলেই তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের উপযুক্ত কি না এবং তারা তাদেরকে বাপ্তিস্ম দেবেন কি দেবেন না। কিন্তু আত্মার অনুগ্রহ তাদের ভেতরে এক মহা বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল, এক শক্তিশালী বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল, হঠাৎ করেই এর দরুণ বিশ্বাসের শক্তি তাদের উপরে নেমে এসেছিল; এবং পৌল এবং সীল পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় জানতে পেরেছিলেন যে, এটি হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ, যার কারণে তাদের ভেতরে এই বিশ্বাসের সূত্রপাত হয়েছে; সেই কারণে তারা আরও বিলম্ব করলেন না। তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই প্রতিটি সাধারণ ঘটনাকে বিচার করা উচিত হবে না।

(৬) এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কারারক্ষী পৌল এবং সীলের প্রতি অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করছিল, যেন সে জানতো যে, তাঁদের প্রতি সে যে দুর্ব্যবহার এবং অত্যাচার করেছে সেই তুলনায় সে তাঁদের কাছ থেকে কত না দয়া এবং অনুগ্রহ লাভ করেছে: সে তাঁদেরকে সেই রাতেই তার গৃহে নিয়ে গেল, সে তাঁদেরকে আর এক মিনিটও কারাগারে থাকতে দিল না; বরং:-

[১] সে তাঁর চাবুকের দাগ পরিষ্কার করে দিল, যাতে করে তাঁরা কিছুটা আরাম পান এবং তাঁদের বেদনা কিছুটা প্রশমিত হয়; সে তাঁদের চাবুকের আঘাত করার কারণে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে রক্ত মুছে দিল। সম্ভবত সে তাঁদেরকে কোন ধরনের ঔষধ দিয়ে গোসল করিয়ে দিয়েছিল, যেভাবে সেই উত্তম শমরীয় ব্যক্তি আহত লোকটির ক্ষত স্থানে তেল এবং আঙ্গুর রস ঢেলে দিয়েছিল।

[২] সে তাঁদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে আসলো, তাঁদেরকে স্বাগত জানালো এবং তাঁদেরকে তার ঘরের সবচেয়ে ভাল কক্ষটিতে থাকতে দিল এবং তাঁদের জন্য বিছানা প্রস্তুত করলো। এখন আর কোনর কিছুই তাদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছিল না বা যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছিল না, যেভাবে এর আগে কোন কিছুই এর চেয়ে খারাপ বলে মনে হচ্ছিল না।

[৩] সে তাঁদের সামনে খাবার নিয়ে আসলো, যা তার গৃহে সে সময় ছিল সেই অনুসারেই সে তাঁদের সামনে খাবার নিয়ে আসলো এবং তাঁদেরকে এই খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ

জানালো, ঠিক যেভাবে তাঁরা তাকে পরিত্রাণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সুসমাচারের কাছে আসার জন্য স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁরা তার কাছে ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাপারে কথা বলছিলেন, তাঁরা তাকে এ কথা বলেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর জীবনকে তার মত মানুষের জন্য রুটি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং তার পরিবারের কাছে উপস্থাপন করেছেন; এবং সে এই সকল আত্মিক ফসল মুঠে ভরে উত্তোলন করতে পারবে, কারণ তারা মনে করতো যে, তাদেরকে সকল প্রকার পার্থিব বিষয় অর্জন করতে হবে, ১ করিন্থীয় ৯:১১। আমাদের ঘর এবং চেয়ার টেবিল থেকে কী লাভ, যদি আমরা এর মধ্য দিয়ে প্রভুর লোকদেরকে আপ্যায়ন করতে না পারি?

(৭) সেই কারারক্ষকের গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হওয়ায় যে আনন্দ উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল; সেখানে এর আগে কখনোই এমন আনন্দময় রাত আর আসে নি: সে আনন্দের সাথে তার পুরো পরিবারকে নিয়ে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করলো। সেই ঘরে এমন কেউই ছিল না, যেন বাপ্তিস্ম নিতে চায় নি আর তাই তাদের মধ্যে এক দারুণ একতা সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু তারা সুসমাচার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সকলেই একমত হয়েছিল, যা সেই গৃহে আরও বেশি আনন্দ বয়ে নিয়ে এসেছিল। কিংবা আমরা এভাবে পাঠ করতে পারি যে, সে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করায় পরিবারের সকলে অর্থাৎ সেই গৃহের সকলে আনন্দিত হল এবং আশেপাশের সকল গৃহের সকল বাসিন্দা আনন্দিত হল; *panoiki*– সে প্রতিটি ঘরে ঘরে দৌড়ে গেল এবং তার আনন্দ প্রকাশ করলো। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের উপরে তার বিশ্বাস করাকে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বর এবং সেই কারণে সুসমাচারের মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয় (যেমন, যাও, অন্য দেবতাদের পূজা কর, দ্বি. বি. ১৩:২), এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসার জন্য এক প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা।

[২] তার বিশ্বাস তার আনন্দ তৈরি করলো। যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে এবং সমর্পণ করে, তাদের অবশ্যই আনন্দ করার মত বড় কারণ রয়েছে। যখন সেই খোজা ব্যক্তি মন পরিবর্তন করেছিলেন, তখন তিনি আনন্দ করতে করতে ফিরে গিয়ছিলেন এবং এখানে আমরা এই কারা রক্ষীকে আনন্দ করতে দেখি। জাতিগণের মন পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে পুরাতন নিয়মে এবং সেখানে আমরা তাদেরকে আনন্দ ও উল্লাস করতে দেখি, গীতসংহিতা ৬৭:৪; ৯৬:১১। কারণ, বিশ্বাস করার কারণে আমরা এক অনির্বচনীয় আনন্দে এবং মহিমাতে পূর্ণ হয়েছি। খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টতে আনন্দ করা।

[৩] সে তার আনন্দ সকলের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। সে তার হৃদয়ের প্রচুর আনন্দের প্রেক্ষিতে সামান্য কিছু সে তার মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছে। তাই সে তার মুখ দিয়েই ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করছে এবং তাঁকে মহিমা দান করছে, আর সেই সাথে সে তাঁদের জন্যও উৎসাহের এক দৃষ্টান্ত তৈরি করছে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে এবং

আনবে। যারা নিজেরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সেই মহান আনন্দ, শান্তি এবং সান্ত্বনা অনুভব করেছে, তারা অন্যদেরকেও নিশ্চয়ই সেই স্বাদ গ্রহণ করাতে চাইবে। একজন আনন্দিত খ্রীষ্টান অনেককে আনন্দিত করতে পারেন।

প্রেরিত ১৬:৩৫-৪০ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. পৌল এবং সীলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হল, পদ ৩৫, ৩৬।

১. যে শাসকেরা তাঁদের আগের দিন এতটা খারাপভাবে নির্যাতন এবং অত্যাচার করলো, তারাই আজকে যেখানে তাঁদেরকে এত সকালে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিল, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, আগের রাতে তারা যে মহা ভূমিকম্প অনুভব করেছিল, তাতে করে তারা এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, এই কয়েদীরা সাধারণ কেউ নয় এবং তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়া খুব গর্হিত কাজ হবে, সেই সাথে তারা যে গতকাল তাঁদেরকে চাবুক মেরেছিল এবং তীব্র প্রহার করেছিল তাতে করে তারা খুবই ভীত বোধ করছিল। নির্যাতিত এই দুই ব্যক্তি যখন হাড়িকাঠে আবদ্ধ অবস্থাতে গান করছিলেন, সেই সময় তাঁদের বিষয়ে চিন্তা করে আক্রোশে ফুসছিলেন এবং পরিকল্পনা করছিল কীভাবে তাদেরকে আগামীকাল জনসমক্ষে বিচারে দাষী সাব্যস্ত করে পৃথিবী থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় এবং তারা মনে মনে তাঁদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যে জঘন্য অভিযোগ সাজাচ্ছিল। এখন ঈশ্বর নিজেই তাঁর দাসদেরকে দয়া করলেন এবং তিনি আর তাঁদেরকে কোন ধরনের কষ্ট পেতে দিলেন না, গীতসংহিতা ১০৬:৪৬। শাসনকর্তারা বেত্রধরদের বলে পাঠালেন, *rabdouchous*– যাদের হাতে বেত থাকতো, অর্থাৎ যাদের কাজই ছিল আসামীদের পেটানো, তাদেরকে সেই নেতৃবর্গরা বলে পাঠালেন যেন তারা গিয়ে বলে যে, পৌল এবং সীল মুক্ত, তাঁরা চলে যেতে পারেন। আদেশটি ছিল এ ধরনের, এই লোকদেরকে চলে যেতে দাও। সম্ভবত তারা তাঁদের প্রতি আরও বেশি খারাপ আচরণ করার চিন্তা করছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের মন পরিবর্তন করলেন এবং তারা তাদের এই ক্রোধকে তাঁর প্রতি গৌরব ও প্রশংসায় রূপান্তরিত করলেন, যাতে করে সেই অবশিষ্টরা মন ফেরায়, গীতসংহিতা ৭৬:১০।

২. কারারক্ষী তাঁদের কাছে এই সংবাদ বয়ে নিয়ে আসলেন (পদ ৩৬): নেতৃবর্গ আপনাদেরকে ছেড়ে দিতে বলে পাঠিয়েছেন। অনেকে এ কথা মনে করেন যে, সেই রাতেই পৌল এবং সীলকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদেশ জানানো হয়েছিল; তাই সেই কারারক্ষীর গৃহে এই মুক্তির সংবাদ নিয়ে আসা হয়েছিল; আর সেই কারারক্ষীও এই কথা বলেছিল যে, অতএব আপনারা এখন বের হয়ে শান্তিতে প্রস্থান করুন, কিন্তু এই কথা সে বলেছিল কয়েদী হিসেবে পৌল এবং সীলের প্রতি, তার অতিথি হিসেবে নয়। তাঁরা চাইলে তার অতিথি হিসেবে যতক্ষণ ইচ্ছে থাকতে পারেন এবং সেও তাদেরকে স্বাগত জানাবে, কিন্তু

সে তাঁদেরকে হাড়িকাঠের দাসী থেকে মুক্তি দিতে পেরে আনন্দিত বোধ করছিল। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই সেই নেতৃবর্গের মন পরিবর্তন করেছিলেন সেই কারারক্ষীর মত এবং তিনি সেই কারারক্ষীকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মত মানসিকতা ও ইচ্ছা দান করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর এই জগতের দরিদ্রদেরকে নির্বাচন করেছেন, যাকোব ২:৫।

খ. নেতৃবর্গ তাঁদেরকে যে দোষে একবার দোষী করেছেন সে ব্যাপারে পৌল তাঁর আপত্তি জানালেন, পদ ৩৭। পৌল সেই বেত্রধরদেরকে বললেন, "তারা আমাদেরকে বিচারে দোষী না করে সর্বসাধারণের সাক্ষাতে প্রহার করিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, আমরা তো রোমীয় নাগরিক, এখন কি গোপনে আমাদেরকে বের করে দিচ্ছেন? না, তা হবে না; তারা নিজে এসে আমাদেরকে বাইরে নিয়ে যান, এবং এ কথা তারা স্বীকার করুন যে, তারা আসলে ভুল করেছিলেন।" এটি খুব সম্ভব যে, শাসকদের ভেতরে এ ধরনের কোন ধারণা ছিল যে, তাঁরা আসলে রোমীয় এবং তাঁরা এই কারণেই ভয় পাচ্ছিলেন যে, একজন রোমীয় নাগরিককে অযথা নির্যাতন করলে তাদেরকেই উল্টো শাস্তির আওতায় পড়তে হবে; এবং এই কারণেই তারা তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. পৌল প্রহারিত হওয়ার আগে এই বিষয়ে কথা বলেন নি, যদিও এটি খুব সম্ভব যে, তিনি তা রোধ করতে পারতেন যদি তিনি তা আগেই বলতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি, কারণ তিনি সেই সত্যের জন্য কষ্ট পেতে চেয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের মহিমা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যে সত্যকে তিনি প্রচার করছেন। টুল্লি ভেরাসের বিপক্ষে তার একটি পঙক্তিতে গানিয়াস নামে একজনের বিষয়ে বলেছেন, যাকে ভেরাস সিসিলিতে প্রহার করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং যখন তিনি এইভাবে প্রহারিত হচ্ছিলেন তখন তিনি চিৎকার করে কেবল বলছিলেন, *Civis Romanus sum*– আমি একজন রোমীয় নাগরিক; পৌল তেমনটি করেন নি; তিনি এমন কোন কিছুই করেন নি যা তাঁর যন্ত্রণাকে প্রশমিত করবে।

২. তিনি পরবর্তীতে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন, যাতে করে তাঁর এই যন্ত্রণা এবং তিনি যে করণে কষ্ট পাচ্ছেন তা আরও বেশি প্রশংসিত এবং মহিমান্বিত হয়, যাতে করে এই পৃথিবীর লোকেরা জানতে পারে যে, সুসমাচারের প্রচারকেরা এমন কোন তুচ্ছ বা নগণ্য মানুষ নন যে, তাদের প্রতি সাধারণভাবে তাকাতে হবে এবং এমন নয় যে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি এই কাজ করেছিলেন যেন ফিলিপীর শাসক ও নেতৃবর্গ সেখানকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি আর খারাপ আচরণ না করেন এবং তাদের সাথে যেন বরং সবসময় ভাল আচরণ করেন এবং সেখানে যেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়তে পারে, যখন তারা দেখবে যে, পৌল শাসকদের বিরুদ্ধে এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তাদেরকে বিপদে ফেলেন নি এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনতে পারতেন তা আনেন নি, তখন তারা সকলে নিশ্চয়ই সেই নামের প্রশংসা করবে, যে নামের জন্য তারা এত কিছু সহ্য করেছেন। এখন এখানে দেখুন:-

(১) পৌল তাদেরকে জানতে দিলেন যে, কত ভাবেই না তারা তাঁদেরকে হয়রানি করেছে

এবং অযথা তাঁদেরকে দোষারোপ করে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে।

[১] তাঁদেরকে এই কারণে প্রহার করা হয়েছে যে, তারা ছিলেন রোমীয়; অনেকে মনে করেন যে, সীল ছিলেন একজন রোমীয় নাগরিক, ঠিক পৌলের মতই; অন্যরা মনে করেন যে, এর আসলে কোন যৌক্তিকতা নেই। পৌল একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন এবং সীল তাঁর সহকারী ছিলেন। এখন *lex Procia* এবং *lex Sempronia*– এই দুটি কথাই এই অর্থ প্রকাশ করে যে, *liberum corpus Romani civis, virgis aut aliis verberibus cædi*– কোন রোমীয় নাগরিককে কখনোই কোনভাবে লাঠি বা বেত বা এ ধরনের কোন কিছু দিয়ে কোনভাবে প্রহার করা যাবে না। রোমীয় ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ দান করেছেন যে, সে সময় রোমীয় নাগরিকদের বিপক্ষে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হলে তার শাস্তি ছিল ভয়াবহ। আমরা এরপরে আরও একবার পৌল এবং সীলকে এই বিষয়টি প্রকাশ করতে দেখি, প্রেরিত ২২:২৫, ২৬। তারা এমন ব্যক্তিকে প্রহার করেছে যারা খ্রীষ্টের বার্তাবাহক এবং স্বর্গের প্রিয় পাত্র এ কথা বলায় তাদের উপরে কোনই প্রভাব পড়ে নি; কিন্তু তাদেরকে যখন বলা হল যে, তারা রোমীয় নাগরিকদেরকে অত্যাচার করেছে, তখন তারা ভীত হল; মানুষের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে সাধারণ একটি বিষয় যে, তারা খ্রীষ্টের ক্রোধের চাইতে কৈসরের রক্তচক্ষুকেই আরও বেশি ভয় পায়। যদি কোন ব্যক্তি কোন রোমীয় নাগরিক, কোন ভদ্র ব্যক্তি এবং সম্মানিত ব্যক্তিকে না জেনে হলেও খারাপ ব্যবহার করে, তার অবশ্যই এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, তার চিৎকার করে এ কথা বলতে হবে, *Peccavi*– আমি ভুল করেছি এবং তার নিজের ভুল স্বীকার করতে হবে; কিন্তু যে একজন খ্রীষ্টিয়ানকে নির্যাতন করে যেহেতু সে খ্রীষ্টের পক্ষে কথা বলে এবং তাঁরই সুসমাচার প্রচার করে, সে মনে করে যে, সে নিরাপদেই থাকবে, যদিও ঈশ্বর এ কথা বলেছেন, যাকে সে স্পর্শ করেছে সে আমার চোখের মণি এবং খ্রীষ্ট আমাদেরকে তাঁর ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে একজনেরও বিঘ্ন জন্মাবার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।

[২] তারা তাদেরকে কোন বিচারে দোষী সাব্যস্ত না করেই প্রহার করেছে: *indicta causa*– কোন আইন সঙ্গত শুনানি ছাড়াই, তারা শান্তভাবে বিচার করে দেখে নি যে, তাদের বিরুদ্ধে কী বলা হচ্ছে, আরও তাদেরকে তো মোটেও আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। এটি হচ্ছে বিচারের একটি সার্বজনীন নিয়ম, *Causâ cognitâ possunt multi absolvi, incognitâ nemo condemnari potest*– অনেকেই হয়তো বা শুনানির জন্য আদালতে আনা হতে পারে, কিন্তু শুনানি ছাড়া কাউকেউ দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা এভাবে নির্যাতন এবং প্রহসনের বিচারের শিকার হতেন না, যদি তাদের প্রতি ন্যায্য বিচার করা হত এবং যথাযোগ্য বিচার প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা হত।

[৩] এটি এটি ছিল তাঁদের প্রতি একটি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ, যা তারা প্রকাশ্যে করেছে, যা ছিল অত্যাচারিতদের প্রতি এক মহা অপমান এবং কলঙ্ক, সেই কারণে তা আইন এবং বিচারের প্রতি আরও বেশি বিঘ্নজনক ছিল।

[৪] তারা তাঁদেরকে ধরে কারাগারে নিল, তাঁদেরকে তারা এমন কি কোন বিশেষ শর্তও দান করলো না এবং কোন প্রকার মৌখিক বিচারও তাঁদেরকে নিয়ে সংঘটিত হল না।

[৫] তারা এখন তাঁদেরকে কোন সঠিক মূল্যায়ন ছাড়াই বের করে দিতে চাইছে; তারা নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত তাদের ভুল স্বীকার না করে তাদেরই অবস্থান ধরে রেখেছে, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে সেই সততা নেই যে, তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করবে।

(২) তিনি এই বিষয়ের উপরে জোর দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই তাদের যে ভুল হয়েছে সে বিষয়ে স্বীকার করতে হবে এবং জনসমক্ষে সে বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে তাঁদেরকে অপরাধের দায় ভার থেকে মুক্তি দিতে হবে, যাতে করে তা তাঁদের জন্য আরও সম্মানজনক হয়, কারণ তাঁদেরকে ইতোমধ্যে জনগণের কাছে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা তাঁদেরকে আরও বেশি অপমানিত করেছে: "তারা নিজেরা আসুক এবং আমাদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে যাক এবং আমাদের নির্দোষিতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিক এবং এ কথা বলুক যে, আমরা প্রহার করার মত বা কারাগারে বন্দী করার মত এমন কোন কাজই করি নি।" এটি কোন সম্মানের বিষয় ছিল না যে, যার উপরে পৌল এত গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের ব্যাপারে তত চিন্তাও করছেন না: "তারা আসুক এবং এসে লোকদের মধ্যে যে কানাঘুষা চলছে তা বন্ধ করুক এবং তারা এ কথা স্বীকার করুক যে, আমরা আসলে এই শহরের জন্য কোন সমস্যা তৈরি করছি না।

গ. শাসকদের বিনত অবস্থান এবং পৌল ও সীলের বিপক্ষে দেওয়া সাক্ষ্যের বিপরীতে তাদের স্বীকারোক্তি, পদ ৩৮, ৩৯।

১ . নেতৃবর্গ ভীত হয়েছিল, যখন তাদেরকে এ কথা বলা হয়েছিল (যদিও হয়তো বা তারা এ কথা অন্য কারও কাছে আগেই শুনে থাকতে পারে) যে, পৌল ছিলেন রোমীয় নাগরিক। তারা ভয় পেয়েছিল যখন তারা এই কথা শুনেছিল, শুধু তাই নয়, নিশ্চয়ই তাদের এমন কোন সঙ্গী ছিল যারা সরকারের কাছে এই কথা জানিয়েও দিতে পারতো, আর তখন তাদেরকে এক মহা শাস্তি ভোগ করতে হত। নির্যাতনকারীদের পদক্ষেপ অনেক সময় অনৈতিক হয়ে থাকে, এমন কি তা অনেক সময় রাষ্ট্রের আইনেরও বিরোধী হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তা প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধেও চলে যায়, তবে যত যাই বলা হোক না কেন, অবশ্যই তা সবসময় পাপপূর্ণ এবং ঈশ্বরের আইনের বিরোধী।

২. তারা এসেছিল এবং তাঁদের খোঁজ করেছিল তাঁদের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগ ঘটাতে নয়, বরং সেই অনৈতিকতাকে উপক্ষো করতে যা তারা করেছে এবং এরপর তারা আর তার সম্পর্কে কোন কথা বলতে চায় নি: তারা তাঁদেরকে কারাগার থেকে বের করে দিল এবং তাঁদেরকে বলল যে, তাঁদেরকে ভুল করে কারাগারে দেওয়া হয়েছে এবং তারা চাইল যেন এখন প্রেরিতগণ চুপচাপ এবং সম্মানের সাথে শহর থেকে বের হয়ে যান। এভাবেই ফরৌণ এবং তার কর্মচারীরা যারা ঈশ্বরের এবং মোশির বিরোধিতা করেছিল, তারাই মোশির কাছে এসে তাঁর সামনে নিজেদেরকে নত করে বলেছিল, আমাদের কাছ থেকে চলে

যান, যাত্রাপুস্তক ১১:৮। ঈশ্বর তাঁর লোকদের শত্রুদেরকে তাদেরকে শত্রুতা এবং ঈর্ষার জন্য লজ্জিত করতে পারেন, যিশাইয় ২৬:১১। যিরূশালেম অনেক সময় তাদের জন্য এক বোঝার মত হয়ে উঠেছিল, যারা একে আকড়ে ধরে ছিল এবং যা তারা খুশি মনেই ত্যাগ করতে চেয়েছিল, সখরিয় ১২:৩। তথাপি যদি এই নেতৃবর্গের মন পরিবর্তন আন্তরিক হত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই চাইতো না যে, প্রেরিতগণ তাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাবেন (যেভাবে গাদারীয়রা খ্রীষ্টে উপস্থিতি থেকে নিস্কৃতি পেতে চেয়েছিল), কিন্তু তারা তাঁদের অবস্থানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো এবং তাঁদেরকে আবেদন জানালো যেন তাঁরা আর এই শহরে না থাকেন, কারণ তাঁরা সেখানে পরিত্রাণের পথ দেখাতে এসেছিলেন। কিন্তু এখনও এমন অনেকে আছেন যারা মনে করেন যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন করা উচিত নয়, তবুও তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করতে সম্মত হন না, কিংবা তা গ্রহণ করার জন্য চিন্তাও করেন না। তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর দাসদের সম্মানের জন্য কাজ করেন, তাঁর পায়ে সম্মান জানাতে চান এবং তাঁকে জানাতে চান যে, তাঁকে তারা ভালবাসেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:৯) এবং তথাপি তারা তত দূর পর্যন্ত যেতে চান না যা করলেন যীশু খ্রীষ্ট সুফল লাভ করবেন কিংবা তারা আরও কাউকে এই ভালবাসার অংশীদার করতে চান না।

ঘ. ফিলিপী থেকে পৌল এবং সীলের প্রস্থান, পদ ৪০। তারা সেই কারাগার থেকে বের হয়ে গেলেন যখন তাদেরকে আইনগত ভাবে মুক্ত করে দেওয়া হল এবং এর আগে নয়, যদিও তাদেরকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং এরপরে,

১. তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন: তাঁরা লুদিয়ার বাসায় গেলেন, যেখানে সম্ভবত অন্যান্য শিষ্যরা তাঁদের সাথে দেখা করার জন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা তাঁদের ভাইদেরকে দেখতে পেলেন, কিংবা হতে পারে তাঁরা সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করেছিলেন (যা খুব দ্রুত করা সম্ভব হয়েছিল, যেহেতু তারা খুব অল্প সংখ্যক ছিলেন); এবং তাঁরা তাঁদেরকে সান্ত্বনা দান করলেন এ কথা বলার মধ্য দিয়ে যে (একটি প্রাচীন গ্রীক কমেন্ট্রিতে এই কথা লেখা আছে), ঈশ্বর তাঁদের জন্য কী করেছেন এবং কীভাবে তাঁরা সেই কারাগারে ঈশ্বরের মহান স্বীকৃতি লাভ করলেন এবং সেখান থেকে উদ্ধার পেলেন। তাঁরা তাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহিত করলেন এবং তাদের বিশ্বাসে সর্বদা স্থির থাকতে বললেন, তারা যত সমস্যায় পড়ুন না কেন আর তাদের সামনে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, তারা তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করলেন যে, সব কিছুই শেষ পর্যন্ত তাদের মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে এবং তাদের জন্য তা উত্তম হবে। যুবক মন পরিবর্তকারীদের অবশ্যই তাদের এ কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে যে, তাদের জন্য সান্ত্বনা রক্ষিত রয়েছে, কারণ প্রভুর আনন্দই হবে তাদের শক্তি।

২. তাঁরা তাঁদের শহর ত্যাগ করলেন: তাঁরা প্রস্থান করলেন। আমি অবাক হই এই ভেবে যে, কেন তাঁরা তা করলেন; কারণ যেহেতু তাঁরা এখন কারাগার থেকে সসম্মানে মুক্তি লাভ করেছেন এবং তাঁদের উপরে এখন আর কোন অভিযোগ নেই, সেহেতু তারা নিশ্চয়ই সেই

শহরে কিছু সময় অবস্থান করে কোন প্রকার ঝুঁকির আওতায় না থেকে তাদের প্রচার কাজ চালাতে পারতেন; কিন্তু আমি ধারণা করি যে, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রভুর নীতি অনুসারে চলেছেন (মার্ক ১:৩৮)। চল, আমরা পরের শহরগুরোতে যাই, যাতে সেখানেও আমি প্রচার করতে পারি এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। পৌল এবং সীল ফিলিপীতে এক অসাধারণ আহ্বান লাভ করেছিলেন; এবং তথাপি সেখানে তাঁরা আসা মাত্রই খুব সামান্যই তাঁদের কাজে ফল দেখতে পেয়েছেন এবং খুব দ্রুতই তাঁদেরকে সেখান থেকে চলে যেতে হল। তথাপি তাঁদের এই যাত্রাপুস্তক ব্যর্থ হয় নি। যদিও এখানে সূচনা খুবই স্বল্প, তথাপি তা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে; এখন তাঁরা ফিলিপীতে একটি মণ্ডলীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, যা এক সময় খুবই বৃহৎ আকার ধারণ করবে, এর বিশপ এবং ডীকন পর্বে বিশ্বাসীরা অধিষ্ঠিত হবেন এবং এই মণ্ডলীর লোকেরা পৌলের প্রতি অন্য যে কোন মণ্ডলীর চেয়ে বেশি দয়ালু হবে, যা আমরা ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের লিখিত পত্র থেকে জানতে পারি, ফিলিপীয় ১:১; ৪:২৫। পরিচর্যাকারীদের নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়, যদিও তারা অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিশ্রমের ফল দেখতে নাও পারেন; কিন্তু বীজ বপন করা হয়ে গেছে, যা এখন আপাতদৃষ্টিতে পলি মাটির নিচে চলে গেছে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাপক সাফল্য সহকারে ফসল হিসেবে উত্তোলিত হবে।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৭

আমরা এখানে পৌলের অভিযানের আরও কিছু বিবরণ দেখতে পাই এবং খ্রীষ্টের জন্য তাঁর পরিচর্যা কাজ এবং কষ্টভোগের বিবৃতি পাই। তিনি বাতিদানের উপরে রাখা এক সদা জ্বলন্ত প্রদীপের মত ছিলেন না, যা শুধুমাত্র একটি কিছুক্ষণ আলো দেয়, বরং তিনি ছিলেন সূর্যের মত, যা কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে সবাইকে আলো বিতরণ করে। তাঁকে মাকিদনিয়াতে আহ্বান জানানো হয়, যা ছিল একটি বড়সড় প্রদেশ, প্রেরিত ১৬:৯। তিনি ফিলিপী থেকে প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন, কারণ সেটিই ছিল তাঁর যাত্রাপুস্তক পথের প্রথম শহর; কিন্তু তাঁর অবশ্যই নিজেকে এর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. থিষলনীকিতে পৌলের প্রচার এবং অত্যাচার, যা মাকিদনিয়ার আরেকটি শহর, পদ ১-৯।

খ. বিরয়াতে প্রচার প্রচার, যেখানে তিনি এক উৎসাহব্যঞ্জক শ্রোতামণ্ডলীকে পেলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি অত্যাচারের শিকার হলেন, ১০-১৫।

গ. এথেন্সে বিতর্ক, যা গ্রীসের সুবিখ্যাত শিক্ষাস্থল (পদ ১৬-২১) এবং তিনি সেখানকার প্রকৃতিগত ধর্ম সম্পর্কে যে বিবৃতি দিলেন তাদের উপলব্ধির জন্য, যারা সেখানে বহু দেবত্ববাদ এবং প্রতিমা পূজায় নিয়োজিত ছিল এবং তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন (পদ ২২-৩১), প্রচারের সাফল্যে তারা একত্রিত হয়ে এই কাজ করতে চেয়েছিলেন, পদ ৩২-৩৪

প্রেরিত ১৭:১-৯ পদ

পৌল থিষলনীকীয়দের কাছে দু'টি পত্র লিখেছিলেন, যে দুটি পত্র তিনি লিখেছিলেন তা মণ্ডলীর এক উজ্জ্বল চরিত্র গঠনের জন্য, যাতে করে আমরা এই ইতিহাসে আনন্দিত হই যে, প্রথমত তারা সেখানে মণ্ডলী গঠনের জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

ক. এখানে আমরা থিষলনীকীতে পৌলের আগমন সম্পর্কে জানতে পারি, যা এই দেশের প্রধান শহর, যার বর্তমান নাম সালোনেখ, যার অবস্থান এখন তুরস্ক অঞ্চলে। লক্ষ্য করুন:

১. পৌল তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ফিলিপীতে তিনি যে খারাপ আচরণ ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারপরও তিনি তাঁর কাজ থামিয়ে দেন নি, কিংবা তিনি নিরুৎসাহিত হন নি। তিনি এই মণ্ডলীর প্রতি রচিত তাঁর প্রথম পত্রে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন (১ থিষলনীকীয় ২:২): এর পূর্বে ফিলিপীতে দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করার পরেও আমরা আমাদের ঈশ্বরে সাহসী হয়ে অতিশয় প্রাণপণে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের ইঞ্জিলের কথা বলেছিলাম। তিনি যত বেশি অত্যাচার এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তত বেশি তিনি তাঁর কাজে আরও বেশি দৃঢ়চেতা হয়েছেন। এই সকল বিষয় তাঁকে আরও বেশি করে মোহিত করেছিল, যার কারণে তিনি কখনোই হাল ছেড়ে দেন নি, বরং তিনি উপর থেকে আগত এক আত্মা কর্তৃক পরিচালিত হয়েছেন।

২. তিনি প্রথমে আম্ফিফলি এবং আপল্লোনিয়াতে আসলেন, যা ফিলিপীর নিকটবর্তী একটি শহর এবং এর পরেই থিষলনীকীর অবস্থান; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি স্বর্গীয় নির্দেশনার অধীনে ছিলেন এবং তিনি পবিত্র আত্মার অধীনস্থ হয়ে সেখানে আসলেন (যিনি বাতাসের মত হয়ে সবসময় তাঁর সাথে সাথে ছিলেন) এবং তিনিই তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁকে কোথায় কোথায় যেতে হবে এবং কোথায় কোথায় গিয়ে তিনি বিশ্রাম নেবেন। আপল্লোনিয়া ছিল ইল্লুরিকার একটি শহর, যা অনেকের মতে এটি প্রকাশ করে যে, পৌল যিনি যিরূশালেম থেকে সুসমাচার প্রচার করা শুরু করেছিলেন, তিনি এখন ইল্লুরিকায় আসলেন (রোমীয় ১৫:৯), এর অর্থ হচ্ছে, তিনি এখন ছিলেন ইল্লুরিকার সীমান্তে; এবং আমরা ধারণা করতে পারি যে, যদিও বলা হয়েছে যে, তিনি কেবলমাত্র সেই সমস্ত শহর দিয়ে গমন করলেন তথাপি তিনি নিশ্চয়ই সেখানে সেই পরিমাণ সময় অবস্থান করেছেন যাতে করে তিনি সেখানে সুসমাচার প্রচার করে যেতে পারেন এবং সেখানে অন্যান্যদের পরিচর্যার আগমনের পথ সুগম করতে পারেন, যাদেরকে পরবর্তী সময় সুসমাচারের মণ্ডলী স্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

খ. তিনি প্রথমে যিহূদীদের কাছে প্রচার করলেন, থিষলনীকীর সমাজ-ঘরে। তিনি সেখানে যিহূদীদের একটি সমাজ-ঘর খুঁজে পেয়েছিলেন (পদ ১), যা এ কথা প্রকাশ করে যে, কেন তিনি অন্য দু'টো যে শহরের নাম বলা হল সেগুলো দিয়ে শুধু এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং কেন তিনি সেখানে বেশি সময় অবস্থান করেন নি, কারণ সেখানে কোন সমাজ-ঘর ছিল না। কিন্তু তিনি থিষলনীকীতে একটি সমাজ-ঘর খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এই কারণে সেখানেই তিনি প্রবেশ করেছিলেন।

১. তিনি সবসময় যে কোন স্থানে যিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছেন এবং তারা তা উপেক্ষা করার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে অযিহূদীদের দিকে ফেরেন নি, যাতে করে তাদের এই কথা বলা বন্ধ হয় যে, তিনি যিহূদীদেরকে বাদ দিয়ে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করছেন; কারণ যদি তারা সুসমাচার গ্রহণ করতো তাহলে নতুন মন পরিবর্তকারীদেরকে সানন্দে গ্রহণ করতেন; যদি তারা তা গ্রহণ না করে তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে প্রেরিতগণ তা নিয়ে যাবেন অযিহূদীদের কাছে এবং অন্যদের কাছে যারা তা গ্রহণ করবে। যিরূশালেম থেকে সুসমাচার

প্রচার করার আদেশ ছিল একটি সাধারণ নির্দেশনা, যেন তারা যেখানেই যান না কেন, সেখানেই যেন তারা যিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে শুরু করেন।

২. তিনি তাদের সমাজ-ঘরে বিশ্রামবারে গিয়ে দেখা করলেন, তাদের নির্দিষ্ট স্থানে এবং তাদের সমাবেশের মধ্যে গিয়ে তিনি দেখা করলেন এবং এভাবেই তিনি এ দু'টোর প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করলেন। বিশ্রামবার এবং ধর্মীয় সমাবেশ সবসময়ই মূল্যবান, যাদের কাছে খ্রীষ্ট মূল্যবান, গীতসংহিতা ৮৪:১০। প্রভুর দিনে তাঁর গৃহে উপস্থিত হওয়া খুবই উত্তম একটি কাজ। এটিই ছিল খ্রীষ্টের স্বভাব এবং পৌলেরও স্বভাব এবং সকল সাধু ব্যক্তির স্বভাব, সেই প্রাচীন মঙ্গলজনক পথ, যাতে তাঁরা সকলে হেঁটেছিলেন।

৩. তিনি পবিত্র শাস্ত্রের কথা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা তাঁর সাথে পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা নিয়ে এক মত হলেন, যেহেতু এ বিষয়ে তাদের একই মত ছিল। কিন্তু তারা কেবল পবিত্র শাস্ত্রই গ্রহণ করেছিল, এই কারণে তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পৌল পবিত্র শাস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার আরও বড় কারণ দেখেছিলেন। সেই কারণে তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের সাথে পবিত্র শাস্ত্র থেকে যুক্তি দিয়ে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা ছিল, যাতে করে তাদের মাঝে পবিত্র আত্মার প্রবেশ ঘটে এবং তারা এ বিষয়ে বুঝতে পারে যে, পবিত্র শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে সেটাই সঠিক এবং তাদের মতামত ভুল। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের প্রচার অবশ্যই হওয়া উচিত একই সাথে প্রচার ভিত্তিক এবং সেই সাথে যুক্তি ভিত্তিক; যেমনটি ছিল পৌলের প্রচার, কারণ তিনি পবিত্র শাস্ত্র থেকে যুক্তি দেখিয়ে প্রচার করতেন: আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রকে আমাদের ভিত্তি ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে, এক আমাদের পরশ পাথর, আমাদের চলার পাথেয় হিসেবে আগলে রাখতে হবে এবং এর থেকেই আমাদের সকল কথার পিছনে যুক্তি বের করে নিতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি এক বিশেষ সমীহ বজায় রাখতে হবে যেমনটি ছিল যিহূদীদের, তথাপি তারা বিশ্বাসহীনতার কারণে তাদের নিজেদের ধ্বংস ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে কোন ধরনের প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়, বরং আমাদের উচিত হবে যেন সঠিক উপায়ে পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ সাধিত হয়।

৪. তিনি সাফল্যের সাথে পর পর তিন বিশ্রামবার এই কাজ করেছিলেন। যদি তিনি তাদেরকে প্রথম বিশ্রামবারে প্রভাবিত করতে না পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশ্রামবারে চেষ্টা করবেন প্রভাবিত করার জন্য, কারণ যা একবার স্থির করা হয়েছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং তা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই করতে হবে। ঈশ্বরের পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন এবং তাঁর পরিচর্যাকারীদেরও নিশ্চয়ই তাই করা উচিত; প্রথম ঘণ্টাতেই সকল শ্রমিক আঙ্গুর ক্ষেত্রে আসে নি, কিংবা প্রথম ডাকেই আসে নি, কিংবা সেই কারা রক্ষীর মত হঠাৎ করে তাদের মধ্যে পরিবর্তনও আসে নি।

৫. তাঁর প্রচারের গতি এবং আওতা এবং তাঁর যুক্তি এ কথা প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টই হচ্ছেন

খ্রীষ্ট; এটিই ছিল সেই কথা যা তিনি প্রকাশ্যে এবং উদাহরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, পদ ৩। তিনি প্রথমে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন এবং তাঁর শিক্ষা প্রদান করলেন এবং তিনি এর দ্বারা ঈশ্বরের নাম, ঘোষণা করলেন। পৌল এক চমৎকার প্রক্রিয়ায় আলাপ আলোচনা চালাতেন এবং তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যার কারণে যে কেউ ভাবতে বাধ্য হত যে, তিনি অবশ্যই যে শিক্ষা দান করছেন তা অবশ্যই বোধ্যগম্য এবং তিনি যা বলছেন তা পুরোপুরিভাবে সত্য, আর সেই কারণেই তিনি এমনভাবে তা উপস্থাপন এবং প্রকাশ করেছিলেন, যা একজন বিশ্বাসীই কেবলমাত্র করতে পারেন। তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন যে:-

(১) খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ করা, মৃত্যুবরণ করা এবং আবার পুনরুত্থিত হওয়া আসলেই প্রয়োজনীয় ছিল, যাতে করে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কিত যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার সবই পরিপূর্ণতা লাভ করে। যিহূদীরা যীশুর বিপক্ষে সবচেয়ে বড় যে বাধা উত্থাপন করেছিল তা হচ্ছে, খ্রীষ্টের এই মহা দুঃখ কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ। এই বিষয়টির উপরেই খ্রীষ্ট জোর দিয়েছিলেন (লূক ২৪:২৬): খ্রীষ্ট যদি এই সমস্ত কষ্ট ভোগ না-ই করেন তাহলে তিনি কী করে মহিমায় প্রবেশ করবেন? এবং আবারও (পদ ৪৬): এভাবেই তা লেখা হয়েছে এবং সেই কারণে এভাবেই খ্রীষ্ট কষ্ট ভোগ করবেন এবং তিনি মৃতগণের মধ্য হতে উত্থাপিত হবেন। তাঁকে অবশ্যই আমাদের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে, কারণ তিনি অন্য কোনভাবে আমাদের জন্য মুক্তির মূল্য দিতে পারবেন না।

(২) খ্রীষ্টই হচ্ছেন খ্রীষ্ট: "যে যীশুর কথা আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি এবং তার উপরে বিশ্বাস করতে বলছি, তিনিই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের নিকট হতে অভিষিক্ত প্রভু, যাঁর আগমনের কথা ছিল এবং তিনি ছাড়া আর কোন কারও প্রতি আপনাদের খোঁজ করা উচিত নয়; কারণ ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে (মানুষের সন্তানদের কাছে তাঁর কথা বলার দু'টি মাধ্যম), তাঁর পবিত্র শাস্ত্র এবং তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে এবং পবিত্র আত্মার উপহারের মধ্য দিয়ে একে কার্যকর করেছেন, তিনি নিজেই এর সাক্ষী হয়েছেন।" লক্ষ্য করুন:

[১] সুসমাচার প্রচারকদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টকে প্রচার করা উচিত এবং তাঁকেই করা উচিত তাদের সমস্ত কাজের মূল চালিকা; তাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে তাঁর সাথে পরিচিত করে তোলা।

[২] যীশু সম্পর্কে আমাদের যে বিষয়টি প্রচার করতে হবে তা হচ্ছে, তিনিই খ্রীষ্ট; আর সেই কারণে আমরা অবশ্যই এই আশা করতে পারি যে, আমরা তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করবো এবং তাঁর দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য আবদ্ধ হব।

গ. সেখানে তাঁর প্রচার কাজের সাফল্য, পদ ৪।

১. যিহূদীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেছিল, খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারে বিপক্ষে তাদের গোড়া নীতি থাকা সত্ত্বেও এবং তারা পৌল এবং সীলের সঙ্গে যোগ দিল। তারা যে শুধু

তাদের সাথে সঙ্গী হিসেবে এবং বন্ধু হিসেবে যোগ দিয়েছিল তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা নিজেদেরকে তাঁর নির্দেশনাতেই চালিত করেছিল এবং তাদের আত্মিক পরিচালনাকারী হিসেবে তাদেরকে অনুসরণ করেছিল; তারা নিজেদেরকে সঠিক মালিকের এবং প্রভুর অধীনে সমর্পিত করেছিল এবং এখানে মূলত এই শব্দটি দিয়েই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে; তারা সর্ব প্রথমে প্রভুর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিল এবং এরপরে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে এসেছিল, ২ করিন্থীয় ৮:৫। তারা পৌল এবং সীলের কথা শুনতো এবং যেখানে তারা যেতেন সেখানেই তারা তাদের সাথে সাথে যেত। লক্ষ্য করুন, যারা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে তারা তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের সান্নিধ্যে থাকে এবং তাদের সাহচার্যে থাকে।

২. ধর্মপ্রাণ গ্রীক এবং সম্ভ্রান্ত নারীদের মধ্যে অনেকেই সুসমাচার গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে আরও ছিল নগর দ্বারের যিহূদী ধর্মাবলম্বী পরজাতীয়রা, অযিহূদীদের মধ্যে যারা ঈশ্বরভক্ত ছিল (এভাবেই যিহূদীরা তাদেরকে সম্বোধন করতো), কারণ তারা যদিও মোশির আইনের প্রতি নিজেদেরকে নিবেদিত করে নি, তথাপি তারা প্রতিমা পূজা এবং অনৈতিকতাকে সমর্থন করতো না এবং তারা একমাত্র সত্যিকার ঈশ্বরের উপাসনা করতো এবং কোন মানুষের কোন অমঙ্গল চিন্তা করতো না। তারা ছিল *hoi sebomenoi Hellenes*– এক ঈশ্বরের উপাসনাকারী অযিহূদী; ঠিক যেমন আমেরিকাতে (সপ্তদশ শতাব্দীতে) স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির লোকেরা খ্রীষ্টান ধর্মে মন পরিবর্তন করার পরও তাদেরকে বলা হত প্রার্থনাকারী ইন্ডিয়ান (*praying Indians*)। এই ঈশ্বরের উপাসনাকারী অযিহূদীরা যিহূদীদের সাথে একই সমাজ-ঘর কিংবা মন্দিরে উপাসনা এবং তে যোগ দান করতো। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক, যারা যিহূদীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তারা ব্যবস্থার আইন পালন না করলেও ঠিকই ঈশ্বরের উপাসনা এবং প্রার্থনায় অংশ নিত। শহরের সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই ছিল ধার্মিক এবং তাদের মধ্যে ধর্ম পালনের জন্য এক আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের লক্ষ্যে, যাতে করে তারা আরও বেশি করে উৎসাহিত হয় নিজেদেরকে উপাসনা তে এবং প্রার্থনায় অংশ-গ্রহণ করানোর জন্য এবং তারা যেন খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্মে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে এবং এর সকল উদাহরণ নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে; কারণ এটিই প্রকাশ করবে যে, তারা ঈশ্বরের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হতে পারবেন এবং তারা খ্রীষ্টের জন্য কতটা সম্মান বয়ে নিয়ে আসতে পারবেন এবং তারা অন্যদের উপরে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন, এর পাশাপাশি তারা নিজেদের আত্মার জন্য কতটা মঙ্গল সাধন করতে পারবেন। এখানে থিষলনীকীর অযিহূদীদের মাঝে প্রচার করার ব্যাপারে কোন কথা বলা হয় নি, যারা প্রতিমা পূজা করতো এবং তথাপি এটি নিশ্চিত যে, তারা অবশ্যই তা করেছেন এবং বহু সংখ্যক মানুষ মন পরিবর্তন করেছে; শুধু তাই নয়, আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই যে, মূলত অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীরাই সেই মণ্ডলীর প্রধান সংখ্যক বিশ্বাসী ছিল, যদিও তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নি একেবারেই; কারণ পৌল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে এ কথা

লিখেছেন যে, তারা প্রতিমা পূজা থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করার দিকে মন ফেরাচ্ছে (১ থিষলনীকীয় ১:৯) এবং তারাই প্রথমে প্রেরিতদের কাছে মন পরিবর্তন করে এসেছে।

ঘ. পৌল এবং সীলকে থিষলনীকীতে যে সমস্যায় ফেলা হল। যেখনেই তাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁদেরকে নির্যাতিত হতে হবে; তাঁদের জন্য প্রতিটি শহরেই বন্দীত্ব এবং নির্যাতন অপেক্ষা করছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তাঁদের প্রতি এই বিঘ্ন কারা সৃষ্টি করেছিল: সেই সমস্ত যিহূদীরা যারা বিশ্বাস করে নি এবং যারা তাঁদের প্রতি শত্রুতা করেছিল, পদ ৫। যিহূদীরা সবখানেই খ্রীষ্টানদের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে সেই সমস্ত যিহূদীদের প্রতি, যারা খ্রীষ্টান ধর্মে মন পরিবর্তন করেছিল। তাদের প্রতি যিহূদীদের একটি বিশেষ আক্রোশ ছিল এবং তাদেরকে তারা যতভাবে পারা যায় উত্যক্ত করতো। এখন দেখুন সেই বিভক্তি কী ছিল, যা খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে দিতে এসেছিলেন; যিহূদীদের মধ্যে অনেকে সুসমাচারের উপরে বিশ্বাস করেছিল এবং তারা তাদের প্রতি করুণা করতো এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতো যারা তা গ্রহণ করে নি; অন্যদিকে যারা তা গ্রহণ করে নি তারা তাদেরকে ঘৃণা করতো এবং তাদের প্রতি শত্রুভাব বজায় রাখতো, যারা তা গ্রহণ করেছিল। প্রেরিত পৌল এই মণ্ডলীর প্রতি তাঁর লেখা পত্রে সুসমাচারের প্রচারকদের প্রতি যিহূদীদের শত্রুতা এবং আক্রোশের কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ তা তাদের সবচেয়ে বড় পাপ ছিল। ১ থিষলনীকীয় ২:১৫, ১৬।

২. এই সমস্যার মূল উৎস কারা ছিল: যিহূদীরা বাজারের কয়েক জন দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে এই গোলমাল পাকিয়েছিল, যারা একত্রিত হয়ে শলা পরামর্শ করে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা পুরো শহরকেই প্রেরিতদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল। সকল জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান লোক তাঁদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাতো এবং তাঁদেরকে মূল্যায়ন করতো এবং কেউই তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নেয় নি, যা করেছিল এই মন্দ লোকেরা, কয়েকটি দুষ্ট লোকের চক্র, যারা সব ধরনের মন্দ কাজের সাথে জড়িত ছিল। টার্টুলিয়ান এই কথা বলে তাদের ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছেন, যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধিতা করে, যারা মানুষের মধ্যে সবেচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের: *Tales semper nobis insecutores, injusti, impii, turpes, quos, et ipsi damnare consuestis*– আমাদের প্রতি নির্যাতনকারীরা একেবারেই অন্যায্য, অধার্মিক, কুখ্যাত, যাদেরকে আপনারা নিজেরাই বিচারে দোষী সাব্যস্ত করেছেন– এপলোজিয়া, ক্যাপ ৫। এটি হচ্ছে ধর্মের একটি সম্মান যে, যারা তা ঘৃণা করে তারা সাধারণত নিম্ন পর্যায়ের লোকদের সাহচার্য নিয়ে বিরোধিতা করে, যাদের মধ্যে ন্যায্যতা এবং ধার্মিকতার কোন লেশ মাত্র নেই।

৩. কোন পদ্ধতিতে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে এগিয়েছিল।

(১) তারা নগরে গোলযোগ বাঁধিয়ে দিল, লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো এবং এরপর সকলে দৌড়ে গিয়ে দেখতে লাগল আসলে কী ঘটেছে;

তারা দাঙ্গা শুরু করে দিল এবং তখন সত্যিকার অর্থে উত্তেজিত জনতা তৈরি হল। দেখুন, ইস্রায়েলের যন্ত্রণা দানকারী কারা– সুসমাচারের বিশ্বস্ত প্রচারকেরা নয়, বরং এর শত্রুরা। দেখুন শয়তান কীভাবে তার পরিকল্পনা সাধন করে: সে সারা শহরে গোলযোগ বাধিয়ে দেয় এবং এরপরে সে ঘোলা জলে মাছ ধরে।

(২) তারা যাসোনের গৃহে আক্রমণ করলো, যেখানে প্রেরিতগণ বাস করছিলেন, কারণ তারা চাইছিল প্রেরিতদেরকে লোকদের সামনে বের করে নিয়ে আসতে, যাদেরকে তারা খেপিয়ে তুলেছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত করে তুলেছিল এবং তারা আশা করছিল যে, এই উন্মত্ত জনতার মধ্য দিয়ে তারা প্রেরিতদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এই উদ্যোগটি পুরোপুরিই অনৈতিক ও অবৈধ ছিল; তারা চেয়েছিল যাসোনের পুড়ো বাড়ি তল্লাশি করতে, যা একমাত্র উপযুক্ত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্ত কর্মীই কেবলমাত্র করতে পারে, যদি তার কাছে কোন সঠিক ওয়ারেন্ট থাকে। আইনে বলা হয়েছে, "একজন ব্যক্তির বাসগৃহ তার দুর্গের সমতুল্য;" এবং তারা এক বিশৃঙ্খল উপায়ে একজন ব্যক্তির ঘরে আক্রমণ করেছে এবং তাকে ও তার পরিবারকে আতঙ্কিত করেছে, আর এর মধ্য দিয়ে এটি দেখানো হয়েছে যে, উন্মত্ত জনতা একবার যদি রক্তের গন্ধ পায় তাহলে তারা কতটা রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে পারে। যদি কোন মানুষ কোন অপরাধ করে, তাহলে এই অপরাধের সঠিক তদন্ত এবং তার বিচার করার জন্য বিচারক রয়েছে; কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার ধার না ধেরে জনতা এভাবে উন্মত্ত হয়ে যখন কাউকে শেষ করে দিতে চায় (যেভাবে এই যিহূদীরা এখানে করতে চেয়েছে), তখন সত্য আক্ষরিক অর্থেই রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে– আইনের সমতা ভুলুণ্ঠিত হয় এবং অরাজকতা কায়েম হয়।

(৩) যখন তারা প্রেরিতদেরকে তাদের হাতের মুঠোয় পেল না (যাদেরকে তারা ডাকাতের মত শাস্তি দিতে চেয়েছিল এবং লোকদেরকে এই বলে খেপিয়ে তুলেছিল যে, এই লোকেরা আসলে গোয়েন্দা, আমাদের এই দেশে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে এবং আমাদের শক্তির উৎসগুলো দেখে যেতে এসেছে, যেন তারা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে), তখন তারা তাদের নিজেদের মধ্যকার একজন সৎ নাগরিকের উপরে চড়াও হল, যিনি প্রেরিতদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার নাম ছিল যাসোন, তিনি ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত যিহূদী, যাকে আরও কয়েকজন ভাইদের সাথে শহরের শাসকবর্গের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রেরিতদেরকে আত্মসমর্পণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাঁরাই ছিলেন তাদের মূল শিকার, *Currenti cede furori*– ঝড় নামার আগেই থাম। কিন্তু তাদের বন্ধুরা চেয়েছিলেন নিজেদেরকে প্রকাশ করতে এবং তারা এই ঝড়ের মধ্যেও টিকে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ এই প্রেরিতগণ এমনই ভাল মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা এমনই সৎ মানুষ ছিলেন যে, তাদের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করতেও পিছপা হন নি এবং তাঁরা তাদের জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

(৪) তারা তাদেরকে শাসকদের কাছে নিয়ে এসে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেন, যাদের কর্মকাণ্ড কোন

মতেই সহ্য করার মত নয়; যাসোনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা হচ্ছে, তিনি প্রেরিতদেরকে তার ঘরে গ্রহণ করেছিলেন এবং আশ্রয় দিয়েছিলেন (পদ ৭), তিনি তাঁদেরকে থাকতে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের মত সমর্থন করেছিলেন। আর প্রেরিতদের অপরাধ কী ছিল, যার কারণে তাঁদেরকে শুধুমাত্র থাকতে দেওয়ায় যাসোনকে বিচারের সম্মুখীন হতে হল? সেটি হচ্ছে, তাদেরকে দু'টি বিশেষ অপরাধে দণ্ডিত করা হয়েছিল, যা তাদেরকে লোকদের সামনে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট ছিল, আর তা হচ্ছে:-

[১] তাঁরা ছিলেন জনগণের শান্তির জন্য এক চরম শত্রু এবং তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন: যাঁরা পুরো পৃথিবীকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছে তারা এখন এখানেও এসেছে।" এক অর্থে এ কথা আসলেও সত্য, কারণ সত্যিই সুসমাচার যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তা নিজ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। যে কোন স্থানে যে কোন আত্মার প্রতি তার পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে, সেই সাথে এর মাঝে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর যে কোন স্থানে তা মানুষের আত্মাকে জয় করে নিয়েছে এবং যে কাউকে তা আহ্বান করেছে সে এর অধীনস্থ হতে বাধ্য হয়েছে। সুসমাচার প্রচারকেরা যেখানেই সুসমাচার প্রচার করেছেন সেখানেই তাঁরা মহা সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু যে অর্থে এখানে তা প্রকাশ করা হয়েছে তা একেবারেই মিথ্যে; তারা ভেবেছিল যে, সুসমাচার প্রচারকেরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তারা ভুল-ত্রুটি সাধন করেছেন এবং তারা সেখানেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন। তারা এই অভিযোগ এনেছিল যে, যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তাঁরা মানুষের মধ্যকার সুসম্পর্ক নষ্ট করেছেন, মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করেছেন এবং সকল শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করেছেন। যেহেতু তাঁরা লোকদেরকে তাদের পার্থিব সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং অভ্যাস থেকে মন ফিরাতে বলেছেন, তাদেরকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরতে বলেছেন, প্রতিমা পূজার দিক থেকে মন ফিরিয়ে, তাদেরকে তারা সব ধরনের শত্রুতা এবং ক্রোধ ও জিঘাংসা থেকে মন ফিরিয়ে ভালবাসা এবং শান্তির পথে অনুসরণ করতে বলেছেন, তাদেরকে তারা এই বলে অভিযোগ এনেছিল যে, তাঁরা পুরো পৃথিবীকে উলোট-পালোট করে দিয়েছিল, যখন পৃথিবীতে ইতোমধ্যে শয়তানের রাজত্ব কায়েম ছিল এবং সব কিছু উল্টে দিয়েছিল। তাদের শত্রুরা শহরে এক মহা আলোড়ন ও গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল এবং এরপর তারা তাদের উপরে এর জন্য দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল: যেভাবে সম্রাট নীরো রোম নগরীতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং এরপরে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে এর দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল। যদি খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা এমন কি যারা মাঠে চুপ করে থাকেন, তাদেরকেও এভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় এবং তাদেরকে এভাবে ভুল সম্বোধন করা হয়, তাহলে তাদের নিশ্চয়ই এতে করে অবাক হওয়া উচিত নয় যে, পৌল এবং সীলকেও আরও মহা দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আর যেহেতু তারাই এত বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন, তাই আমাদেরও নিশ্চয়ই তাদেরই মত করে নির্যাতন ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। অভিযোগকারীরা এই বলে চিৎকার করে উঠেছিল, "তাঁরা এখানেও এখন এসেছে; তাঁরা সব জায়গায় গণ্ডগোল পাকিয়ে এখন এখানে এসেছে, তাঁরা এখানেও

সংক্রমণ ছড়িয়ে এসেছে; আর এই কারণে এখন সময় হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার এবং তাদেরকে দমন করার।"

[২] তাঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সরকারের শত্রু এবং তাঁরা এর অধীনতাকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করতেন না এবং তাদের নীতি ও আদর্শ ছিল একনায়কতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের বিরোধী এবং বিপক্ষতাকারী, সেই সাথে তা ছিল সেই রাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী (পদ ৭): তাঁরা কৈসরের সমস্ত আইনের বিরোধী কাজ করে; তবে বিশেষ কোন বিধানের বা আইনের বিপক্ষে নয়, কারণ সেই সময় রাষ্ট্রে তখন পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিপক্ষে কোন ধরনের আইন জারি হয় নি, কিন্তু সাধারণভাবে তা কৈসরের অনেক আদেশের বিরোধী ছিল; কারণ তাঁরা বলেছিল, আমাদের একজনই রাজা রয়েছেন, একজনই যীশু আছেন, তিনি শুধু যিহূদীদের রাজা নন, তিনি আমাদের সকলের পরিত্রাণকর্তা, যাকে এই দাবী করার জন্য পীলাতের সামনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে সকলের প্রভু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল; তাই পিতর তাঁর প্রথম প্রচারে এই কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন তিনি অযিহূদীদের কাছে প্রথম প্রচার করেছিলেন, প্রেরিত ১০:৩৬। এটি একদমই সত্যি কথা যে, রোমীয় সরকার যখন একীভূত ছিল এবং যখন তা কৈসরের হাতের অধীনে গেল, তখন তা নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিল এবং কোন মতে কোন স্থানীয় রাজাকেও তারা প্রশ্রয় দিত না এবং এর বিরুদ্ধে একটি আইন পাশ করা হয়েছিল। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য এই জগতের রাজ্য ছিল না। তিনি কৈসরের বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাজা বা শাসক ছিলেন না, কিংবা তিনি তার বিধানের পরিপন্থী কোন কাজও করেন নি, বরং তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি তার উপদেশে এ কথা বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে অবস্থান কালে যা কিছু কৈসরকে দিতে হবে। খ্রীষ্টের শিক্ষা ও উপদেশে এমন কিছুই নেই যেখানে তিনি কোন পার্থিব রাজা বা শাসককে ক্ষমতা চ্যুত করার কথা বলেছেন, কিংবা তিনি কোন মতে তাদেরকে কোনভাবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা বলেন নি। যিহূদীরা এই বিষয়টি খুব ভাল করেই জানতো এবং এই কারণে তারা নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে প্রেরিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল; এবং তারা এই অভিযোগ এনে তাঁদেরকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, কারণ যারা যারা কৈসরের পক্ষে রয়েছে তাদেরকে তারা খেপিয়ে তুলেছিল যাতে করে তারাই ক্রোধান্বিত হয়ে প্রেরিতদেরকে শেষ করে দেয়; সেই সাথে যে যিহূদীরা কৈসরের বিরোধী ছিল এবং রোম সরকারকে পছন্দ করতো না, তাদেরকে খেপিয়ে তোলা হয়েছিল, যাতে করে তারা যীশু খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতে থাকে, যেহেতু তারা এক প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করছিল, যিনি হবেন একজন পার্থিব রাজা এবং তিনি তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন এবং সেই কারণে সে নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিরোধী হবে, যার মাঝে সেই ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল না। এভাবেই যারা ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের কৈসরের মহা শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং তাদেরকে রোমীয় রাজা এবং শাসকদের বিপক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে উপস্থাপন করেছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই একটি *imperium in imperio*– রাজ্যের মাঝে আরেকটি রাজ্য স্থাপন করেছিল, এটি এমন একটি শক্তি যা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে শুধু যে কৈসরের ক্ষমতার চেয়েও শক্তিশালী ছিল তাই নয়, সেই সাথে তা পোপীয় সর্বোচ্চ পদের

চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী ছিল।

৪. এর ফলে সারা শহরে যে মহা অস্বস্তির সৃষ্টি হল (পদ ৮): তারা লোকদেরকে এবং শহরের শাসকদেরকে জ্বালাতন করতে লাগল, যখন তারা এই সকল বিষয় শুনতে পেল। তাদের মোটেও প্রেরিতবর্গ কিংবা তাঁদের শিক্ষার প্রতি কোন মন্দ অভিলাস ছিল না, কারণ তাদের থেকে এই রাষ্ট্র বা এর নাগরিকদের কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, আর এই কারণে তারা তাঁদেরকে এই অপরাধ থেকে অব্যহতি দিতে চেয়েছিলেন; যদি তাদের কাছে প্রেরিতদেরকে সেই অভিযোগকারীরা কৈসরের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করেই তাহলে তাঁদেরকে অবশ্যই তাদের বিষয়ে যথেষ্ট তদন্ত এবং অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাঁদেরকে অবশ্যই সরকারের ভয়ে হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, আর এই বিষয়টিই তাদেরকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ক্লৌডিয়াস, যিনি সেই সময় সরকার প্রধান ছিলেন, তাকে সিউটোনিয়াস উপস্থাপন করেছেন একজন ঈর্ষা পরায়ণ মানুষ হিসেবে, যিনি ক্ষমতা রক্ষার প্রশ্নে আপোষহীন ছিলেন এবং এই কারণে তার অধীনে যে সমস্ত শাসক ছিলেন তাদেরকে সবসময় এমন সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হত যা কিছু সম্রাটের সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর, কিংবা যার কারণে অন্ততপক্ষে কোন ধরনের সন্দেহের উদয় হয়; আর সেই কারণে তারা একই সাথে এই অভিযোগের কারণে সমস্যায় পড়েছিলেন এবং সেই সাথে তারা এই লোকদেরকে অযথা দোষ দেওয়ার কারণে কষ্টও পাচ্ছিলেন।

৫. এই পরিস্থিতির মূল উদ্দেশ্য। শাসকদের কোন মতেই খ্রীষ্টানদেরকে শাস্তি দেওয়ার চিন্তা বা ইচ্ছা ছিল না। প্রেরিতদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নজর দেওয়া হল; তাঁদেরকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হল এবং তাঁরা পালিয়ে গেলেন এবং তাঁদেরকে হাতের নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল; সেই কারণে যাসোন এবং তার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকলো না, পদ ৯। এখানে আমরা দেখি যে, শাসকেরা তত সহজে প্রেরিতদের বিপক্ষে খেপে ওঠেন নি, যেভাবে ফিলিপীর শাসকেরা তাদের বিরুদ্ধে খেপে উঠেছিলেন, কিন্তু তারা আরও বেশি বিবেচক ছিলেন এবং তারা আরও বেশি করে তাদের জন্য চিন্তা করেছেন। তারা যাসোন এবং অন্যদের নিরাপত্তা মোতায়েন করেছিলেন এবং তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছিলেন; সম্ভবত তারা পৌল এবং সীলকে বন্দী করলে তাঁদের সাথেও ভাল ব্যবহার করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্পষ্টভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যেত। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতনকারীদের মধ্যে যেমন ক্রোধ এবং নির্মমতার চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তেমনি করে আবার তাদের মধ্যে সুবিবেচনা সমৃদ্ধ এবং ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষও দেখা যায়; তাদের মধ্যে সততার ছোঁয়া দেখা যায়।

প্রেরিত ১৭:১০-১৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই,

ক. পৌল এবং সীল বিরয়াতে চলে যাচ্ছেন এবং সেখানে তাঁরা সুসমাচার প্রচারের কাজে

নিয়োজিত হয়েছেন, পদ ১০। তাঁরা খুব দ্রুত সমগ্র থিষলনীকী ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং প্রতিটি স্থানে একটি করে মণ্ডলীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছিলেন এবং অন্যদেরকে সেই কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছিল যা মাত্র শুরু করা হয়েছে, যাদের প্রতি শাসকগণ এবং জনগণ ততটা আক্রোশে পূর্ণ হয় নি, যতটা পৌল এবং সীলের প্রতি হয়েছিল; আর সেই কারণে যখনই ঝড় উঠলো তখনই তাঁরা সেই স্থান থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিলেন, তাঁরা এটি এই সংকেত হিসেবে ধরে নিলেন যে, এখন তাদের সেই স্থান ত্যাগ করার সময় হয়েছে। শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের এই আদেশ ছিল, যখন তোমাদেরকে তারা এক শহরে নির্যাতন করে তখন তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যেও, এখানে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মূলত এই পালিয়ে যাওয়ার কথা বোঝানো হয় নি ("অন্য কোথাও পালিয়ে যাও এবং সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকো"), বরং তাদের কাজ নির্বিঘ্নে চলিয়ে যাওয়ার জন্য ("অন্য শহরে পালিয়ে যাও এবং সেখানে প্রচার কর"), যা এই যুক্তি থেকে পরিষ্কার হয়– তোমরা ইস্রায়েলের শহরগুলো থেকে চলে যাবে না, যে পর্যন্ত না আবার মনুষ্যপুত্র ফিরে আসেন, মথি ১০:২৩। এভাবেই খাদক থেকে আসলো খাদ্য এবং শয়তান তার নিজের তীরেই ঘায়েল হল; সে ভেবেছিল যে, প্রেরিতদেরকে নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে সে সুসমাচারের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দিতে পারবে, কিন্তু সে যা ভেবেছিল তার ঠিক বিপরীতটি ঘটেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. ভ্রাতৃসমাজ পৌল এবং সীলের যত্ন নিয়েছিলেন, যখন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কীভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে: তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদেরকে রাতেই বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁদেরকে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। এই বিষয়টিতে নবীন প্রচারকদের অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই; কারণ যখন আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম (পৌল তাদেরকে বলছেন, ১ থিষলনীকীয় ৩:৪), যখন আমরা প্রথম তোমাদের কাছে এলাম, আমরা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমরা নির্যাতন ভোগ করবো, এমন কি তা এসেছিলও এবং তোমরা তা দেখেছিলে। এতে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল এবং সীল সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা সেই ঝড়ের মুখোমুখি হতেন, যদি তাঁদের খ্রীষ্টান ভাইয়েরা তাঁদেরকে বাধা না দিতেন; কিন্তু তাহলে বরং তাঁরা পরবর্তী সময়ে প্রেরিতদের সান্নিধ্য লাভ করার বদলে প্রেরিতদেরকে চিরকালের মত এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে ফেলতেন, যাঁরা ছিলেন তাদের প্রিয়তম বন্ধুর চেয়েও বেশি আপন। তারা তাঁদেরকে রাতেই পাঠিয়ে দিলেন, কারণ নিজেদেরকে প্রকাশ করার বদলে বরং এখন নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলা এবং মন্দ কর্ম সাধনকারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করা আরও বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

২. পৌল এবং সীল তাঁদের কাজে অবিরত নিয়োজিত থাকা: যদিও তাঁরা থিষলনীকী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তথাপি তাঁরা খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যান নি। যখন তাঁরা বিরয়াতে এলেন, তাঁরা যিহূদীদের সমাজ-ঘরে গেলেন এবং সেখানে নিজেদেরকে সকলের সামনে প্রকাশ করলেন। যদিও থিষলনীকীর যিহূদীরা তাঁদের চরম শত্রু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, বিরয়াতেও তাদের

সাথে ঠিক সে ধরনের ব্যবহার করা হবে, তারপরও তারা যিহূদীদের প্রতি তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা থেকে সরে আসেন নি, কিংবা তাঁরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন সে জন্য কোন ধরনের প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাও করেন নি বা তারা যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন তার জন্য কোন ভয়ও করেন নি। যদি অন্যরা আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন নাও করে, তথাপি আমরা আমরা অবশ্যই তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত।

খ. বিরয়াতে যিহূদীদের ভাল আচরণ (পদ ১১): এই যিহূদীরা থিষলনীকীর যিহূদীদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। বিরয়ার সমাজ-ঘরে যে যিহূদীরা ছিল, তারা সুসমাচারকে থিষলনীকীর যিহূদীদের চেয়ে অনেক ভালভাবে গ্রহণ করেছিল; তারা এর বিরুদ্ধে তেমনভাবে বিরোধিতা বা আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে নি, কিংবা তাদের মত মন্দ চরিত্রের বা উদ্ধতও এরা ছিল না; তারা ছিল আরও বেশি মহৎ চরিত্রের, *eugenesteroi*– আরও ভাল।

১. তাদের চিন্তা ছিল আরও বেশি মুক্ত মনা এবং তারা আরও বেশি যুক্তি সহকারে চিন্তা করতো এবং তারা যুক্তি সহকারে কথা শোনার জন্য ইচ্ছুক ছিল এবং যুক্তিগ্রাহ্য কথা গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, যা তাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হত, যদিও তা তাদের পূর্ববর্তী ধ্যান ধারণা থেকে অনেক দূরবর্তী ছিল। এই কারণেই তারা আরও বেশি মহৎ ছিল।

২. তারা মোটেও বদমেজাজী ছিল না, বরং তারা ছিল সহনশীল এবং পর মত সহিষ্ণু। তারা সত্যের পথে চলতে প্রস্তুত ছিল এবং তাঁকে সমর্থন করার জন্য তারা সব সময়েই উদগ্রীব ছিল, তাই তারা ছিল উদার পন্থী। এই বিষয়টির কারণেও তারা ছিল আরও বেশি মহৎ। তারা নিজেদেরকে যুক্তি নিয়ে গোড়ামি করে তা ধরে রাখার চেষ্টা করতো না, কিংবা এর কারণে অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহারও করতো না, যেভাবে থিষলনীকীর যিহূদীরা করেছিল, বরং তারা অত্যন্ত ভদ্রতা এবং নম্রতার সাথে তাদেরকে এবং তাদের কথাকে সমান গুরুত্ব এবং মনোযোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব বা স্বার্থপরতা ছিল না; কারণ:-

(১) তারা অন্তরের সব ধরনের প্রস্তুতি সহকারে তাঁদের বাক্য গ্রহণ করেছিল; তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা গ্রহণ করেছিল এবং তারা তা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা তখনই তা শুনতে চেয়েছিল এবং তারা এর অর্থ জানার জন্য উদগ্রীব ছিল, তারা আলোর বিপরীতে তাদের চোখ বন্ধ করে রাখে নি। তারা সেই সমস্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছিল, যা পৌল বলেছিলেন, যেভাবে লুদিয়া করেছিলেন এবং তারা সকলে তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা তাঁর কথা ধরে তাঁর সাথে ঝগড়া করে নি, কিংবা কোন ভুল খুঁজে বের করে নি, কিংবা এ কথা ধরে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের সূত্র খুঁজে বের করা চেষ্টা করে নি; বরং তারা একে স্বাগত জানিয়েছিল এবং তারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যা কিছু তিনি বলেছিলেন তা গ্রহণ করেছিল। এই কারণেই তারা থিষলনীকীর লোকদের থেকে আরও বেশি মহৎ ছিল, কিন্তু তারা একই রুহে চলতো এবং একই পথ অনুসারে চলতো, তারাও

এখানে অযিহূদীদের সাথে মিলে বসবাস করতো এবং সেই অযিহূদীরাও তাদের মত একই সাথে পবিত্র আত্মার বাক্য অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিল এবং প্রতিমা পূজা থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিল, ১ থিষলনীকীয় ১:৬-৯। এটিই ছিল সত্যিকারের মহত্ত্ব। যিহূদীরা অব্রাহামের বংশধর হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে পেরে গর্ববোধ করতো, তারা মনে করতো যে, তারা হচ্ছে এক অভিজাত জাতি এবং তাদের জন্ম হয়েছে এক উচ্চতর বংশে, সেই কারণে তাদের চেয়ে আর ভাল কোন জাতি কিংবা মতবাদের সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু তাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে একমাত্র তারাই মহৎ চরিত্রের অধিকারী এবং তারাই সবচেয়ে ভাল বংশের লোক যারা সবচেয়ে আন্তরিকভাবে সুসমাচারকে গ্রহণ করবে এবং যারা সবেচেয়ে ভালভাবে এর মহান তত্ত্ব এবং বাণী গ্রহণ করতে পারবে এবং সর্বোপরি নিজেদেরকে খ্রীষ্টের বাধ্যতার অধীনে আনতে পারবে। তারা ছিল সবচেয়ে মহৎ চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, তারাই সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি। *Nobilitas sola est atque unica virtus*– উদারতা এবং দয়াই সবচেয়ে বড় মহত্ত্বের নিদর্শন, সত্যিকারের সম্মানের বিষয় এবং এছাড়া, *Stemmata quid prosunt?*– চাকচিক্য এবং বাহ্যিকতার মূল্য কী?

(২) তারা প্রতিদিন পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করে দেখতেন যে এই বিষয়গুলো আসলেই সত্যি কি না। তাদের অন্তরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাদেরকে ঈশ্বরের এই বাক্য গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল, যাতে করে তারা এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করে গ্রহণ করতে পারেন এবং বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে তা নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু পৌল নিজেই তাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করে যথাযথ যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, সে কারণে তারা পুরো বাইবেল আবারও পাঠ করেছিলেন, যাতে করে যেখান যেখান থেকে তিনি তাদেরকে উল্লেখ করেছেন তা তারা মিলিয়ে দেখতে পারেন, তারা যেন সেই পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে পারেন এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা যাচাই করতে পারেন, যা পৌল তাদেরকে দান করেছিলেন। তারা পুরো পুরাতন নিয়ম পাঠ করেছিলেন এবং সেখানে তারা প্রতিটি অংশ বিশেষভাবে বুঝে অনুধাবন করে পাঠ করেছিলেন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, তারা এর একটি অংশের সাথে অন্য অংশ মিলিয়ে পাঠ করেছিলেন এবং তারা পৌলের ব্যাখ্যা এভাবেই যাচাই করেছিলেন, যাতে করে তা সত্যিকার অর্থেই খাঁটি কি না তা তারা বুঝতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের মতবাদ কোন ধরনের ভ্রুকুটি পরোয়া করে না। আমরা যারা এই মতবাদ বা শিক্ষার মধ্যস্থতাকারী, তাদের একমাত্র চাওয়া হচ্ছে, লোকেরা যেন এ কথা না বলে যে, এই কথাগুলো সত্যি নয়, এই কথাগুলো মিলছে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া পরীক্ষা করে দেখছে যে আসলেই তা সঠিক কি না।

[২] নতুন নিয়মকে অবশ্যই পুরাতন নিয়ম দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যিহূদীরা পুরাতন নিয়মকে গ্রহণ করেছিল এবং যারা তা করেছিল তারা এর সমস্ত বাক্য সঠিক বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করে নিয়েছিল, আর তারা যদি এ সমস্ত বাক্য সঠিকভাবে অবধান করে

থাকে এবং বিবেচনা করে থাকে, তাহলে তারা নতুন এই বাক্যকে গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না। আর তাই তাদেরকে এ সম্পর্কিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং পূর্বাভাস দেখানো হয়েছিল যা অতীতে করা হয়েছিল এবং বর্তমানে এর যে পূর্ণতা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে এর যে পূর্ণতা ঘটবে।

[৩] যারা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করেছ এবং তা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে অবশ্যই তা অনুসন্ধান করতে হবে (যোহন ৫:৩৯), তাদেরকে অবশ্যই তা অধ্যয়ন করতে হবে এবং তা বুঝতে কষ্ট করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই সবসময় এর ভেতরে যে সত্য রয়েছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে এবং এর সঠিক সারবস্তু আবিষ্কার করতে হবে। এর জ্ঞান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের কোন অবস্থানের মধ্যে পাওয়া নাও যেতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে ভেতরে প্রতিটি বাক্য উপলব্ধি সহকারে পাঠ করার পর এবং তখনই কেবলমাত্র তা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হবে এবং তখনই কেবল আমরা দেখতে পাব যে, এর মাঝে ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য লুকানো রয়েছে।

[৪] পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করা আমাদের দৈনিক কর্তব্যে রূপান্তরিত হতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় মন্দিরে বিশ্রামবারে উপস্থিত হয়ে পবিত্র বাক্য শ্রবণ করতে হবে, কিন্তু এটাকেই যথেষ্ট বলে ভেবে নিলে চলবে না, বরং আমাদেরকে অবশ্যই সপ্তাহের প্রতিটি দিন অনুসন্ধান করতে হবে এবং এর খোঁজ করতে হবে, যাতে করে আমরা মন্দিরে যে শিক্ষা পাই তা নিজেদের জীবনে সহজে প্রয়োগ করতে পারি।

[৫] তারা সত্যিকার অর্থেই মহান, যারা এক সুপথ ধরে এবং চমৎকার প্রক্রিয়ায় পবিত্র শাস্ত্রকে তাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে পথ চলেন এবং যারা পবিত্র শাস্ত্রকে তাদের জীবনের পরশ পাথর এবং মূলমন্ত্র হিসেবে চালিত করেন এবং সেই অনুসারে পরামর্শ নিয়ে পথ চলেন। যারা সঠিকভাবে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং রাতে এবং দিনে তা নিয়ে ধ্যান করেন, তারা নিশ্চয়ই মহৎ চিন্তা দিয়ে তাদের অন্তরকে পূর্ণ করেন এবং তারা মহৎ উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সামনে নিয়ে পথ চলেন। এসবই আরও মহৎ বিষয়।

গ. বিরয়াতে সুসমাচার প্রচারের যে উত্তম প্রভাব পড়েছিল: এই প্রচার কাজ তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল; লোকেদের অন্তর সঠিকভাবে প্রস্তুত করা গিয়েছিল, যেখানে বলতে গেলে হঠাৎ করেই এক দারুণ কাজ সাধিত হয়েছিল, পদ ১২।

১. সেখানে যে সমস্ত যিহূদী ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল। থিষলনীকীতে তাদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল (পদ ৪), কিন্তু বিরয়াতে যেখানে খুব একটা বিরোধিতা পাওয়া যায় নি সুসমাচারের বিপক্ষে, সেখানে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল এবং থিষলনীকীর চেয়ে অনেকে বেশি মানুষ এখানে বিশ্বাস করেছিল। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেন, যারা অনুগ্রহ লাভ করার মত কাজ করে থাকে এবং বিশেষভাবে যারা পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে থাকে।

২. অযিহূদীরা, বিশেষ করে গ্রীকরা, তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল, তাদের মধ্যে

বেশির ভাগই ছিল সম্মানী ও অভিজাত স্ত্রীলোকরা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকরা এবং সেই সাথে বহু পুরুষও বিশ্বাস করেছিল, তারা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অভিজাত পুরুষ, যাদেরকে অভিজাত স্ত্রীলোকদের মত সম্মানের সাথে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে নারীরা সুসমাচার গ্রহণ করেছিলেন এবং এরপরে তারা তাদের স্বামীদের কাছে তা নিয়ে এসেছিলেন, যেন তারা তা গ্রহণ করেন। কারণ, হে নারী, তুমি কি করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে পরিত্রাণ করতে পারবে না? অথবা হে স্বামী, তুমি কি করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্রাণ করতে পারবে না? ১ করিন্থীয় ৭:১৬।

ঘ. বিরয়াতে পৌল এবং সীলের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার এবং নির্যাতন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, যা পৌলকে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

১. থিষলনীকীর যিহূদীরা বিরয়াতে এসেও ঝামেলা পাকিয়েছিল। তারা এটি খেয়াল করেছিল যে, বিরয়াতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হচ্ছে (ঈর্ষা এবং আক্রোশের কারণে তারা এই দ্রুত গুপ্তচর বৃত্তি করেছিল) এবং সেই সাথে সেখানকার যিহূদীরা তাদের মত করে প্রেরিতদের বিরোধিতা করে নি। তাই তারা সেখানে এলো এবং দ্রুত সেখানে প্রেরিতদের সমস্ত প্রচার ও বাক্য মাটি চাপা দিতে চাইল; যেন তারা অন্ধকারের রাজার কাছ থেকে এই দায়িত্ব পেয়েছিল যে, যে করেই হোক তাদেরকে সুসমাচারের বিরোধিতা করতে হবে এবং যেখানে যেখানে প্রেরিতগণ সুসমাচার প্রচার করবেন সেখানেই তাদেরকে গিয়ে বাধা দিতে হবে, যেন তাদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি হয়। তারা লোকদেরকে সেখানে গিয়ে খেপিয়ে তুলেছিল এবং তাদেরকে সুসমাচার প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চেয়েছিল, যেন সকলে তাদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তাদেরকে ধরে বন্দী করে কিংবা হত্যা করে। এভাবে আমরা আগে দেখেছি যে, আন্তিয়খিয়া এবং ইকোনিয়ামের যিহূদীরা লূস্ত্রায় এসেছিল এবং তারা সেখানকার যিহূদীদেরকে খেপিয়ে তুলেছিল এই আশায় যে, তারা সেখানে প্রেরিতদেরকে ঘৃণার্হ্য করতে তুলতে পারবে এবং তারা সেখানে প্রেরিতদেরকে বর্জন করবে, প্রেরিত ১৫:১৯। দেখুন কীভাবে শয়তানের অবিশ্রান্ত প্রতিনিধিরা খ্রীষ্টের সুসমাচার এবং মানুষের আত্মার পরিত্রাণের বিপক্ষে কাজ করে চলেছে। এটি হচ্ছে নারীর বংশধরের বিরুদ্ধে সাপের বংশধরের শত্রুতার একটি নমুনা এবং আমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, যদি আমাদের উপরেও কখনো নির্যাতন নেমে আসে তাহলে আমরা যেন অবাক না হই এবং আমরা যেন স্থান পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত থাকি।

২. এই কারণে পৌল এথেন্সে চলে যেতে বাধ্য হলেন। খ্রীষ্ট যে স্বর্গীয় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তা নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এতে করে তা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। পৌল যত সময় বিরয়াতে ছিলেন, তিনি সেখানে সাফল্য অর্জন করেছেন। সেখানে যে ভাইয়েরা ছিলেন, তারা ছিলেন বোধ শক্তি সম্পন্ন এবং কর্মঠ মানুষ, যা বোঝা যায় পৌলের প্রতি তাদের যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে, পদ ১৪। তারা থিষলনীকী থেকে যিহূদীদের আগমন এবং এখানেও তাদের অত্যাচার নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তারা পৌলের বিরুদ্ধে যে লোকেরা এসে কথা বলছিল তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন; এবং তারা এই ভেবে চিন্তা করেন নি যে,

কী কারণে এই সকল ঘটছে, কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে পৌলকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তারা তাঁকে তাদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, যারা পৌলের প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে ক্রোধে পূর্ণ ছিল, কারণ তারা এই আশা করেছিল যে, এতে করে নিশ্চয়ই তারা শান্ত হবে। তখন পর্যন্ত পৌলের সাথে তীমথি এবং সীল ছিলেন না, কারণ যেহেতু পৌল বরফ ভেঙ্গেই দিয়েছেন, তাই এখন তারা কিছু দিন তাদের মাঝে প্রকাশ্যে অবস্থান করতে পারবেন। তারা পৌলকে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে দিয়ে এলো, এমনটাই অনেকে মনে করেন; তারা সমুদ্র পর্যন্ত তাঁর সাথে গেল, এমনটা অনেকে পাঠ করেন; *hos epi ten thalassan*। তিনি বিরয়া থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, সেই রাস্তা ধরে গিয়েছিলেন যা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, যাতে করে যিহূদীরা যদি তাঁর খোঁজ করে তাহলে যেন মনে করে যে, তিনি নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছেন; কিন্তু তিনি আসলে স্থল পথে এথেন্সে গিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি সকলের চোখে ধুলো দিতে পারেন। যারা পৌলের সাথে গিয়েছিল (যারা পৌলের রক্ষী এবং পথ নির্দেশক হিসেবে তাঁর সাথে গিয়েছিল, কারণ তারা সেখানে সেই দেশে একই সাথে অপরিচিত ব্যক্তি এবং আপাতদৃষ্টিতে শত্রু ছিলেন) তারাই পৌলকে এথন্সে নিয়ে এসেছিলেন। ঈশ্বরের আত্মা, তার আত্মাকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁকে এই বিখ্যাত নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন– এটি বিখ্যাত ছিল তার প্রাচীন শক্তি, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কারণে, যখন এথেনীয় সাম্রাজ্য স্পেন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল– পরবর্তীতে তা বিখ্যাত হয়েছিল এর শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির কারণে, কারণ এই স্থানটি ছিল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ও পণ্ডিতদের জন্য এক স্বর্গভূমি। যারা জ্ঞান অর্জন করতে চাইত তাদেরকে অবশ্যই এখানে আসতে হত। এটি ছিল এক অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সকল স্থান থেকে, সকল দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসতো এবং জ্ঞান অর্জন করতো, আর সেই কারণে এখানেই সুসমাচারের আলো জ্বালানো সবচেয়ে মঙ্গলজনক ছিল। পৌলকে এখানে পাঠানো হয়েছিল, যেন তিনি এখানে কোন প্রকার লজ্জিত না হয়ে কিংবা ভীত না হয়ে এখানকার দার্শনিকদের মাঝে তাঁর নিজেকে উপস্থাপন করেন এবং সেখানে খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের বাণী প্রচার করেন, যদিও তিনি জানতেন যে, এটি গ্রীকদের কাছে ঠিক ততটাই বোকামি মনে হবে, যেভাবে যিহূদীদের কাছে তা বাধাজনক পাথর মনে হয়েছে।

৩. তিনি সীল এবং তীমথিকে তাঁর কাছে এথেন্সে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তিনি সেখানে উত্তম কাজ সাধন করার মত একটি পথ খুঁজে পেলেন; কিংবা এর কারণ হচ্ছে, সেখানে এমন কেউ ছিল না যাকে তিনি চেনেন, তাই তিনি খুবই নিঃসঙ্গ এবং একাকী বোধ করছিলেন তাঁদেরকে ছাড়া। তথাপি আমরা এটি মনে করতে পারি যে, তাঁদের আসার জন্য তিনি যে তাড়াহুড়ো করেছিলেন তা ছিল আসলেই অসাধারণ, তিনি তীমথিকে থিষলনীকীতে যেতে আদেশ করেছিলেন, যাতে করে তিনি সেখানকার মণ্ডলীর খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে পারেন; কারণ তিনি বলেছিলেন (১ থিষলনীকীয় ৩:১, ২), এজন্য আমরা আর ধৈর্য ধরতে না পারাতে এথেন্সে একাকী থাকা স্থির করেছিলাম এবং আমাদের ভাই ও খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের কাজে ঈশ্বরের সহকর্মী তীমথিকে

পাঠিয়েছিলাম।

প্রেরিত ১৭:১৬-২১ পদ

একজন বিদ্বান ব্যক্তি, যার প্রাচীন সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের সাথে পরিচয় রয়েছে এবং এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে, সে নিশ্চয়ই খুশি হত যদি সে নিজেকে পৌল হিসেবে আবিষ্কার করতো এখন এই অবস্থায়, এথেন্সে, এই বিভিন্ন দার্শনিকদের মিলনমেলার মাঝে এবং নিশ্চয়ই সে বহু কৌতূহলী প্রশ্ন করতে পারতো তাদেরকে, যাতে করে এথেনীয় শিক্ষার অবশিষ্ট বিষয়গুলো আমরা শিখতে পারি; কিন্তু পৌল যদিও একজন অসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন বিশেষ কর্মঠ মানুষ ছিলেন, তথাপি তিনি এথেন্সে এ ধরনের কোন ধরনের কাজে লিপ্ত ছিলেন না, বরং তিনি সেখানে তাঁর নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মাথায় ভিন্ন কাজের কথা ঘুরছিল: তিনি এখানে নিজেকে তাদের দর্শন দ্বারা উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে আসেন নি, তাঁর লক্ষ্য এটি ছিল না, বরং তিনি জেনেছিলেন যে, এই সকল শিক্ষা অসার এবং তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষা এ সবের চাইতে অনেক অনেক উপরে (কলসীয় ২:৮); তাঁর কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের নামে তাদের ধর্মের সকল অসামঞ্জস্যতা দূর করা এবং তাদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে ফেরানো এবং তাদের মধ্য থেকে শয়তানকে দূর করা, যাতে করে তারা সত্যিকার এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা ও পরিচর্যা করতে পারেন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে।

ক. এখানে আমরা সেই প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই, যা পৌলের আত্মার প্রতি এথেনীয়দের কুসংস্কার পূর্ণ চেতনা এবং অজ্ঞতার কারণে প্রকাশ পেয়েছিল, পদ ১৬। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. এখানে সেই শহরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: সেই শহর পুরোপুরিভাবে প্রতিমাপূজায় পরিপূর্ণ ছিল। পরজাতীয় লেখকেরা আমাদেরকে যে ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন তার সাথে এই বিবৃতি মিলে যায় যে, এথেন্সে এত বেশি প্রতিমা এবং দেবতাদের মূর্তি ছিল যে, সমগ্র গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলের মূর্তিগুলো এক করলেও এথেন্সের মূর্তির সমপরিমাণ হবে না এবং সেইসাথে তারা অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণে পবিত্র ভোজ পালন করতো। তারা যে ধরনের অদ্ভুত দেবতাদের কথাই চিন্তা করতো না কেন, তাদের সকলকেই তারা পূজা করতো এবং তারা সেই দেবতার সম্মানে একটি মন্দির তৈরি করতো এবং বেদী তৈরি করতো, যাতে করে তাদের মধ্যে মানুষের সম পরমিাণ দেবতা থাকে– *facilius possis deum quam hominem invenire*। এই শহরটি, যখন এই রাষ্ট্র খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের পরিণত হল, তখনও তারা অনিরাময় যোগ্য অবস্থানে ছিল এবং তারা তাদের মূর্তি পূজার অভ্যাস চালিয়েই যাচ্ছিল এবং বহু ধার্মিক খ্রীষ্টান শাসনকর্তা তা নির্মূল করার চেষ্টা করেও পারেন নি, সেই শহর এভাবেই এত পরিমাণে আক্রান্ত ছিল যে, তা কোনভাবেই আর সুস্থ হতে পারে নি। এখানে আমাদের জন্য এই বিষয়টি দেখার মত রয়েছে যে, যেখানে মানুষের জ্ঞান অর্জনের পথ সবচেয়ে সুগম ছিল এবং যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি

প্রসারিত হয়েছিল, সেখানেই প্রতিমা পূজা সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল এবং সেখানে সবচেয়ে অপাঙতেয় এবং ঘৃণ্যতম মূর্তি পূজা চলতো, এতে করে এ কথা প্রকাশ পায় যে, যখন প্রেরিতগণ তাদের কাছে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস প্রচার করেছিলেন, সে সময় তারা গ্রীকদের কাছে বোকা বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন (রোমীয় ১:২২) এবং ধর্মের কাজে তাদের নিজেদের কল্পনা ছাড়া অন্য আর সবকিছুই ছিল অসার। সেই জ্ঞানের পৃথিবী ঈশ্বরকে জানতো না, ১ করিন্থীয় ১:২১। তারা নিশ্চয়ই বহুত্ববাদ এবং প্রতিমা পূজার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, যারা সবচেয়ে বড় যুক্তিবাদী ছিলেন, তারাই সবচেয়ে বড় মূর্তি পূজারী ছিলেন। সেই কারণে তাদের প্রকৃতিগত ধর্মকে এক স্বর্গীয় ধর্মে রূপান্তর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সেই কারণে তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে হবে।

২. এই সকল দৃশ্য দেখে পৌল যে বিঘ্ন পেলেন: পৌল ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সামনে প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সীল এবং তীমথি তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিলেন, যাদের মুখ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করা প্রয়োজনীয়, কারণ দুই কি তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দান অবশ্যই গ্রাহ্যণীয়। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর আত্মা ভেতরে ভেতরে আন্দোলিত হতে শুরু করলো। তিনি ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করা চিন্তায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন, যা তিনি এখানে প্রতিমাদেরকে দিতে দেখছিলেন এবং তিনি মানুষের আত্মার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করছিলেন, যারা এখানে শয়তানের দাসত্বে বন্দী হয়েছিল এবং তার ইচ্ছায় তারা বন্দী হয়েছিল। তিনি এই অপরাধীদেরকে দেখেছিলেন এবং তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন; আর তাঁকে আতঙ্ক গ্রাস করেছিল। এই পৌত্তলিক পুরোহিতদের প্রতি তিনি প্রচণ্ড করুণা অনুভব করছিলেন, যারা লোকদেরকে এই অপরিয়েম পৌত্তলিকতার পাপে মত্ত করছে এবং তাদের দার্শনিক হিসেবে কাজ করছে, যারা সত্যিকার পরিণতি জানে কিন্তু তারপরও তারা এ সম্পর্কে কোন কথা বলছে না, বরং তারা নিজেরাও গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।

খ. তিনি মূর্তি পূজার বিপক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে প্রকৃত সত্য জানাবার জন্য তাঁর যে আকুল ইচ্ছা। তিনি তাঁর অন্তরের তীব্র আক্রোশ ও ক্রোধ ব্যক্ত করতে গ্রীকদের মন্দিরে অনুপ্রবেশ করে সেখানে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন নি, যা উইটসিয়াস লক্ষ্য করেছেন, যেন তিনি তাদের সকল প্রতিমা ও মূর্তি নামিয়ে ফেলতে পারেন এবং তাদের বেদী ধ্বংস করে দিতে পারেন কিংবা তিনি পুরোহিতদের সামনে গিয়ে তাদের সাথে উত্তপ্ত তর্ক বিতর্ক করার চিন্তাও করেন নি; কিংবা তিনি বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় চিৎকার করে এ কথা বলেন নি যে, "তোমরা সকলে শয়তানের দাসত্বে বন্দী হয়ে রয়েছ;" যদি এটি আসলেই খুব কঠিন হলেও সত্য, তিনি সে সময় শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন এবং মৌন ব্রত পালন করেছেন, তিনি নিজেকে সংযমের মধ্যে রেখেছেন এবং নিজেকে সংযত করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি একজন সুবিবেচক মানুষে পরিণত হয়েছেন।

১. তিনি যিহূদীদের সমাজ-ঘরে গেলেন, যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রু হলেও প্রতিমা পূজা থেকে মুক্ত ছিল এবং তিনি তাদের সাথে যোগ দিলেন, যাদের মধ্যে কিছুটা হলেও

উত্তমতার ছোঁয়া ছিল এবং তিনি সেখানে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ নিলেন, পদ ১৭। তিনি যিহূদীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন এবং তাদের সাথে যুক্তি সহকারে কথা বললেন এবং তাদেরকে এই বিষয়ে যুক্তি প্রদান করলেন যে, কেন তাদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু তারা প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে। সেখানে তিনি সেই সমস্ত নিবেদিত প্রাণ লোকদের সাথে দেখা করলেন যারা পৌত্তলিক প্রতিমার মন্দির ত্যাগ করে যিহূদীদের সমাজ-ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলেছিলেন যেন তারা এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যেখানে যিহূদী সমাজ-ঘর তাদের সকলের জন্য ছিল একটি উন্মুক্ত স্থল।

২. তিনি তাদের সকলের সাথে আলোচনায় রত হলেন যারা তাঁর সাথে কোন না কোনভাবে ধর্ম নিয়ে কথা বলেছিল: বাজারে– *en te agora*, পণ্য ও অর্থ বিনিময়ের স্থানে, কিংবা ব্যবসার বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার স্থানে, তিনি প্রতিদিন কথা বলতেন, তিনি তাঁর সুযোগ মত যাদের সাথে তাঁর দেখা হয়েছে কিংবা ঘটনাক্রমে যাদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছেন, বিশেষ করে যারা ছিল অযিহূদী এবং যারা কখনো যিহূদীদের সমাজ-ঘরে যায় নি। খ্রীষ্টের জন্য যারা মধ্যস্থতা করতে চান তাদেরকে অবশ্যই সবসময় সঙ্গ লাভের জন্য সুযোগ খুঁজতে হবে যেন তারা কারও সঙ্গ নিয়ে তাঁকে খ্রীষ্টের সঙ্গ লাভের প্রস্তাব দিতে পারেন। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই কখনোই এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, একটি সপ্তাহ খ্রীষ্টের পক্ষে ভাল ভাল কথা বলাই যথেষ্ট, বরং তাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিনই খ্রীষ্টের জন্য সম্মানজনক ভাবে কথা বলা উচিত।

গ. কয়েকজন দার্শনিক পৌলের শিক্ষা জানার জন্য তাঁর কাছে যেভাবে অনুসন্ধান করলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তারা কারা যারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল এবং তাঁর সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিল এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিল: তিনি তাদের সকলের সাথে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করছিলেন, যাদের সাথে তিনি দেখা করেছিলেন, আলাপ আলোচনার স্থানে, কিংবা বলা যায় সহজভাবে তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করছিলেন। বেশির ভাগ মানুষই তাঁর কথা আর মনে রাখে নি, কিংবা তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপও করে নি, কিংবা তাঁর ব্যাপারে মনে রাখার মত তাদের কাছে কিছু মনে হয় নি, কারণ তাদের মতবাদ পুরোপুরিভাবে খ্রীষ্টান মতবাদের বিপরীত ছিল।

(১) এপিকিউরীয়, যারা চিন্তা করতো যে, ঈশ্বর আসলে তাদেরই মত কেউ একজন, একটি অকর্মণ্য সত্তা, যা কোন কিছুই নিজে থেকে চিন্তা করে না কিংবা যার ভাল মন্দ কোন বোধ নেই। তারা এমন কি এ কথাও স্বীকার করতো না যে, ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কিংবা তিনিই যে এই পৃথিবী পরিচালনা করেন; কিংবা তিনি যে মানুষের বিবেক তৈরি করেছেন এবং চিন্তা করার শক্তি দিয়েছেন, সেটাও তারা বিশ্বাস করতো না। তারা কোন কিছুর আশা করতো না, তাই তাদের মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দও ছিল না, তাদের এই নাস্তিকতাপূর্ণ মনোভাব তাদেরকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস থেকে দূরে ঠেলে রেখেছিল। এপিকিউরীয়রা নিজেদেরকে আনন্দ ফূর্তিতে এবং ভোগ লালসায় সবসময় মাতিয়ে রাখতো,

যেখানে খ্রীষ্ট সবসময় আমাদের সংযম এবং ত্যাগের ধর্ম শিখিয়েছেন।

(২) স্টোয়িকীয়রা, যারা চিন্তা করতো যে, তারা নিজেরাই ঈশ্বরের মত উত্তম এবং তারা নিজেরা তাদের জীবন নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিল, যেখানে এপিকিউরীয়রা তাদের চোখের এবং ইন্দ্রিয়ের লালসায় সবসময় পূর্ণ থাকতো; তারা নিজেরা নিজেদেরকে এমন মানুষ বলে মনে করতো যারা কোন অংশে ঈশ্বরের চাইতে কম নয় এবং তারা নিজেদেরকে কোন কোন অংশে ঈশ্বরের চাইতেও উত্তম বলে মনে করতো। *Esse aliquid quo sapiens antecedat Deum*– তারা এমন মানুষ ছিল যে, তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করতো; যার সাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত মতবাদ, কারণ তা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন নিজেদেরকে অস্বীকার করি এবং আমাদের নিজেদেরকে সকল প্রকার গর্ব ও অহঙ্কার থেকে দূরে রেখে আমাদের মাঝে এই আত্মবিশ্বাস করি যে, আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছি।

২. তারা সকলে পৌল সম্পর্কে কী কী কথা বলেছিল: তারা পৌল সম্পর্কে ঠিক সেই ধরনের কথা বলেছিল যা খ্রীষ্টকেও বলা হয়েছিল, পদ ১৮।

(১) কেউ কেউ তাঁকে ডেকেছিল বাচাল নামে এবং তারা মনে করতো যে, তাঁর কথা কোন আগা মাথা নেই, তিনি তাঁর কল্পনা অনুসারে কথা বলছেন এবং তাঁর মাথায় যা আসছে তিনি তাই বলে যাচ্ছেন: এই বাচাল আর কী বলবে? *ho spermologos houtos*– এই কথার রাজা একের পর এক ফালতু গল্প বলেই যাচ্ছে, কোন থামাথামি নেই, যার কোন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না; যার আসলে কোনই তাৎপর্য নেই; কিংবা, এ হচ্ছে বীজ অপসারণকারী। অনেক সমালোচক মনে করেন যে, এই কথাটি ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ ছোট পাখির ক্ষেত্রে, যা একেবারেই মূল্যহীন, তা হোক খাওয়ার জন্য কিংবা পোষার জন্য, আর এই পাখি কোথাও শস্যের বীজ দেখলেই তা খেয়ে ফেলে, তা হতে পারে শস্যের ক্ষেতে কিংবা রাস্তার পাশে এবং সে এখানে সেখানে লাফিয়ে বেড়াতে থাকে বীজের খোঁজে– *Avicula parva quæ semina in triviis dispersa colligere solet*; পৌলকে তারা এমনই অপ্রয়োজনীয় এবং নিকৃষ্ট প্রাণীর সাথে তুলনা করেছিল, কিংবা তারা ভেবেছিল যে, তিনি টাকার লোভে এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁর এই সমস্ত কথা বার্তা বলে বেড়াচ্ছেন, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে তিনি লোকদেরকে মোহিত করতে পারেন এবং কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারেন, যেভাবে সেই পাখি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে গিয়ে শস্য কুড়ায়। তারা তাঁকে দেখে মনে করেছিল একজন অলস লোক এবং তারা তাঁকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া ভিক্ষুকদের চেয়ে বেশি কিছু মনে করে নি।

(২) অন্যরা তাঁকে বলেছিল বিজাতীয় দেবতাদের প্রচার এবং তারা মনে করেছিল যে, তিনি এর মধ্য দিয়ে নিজেকে আলোচিত করে তুলতে চান। আর যদি তিনি বিজাতীয় দেবতাদের বিষয়ে প্রচার করতেই চান, তাহলে নিশ্চয়ই এথেন্সের চেয়ে ভাল বাজায় খুঁজে পাবেন না তাঁর ধারণা বিক্রি করার জন্য। অন্যান্য অনেকের মত তিনি কোন নতুন দেবতাকে তাদের

সামনে নিয়ে আসেন নি, কিংবা কোন বিজাতীয় দেবতাকেও তিনি প্রচার করতে চান নি; বরং তারা ভেবেছিল যে হয়তো তিনি তা করবেন, কারণ তিনি তাদের কাছে যীশু ও পুনরুত্থান বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করতেন। তাদের কাছে প্রথমবার আসার পর থেকেই তিনি কেবলমাত্র দুটি বিষয়ের উপরে কথা বলে চলেছেন, যা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূল দু'টি শিক্ষা– খ্রীষ্ট এবং ভবিষ্যত অবস্থা– খ্রীষ্ট আমাদের পথ এবং স্বর্গ আমাদের গন্তব্য; এবং যদিও তিনি এই বিষয়গুলোকে দেবতা বলে সাব্যস্ত করেন নি, তথাপি লোকেরা তা বানিয়ে নিয়েছিল, বা তাদের কাছে তা দেবতা বলেই মনে হয়েছিল। *Ton Iesoun kai ten anastasin*, "যীশুকে তারা এক নতুন দেবতা হিসেবে ধরে নিয়েছিল এবং *anastasis*, অর্থাৎ পুনরুত্থানকে তারা ধরে নিয়েছিল এক নতুন দেবী হিসেবে।" এভাবেই তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের উপরে এক পৌত্তলিক পোশাক চাপিয়ে এর মূল সুফল হারিয়ে ফেলেছিল, যেন যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা এবং পুনরুত্থানের অনুসন্ধান করা নতুন দেবতার পূজা করার সমতুল্য।

৩. তারা তাঁকে জনসমক্ষে উন্মুক্ত, সম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালো, পদ ১৯, ২০। তারা তাঁর শিক্ষার কয়েকটি ভগ্নাংশ শুনতে পেয়েছিল এবং তারা এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার জন্য উদগ্রীব ছিল।

(১) তারা এই শিক্ষাকে মনে করছিল এক অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর শিক্ষা হিসেবে এবং এটি তাদের দর্শন থেকে একদমই আলাদা ছিল, যা তারা বহু বছর ধরে চর্চা করে আসছে এবং শিক্ষা দিয়ে আসছে এথেন্সে। "এটি এক নতুন মতবাদ, আমরা যার উদ্দেশ্য এবং গতি প্রকৃতি বুঝতে পারছি না। কারণ আপনার কতগুলো কথা আমাদের কানে অদ্ভুত শোনাচ্ছে, যা আমরা এর আগে কখনোই শুনি নি এবং আমরা জানি না এর অর্থ আসলে কী।" এর মধ্য দিয়ে আমাদের মনে হতে পারে যে, তাদের মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞানের পুস্তক ছিল, তার মধ্যে নিশ্চয়ই মোশির পুস্তক বা পঞ্চপুস্তক ছিল না। হয়তো বা তারা এর সম্পর্কে জানেও না নতুবা তারা এর খোঁজও করে নি, বা এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে নি, নতুবা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদ তাদের কাছে এতটা নতুন এবং অদ্ভুত বলে মনে হত না। এই পৃথিবীতে সে সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র একটিই পুস্তক ছিল যা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় লিখিত হয়েছিল এবং একমাত্র এই পুস্তকটির ক্ষেত্রেই তারা অজ্ঞ ছিল, যার অর্থ হচ্ছে, যদি তারা অন্তত এর প্রথম পৃষ্ঠাটিও পড়তো, তাহলে তাদের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির রহস্য নিয়ে এক মহা বিতর্কের সূচনা হত।

(২) তারা এর সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছিল, এর কারণ শুধুমাত্র হচ্ছে, তাদের কাছে তা নতুন এবং অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল: আমরা কি জানতে পারি এই নতুন মতবাদ কী? কিংবা, এটি কি (দেবতাদের রহস্যের মত) গোপন রাখার বিষয়? যদি তাই হয় তাহলে আমরা আমাদের এই সমস্ত দেবতাদের রহস্য আপনাকে বলতে পারি, যেন আপনি আপনার দেবতার রহস্য আমাদেরকে বলেন, আর তাহলে আমরা এখানে একটি তুলনামূলক আলোচনায় যেতে পারি।" এটি ছিল একটি স্বচ্ছ প্রস্তাব; এটি ঠিক যে তারা কোন একটি

মতবাদকে গ্রহণ করার আগে এর সম্পর্কে ভাল করে জানতে চাইবে; এবং তারা এর সম্পর্কে ভাল করে জানার আগেই এর দোষ ধরে একে দোষারোপ করার মত বোকামি করে নি।

(৩) তারা তাকে একটি স্থানে নিয়ে এল, যাতে করে তিনি জনসমক্ষে তাঁর মতবাদ ঘোষণা করতে পারেন; এর নাম ছিল আরেয়পাগ (*Areopagus*), এই একই শব্দকে অনুবাদ করা হয়েছে (পদ ২২) মঙ্গল পর্বত; এটি ছিল তাদের শহরের পৌরসভা বা নগরের প্রাণকেন্দ্র, যেখানে নগরীর শাসকেরা নাগরিকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একত্রিত হত এবং এখানেই বিচার সভা বা আদালত বসতো; এই স্থানটি ছিল অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের মত, যেখানে বিদ্বান ব্যক্তিরা তাদের মতামত পরস্পরের সাথে কথার মাধ্যমে বিনিময় করার জন্য একত্রিত হন। এখানে যে বিচারের আদালত বসতো তা এর নিরপেক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিল, যা সর্ব স্থল থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছিল; যদিও কেউ কোন দেবতাকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করতো, তখন এই আদালতে জবাবদিহি করার জন্য বাধ্য থাকতো। এই আদালতেই ডিয়াগোরাস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন দেবতাদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য; তাদের মধ্যে আর কোন নতুন দেবতার প্রবেশ করা জন্য অবশ্যই তাদের অনুমতির প্রয়োজন হত। এ কারণেই তারা পৌলকে পরীক্ষা করার জন্য এই স্থানে নিয়ে এসেছিল, একজন অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন প্রার্থী হিসেবে।

৪. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সেই শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল (পদ ২১): সকল এথেনীয়, যারা সেই স্থানের স্থানীয় অধিবাসী ছিল এবং সমস্ত বিদেশী যারা সেখানে প্রবাসী জীবন যাপন করছিল তারা সকলেই কেবল নতুন কোন কথা বলা বা শোনা ছাড়া আর কিছুতে কালক্ষেপ করতো না। এর অর্থ হচ্ছে, এই কারণেই তারা পৌলের কথা শোনার জন্য এত অধীর আগ্রহে জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা এ কারণে তাঁর কথা শুনতে চায় নি যে, তা ভাল ছিল, বরং তারা তা শুনতে চেয়েছে কারণ তা নতুন ছিল। এই লোকদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক, তথাপি অনেকে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন।

(১) তারা সকলে সেখানে আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছিল। পৌল তার শিক্ষার্থীদেরকে অধ্যয়ন করা এবং ধ্যান করার জন্য নিবেদিত হতে বলেছিলেন (১ তীমথিয় ৪:১৩, ১৫), কিন্তু এই লোকেরা জ্ঞান আহরণ করার সেই সুপ্রাচীন ধারাতে পেছনে ফেলে দিয়েছিল এবং তারা শোনা এবং বলার উপরে জোর দিয়েছিল। এটি সত্যি কথা যে, ভাল সঙ্গ মানুষের জন্য খুবই উপকারী এবং তা একজন ব্যক্তিকে সুযোগ্য করে তোলে, যা তার অধ্যয়নে ও শিক্ষায় খুবই ভাল ভিত্তি গড়ে তোলে; কিন্তু যে শিক্ষা শুধুমাত্র কথার মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়, তা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী এবং তা খুব সহজেই ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(২) তারা গল্প করতে খুব পছন্দ করতো, আর সেই কারণে তারা খুব বেশি শুনতো এবং বলতো। তারা দর্শন শাস্ত্রে নতুন নতুন ধারণা এবং মতবাদ খুঁজে বের করতো, রাজনৈতিক

এবং সরকার ব্যবস্থায় তারা নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং পরিকল্পনা তৈরি করতো এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তারা নতুন নতুন দেবতা তৈরি করতো (দ্বি. বি. ৩২:১৭), নতুন নতুন শয়তান, নতুন জামানার প্রতিমা এবং মূর্তি তারা তৈরি করতো (২ রাজাবলি ১৬:১০); তারা প্রতি নিয়তই এ সবের পরিবর্তন ঘটাত। তাদের নিজেদের মধ্যে একজন বক্তা বা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, যার নাম ছিল মোসথিনিস, সে অনেক আগে তাদের মধ্যে এই ধরনের নতুনত্বের চর্চা শুরু করেছিল। তার উদ্ভাবিত একটি শ্লোগান ছিল অনেকটা এ রকম, যখনই তারা কোথাও কারও সাথে দেখা করতো বা যখন কারও সাথে বাজারে বা রাস্তায় দেখা হয়ে যেত, তখন তারা জিজ্ঞেস করতো, *ei ti le etai neoteron*– কোন নতুন খবর আছে না কি?

(৩) তারা অন্য মানুষের খবরে বা ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাত এবং সব বিষয়েই তারা অনেক বেশি কৌতূহলী ছিল এং তারা কখনোই নিজেদের চরকায় তেল দিতে জানতো না। তারা সবসময় ব্যস্ত থাকতো, ১ তীমথিয় ৫:১৩।

(৪) তারা তাদের সময় অযথাই খরচ করতো এবং তারা যদি কখনো অযথা ঘুরে বেড়াতে না পারতো তাহলে তারা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতো। সময় অতি মূল্যবান এবং আমরা এর উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ এবং সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে চিন্তিত, কারণ আমাদের অনন্ত জীবন এর উপরেই নির্ভর করছে এবং এ কারণে আমরা যদি অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করি তা আমাদের জন্যই ক্ষতির কারণ হবে। অন্যদের বিষয়ে বা আমাদের যে বিষয়ে প্রয়োজন নেই তা নিয়ে যদি আমরা চর্চা করতেই থাকি এবং এ বিষয়ে কথা বলতে থাকি এবং শুনতে থাকি, তাহলে তা আমাদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে না, কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিবেশি এবং বন্ধুদের নিয়ে কথা বলতে পারি, এতে করে নিশ্চয়ই তাদের ব্যাপারে আরও ভাল ধারণা নিতে পারব এবং তাদেরকে নিজেদের উন্নতি সাধন করার জন্য পরামর্শ দিতে পারবো। কিন্তু সবার কাছে নতুন নতুন খবর বয়ে নিয়ে বেড়ানো এবং তা সকলকে জানানো আমাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না, এটি হবে আমাদের জন্য এক সম্পূর্ণ অপচয়।

প্রেরিত ১৭:২২-৩১ পদ

আমরা এখানে দেখতে পাই যে, প্রেরিত পৌল এথেন্সে প্রচার করছেন। আমরা এর আগে বিভিন্ন ধরনের প্রচার করতে শুনেছি, যেখানে প্রেরিতগণ এবং প্রচারকগণ যিহূদীদের কাছে প্রচার করেছেন, কিংবা এমন অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেছেন যারা পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে জানে কিংবা এ সম্পর্কে ধারণা আছে এবং তারা সত্যিকার এবং জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনাকারী; এবং তাদের এ ক্ষেত্রে যা করার ছিল তা হচ্ছে, এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যে, খ্রীষ্টই হচ্ছেন খ্রীষ্ট; কিন্তু এখানে আমরা পরজাতীয় এবং বহু দেবতার মূর্তি পূজারী জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে দেখি, যারা মূলত মিথ্যে দেবতাদের পূজা করতো এবং তাদের জগতে সত্যিকার জীবন্ত ঈশ্বরের কোন স্থান ছিল না এবং তারা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবন যাপন করতো। আগের ক্ষেত্রে প্রচারক ও প্রেরিতদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদেরকে সেই ভবিষ্যদ্বাণী এবং আশ্চর্য কাজের সাথে পরিচিত করে তোলা, যা

পরিত্রাণকর্তা করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করা; কিন্তু এখন যাদের কাছে কথা বলা হচ্ছে এদেরকে একেবারে গোঁড়া থেকে সৃষ্টিকর্তার মহত্ব এবং গৌরব ও মহিমা সম্পর্কে জানাতে হবে এবং তাদেরকে তার সম্পর্কে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে, আর এরপরেই কেবল তাদের কাছে তাঁকে উপাসনা করার বিষয়ে বলা যাবে। এ ধরনের আলোচনা আমরা এর আগে দেখেছি লূস্ত্রার নিষ্ঠুর প্রতিমা মূর্তি পূজারীদের সাথে, যেখানে তারা প্রেরিতেদেরকে বাধা দিয়েছিল (প্রেরিত ১৪:১৫); কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এথেন্সের প্রতিমা মূর্তি পূজারীরা অনেক বেশি ভদ্র এবং শান্ত প্রকৃতির ছিল এবং তারা ছিল মনোযোগী শ্রোতা এবং সেই কারণে পৌল খুব ভালভাবে তাঁর কথা শ্রোতাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলেন।

ক. তিনি তাদের সামনে তাঁর বক্তব্যের পটভূমি তৈরি করেছিলেন তাদেরকে এ বিষয়ে জানানোর জন্য যে, তাদের সকলের উপরে একজন সত্যিকার জীবন্ত ঈশ্বর রয়েছে, যিনি একমাত্র ঈশ্বর এবং যিনি ছাড়া আর কোন দেবতা নেই। তিনি এই বিষয়টিকে মূল বচন করে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি এখানে তার ভিত্তি স্থাপন করতে আগ্রহী হয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তা তিনি প্রথমেই তাদেরকে ধর্মের মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি সহজেই তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন যে, অনেক দেবতার অস্তিত্ব আসলে নেই, বরং কেবলমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন। আর তাই যখন তিনি তারা যে সমস্ত দেবতার পূজা করছে তাদের বিপক্ষে কথা বলেছেন, সে সময় তিনি তাদেরকে নাস্তিকতার দিকে ফিরিয়ে আনতে চান নি, বরং তিনি স্বর্গীয় সত্তার উপাসনা করতেই উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু শুধুমাত্র একক জীবন্ত এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। সক্রেটিস, যিনি ছিলেন পৌত্তলিক ধর্মের প্রচলনকারী, তিনিই এই বিষয়ে প্রথম মত প্রকাশ করেছিলেন যে, শুধুমাত্র যে দেবতা রয়েছে তাই নয়, আর তাই তিনিই নতুন নতুন শয়তানের উদ্ভব ঘটান এবং এটিই পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে আনা হয়েছিল। এখন তিনি কৌশলের সাথে তাঁর পুরানো অভিযোগটিকে কাটিয়ে উঠছেন, কিন্তু পরবর্তী যে অভিযোগটি তার বিরুদ্ধে আসবে সেটির বিপক্ষেও তিনি বলছেন, কারণ তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছেন যে, তিনি কোন নতুন দেবতার বিষয় প্রচার করছেন না, বরং তিনি তাদেরকে এক ঈশ্বরের জ্ঞান প্রদান করছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের অন্য সকল দেবতার সংখ্যা হ্রাস করে দিচ্ছেন এবং তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে তিনি পাল্টে দিতে যাচ্ছেন। এখন:-

১. তিনি দেখাচ্ছেন যে, তাদের এখানে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ তারা সত্যিকারের ঈশ্বরের পরিচয় ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা যত সব মিথ্যে দেবতাদের পূজা আরাধনায় মেতে উঠে নিজেদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে, যাদেরকে তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে (*Deos qui rogat ille facit*– সে এমন দেবতার পূজা করে যাকে সে নিজেই তৈরি করেছে): আমি, বুঝতে পেরেছি যে তোমরা সর্ব বিষয়ে বড়ই দেবতদা ভক্ত। তিনি তাদের উপরে যে অপরাধের অভিযোগ এনেছিলেন তা হচ্ছে, তারা সেই গৌরব এবং মহিমা অন্য কাউকে আরোপ করছে, যা

একমাত্র ঈশ্বরের পাওয়ার কথা। তারা মিথ্যে দেবতা এবং শয়তানের পূজা করতো এবং তাদেরকে ভয় করতো, তারা সেই সমস্ত মূর্তিকে সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা দান করতো, যাদেরকে তারা নিজেদের হাতে তৈরি করেছিল। "এখন তোমাদের জন্য সময় হচ্ছে এ কথা শোনার যে, তোমাদের ভেতরে যে এত এত দেবতা রয়েছে এবং যারা তোমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই সমস্ত দেবতারা আসলে দেবতা নয়, বরং একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, তাঁকেই তোমাদের ভক্তি ও উপাসনা করা উচিত। তোমরা সকল বিষয়ে অনেক বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন– *deisidaimonesteroi*, তোমরা খুব সহজে সব বিষয়ে ধর্মকে টেনে আনো, কিন্তু তাতে করে তোমরা আরও বেশি কলুষিত হয়েছ; আমি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।" তাদের প্রতিবেশীরা তাদেরকে এই দেবতা প্রীতির জন্য এক ধার্মিক জাতি হিসেবে প্রশংসা করতো, কিন্তু পৌল তাদেরকে এর জন্য দোষারোপ করেছেন। তথাপি এটি বিবেচনার এবং পর্যবেক্ষণের বিষয় যে, কীভাবে তিনি এই অভিযোগকে তাদের পরিবর্তনের ধারায় নিয়ে এসে তাদের অনুকূলে এনেছেন, তিনি আর একে ঘোরালো করেন নি, যাতে করে তাদেরকে দোষারোপ করে খেপিয়ে তোলা যায়। তিনি এমনভাবে তার এই কথাগুলো বললেন, যাতে করে তা ভাল শোনায়: তোমরা সাধারণের চাইতে অনেক বেশি ধার্মিক, এমনটাই অনেকে পাঠ করেন; তোমরা তোমাদের পথে অনেক বেশি ধর্মপ্রাণ, এমনটাই অনেকে মনে করেন; কিংবা এটি অনেক ক্ষেত্রে খারাপ অর্থে নেওয়া হয়, যেমন, "তোমাদের যতটুকু কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন ছিল তোমরা তার চাইতে অনেক বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন;" এবং তিনি নিজেকেই এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন; *theoro* – আমি দেখেছি, আমিই তা লক্ষ্য করেছি। তারা পৌলকে নতুন দেবতার পরিচয় দানের জন্য সাব্যস্ত করেছিল, "কিন্তু তা নয়," তিনি বললেন, "আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই অনেক দেবতা আছে; আমি আর তাদের সংখ্যা বাড়াতে চাচ্ছি না।"

২. তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন যে, তারা নিজেরাই এই ঘোষণা দিয়েছে যে, তাদের মধ্যে একজন সত্যিকারের ঈশ্বর আছেন, যাকে তারা একটি বেদীর উপরে স্থান দিয়েছে এবং তাকে অজানা দেবতা হিসেবে নামাঙ্কিত করেছে এবং এই বিষয়টি এথেন্স বাসীদের জন্য আসলেই দুঃখের বিষয় যে, যে স্থানটি ছিল জ্ঞানের উৎস হিসেবে অন্যতম এবং খুবই বিখ্যাত, তা সত্যিকারের ঈশ্বরকে জানতো না এবং চিনতোও না, প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন সেখানে অজানা। "এখন তোমরা পৌলকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছ, কারণ এই অজানা দেবতা, এই ঈশ্বরই তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন, যাঁর প্রতি তোমরা এতটা অজ্ঞ।" সেখানে তারা ছিল অবোধ্য, কারণ তারা সত্যিকার ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানতো না এবং সে কারণেই সেখানে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেরণ করা হয়েছে এবং সেখানে যেন সুসমাচার পৌঁছে যায় সেজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১) অজানা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বেদীটিকে ঘিরে বিদ্বানদের নানা ধরনের মত ছিল।

[১] অনেকে মনে করেন এর অর্থ হচ্ছে, সেই দেবতার উদ্দেশে, যার সম্মান, গৌরব ও মহিমা অজানা এবং তারা মনে করতেন যে, নিশ্চয়ই এই দেবতা হচ্ছেন যিহূদীদের ঈশ্বর, যাঁর নাম পবিত্র, উচ্চ ও অক্ষুন্ন। এটি খুব সম্ভব যে, তারা এ ধরনের একজন ঈশ্বরের কথা শুনেছিল যিহূদীদের কাছ থেকে এবং পুরাতন নিয়মের রচনাবলী থেকে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সম্পর্কে, যিনি নিজেকে সকল ঈশ্বরের উর্ধ্বে বলে প্রমাণ করেছেন, *Deus incertus, incertum Mosis Numen*– একজন অনিশ্চিত দেবতা, মোশির কাছে আগত অনিশ্চিত একজন স্বর্গীয় সত্তা, নামহীন ঈশ্বর। এখন পৌল বলছেন যে, এই দেবতা, এই ঈশ্বর যাঁকে নিশ্চিতভাবে কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকেই আমি তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি।

[২] অন্যরা মনে করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যে ঈশ্বরকে না জানার কারণে আমাদের এই অসুখী অন্তর, যা মানে হল, তারা তাঁকে জানার মধ্য দিয়ে সুখী হবে বলে চিন্তা করতো। অনেকে আমাদেরকে বলেন যে, এথেন্সে একবার একটি মহামারী হয়েছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল যেন তারা কিছু মেষ ধরে যেখানে তারা যেতে চায় সেখানে যেতে দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেয় এবং যেখানে গিয়ে তারা শুয়ে পড়বে সেখানে যেন তারা একটি বেদী নির্মাণ করে, *to prosekonti Theo*– সত্যিকার ঈশ্বরের উদ্দেশে, কিংবা যাঁর অনুগ্রহে এই মহামারী থামবে বলে ধারণা করা যায় সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে; এবং যেহেতু তারা জানে না যে কীভাবে তাঁকে ডাকতে হয়, সেহেতু তারা তাঁর নামের জায়গায় লিখল অজানা দেবতার উদ্দেশে। অন্যরা, এথেন্সের বিখ্যাত কয়েকজন ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে বলেন যে, তারা অনেক ধরনের বেদী পেয়েছেন, যাতে লেখা ছিল এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার দেবতাদের উদ্দেশে– অজানা দেবতাদের উদ্দেশে; এবং কিছু কিছু প্রতিবেশী দেশ শপথ করার সময় বলতো, এথেন্সের লোকদের কাছে অপরিচিত দেবতার নামে শপথ করছি; যা লূকীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

(২) লক্ষ্য করে দেখুন, পৌল কতটা নম্রতা এবং ভদ্রতার সাথে এই কথা উচ্চারণ করেছেন। তিনি নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন কোনভাবেই তাঁকে একজন গুপ্তচর হিসেবে কেউ সন্দেহ করতে না পারে কিংবা তাঁকে যেন এই সকল দেবতাদের রহস্যের বিষয়ে অজ্ঞ বলে মনে না করে, সে কারণে তিনি ঘুরে বেড়ানোর সময় তাদেরকে পূজা আরাধনা করতে দেখেছেন এবং তাদের পবিত্র বিষয়সমূহ দেখেছেন। এটি ছিল প্রকাশ্য এবং তিনি তা না দেখে থাকতে পারেন নি এবং এটি তাঁর জন্য মন্তব্য করা যথেষ্ট ছিল যা তিনি এই স্থানের ধর্মের ব্যাপারে করেছিলেন; এবং তিনি খুবই বিজ্ঞতা এবং বিবেচনার সাথে এই কথার মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে সত্যিকার ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করে নিয়েছিলেন।

[১] তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে যে দেবতার কথা বলতে চান তাঁকে তারা ইতোমধ্যেই পূজা আরাধনা করেছে এবং এই কারণে তিনি তাদের সামনে আর নতুন কোন দেবতাকে উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন না: "যেহেতু তাঁর প্রতি তোমাদের একটি

নির্ভরতা রয়েছে, সেই কারণে তিনি তোমাদের জন্য বিশেষ একটি উপহার রেখেছেন।"

[২] তিনি ছিলন এমন একজন সত্তা যাঁকে তারা অজান্তেই উপাসনা করে এসেছে, যা তাদের জন্য এক লজ্জার বিষয়, যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈশ্বর, তাঁকেই তারা জানতো না। "এখন," তিনি বলছেন, "আমি এসেছি যেন তোমরা এই তিরস্কার থেকে দূরে সরে থাকতে পার, যাতে করে তোমরা তাঁকে বুঝেশুনে উপাসনা করতে পার যাঁকে তোমরা অজান্তেই উপাসনা করেছ; এবং তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমাদের এই অন্ধ পূজা অর্চণা এক গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য পরিচর্যা ও সেবা কাজে রূপান্তরিত হবে, যাতে করে তোমরা না জেনে কারও উপাসনা না কর।"

খ. তিনি তাঁর শিক্ষার নিশ্চয়তা দান করেছিলেন একজন জীবন্ত এবং সত্যিকার ঈশ্বরের পক্ষে, তাঁর সৃষ্টির কাজ এবং কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে: "যে ঈশ্বরের কথা আমি এখন তোমাদের কাছে ঘোষণা করতে যাচ্ছি, তিনিই তোমাদের সমস্ত উপাসনা ও এর মূল কেন্দ্র হবেন এবং এখন তোমরা তার উপাসনা করার সময় বলবে, মহান ঈশ্বর, যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তা পরিচালনা করে থাকেন; এবং এর দৃশ্যনীয় প্রমাণ হিসেবে তোমরা অবশ্যই অদৃশ্য বিষয় দেখতে পাবে এবং তাঁর অনন্তকালীন ক্ষমতা এবং কতৃত্ব দ্বারা তোমরা নিশ্চয়তা লাভ করবে।" সাধারণভাবে অযিহূদীরা এবং বিশেষভাবে এথেনীয়রা তাদের পূজা ও আরাধনার সময় দার্শনিকদের কাছ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতো না, বরং তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা পরিষ্কারভাবে তাদের কাছে দেবতাদের বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করতো এবং তাদেরকে দেবতাদের ইচ্ছা সম্পর্কে জানাতো, তারা লোকদেরকে দেবতাদের গতি প্রকৃতি, তাদের আচরণ, স্বভাব এবং বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানাত। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিকেরা নানাভাবে তাদের দেবতাদেরকে তাদের সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, যেমন অনেক প্রাচীন কালে ছিলেন সিকেরো এবং তার পরবর্তীতে প্লেটো। তারা তাদের কবিতা, তাদের গান এবং মাহাকাব্যের মধ্য দিয়ে এই সকল দেবতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। হোমারের সৃষ্টিকর্ম ছিল পৌত্তলিক ধর্মতত্ত্বের মহাগ্রন্থ, কিন্তু তা প্লেটোর সৃষ্টিকর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দার্শনিকরা সাধারণভাবে এই সকল মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং তারা এর উপর নির্ভর করেই তাদের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কখনোই তারা এই শিক্ষাকে পৌত্তলিকতার বিপক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন না; সেই কারণে নিশ্চিতভাবে তারা এই পৌত্তলিকতার ধর্মকে আষ্টেপৃষ্টে গ্রহণ করেছিল এবং এই বিষয়গুলো তাদের উপরে খুব সামান্যই প্রভাব ফেলেছিল! শুধু তাই নয়, তারা নিজেদেরকে তাদের দেশের কুসংস্কার অনুসারে চালনা করেছিল এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে এই রীতি-নীতি অনুসারেই চলতে হবে। *Eamus ad communem errorem*– এসো, আমরা এই সাধারণ ভুলটিকে গ্রহণ করে নিই। এখন পৌল এখানে নিজেকে উপস্থাপন করছেন, প্রথম স্থানে রাখছেন, যাতে করে তিনি নিজে এথেনীয়দের ধর্মীয় মতবাদকে সংস্কার করতে পারেন (তিনি তাদের ভুলগুলোকে সংস্কার ও সংশোধন করেছেন) এবং তাদেরকে একমাত্র এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি দান করেছেন, আর এরপরেই তিনি তাদেরকে

তাদের বহুতত্ত্ববাদ এবং পৌত্তলিকতা থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন যে, কত না মহিমা ও গৌরবের কথা এখানে পৌল ঈশ্বর সম্পর্কে বলছেন, যাঁর পরিচর্যা কাজ তিনি করে থাকেন এবং তিনি তাঁর সেবা করে যেতে চান।

১. তিনিই সেই ঈশ্বর, যিনি এই পৃথিবী তৈরি করেছেন এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছুর মালিক তিনি। তিনিই পরম করুণাময় পিতা, স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। বহু দার্শনিক এই কথাটি স্বীকার করেছেন; কিন্তু এরিষ্টটলের অনুসারীরা তা অস্বীকার করেন এবং তারা দাবী করেন যে, এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত শূন্য থেকে এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুই সবসময় অনন্তকাল ধরে ছিল এবং এখন যা যেভাবে আছে সেভাবেই তা সবসময় থাকবে। এপিকিউরাসের অনুসারীরা এ ধরনের কল্পনা করে থাকেন যে, "এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে কতিপয় সারিবদ্ধ পরমাণুর সংমিশ্রণে, যারা সমান্তরাল গতিতে চলার সময় আকস্মিকভাবে দিক পরিবর্তন করে বিক্রিয়া করে এবং এই সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্ম দেয়।" এই দু'টি মতের বিরুদ্ধেই পৌল এখানে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি তাঁর নিজ যুক্তি সমর্থন করে বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর অনন্তকালীন ক্ষমতার শক্তিতে, এক অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক নির্দেশনায় চালিত হয়ে সময়ের ঠিক শুরুতে এই পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু নির্মাণ করেছেন, যার উৎস সম্পূর্ণ নিশ্চিত এবং তা কোন অনন্তকালীন সময়ের সৃষ্টি নয়, বরং এক অনন্তকালীন আত্মার সৃষ্টি।

২. যিনি এই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন স্বর্গ এবং পৃথিবীর প্রভু, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি এর আইনগত এবং কর্তৃত্ব সম্পন্ন মালিক, সত্তাধিকারী এবং অধিকারী। এর সমস্ত সত্তা, সমস্ত শক্তি এবং উচ্চতর ও নিম্নতর পৃথিবী, এর সমস্ত বস্তুগত এবং অবস্তুতগত সম্পদ এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর তিনিই মালিক। এই সকল কিছুর শুরু হয়েছে তিনি পৃথিবী নির্মাণ করার পর থেকেই। যদি তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেই থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে তিনি এর সমস্ত কিছুর মালিক; এবং যেখানে তিনিই এই সকল সত্তার সৃষ্টি করেছেন, সেখানে নিশ্চয়ই তিনি আইন প্রণয়ন করার এক অনস্বীকার্য অধিকার পোষণ করে থাকেন।

৩. তিনি এক বিশেষ উপায়ে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, সকল মানুষের প্রভু (পদ ২৬): তিনি এক রক্ত থেকে সকল জাতির মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে তিনি প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল মনুষকে প্রথম মানুষের মত একই দেহ কাঠামো দিয়েছিলেন এবং এরপরে তিনি তাদেরকে আত্মা দান করেছেন, তাই তিনিই সকল মানুষের আত্মিক পিতা। তিনি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক দিয়েছেন। তিনি তাদের স্থপতি এবং তিনি তাদের পারস্পরিক অস্তিত্ব এবং সুফল বজায় রাখার জন্য তাদের মধ্যে যোগাযোগের সম্পর্ক তৈরি করেছেন। তিনি তাদেরকে এক রক্ত থেকে তৈরি করেছেন এবং একই স্বভাব বিশিষ্ট করে তৈরি করেছেন; তিনি তাদের অন্তরকে একই রকম করে তৈরি করেছেন। তারা একই পূর্বপুরুষের কাছ থেকে বংশানুক্রমে এসেছে, তারা আদমের মধ্য দিয়ে সকলেই আত্মীয় হিসেবে এক সূত্রে গাথা, একইভাবে নোহের মাধ্যমেও তারা এক জাতির, এই

কারণে তারা পারস্পরিক স্নেহ এবং ভালবাসার বাধনে আবদ্ধ এবং তারা একই সাথে সহ সৃষ্টি এবং ভাই। আমাদের সকলের পিতা কি একজন নন? আমাদের সকলকে কি এক ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি? মালাখি ২:১০। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর বুকে বাস করতে দেওয়ার জন্য, যা উপচয় ও পুরস্কার হিসেবে ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে পূর্ণ করেছিলেন, মানব সন্তান হিসেবে তিনি তাদের জন্য কোন অপূর্ণতা রাখেন নি। তিনি তাদেরকে এক স্থানে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি করেন নি, বরং তিনি তাদের সকলকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এই কারণে একটি জাতির কখনোই আরেকটি জাতির উপরে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি পোষণ করা উচিত নয়, কারণ এই পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছেন তারা সকলেই একই রক্তের। এথেনীয়রা এই বলে গর্ব করতো যে, তারাই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত জাতি এবং তাদের সাথে কোন জাতিই তুলনীয় নয়, কারণ তাদের রক্ত খাঁটি, যা নিয়ে তারা গর্ব করতো এবং এই গর্বই ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রেরিত পৌল এখানে এসেছিলেন।

৪. তিনি এই সমগ্র সৃষ্টি জগতের সুফল দানকারী (পদ ২৫): তিনিই সকলকে জীবন দান করেন। তিনি সকলকে জীবন ধারণের জন্য নিঃশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য সকল উপকরণ জুগিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সেই সকল আত্মা দান করেছেন যা তিনি মানুষের জন্য নির্মাণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে শুধু জীবন এবং নিঃশ্বাসই দেন নি, সেই সাথে তিনি আমাদের ভেতরে এক একেকটি অনন্য সাধারণ সত্তা দান করেছেন, কিন্তু তিনি সার্বক্ষণিকভাবে আমাদেরকে তা দিয়ে গেছেন; তাঁর কর্তৃত্ব হচ্ছে চলমান সৃষ্টি জগতের ধারা; তিনি আমাদের সকল জীবন আত্মার মাধ্যমে ধরে রেখেছেন; প্রতিটি মুহূর্তে যখন আমরা নিঃশ্বাস নেই, তখন তিনি অনুগ্রহের সাথে আমাদেরকে পরবর্তী বারেই আবার তা নিতে দিচ্ছেন; এটি শুধু যে তাঁর সৃষ্টি বাতাস, যা থেকে আমরা নিঃশ্বাস নিই তা নয়, সেই সাথে তাঁর হাতও এখানে রয়েছে, যা এই নিঃশ্বাসের উপকরণ সৃষ্টি করে, দানিয়েল ৫:২৩। তিনি মানুষের সকল সন্তানদেরকে জীবন এবং নিঃশ্বাস দান করেছেন, কারণ মানব সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে হীন দরিদ্র জনও তাঁর অনুগ্রহে বেঁচে থাকে এবং তাঁর কাছ থেকে জীবনের উপকরণ গ্রহণ করে, আর সেই সাথে তিনি সবচেয়ে উচ্চতর এবং উৎকৃষ্টতম অবস্থানে রয়েছে যে দার্শনিক এবং কোন মহান ব্যক্তি, সবচেয়ে জ্ঞানী দার্শনিক এবং শক্তিমান শাসক, তারাও তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া বাঁচতে পারে না। তিনি সবাইকে এই অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন, শুধু যে সকল মানব সন্তানকে তিনি তা দেন তা নয়, বরং তিনি সকল ছোট-খাট প্রাণী এবং সকল হীন পশুকেও তা দিয়ে থাকেন, যারা যারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে বাঁচে তাদের সকলকেই তিনি এই অনুগ্রহ দান করেছেন (আদিপুস্তক ৬:১৭); তারা তাঁর কাছ থেকেই তাদের জীবন এবং নিঃশ্বাস গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি সকল প্রাণীকেই জীবন এবং নিঃশ্বাস দান করেছেন, তাদের জীবনের জন্য যে সকল সাহায্য প্রয়োজন হয় তার সবই তিনি দিয়েছেন। এই পৃথিবী তাঁর মঙ্গলময়তায় পূর্ণ, গীতসংহিতা ১০৪:২৪, ২৭।

৫. তিনি মানব সন্তানদের সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সুফলদাতা, আর তা তিনি

করেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে (পদ ২৬): তিনি সকল নিরূপিত সময় আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং এর গতি প্রকৃতিও তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদের উপরে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রকৃত রূপ: তিনি প্রতিটি ঘটনাকে নিরূপণ করে রেখেছেন, *horisas*, প্রতিটি ঘটনা নির্ধারিত হয়ে আছে; ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার অধীনে যা কিছু করা হয় তা একেবারেই শিরোধার্য এবং প্রশ্নাতীত, তা কখনোই পরিবর্তনের যোগ্য নয় এবং তা কখনোই পাল্টানো যাবে না।

(২) তার এই সকল পরিকল্পনার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান: তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে, ঘটনা পরম্পরায় কী কী ঘটবে। অনন্তকালীন আত্মার সকল চিন্তা-ভাবনা হঠাৎ করেই নিরূপিত হয় নি, বরং তা অনন্তকালীন পরিষদের সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছে এবং নিরূপিত ঘটনা হিসেবে স্থির করা হয়েছে, এরপর এই ঘটনাকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। আমার প্রতি যা কিছু ঘটবার কথা ছিল তার সবই তিনি ঘটিয়েছেন, ইয়োব ২৩:১৪। ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু আসে তা এর আগ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছেই ছিল।

(৩) যে সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধিত হয়েছিল: এই সকল বিষয় হচ্ছে সময় এবং স্থান, এই পৃথিবীতে আমাদের সময় এবং স্থান নির্ধারিত হয় ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে।

[১] তিনিই আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কিত সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। সময় পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তা স্থির করেন। আমাদের সকলের সময় তাঁরই হাতে রয়েছে, তা সে দীর্ঘ হোক আর সংক্ষিপ্ত হোক, তিক্ত হোক আর মিষ্ট হোক, তিনি যেমনন ইচ্ছা করেন সে অনুসারেই তিনি তা স্থির করে থাকেন। তিনিই আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিভিন্ন ঘটনাবলীকে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে স্থির করে রেখেছেন এবং নির্দিষ্ট সময়েই তা ঘটবে, সেই সাথে আমাদের এই পৃথিবীর সময়কালও তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন; আমাদের জন্মগ্রহণ করার সময়, আমাদের মৃত্যুবরণ করার সময় (উপদেশক ৩:১, ২) এবং সেই সকল ছোট-খাট বিষয়, যা এই দুটি ঘটনার মাঝে অবস্থান করে – এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানের সময়টুকু। আমাদের সময়টুকু সমৃদ্ধির হবে না কি দুর্যোগময় হবে, তা তিনিই নির্ধারণ করে দেন। তিনি চান যেন আমরা আমাদের দিক নির্দেশনা লাভের জন্য তাঁর উপরে নির্ভর করি এবং তিনিই আমাদের বলে দেবেন আমাদের কী করা উচিত।

[২] সেই সাথে তিনি আমাদের আবাসভূমি নির্ধারণ করে দেন এবং এর সীমানা নির্ধারণ করে দেন। তিনি এই পৃথিবীকে মানব সন্তানদের বসবাসের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন এবং তিনি তাদেরকে সম্পত্তি দান করেছেন, যেন তারা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে এবং এর মাধ্যমেই তিনি আমাদের তাঁর পরিকল্পনার বাইরে স্থান পরিবর্তন করা থেকে বিরত রেখেছেন। বিশেষত সেই আবাস, যার উপরে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, যে বিশেষ স্থানে আমাদের স্থির হওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে

ঈশ্বরের নির্ধারিত এবং আরোপিত, যা হচ্ছে একটি যুক্তি যে, কেন আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই এই সকল স্থানে বাস করতে হবে এবং এর থেকেই আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজগুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে।

৬. তিনি আমাদের সকলের কাছ থেকে দূরে নন, পদ ২৭। তিনি সর্ব স্থানেই বিরাজমান রয়েছেন, তিনি শুধুমাত্র আমাদের ডান পাশে নন, কিন্তু সেই সাথে তিনি আমাদের সকল পরিমণ্ডলের অবস্থান করছেন (গীতসংহিতা ১৩৯:১৩), তিনি আমাদের উপরে সকল সময় নজর রেখেছেন এবং আমরা আমাদের নিজেদেরকে যতটুকু জানি তিনি আমাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশি ভালভাবে জানেন। পৌত্তলিকেরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করে, যাতে করে তারা সেই মূর্তির আকারে তাদের মাঝে ঈশ্বরকে ধরে রাখতে পারে, যার অসারতা প্রেরিত পৌল এখানে দেখিয়েছেন; কারণ ঈশ্বর এমন এক সত্তা যিনি চিরঞ্জীব এবং এক অনন্তকালীন আত্মা, যা আমাদের কারও কাছ থেকে দূরবর্তী নয় এবং কখনো তা আমাদের কাছে এসে ধরা দেয় না, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রাখে এবং তা আমাদেরকে শিখায় যেন আমরা তাঁকে আমাদের মাঝে ধরে রাখার উদ্দেশে তাঁর কোন মূর্তি বা অন্য কোন প্রতীকী বস্তু নির্মাণের চেষ্টা না করি। তিনি আমাদের কাছে নেমে এসেছেন এবং তিনি আমাদের কাছ থেকে আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করতে চান এবং সেই সাথে আমরা তাঁর কাছ থেকে যে দয়ার দান চেয়ে থাকি তা দিতে চান, আর যেখানেই থাকি না কেন, তা সে কোন বেদী, বা কোন মূর্তি বা কোন উপাসনালয় আমাদের সামনে নাই বা থাকুক। তিনি সকলের প্রভু এবং তিনি সকল ধনে ধনী (রোমীয় ১০:১২), সেই কারণে তিনি নেমে এসেছেন (দ্বি. বি. ৪:৭) এবং যারা তাঁকে ডাকে তিনিও তাদের কাছে আসতে চান। তিনি চান আমরা যেন যে কোন স্থান থেকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এবং এর দ্বারা তিনি আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, আমরা যে দেশেই থাকি না কেন এবং যে জাতিরই হই না কেন, কিংবা আমরা যে পেশাতেই থাকি না কেন, এই পৃথিবীতে আমাদের যোগ্যতা এবং অবস্থান যেমনই হোক না কেন, আমরা কোন প্রাসাদে কি কোন কুটিরে বাস করি না কেন, কিংবা কোন কোলাহল পূর্ণ স্থানে কিংবা নির্জন স্থানে অবস্থান করি না কেন, কি শহরে বা মরুভূমিতে বাস করি না কেন, সমুদ্রের গভীরতম স্থানে কিংবা সমুদ্র থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী যে স্থানেই থাকি না কেনন, এই বিষয়টি নিশ্চিত যে, ঈশ্বর আমাদের কারও কাছ থেকেই দূরবর্তী নন।

৭. তাঁর মধ্যেই আমরা বাঁচি এবং চলাচল করি এবং আমাদের সত্তাকে ধারণ করি, পদ ২৮। আমাদের অবশ্যই তাঁর কর্তৃত্বের উপরে একটি প্রয়োজনীয় এবং ধারাবাহিক নির্ভরতা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে, যেভাবে স্রোত সকল নির্ভর করে উৎসের উপরে এবং কিরণ নির্ভর করে সূর্যের উপরে।

(১) তাঁর মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকি: এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর প্রয়োজন রয়েছে এবং তা কর্তৃত্বের ও পরিকল্পনার অধীনে থাকার প্রয়োজন রয়েছে; তিনিই আমাদের জীবন এবং আমাদের দিনের ধৈর্য্য। এটি শুধু তার ধৈর্য এবং দয়ার বিষয় নয় যে, আমাদের জীবনকে তিনি এখনও পর্যন্ত সুন্দর একটি অবস্থানে

রেখেছেন, বরং সেই সাথে তা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের প্রতি মঙ্গল সাধন করে থাকেন এবং পিতৃসুলভ ভালবাসা ও স্নেহ দান করে থাকেন এবং আমাদের বেঁচে থেকে সুস্থভাবে জীবন ধারণ করার পথ করে দেন। আমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তাঁর বিশেষ মঙ্গলময়তার কোন ইতিবাচক কাজ বন্ধ করে দেন তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার পথ দুর্গম হয়ে যাবে এবং আমরা মার যাব।

(২) তার মধ্য দিয়েই আমরা চলি: এটি সাধিত হয় তাঁর কর্তৃত্বের অনলঙ্ঘনীয় প্রভাবের মধ্য দিয়ে, যা আমাদের আত্মাকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলতে প্রেরণা যোগায় এবং আমাদের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে আমাদের চিন্তা যেন হাজারো বিষয়ের দিকে ধাবিত না হয় এবং আমাদের সকল আগ্রহ যেন সকল নির্দিষ্ট এবং প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তার নির্দেশনাতেই আমাদের আত্মা আমাদের শরীরকে চালিত করে; আমরা তাঁকে ছাড়া আমাদের একটি হাত, কিংবা পা কিংবা জিহ্বা নাড়াতে পারতাম না, কারণ তিনিই তাদেরকে নাড়াবার জন্য শক্তি দিয়েছেন, তাই তিনি এদের প্রথম সঞ্চালনকারী।

(৩) তাঁর মাঝেই আমরা আমাদের সত্তা খুঁজে পাই: শুধুমাত্র তার কাছ থেকে আমরা প্রথমে তা পাই নি, বরং এখন পর্যন্ত তাঁর মাঝেই আমরা তা পাচ্ছি। তিনি এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য যে যত্ন নিয়ে চলেছেন এবং আমাদেরকে যে মঙ্গলময়তায় ঘিরে রেখেছেন তার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত অন্ধকারে ডুবে যাই নি, বরং আমরা আমাদের সত্তাকে খুঁজে পেয়েছি এবং এখন পর্যন্ত আমরা এক মহান সত্তার অধিকারী। আমরা ঈশ্বরকে জানার এবং তাঁকে উপভোগ করার জন্য সমর্থ; এবং আমরা নিজেদেরকে বর্বরতায় মাতিয়ে তুলি নি, কিংবা শয়তানের চাতুরিতে পড়ে নিজেদেরকে দুর্দশায় ফেলি নি।

৮. এই পুরো বিষয়টিতে আমরা ঈশ্বরের বংশধর: তিনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন (দ্বি. বি. ৩২:৬, ১৮) এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তান হিসেবে বড় করেছেন এবং প্রতি পালন করেছেন, যিশাইয় ১:২। এ ধরনের ক্ষেত্রে একজন প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তিকে সবসময়ই দেখা হয় *argumentum ad hominem*– মানুষের প্রতি অনুযোগ হিসেবে এবং এই কারণে প্রেরিত পৌল এখানে একজন গ্রীক কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তার নাম হচ্ছে অরাটাস, যিনি কিলিকিয়ার অধিবাসী, পৌলের নিজ দেশের নিবাসী, যিনি তার *Phenomena*– তার বইয়ের শুরুতে পৌত্তলিক দেবতা জুপিটারের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে কাব্যধর্মী কথায় জুপিটারকে সবচেয়ে প্রধান এবং মহান দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তার সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে, *tou gar kai genos esmen*– কারণ আমরা সকলে তার সন্তান। এবং তিনি নিশ্চয়ই এই কবির কথা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে করে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছিলেন তা পরিষ্কার হয় যে, ঈশ্বরেতেই আমরা বাঁচি এবং চলি।

কিন্তু তিনি অরাটাসের এই কবিতাটি বেছে নিয়েছেন, কারণ এখানে অল্প কথায় পুরো বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে, পৌল

নিজে শুধুমাত্র একজন বিদ্বান ব্যক্তিই ছিলেন না, সেই সাথে তিনি ছিলেন এমন একজন শিক্ষার্থী, যিনি সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যা একজন সুসমাচার পরিচর্যাকারী হিসেবে অত্যন্ত কার্যকরী এবং উপাদেয়, বিশেষ করে যারা এখনও তা গ্রহণ করে নি তাদেরকে তা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে; কারণ এটি তাঁকে সমর্থ করবে তাদের অস্ত্র দিয়েই তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য এবং গলিয়াতের তলোয়ার দিয়েই গলিয়াতের মাথা কেটে ফেলার জন্য। কীভাবে সত্যের বিরোধিতাকারীদেরকে তাদের শক্তিশালী দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দেবে তারা, যারা তাদেরকে জানেই না? এটি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত জাতির জন্য একটি লজ্জার বিষয় যে, তারা ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে এবং এর বিপরীত পথে চলেছে, যেখানে একজন পৌত্তলিক কবি এ কথা বলছেন যে, আমরা তাঁর সন্তান, তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছি, তাঁর জন্য নির্মিত হয়েছি, আর তিনি তাঁর কর্তৃত্ব দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং বাবা মা তাদের সন্তানদের জন্য যতটুকু যত্ন করে ও স্নেহ ভালবাসা দেয় তার চাইতেও তা আরও বেশি করে তিনি আমাদের যত্ন নেন। আর সেই কারণে আমাদের উচিত হবে তাঁর আদেশ মানা এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে চলা এবং তাঁর নামের গৌরব প্রশংসা করা। যেহেতু আমরা তাঁতেই থাকি এবং তাঁতেই বাঁচি, সেই কারণে আমাদের অবশ্যই তাঁর জন্য বাঁচতে হবে; যেহেতু আমরা তাঁতেই চলি, তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর প্রতি চালিত হতে হবে; এবং যেহেতু তাঁর কাছ থেকেই আমরা আমাদের সত্তা পেয়েছি এবং তাঁর কাছ থেকেই আমরা আমাদের সত্তার সকল প্রকার সহায়তা এবং সান্ত্বনা লাভ করে থাকি, সে কারণে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের সত্তা তাঁর সাথে একীভূত করতে হবে এবং তাঁর কাছে এক নতুন সত্তা হিসেবে আমাদের এই সত্তাকে উপস্থাপন করতে হবে যেন তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তাকে এক নতুন অনন্তকালীন সত্তায় রূপান্তরিত করেন।

গ. ঈশ্বর সম্পর্কিত এই সকল মহান সত্য থেকে তিনি তাদেরকে তাদের পৌত্তলিকতার অসারতা সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন, যেভাবে প্রাচীন ভাববাদীরা করেছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে:-

১. ঈশ্বরকে কখনো একটি মূর্তির মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। আমরা যদি ঈশ্বরের সন্তান হই, যদি আমাদের মাংসিক দেহে আত্মার আবাস হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে যিনি আমাদের আত্মার পিতা (এবং তা আমাদের প্রধান অংশ এবং তা আমাদের সেই অংশ যা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদের মধ্যে কর্তৃত্ব করে) তিনি নিজেই একজন আত্মা এবং আমাদের নিশ্চয়ই এ কথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, তিনি আমাদের কাছে স্বর্ণ, বা রৌপ্য, বা পাথরের মত কোন প্রতিমা, যা মানুষ নিজের হাতে তৈরি করেছে, পদ ২৯। আমরা ঈশ্বরকে ভুল ভেবেছি এবং তাঁর সামনে বিরোধিতা উপস্থিত করেছি, যদি আমরা তাই করে থাকি। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজ আত্মা অনুসারে আত্মা দান করে তাকে সম্মানিত করেছেন; কিন্তু মানুষ ঈশ্বরকে তাঁর দেহ কাঠামো অনুসারে পার্থিব বস্তু দিয়ে নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁকে অসম্মান করেছে। ঈশ্বর হলেন আত্মিক, অসীম, অবস্তুগত এবং অকল্পনীয় এক সত্তা, আর সেই কারণে ঈশ্বরের কোন মূর্তি নির্মাণ করা আমাদের জন্য খুবই ভুল এবং অন্যায্য

এক কাজ হবে। সেই মূর্তি যত দামীই হোক না কেন, তা স্বর্ণ কি রৌপ্য দিয়ে নির্মিত হোক না কেন; তা যতই দারুণ আকৃতির হোক না কেন, কিংবা যত দক্ষ শিল্পীর হাতেই তা নির্মিত হোক না কেন, এর ভঙ্গিমা, কিংবা পোশাক যতই তাৎপর্য পূর্ণ হোক না কেন, তা সবসময়ই মিথ্যে শিক্ষা দেয়।

২. তিনি হাত দিয়ে নির্মিত মন্দিরে বাস করেন না, পদ ২৪। তাঁকে কোন মন্দিরেই বাস করতে আমন্ত্রণ জানানো যায় না, যা মানুষ তাঁর জন্য নির্মাণ করতে পারে, কিংবা তিনি এর কোনটির মধ্যে আবদ্ধ থাকতেও পারেন না। একটি মন্দির কখনো তাঁকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে না, কিংবা তাঁকে সবসময়কার জন্য আমাদের মাঝে ধরেও রাখে না। একটি উপাসনালয় হচ্ছে আমাদের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করার স্থান, যেখানে আমরা সকল বিশ্বাসীরা সমবেতভাবে একত্রে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি; কিন্তু ঈশ্বর বসবাস করার জন্য কোন ধরনের আশ্রয় স্থান বা আবাস স্থল চান না, কিংবা কোন জাক্জমকপূর্ণ বা বিলাসবহুল স্থাপনাও তিনি চান না, যাতে করে তাঁর উপস্থিতি আরও মহিমা মণ্ডিত হয়। একটি ধার্মিক এবং সৎ হৃদয়, মানুষের হাতে নির্মিত কোন উপাসনালয় নয়, যা ঈশ্বর আত্মা দ্বারা নির্মিত, সেখানেই তিনি বাস করেন এবং সেখানেই তিনি বাস করে আনন্দিত হন। দেখুন ১ রাজাবলি ৮:২৭; যিশাইয় ৬৬:১, ২।

৩. তাঁর হন না, *therapeuetai*, তিনি সেবিত হন না কিংবা তাঁর পরিচর্যা করা হয় না মানুষের হাতে, যদিও তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই, পদ ২৫। যিনি সমস্ত কিছু নির্মাণ করেছেন এবং যিনি সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি আমাদের কোন সেবায় উপকৃত হতে পারেন না, তাঁর তা কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমরা তাঁর কাছ থেকে সব কিছু গ্রহণ করে থাকি, তাহলে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেই কারণে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর নিজের সমস্ত চাহিদা নিজেই পূরণ করতে পারেন এবং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের সেবা ও পরিচর্যা কাজে ঈশ্বরের কী প্রয়োজন রয়েছে, কিংবা আমরা তাঁকে কী দিয়ে উপকৃত করতে পারি, যেখানে তিনি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যথার্থ, সেই সাথে আমাদের কাছে যা কিছু উত্তম রয়েছে তার সবই যেখানে তাঁর কাছ থেকে এসেছে? দার্শনিকেরা নিশ্চয়ই এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে, ঈশ্বরের আমাদের কোন সেবা বা পরিচর্যা কাজের প্রয়োজন নেই; কিন্তু বর্বর পৌত্তলিকেরা তাদের দেবতার উদ্দেশে মূর্তি, মন্দির এবং বেদী নির্মাণ করে এবং সেখানে তারা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে পশু বলি দেয়, যেন তাদের দেবতাদের বাসস্থান এবং খাবারের প্রয়োজন রয়েছে। দেখুন ইয়োব ৩৫:৫-৮; গীতসংহিতা ১:৮।

৪. এটি আমাদের সকলকে এ বিষয়ে সচেতন করে যেন আমরা সকলে ঈশ্বরের জন্য অনুসন্ধান করি (পদ ২৭): তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের খোঁজ করা উচিত, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁকে সঠিক উপায়ে ভয় করা এবং তাঁর উপাসনা করা। এই কারণে ঈশ্বর মানব সন্তানদেরকে তাঁর প্রতি এক চিরাচরিত নির্ভরতার জালে আটকে রেখেছেন, যেন তারা তাদের জীবন এবং তাদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য তাঁর উপরে সবসময় নির্ভর করে, যাতে করে তিনি তাদেরকে সবসময় তাঁর অধীনতায় ধরে রাখতে পারেন। আমাদের কাছে

এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে যে, আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে, আমাদের উপরে তাঁর প্রভুত্ব রয়েছে, তাঁর কর্তৃত্ব আমাদের জন্য যত্ন নেয় এবং তিনি আমাদের জন্য পুরস্কার রেখেছেন যেন আমরা তাঁর কাছে আসি এবং জিজ্ঞেস করি, আমাদের নির্মাতা ঈশ্বর কোথায়, আমার নির্মাতা ঈশ্বর কোথায়? যিনি আমাদের রাত্রিকালে শক্তি প্রদান করেন, যিনি ভূতলের পশুদের অপেক্ষা আমাদের অধিক শিক্ষা দেন, যিনি আকাশের পক্ষীদের অপেক্ষা আমাদেরকে অধিক বুদ্ধিমান করেন? ইয়োব ৩৫:১০, ১১। যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, কোন কিছুই আমাদের কাছে এর চেয়ে আর বেশি শক্তিশালী হতে পারে না, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতি দান করে থাকে এবং সেই কারণে আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের স্বার্থের দিকে না তাকানো, বিশেষ করে আমাদের নিজেদের আত্মার মহান ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার দিকে না তাকানো, বরং তাঁর সম্মান এবং মর্যাদা দানের জন্য এবং তার সেবা কাজের জন্য খোঁজ করা, সেই সাথে তার অনুগ্রহ এবং ভালবাসা লাভ করার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের জন্য সুখ খুঁজে বের করা। যদি আমরা এ সবের দিকে মনোযোগ দিই এবং এর পিছনেই আমাদের সমস্ত সময় ব্যয় করি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি দায়বদ্ধতা এই দু'টোকেই আমাদের জীবনের সাথে মিশ্রিত করতে সক্ষম হব। তথাপি এই আবিষ্কার এতটাই অন্ধকারে ছিল, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সাথে এর তুলনায় এবং সেই কারণে আমরা তা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলাম, তাই ঈশ্বর নিজেই আমাদেরকে খুঁজে নিয়েছেন এবং তাঁর কাছে আশ্রয় দিয়েছেন।

(১) এটি খুবই অনিশ্চিত একটি বিষয় যে, এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল কি না, তবে এটি হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত অভিযান: তারা নিশ্চয়ই তাই চাইছিল।

(২) তারা যদি ঈশ্বরের কোন একটি অংশ খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে তাদের কোন বিশেষ দ্বিধাজনক ধারণা রয়েছে; তারা অবশ্যই তাঁকে অনুভব করতে পেরেছে, যেভাবে মানুষ অন্ধকারের মাঝে বা দিনের আলোতেও অন্ধ মানুষ হাতড়ে হাতড়ে তাদের পথ খুঁজে পায়, কিন্তু তারা নিশ্চিত হতে পারে না যে, আসলেই তারা সঠিক পথ ধরে এগোচ্ছে কি না।। এটি খুবই সন্দেহজনক একটি ধারণা, যা তাদের কবি মানুষ এবং ঈশ্বরের সম্পর্কের ব্যাপারে লিখেছেন এবং তা খুবই সাধারণ একটি উপস্থাপনা, আমরা তাঁর সন্তান; যেভাবে তাদের দার্শনিকেরাও চিন্তা করেছিল। পীথাগোরাস বলেছিলেন, *Theion genos esti brotoios*– মানুষের মধ্যে এক ধরনের স্বর্গীয় সত্তা রয়েছে। হেরাক্লিটাসকে (*apud Lucian*) প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষ কী? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *Theoi thnetoi*– মরণশীল দেবতা; এবং দেবতা কী? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, *athanatoi anthropoi*– অবিনশ্বর মানুষ। পিন্ডার বলেছেন (*Nemean, Ode* 6), *En andron hen theon genos*– ঈশ্বর এবং মানুষ খুবই নিকট সম্পর্কীয়। এটি খুবই সত্য যে, আমাদে যে জ্ঞান রয়েছে তা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটি খুবই দ্বিধাজনক একটি জ্ঞান। এর মধ্য দিয়ে আমরা

শুধুমাত্র তাঁকে অনুভব করতে পারি। আমাদের এই কারণে অবশ্যই কৃতজ্ঞা হওয়া উচিত যে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমরা পরিষ্কারভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারি, যা আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে জানতে পারি না; আমরা এখন শুধুমাত্র তাকে অনুভব করি না, বরং সেই সাথে আমরা তার দিকে তাকাতে পারি এবং নিজেদের চোখে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পারি।

ঘ. তিনি তাদের সকলকে আহ্বান করেছিলেন যেন তারা তাদের পৌত্তলিকতার জন্য অনুতাপ করে এবং সেখান থেকে ফিরে আসে, পদ ৩০, ৩১। এটি হচ্ছে এথেন্সে পৌলের প্রচারের ব্যবহারিক অংশ; তিনি এখানে তাদের কাছে ঈশ্বরকে ঘোষণা করছেন (পদ ২৩), তিনি সঠিকভাবে তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে মন পরিবর্তন করে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদেরকে আরও শিখিয়েছেন বিশ্বাসের সাথে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে চলার জন্য, যদি তারা তাঁর কথা শোনার মত ধৈর্য রাখে। তাদেরকে এই সকল দেবতাদের পূজা করার নেপথ্যে অসারতা দেখানোর পর তিনি তাদেরকে আর বোকার মত পুরানো পূজা অর্চণায় ফিরে যাওয়ার জন্য নিষেধ করছেন, কিন্তু তাদেরকে জীবন্ত এবং প্রকৃত সত্যিকার ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. অযিহূদীদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণ, যখন তাদের কাছে সুসমাচার এসে পৌঁছায় নি: ঈশ্বর এই অজ্ঞানতার যুগের দিকে তাকিয়েছেন।

(১) তারা এক মহা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। ঠিক খ্রীষ্টের সময়ের আগে অযিহূদীদের মধ্যে মানবীয় শিক্ষা দীক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু তারা ঈশ্বরের জ্ঞানে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। তারা নিশ্চয়ই অজ্ঞ এবং অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, যারা জানে না যে, কী করে ঈশ্বরকে প্রশংসা দিতে হয় বা তাঁর উপাসনা করতে হয়; পৌত্তলিকার অপর নামই হল অজ্ঞতা।

(২) এই অজ্ঞানতার কালে ঈশ্বর দৃষ্টিপাত করলেন। বিষয়টিকে এভাবে দেখুন:-

[১] এক স্বর্গীয় বিচার হিসেবে। ঈশ্বর এই অজ্ঞতার যুগকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তিনি তাদের কাছে তাঁর সুসমাচার প্রেরণ করেন নি, এখন তিনি যেভাবে তা দিচ্ছেন। এটি দেখাটা তাঁর জন্য খুবই অপমানজনক যে, তাঁর প্রাপ্য গৌরব ও সম্মান আরেক জনকে দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি নিশ্চয়ই সেই সময়কে ঘৃণা করবেন এবং প্রত্যাখ্যান করবেন।

[২] আবার অনেকে বিষয়টিকে দেখেন স্বর্গীয় ধৈর্য এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত হিসেবে। তিনি এই সময় তাদের দিকে তাকিয়েছেন কিন্তু তিনি তাঁর ভাববাদী পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে এই পৌত্তলিকতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি, যা তিনি ইস্রায়েলের ক্ষেত্রে করেছিলেন। তিনি তাদেরকে এই পৌত্তলিকতার জন্য শাস্তি দেন নি, যা তিনি ইস্রায়েলের ক্ষেত্রে করেছিলেন; কিন্তু তিনি তাদেরকে তাঁর কর্তৃত্বের এবং পরিচালনার উপহার দান করেছেন, প্রেরিত ১৪:১৬, ১৭। তোমরা এই সকল কাজ করেছ, আর আমি নিশ্চুপ ছিলাম, গীতসংহিতা

৫০:২১। তিনি তাদেরকে এ ধরনের আহ্বান জানান নি এবং তাদেরকে অনুতাপ করতেও বলেন নি যা তিনি এখন করছেন। তিনি তাদেরকে একাকী থাকতে দিয়েছেন। যেহেতু তারা যে আলো পেয়েছিল তাকে তারা আরও উন্নত করে নি, বরং তারা নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞানতায় ডুবে ছিল, সেই কারণে তিনি তাদেরকে এর চেয়ে বড় আলো আর দান করেন নি। কিংবা, তিনি তাদের প্রতি দ্রুত এবং নিষ্ঠুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তিনি তাদের জন্য দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করেছেন, কারণ তারা তাঁর জ্ঞানকে অবহেলা করেছিল এবং অজ্ঞানতায় ডুবে ছিল, ১ তীমথিয় ১:১৩।

২. ঈশ্বর অযিহূদীদের পৃথিবীকে যে আদেশ দান করলেন সুসমাচারের মধ্য দিয়ে, যা এখন তাদের কাছে প্রেরণ করা হল: তিনি এখন সকল মানুষকে যে যেখানে আছে সেখানেই তাকে অনুশোচনা এবং মন পরিবর্তন করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন, দেবতা এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে দিয়ে সত্যিকারের জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এখন তাদের সময় হয়েছে প্রত্যেকটি পাপের জন্য লজ্জিত এবং দুঃখিত বোধ করার এবং তাদের প্রতিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উৎফুল্ল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্য।

(১) এটি হচ্ছে ঈশ্বরের আদেশ। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি অনুগ্রহের বিষয় যে, তিনি আমাদের জন্য অন্ততপক্ষে অনুতাপ করার জন্য সুযোগ রেখেছেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাতে অবধান করতে হবে; কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি, তিনি আমাদেরকে আরও কিছু দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে আমাদেরই মঙ্গলের জন্য তার নিজ কর্তৃত্বে চালিত হতে হবে এবং তিনি আমাদের জন্য এই দায়িত্ব তৈরি করেছেন, যেন আমরা তা সঠিকভাবে পালন করি।

(২) এটি সকল মানুষের জন্য তাঁর আদেশ, সকল স্থানের মানুষের জন্য– মানুষের জন্য, স্বর্গদূতদের জন্য নয়, যাদের তা প্রয়োজন নেই,– মানুষের জন্য, শয়তানের জন্য নয়, যে এর সুফল কোন দিনই লাভ করতে পারবে না– সকল স্থানের সকল মানুষের জন্য; সকল মানুষকে তাদের অনুশোচনার জন্য কাজ করতে হবে এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণে অনুতাপ করতে হবে এবং সকল মানুষকে এই মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাদেরকে এখান থেকেই সুফল লাভ করতে হবে। প্রেরিতদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সকল স্থানে প্রচার করার জন্য। ভাববাদীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল যিহূদীদের মন পরিবর্তনের আদেশ দেওয়ার জন্য; কিন্তু প্রেরিতগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল সকল জাতির কাছে অনুতাপ এবং মন পরিবর্তনের প্রচার করার জন্য।

(৩) এখন এই সুসমাচারের সময়ে আরও একাগ্রভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি আগের চাইতে অনেক বেশি করে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এখন অনুতাপ এবং মন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আগের চাইতে অনেক বেশি উন্মুক্ত এবং এর প্রতিজ্ঞা আরও বেশি করে নিশ্চিত করা হয়েছে; আর সেই কারণে এখন তিনি আশা করছেন যে, আমরা সকলে মন পরিবর্তন করবো। "এখন মন পরিবর্তন কর; এই মুহূর্তে কর, এই ক্ষণেই কর, মন পরিবর্তন কর; কারণ তোমরা বহু দিন ধরে পাপ করে আসছো। এখন তোমাদের মন

পরিবর্তন এবং অনুতাপ করার সময় হয়েছে, কারণ এখনই তা না করলে বহু দেরি হয়ে যাবে।"

৩. এই আদেশ পালন করার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ, যা আসন্ন বিচারের কারণে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদেরকে আদেশ করেছেন মন পরিবর্তন করার জন্য, কারণ তিনি এমন একটি দিন নির্ধারণ করেছেন যে দিনটি তিনি এই পৃথিবীকে ধার্মিকতায় বিচার করবেন (পদ ৩১) এবং এখন তিনি সুসমাচারের অধীনে অন্য এক পৃথিবীতে এই মন পরিবর্তনের অবস্থান আবিষ্কার করছেন, যা আগে কখনো করা হয় নি। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) যে ঈশ্বর এই পৃথিবী নির্মাণ করেছেন, তিনিই তা বিচার করবেন; যিনি মানব সন্তানদেরকে তাদের সত্তা এবং তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন, তিনিই তাদেরকে এই সব কিছুর জন্য দায়বদ্ধ করতে পারেন এবং তার সেই ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি তাদের কাছ থেকে এর জন্য মূল্য আদায় করে নিতে পারেন, যেখানে শরীর আত্মার অধীনে থেকে ঈশ্বরের সেবা করে কিংবা আত্মা শরীরের অধীন হয়ে কাজ করে; এবং প্রতিটি মানুষ তাদের শরীরে যে কর্ম সাধন করা হয়েছে সে অনুসারে প্রতিফল পাবে, ২ করিন্থীয় ৫:১০। যে ঈশ্বর এখন এই পৃথিবীকে শাসন করেন, তিনিই এই বিচার করবেন, তিনিই তার শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বস্ত বন্ধুকে পুরস্কার দেবেন এবং বিদ্রোহীকে শাস্তি দেবেন।

(২) এখানে একটি দিন নির্ধারিত রয়েছে, যা সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে, যারা সময় অনুসারে কাজ করে এবং তারা তাদের অনন্তকালীন অবস্থানের জন্য একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ঈশ্বরের পরিচালনা পরিষদে এই দিনটি স্থির করা হয়েছে এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; কিন্তু একমাত্র তিনিই তা জানেন এবং অন্য কারও পক্ষে তা জানা সম্ভবও নয়। একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন, একটি পুরস্কার প্রাপ্তির দিন, একটি দিন যা সকল দিনের সকল সময়কে শেষ মুহূর্তে নিয়ে আসবে।

(৩) এই পৃথিবীকে ধার্মিকতায় বিচার করা হবে; যেহেতু ঈশ্বর নিজে ধার্মিক, সেহেতু অবশ্যই তিনি অন্যায়ের জন্য প্রতিদান দিতে বাধ্য করবেন; তিনি লোকদেরকে তাদের অনৈতিকতার জন্য বিচারে দাঁড় করাবেন। সকল মানুষের সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং তার কাজ একান্ত ভাবেই অব্যর্থ এবং সেই কারণে তাদের উপরে তার শাস্তি একান্তভাবেই ন্যায্য বলে প্রতীয়মান হবে। আর যেহেতু তাঁর কাছে এর বিপরীতে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না, সেই কারণে এর বিপক্ষে কোন ব্যতিক্রম থাকবে না।

(৪) ঈশ্বর এই পৃথিবীকে বিচার করবেন সেই মানুষটির দ্বারা যাকে তিনি এই দায়িত্ব হস্তার্পণ করেছেন, যিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউই নন, যার কাছে সকল বিচার আনা হবে। তাঁর মধ্য দিয়েই ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই তা উদ্ধার করছেন, তাঁর মধ্য দিয়েই তিনি তা পরিচালনা করছেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই তিনি এর

বিচার করছেন।

(৫) খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলাই হচ্ছে দ্রুততার এবং মৃত্যুর বিচারক হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের নিয়োগ এবং মনোনয়নের প্রমাণ। তাঁকে পুনরুত্থিত করে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে যে সম্মানের ভাগী করেছেন তাতে করে তাঁকে সত্যিকার বিচারকর্তা বলে প্রতীমান করা যায়। তাঁকে তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার মধ্য দিয়ে তাঁর সম্মানের সূচনা নির্ণয় করা যায়, এই পৃথিবীকে তাঁর বিচারের অধীনে আনার মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে এবং যথার্থতা অর্জন করেছে; এবং তিনি যিনি শুরু করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই তার শেষও করবেন। ঈশ্বর সকল মানুষকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এক যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছেন যেন তারা তার উপরে বিশ্বাস করতে পারে, যাতে করে তাদের সামনে আসন্ন এক বিচার উপস্থিত হয় এবং খ্রীষ্ট তাদের বিচারক হন; এই বিষয়টি আর সন্দেহ পূর্ণ নয়, বরং তা প্রশ্নাতীতভাবে সুনিশ্চিত। তার সকল শত্রু এর জন্য নিশ্চিত হোক, তারা তাঁর সামনে ভয়ে কাঁপুক; তাঁর সকল বন্ধু এর দ্বারা নিশ্চিত হোক এবং বিজয় উল্লাস করুক।

(৬) এই আসন্ন বিচারের বিবেচনা এবং সেই মহান হাত যা খ্রীষ্ট এই বিচারের মধ্য দিয়ে অর্পণ করবেন, তা অবশ্যই আমাদের সকলকে আমাদের পাপ থেকে মন পরিবর্তনের জন্য এবং সেসব থেকে ঈশ্বরের দিকে ফেরার জন্য আমাদেরকে নিয়োজিত করবে। এটিই হচ্ছে একমাত্র পথ যা বিচারককে এই দিনে আমাদের বন্ধু করবে, যা আমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দিন হতে পারতো সেই দিনে আমরা সকলে মরবো না, বরং বেঁচে থাকবো; কিন্তু সত্যিকারের মন পরিবর্তনকারীরা অবশ্যই তাদের হাত উত্তোলন করবে আনন্দ প্রকাশ কর-ার জন্য, কারণ তারা জানে যে, তাদের উদ্ধার হাতের খুব কাছেই এসে গেছে।

প্রেরিত ১৭:৩২-৩৪ পদ

আমরা এখানে এথেন্স বাসীদের কাছে পৌলের প্রচারের প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই।

ক. সামান্যই ভাল ফলাফল ছিল: অন্য যে কোন স্থানের মতই এথেন্সেও সুসমাচার প্রথমে খুবই সামান্য সাফল্য লাভ করেছিল; যেহেতু এখানকার দার্শনিকদের মধ্যে যিরূশালেমের ফরীশীদের মতই গর্ব এবং অহঙ্কার প্রচুর পরিমাণে ছিল, সে কারণে তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিরুদ্ধে তাদের মত উপস্থাপন করেছিল।

১. কেউ কেউ পৌল এবং তাঁর প্রচারকে অবজ্ঞা এবং ঠাট্টা তামাশা করেছিল। তারা তার কথা ধৈর্য সহকারে শুনেছিল যে পর্যন্ত না তিনি মৃতদের পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন (পদ ৩২) এবং এরপর তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করলো: তারা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। তিনি আগে যা বলেছিলেন তা ছিল এ ধরনের কথা যা তারা এর আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুনেছিলেন এবং তাদের মধ্যে মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থানের বিষয়ে

সামান্য ধারণা ছিল, যা এখানে ভবিষ্যৎ কালের অর্থে বলা হয়েছে; কিন্তু তিনি যেহেতু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের কথা বলছিলেন, যদিও তা স্বয়ং খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথাই তিনি বলছিলেন, তথাপি তা তাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল এবং তারা তা আর শুনতে পারে নি, কারণ তা তাদের দর্শনের মূল নীতির পরিপন্থী ছিল: *A privatione ad habitum non datur regressus*– জীবন যখন একবার হারিয়ে যায়, তখন তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। তারা তাদের বীরদেরকে তাদের মৃত্যুর পর সম্মানিত করেছে এবং দেবতার মর্যাদা দিয়েছে, কিন্তু তারা কখনোই তাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার কথা চিন্তাও করে নি, আর সেই কারণে কোন উপায়েই নিজেদেরকে খ্রীষ্টের এই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠর ঘটনার সাথে মানিয়ে নিতে পারছিল না; কীভাবে তা সম্ভ ব? এই মহান শিক্ষা, যা সাধু ব্যক্তিদের আনন্দ, তা তাদের ঘৃণার বিষয়; যখন এই বিষয়টি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হল যখন তারা এই কথার বিপরীতে ঠাট্টা করতে লাগল এবং তারা মনে করলো এটা অত্যন্ত হাসির কোন কথা। আমাদের কখনোই অবাক হওয়া উচিত নয়, যদি আমাদের পবিত্র সত্যের মহান নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বের বিপক্ষে কেউ উপহাস করে কিংবা ব্যঙ্গ করে ভ্রুকুটি করে।

২. অন্যরা এই বিষয়টি বিবেচনা করে ভেবে দেখার জন্য সময় চেয়েছিল; তারা বলেছিল, আমরা আপনার কথা আরেক দিন শুনবো। তারা বর্তমান সময়ে পৌল যা বললেন তার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়ানোর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছিল না, তাই তারা সময় নিয়েছিল। তারা পৌল যা বললেন তা মেনেও নেয় নি, আবার তা প্রত্যাখ্যানও করে নি; কিন্তু তারা বলেছিল, আমরা আরেক দিন আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনবো, এই মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে শুনবো। আমরা আপাতদৃষ্টিতে মনে করতে পারি যে, তারা সেই বিষয়টি উপেক্ষা করে গিয়েছিল যা একেবারেই পরিষ্কার এবং যাতে বিতর্ক করার কোন অবকাশ নেই। তারা এই বিলম্ব করার মধ্য দিয়ে যা একবারেই প্রশ্নাতীত তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল, তারা পরবর্তী সময়ে এই নিয়ে বিতর্ক করতে চাচ্ছিল। এভাবেই অনেকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যবহারিক সুফল লাভ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে, কারণ তারা আরও গভীর বিতর্কে জড়াতে চায় এবং মূল সত্যকে পাশ কাটিয়ে যায়; কিংবা বলা চলে, যার মধ্যে কিছুটা সমস্যা রয়েছে তার বিপক্ষে সে বিরোধিতা করে এবং যদি কোন মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই তা আবিষ্কার করতে হবে, তাকে অবশ্যই খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদ সম্পর্কে জানতে হবে, মানুষের নয়, যোহন ৭:১৭। তারা বর্তমানে যে মতবাদ চালু রয়েছে তার বিপক্ষে কথা বলবে না এবং এর সাথে বিতর্কে জড়াবে না, যেমন ফেলিক্স করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই নিজেদেরকে আরেকটি সুযোগ দান করবে; তারা অন্য কোন এক সময়ে আবারও তা শুনবে কিংবা অন্য কারও মুখে শুনবে, কিন্তু কখন তা তারা নিজেরাও জানে না; আর এভাবেই শয়তান সবসময় তাদেরকে তাদের সঠিক পথ থেকে সরিয়ে রাখে।

৩. পৌল এখানে এই পর্যায়ে তাদেরকে বর্তমানে তা বিবেচনার জন্য ছেড়ে দিলেন (পদ ৩৩): তিনি তাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন, কারণ তিনি এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে মঙ্গল

সাধন করার কোন উপায় দেখছিলেন না; কিন্তু সম্ভবত তিনি তাদের কাছ থেকে এই ধরনের নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন যে, তারা অন্য কোন এক সময় তাঁর কথা শুনবে এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদের সাথে সেখানে দেখা করবেন যেখানে তারা দেখা করতে ইচ্ছুক।

খ. তথাপি তাদের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের মধ্যে এই কথা কাজ করেছিল, পদ ৩৪। যদি একজন তাঁর কথা না শোনে তাহলে আরেক জন শুনবে।

১. তাদের মধ্যে কয়েক জন মানুষ ছিল, যারা পৌলর কথা শুনেছিল এবং তা বিশ্বাস করেছিল। যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন, তখন তারা তাঁর পিছু ছাড়ল না; যেখানেই তিনি গেলেন সেখানে তারা তাঁকে অনুসরণ করলো, কারণ তিনি যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা আরও বেশি করে শুনতে চেয়েছিল কারণ তারা তাতে বিশ্বাস করেছিল।

২. দু'টি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: একজন ছিলেন তৎকালীন এথেন্সের বিখ্যাত এক নাগরিক দিয়নুসিস (*Dionysius the Areopagite*), মহা বিচার সভা বা মহান আদালতের একজন সদস্য, যা এরিওপেগাসের বসতো, কিংবা মঙ্গল পবর্তের (Mars' Hill) একজন বিচারক, একজন পরিষদ সদস্য, তাদের মধ্যে একজন যাদের সামনে পৌলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছিল; তার বিচারকেরা মন পরিবর্তন করেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা এই দিয়নুসিস সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন, তাতে করে দেখা যায় যে, তিনি এথেন্সে বেড়ে উঠেছিলেন, তিনি মিসরে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, যেখানে তিনি আমাদের প্রভু ন পরিত্রাণকর্তার দুঃখভোগের সময়কার বিস্ময়কর ও আশ্চর্য সূর্যগ্রহণ অবলোকন করেছিলেন– এরপর তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং একজন পরিষদ সদস্য হন, পৌলের সাথে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেন এবং তাঁর সকল ভুল-ভ্রান্তি এবং মূর্তি পূজা থেকে মন পরিবর্তন করেন; এবং তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনা গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি এথেন্সে প্রথম বিশপ হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমরা দেখতে পাই ইউসেবিয়াস *lib.* 5, *cap.* 4; *lib.* 4, *cap.* 22 -এ। দামারিস নামক যে নারীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেকে ধারণা করেন যে, তিনি ছিলেন দিয়নুসিস এর স্ত্রী; তবে সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত নারী; এবং যদিও অন্যান্য স্থানের মত এথেন্সে প্রচুর ফসল উত্তোলন করা সম্ভব হয় নি, তথাপি সামান্য যে কয়েকজনকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাতে করে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৌলের পরিশ্রম বৃথা যায় নি।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৮

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. করিন্থে পৌলের আগমন, আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত কথপোকথন এবং যিহূদীদের সাথে প্রকাশ্যে তাঁর আলোচনা, যাদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি অযিহূদীদের দিকে মনোযোগ দেন, পদ ১-৬।

খ. সেখানে তাঁর পরিচর্যা কাজের বিরাট সাফল্য এবং খ্রীষ্ট তাঁকে একটি দর্শনের মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন সেখানে তাঁর পরিশ্রম চালিয়ে যান এবং আরও বেশি সাফল্য লাভের জন্য চেষ্টা করেন, পদ ৭-১১।

গ. বেশ কয়েক দিন পর তিনি যিহূদীদের কাছ থেকে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন, যা ঘটেছিল রোমীয় শাসক গাল্লিয়োর শীতল মনোভাবের কারণে, পদ ১২-১৭।

ঘ. করিন্থে বহু দিন অবস্থান করার পর পৌল নানা দেশে ঘুরে সাফল্য অর্জন করতে লাগলেন, যাতে করে যে সকল দেশে তিনি এর আগে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন তার বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি লাভের জন্য দেখভাল করতে পারেন, এই যাত্রাপুস্তক পথে তিনি যিরূশালেম সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনে গেলেন, পদ ১৮-২৩।

ঙ. আপল্লোর জ্ঞান বৃদ্ধির একটি বর্ণনা এবং মণ্ডলীতে তাঁর উপযোগিতা, পদ ২৪-২৮।

প্রেরিত ১৮:১-৬ পদ

আমরা দেখি না যে, পৌল এথেন্সে খুব একটা নির্যাতিত হয়েছেন, কিংবা তাঁকে সেখানে ষড়যন্ত্র করে বের করেও দেওয়া হয় নি, যেভাবে অন্যান্য স্থানে তিনি সাফল্য অর্জন করতে শুরু করলে যিহূদীরা তাঁকে সেখান থেকে বের কারে দিয়েছে; কিন্তু এখানে এথেন্সে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁকে খুবই শীতলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এবং তিনি সেখানে মঙ্গল সাধন করার জন্য খুবই কম সুযোগ পেয়েছেন, সে কারণেই তিনি এথেন্স ত্যাগ

করলেন এবং তিনি তাদের সান্নিধ্য থেকে সরে আসলেন, যাদেরকে তিনি বিশ্বাসে পরিবর্তিত করেছিলেন। তিনি সেখানে বিশ্বাসীদের দায়িত্ব দিয়নুসিসকে দিয়ে চলে আসেন এবং সেখান থেকে তিনি করিন্থে চলে আসেন, যেখানে তিনি একটি মণ্ডলী গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করছিলেন, যা অনেক দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে। করিন্থ সে সময় হয়ে উঠেছিল আখায়ার প্রধান শহর, রোমীয় সাম্রাজ্যের নতুন এক প্রদেশ, এক স্বচ্ছল এবং চমৎকার শহর। *Non cuivis homini contingit adire Corinthum*– সকল মানুষের করিন্থ শহর পরিদর্শন করার যোগ্যতা নেই। এই দেশটিকে পরবর্তী সময়ে নাম দেওয়া হয় মোরিয়া এবং এখনও এই নামেই এটি পরিচিত। এখন আমরা এখানে দেখতে পাই:-

ক. পৌল তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কাজ করেছিলেন, পদ ২, ৩।

১. যদিও তিনি ছিলেন একজন মেধাবী এবং বিদ্বান ব্যক্তি, তথাপি তিনি ছিলেন হস্ত শিল্পে দক্ষ একজন শিল্পী। তিনি তাঁবু তৈরি করতে পারতেন; তিনি সৈন্য এবং মেষ পালকদের জন্য তাঁবু তৈরি করতেন কাপড় দিয়ে কিংবা পশম দিয়ে, কিংবা (অনেকে মনে করেন যেভাবে সাধারণত তাঁবু তৈরি করা হত) প্রক্রিয়াজাত করা চামড়া বা পশুর চামড়া দিয়ে, যা তাঁবুর বাইরের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখান থেকেই বাসযোগ্য তাঁবুকে বলা হয়ে থাকে *sub pellibus*– চামড়ার নিচে বসবাস। ড. লাইটফুট আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, যিহূদীদের মধ্যে প্রথা ছিল তাদের সন্তানদেরকে কোন না কোন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান দান করা যাতে করে তারা কোন ধরনের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, যদিও তারা তাদের সন্তানদের জন্য সম্পত্তি রেখে যেত কিংবা তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলত। রব্বি যিহূদা বলেছেন, "যে তার সন্তানকে কোন হস্ত শিল্প শেখায় না, সে তার সন্তানকে চোর হতে শেখায়।" আরেকটি প্রবাদে পাওয়া যায়, "যে ব্যক্তির হাত কোন হস্তশিল্পে দক্ষ, সে যেন বেড়া দেওয়া আঙ্গুর-ক্ষেত।" একটি সৎ পেশা বা ব্যবসা, যার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তার রুটি রোজগার করতে পারে, তার প্রতি কখনোই অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয়। পৌল যদিও নিজে একজন ফরীশী ছিলেন এবং গমলীয়েলের পায়ের কাছে বসে বড় হয়েছেন, তথাপি তিনি যুবক বয়সে তাঁবু বানাতে শিখেছেন, তিনি তাঁর এই জ্ঞান ভুলে যান নি।

২. যদিও তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল বিভিন্ন স্থানে সুসমাচার প্রচার করা, মণ্ডলী স্থাপন করা এবং তিনি যে সমস্ত মণ্ডলী স্থাপন করেছেন সেগুলোর দেখাশোনা করা এবং সেই সাথে যাদের কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন তাদেরকে পুনরায় বিশ্বাসে শক্তিশালী করা। তথাপি তিনি তাঁর জীবিকার তাগিদে তাঁবু তৈরি করার কাজ বেছে নিয়েছিলেন, যা তাঁর জন্য আরও বেশি প্রশংসার বিষয়, যেহেতু তিনি যাদের কাছে সুসমাচারের বাণী প্রচার করছেন তাদের কাছে না চেয়ে তিনি নিজের জন্য নিজেই কাজ করছেন এবং নিজের চাহিদা নিজেই পূরণ করার চেষ্টা করছেন। দেখুন, পৌল কতটা নম্র ছিলেন এবং এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, এমন একজন মহান মানুষ নিজেকে কতটা নত করতে পারেন; কিন্তু

তিনি তাঁর প্রভুর কাছ থেকেই এই নম্রতা শিখেছেন, যিনি সেবা দিতে এসেছিলেন, সেবা পেতে নয়। দেখুন, তিনি কতটা পরিশ্রমী ছিলেন এবং তিনি ব্যথা বেদনা ও কষ্ট সহ্য করার জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অন্তরে অনেক উত্তম কর্ম সাধনের পরিকল্পনা ছিল, তথাপি যখন সুযোগ এসেছে, তখন তিনি এ কথা চিন্তা করেন নি যে, নিজের হাতে কাজ করলে তাঁর অসম্মান হবে। এমন কি যারা আইনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে তারাও তাদের শাস্তি থেকে কখনো রেহাই পায় না, তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে। দেখুন পৌল তাঁর পরিচর্যা কাজকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিরোধিতাকে আগে থেকে ঠেকাতে চেয়েছিলেন, এমন কি সবচেয়ে অন্যায্য এবং অযৌক্তিক বিতর্ক থেকেও তিনি তা প্রশ্নমুক্ত রাখতে চেয়েছেন; এই কারণে তিনি নিজের সাথে এই বিষয়টি বজায় রেখেছেন যাতে করে খ্রীষ্টের সুসমাচারের উপরে কোন ধরনের বোঝা আরোপিত না হয়, ২ করিন্থীয় ১১:৭; ২ থিষলনীকীয় ৩:৮, ৯।

৩. যদিও আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি এই কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজের সফরে কোন ছেদ ঘটান নি: তিনি আক্কিলা এবং প্রিষ্কিল্লার সাথে দেখা করেছিলেন, যারা এই একই পেশায় জড়িত ছিলেন, সেই কারণে তিনি কোন দৈনিক রোজগার পেতেন না, শুধুমাত্র জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ পেতেন। হতভাগ্য শিল্পীর নিশ্চয়ই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যদি সে তার নিজ জীবিকার নির্বাহের জন্য এমন কারও সাহায্য পায় যে সেই একই জীবিকায় নিয়োজিত। যদিও তারা কখনোই এই কাজ করে ধনী হতে পারতেন না বা সম্পদ সঞ্চয় করতে পারতেন না, তথাপি তারা তাদের পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ খুব ভালভাবেই করতে পারতেন।

৪. যদিও তিনি ছিলেন একজন মহান প্রেরিত, তথাপি তিনি আক্কিলা এবং প্রিষ্কিল্লার সাথে কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, তারা ঈশ্বরের বিষয়সমূহে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, যা পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই (পদ ২৬) এবং তিনি এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, তারা তাঁর জন্য যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রেরিত সাহায্যকারী, রোমীয় ১৬:৩। এটি তাদের জন্য একটি উদাহরণ, যারা কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য চায়, যারা তাদেরকে সবচেয়ে ভালভাবে তাদের আত্মার জন্য সাহায্য করতে পারবে। অবশ্যই তাদের সাথে কাজ করার জন্য বাছাই করতে হবে, যারা যীশু খ্রীষ্টেতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী হবেন। তাদেরকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের সাথে কথপোকথনে একত্রিত হওয়া খুবই ভাল, যাদের মধ্যে খ্রীষ্টের জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই এ ধরনের মানুষের সাহচার্য গ্রহণ করা উচিত, যারা প্রভুর সেবা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই আক্কিলা সম্পর্কে আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে:-

(১) তিনি ছিলেন একজন যিহূদী, কিন্তু পন্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পদ ২। বন্দীত্বের পর যখন যিহূদীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো, তখন অনেক যিহূদী এই দেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল, যা আমরা দেখতে পাই ১ পিতর ১:১ পদে।

(২) তিনি পরবর্তী সময়ে ইটালী থেকে করিন্থে আসেন। আপাতদৃষ্টিতে ধারণা করা যায়

যে, তিনি মাঝে মাঝে তার বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন; এই পৃথিবী আমাদের জন্য স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়।

(৩) ইটালী থেকে তার প্রস্থানের কারণ হতে পারে রোমীয় সম্রাট ক্লৌডিয়াস কৈসরের আদেশ, যার মাধ্যমে সমস্ত যিহূদীকে রোম থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল; কারণ যিহূদীদেরকে সাধারণত ঘৃণা করা হত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে অত্যাচার করা হত এবং তাদেরকে অপমানিত করা হত। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত জাতির অধিকার ছাপযুক্ত শকুনির মত হয়েছে, শকুনিরা চারদিকে তার বিরুদ্ধে এসেছে, যিরমিয় ১২:৯। আক্কিলা যদিও একজন খ্রীষ্টান ছিলেন, তথাপি তাকে রোম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি এর আগে একজন যিহূদী ছিলেন; এবং অযিহূদীদের মধ্যে জ্ঞানের এতই স্বল্পতা ছিল যে, তারা একজন যিহূদী এবং একজন খ্রীষ্টিয়ানর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারতো না। সিউটোনিয়াস ক্লৌডিয়াসের জীবন কালে এই আদেশের কথা উল্লেখ করেনে, যা তার রাজত্বের নবম বছরে জারি করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছেন, এই আদেশের কারণ ছিল, যিহূদীরা ছিল এক বিশৃঙ্খল জাতি– *assiduo tumultuantes*; এবং তা ঘটেছিল *impulsore Christo*– খ্রীষ্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে; অনেকে তাঁর বিষয়ে উৎসাহী ছিল, অন্যরা তাঁকে ঘৃণা করতো, যার ফলে উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল, যা সরকারকে বিরক্ত করছিল এবং সম্রাট এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন একজন দুর্বল চিত্তের ঈর্ষান্বিত শাসক, যিনি তাদের সকলকে চলে যেতে বলেছিলেন। যদি যিহূদীরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতন করে, তাহলে এতে করে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পৌত্তলিক জাতিরা তাদের উভয়কেই অত্যাচার করবে।

খ. এখানে আমরা দেখি পৌল যিহূদীদের কাছে প্রচার করছেন এবং তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে আবদ্ধ করার জন্য পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এরা ছিল স্থানীয় আদি যিহূদী এবং গ্রীক বংশোদ্ভূত যিহূদী উভয়েই, এর অর্থ হচ্ছে, তারা ছিল যিহূদী ধর্মের সাথে কম বেশি সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের মধ্যে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হত।

১. তিনি প্রতি সাব্বাথের দিনে বা বিশ্রামবারে সমাজ-ঘরে জনসমক্ষে তাদের সাথে আলোচনা করতেন। দেখুন, কীভাবে প্রেরিতগণ সুসমাচার প্রচার করতেন, বল প্রয়োগ এবং জোর অত্যাচার করে নয়, আগুন এবং তলোয়ার দিয়ে নয়, দাবী করে নয় কিংবা লোভ দেখিয়ে নয়, বরং স্বচ্ছ যুক্তি দেখিয়ে এবং আলোচনা করে; তারা একজন ব্যক্তির কথা ধরে তার সাথে আলোচনা শুরু করতেন এবং সে যা বলেছে তার প্রেক্ষিতে যুক্তি দেখাতেন এবং তাকে এর বিপক্ষে কথা বলার স্বাধীনতা দিতেন, তার জন্য সন্তোষজনক উত্তর প্রস্তুত থাকতো। ঈশ্বর আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যেন আমরা আসি এবং তার সাথে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করি (যিশাইয় ১:১৮) এবং পাপীদের কে আহ্বান জানাই যেন তারা তাদের কাজের স্বপক্ষে কারণ তৈরি করে এবং আমাদের সামনে কঠিন যুক্তি দাঁড় করায়, যিশাইয় ৪১:২১। পৌল যেন ছিলেন সুবক্তা ও যুক্তিবাদী, তেমনই তিনি ছিলেন পবিত্র শাস্ত্রের একজন চমৎকার প্রচারক।

২. তিনি তাদেরকে বিশ্বাসে আনা চেষ্টা করতেন– *epeithe*। এর অর্থ হচ্ছে:-

(১) তাঁর প্রচার কাজের গুরুত্ব। তিনি শুধুমাত্র তাদের সাথে যুক্তি দিয়ে তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা করতেন, বরং তিনি তাদের সাথে অনুকূল সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করতেন, তাদেরকে কাছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতেন এবং ঈশ্বরের আমন্ত্রণ তুলে ধরতেন, তাদের নিজেদের প্রয়োজন তাদেরকে বুঝিয়ে বলতেন, তাদের আত্মার পরিত্রাণ এবং তাদের সন্তানদের আত্মার পরিত্রাণের কথা বলতেন, যাতে করে তাদের কাছে যে পরিত্রাণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তা যেন তারা গ্রহণ করে। কিংবা:-

(২) তাঁর প্রচারের সুপ্রভাব। তিনি তাদের প্ররোচিত করেছিলেন, এর অর্থ হচ্ছে তিনি তাদেরকে এই পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য প্রেরণা যোগানোর মধ্য দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন; এমনটাই অনেকে অর্থ করে থাকেন। *In sententiam suam adducebat*– তিনি তাদেরকে তার নিজ মতানুসারী করলেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর যুক্তির কারণে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

৩. তথাপি তিনি এই বিষয়টিতে আরও বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, যখন তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর সঙ্গীরা তাঁর কাছে এসে পৌঁছালেন (পদ ৫): যখন সীল এবং তীমথি মাকিদনিয়ার থেকে এসে পৌঁছালেন এবং তাঁকে সেখানকার মণ্ডলীগুলোর ভাল খবর দিলেন এবং তাঁকে এখানে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং তাঁর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন পৌল অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে আরও বেশি করে আত্মায় শক্তিশালী হলেন, যা তাঁকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করলো তাঁর প্রচার কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা পেলেন। তিনি তাঁর দেশীয় যিহূদীদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষযে বাধা পেয়ে এবং তাদের গোড়ামি ও অন্ধত্ব দেখে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি সীল এবং তীমথির দেখা পেয়ে আবারও আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। তিনি তাদের মন পরিবর্তন করানোর জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং খ্রীষ্টের ভালবাসা তাঁকে এত বাধা বিপত্তির পরও এই কাজে নিবদ্ধ করে রেখেছিল (২ করিন্থীয় ৫:১৪): এই শব্দটিই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যা তাকে এই কাজ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। এভাবে প্রেরণা লাভ করার কারণে তিনি যিহূদীদের কাছে সব ধরনে ভাব গাম্ভীর্য এবং আন্তরিকতার দ্বারা পরীক্ষিত হলেন, যার ফলে তারা সকলে তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হল এবং তিনি তাদেরকে এই বলে নিশ্চিত করলেন এবং তাদের প্রতি এই বিশ্বস্ত উক্তি প্রকাশ করলেন এবং যা সকল প্রকার গ্রহণযোগ্রতার উর্ধ্বে, আর তা হচ্ছে, খ্রীষ্টই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, যে খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

গ. এখানে আমরা দেখি, তিনি অবিশ্বাসী যিহূদীদেরকে ত্যাগ করছেন এবং অযিহূদীদের দিকে ফিরছেন, যা তিনি অন্যান্য স্থানেও করেছেন, পদ ৬।

১. যিহূদীদের মধ্যে অনেকে এবং নিঃসন্দেহে তাদের বেশির ভাগই খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তাদের বিরোধিতা প্রদর্শন করেছিল এবং তারা সবচেয়ে দৃঢ় যুক্তি দেখাতে পারে নি

কিংবা তাদের এই বিতর্ক তাদেরকে জয়ী করতেও পারে নি, কিন্তু তারা নিজেদেরই বিরোধিতা করলো এবং ঈশ্বরনিন্দা করলো। তারা নিজেদেরকে সুসমাচারের বিরুদ্ধে এই অসম যুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল (এভাবেই শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে); তারা হাতে হাত রেখে এই সুসমাচারের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা নিজেরা তাতে বিশ্বাস করবে না এবং অন্যদেরকেও তারা এর প্রতি বিশ্বাস করা থেকে বিরত রাখবে। তারা এর বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করতে পারে নি, কিন্তু এর বিপরীতে তারা মন্দ কথা বলেছে এবং গালি গালাজ করেছে: তারা ঈশ্বরনিন্দা করেছিল, তারা খ্রীষ্টে বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কথা বলেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেও অপমান করেছিল, যেমনটি আমরা দেখতে পাই প্রকাশিত বাক্য ১৩:৫, ৬ পদে। তাদের অধার্মিকতা প্রমাণ করার জন্য তারা শেষ পর্যন্ত ঘৃণ্য ঈশ্বরনিন্দা করতেও বাধলো না।

২. এখানে পৌল ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে তাদের অবিশ্বাসের মাঝে ধ্বংস হওয়ার জন্য ফেলে রেখে যাচ্ছেন। যিনি তাদের কাছে সাক্ষ্য উপস্থাপন করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন (পদ ৫), যখন তারা তাঁর সাক্ষ্যের বিরোধিতা করলো, তখন তাঁকে অনুপ্রাণিত করা হল তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে (পদ ৬) এবং এখানে তিনি একটি চিহ্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন সূচিত করলেন: তিনি তাঁর বস্ত্র ঝাড়লেন, সেখান থেকে ধূলা ঝেড়ে ফেললেন (যেভাবে এর আগে প্রেরিতগণ তাদের পা থেকে ধূলা ঝেড়ে ফেলেছিলেন, প্রেরিত ১৩:৫১), যাতে করে সেগুলো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, আর এভাবেই তিনি নিজেকে তাদের মধ্য থেকে পরিষ্কার বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু একই সাথে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারের কথা বলে তাদেরকে ভয়ও দেখালেন। যেভাবে পীলাত তার হাত ধোয়ার মধ্য দিয়ে এই চিহ্ন প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের রক্তপাতের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করে তা যিহূদীদের উপরে আরোপ করছেন, ঠিক সেভাবে এখানে পৌল তাঁর গায়ের পোশাক থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে এ কথা প্রকাশ করলেন যে, তিনি তাদেরকে সম্ভাব্য যে ঘটনাগুলোর কথা বলেছেন তা অবশ্যই তাদের প্রতি ঘটবে।

(১) তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি তাদের আত্মার রক্তপাতের দায় থেকে মুক্ত ছিলেন, ঠিক একজন বিশ্বস্ত প্রহরীর মত তিনি তাদেরকে সতর্ক বার্তা দিয়েছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজ আত্মাকে উদ্ধার করেছেন, যদিও তিনি শত চেষ্টা করেও তাদের আত্মাকে উদ্ধার করতে পারেন নি। তিনি তাদেরকে পথে আনার জন্য সব ধরনের উপায়ে কাজ করেছেন, কিন্তু সবই বৃথা গেছে, সেই কারণে যদি তারা তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার হাতে সেই রক্তের দায় লেগে থাকবে না; এখানে এবং প্রেরিত ২০:২৬ পদে তিনি পরিষ্কারভাবে নহিমিয় ৩৩:৮, ৯ পদের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন পরিচর্যাকারীর জন্য তার নিজ বিবেকের সাক্ষ্য দেওয়া খুবই স্বস্তিদায়ক একটি কাজ, যার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করতে পারেন যে, তিনি বিশ্বস্তভাবে পাপীদের কে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন।

(২) তারা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি তারা তাদের বিশ্বাসহীনতার মধ্যেই জীবন-যাপন

করতে থাকে এবং এর দায় সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের জীবনের উপরে বর্তাবে: "তোমাদের রক্ত তোমাদের মাথার উপরেই বর্তাক, তোমরা নিজেরাই তোমাদের ধ্বংসকারী হলে, তোমাদের জাতি এই পৃথিবীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং ভিন্ন জগতেও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, আর তোমরা একাই এর দায় ভোগ করবে।" সুসমাচার সম্পর্কিত কোন কিছু যদি তাদেরকে ভীত করেই থাকে তবে তা নিশ্চয়ই একমাত্র পৌলের এই কথাগুলো।

৩. তাদের সাথে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলেও তিনি এখনও তাঁর কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করেন নি। যদিও ইস্রায়েল একত্রিত হয় নি, খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচার তথাপি গৌরবান্বিত হবে: এখন আমি অযিহূদীদের কাছে যাব; এবং যিহূদীরা এখন আর অভিযোগ করতে পারবে না, কারণ তাদেরকে প্রথম প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং এক উত্তম প্রস্তাব তাদের কাছে রাখা হয়েছিল। প্রথমে যে অতিথিদেরকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তারা না আসলেও ভোজের আনন্দ ম্লান হয়ে যাবে না; নিশ্চয়ই রাজপথ থেকে এবং সরু গলি থেকে অন্যদেরকে অতিথি হিসেবে ডেকে নিয়ে আসা হবে। "আমরা যিহূদীদেরকে একত্রিত করতে চেয়েছিলাম (মথি ২৩:৩৭), আমরা তাদেরকে সুস্থতা দান করতে চেয়েছিলাম (যিরমিয় ৫১:৯) এবং তারা তাতে রাজি হল না; কিন্তু খ্রীষ্ট এমন মস্তক নন যার কোন দেহ থাকবে না, তিনি এমন কোন ভিত্তি নন যার উপরে কোন দালান নির্মিত হবে না, আর সেই কারণে যদি তারা না আসে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অন্যদের উপরে চেষ্টা করে দেখবো।" এভাবেই যিহূদীদের পতন এবং বিনাশের কারণে অযিহূদীরা সুফল প্রাপ্ত হল; এবং পৌল তাদের মুখের উপরে এই সব কথা বলেছিলেন, শুধু যে তাদেরকে তাদের বিচারের কথা বুঝিয়ে ভীত করার জন্য তা নয়, বরং তাদের ভেতরে ঈর্ষা ও আগ্রহ একই সাথে জাগিয়ে তোলার জন্য, রোমীয় ১১:১২, ১৪।

প্রেরিত ১৮:৭-১১ পদ

এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে:-

ক. পৌল তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করলেন। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন, তোমরা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেও না (লূক ১০:৭), কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই কোন ব্যতিক্রম রয়েছে যা পৌল এখানে সাধন করেছেন। তিনি সমাজ-ঘর থেকে প্রস্থান করলেন, সেখানকার অবিশ্বাসী অযিহূদীরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল, তিনি সেখান থেকে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বাসায় গেলেন, যার নাম ছিল যুষ্ট, পদ ৭। আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই যে, তিনি এই লোকটির বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন, তবে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়, কারণ তিনি আক্কিলা ও প্রিষ্কিলার বাড়িতে উঠেছিলেন, তবে তিনি যুষ্টের বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রচার করার জন্য। যখন যিহূদীরা তাঁকে শান্তিতে তাদের মধ্যে কাজ করতে দিচ্ছিল না এবং তাঁকে তাঁর আশ্রয় স্থান থেকে বের করে দিয়েছিল, তখন এই সৎ ব্যক্তি তার ঘরের দরজা তাঁর জন্য খুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি সেখানে প্রচার করার জন্য আমন্ত্রিত এবং পৌল এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এটি এই প্রথম বারের মত ঘটে নি যে, ঈশ্বরের অবস্থিতি কোন ব্যক্তিগত গৃহে

অবস্থান করছে। যখন পৌল সমাজ-ঘরে প্রচার করার স্বাধীনতা পান নি, তখন তিনি ব্যক্তিগত গৃহে প্রচার করেছেন, সেখানে তাঁর প্রচারের বিষয় বস্তু এবং মূল নীতির সাথে কোন দ্বন্দ্ব ঘটে নি। কিন্তু এই লোকটি এবং তার গৃহের বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

১. লোকটি একজন যিহূদীর প্রতিবেশী ছিল; সে ছিল এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের উপাসনা করতো; সে কোন মূর্তি পূজারী ছিল না, যদিও সে ছিল একজন অযিহূদী, কিন্তু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপাসনা করতো এবং শুধুমাত্র তারই উপাসনা করতো, ঠিক কর্ণেলিয়াসের মত। পৌল নিশ্চয়ই যিহূদীদের প্রতি খুব বেশি রূঢ় আচরণ করেন নি, যদিও তিনি তাদেরকে ত্যাগ করে এসেছিলেন, তথাপি তিনি এই লোকটির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমন কি যখন তার সেখান থেকে অযিহূদীদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তখন পর্যন্ত তিনি প্রচার করার একটি সুযোগও হাতছাড়া করেন নি।

২. বাড়িটি ছিল সমাজ-ঘরের ঠিক পাশে, এর সাথে লাগোয়া ছিল, যা অনেকে এভাবে ধরে নেন যে, যে সমস্ত লোকেরা সমাজ-ঘরে আসতো তাদের মনোযোগ সেখান থেকে এই প্রচারের দিকে নিয়ে আসার কারণেই পৌল মূলত এই বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আমি মনে করি তিনি শুধুমাত্র সৌজন্য রক্ষার খাতিরেই এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন এবং তিনি তিনি নিশ্চয়ই তাদের কাছে আবার ফিরে যেতেন যদি তারা আবার তার বাণী শুনতে আগ্রহী হত এবং যদি তারা তাকে আর কোন বিপক্ষতার মুখোমুখি না করতো কিংবা ঈশ্বরনিন্দা করার অভিযোগে অভিযুক্ত না করতো।

খ. পৌল তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিশ্রমের সুফল দেখতে পেলেন, একাধারে যিহূদীদের মধ্যে এবং সেই সাথে অযিহূদীদের মধ্যেও।

১. ক্রীস্প ছিলেন একজন যিহূদী, একজন সুপরিচিত যিহূদী, যিনি ছিলেন সমাজ-ঘরের প্রধান নেতা। তিনি এবং তার পুরো পরিবার যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন, পদ ৮। এটি সুসমাচারের জন্য একটি সম্মানের বিষয় যে, সেখানে কয়েকজন শাসক ছিলেন এবং মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের প্রশাসনের প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন, যারা সুসমাচার গ্রহণ করেছিলেন। এতে করে যিহূদীরা অবশ্যই এক মহা লজ্জার মধ্যে পড়েছিল, কারণ তাদের সমাজ-ঘরের শাসকেরা, যারা নিশ্চয়ই তাদের জ্ঞানের দিক থেকে সবার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ, তারাই তাদের যিহূদী ধর্মের বেড়াজাল ভেঙ্গে সুসমাচরে বিশ্বাস করেছিল এবং তথাপি তারা এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করে যাচ্ছিল এবং এর বিরোধিতা করছিল। তিনিই শুধু নন, তার পুরো পরিবার বিশ্বাস করেছিল এবং সম্ভবত তারা সকলে পৌলের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, ১ করিন্থীয় ১:১৪।

২. অনেক করিন্থীয়, যারা অযিহূদী ছিল (এবং আপাত দৃষ্টিতে যারা মন্দ চরিত্রের ছিল, ১ করিন্থীয় ৬:১১, তোমাদের মধ্যে অনেকে এ ধরনের ছিলে), সুসমাচারের বাণী শুনেছিল, বিশ্বাস করেছিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। প্রথমে তারা শুনেছিল, কারণ বিশ্বাস আসে শ্রবণের মধ্য দিয়ে। সম্ভবত অনেকে পৌলের কাছে এই বিষয়ে জানতে এসেছিল যে, তারা

সঠিক পথে আছে না ভুল পথে আছে; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই হয়তো বা এসেছিল কৌতূহলের কারণে, কারণ সেখানে এক নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারিত হচ্ছিল; কিন্তু তা শোনার পর তারা বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বরের ক্ষমতা তাদের উপরে কাজ করেছিল; এবং বিশ্বাস করার পরে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টের জন্য জীবন-যাপন করতে শুরু করেছিল, তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেলি এবং তাদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সকল প্রকার প্রতিজ্ঞা এবং সুযোগ সুবিধার আওতায় নেওয়া হল।

গ. পৌলকে একটি দর্শনের মধ্য দিয়ে করিন্থে তাঁর প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হল (পদ ৯): প্রভু যীশু রাতের বেলায় দর্শনের মধ্য দিয়ে পৌলের সাথে কথা বললেন; যখন তিনি তাঁর প্রচার কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন এবং বিছানায় শুয়ে তিনি প্রভুর সাথে অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন করছিলেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন যে, তিনি এখানে কাজ চালিয়ে যাবেন কি যাবেন না, এখানে তাঁর কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করা উচিত এবং এখানে মঙ্গল সাধন করার আর কী কী সুযোগ রয়েছে, সে সময় খ্রীষ্ট তাঁর সামনে হঠাৎ করে এসে আবির্ভূত হলেন এবং তার মনের ভেতর ভেতরে অজস্র চিন্তা থাকা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় এক স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল।

১. তিনি সুসমাচার প্রচার করার জন্য তার সেই মহান আদেশ পুনরায় প্রাপ্ত হলেন এবং তাকে এই দায়িত্বে নবায়ন করা হল: " যিহূদীদেরকে ভয় কোরো না; যদিও তারা খুবই হিংস্র এবং সম্ভবত তারা তাদের প্রধান নেতার মন পরিবর্তনের কারণে তারা আরও বেশি আক্রোশে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। শহরের শাসকদেরকে ভয় পেয়ো না, কারণ তোমরা বিপক্ষে তাদের কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু উপর থেকে তাদেরকে যা করতে বলা হবে তারা শুধু তা ই করবে। আর তাই স্বর্গ থেকে তোমাকে এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা করছো তা সাহসিকতার সাথে কর। তাদের কথায় ভয় পেয়ো না, তাদের দৃষ্টিতে ম্রিয়মান হোয়ো না; কিন্তু কথা বল এবং নীরব থেকো না; তাদের কাছে কথা বলার একটি সুযোগও যেন হাতছাড়া না হয়; চিৎকার করে বল, চুপ করে থেকো না। ভয়ের কারণে তাদের কাছে কথা বলা থেকে বিরত থেকো না, কিংবা চুপ করে থেকো না" (যদি আমি তা বলতে পারি); "লজ্জার সাথে কিংবা সাবধানতার সাথে কথা বোলো না, বরং পরিষ্কারভাবে এবং পূর্ণভাবে এবং সাহসিকতার সাথে কথা বল। কথা বল; তোমাদের আত্মার সকল স্বাধীনতা প্রয়োগ কর, যা খ্রীষ্টের দূত হিসেবে কাজ করবে।"

২. তিনি তাঁকে তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলেন, যা ছিল তাঁকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং তাঁর ভেতরে জীবন ও আত্মাকে নবায়ন করার জন্য যথেষ্ট: "ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, আমিই তোমাকে রক্ষা করছি এবং তোমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমিই তোমাকে সকল প্রকার ভয় ভীতি থেকে মুক্ত করছি; কথা বল এবং নীরব হয়ে থেকো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি এবং তুমি যা বলবে আমি তার নিশ্চয়তা দান করবো, আমিও তোমার সাথে কাজ করবো এবং আমার চিহ্ন প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তোমার কথাকে আমি প্রমাণিত করবো।" সেই একই প্রতিজ্ঞা, যা এই মূল আদেশকে চালিত করেছিল (মথি ২৮:১৯ ২০), দেখ আমি সবসময় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে

আছি, এখানে তা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। যাদের সাথে খ্রীষ্ট রয়েছেন তাদের ভয় করার কিছুই নেই এবং তাদের কোথাও গিয়ে নিজেদেরকে সঙ্কুচিত রাখার প্রয়োজন নেই।

৩. তিনি তাঁকে নিরাপত্তার একটি নিশ্চয়তা দান করলেন, যাতে করে তিনি নিরাপদে থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন: "কোন মানুষ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না; তোমাকে সকল প্রকার দুষ্ট এবং বিপথগামী মানুষের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে এবং তারা তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে না, যেভাবে তোমাকে অন্যান্য স্থানে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।" তিনি এ কথা বলেন নি এবং এ কথা প্রতিজ্ঞা করেন নি যে, কোন মানুষ তাঁর বিরোধিতা করবে না (কারণ এরপরেই আমরা যে সংবাদ পাই তা হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে লোকেরা উঠেছিল এবং তারা তাঁকে বিচারকদের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল, পদ ১২), বরং তিনি বলেছেন, "কোন মানুষই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; তাদের সকল প্রকার ক্রোধ এবং আক্রোশ স্থিতিশীল করা হবে; এখানে তোমাকে প্রহারিত এবং কারাবন্দী হতে হবে না, যেভাবে ফিলিপীতে তুমি কষ্ট ভোগ করেছিলে।" পৌল তাঁর পরিচর্যা কাজের প্রথমত দিকে আরও বেশি কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেছেন, যা তিনি পরবর্তীতে আর এত পরিমাণে পান নি, আর এখন তিনি তাঁর পীড়নের সময় কালের বিপরীতে সান্ত্বনা ভোগ করছেন। সবসময় বিচার থাকবে না, গীতসংহিতা ৬৬:১০-১২। কিংবা আমরা আরও সাধারণভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে পারি: কোন মানুষ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, *tou kakosai se*– তোমার বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য, তোমাকে তারা যত কষ্টই দিক না কেন, তাতে করে তোমার সত্যিকার কোন ক্ষতি হবে না। তারা তোমাকে হত্যাও করতে পারে, কিন্তু তারা তোমার আত্মার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, " গীতসংহিতা ২৩:৪; যিশাইয় ৪১:১০।

৪. তিনি তাঁকে তাঁর সাফল্যের একটি নিশ্চয়তা দান করলেন: "কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে। এই কারণে তোমার কাজে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, কারণ আমি তোমার প্রতিটি কাজে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি এবং সেই কারণেই তুমি তোমার কাজে আনন্দের সাথে যাও এবং উদ্দীপনার সাথে যাও; কারণ এই শহরে এমন অনেকে আছে যারা তোমার পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে কার্যকরভাবে আহ্বান লাভ করবে, যাদের মন পরিবর্তনের ফলে তোমার আত্মা উল্লাস করবে।" *Laos esti moi polys*– আমার জন্য এখানে অনেক লোক আছে। প্রভু জানেন যে, কারা তাঁর এবং কারা তাঁর হবে; কারণ তাদের মধ্যে তাঁর যে কাজ সাধিত হয় তার মধ্য দিয়েই তারা তাঁর নিজের হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত কাজ তাঁর জ্ঞাত হয়েছে। "তারা আমার হয়েছে, যদিও তারা এখনও আমাকে চেনে না, যদিও তারা এখনও শয়তানের অধীনে থেকে তার ইচ্ছা অনুসারে চলছে; কারণ পিতা তাদেরকে আমার কাছে দিয়েছেন, যাতে করে তারা আমার সেবাকারী বংশ হিসেবে পরিণত হয়, আর আমি তাদের নাম জীবন-পুস্তকে লিপিবদ্ধ। আমি তাদের নাম লিখেছি এবং যাদেরকে আমার কাছে দেওয়া হয়েছে তাদের কাউকেই আমি হারাবো না। আমি তাদের গ্রহণ করেছি, কারণ আমি নিশ্চিত হয়েছিল যে, আমি তাদেরকে পাব;" যাদেরকে তিনি আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তাদেরকে তিনি আহ্বান

জানিয়েছিলেন। এই শহরে, যদিও এই শহর অনেক রকমের দুষ্টতায় এবং মন্দতায় ভরপুর, এখানে অশুচিতার ছড়াছড়ি রয়েছে এবং এখানে ভেনাস দেবীর মন্দিরও ছিল, সে কারণেই মনে হতেই পারে যে, সেখানে কোন গম নেই, সবই শ্যামাঘাস। কিন্তু সেখানে সবই তুষ নয়, সেখানে গম রয়েছে, আকরের মধ্যে শুধু খাদই নেই, সেখানে প্রকৃত স্বর্ণ রয়েছে। আমাদের অবশ্যই কোন স্থানের ব্যাপারে হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ এমন কি করিন্থেও খ্রীষ্টের অনেক মানুষ ছিল।

ঘ. এই দর্শনের মধ্য দিয়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করলেন (পদ ১১): তিনি করিন্থে দেড় বছর সময় অতিবাহিত করলেন, তবে তাঁর নিজের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নয়, বরং তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য, সেখানকার লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেহেতু এটি একটি শহর ছিল, সেই কারণে বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে আসতো, আর তিনি সবসময়ই নতুন এবং অপরিচিত লোকদের কাছে প্রচার করার সুযোগ পেতেন এবং অন্যান্য দেশেও তারা এই প্রচারের সংবাদ নিয়ে যেত। তিনি দীর্ঘ দিন সেখানে অবস্থান করলেন:-

১. কারণ তিনি তাদেরকে কাছে এনেছিলেন যারা তার থেকে দূরে ছিল। সেখানে খ্রীষ্টের অনেক লোক ছিল এবং তাঁর অনুগ্রহের ক্ষমতায় তিনি তাদের সকলকে এক মাস বা এক সপ্তাহের ভেতরে পরিবর্তিত করেছিলেন, যা সুসমাচারের প্রথম প্রচারের সময় ঘটেছিল, যখন হাজার হাজার মানুষ এক বারে জালে ধরা পড়েছিল; কিন্তু ঈশ্বর কাজ করেন বিভিন্ন উপায়ে। খ্রীষ্ট এখন করিন্থে যে লোকদের কথা বলছেন এদেরকে ধাপে ধাপে আহ্বান জানানো হবে, কাউকে কাউকে প্রচারের মধ্য দিয়ে, কাউকে অন্য কোন উপায়ে। আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, সব কিছুর ভার খ্রীষ্ট নিয়ে নিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরকে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে, যদিও তাদের সকলের কাজ একবারে করা সম্ভব নয়; শুধু তাই নয়, তারা এত ক্ষুদ্র সময়ে তা সম্পন্ন করতেও পারবেন না।

২. কারণ তিনি তাদেরকে বৃদ্ধি দান করতে চেয়েছিলেন যারা তাঁর পথে রয়েছে। যারা মন পরিবর্তন করেছে তাদের ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার রয়েছে এবং বিশেষভাবে করিন্থে পৌলের নিজের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ ভূমিতে উত্তম বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুরা এসে পড়ে এবং সেখান থেকে বীজ তুলে ফেলে, তারা হচ্ছে ভণ্ড ভাববাদী, সেই সব ঘৃণ্য মানুষ, যাদের ব্যাপারে পৌল করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর পত্রে অনেক অভিযোগ করেছেন। যখন যিহূদী নির্যাতনকারীদের হাত বেধে ফেলা হল, যারা ছিল সুসমাচারের ঘোষিত শত্রু, তখন পৌল আরও বিকট একটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন এবং মণ্ডলীর আরও বেশি করে ক্ষতি সাধিত হতে লাগল, আর এই ক্ষতি সাধন হতে শুরু করলো যিহূদী ভাবধারার প্রচারকদের জন্য, যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের নামে এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস প্রচারের নাম করে বরং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি ভেঙ্গে দিতে চাইছিল। পৌল করিন্থে আসার পর থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি থিষলনীকীয়দের কাছে তাঁর প্রথম পত্র লেখা শুরু করেছিলেন, যা তার স্বর্গীয় প্রেরণায় লিখিত পত্রগুলোর মধ্যে

ক্রমানুসারে প্রথম পত্র। এই একই মণ্ডলীর প্রতি লিখিত দ্বিতীয় পত্রটিও খুব বেশি বিলম্বে লেখা হয় নি। পরিচর্যাকারীরা তাদের লিখিত পত্রের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জন্য পরিচর্যা কাজ করতে পারেন এবং তাদের পরিচর্যাকৃত বিভিন্ন স্থানের খবরা-খবর নিয়ে তাদের জন্য আরও সুফল বয়ে নিয়ে আসতে পারেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা যেমন প্রচার করতে পারেন তেমনি পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারেন।

প্রেরিত ১৮:১২-১৭ পদ

এখানে আমরা করিন্থে পৌলের এবং তাঁর বন্ধুদের সামনে আসা কিছু বাধা বিপত্তির বর্ণনা পাই, তবে তা তাদের অনেক বেশি ক্ষতি করে নি, কিংবা এর জন্য সেখানে খ্রীষ্টের কাজ চালিয়ে যাওয়াতে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি।

ক. পৌলকে যিহূদীরা রোমীয় শাসনকর্তার সামনে অভিযুক্ত করলো, পদ ১২, ১৩। এই শাসনকর্তা ছিলেন গাল্লিয়ো, আখায়ার শাসক, যাকে বলা হয় proconsul; কারণ আখায় ছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রদেশ। গাল্লিয়ো ছিলেন বিখ্যাত সেনেকার ভাই; যুবক বয়সে তাকে ডাকা হত নোভেটাস নামে, কিন্তু পরবর্তীতে জুলিয়াস গাল্লিয়োর পরিবারে দত্তককৃত হন এবং তিনি সেখানে এসে গাল্লিয়ো নাম ধারণ করেন; তাকে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার ভাই সেনেকার নাম ধরে, যিনি ছিলেন একজন চমৎকার ন্যায়বান মানুষ এবং তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের ছিলেন; তাকে ডাকা হত *Dulcis Gallio*– সুমিষ্ট গাল্লিয়ো নামে। এই নামে তাকে ডাকা হত তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কারণে এবং তাকে সকলেই ভালবাসতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কতটা নিষ্ঠুর আচরণ পৌলের সাথে করা হয়েছিল এবং তাঁকে গাল্লিয়োর সামনে আনা হয়েছিল; যিহূদীরা সকলে এক সাথে পৌলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তারা পৌলের বিপক্ষে ক্ষতিকারীদের নেতা ছিল এবং তারা এক সাথে ষড়যন্ত্র করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিল। তারা এই কাজে খুবই উৎসাহী ছিল: তারা একমত হয়ে এসেছিল; তারা হাতে হাত রেখে এই মন্দ কাজে পা বাড়িয়েছিল। তারা ভীতি এবং আতঙ্ক প্রদর্শন করেছিল: তারা লোকদের মধ্যে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল এবং তারা তাড়াহুড়ো করে পৌলক বিচার সভায় নিয়ে গিয়েছিল এবং এই কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাকে বিচারের জন্য কোন প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেওয়া হয় নি।

২. কতটা মিথ্যের নাটক সাজিয়ে পৌলকে গাল্লিয়োর সামনে বিচারে অভিযুক্ত করা হল (পদ ১৩): এই ব্যক্তি ব্যবস্থার বিপরীতে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লোকদেরকে কুপ্রবৃত্তি দেয়। তারা কোনভাবেই পৌলের বিপক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা না করার জন্য কিংবা অন্য দেবতার পূজা করার জন্য লোকদেরকে প্ররোচিত করতে অভিযুক্ত করতে পারে নি (দ্বি. বি. ১৩:২): কিন্তু শুধুমাত্র ভিন্ন উপায়ে, তাদের মতে ব্যবস্থা বিরোধী উপায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য অভিযোগ এনেছে। রোমীয়রা যিহূদীদেরকে তাদের উপনিবেশে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অনুমতি দিয়েছিল। তাহলে সমস্যা কোথায়? যারা ঈশ্বরকে অন্য কোন উপায়ে

উপাসনা করবে তারা কি তাহলে অপরাধী হিসেবে গণিত হবে? তাদের এই নিয়মের মধ্যে কি জোর জবরদস্তির কথা বলা হয়েছে? কিন্তু এই অভিযোগ ছিল অন্যায্য; কারণ তাদের নিজেদের আইন-কানুনই তাদেরকে এই প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তাদের মধ্য থেকেই তিনি একজন ভাববাদীকে উঠাবেন, যার কাছে অবশ্যই তাদেরকে আসতে হবে এবং তাঁর কথা শুনতে হবে, যা অবশ্যই ব্যবস্থা অনুসারে; কাণ তিনি ব্যবস্থা ধ্বংস করতে আসেন নি, বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছেন। করিন্থে যারা যিহূদী ছিল, তারা উপাসনালয়ের সাথে সম্পৃক্ত আইন সঠিকভাবে মানতো না, কারণ তারা যিরূশালেম থেকে দূরে ছিল এবং তাদের মধ্যে সমাজ-ঘরে উপাসনার কোন অংশ ছিল না, যার বিরোধিতা পৌল করেছিলেন। আর এভাবেই যখন লোকদেরকে খ্রীষ্টতে ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলা হয়, সে সময় তারা ঝগড়া করার জন্য প্রস্তুত হয়, যেন তারা আইনের বিপরীতে তাঁর উপাসনা করার জন্য শিখেছে; যেখানে নিশ্চয়ই তা একটি সঙ্গতিপূর্ণ আইন।

খ. গাল্লিয়ো, তার প্রথম শুনানির সময়, কিংবা হয়তো বা পৌলের বিরুদ্ধে কোন ধরনের শুনানিই ধার্য করা হয় নি, কারণ তাঁর এই অধিকার খর্ব করা হয়েছিল এবং তারা তাঁর কোন ধরণের আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা শুনতে চায় নি, পদ ১৪, ১৫। পৌল তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে, তিনি মানুষকে আইনের বিপক্ষে গিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলেন নি; কিন্তু বিচারক যেহেতু তাঁকে এই বিষয়ে কোন শাস্তি দিতে চাইছিলেন না, সেই কারণে তিনি তাঁকে এর জন্য আর কোন ঝামেলায় ফেললেন না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তিনি নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, যে বিষয়ে তার আওতাধীন রয়েছে একমাত্র সেই বিষয়েই তিনি বিচার কাজ পরিচালনা করবেন। তিনি যিহূদীদেরকে বললেন, যারা ছিল পৌলের বিরুদ্ধে নির্যাতনকারীদের দল, "কোন প্রকার অপরাধ কিংবা দুষ্কর্ম যদি হত, তবে হে যিহূদীরা, তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো আমার পক্ষে যুক্তি সঙ্গত হত– যদি তোমরা এমন একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে যে চুরি করেছে কিংবা ধোঁকাবাজি করেছে, কিংবা হত্যা বা ধর্ষণ করেছে, কিংবা যে কোন অনৈতিক কাজ করেছে– তাহলে আমি তোমাদের এই অভিযোগ শুনতাম এবং এই বিচার পরিচালনা করা যুক্তি সঙ্গত মনে করতাম, যদিও সেই সমস্ত বিচার কাজ খুবই বিশৃঙ্খল এবং কোলাহলপূর্ণ।" এখানে যে সমস্ত অভিযোগকারী এসেছিল তাদের কোন ভাল উদ্দেশ্য ছিল না, যদি তাদের বিচারের উদ্দেশ্য ভাল কিছু হত তাহলে নিশ্চয়ই তাদের এই অভিযোগের সুষ্ঠু সুরাহা দেওয়া হত এবং নিয়ম অনুসারে তাদের বিচার পরিচালনা করা হত। কিন্তু:-

২. তিনি কোনভাবেই তাদের এই বিচার কাজ পরিচালনা করতে সম্মত হলেন না যা তার বিচারের আওতায় পড়ে না, বা তার বিচারের নীতির বহির্ভূত (পদ ১৫): "কিন্তু বাক্য বা নাম বা তোমাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যদি হয়, তবে তোমরা নিজেরাই তা মীমাংসা কর, আমি সেই প্রকার বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না। তোমরা এই বিচারের জন্য আবেদন করে আমার ধৈর্য পরীক্ষা কোরো না, কিংবা এই বিচার পরিচালনার জন্য আমাকে ত্যক্ত বিরক্ত কোরো না;" আর সেই কারণে যখন তারা এই বিষয়টি জরুরি বলে উত্থাপন

করেছিল এবং তারা এই বিচার কাজ করার জন্য গাল্লিয়োকে চাপাচাপি করছিল, তখন তিনি বিচারের আসন থেকে উঠে গেলেন (পদ ১৬) এবং তিনি আদেশ দিলেন আরেকটি বিচারের জন্য আহ্বান জানাতে। এখন দেখুন:-

(১) এখানে আমরা দেখি যে, গাল্লিয়োর আচরণে ন্যায্যতা ছিল এবং তা ছিল প্রশংসার যোগ্য– কারণ তিনি এমন কিছুর বিচারক হতে চান নি যা তিনি আদৌ বোঝেন না; তিনি যিহূদীদেরকে তাদের নিজেরদের ধর্মের বিষয়ে নিজেদেরকেই মীমাংসা করে নিতে বললেন, কিন্তু তথাপি তিনি তাদেরকে ফেলে যান নি এবং এ বিষয়ে আদেশ দিয়ে যান নি যে, তারা যেন পৌলকে মারধোর করে কিংবা তাকে নির্যাতন করে; কিংবা অন্ততপক্ষে তিনি নিজেকে তাদের আক্রোশের অস্ত্র হিসেবে পরিণত করেন নি এবং পৌলের বিরুদ্ধে বিচারের রায় দেন নি। তিনি এই বিষয়টিকে দেখেছেন তার বিচারের আওতার বহির্ভূত বিষয় হিসেবে, আর সেই কারণে তিনি এর মধ্যস্থতা হলেন না। কিন্তু:-

(২) তিনি যেহেতু জানতেন যে, এই আইন এবং ধর্ম জীবন্ত ঈশ্বরের বিষয়ে, সেহেতু নিশ্চয়ই তার এ সম্পর্কে কিছু না জানার যে কথা তিনি বলেছেন তা ভুল হয়েছে, কারণ নিশ্চয়ই তিনি এই জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন কোন উপায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়, যীশুই খ্রীষ্ট কি না, সুসমাচার একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ কি না, এগুলো কোন বাক্য বা নাম সম্পর্কিত বিষয় নয়, যেভাবে তিনি ব্যঙ্গ করে এবং উপহাস করে তাদের সাথে কথা বলেছিলেন। এই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে যদি তিনি সত্যিই এ সম্পর্কে জেনে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই এই বিষয়গুলোর মধ্যস্থতা করতে পারতেন। তিনি তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলছেন যেন তিনি ব্যবস্থা সম্পর্কে তার অজ্ঞানতার কারণে গর্ব বোধ করছেন এবং তিনি এর কারণে অহংকার বোধ করছেন, যেন তার জন্য ঈশ্বরের বিষয় একটি অপমানের বিষয় কিংবা এর সম্পর্কে জানতে চাওয়া তার জন্য অসম্মানের বিষয়।

গ. সোস্থিনিকে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হল এবং এই ঘটনায় গাল্লিয়োর নির্লিপ্ততা, পদ ১৭।

১. এই দু'টি দল আদালতে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল, যখন তারা সোস্থিনিকে নিয়ে আসলো এবং তাকে বিচার আসনের সামনে প্রহার করতে লাগল। এই বিষয়টি নিয়ে অনেক ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে, কারণ সোস্থিনি কে ছিলেন সে বিষয়ে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং যে সমস্ত গ্রীকরা তাকে লাঞ্ছিত করেছিল তারা কারা ছিল সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে কিংবা নানা ধরনের মতামত চালু রয়েছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বা সর্বজন স্বীকৃত ধারণাটি হচ্ছে, সোস্থিনি ছিলেন একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং পৌলের একজন কাছের বন্ধু, যিনি পৌলের বিচারের সময় তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য এবং তাঁকে এখান থেকে কোনভাবে মুক্ত করার জন্য, বা সহজভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য, যখন গাল্লিয়ো বিচার আসন থেকে উঠে গিয়েছিলেন; এই কারণে যখন তারা পৌলকে আর কোনভাবে সামনে এনে বিচারে সাব্যস্ত করতে পারলো না, তখন তারা তাঁর উপরে আক্রোশে পূর্ণ হল, যে ব্যক্তি তাঁকে সুরক্ষা দিতে

এসেছিল। এটি সুনিশ্চিত যে, পৌলের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন যার নাম ছিল সোস্থিনি এবং তিনি করিন্থে সুপরিচিত ছিলেন; সম্ভবত তিনি একজন পরিচর্যাকারী ছিলেন, কারণ পৌল তাকে তাঁর ভাই বলে সম্বোধন করেছেন এবং তিনি তার সাথে তাঁর করিন্থের প্রতি প্রথম পত্রে তার কথা উল্লেখ করেছেন (১ করিন্থীয় ১:১), যেভাবে তিনি তাঁর দ্বিতীয় পত্রে তীমথির কথা উল্লেখ করেছেন। তাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সমাজ-ঘরের নেতা হিসেবে, হয় তিনি ক্রীস্পের সাথে যৌথভাবে সমাজ-ঘর পরিচালনা করতেন, নতুবা তিনি ছিলেন একটি সমাজ-ঘরের শাসক এবং ক্রীস্প ছিলেন আরেকটি সমাজ-ঘরের শাসক। যে গ্রীকরা তাকে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করছিল, তারা খুব সম্ভবত হেলেনীয় যিহূদী ছিল, কিংবা যিহূদী গ্রীক ছিল, যারা সুসমাচারের বিরোধিতা করে যিহূদীদের সাথে যোগ দিয়েছিল (পদ ৪, ৬) এবং সেই সাথে স্থানীয় আদি যিহূদীরা, যারা সুসমাচারের বিরোধী ছিল, তারা তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছিল। তারা পৌলের বিপক্ষে এতটাই ক্রোধে পরিপূর্ণ ছিল যে, তারা এর জন্য সোস্থিনিকে প্রহার করেছিল; এবং তারা গাল্লিয়োর বিপক্ষেও ক্রোধান্বিত হয়েছিল, কারণ তিনি এই বিচার কাজ করতে সম্মত হন নি, তাই এর প্রকাশ ভঙ্গি হিসেবে তারা ঠিক গাল্লিয়োর বিচার আসনের সামনে সোস্থিনিকে প্রহার করেছিল, যার মাধ্যমে তারা আসলে এ কথাই বলতে চেয়েছিল যে, তারা গাল্লিয়োকে ভয় পায় না কিংবা তাকে মান্য করে না; যদি তিনি তাদের কোন বিচার কাজ না করেন তাহলে তারাও তাকে তাদের বিচারক হিসেবে মানবেন না।

২. আদালত এই বিষয়টির উপরে কোন ধরনের মন্তব্য করলো না বা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখালো না, কিংবা এই ব্যক্তিদের জন্যও কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো না। কিন্তু গাল্লিয়ো এই সকল বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। যদি এর মধ্য তিনি বুঝিয়ে থাকেন যে, তিনি এই খারাপ লোকদের ব্যাপারে কোন ধরনের ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে চান না, তাহলে তা অবশ্যই মেনে নেওয়া যায়। যেখানে তিনি আইন এবং বিধানের সমতায় বিশ্বাস করেন সেখানে নিশ্চয়ই সেই লোকদের অন্যায্য ক্রোধের বিচার করা তার উচিত ছিল; কিন্তু যদি এখানে এটি বোঝানো হয় যে, (যেভাবে ধরা হয়ে থাকে), তিনি নিজেকে এই ভাল মানুষটিকে প্রহার করার ঘটনার সাথে জড়াতে চাইছিলেন না, তাহলে এখানে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এবং এখানে তখন আমরা তার মন্দ চরিত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। এখানে আমরা দেখি বিচারের স্থানে মন্দ কাজ সংঘটিত হতে (যে বিষয়ে শলোমন অভিযোগ করে গেছেন, উপদেশক ৩:১৬) এবং একে কোনভাবেই সমর্থন দেওয়া যায় না। গাল্লিয়ো ছিলেন একজন বিচারক এবং তার অবশ্যই সোস্থিনিকে রক্ষা করা উচিত ছিল এবং গ্রীকদেরকে থামিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল সোস্থিনিকে আক্রমণ করার শাস্তি হিসেবে। যেহেতু একজন মানুষকে যদি বিরাট উন্মত্ত জনতা কোন উন্মুক্ত রাস্তায় বা বাজারে প্রহার করতে থাকে, তাহলে যেমন তাকে বাঁচাতে যাওয়া খুবই মুশকিল, সেভাবেই যদি কাউকে বিচারালয়ের সামনে নির্যাতন ও প্রহার করা হয় এবং তাকে যদি সাহায্য না করা হয়, তাহলে বলতে হয় এখানে বিচারের সমতা নেই। আক্ষরিক অর্থে সত্য রাস্তায় ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না; বস্তুতঃ চকে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে, ও সরলতা প্রবেশ করতে পায় না; সত্য হারিয়ে গেছে, দুষ্কর্মত্যাগী

লোক লুণ্ঠিত হচ্ছে, যিশাইয় ৫৯:১৪, ১৫। যারা ঈশ্বরের লোকদের কষ্ট দেখতে পায় এবং শুনতে পায় এবং তথাপি তাদের জন্য কোন সহানুভূতি আনে না, যারা তাদের উপরে দয়া করে না এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করে না, তারা সেই সমস্ত লোকের মত, যারা ধর্ম নিয়ে কোন মাথা ঘামায় না, তারা গাল্লিয়োর মত আত্মা বিশিষ্ট। যারা চোখের সামনে একজন ধার্মিক মানুষকে নির্যাতিত হতে দেখেও চুপ করে থাকে, তারা কোন কিছুরই পরোয়া করে না; তারা হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষের মত, যারা সিয়োনের সেই লোকদের মত যারা আরামে আয়েশে থাকতে পছন্দ করে এবং তারা যোষেফের কষ্টের কারণে নিজেরা কোন কষ্ট পায় না (আমোস ৬:৬), ঠিক যেন রাজা এবং হামনের মত, যারা বসে বসে পান আহার কর-ছিল, যখন শূশন শহর ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছিল, ইষ্টের ৩:১৫।

প্রেরিত ১৮:১৮-২৩ পদ

আমরা এখানে দেখতে পাই পৌল তাঁর যাত্রাপুস্তক পথে রয়েছেন, যেভাবে আমরা তাঁকে দেখি করিন্থে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, কিন্তু সে সময়েও তিনি খ্রীষ্টের পরিচর্য কাজ করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি সেখানে অবিরতভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই মঙ্গল কর্ম সাধন করেছেন। এখানে আমরা দেখি:-

ক. করিন্থ থেকে পৌলের প্রস্থান, পদ ১৮।

১. তিনি করিন্থে সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হওয়ার পরও সেখানে অবস্থান করেছেন এবং তিনি যেখানে তাঁর যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল তা সুসম্পন্ন করেছেন, তিনি সেখানে বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর পরই সেখান থেকে চলে যান নি, যেভাবে তিনি অন্যান্য স্থানে ঝড়ের সম্মুখীন হওয়ার পর পরই তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেছেন, কিন্তু সেভাবে তিনি করিন্থ থেকে চলে যান নি, কারণ সেই বাধা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা আবারও পড়ে গিয়েছিল। অনেকে এই কথা বলে থাকেন যে, গাল্লিয়ো ব্যক্তিগতভাবে পৌলের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁকে তার আনুকূল্যের কথা জানিয়েছিলেন, আর এর ফলে পৌল এবং সেনেকার মধ্যে কথোপকথনের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, যিনি ছিলেন গাল্লিয়োর ভাই, যার বিষয়ে কয়েকজন প্রাচীন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এরপরে পৌল আরও কিছু দিন তাদের মধ্যে অবস্থান করলেন এবং সুসমাচার থেকে শিক্ষা দিলেন। অনেক মনে করেন দেড় বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই দেড় বছর সময়কালের মধ্যেই পৌলের প্রতি এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনি এই দেড় বছর অতিক্রম হওয়ার পর করিন্থ ত্যাগ করেছিলেন। আর এই কারণে তাঁর পরিশ্রম বৃথা যায় নি, কারণ তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

২. যখন তিনি গেলেন, তিনি তাঁর ভাইদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিলেন এবং তিনি তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ করলেন, তিনি তাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সান্ত্বনা এবং যত্নের কথা প্রকাশ করলেন, সেই সাথে তাঁর বিদায়ের সময় তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, তাদের যা কিছু ভাল ছিল তার জন্য প্রশংসা করলেন এবং

তাদেরকে ভণ্ড ভাববাদীদের সম্পর্কে যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন; নিশ্চয়ই তাঁর বিদায় ভাষণ তাদের মনে সুস্পষ্ট ও কার্যকরী প্রভাব ফেলেছিল।

৩. তিনি তাঁর সাথে করে আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তারা তাঁর সঙ্গী হওয়ার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কারণ সম্ভবত তারা সে সময় আর একই স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইছিলেন না এবং তারা ভিন্ন কোন স্থানে গিয়ে সুসমাচারের পক্ষে কাজ করতে চাইছিলেন। তাদের সাথে পৌলের এক চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সেই কারণে তিনি যেখানে যেতে চেয়েছিলেন সেখানেই তারা তাঁর সাথে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।

৪. কিংক্রিয়া, যা করিন্থ বন্দর থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত নয়, সেখানে তারা এসেছিলেন, হয় পৌল নয় তো আক্কিলা এখানে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, কারণ মূল পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট নয় যে, আসলে কার কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে যে কেউ একজন নিজের চুল কেটে ফেলেছিলেন, যাতে করে তিনি নিজেকে নাসরীয় ব্রত থেকে মুক্ত করতে পারেন। তিনি কিংক্রিয়াতে মাথা মুণ্ডন করেছিলেন, কেননা তাঁর এক মানত ছিল। যারা সে সময় যিহূদীয়াতে বাস করতো, তাদেরকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই কাজটি মন্দিরে বসে করতে হত; কিন্তু যারা অন্যান্য প্রদেশে বাস করতো, তারা যে কোন স্থানে এই কাজটি করতে পারতো। নাসরীয়ের মাথা মুণ্ডন করতে হত, যে সময় তার ব্রত দুর্ঘটনাবশত ভেঙ্গে যেত এবং সাধারণত এ ক্ষেত্রে তাদেরকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হত। কিংবা অনেক সময় যখন পৃথক থাকার সময় পূর্ণ হয় (গণনা ৬:৯; ১৩:১৮)। অনেকে মনে করেন যে, এখানে যে ব্যক্তির মাথা মুড়ানোর কথা বলা হয়েছে তিনি আসলে আক্কিলা, যিনি ছিলেন একজন যিহূদী (পদ ২) এবং তিনি সম্ভবত তার যিহূদী ধর্মের নিয়ম-কানুন তখনও অনুসরণ করে চলতেন। কিন্তু আমি তার এই ব্রত পালনে কোন ধরনের সমস্যা দেখি না এবং এখানে যদি পৌল সম্পর্কেও এই কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলেও তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ তার বিষয়ে এই একই কথা পরেও বলা হয়েছে (প্রেরিত ২১ :২৪, ২৬), তিনি যেহেতু যিহূদীদের মধ্যে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন এবং যেহেতু তিনি নিজেও একজন যিহূদী ছিলেন, সেই কারণে (১ করিন্থীয় ৯:২০) যেন তিনি তাদের উপরে জয় লাভ করতে পারেন সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি এই আনুষ্ঠানিক মানত করেছিলেন এবং এই ব্রত পালন করেছিলেন। যদিও এ ধরনের আনুষ্ঠানিক আচার অনুষ্ঠানের চল উঠে গিয়েছিল, তথাপি এর আবেদন শেষ হয়ে যায় নি। যিহূদীদের নৈতিক ও আদর্শিক জীবনকে সুগঠিত করার জন্য এই ধরনের রীতির প্রয়োজন ছিল। নাসরীয়রা ভাববাদীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তারা (আমোস ২:১১) ইস্রায়েলের গৌরব সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কামনা করতেন (বিলাপ ৪:৭) এই কারণে এটি খুব বেশি অবাক হওয়ার মত কোন ঘটনা নয়, যদি পৌল নিজেকে কিছু সময়ের জন্য নাসরীয় ব্রতে আবদ্ধ করেন, নিজেকে আঙ্গুর রস এবং কড়া পানীয় থেকে দূরে রাখেন এবং নিজের চুল ছোট করা থেকে বিরত থাকেন, যাতে করে তিনি নিজেকে যিহূদী বলে পরিচয় দিতে

পারেন; এবং এখন থেকে তিনি নিজেকে সকল প্রকার দায় থেকে মুক্ত করলেন।

খ. ইফিষে পৌলের আহ্বান, যা ছিল নিম্ন এশিয়ার রাজধানী শহর এবং একটি প্রধান বন্দর নগরী।

১. এখানেই তিনি আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলাকে ছেড়ে যান; শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে, তাঁরা তার যাত্রাপুস্তক পথে বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন, বরং সেই সাথে এই কারণেই যে, তাদেরকে অবশ্যই ইফিষে সুসমাচার প্রচার করার জন্য কাজ করে যেতে হবে। পৌল এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি সেখানে কিছু সময় অবস্থান করবেন এবং তিনি আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলাকে এখানে রেখে যাবেন, কারণ খ্রীষ্টের নিজেরও এই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর শিষ্যরা যেন পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরা যেন সবখানে তাঁর আগমনের জন্য স্থান প্রস্তুত করেন। আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত আলাপ চারিতার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞান সম্পন্ন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। পৌলের সাথে থেকে তাদের অ-ভজ্ঞতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা যে কোন স্থানে গিয়ে নিজেদের দায়িত্বে সুসমাচার প্রচার করার মত যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন এবং তাদের প্রচার বোধগম্য হয়েছিল; সেই কারণে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন যীশু খ্রীষ্টতে তাঁর সাহায্যকারী নামে, রোমীয় ১৬:৩।

২. সেখানে তিনি যিহূদীদের কাছে তাদের সমাজ-ঘরে কথা বললেন; যদিও তিনি তাঁর যাত্রাপুস্তক পথে সেখান থেকে কোন ধরনের আহ্বান পান নি, তারপরও তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলেন। তিনি তাদের সমাজ-ঘরে প্রবেশ করলেন, তবে একজন শ্রোতা হিসেবে নয়, বরং একজন প্রচারক হিসেবে, কারণ সেখানে তিনি যিহূদীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। যদিও তিনি করিন্থে যিহূদীদেরকে ছেড়ে এসেছিলেন, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করেছিল এবং পৌলের বিপক্ষে বিরোধিতা করেছিল, তথাপি তিনি তাদের কারণে অন্যান্য স্থানের যিহূদী সমাজ-ঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন না, বরং তিনি এখন পর্যন্ত যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই তাদেরকে সুসমাচারের প্রথম নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন। আমাদের নিশ্চয়ই একদল মানুষের জন্য পুরো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়, যদি সেই মানুষেরা কোন মন্দ কাজ করে থাকে।

৩. ইফিষের যিহূদীরা মোটেও করিন্থের যিহূদীদের মত ছিলেন না, কারণ তারা চাইছিলেন তাদের মধ্যে পৌলের অবস্থিতি যেন আরও দীর্ঘায়িত হয় (পদ ২০): তারা চাইছিলেন যেন পৌল আরও দীর্ঘ সময় তাদের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি যেন তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে শিক্ষা দেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার থেকে বাণী শোনান। এই বিষয়গুলো ছিল আরও বেশি মহৎ এবং আরও ভাল ইচ্ছার প্রকাশ, যা করিন্থের যিহূদীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এবং অন্যান্য স্থানেও দেখা গিয়েছিল এবং এটি ছিল এর একটি চিহ্ন যে, ঈশ্বর তার লোকদেরকে কখনোই ফেলে দেন না এবং তিনি সবসময়ই এর অবশিষ্টাংশদের মধ্যে কাজ করে থাকেন।

৪. পৌল এখন তাদের সাথে অবস্থান করবেন না: তিনি সেখানে অবস্থান করলেন না, বরং তিনি তাদেরকে বিদায় জানালেন। তাঁকে আরও দূরে যেতে হবে; তাঁকে অবশ্যই সকল বাধা বিপত্তি এড়িয়ে গিয়ে যিরূশালেমে পৌঁছাতে হবে। এমন নয় যে, তিনি এই দায়িত্বের জন্য বাধ্য ছিলেন (তিনি জানতেন যে, নিস্তার পর্বের সময় যিরূশালেমে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল না), কিন্তু আসলে যিরূশালেমে তাঁর কাজ ছিল (সেটা যা-ই হোক না কেন), যা পর্বের সময় করার প্রয়োজন ছিল, যখন সকল স্থান থেকে যিহূদীরা এসে এক স্থানে জড়ো হবে। এই ঈদ কোন ঈদটি ছিল সে ব্যাপারে আমাদেরকে বলা হয় নি, তবে সম্ভবত এটি ছিল উদ্ধার-পর্ব, যা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ঈদ।

৫. তিনি তার এই উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে এই যাত্রাপুস্তক শেষ করার পর ইফিষে বেশ কিছু দিন সময় কাটাতে এসেছিলেন, কারণ তিনি তাদের আন্তরিক আমন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের সাথে সময় কাটানোর জন্য এবং এ কারণেই তিনি তাদের মাঝে আবারও এসেছিলেন। আমাদের অবশ্যই সুযোগ ধরে রাখা উচিত এবং যখন একটি ভাল কাজ আমাদের শেষ হয়ে যায়, তখন আমাদের উচিত হবে আরেকটি ভাল কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা; আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো, তবে তার আগে আমাকে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে এবং আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন। আমাদের সকলের সময় ঈশ্বরের হাতে রয়েছে। আমারা পরিকল্পনা করি কিন্তু তিনি তা বর্জন করে; এবং এই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই কোন বিষয়ে কথা দেওয়ার আগে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা রেখে তবেই বলতে হবে। যদি প্রভু ইচ্ছা করেন, তাহলে অবশ্যই আমি আবার তোমাদের সাথে দেখা করতে আসবো। ঈশ্বর চাইলে অবশ্যই আমরা বেঁচে থাকবো এবং আমরা এটা করবো, ওটা করবো। আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো, যদি পবিত্র আত্মা এর জন্য অনুমতি দেন (প্রেরিত ১৬:৭); এটি ছিল পৌলের ক্ষেত্রে ঘটা ঘটনা, পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অনুসারে শুধু নয়, সেই সাথে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ব্যতিরেকে আমি এক পা-ও এগোব না।

গ. যিরূশালেমে পৌলের পরিদর্শন: তিনি যিরূশালেমে একটি সংক্ষিপ্ত সফরে এসেছিলেন, কিন্তু এর ফলে এটি প্রকাশ পেয়েছিল যে, তিনি সত্যিই তাঁর মাতৃমণ্ডলীকে ভালবাসেন।

১. তিনি সমুদ্রপথে যিরূশালেম শহরের পার্শ্ববর্তী বন্দরটিতে এসে পৌঁছালেন। তিনি ইফিষ থেকে জাহাজে করে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন (পদ ২১) এবং তিনি কৈসরিয়াতে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন, পদ ২২। তিনি সমুদ্র পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাত্রাপুস্তক পথের স্বস্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এবং তিনি নিশ্চয়ই সেই গভীর সমুদ্রে প্রভুর অদ্ভুত আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন দেখেছিলেন। জাফা ছিল যিরূশালেমের একটি বন্দর, কিন্তু হেরোদ কৈসরিয়া সম্প্রসারণ করার ফলে এবং জাফা বন্দরটি বিপজ্জনক হওয়ার কারণে সাধারণ প্রথমে উক্ত বন্দরটি ব্যবহার করা হত বেশি পরিমাণে।

২. তিনি উঠলেন এবং মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ জানালেন, যা প্রতীকী অর্থে মণ্ডলীকে বোঝায়, কারণ সে সময় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কেবলমাত্র শুরু হচ্ছিল, প্রেরিত ১৫:৪। পৌল ভেবেছিলেন

নিশ্চয়ই তাঁর জন্য নিজেকে তাদের মধ্যে দেখা দেওয়া উচিত হবে, যাতে করে তারা এ কথা মনে না করেন যে, অযিহূদীদের মধ্যে তার সাফল্যের কারণে তিনি এখন আর তাদের মধ্যে আসেন না কিংবা তিনি তিনি তাদের মধ্যে আগন্তুক হয়ে পড়েছেন, কিংবা তারা যাতে এমনটা মনে না করেন যে, ঈশ্বর যে সম্মান তাকে দান করেছেন তার কারণে তিনি তাদের থেকে নিজেকে বড় মনে করছেন। তিনি মণ্ডলীতে গিয়ে যে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন তার ফলে এটি প্রকাশ পায় যে:-

(১) তিনি তাদের সাথে একটি আন্তরিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন, তাঁর মধ্যে ছিল অকৃত্রিম দয়া ও ভালবাসা, আর তিনি এই কারণে তাদের অবস্থা জানতে এসেছিলেন এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা জানাতে এসেছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের নতুন বন্ধুদের বৃদ্ধি লাভের ফলে কখনোই আমাদের পুরনো বন্ধুদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, বরং একজন ভাল মানুষ এবং একজন ভাল পরিচর্যাকারীর জন্য অবশ্যই আগের পরিচিতি এবং যোগাযোগ ফিরে পাওয়া খুবই ভাল বিষয়। যিরূশালেমের পরিচর্যাকারীরা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন, আর পৌল ছিলেন একজন স্থায়ী ভ্রমণকারী; কিন্তু তিনি সেই স্থায়ী বাসিন্দাদের সাথে একটি ভাল যোগাযোগের সম্পর্ক রেখেছিলেন, যাতে করে তারা তাদের আবাসে আনন্দ করতে পারেন একত্রে এবং তারা উভয়ে তাদের পরস্পরের স্বস্তি এবং সাফল্যে অভিনন্দন জানাতে পারেন।

(২) এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত সফর। তিনি উঠলেন এবং তাদেরকে মঙ্গলবাদ জানালেন, সম্ভবত তিনি তাদেরকে পবিত্র চুম্বন জানানোর মাধ্যমে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন এবং তিনি এর পরই তাদেরকে বিদায় দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এক সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের জন্যই পৌল এখানে এসেছিলেন এবং তথাপি পৌল এর জন্য দীর্ঘ এক ভ্রমণ শেষ করে এসেছিলেন। এই পৃথিবীতে আমরা সকলে একত্রে বাস করতে পারি না। ঈশ্বরের লোকেরা হচ্ছেন পৃথিবীর লবণ, তাদেরকে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হতে হবে। তথাপি কারও কারও সাথে মাঝে মাঝে দেখা হওয়া ভাল, যাতে করে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা বজায় থাকে, যাতে করে আমাদের মধ্যে আরও ভাল আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং দূরে থাকলেও আমাদের মধ্যে সেই সম্পর্ক বজায় থাকে, সেই সাথে আমরা যেন স্বর্গীয় যিরূশালেমে এক সহভাগিতায় মিলিত হতে পারি সেই আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করতে পারি।

ঘ. সেই সমস্ত দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর ফিরে আসা, যেখান দিয়ে এর আগে সুসমাচার প্রচার করে গেছেন।

১. তিনি আন্তিয়খিয়াতে গেলেন এবং সেখানে অনেক দিন সময় কাটালেন, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কিছু সময় কাটালেন, যখন তিনি প্রথম বার সেখানে গিয়েছিলেন সে সময় যিহূদীদের মধ্যে প্রচার করার সময় যাদেরকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন, প্রেরিত ১৩:১। তিনি আন্তিয়খিয়াতে গেলেন এবং সেখানে তিনি সেখানকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে এবং সেখানকার মণ্ডলী পরিদর্শন করে এবং সেখানকার পরিচর্যাকারীদের সাথে কথা বলে

নিজেকে সজীব করে তুললেন। একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীর জন্য তার ভ্রাতৃসমাজের সাথে বসে সময় কাটানোটা খুবই আনন্দের বিষয়; কারণ যেভাবে লোহা লোহাকে ধারালো করে তোলে, ঠিক সেভাবেই একজন মানুষ তার বন্ধুর জীবনকে প্রভাবিত করে। পৌলের আন্তিয়খিয়াতে ফিরে আসাটাকে আগেকার দিনের স্মৃতিচারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, যার মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন।

২. এখান থেকে তিনি যথাক্রমে গালাতিয়া এবং ফরুগিয়াতে গেলেন, যেখানে তিনি এর আগে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, যা যদিও খুবই কম উল্লিখিত হয়েছে (প্রেরিত ১৬:৬), তথাপি তা ছিল এক গৌরবময় ও মহান কাজ, যা আমরা দেখতে পাই গালাতীয় ৪:১, ১৫ পদে, যেখানে পৌল গালাতীয়দের কাছে প্রথমবারের মত সুসমাচার প্রচার করার কথা বলেছেন এবং তারা তাঁকে যেভাবে ঈশ্বরের একজন স্বর্গদূত হিসেবে নিয়েছিল সে বিষয়ে কথা বলেছেন। এই দেশগুলোতে যে মণ্ডলী ছিল (কারণ তারা মূলত তাই ছিলেন [গালা ১:২] এবং আমরা দেখি যে, গালাতিয়ায় এমন কোন শহর ছিল না যে, যেখানে মণ্ডলী স্থাপন করা যাবে) পৌল ঠিক সেভাবেই সেখানে ভ্রমণ করেছেন যেভাবে তাদের অবস্থান ছিল, অর্থাৎ তিনি কাছ থেকে দূরে যথাক্রমে অবস্থান অনুসারে সেই প্রদেশগুলোতে ভ্রমণ করেছেন, যে চারা তিনি রোপণ করেছিলেন তাতে তিনি জল দিয়েছেন এবং তিনি তার সকল শিষ্যদেরকে শক্তিশালী করেছিলেন। তাদের কাছে তাঁর আগমন এবং তাদের আপন করে নেওয়া ছিল তাঁর পরিচর্যা কাজের অন্যতম একটি সাফল্য। তাদের মাঝে পৌলের অবস্থান ছিল তাদের প্রতি উৎসাহ ব্যাঞ্জক একটি বিষয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তিনি তাদের কাছে যে প্রচার করেছিলেন তার ফলে তারা সকলে খ্রীষ্টতে তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা লাভ করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, সেই সাথে তারা ধার্মিক জীবন যাপনের জন্য ব্রতী হয়েছিল। শিষ্যদেরকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে, কারণ তারা বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও মতদ্বততার মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, সেই কারণে তাদেরকে খ্রীষ্টে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, তাদের খ্রীষ্টের পরিচালনার অধীনে আনতে হবে এবং তার উপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করার জন্য তৈরি করতে হবে, যার শক্তি তাদের সকল দুর্বলতা দূর করে এবং যিনি নিজেই তাদের শক্তি এবং তাদের গান।

প্রেরিত ১৮:২৪-২৮ পদ

এই পবিত্র ইতিহাস বর্ণনা করে কীভাবে পৌল তাঁর ভ্রমণটি অতিবাহিত করছিলেন এবং এখানে তিনি ইফিষে আপল্লোর সাথে দেখা করলেন এবং এই ঘটনা আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা দেয়, যা আমাদের জন্য পৌলের লেখা পত্রগুলো অনুধাবন করার ক্ষেত্রে জরুরি।

ক. এখানে আমরা তাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণ দেখতে পাই, যখন তিনি ইফিষে এলেন।

১. তিনি ছিলেন একজন যিহূদী, তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তার বাবা মা ছিলেন যিহূদী; কারণ সেই শহরে প্রচুর পরিমাণে যিহূদী বাস করতো এবং এদের বসতি শুরু হয়েছিল বাবিলে নির্বাসনের পর থেকেই, যা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (দ্বি. বি. ২৮:৬৮): প্রভু তোমাকে মিসরে আবারও নিয়ে আসবেন। তার নাম এপোলো (*Apollo*) ছিল না, যে নামটি ছিল এক গ্রীক দেবতার, কিন্তু তার নাম ছিল আপোল্লো (*Apollos*), অনেকে মনে করেন তার প্রকৃত নাম ছিল আপেল্লেস (*Apelles*), রোমীয় ১৬:১০।

২. তিনি ছিলেন একজন চমৎকার গুণাবলী সমৃদ্ধ মানুষ এবং তিনি জনগণের সেবা কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য যোগ্য একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা এবং পবিত্র শাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন একেজন ব্যক্তি, যিনি একজন যিহূদী হিসেবে এই জ্ঞান লাভ করে বেড়ে উঠেছিলেন।

(১) ভাষায় তার দখল ছিল অসাধারণ: তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। তিনি ছিলেন *aner logios*– একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, এমনটাই অনেকে মনে করেন, একজন বিদ্বান ব্যক্তি, অন্যরা এমনটা মনে করেন; *historiarum peritus*– একজন উত্তম ইতিহাসবেত্তা, যা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজের জন্য উত্তমভাবে যোগ্য ছিলেন এবং তিনি তার পরিচর্য কাজের জন্য দারুণ একজন বক্তা ছিলেন, এভাবেই এর অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন দৈববাণীর ক্ষমতা সম্পন্ন একজন পরিচর্যাকারী। তিনি তাঁর কথা বলার ভঙ্গির জন্য সুপরিচিত ছিলেন এবং তিনি খুবই স্পষ্টভাবে এবং গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন। তিনি যে কোন বিষয়ে সবটুকু কথা প্রাঞ্জল ভাষায় এবং খুব কম সময়ে বলতে পারতেন।

(২) পবিত্র শাস্ত্রের ভাষা সম্পর্কে তাঁর চমৎকার জ্ঞান ছিল এবং এই কারণেই তিনি আসলে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এসেছিলেন ইফিষ থেকে, তিনি পবিত্র শাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং এভাবেই কথাগুলো সাজানো হয়েছিল, পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল এবং তিনি খুব সহজে এর ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তিনি ইফিষে এসেছিলেন, যা একটি বিরাট জন সমাগমের স্থান, যেখানে তিনি তাঁর জ্ঞানকে কাজে লাগাতে এসেছিলেন, কারণ এতে ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা হবে এবং সেই সাথে অনেকের মঙ্গল হবে। তিনি শুধু যে পবিত্র শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি যে কোন সময় যে কোন কথায় প্রসঙ্গ অনুসারে পবিত্র শাস্ত্র থেকে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করতে পারতেন এবং সেগুলোকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে সেটাও বলে দিতে পারতেন (পার্থিব যিহূদীদের মধ্যেও অনেকের এই গুণটি ছিল, যারা এই জ্ঞানটিকে বলতো জ্ঞানের আকর এবং আইনের বর্ণমালা); কিন্তু তিনি পবিত্র শাস্ত্রে শক্তিশালী ছিলেন এবং তিনি পবিত্র শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তি দেখাতে পারতেন, তাঁর সেই যুক্তি হত কঠিন এবং অকাট্য, যা তার সকল জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করতো এবং পবিত্র শাস্ত্রের সমস্ত উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতো। এটি খুব সম্ভব যে, তিনি পবিত্র শাস্ত্রে তার জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছিলেন যিহূদীদের

বহু সমাজ-ঘরে।

৩. তিনি প্রভুর পথে শিক্ষা লাভ করেছিলেন; এর অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্টের শিক্ষার সাথে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল, তিনি সুসমাচার এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের নীতিমালার সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন। তিনি এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট এবং সেই ভাববাদী, যার এই পৃথিবীতে আসার কথা ছিল; আপল্লোর মত কোন ব্যক্তির অবশ্যই এই সকল মতবাদ প্রথমেই গ্রহণ করে নেওয়া উচিত, যিনি পবিত্র শাস্ত্রের সাথে এত ভালভাবে পরিচিত এবং সেই কারণে তিনি সময়ের চিহ্ন সম্পর্কে খুব ভালভাবে বুঝতে পারতেন। তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, *katechemenos*– তিনি প্রভুর পথের শিক্ষা পেয়েছিলেন (এভাবেই শব্দটি প্রকাশ করা হয়েছে), হতে পারে তাঁর পিতা মাতার মাধ্যমে, কিংবা তাঁর পরিচর্যাকারীদের মধ্য দিয়ে; তাঁকে খ্রীষ্টের ব্যাপারে এবং তাঁর পরিত্রাণের ব্যাপারে কিছু বিষয়ে শেখানো হয়েছিল। যাদের অন্যদের কাছে শিক্ষা দান করতে হবে, তাদের অবশ্যই প্রথমে নিজেদেরকে প্রভুর বাক্য সম্পর্কে জানতে হয়, শুধুমাত্র যে তারা এ সম্পর্কে কথা বলবেন তাই নয়, বরং সেই সাথে তারা এই পথে চলবেন। আমাদের জিহ্বা শুধুমাত্র প্রভুর বাক্যের কথা বললেই যথেষ্ট নয়, বরং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পদ যুগলকে প্রভুর পথে চালিত করতে হবে।

৪. তথাপি তিনি শুধুমাত্র যোহনের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জানতেন; তাকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পর্কে সেটুকুই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যেটুকু যোহনের বাপ্তিস্ম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তার প্রয়োজন এবং এর চেয়ে বেশি নয়। তিনি জানতেন যে, প্রান্তরে একটি কণ্ঠস্বর চিৎকার করে প্রভুর পথ প্রস্তুত করছে; প্রভুর নিজের পথ প্রস্তুত করছে। আমরা এ কথা না ভেবে পাই না যে, নিশ্চয়ই তিনি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর পুনরুত্থানের সংবাদও পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এর প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে জানতে পারেন নি, তিনি পবিত্র আত্মার অবতরণের আগ পর্যন্ত আর এ ধরনের কোন সুযোগ পান নি বিশেষ করে এ বিষয়ে কোন ধরনের কথা বলার বা শোনার সুযোগ পান নি, কিংবা তিনি নিজে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন শুধুমাত্র যোহনের বাপ্তিস্মে, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করেন নি, যা প্রেরিতগণ পঞ্চাশত্তমীর দিনে লাভ করেছিলেন।

খ. আমরা এখানে ইফিষে আপল্লোর কাজ এবং তাঁর দানের কথা জানতে পাই; তিনি এখানে আসলেন, তিনি এখানে কোন ভাল কাজ করতে চাইছিলেন এবং তাঁর নিজের জীবন নির্বাহ করতে চাইছিলেন এবং তিনি এর উভয়ই খুঁজে পেয়েছিলেন।

১. তিনি সেখানে তাঁর মেধাকে উত্তমরূপে কাজে লাগিয়ে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি সম্ভবত কোন যিহূদীদের সমাজ-ঘরে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের যে জ্ঞান ছিল এবং সেই সাথে তাঁকে যে পরিমাণে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দান দেওয়া হয়েছিল, তার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি এই দায়িত্বে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন (পদ ২৫): আত্মায় উত্তপ্ত হওয়াতে যীশুর বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন। যদিও তিনি পবিত্র আত্মার আশ্চর্য আশ্চর্য কাজের দান পান নি, যেভাবে

প্রেরিতগণ পেয়েছিলেন, তথাপি তিনি যে দান পেয়েছিলেন তারই তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। যাতে করে তিনি আত্মায় উত্তম কর্ম সাধন করতে পারেন, তা যে কোন প্রকারেই হোক না কেন। তিনি অবশ্যই তা পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছিলেন এবং তিনি তার সম্পূর্ণ অংশ কাজে লাগিয়েছিলেন। আর আমাদের পরিত্রাণকর্তা একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি কীভাবে তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে যে তালন্ত আছে তা লুকিয়ে না রেখে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে, আপল্লো ছিলেন একজন গুণী মানুষ। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা এবং সেই সাথে একজন সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ একজন ব্যক্তি এবং পবিত্র শাস্ত্রে সুজ্ঞানের অধিকারী। তাঁর মাঝে ছিল জ্ঞানের বিরাট সম্ভার এবং তিনি এর থেকে খুব ভালভাবে উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। এখন আমরা এ কথা জানি যে, তিনি নিজেকে একজন প্রচারক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন যা সকল প্রচারকের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে:

(১) তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল ও দয়াপূর্ণ শিক্ষক। তাঁর মেধা যেমন ছিল প্রখর, তেমনি তাঁর অন্তর ছিল দয়ায় পূর্ণ; তিনি আত্মায় উত্তপ্ত ছিলেন। তার মধ্যে যেমন স্বর্গীয় আগুন ছিল তেমনই ছিল আত্মিক ও স্বর্গীয় আলো, যা যেমন জ্বলছিল তেমনই আলো ছড়াচ্ছিল। তিনি ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশের জন্য একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মানুষের আত্মার মুক্তির জন্য জান প্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন। এই বিষয়টি একাধারে তার প্রচার কাজের গতিশীলতার মধ্য দিয়ে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই তিনি তার সেবা কাজের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশ করেছেন। সমাজ-ঘরের নেতারা যখন তাঁকে প্রচার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তখন তিনি প্রচারের মধ্যে তাঁর আত্মার প্রাণবন্ততা প্রকাশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত একাগ্র মন নিয়ে প্রচার করেছেন এবং তিনি সবসময়ই তাঁর দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করতেন। এখানে কত না আনন্দময় এক পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাই! অনেকেই আত্মায় উত্তপ্ত হতে পারেন, কিন্তু তারা জ্ঞানের দিক থেকে দুর্বল, তাদের পবিত্র শাস্ত্রের জ্ঞানের দিক থেকে দুর্বল, তারা সঠিক ভাষা দিয়ে পবিত্র শাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যা করতে চান, কিন্তু তা তারা খুঁজে পান না। অন্য দিকে, অনেকেই আছেন যাদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং তারা পবিত্র শাস্ত্রের জ্ঞানে খুবই দক্ষ, কিন্তু তাদের মধ্যে ন্যায় বোধ, স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা এবং আত্মার প্রাণবন্ততা এর কোনটিই নেই। এখানে আমরা একজন পরিপূর্ণ ঈশ্বরভক্ত মানুষকে দেখতে পাই, যিনি স্বর্গীয় জ্ঞানে এবং স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন।

(২) তিনি ছিলেন একজন পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী প্রচারক। তিনি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে কথা বলতেন এবং শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর প্রচার কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতেন, কারণ তিনি পবিত্র শাস্ত্র থেকে যে কথা বলতেন তার সবগুলো কথারই তিনি ব্যাখ্যা দিতেন; এবং তিনি তা ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দিতেন না বা সমাজ-ঘরের নেতাদের দায়িত্ব বলে তা এড়িয়ে যেতেন না, বরং তিনি নিজেই এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেন। তিনি প্রথমে তাঁর নিজের আত্মার উপর এই কাজটি করেছেন, এরপরে তিনি লোকদের কাছে তা

প্রয়োগ করেছেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি যথার্থতার সাথে শিক্ষা দিতেন– *akribos*– সঠিকভাবে, যথার্থভাবে তিনি যা কিছু বলতেন তার সবই ছিল গুরুত্ববহ।

(৩) তিনি ছিলেন একজন সুসমাচার প্রচারক। যদিও যোহনের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জানতেন, তথাপি তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা লগ্ন থেকে অধ্যয়ন শুরু করেছেন এবং অবশেষে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। তিনি সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, যা প্রভুর বিষয়, প্রভু যীশুর বিষয়, যা তাকে অবশ্যই জানতে হত এবং তার অন্তরে স্থাপন করতে হত। খ্রীষ্টের রাজ্য বিষয়ক চিন্তাই হচ্ছে একমাত্র চিন্তা যা তাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং তাঁকে আরও কোন বিষয়ে মাথা ঘামালে চলবে না; তাঁর কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক আইনের প্রয়োজন নেই, যদিও সেগুলো যিহূদী শ্রোতাদের কাছে মনোমুগ্ধকর হবে; কিন্তু এই বিষয়গুলো যিহূদী দর্শনের বিষয় নয়, যদিও তিনি খুব ভাল ভাবেই এই সকল বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তিনি শুধুই প্রভুর বিষয়ে কথা বলবেন।

(৪) তিনি ছিলেন একজন সাহসী প্রচারক: তিনি সমাজ-ঘরে সাহসিকতার সাথে কথা বলতেন, যেভাবে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতা রেখে কথা বলে, যে কোন মানুষকে ভয় পায় না, যে ঈশ্বরের সত্য সম্পর্কে জানে এবং যে জানে যে সে কী বলছে, যে এ নিয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং সে যা বলছে এর জন্য নির্যাতিত হওয়ার ভয় করে না; কারণ তিনি কথা বলছিলেন সমাজ-ঘরে, যেখানে যিহূদীরা একত্রিত হত এবং সেখানে তিনি ঈশ্বরের বিষয়ে প্রচার করছিলেন, যেখানে যিহূদীরা শুধু যে উপস্থিতই হত তা নয়, সেই সাথে তারা সেখানে ক্ষমতাশালী ছিল এবং তারা সেখানে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যা খুশি করতে পারে।

২. সেখানে তিনি তার আত্মিক দানের সদ্ব্যবহার করলেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার এই দানকে আরও সমৃদ্ধ করলেন, তবে অধ্যয়নের মধ্য দিয় নয়, যা ঘটেছিল আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলার মধ্যে। যদি পৌল অথবা এ ধরনের অন্য কেউ বা অন্য কোন প্রেরিত বা প্রচারক ইফিষে থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তার কাছ থেকে আরও ভাল নির্দেশনা লাভ করতে পারবেন এবং তিনি তাহলে তাকে এ বিষয়ে আরও ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন। আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলা তাকে পবিত্র আত্মায় শিক্ষা দান করেছিলেন যারা ছিলেন তাবু নির্মাতা, তারা তাকে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে আরও ভাল করে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। লক্ষ্য করে দেখুন:

(১) আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলা সমাজ-ঘরে তাঁকে প্রচার করতে শুনেছিলেন। যদিও তিনি জ্ঞানের দিক থেকে তাদের চেয়ে নিচু অবস্থানে ছিলেন, তথাপি তার ভেতরে জনতার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করার এক চমৎকার শক্তি ও ক্ষমতা ছিল। তারা তাঁকে তার এই প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে আরও বেশি করে এতে মনোনিবেশ করার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এভাবেই যে সমস্ত আশাবাদী যুবক পরিচর্যাকারী রয়েছেন তাদেরকে প্রেরণা দান করা উচিত এবং তাদেরকে উত্তম খ্রীষ্টান হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে। এবং

এভাবেই তারা উত্তম পরিচর্যাকারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারবেন।

(২) তারা তাঁর ভেতরে খ্রীষ্টান জ্ঞানের যে ঘাটতি দেখেছিলেন তা দেখে তাঁকে সে ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে আরও উৎসাহিত করেছিলেন যেন তিনি আর এ ধরনের ভুল না করেন। তারা তাঁকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন আর সেখানেই তারা তাঁকে নিয়ে অবস্থান করলেন। আর তারা সেখানে তাঁকে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করে শিক্ষা দিলেন। তারা তাঁকে যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিলেন, আরও যথার্থভাবে ধারণা দিলেন। তারা তাঁকে তার অজ্ঞতার জন্য দোষারোপ করলেন না বা তাঁকে কোনভাবে ব্যঙ্গও করলেন না। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দুর্বলতাগুলোকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে বললেন এবং তাঁকে আরও ভালভাবে এই ক্ষেত্রগুলোর উন্নতি করার জন্য আহ্বান জানালেন। তারা তাঁকে অপরিণামদর্শী বললেন না বা তাকে একজন কম বয়সী অনভিজ্ঞ প্রচারক বলেও উপহাসও করলেন না। তারা তাঁকে এ কথা বললেন না যে, তিনি পুলপিটে দাঁড়িয়ে প্রচার করার জন্য অনুপযুক্ত। তবে তিনি যে কষ্ট করে আজকে এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য তারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা নিজরা পৌলের সাথে এক সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করে পবিত্র আত্মা ও পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তারা সেই সাথে এই বিষয়টি বিবেচনা করেছেন যে, তিনি এত কাল শুধুমাত্র যোহনের বাপ্তিস্মের সাথে পরিচিত ছিলেন। তাই তারা তার সাথে স্পষ্টভাবে আলাপ আলোচনা করে তাকে ঈশ্বরের পথ ও তার পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান দান করলেন। সেই সাথে তার ভেতরে যে ধরনের অস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং সন্দেহ ছিল, সেটারও তারা অবসান করলেন:

[১] এখানে আমরা এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যা খ্রীষ্ট আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; তার কাছেই সব কিছু দেওয়া হবে। তিনি তাকেই আরও দেবেন যার সবচেয়ে বেশি আছে। তিনি সেই তালন্তকে আরও দ্বিগুণ করে দেবেন।

[২] আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলার মধ্যকার প্রকৃত খ্রীষ্টান দয়া এবং অনুগ্রহ লক্ষ্য করুন; তারা তাদের সাধ্য অনুসারে মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছেন। আক্কিলা যদিও একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তথাপি তিনি নিজে সমাজ-ঘরে কথা বলার দায়িত্ব ভার নিতে চান নি, কারণ এ ধরনের কাজের জন্য জনতার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে যে ধরনের গুণ দরকার তা তার মধ্যে ছিল না, সেটি অনেক ভাল পরিমাণে ছিল আপল্লোর মধ্যে, আর তাই তিনি আপল্লোকে এই গুণের সাথে স্বর্গীয় জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি আপল্লোকে সঠিক জ্ঞান দান করে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন এবং এরপরে তিনি তাকে পরিচর্যা কাজে নেমে পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেন তিনি সঠিকভারে তার খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

[৩] আপল্লোর মধ্যে এক মহা নম্রতার চিহ্ন আমরা দেখতে পাই। তিনি ছিলেন একজন চমৎকার মেধাবী যুবক এবং তিনি বহু জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তিনি বহু জায়গায় গিয়েছেন এবং অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছেন এবং তিনি অনেক কিছু দেখছেন এবং শিখছেন; তথাপি আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলা যখন তাকে

আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে চাইলেন তখন তিনি খুব নম্রভাবে তা শুনতে চাইলেন এবং তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে ঈশ্বরের সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলাও তাকে সমস্ত বিষয়ে সুন্দরভাবে সমস্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করলেন। যদিও তারা ছিলেন তাঁবু নির্মাতা, তথাপি তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাকে ঈশ্বরের সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞান স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হলেন এবং তিনিও তাদের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করতে পেরে আনন্দিত হলেন। কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তার ভুল ত্রুটিগুলো সারিয়ে তুলতে চান এবং সেই কারণে তিনি তাদের কাছ থেকে নির্দেশনা লাভের আশা করেন এবং নিজেকে সংশোধন করতে চান। যুব শিক্ষার্থীরা অনেক সময়ই প্রাচীনদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে সংকোচ বোধ করেন, কারণ তাদের মধ্যে এক ধরনের জেদ কাজ করে। কিন্তু আপল্লো যদিও অনেক বিষয়ে জানতেন এবং তিনি প্রভুর অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি সেই জ্ঞানেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি, তিনি আরও জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছেন। তিনি ভাবেন নি যে, তিনি অন্য সকল মানুষের চেয়ে বেশি জানেন (যে গর্ব মানুষের ভেতরে অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করে থাকে), কিন্তু তিনি তা আরও যথার্থভাবে লাভ করতে চেয়েছিলেন। যারা জানেন যে, কী করে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করা যায় তারা তা করার জন্য অবিরতভাবে চেষ্টা করে থাকেন। আর তিনি আরও বেশি করে এই জন্য চেষ্টা করে গেছেন।

[৪] এখানে আমরা একজন উত্তম নারীর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যদিও তাকে সমাজ-ঘরে কিংবা মণ্ডলীতে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নি, তথাপি তিনি ঈশ্বরের যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি তার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পৌল বয়স্ক স্ত্রীলোকদেরকে উত্তম বিষয়ের প্রশিক্ষণ দাতা হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তীত ২:৩, ৪।

গ. এখানে আমরা করিন্থ মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের জন্য তাকে বাছাই করার ঘটনা দেখতে পাই, যা ইফিষের চেয়ে এখানে আরও আরও বেশি সুফল বয়ে নিয়ে এসেছিল। পৌল আখায়াতে যাওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে করিন্থে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, যা ছিল সেই প্রদেশের মূল শহর। অনেকেই তার প্রচারের মধ্য দিয়ে সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের সুনিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল; এবং অনেকেই একবইভাবে সুসমাচারের দ্বারা বিরক্ত বোধ করেছিল এবং তাদের কাছে যুক্তি খণ্ডন করার প্রয়োজন ছিল। পৌল চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে অন্য কাজে নিয়োজিত হতে হয়েছিল এবং এখন আপল্লোর এখানে স্থায়ীভাবে পরিচর্যা কাজের নিযুক্ত হওয়ার মত ভাল যুক্তি রয়েছে, যিনি এই স্থানে মণ্ডলীর পরিচর্যা করার জন্য যোগ্য ছিলেন, তাদেরকে তিনি খুব সহজে গেঁথে তুলতে পারতেন, যাদেরকে তিনি এখানে এনেছেন এবং যরা এখানে আগের থেকেই ছিল। এখন এখানে আমরা দেখতে পাই:–

১. তাঁর দায়িত্বে আহ্বান, তবে কোন দর্শনের মধ্য দিয়ে নয়, যা পৌল ম্যাসিডোনিয়াতে লাভ করেছিলেন, কিংবা তিনি যেখানে যেখানে গিয়েছেন সেখানকার লোকদের আমন্ত্রণের

দ্বারাও নয়; কিন্তু:-

(১) তিনি নিজেই সেখানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন: তিনি আখায়া প্রদেশে যেতে ইচ্ছা করলেন; তিনি সেখানকার মণ্ডলীগুলোর অবস্থা শুনতে পেয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে দিয়ে মঙ্গলজনক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যাতে করে তিনি তাদের মধ্যে তাঁর যে দান রয়েছে সেই দান ছড়িয়ে দিতে পারেন, তথাপি আপল্লো ভেবেছিলেন যে, সেখানে নিশ্চয়ই তার কিছু কাজ রয়েছে এবং ঈশ্বর সেই দিক থেকে তার মনকে প্রস্তুত করেছিলেন।

(২) তার বন্ধুরা তাকে সেখানে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তার এই উদ্দেশ্যকে অনুমোদন দিয়েছিলেন; এবং তিনি যেহেতু সেখানে একেবারেই অপরিচিত একজন মানুষ হিসেবে যাবেন, সেই কারণে তারা তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার কথা দিলেন। যদিও ইফিষে যারা ছিলেন তারা তার শ্রম ও পরিচর্যা কাজ ভীষণভাবে অভাব অনুভব করবেন, তথাপি তারা এ কথা ভেবে ঈর্ষান্বিত হবেন না যে, কেন আখায়ার লোকেরা এখন এই সুবিধাটি পাবে; বরং এর বিপরীতে তারা তার এই যাত্রার জন্য যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার প্রয়োজন হয় তার সবই করতে চাইলেন।

২. এই পরিচর্যা কাজে তার সাফল্য, যা উভয় দিক থেকে তার ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার উত্তর দেয়; কারণ:-

(১) বিশ্বাসীরা দারুণভাবে উপকৃত হয়েছিলেন এবং যারা সুসমাচার গ্রহণ করেছিল তারা এর সুনিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন: তিনি তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন যারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস লাভ করেছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] যারা যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করেছিল, তারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই বিশ্বাস করেছিলেন; তারা নিজেদের ইচ্ছায় বিশ্বাস করে নি; তাদের মধ্যে ঈশ্বর কাজ করেছিলেন।

[২] যারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন তাদের তখন পর্যন্ত সাহায্যের প্রয়োজন ছিল; যত দিন তারা এই পৃথিবীতে অবস্থান করবেন, তাদের অবশ্যই বিশ্বাসের জীবনে পুনরায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং এই কারণে উত্তম পরিচর্যার দ্বারা তাদের বিশ্বাসের সুনিশ্চয়তা দান করতে হবে। তাদের বিশ্বাসের যে ঘাটতি রয়েছে তা অবশ্যই তাদেরকে পূর্ণ করে নিতে হবে।

[৩] বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সক্ষম, যারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস আনেন; তাদের কাজই হচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করা এবং যখন তাদের মধ্য দিয়ে সেই স্বর্গীয় শক্তি প্রবাহিত হয়, সেই সময় তা তাদের জন্য সহায়ক হয়।

(২) অবিশ্বাসীরা দারুণভাবে এ বিষয়টির বিরোধিতা করেছিল। তাদের বিরোধিতার পূর্ণ উত্তর দান করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে যে বোকামি এবং তাদের তর্কের যুক্তিগুলোতে যে ছেলেমানুষি ছিল, তার বিপরীতে তিনি তাদেরকে যথার্থ জবাব দিয়েছিলেন, সে কারণে তারা সুসমাচারের বিপক্ষে আর কিছুই বলতে পারে নি। তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

এবং তাদের চেহারা লজ্জায় পরিপূর্ণ হয়েছিল (পদ ২৮): তিনি ক্ষমতার সঙ্গে লোকসাধারণের সাক্ষাতে যিহূদীদেরকে একেবারে নিরুত্তর করলেন। তিনি এই কাজ করলেন *eutonos*– একাগ্রতার সাথে এবং তিনি এর মাঝে স্পষ্ট আন্তরিকতা সহকারে কাজ করেছিলেন; তিনি এই কাজ করতে কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তার অন্তর এই কাজের জন্য উপযুক্ত ছিল এবং তিনি সত্যিকারভাবেই আগ্রহের সাথে তা করেছিলেন। তিনি কার্যকরভাবে তা করেছিলেন এবং তিনি এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের গৌরব সাধন করেছিলেন। তিনি এই কাজ করেছিলেন *levi negotio*– কার্যকরভাবে। এই বিষয়টি ছিল একেবারেই পরিষ্কার এবং খ্রীষ্টের পক্ষে এর যুক্তি ছিল একেবারেই সুদৃঢ়, যে কারণে যিহূদীরা খুব সহজেই এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং এর বিপক্ষে তারা আর কিছুই বলতে পারে নি। যদিও তারা খুবই হিংস্র ছিল, তথাপি তাদের যুক্তি এতটাই দুর্বল ছিল যে, তারা এর বিপক্ষে আর কিছুই বলতে পারলো না। তাদেরকে যে কথা দিয়ে প্ররোচিত করা হল তা হচ্ছে, খ্রীষ্টই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, অর্থাৎ তিনিই সেই খ্রীষ্ট, যাকে পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে আর কারও জন্য অপেক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি যিহূদীরা এই বিষয়টিতে বিশ্বাস করে থাকে যে, যীশুই হলেন খ্রীষ্ট, এমন কি তাদের আইনও তাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন তাঁর কথা শোনে। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদের কাজ হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করা: আমরা নিজেরা প্রচার করি না, বরং প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাদের মুখস্বরূপ হয়ে তাঁর নিজের কথা বলেন। তিনি যে উপায়ে তাদেরকে বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তা হচ্ছে, তিনি তাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন প্রমাণ দেখিয়েছিলেন: এরপর তিনি তাদের এখান থেকে ব্যাখ্যাপূর্বক যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, কারণ যিহূদীরা শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্রের উদ্ধৃতি থেকে শুনতে চাইতো কিন্তু তা গ্রহণ করতো না। সে কারণে পবিত্র শাস্ত্র থেকে তাদেরকে এটি দেখানো আরও সহজ ছিল যে, যীশুই আসলে খ্রীষ্ট। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই শুধুমাত্র সত্যের প্রচারক হলেই হবে না, সেই সাথে তাদেরকে তা প্রমাণ করতে হবে এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করতে হবে এবং যারা জ্ঞানী তাদেরকে নম্রতার সাথে এর পক্ষে যুক্তি দেখাতে হবে এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদেরকে দৃঢ়ভাবে তাদের ভুলগুলো দেখিয়ে দিতে হবে; এবং এটিই হচ্ছে মণ্ডলী প্রকৃত পরিচর্যা কাজ।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৯

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

আমরা পৌলকে শেষবার দেখে গিয়েছি তাঁর ভ্রমণের যাত্রাপথে (প্রেরিত ১৮:২৩), কিন্তু আমরা এ কথা ভুলে যাই নি এবং তিনিও ভোলেন নি যে, তিনি ইফিষে তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করবেন এবং তাদের কাছে ফিরে আসবেন এবং তাদের সাথে অবস্থান করবেন। এখন এই অধ্যায়ে তিনি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে, কী করে তিনি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন দুই বছর পর।

ক. কীভাবে তিনি বাক্য এবং মতবাদ নিয়ে কাজ করেছেন এবং কীভাবে তিনি কিছু দুর্বল বিশ্বাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যোহনের বাপ্তিস্ম তাদের জন্য এখন আর কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না। (পদ ১-৭), কীভাবে তিনি তিন মাস যিহূদীদের সমাজ-ঘরে কাটিয়েছেন (পদ ৮) এবং যখন তিনি সেখান থেকে তাড়িত হয়েছেন তখন তিনি অযিহূদীদের একটি বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় শিক্ষকতা করেছেন (পদ ৯, ১০) এবং তিনি কীভাবে তাঁর শিক্ষার নিশ্চয়তা পেয়েছেন আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে, পদ ১১, ১২।

খ. তার এই পরিশ্রমের ফল কী ছিল: বিশেষভাবে ওঝা ও দুষ্ট আত্মাধারীদের মধ্যে, যারা ছিল সবচেয়ে বড় পাপী, তারা তাঁর নাম ব্যবহার করেছিল (পদ ১৩-১৭), কিন্তু অন্যরা মন পরিবর্তন করেছিল এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, পদ ১৮-২০।

গ. তাঁর মাঝে কার্যকারী আর কী কী পরিককল্পনা ছিল (পদ ২১, ২২) এবং তিনি ইফিষের একজন স্বর্ণকারের কারণে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁকে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছিল; কীভাবে দিমিত্রীয় লোকদেরকে প্রেরণা দিয়ে ডায়ানা দেবীর পক্ষে কথা বলার জন্য জড়ো করেছিল (পদ ২৩-২৪) এবং কীভাবে শহরের শাসনকর্তা তাদেরকে দমন করলেন এবং বিচ্ছিন্ন করে দিলেন, পদ ৩৫-৪১)।

প্রেরিত ১৯:১-৭ পদ

ইফিষ ছিল এশিয়ার অন্যতম প্রধান একটি শহর, যা সেখানকার দেবী দিয়ানার এককটি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল, এটি ছিল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি। এখানে পৌল

এসেছিলেন সুসমাচার প্রচার করতে, যখন আপল্লো করিন্থে ছিলেন (পদ ১); যখন তিনি সেখানে পরিচর্যা কাজ করছিলেন, সে সময় পৌল এখানে রোপণ করছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে ঈর্ষা পোষণ করেন নি যে, কেন আপল্লো তাঁর পরিশ্রম এবং কাজের মধ্যে প্রবেশ করছেন এবং কেন তিনি তাঁর নির্মিত ভিত্তির উপরে কাজ করছেন, কিন্তু বরং তিনি এতে আনন্দিত হলেন এবং সেই নতুন কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন এবং যে কাজটি তিনি ইফিষ থেকে নতুন করে শুরু করেছিলেন সেই কাজে নিয়োজিত হলেন। তিনি আরও বেশি আনন্দ এবং সন্তুষ্টি সহকারে সেই কাজে নিয়োজিত হলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, আপল্লোর মত নতুন নিয়মের এমন একজন দক্ষ পরিচর্যাকারী করিন্থে নিশ্চয়ই তাঁর কাজ খুব ভালভাবেই চালিয়ে যাবেন। যদিও সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা তাঁকে পৌলের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল (১ করিন্থীয় ১:১২), তথাপি পৌল তাঁর প্রতি কোন ধরনের ঈর্ষা পোষণ করেন নি, কিংবা তাঁর প্রতি লোকদের ভালবাসাও অপছন্দ করেন নি। পৌল গালাতিয়া এবং ফরুগিয়া দেশের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি সেখানকার উঁচু স্থানের উপকূলে ভ্রমণ করেছেন, পন্ত এবং বিথূনিয়াতে, যার অবস্থান উত্তরে, অবশেষে তিনি ইফিষে এসেছেন, যেখানে তিনি আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এসে তাদেরকে আবারও খুঁজে পেলেন। তাঁর প্রথম আগমনে তিনি সেখানে কয়েকজন শিষ্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যারা প্রকৃত খ্রীষ্টের ব্যাপারে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তাঁকে আস্থা রেখে যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তথাপি তারা ছিলেন খ্রীষ্টের অনুসারীদের সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে নিচু অবস্থান, তার তত্ত্বাবধানের অধীনে বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল বারো জন (পদ ৭): তারা তখন আপল্লোর মত অবস্থানেই ছিলেন, যখন আপল্লো ইফিষে এসেছিলেন (কারণ তখন তিনি শুধুমাত্র যোহনের বাপ্তিস্মের বিষয়েই জানতেন, প্রেরিত ১৮:২৫), কিন্তু আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না, কিংবা তারা ইফিষে এত দিন থাকেনও নি, কিংবা তারা তাদের কাছে থেকে আপল্লোর মত করে নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুকও ছিল না, নতুবা নিশ্চয়ই তারা ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে আরও যথার্থভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন, যেভাবে আপল্লো গ্রহণ করেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

ক. কীভাবে পৌল তাদেরকে অনুসন্ধান করলেন। তাঁকে এ কথা বলা হয়েছিল যে, সম্ভবত আক্কিলা এবং প্রিষ্কিলাই তাঁকে এই কথা বলেছিলেন, তারা ছিলেন বিশ্বাসী, তারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছেন; এখন পৌল এখানে তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখছেন।

১. তারা ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু পৌল এ বিষয়ে জানতে চাইলেন যে, তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছে কি না, যার কাজ মানুষের অন্তরে ও চিন্তা-চেতনায় সাধিত হয়, যাতে করে মন পরিবর্তনের কাজ সাধিত হয় এবং তারা সান্ত্বনা পায়। এখানেই শেষ নয়, পবিত্র আত্মার অত্যাশ্চর্য দান খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর পরই প্রেরিত এবং শিষ্যদের উপরে পড়েছিল, যা বিভিন্ন সময়ে পুনরাবৃত্তি হয়েছিল; তারা কি এই দান গ্রহণ করতে পেরেছে? "তোমরা কি বিশ্বাস করার পর থেকেই পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছ? তোমরা কি

খ্রীষ্টের শিক্ষার সত্যের চিহ্ন লাভ করেছ তোমাদের ভেতরে?" এখন আমাদের কোন ধরনের আশ্চর্য চিহ্ন লাভের আশা করা উচিত নয় যা তারা লাভ করেছিলেন। নতুন নিয়মের ক্যানন বহু আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর আর কোন প্রত্যাদেশ ঘটবে না। আমরা নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে সুনিশ্চিত কথাগুলোর উপরে ভরসা করতে পারি। কিন্তু এমন অনেক আত্মার দত্ত অনুগ্রহ রয়েছে তা সকল বিশ্বাসীকে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের জন্য প্রয়োজনীয়, ২ করিন্থীয় ১:২২; ৫:৫; ইফিষীয় ১:১৩, ১৪। এখন এটি আমাদের সকলকে একীভূত করেছে, যারা খ্রীষ্টান বিশ্বাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যারা আন্তরিকভাবে এই বিষয়ে প্রকাশ করেছে যে, তারা পবিত্র আত্মার দান পেয়েছে কি পায় নি। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্যই পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। পবিত্র আত্মা সকল মন পরিবর্তনকারীকে দেওয়া হবে (লূক ৯:১৩); কিন্তু এই বিষয়টিতে অনেকেই ভুল বোঝে, তারা মনে করে যে, তারা পবিত্র আত্মায় দান লাভ করেছে যেখানে তারা আসলে তা পায় নি। যেভাবে পবিত্র আত্মার পাওয়ার ব্যাপারেও অনেকে ভান করে থাকে, সেভাবে তাঁর অনুগ্রহ এবং দয়া লাভের ক্ষেত্রেও অনেকে অভিনয় করে থাকে; সেই কারণে আমাদের অবশ্যই কঠিনভাবে নিজেদেরকে পরীক্ষা করা উচিত। আমরা কি বিশ্বাস করার পর থেকেই পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছি? গাছকে তার ফলে চেনা যায়। আমরা কি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফল আনতে পেরেছি? আমরা কি আত্মার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হই? আমরা কি আত্মার সাথে চলি? আমরা কি তাঁর ব্যবস্থায় চালিত হই?

২. তারা এই বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার করেছিল: "যদি কোন পবিত্র আত্মা থেকেই থাকে তাহলে আমাদের আসলে আরও অনেক কিছু জানার বাকি আছে। আমরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে জানতে পেরেছি যে, এক পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে কি না সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ পোষণ করছি না; কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে এত জ্ঞান নেই যে, আমরা তা বুঝতে পারবো।" তারা এ কথা জানতো (যা ড. লাইটফুট আমাদেরকে বলেছেন) যে, তাদের জাতির প্রথা অনুসারে উযায়ের, হগয়, সখরিয় এবং মালাখির মৃত্যুর পর পবিত্র আত্মা ইস্রায়েল থেকে প্রস্থান করে উর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন এবং তারা এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা আর কখনও তাঁর বিষয়ে জানতেও পায় নি শুনতেও পায় নি। তারা এমনভাবে এর বিষয়ে কথা বলেছিল যেন তারা এর জন্য অপেক্ষা করেছিল এবং তা আশা করছিল এবং তারা এই ভেবে অবাক হচ্ছিল যে, কেন তারা এর কথা আগে শোনে নি এবং তারা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। সুসমাচারের আলো ঠিক ভোরের সূর্যের মতই আরও বেশি করে আলো ছড়াতে শুরু করেছিল এবং তারা আগে যে সকল সত্যের কথা শুনেছিল তাকেই যে তারা আরও বেশি করে আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল তাই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তারা আরও বেশি করে সেই সব মানুষদেরকে চিনতে পারছিল যাদের কথা তারা আগে কখনোই শোনে নি।

৩. পৌল এ বিষয়ে খোঁজ নিলেন যে, তারা কীভাবে বাপ্তিস্ম নিয়েছে, যদি তারা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কোন কিছু না জেনে থাকে; কারণ যদি তারা খ্রীষ্টের কোন পরিচর্যাকারীর মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তাদেরকে নিশ্চয়ই সাধারণভাবে পবিত্র আত্মার

সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হবে। "তোমরা কি জানো না যে, যীশু খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হওয়ার পর তিনি পবিত্র আত্মা দান করে গেছেন? তাহলে তোমরা কিসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে? এটি খুবই বিস্ময়কর এবং অসম্ভব। কী! তোমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ এবং তারপরও তোমরা পবিত্র আত্মাকে চেনো না? নিশ্চয়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম সম্পূর্ণ নয়, যদি তোমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কিছুই না জানো; কারণ এর মধ্য দিয়ে তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে পার যা এ কথা প্রকাশ করে যে, তিনি তোমাদের পবিত্র করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করেছেন। পবিত্র আত্মার বিষয়ে অজ্ঞতা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একেবারে গোড়ার একটি ত্রুটি, যার কারণে পক্ষান্তরে যীশু খ্রীষ্টকে না জানার সাথে তুলনা করা যায়।" আমাদের নিজেদের সাথে একে তুলনা করার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, যারা কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের এই বাপ্তিস্ম এবং অনুগ্রহ সবই বৃথা গেছে। কারণ তারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে নি এবং পবিত্র আত্মার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে নি। সেই সাথে এই বিষয়টি আমাদেরকে দেখায় যে, কার সম্মানার্থে আমাদেরকে নতুন জন্ম দেওয়া হচ্ছে তা নয়, বরং সেই সাথে কাদের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছি, যাতে করে আমরা আমাদের পুনর্জন্ম এবং সেই সাথে আমাদের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। আমাদেরকে কখনো কখনো এ কথা বিবেচনা করতে হবে যে, কী কারণে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছি এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর আমরা কীভাবে বেঁচে থাকবো।

৪. তারা এ কথা স্বীকার করেছিল যে, তারা যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল– *eis to Ioannou baptisma*, এর অর্থ হচ্ছে, যা আমি মনে করি, তারা যোহনের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, যোহনের হাতে নয় (কারণ তিনি এ ধরনের যে কোন চিন্তা থেকে দূরে ছিলেন সে সময়), কিন্তু তাঁর কিছু দুর্বল এবং পথভ্রষ্ট শিষ্য ছিল, যারা এ ধরনের বাপ্তিস্ম দিয়ে বেড়াতো, যারা অজ্ঞতার সাথে তাঁর নাম প্রচার করে বেড়াতো এবং তারা যোহনের বাপ্তিস্মের শিক্ষা এবং মতবাদ প্রচার করতো। তারা যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীদের দল ভারী হওয়ার কারণে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তারা এর বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল, যোহন ৩:২৬। কেউ একজন বা এরও বেশি কেউ, যারা নিজেদেরকে যোহনের মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মের মতবাদের প্রতি একান্তভাবে নিবদ্ধ করেছিল, তারা স্বর্গীয় রাজ্যের ব্যাপারে একবারও চিন্তা করে নি, যা যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, তা হাতের কাছে এসে পড়েছে, তা খুবই কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু তারা ভেবেছিল এই ধরনের শিক্ষা একেবারেই অর্থহীন এবং তাদের প্রচলিত শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ, তাই তারা অন্যদেরকে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার জন্য প্ররোচিত করতো। আর সেই কারণে তারা অজ্ঞতাবশত যোহনের শিক্ষা প্রচার করতো এবং যেখানে সেখানে যোহনের বাপ্তিস্ম প্রদান করে লোকদেরকে বাপ্তিস্ম দিত, কিন্তু এরপরে তারা তাদেরকে আর কোন নির্দেশনা দিতে পারতো না।

৫. পৌল তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যোহনের বাপ্তিস্মের সত্যিকারের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কী, যা মূলত যীশু খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং তা তাদের

ভুলগুলোকে শুধরায়, যারা তাদেরকে অন্য কোন দিকে তাকাতে নিষেধ করে, বরং এখানেই স্থির থাকার কথা বলে। যারা এখনও অজ্ঞতায় পতিত রয়েছে, কিংবা ভুল পথে চালিত হচ্ছে, হতে পারে তাদের কোন ভুল শিক্ষার কারণে, তাদের অবশ্যই কোন মতে তাদের দ্বারা অবহেলাকৃত বা অবজ্ঞাকৃত হলে চলবে না, যারা আরও বেশি জানে এবং যারা ধর্মান্ধ, বরং তাদেরকে ধৈর্য সহকারে বোঝাতে হবে এবং তাদেরকে আরও ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যেভাবে এখানে পৌল এই শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

(১) তিনি এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল খুবই উত্তম একটি বিষয়, যে পর্যন্ত এর যুক্তিকতা ছিল: যোহন অবশ্যই মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম দিয়ে যথাযোগ্য একটি কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি লোকদের জন্য যে বাপ্তিস্ম চেয়েছিলেন সেখানে শুধুমাত্র তাদের পাপের জন্য দুঃখ করার কথা বলা হয়েছে এবং সেখান থেকে মন পরিবর্তন করে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে, সেই সাথে এর সুফল লাভ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু;

(২) তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে দেখিয়েছেন যে, যোহনের বাপ্তিস্মের আরেকটি বিশেষ কারণ ছিল এবং তিনি কখনোই এই পরিকল্পনা করেন নি যে, এই বাপ্তিস্মের প্রথা চিরকাল প্রচলিত থাকবে, বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তাঁর পরে যিনি আসছেন তাঁর প্রতিই তাদের বিশ্বাস করা উচিত, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে। তাঁর মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য ছিল এই পৃথিবীতে প্রভুর পথ প্রস্তুত করা এবং সবাইকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পথ প্রস্তুত করা, যাদেরকে তিনি এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি পরিচালিতও করেছেন: "দেখ, সেই মেষ শাবক।" যোহন ছিলেন একজন উত্তম এবং মহান ব্যক্তি; কিন্তু তিনি ছিলেন শুধুমাত্র একজন দূত– যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন রাজা। তাঁর বাপ্তিস্ম ছিল সেই বিশেষ প্রবেশ পথ, যেখান দিয়ে তারা এগিয়ে যাবে; এবং এই কারণে তোমাদের জন্য তা ভুল হবে যদি তোমরা যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর।

৬. যখন এভাবেই তারা যে ভুল পথে এগোচ্ছিল তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, তখন তারা কৃতজ্ঞতার সাথে এই আবিষ্কারটিকে বরণ করে নিয়েছিল এবং তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, পদ ৫। যেমন আপল্লোর ক্ষেত্রে, যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল (প্রেরিত ১৮:২৫) যে, তিনি যোহনের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জানতেন– তিনি সঠিকভাবে এবং যথার্থভাবে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি কোনভাবেই বাপ্তিস্মের বিরোধী ছিলেন না, খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যদের মতও নন, যারা যোহনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা জানতেন যে, এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, খ্রীষ্ট দোরগোড়ায় এসে গেছেন (এবং এই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন), তিনি আবারও তাই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই শিষ্যদের ক্ষেত্রে, যারা তা যোহনের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রহণ করেছিলেন এবং এর চেয়ে বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য তারা দেখতে পান নি, যারা যোহনকেই তাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, তাদের ভুলটি ছিল একেবারেই প্রাথমিক, কিন্তু খুবই মারাত্মক, সেই কারণে তাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের নামে পুনরায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে, তবে যেন তারা আবারও এই

ভুল না করে যে, তারা পৌলের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে (১ করিন্থীয় ১:১৩); আর সেই কারণে, যখন তারা এই বিষয়গুলো আরও ভালভাবে বুঝতে চেয়েছিল, তখন তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল; পৌল নিজে তাদেরকে এই বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন না, যা আমাদের ভাববার অবশ্যই কারণ আছে, বরং তাঁর সাথে তাঁর যে অনুচরেরা ছিলেন তারাই তাদেরকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। এই কারণে এখানে এমন কথা বলা হচ্ছে না যে, যোহনের বাপ্তিস্ম এবং খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, কিংবা এ দু'টো একই উদ্দেশ্যে প্রচলিত ছিল না; এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি একবার পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে (যা খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের রীতি) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই আবারও সেই একই নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারে; কারণ যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল তারা এভাবে আর কখনোই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে নি।

খ. কীভাবে পৌল তাদের কাছে পবিত্র আত্মার বিশেষ দান পৌঁছে দিলেন, পদ ৬।

১. পৌল আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তিনি তাদের উপরে তাঁর হস্তার্পণ করে তাদেরকে পবিত্র আত্মার দান দেন, যা এমন একটি ভঙ্গি যা পূর্বপুরুষদের সময়ে আশীর্বাদ করার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত, বিশেষ করে কোন মহান প্রতিজ্ঞার চিহ্ন হিসেবে, যেমনটা আমার দেখতে পাই আদিপুস্তক ৪৮:১৪ পদে। পবিত্র আত্মা ছিল নতুন নিয়মের সবচেয়ে মহান ওয়াদা, প্রেরিতগণ তাঁর হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে তা প্রদান করছেন: "প্রভু তোমাকে সেই মহান আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ করুন, সেই আশীর্বাদের মহান আশীর্বাদ," যিশাইয় ৪৪:৩।

২. ঈশ্বর সেই জিনিষটিকে অনুমোদন দেন যার জন্য আমরা প্রার্থনা করি: পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে এসেছিল এক বিস্ময়কর ক্ষমতাশালী উপায়ে এবং তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন এবং বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী বলতে শুরু করলেন, যেভাবে প্রেরিতগণ প্রথমে করেছিলেন, অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীরা করেছিলেন, প্রেরিত ১০:৪৪। এর উদ্দেশ্য ছিল ইফিষে সুসমাচারকে পরিচিত করে তোলা এবং লোকদের মনে এই চিন্তা জাগিয়ে তোলা যে, তারা কোন মহান বিষয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে। অনেকে এ কথা মনে করেছিল যে, এর উদ্দেশ্য ছিল এই বারো জনকে পরিচর্যা কাজে আরও ভালভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন করে তোলা, যাদের প্রতি পৌল যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে কথা দিয়েছিলেন এবং মণ্ডলী পরিচালনা করার ব্যাপারে কথা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা ছিল, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে স্বর্গীয় রাজ্যের রহস্য সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং পরভাষার বর সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে করে তারা প্রত্যেক জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারে এবং সব ভাষায় প্রচার করতে পারে। ওহ! এই লোকগুলোর প্রতি কত না বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল! যারা একটু আগেও জানতোই না পবিত্র আত্মা কী, তারাই এখন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছে; কারণ আত্মা, যা বাতাসের মত চলে ফেরে, তা তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে।

প্রেরিত ১৯:৮-১২ পদ

এখানে আমরা পৌলকে ইফিষে মঙ্গল-কাজ সাধন করতে দেখতে পাই।

ক. তিনি সাধারণভাবে যিহূদীদের সমাজ-ঘরে গিয়ে প্রচার করার মধ্য দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, কারণ তিনি তাদেরকেই প্রথম সুসমাচারের নিমন্ত্রণ দিতে চেয়েছিলেন, যাতে করে তিনি ইস্রায়েলের হারানো মেষদেরকে আবার একত্রিত করতে পারেন, যারা এখন বিভিন্ন পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

১. তিনি কোথায় তাদের কাছে প্রচার করলেন: সমাজ-ঘরে (পদ ৮), যেভাবে খ্রীষ্ট প্রচার করতেন। তিনি সেখানে গেলেন এবং তাদের সাথে উপাসনা তে যোগ দিলেন, যাতে করে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধের কারণ না জন্মান এবং তাঁর বিরুদ্ধে তারা খেপে না ওঠে। তাদেরকে জয় করার যেখানে বিন্দু মাত্র উপায় আছে, সেখানেই তিনি তাদের প্রতি সুযোগ নিয়েছেন। এভাবেই প্রকাশ্যে বিশ্রামবারে তাদের কাছে সাক্ষ্য দান করেছেন। যেখানে এখন পর্যন্ত কোন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী গঠিত হয় নি, সেখানে নিশ্চয়ই তাঁকে যিহূদীদের সমাবেশেই যেতে হবে, যেখানে যিহূদীরা এখন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে নি। পৌল সমাজ-ঘরে প্রবেশ করলেন, কারণ তিনি এখানে তাদের সকলকে এক সাথে পেয়েছিলেন এবং এত করে তিনি আশা করেছিলেন যে, তাদের মাঝে এক উত্তম প্রভাব ফেলতে পারবেন।

২. তিনি তাদের কাছে কী প্রচার করলেন: মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য নিয়ে তিনি তাদের কাছে প্রচার করলেন, সেই সমস্ত মহান বিষয়, যা সকল মানুষের উপরে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে প্রদান করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এর মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুষ এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে এবং তারা ঈশ্বরের আনন্দ হিসেবে গণিত হয়। তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যবাধকতা এবং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তা, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এই সকল বিষয়ের লঙ্ঘন করলে তা পাপে রূপান্তরিত হবে। এই সকল বিধি-নিষেধ এর নবায়নের মধ্য দিয়ে এবং মানুষের পুনরুজ্জীবন দানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকে আরও তরান্বিত করা হচ্ছে। কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো, যা যিহূদীরা আশা করছিল এবং যে বিষয়ে তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল; তিনি সেই ব্যবস্থা উন্মুক্ত করেছেন এবং তিনি তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছেন, তাদেরকে এই রাজ্য সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা দিয়েছেন এবং তাদেরকে দেখিয়েছেন যে, তারা এই ব্যাপারে কী ধরনের ভুল করছিল।

৩. কীভাবে তিনি তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন।

(১) তিনি তাদের সাথে আলোচনা সহকারে প্রচার করেছিলেন: তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন, তাদেরকে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কারণ তিনি যে বিষয়ে প্রচার করেছিলেন এবং তাদের বিরোধিতার উত্তর দিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি লোকদের সন্দেহ

এবং অবিশ্বাসের সদুত্তর দিতে পারেন। তারা যেন শুধুমাত্র বিশ্বাস না আনে বরং সেই সাথে তারা নিজেরাই বিশ্বাস করার কারণ খুঁজে পায়। তিনি প্রচার করেছিলেন তাদের কাছ থেকে তাদের উত্তর পাওয়ার জন্য, তাদের প্রশ্ন শোনার জন্য এবং তাদেরকে এর উত্তর দেওয়ার জন্য।

(২) তিনি স্নেহের সাথে প্রচার করেছিলেন: তিনি তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, তিনি শুধুমাত্র এভাবেই প্রচার করেন নি, বরং সেই সাথে তিনি যা বলেছিলেন তা বিশ্বাস করার জন্য তাদের কাছে অনুনয় করেছিলেন, তিনি তাদেরকে সেই সকল বিষয় দেখিয়েছিলেন তাঁর প্রচারের মধ্য দিয়ে, যা স্বর্গীয় রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত, যে বিষয়ে তিনি বলেছেন ২ করিন্থীয় ৫:১১ পদে, আমরা লোকদেরকে অনুনয় করেছি। পৌল ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ প্রচারক এবং তিনি অনুনয়ের ক্ষেত্রে একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন।

(৩) তিনি তাদের কাছে অধ্যবসায় সহকারে প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ ও পবিত্র: তিনি সাহসিকতার সাথে কথা বলেছিলেন, যেভাবে যে কেউ কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ না করলে কথা বলতে পারে, কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করার মত অবকাশ কেউ না পায়।

৪. কত সময় তিনি তাদের মধ্যে প্রচার করলেন: প্রায় তিন মাস ধরে তিনি তাদের মধ্যে প্রচার করলেন, যা ছিল তাদের এই সকল বিষয় বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময়। এই সময় কালে তারা সেই অনুগ্রহের দ্বারা নির্বাচন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং বাকিদেরকে অগ্রহণযোগ্য করা হয়েছিল। এভাবেই পৌল আরও বেশি করে আগ্রহ নিয়ে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন (১ থিষলনীকীয় ২:২), তথাপি তিনি পরাজয় বরণ করেন নি, তিনি ব্যর্থ হন নি, কিংবা নিরুৎসাহিতও হন নি।

৫. লোকদের মধ্যে তাঁর এই প্রচার কেমন সাড়া ফেলেছিল।

(১) সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত হয়েছিল; অনেকে মনে করেন যে, এই শব্দটি প্ররোচিত শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে– তিনি তাদেরকে অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু:-

(২) অনেকেই তাদের মন্দ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। যখন পৌল তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে কিছু সাধারণ বিষয় প্রচার করেছিলেন, সে সময় তারা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল (প্রেরিত ১৮:২০); কিন্তু এখন তিনি তাদের সাথে সমঝোতা করেছেন এবং তিনি আরও পরিষ্কারভাবে তাদের বিবেকের সাথে কথা বলেছেন, কারণ তারা ভুল পথে চলছিল।

[১] খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে তাদের এক অদমনীয় আক্রোশ এবং ক্রোধ ছিল: তারা মন শক্ত করেছিল এবং তারা বিশ্বাস করলো না; তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে, তারা বিশ্বাস করবে না, যদিও সত্য তাদের সামনে আলো প্রকাশ করেছিল এবং তা ছিল অত্যন্ত

সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য। তারপরও তারা আর বিশ্বাস করে নি, কারণ তাদের মন শক্ত ছিল।

[২] তারা অন্যদেরকে সুসমাচারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল; তারা শুধু যে নিজেরা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করছিল না তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা অন্য কাউকেও সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না; তারা সেই পথের বিরুদ্ধে বাজে কথা বলতে লাগল যা শত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। যদিও তারা এর মধ্যে কী ধরনের মন্দতা রয়েছে সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারে নি, তথাপি কারা এর বিষয়ে সর্ব প্রকার মন্দ কথা বলতে লাগল। এই পাপীরা সেই পাপী স্বর্গদূতদের মত করেই শয়তান হয়ে উঠেছিল, যারা ছিল বিপক্ষ এবং শয়তান, মিথ্যে অপবাদদাতা।

খ. যখন তারা এই বিষয়টি যত দূর পারা যায় নিয়ে গেল এবং যখন যিহূদীদের সমাজ-ঘরে এই বিষয়ে কথা উঠলো, তখন সেখানে তারা আরও বাধা সৃষ্টি করলো এবং সেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরও অনেক বিরোধিতা শুরু হল, তিনি সমাজ-ঘর ত্যাগ করলেন, কারণ সেখানে তাঁর নিরাপত্তা ছিল না, কিংবা সেখানে তিনি স্বস্তি মত এবং সাফল্যের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে পারছিলেন না এবং তাদের সাথে আর সংযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। যদিও তাদের উপাসনা এমন ছিল যে তিনি তাদের সাথে যোগ দান করতে পারতেন এবং তারা নিশ্চয়ই তাঁকে তাতে বাধা দিত না, কিংবা তারা তাঁকে তাদের মধ্যে প্রচার করতেও নিষেধ করে নি, তথাপি সেই সমস্ত লোকদের উসকানিতে তাঁকে সমাজ-ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল, কারণ তিনি ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে কথা বলছিলেন; তারা পরিবর্তিত হওয়াটাকে ঘৃণা করেছিল, তারা শিক্ষা লাভ করতে ঘৃণা করেছিল এবং সেই কারণে তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাই যে, এখানে একটি পৃথকীকরণের ব্যাপার ছিল, কোন বিপ্লব নয়; কারণ সেখানে এর জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল এবং এর একটি স্পষ্ট আহ্বান ছিল। এখন লক্ষ্য করুন:

১. যখন পৌল যিহূদীদের মধ্য থেকে প্রস্থান করলেন তখন তিনি তাঁর সাথে তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট জাতি থেকে বাঁচানো যায় (পিতর তাঁর নতুন মন পরিবর্তনকারীদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে অনুসারে, প্রেরিত ২:৪০); পাছে তারা সেই ঈশ্বরনিন্দাকারীদের মুখের ভাষার বিষে আক্রান্ত হয়, তাই তিনি তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বাস করেছিল; যাতে করে তারা একটি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ভিত্তি হতে পারে, এখন তারা একটি মণ্ডলী গঠন করার মত সংখ্যা বিশিষ্ট হয়েছে, যাতে করে অন্যরাও তাদের সাথে সুসমাচার প্রচারে যোগ দান করতে পারে এবং যাতে করে যারা বিশ্বাস করবে তারা তাদের সাথে যোগ দান করতে পারে। যখন পৌল সেখান থেকে চলে আসলেন, তখন আর শিষ্যদেরকে আলাদা করার কোন প্রয়োজন ছিল না; তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন, তারা নিজে থেকেই তাঁকে অনুসরণ করবেন।

২. যখন পৌল সমাজ-ঘর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাঁর নিজের একটি মণ্ডলী স্থাপন করলেন, তিনি একটি সমাবেশের স্থান নির্ধারণ করলেন, তিনি প্রতিদিন

টাইরেনিয়াস নামের একজন লোকের বিদ্যালয়ে প্রচার করতেন। তিনি সমাজ-ঘর থেকে চলে আসলেন এবং সেখান থেকে কাজ করা প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর কাজ থেকে পুরোপুরি বিশ্রাম নেন নি, তিনি প্রতি নিয়ত যীশু খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি এর বিরুদ্ধে যত আক্রমণসূচক প্রশ্নই আসুক না কেন তা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, আর এর মধ্য দিয়ে তিনি দ্বিগুণ সুবিধা লাভ করলেন।

(১) এখন তাঁর সুযোগ আরও অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এই সমাজ-ঘরে তিনি শুধুমাত্র প্রতি বিশ্রামবারে প্রচার করতে পারতেন (প্রেরিত ১৩:৪২), কিন্তু এখন এই স্থানে তিনি প্রতিদিনই সুসমাচার থেকে কথা বলতে পারছেন এবং তিনি অনেক সময় পাচ্ছেন তা করার জন্য। যারা তাদের কাজের জন্য এক দিন শুধুমাত্র আসতে পারতো না, তারা এখন সপ্তাহের যে কোন দিন এসে পৌলের কথা শুনতে পাচ্ছে; তারা প্রতিদিনই এসে এই জ্ঞানের দরজায় প্রবেশ করতে পারছে এবং প্রতিদিন এখানে এসে আত্মিক খাবার গ্রহণ করতে পারছে।

(২) আর এখন তা আরও উন্মুক্ত হয়ে গেছে। যিহূদীদের সমাজ-ঘরে শুধুমাত্র যিহূদী এবং ভিন্ন বংশজাত যিহূদী ধর্মালম্বীরা প্রবেশ করতে পারতো, কিন্তু এখন যখন তিনি এই টাইরেনিয়াসের বিদ্যালয়ে এসে প্রচার করতে শুরু করলেন, তখন যিহূদী এবং গ্রীক উভয়েই তাঁর পরিচর্যা লাভ করতে পারছিল, পদ ১০। এভাবেই তিনি এই সুযোগের দ্বার ইফিষে উন্মুক্ত করলেন (১ করিন্থীয় ১৬:৮, ৯), এটি ছিল তাঁর কাছে উন্মুক্ত হওয়া এক প্রশস্ত এবং কার্যকরী দরজা, যদিও তাঁর অনেক বিপক্ষ ছিল। অনেকে মনে করেন যে, টাইরেনিয়াসের বিদ্যালয় ছিল যিহূদীদের একটি আত্মিক শিক্ষা লাভের স্থান, সাধারণত বড় শহরগুলোর সমাজ-ঘরের পাশে এ ধরনের বিদ্যালয় থাকতো। তারা একে বলতো বেথমিদ্রাশ (*Bethmidrash*), অনুসন্ধানের গৃহ, বা পুনরুল্লেখের গৃহ। তারা এখানে প্রতি বি-শ্রামবারে যেত, সমাজ-ঘর থেকে বের হওয়ার পর। তারা একে একে শক্তি লাভ করতো, প্রথমে তারা উপাসনার গৃহে যেত এবং এরপরে তারা শিক্ষা লাভের গৃহে যেত। এটি যদি সে ধরনের কোন বিদ্যালয় হয়ে থাকে, তাহলে এটি দেখিয়েছে যে, পৌল যদিও এই সমাজ -ঘর ত্যাগ করেছেন, তথাপি তিনি তা ক্রমান্বয়ে ত্যাগ করেছেন এবং তিনি তখন পর্যন্ত এর যতটা কাছে পারা যায় থেকেছেন, যা তিনি এর আগে করেছেন, প্রেরিত ১৮:৭। কিন্তু অন্যান্যরা মনে করতেন যে, এটি ছিল অযিহূদীদের একটি দর্শন শিক্ষার বিদ্যালয়, যার মালিক ছিলেন টাইরেনিয়াস, কিংবা এটি ছিল একটি বিশ্রাম গ্রহণ করার স্থান (কারণ অনেক সময় *schole* শব্দটি দিয়ে এমন অর্থই প্রকাশ করা হয়) যা একটি শহরের প্রধান ব্যক্তি বা শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হত, এটি ছিল কোন ধরনের একটি পরিচিত স্থান, যেখানে পৌল এবং তাঁর শিষ্যরা আগে গিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে তা আগেও ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল, হতে পারে টাকার বিনিময়ে কিংবা ভালবাসার খাতিরে।

৩. এখানে আমরা দেখি তিনি দুই বছরের জন্য তাঁর শ্রম দান করা শুরু করছেন, প্রতিদিন

তিনি তাঁর শিক্ষা দান করতেন এবং সুমাচার প্রচার করতেন। এই দুটি বছর শুরু হয়েছে সেই তিন মাসের পর থেকে, যখন তিনি সমাজ-ঘরে কাটিয়েছিলেন (পদ ৮); সেই সময়কাল শেষ হয়ে গেলে পর তিনি সেই দেশে পুরোটা জুড়ে প্রচার করে কাটালেন, সেই কারণে তিনি নিশ্চয়ই ন্যায্যভাবে বলতে পারেন যে, তিনি তিন বছর সেখানে কাজ করেছেন, যেমনটা তিনি বলেছেন, প্রেরিত ২০:৩১।

৪. এখানে আমরা দূরে এবং কাছে সবখানে সুসমাচারকে ছড়িয়ে পড়তে দেখি (পদ ১০): যারা এশিয়াতে বাস করতো তাদের সকলে প্রভু যীশুর বাক্য শুনতে পেল; শুধুমাত্র যারা ইফিষে বাস করতো তারা নয়, বরং যারা এশিয়া নামের এক বিরাট ভূখণ্ডে বসবাস করতো তাদের সকলেই এই বাক্য শুনতে পেল। এর প্রধান শহর হিসেবে বলা হত এশিয়াকে– একে নিম্ন এশিয়া বলা হত। ইফিষের আইন, যাতায়াত ব্যবস্থা, ধর্ম এবং শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির কারণে বহু লোক এখানে সমাগম হত এবং এভাবেই পৌল সেই দেশের অন্যান্য সকল স্থানে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। তারা সকলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী শুনতে পেয়েছিল। সুসমাচার হচ্ছে খ্রীষ্টের বাক্য, এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা বলে। তারা এই কথা শুনেছিল, কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁর নাম জানতে পেরেছিল। অনেকে অনেক জায়গা থেকে এসেছিল, কেউ কেউ শহর এবং গ্রাম থেকে এসেছিল, সকলেই সুসমাচারকে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তা জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছিল এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরাও তা জানতে পেরেছিল এবং এভাবেই তারা সকলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য জানতে পেরেছিল কিংবা অন্ততপক্ষে তা শুনতে পেরেছিল। সম্ভবত পৌল মাঝে মাঝে নিজে গ্রাম গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতেন, কিংবা তিনি তাঁর প্রচারকদেরকে পাঠাতেন কিংবা তার সহকারীদেরকে পাঠাতেন প্রচার করার জন্য, আর এভাবেই পুরো এলাকায় প্রভুর বাক্য শোনা গিয়েছিল। এখন যারা অন্ধকারে বসে ছিল তারা আলো দেখতে পাচ্ছে।

গ. ঈশ্বর পৌলের শিক্ষাকে নিশ্চিত করলেন আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে, যা লোকদেরকে এর জন্য অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে তুললো এবং এর প্রতি তাদের ভালবাসার সৃষ্টি করলো, সেই সাথে তারা এর প্রতি বিশ্বাস করতে শুরু করলো, পদ ১১, ১২। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, কেন আমরা ফিলিপীতে পৌল কর্তৃক একটি মেয়ের ভেতর থেকে মন্দ আত্মা তাড়ানো ছাড়া আর কোন আশ্চর্য কাজের কথা পাই না, কেন তিনি থিষলনীকি, বিরয়া এবং এথেন্সে কোন ধরনের আশ্চর্য কাজ করেন নি? কিংবা যদি তিনি তা করেই থাকেন, তাহলে কেন তার কোন উল্লেখ করা হয় নি? সুসমাচার কি সেখানে আশ্চর্য কাজের সাহায্য না নিয়েই সফলতা লাভ করেছিল? এই সুসমাচার কি নিজেই এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল যে, তা অনুগ্রহের রাজ্যের প্রতীক ছিল এবং তা নিজেই এর স্বর্গীয় সত্তার প্রমাণ দিতে পারতো, যার কারণে কোন আশ্চর্য কাজের প্রয়োজন পড়তো না? এটি নিশ্চিত যে, করিন্থে তিনি অনেক ধরনের আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন, যদিও লূক একটি মাত্র আশ্চর্য কাজের কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি তাদেরকে বলেছেন (২ করিন্থীয় ১২:১২) যে, তাদের মধ্যে তাঁর প্রৈরিতিক চিহ্ন তিনি প্রকাশ করেছিলেন, আশ্চর্য এবং আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু

এখানে ইফিষে তিনি সাধারণভাবে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি এ ধরনের আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রচারের স্বর্গীয় প্রমাণ দিয়েছেন।

১) এগুলো ছিল বিশেষ আশ্চর্য কাজ– *Dynameis ou tychousas*। ঈশ্বর এমন কিছু শক্তি প্রকাশ করেছেন যা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঘটতো না: *Virtutes non vulgares*। এই কাজগুলো সাধিত হয়েছিল স্বর্গীয় শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা। কিংবা বলা যায়, তারা শুধুমাত্র (যেভাবে সকল আশ্চর্য কাজ আগে ঘটেছে) স্বাভাবিক পথ ধরে তা করেন নি, বরং এমনভাবে তা ঘটেছে যা শুধুমাত্র স্বর্গীয় আদেশের ফলেই তা ঘটতে পারে। সুসমাচারের বিরোধিতাকারীরা এমনভাবে তাদের আক্রমণ করেছিল যে, অন্য কোন আশ্চর্য কাজকেও তারা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করছিল, আর এই কারণে তারা কোন মতেই তাদের মনকে পরিবর্তন করার পথ রাখে নি। শুধুমাত্র সুসমাচারের বাণী দিয়ে তাদেরকে পরিবর্তিত করা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছিল না, এই কারণে ঈশ্বর নিজেই তা সাধন করলেন *virtutes non quaslibet* এভাবেই শব্দটি প্রকাশ করা হয়েছে, আশ্চর্য কাজের সাধারণ নিয়মের বাইরে কৃত একটি আশ্চর্য কাজ।

২) পৌল এই আশ্চর্য কাজটি করেন নি (পৌল কে আর আপল্লো কে?) কিন্তু ঈশ্বর নিজে এই কাজটি পৌলের হাত দিয়ে করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একটি উপকরণ মাত্র, ঈশ্বর ছিলেন এক মূল কৃতকারী।

৩. তিনি শুধু যে তাঁর কাছে যে সমস্ত অসুস্থ রোগীদেরকে আনা হয়েছিল, কিংবা যাদের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদেরকে সুস্থ করেছিলেন তাই নয়, বরং তিনি যে রুমাল কিংবা কোর্তা ব্যবহার করতেন তা লোকদের কাছে নিয়ে আসা হত; তারা পৌলের ব্যবহার্য রুমাল কিংবা তাঁর পোশাক ছুঁতে পারতো, আর তাদের রোগ তাৎক্ষণিকভাবে ভাল হয়ে যেত। কিংবা তারা অসুস্থ লোকদের রুমাল, কিংবা তাদের মাথার পাগড়ি, কিংবা টুপি বা মাথার আবরণ নিয়ে আসতো এবং তা পৌলের শরীরের কাছাকাছি রাখতো, যেন সেগুলোতে তাঁর স্পর্শ লাগে এবং তারপর তারা তা অসুস্থদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। প্রথম ধারণাটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। এখন খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে বলা সেই বাণী পরিপূর্ণ হচ্ছে– এর থেকেও মহান কাজ তোমরা সাধন করবে। আমরা একজন রোগীর কথা দেখি, যে খ্রীষ্টের পোশাকের অগ্রভাগ স্পর্শ করে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার ভেতর থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে, কিন্তু এখানে লোকেরা পৌলের পোশাক স্পর্শ করেছিল যখন সেই পোশাক পৌলের পরনে ছিল না, তা খুলে ফেলা হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে মন্দ আত্মা এবং সকল প্রকার অসুস্থতার বিরুদ্ধে শক্তি দিয়েছিলেন (মথি ১০:১) এবং সেই অনুসারে আমরা এখানে খুঁজে পাই যে, যাদেরকে পৌল মুক্ত করেছিলেন তারা এই দু'টি দিক থেকেই মুক্তি লাভ করেছিল: কারণ তাদের ভেতর থেকে অসুস্থতা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ভেতর থেকে মন্দ আত্মা বের হয়ে গিয়েছিল, যা সুসমাচারের মহান পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই এবং প্রভাবব্যঞ্জক, সেই সাথে আত্মিক রোগ এবং মানুষের আত্মাকে শয়তানের ক্ষমতা এবং

শক্তি থেকে মুক্তি দানের জন্য শক্তি।

প্রেরিত ১৯:১৩-২০ পদ

সুসমাচার প্রচারকদেরকে শয়তানের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের আগে আগে খ্রীষ্ট ছিলেন, যিনি গিয়েছিলেন জয় করতে এবং তাদেরকে জয়ী করতে। যারা মন্দ আত্মা কর্তৃক আক্রান্ত ছিল, তাদের ভেতর থেকে মন্দ আত্মা তাড়ানো ছিল শয়তানের উপরে খ্রীষ্টের বিজয়ের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন; কিন্তু কতভাবে খ্রীষ্ট শয়তানের উপরে বিজয় লাভ করেছেন সেটি দেখানোর জন্য আমরা এই পদগুলোতে শয়তানের পরাজয়ের উল্লেখ দেখতে পাই। এখানে আমরা যাদেরকে দেখি তাদেরকে শয়তান শুধু যে ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত করেছিল তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা শয়তানের প্রতি স্বেচ্ছায় নিবেদিত ও অনুগত ছিল।

১. এখানে আমরা শয়তানের কয়েকজন দাসের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা জানতে পারি, যারা ছিল কয়েকজন ভবঘুরে যিহূদী, কয়েকজন ওঝা বা গুণিন, যারা যীশু খ্রীষ্টের নাম বিকৃতভাবে ব্যবহার করে এবং মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করে তাদের শয়তানিপূর্ণ পূজা এবং মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাদুমন্ত্রের কাজ করতো এবং এভাবে তারা অর্থ উপার্জন করতো। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাদের সাধারণ চরিত্র, যারা এই সকল কাজের জন্য দায়ী ছিল। তারা ছিল কয়েকজন যিহূদী, কিন্তু ভবঘুরে যিহূদী, তারা ঠিকই যিহূদী জাতিগত বিধান এবং ধর্ম পালন করতো বটে, কিন্তু তারা বিভিন্ন শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই সকল কাজ করে অর্থ রোজগার করতো। তারা ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে তাদের বিশেষ ক্ষমতার কথা বলতো এবং তারা লোকদেরকে তাদের বিশেষ জাদুমন্ত্র এবং রোগ সুস্থ করার ক্ষমতার কথা বলতো এবং তারা লোকদেরকে তাদের নিজেদের কাছে ডেকে নিয়ে আসতো এই কথা বলে যে, তারা রোগ থেকে এবং মন্দ আত্মা থেকে মানুষকে সুস্থ করার ক্ষমতা রাখে। তারা নিজেদেরকে ওঝা বা গুণিন বলে সম্বোধন করতো, কারণ তাদের এই সকল মন্ত্র ও গোনা পড়ায় তারা সাধারণ কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতো, যা ওঝা বা গুণিনরাই করে থাকে এবং তারা বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করে আদেশ করতো। কুসংস্কারাচ্ছন্ন যিহূদীরা এই সকল জাদুমন্ত্রের কারণে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্মান করতো এবং তারা এই সকল জাদুমন্ত্রের জন্য তাদেরকে অন্যায়ভাবে শলোমনের মত সম্মান আরোপ করেছিল। যোসেফাস এই কারণেই বলেছেন (এন্টিক ৮. ৪৫- ৪৬) যে, শলোমন এমন কিছু মন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা দিয়ে রোগ দূর করা যেত এবং মন্দ আত্মা দূর হয়ে যেত, যা আর কখনো ফিরে আসতো না; এবং যিহূদীদের মধ্যে সে সময় এই সকল কাজ করা খুবই সাধারণ একটি বিষয় ছিল। আর খ্রীষ্ট সম্ভবত এই কারণেই ফরীশীদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ১২:২৭) যে, তোমাদের সন্তানেরা কার দ্বারা মন্দ আত্মা তাড়ায়?

২. কয়েকজন ইফিষীয় নাগরিকের বিশেষ বিবরণ, যারা এইভাবে জীবন যাপন করতো এবং

তারা ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল; তারা ছিল স্কূবা নামের একজন ব্যক্তির সাতটি সন্তান, যে ছিল একজন যিহূদী এবং একজন পুরোহিত, পদ ১৪। এটি খুবই দুঃখজনক একটি ব্যাপার যে, যাকোবের বংশ এভাবেই কলুষিত হয়ে গিয়েছিল, যা হারোণের বংশেও হয় নি, যে পরিবারকে ঈশ্বর এতটা ভালবেসে আশীর্বাদ করেছিলেন; এটি খুবই দুঃখজনক বিষয় হিসেবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন আমরা দেখি যে, কোন জাতি শয়তানের সাথে হাত মেলাচ্ছে। তাদের পিতা ছিলেন একজন পুরোহিত, পুরোহিতদের একজন নেতা, চব্বিশ জন পুরোহিতের উপরে পরিচালনাকারী পুরোহিত। যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, উপাসনালয় থেকে অবশ্যই পুরোহিতদের পুত্রদের পুরোহিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে এবং কাজে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যদি তার একাধিক পুত্র থেকে থাকে। কিন্তু সম্ভবত এটি ছিল এক নিষ্ফল, নির্বোধ এবং অকর্মন্য চিন্তা, যার কারণে তারা এভাবে বাড়ি ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে শয়তানের সাথে হাত মিলিয়েছে।

৩. তারা যে মন্দতার কারণে দোষীকৃত হয়েছিল: তারা প্রভু যীশুর নামে মন্দ আত্মা তাড়াতো; তারা সেই সমস্ত লোকদের মত ছিল না, যারা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে এবং তাঁর উপরে ভরসা রেখে মন্দ আত্মা তাড়াতেন লোকদেরকে সুস্থ করার জন্য, যেভাবে আমরা দেখি একজন ব্যক্তি মন্দ আত্মা তাড়াতো কিন্তু তথাপি সে খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে অনুসরণ করতো না (লূক ৯:৪৯), যাকে তিনি সেভাবে নিরুৎসাহিত করতে বলেন নি; কিন্তু তাদের মত করে বলেছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি এর আগে বলেছিলেন যে, যারা তাদের মন্দ কাজ সর্বান্তকরণে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা সেই চেষ্টা করে যাক এবং এখানে আমরা সেই পরিকল্পনাকে দেখতে পাই। যদি এমন কারও মুখে যীশু খ্রীষ্টের নাম শুনে মন্দ আত্মা পালায় যে তাঁর উপরে বিশ্বাস করে নি, তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাকে স্বীকৃতি জানানো হয় নি। তারা বলবে যে, যীশু খ্রীষ্টের নাম অনেক বেশি শক্তিশালী বলেই তারা এই নাম ব্যবহার করেছে, যাঁর নামে শয়তানের শক্তি দূরীভূত হয়ে যায়। তারা বলে থাকে, আমরা সেই যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে চলে যেতে আদেশ করছি, যাঁর নাম পৌল প্রচার করে থাকেন; তারা এমন কথা বলে নি, "আমরা যাঁর উপরে বিশ্বাস করেছি, কিংবা আমরা যাঁর উপরে নির্ভর করি, কিংবা যাঁর কাছ থেকে আমরা অনুমতি পেয়েছি," বরং তারা বলেছে, পৌল যাঁর কথা প্রচার করে থাকেন; যেভাবে তারা আগে বলতো যে, "আমরা চেষ্টা করে দেখবো কোন নামে কাজ হয়।" রোমীয় মণ্ডলীতে কিছু ওঝা ও গুণিন ছিল, যারা মন্দ আত্মাগ্রস্থ লোকদের ভেতর থেকে মন্দ আত্মা তাড়ানোর ভান করতো এবং তারা বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ করতো, যা তারা নিজেরাই বুঝতো না এবং এর কোন স্বর্গীয় অনুমোদনও ছিল না, তা কখনোই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত না এবং এই প্রথার অনুসারী ছিল যিহূদী ভবঘুরেরা।

৪. তাদের এই অধার্মিক ও অন্যায্য কাজের মধ্য দিয়ে তারা যে ধরনের দ্বিধায় পতিত হল। তারা যেন ধোঁকা না খায়, ঈশ্বর যেন প্রতারিত না হন, কিংবা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম যেন এভাবে বিকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়; দিয়াবলের সাথে খ্রীষ্টের কী সম্পর্ক?

(১) সেই মন্দ আত্মা তাদেরকে এক কঠিন উত্তর দিল (পদ ১৫): "আমি যীশুকে চিনি এবং পৌলকেও জানি; কিন্তু তোমরা কারা? আমি জানি যে, যীশু সব শক্তি ও ক্ষমতা জয় করেছেন এবং পৌল তাঁর নামে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আদেশ সহকারে কাজ করেন, কিন্তু তোমাদেরকে এমন ক্ষমতা কে দিল? তোমরা যীশু খ্রীষ্টের নাম ঘোষণা করে কী করতে চাচ্ছ এবং তোমরা কী করে তাঁর চুক্তি এবং আদেশ তোমাদের মুখে নিচ্ছ, যেখানে তোমরা তাঁর নির্দেশনাকে ঘৃণা করছো?" গীতসংহিতা ১:১৬, ১৭। এই কথাগুলো সেই মন্দ আত্মার মুখ থেকে বের হয়েছিল ঈশ্বরের ক্ষমতায়, যাতে করে সুসমাচারের সম্মান অর্জিত হয় এবং তাদেরকে লজ্জায় ফেলা যায়, যারা যীশু খ্রীষ্টের নাম এমন খারাপভাবে ব্যবহার করে। খ্রীষ্টান বিরোধী শক্তি এবং ক্ষমতাসমূহ এমন ভাব দেখাবে যেন তাদের যীশু খ্রীষ্ট এবং পৌলের প্রতি এক নিদারুণ ভালবাসা আছে এবং যেন তারা তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু যখন বিষয়টিতে চোখ রাখা হয়, তখন দেখা যায় যে, তারা কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য আংশিকভাবে তাঁর নামই শুধু ব্যবহার করছে, অন্য কোন বিষয় তারা গ্রহণ করে নি; শুধু তাই নয়, সত্য ধর্মের প্রতিও এটি একটি শত্রুতা বিশেষ: যীশুকে আমরা চিনি, পৌলকেও আমরা জানি; কিন্তু তোমরা কারা?

(২) সেই লোকটি, যার মধ্য দিয়ে মন্দ-আত্মারা তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল! সে তাদের উপরে লাফ দিয়ে পড়েছিল, সে তার ক্রোধ এবং আক্রোশ নিয়ে লাফ দিয়ে তাদের উপরে গিয়ে পড়েছিল এবং তাদের সকল প্রকার তন্ত্রমন্ত্র মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল, সে তাদেরকে আর উঠেই দাঁড়াতে দিচ্ছিল না এবং সে খুব শক্তভাবে তাদেরকে প্রহার করেছিল, তারা সেই ঘর থেকে পালিয়ে গেল এবং তারা উলঙ্গ ও আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। তাদের শরীর থেকে কাপড় টেনে টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল এবং তাদের মাথা ফাটিয়ে ফেলা হয়েছিল। এটি একটি সতর্কতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের জন্য, যারা যীশু খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের মন্দতা থেকে ফেরে না। এই একই শত্রু তাদেরকে জয় করে প্রলোভন দেখিয়ে, আর এখানে সে তাদেরকে জয় করলো আতঙ্ক প্রদর্শন করে। আমরা যদি এই শয়তানকে যীশু খ্রীষ্টের উপরে জীবন্ত এবং সত্যিকারের বিশ্বাস দিয়ে প্রতিরোধ করতে চাই, তাহলে নিশ্চয়ই সে আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা তাকে শুধুমাত্র খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে প্রতিরোধ করতে পারি, কিংবা এই জগতের কোন বিষয়, যেমন কোন জাদুমন্ত্র বা এ ধরনের কোন কিছু দিয়ে তাড়াতে চাই, তাহলে তা উল্টো আমাদের বিপক্ষে এসে দাঁড়াবে।

৫. এই ঘটনার ফলে জনসাধারণ যেভাবে তা লক্ষ্য করেছিল এবং এর যে উত্তম প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল অনেকের ভেতরে (পদ ১৭): এই ঘটনা সকল যিহূদী এবং গ্রীকরা জানতে পেরেছিল যারা ইফিষে বাস করতো। এটি শহরের সবচেয়ে আলোচিত কথায় পরিণত হয়েছিল; এবং এর প্রভাব ছিল নিম্নরূপ:-

(১) সেই লোকেরা ভীত হয়েছিল; আতঙ্ক তাদের উপরে নেমে এসেছিল। এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পেল যে, সেই শয়তানের ক্রোধ এবং আক্রোশ কেমন, যাকে তারা সেবা দিয়ে আসছিল, আর সেই সাথে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা কেমন, যাঁকে তারা এত কাল

বিরোধিতা করে এসেছে, এই দু'টি বিবেচনাই ছিল খুবই ভয়ঙ্কর তাদের জন্য। তারা দেখেছিল যে, যীশু খ্রীষ্টের নাম হেলা ফেলা করার মত নয়, কিংবা তাঁর ধর্ম পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন নয়, সেখানে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই।

(২) ঈশ্বর মহিমান্বিত হয়েছিলেন; প্রভু যীশুর নাম, যাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা শয়তান ও মন্দ আত্মা তাড়ান এবং অসুস্থতা থেকে লোকদেরকে সুস্থ করেন, যার বিপরীতে কোন বাধাই টিকে থাকতে পারে না, তা আরও বেশি মহিমান্বিত হয়েছিল; কারণ এখানে আমরা দেখতে পাই যে, সকল নামের উপরে এই নামটি স্থান পেয়েছিল।

খ. এখানে আমরা শয়তানের অন্যান্য দাসদের মন পরিবর্তনের ঘটনা দেখতে পাই, যার সাথে তাদের মন পরিবর্তনের প্রমাণও রয়েছে।

১. যারা তাদের মন্দ কাজের জন্য দোষীকৃত ছিল, তারা তাদের পাপ স্বীকার করলো এবং মন পরিবর্তন করলো, পদ ১৮। অনেকেই যারা বিশ্বাস করেছে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু এটি পরিষ্কার ছিল না যে, তারা কীভাবে এত সহজে তাদের মন পরিবর্তন করলো, হতে পারে তারা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে মন পরিবর্তন করেছিল, কিংবা হতে পারে যীশু খ্রীষ্টের নামের শক্তি ও ক্ষমতা দেখে তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছিল, কিংবা হতে পারে কয়েকজন পরিচর্যাকারী তাদের কাছে এসে তাদেরকে পরিচর্যা দান ও তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার পরে তারা মন পরিবর্তন করেছিল এবং স্বীকার করেছিল যে, তারা এর আগে কতটা মন্দতায় জীবন কাটিয়েছে এবং কত না গোপন মন্দতা তাদের বিবেককে নিভৃতে প্রতি নিয়ত দংশন করে গেছে, যা তারা জানতেও পারে নি– গোপন মন্দতা এবং গোপন ভ্রষ্টতা; তারা তাদের সকল কাজ প্রকাশ করলো, তারা নিজেরা লজ্জিত হল এবং অন্যদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে মহিমা ও গৌরব দান করলো। এই সকল স্বীকারোক্তি তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হয় নি, বরং তারা নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই সকল স্বীকারোক্তি দান করেছে, যাতে করে তাদের বিবেক সান্ত্বনা পায়, কারণ এই বিশেষ আশ্চর্য কাজের পর তারা এর দারুণ আঘাত পেয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যেখানে পাপের জন্য এক সত্যিকারের শাস্তি বরাদ্দ রয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পাপ স্বীকার করতে হবে এবং মানুষের কাছে প্রয়োজন বোধে তা প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে হবে।

২. যারা জাদুমন্ত্রের বই থেকে বিভিন্ন জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করতো, সেই বইগুলোকে তারাই পুড়িয়ে ফেললো (পদ ১৯): আর যারা জাদুক্রিয়া করতো, *ta perierga*– অপার্থিব বস্তু; তাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ বই এনে একত্র করে সকলের সাক্ষাতে পুড়িয়ে ফেলল। *multa nihil ad se pertinentia satagentes*– ব্যস্ত মানুষ (এভাবেই শব্দটির অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, ২ থিষলনীকীয় ৩:১১; ১ তীমথিয় ৫:১৩), যারা জাদু এবং তন্ত্র মন্ত্রের বিদ্যা শিখেছিল, সেখানে ছিল তাদের জ্যোতির্বিদ্যার বই, যাতে লেখা ছিল কাউকে বিতাড়িত করার কৌশল, ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার কৌশল, আত্মা উঠনো এবং নামানোর

কৌশল, স্বপ্নের অর্থ বলে দেওয়ার কৌশল, ভবিষ্যতের পূবার্ভাস দেওয়ার কৌশল এবং এ ধরনের আরও অনেক কৌশল, অনেকে মনে করেন এর সাথে সংযুক্ত ছিল নানা ধরনের নাটক, প্রেমের উপন্যাস, কবিতা, সঙ্গীত এবং কাব্যগ্রন্থ– *histrionica, amatoria, saltatoria*। যখন তাদের বিবেক জাগ্রত হল তখনই তারা বুঝতে পারলো যে, এই সকল বিদ্যা হচ্ছে মন্দতা এবং দুষ্টতায় ভরপুর, আর তখনই তারা তা থেকে মুক্তি পেতে চাইল, আর তাই তারা তাদের এই সকল বইগুলোকে এক করলো এবং সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেললো। ইফিষ সবচেয়ে কুখ্যাত মন্দ আত্মার কাজের জন্য পরিচিত ছিল, এই কারণে তন্ত্রমন্ত্র এবং ডাকিনী বিদ্যার আরেক নাম ছিল ইফিষীয় বিদ্যা (*Literæ Ephesiæ)*। এখানে লোকেরা নিজেদেরকে সেই সকল বই পড়ার মধ্য দিয়ে আরও বেশি করে মন্দ আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসতো এবং সম্ভবত এই সকল কালো বিদ্যা শেখানোর জন্য সেখানে অনেক ধরনের প্রশিক্ষক থাকতো। সেই কারণে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের জন্য একটি আরও বেশি সম্মানের বিষয় ছিল যে, ইফিষের মত একটি জায়গা, যেখানে কালো বিদ্যা এতটা প্রকট আকারে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেখান থেকেই তা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গেল এবং সুসমাচারের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তারা শয়তানের চাতুরিতে দীর্ঘ দিন আবদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং বহু দিন তারা সেখান থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় নি। কিন্তু তারা মনে করেছে যে, যখন তারা মুক্তি পেয়েছে, তখন এই বইগুলো না পোড়ালে তাদের বন্দীত্ব মোচন যথেষ্ট হবে না।

(১) এভাবেই তারা যে পাপের জন্য দোষীকৃত হয়েছিল সেই পাপের বিপক্ষে তাদের পবিত্র অনুশোচনা প্রকাশ করলো; যেভাবে মূর্তি পূজারীরা যখন অনুশোচনা এবং মন পরিবর্তন করলো, সে সময় তারা তাদের প্রতিমাগুলোকে বলেছিল (পদ ৩০:২২) এবং সেখান থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য খুলে এমন কি বাদুর এবং বেজীকে পর্যন্ত দিয়েছিল, যিশাইয় ২:২০। এভাবেই তারা সেই সমস্ত বস্তুর বিরুদ্ধে এক ধার্মিক প্রতিশোধ নিল, যা তাদেরকে মন্দ পথে আটকে রেখেছিল। সেই সাথে তারা এর সকল প্রকার মন্দতা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি জানালো এবং সেই বিষয়গুলো এখন তাদের কাছে প্রচণ্ড ঘৃণার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা এক সময় তাদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল।

(২) এভাবেই তারা তাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলো যে, তারা কখনোই আর তাদের সেই পুরানো বিদ্যার কাছে ফিরে যাবে না এবং সে সম্পর্কিত বইও তারা আর কখনো খুঁজে দেখবে না। তারা সেই মন্দতা এবং এর বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে সতর্ক হয়েছিল এবং তারা তাদের বইগুলোকে শুধু ছুঁড়ে ফেলে নি, যা করলে তাদের আবারও যদি কখনো মন পরিবর্তিত হত তাহলে সেই বইগুলোকে খুঁজে নিয়ে সেগুলো থেকে আবারও সেগুলোকে ব্যবহার করার ইচ্ছা জাগতেও পারতো, কিন্তু তারা আর এর কোন সুযোগ রাখে নি, তারা বইগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং সেগুলোকে তারা তাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেছে।

(৩) এভাবেই তারা তাদের কাছে যে প্রলোভন আসতে পারতো তার পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ

করে দিয়েছে। তারা যদি বইগুলোকে নিজেদের কাছে রেখে দিত, তাহলে এ ধরনের ঝুঁকি থেকেই যেত যে, যখন এই বর্তমান সময় পার হয়ে যাবে, তখন হয়তো বা তারা কৌতূহলবশত সেই বইগুলোতে আবারও চোখ বোলাতে চাইবে এবং এভাবে তারা সেই বইগুলোকে আবারও ভালবাসতে এবং নিজেদেরকে হত্যা করতে আবারও উৎসাহিত হবে, তাই তারা বইগুলোতে একেবারে পুড়িয়ে ফেললো। লক্ষ্য করুন, যারা সত্যিই তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, তারা নিজেদেরকে যথাসম্ভব তাদের সেই পুরনো পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

(৪) এভাবেই তারা অন্যদের প্রতি মন্দ কাজ করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলো। যিহূদাকে বলা যেতে পারতো, বইগুলো বিক্রি করে দাও এবং সেই টাকাগুলো গরিবদেরকে দান কর", কিংবা "বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে বাইবেল এবং অন্যান্য ভাল বই ক্রয় কর।" কিন্তু তখন সে বলতে পারতো যে, এরপরে কার হাতে এই ভয়ঙ্কর বইগুলো গিয়ে পড়বে এবং সেগুলো তার জীবনে কী অপকার না ঘটাবে? এই কারণে এই বইগুলো আগুনে ফেলে দেওয়াই উত্তম ছিল। যারা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে, তাদের সকলের উচিত হচ্ছে অন্যরা যেন এই পাপে পতিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেই কারণে তাদের আরও বেশি করে সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা এমন কোন কিছু ফেলে না রাখে যা অন্যদের অমঙ্গল ঘটাবে।

(৫) এভাবেই তারা এই পৃথিবীর অর্থ সম্পদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল। এই বইগুলোর মূল্য ছিল অনেক, সম্ভবত তারা চাইছিল বইগুলো না পোড়ানো হোক তারাই বলছিল কত দাম দিয়ে বইগুলো কিনতে হয়েছে এবং এর মূল্য জানা গিয়েছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা, যা আমাদের সময়কার প্রায় পনের লক্ষ টাকার সমমূল্যের। খুব সম্ভবত বইগুলো ছিল দুষ্প্রাপ্য। সম্ভবত এই বইগুলো নিষিদ্ধও ছিল বটে, আর তাই এগুলো ছিল আরও বেশি প্রিয়। সম্ভবত এর দাম ছিল অনেক বেশি; তথাপি যেহেতু এগুলো ছিল শয়তানের বই, সেই কারণে কোন মানুষেরই উচিত হবে না এগুলোকে কিনে বোকামি করা, তারা চিন্তা করেছিল যে, এই বইগুলোকে আবার কারও কাছে বিক্রি করা আরও বেশি মন্দ কাজ হবে।

(৬) এভাবেই তারা প্রকাশ্যে তাদের মন পরিবর্তনের কারণে যে আনন্দ তারা লাভ করেছিল সেই আনন্দের কথা প্রকাশ করলো এবং সেই সাথে তারা যে মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করেছে তাও তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ব্যক্ত করলো, যেভাবে মথি আনন্দের সাথে খ্রীষ্টের সম্মানে ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন, কারণ তিনি ঘোষণা করতে চাইছিলেন যে, তিনি তার আগের জীবন ত্যাগ করেছেন। এই নব্য মন পরিবর্তনকারীরা এক সাথে মিলে এই বইগুলোতে আগুন ধরিয়েছিলেন এবং তারা তা সকল মানুষের সামনেই করেছিলেন। তারা নিশ্চয়ই গোপনে নিজেদের মধ্যে এই বইগুলো পোড়াতে পারতেন, তারা নিজেদের ঘরে গিয়ে নিজেরা নিজেরা নিজেদের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারতো, কিন্তু তারা তা করে নি, তারা একসাথে তাদের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছে এবং তারা তা পুড়িয়েছে ও এ কথা স্বীকার করেছে যে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহ তাদের মধ্যে কাজ করেছে, আর সেটাই তারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে।

গ. এখানে আমরা দেখি ইফিষে এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুসমাচারের সাফল্য ও সমৃদ্ধি (পদ ২০): ঈশ্বরের বাক্য এতটাই দ্রুত ও শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটি একটি অনুগ্রহপূর্ণ দৃশ্য, যখন আমরা দেখি যে, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি।

১. এটি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কারণ এর সাথে বহু মণ্ডলী যুক্ত হচ্ছিল। যখন আরও বেশি এবং আরও বেশি করে লোক সুসমাচারের কারণে আকৃষ্ট হচ্ছিল, সে সময় তাদের মধ্যে এর জন্য আগ্রহ দেখা দিল এবং তারা সকলে এর নিচে আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করলো, আর তখনই যারা এত কাল পযর্ন্ত এর বিরোধিতা করে এসেছে, তারা এখন এর কাছে এসে এর বাধ্যতার অধীন হয়ে এর সমস্ত অধীনতাকে স্বীকৃতি জানাতে লাগল, এই কারণে তা এতটা শক্তিশালীভাবে বেড়ে উঠতে লাগল।

২. মণ্ডলী বেড়ে উঠছিল, কারণ যারা মণ্ডলীতে যুক্ত হচ্ছিল তাদের জ্ঞান এবং অনুগ্রহ মণ্ডলীকে ক্রমেই সমৃদ্ধ করে তুলছিল; যখন কঠিন কোন মন্দতাকে উত্তমে পরিণত করা হয়, কোন মন্দ অভ্যাসকে পরিবর্তিত করা হয়, যখন কোন মন্দ প্রথা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং আনন্দদায়ক, সন্তোষজনক, প্রথাগত ও লাভজনক কোন পাপ ত্যাগ করা হয়, তখন অবশ্যই এর প্রভাবে মণ্ডলী শক্তিশালী হয় এবং খ্রীষ্ট বিজয় লাভ করে এগিয়ে যেতে থাকেন।

প্রেরিত ১৯:২১-৪১ পদ

ক. এখানে আমরা দেখি পৌল ইফিষে কোন ধরনের গোলমালে জড়িয়ে পড়েছেন, ঠিক যখনই তিনি এখানে কাজ শেষ করে অন্য কোথাও গিয়ে তাঁর কাজ শুরু করার কথা ভাবছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে তিনি অন্য স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করলেন, পদ ২১, ২২। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর জন্য ঈশ্বর ব্যাপক ও মহান পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি ব্যাপকভাবে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন। তিনি ইফিষে প্রায় দুই বছর অতিবাহিত করেছেন। এর পরে:-

(১) তিনি মাকিদনিয়া এবং আখায়ার মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করলেন, বিশেষ করে ফিলিপী এবং করিন্থ মণ্ডলী, সেই প্রদেশগুলোর প্রধান প্রধান শহর, পদ ২১। সেখানে তিনি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এখন তিনি সেখানে পরিদর্শন করার ব্যাপারে চিন্তা করছেন। তিনি আত্মায় সঙ্কল্প করলেন, হতে পারে তাঁর নিজের আত্মায়, যদিও এর মধ্য দিয়ে তিনি তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন নি, কিন্তু তা নিজের মধ্যেই রেখেছেন, অথবা তিনি পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর সমস্ত কাজের এবং কথার নিয়ন্ত্রণ কর্তা এবং যাঁর দ্বারা তিনি পরিচালিত হতেন। তিনি গিয়ে দেখার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন যে, সে সমস্ত স্থানে ঈশ্বরের কাজ কেমন এগোচ্ছে, যাতে করে যদি তাদের মধ্যে কোন ভুল ত্রুটি থেকে থাকে

তাহলে তিনি তা শুধরে দিতে পারেন এবং যে ভাল কাজ হচ্ছে তার জন্য উৎসাহ জানাতে পারেন।

(২) এখান থেকে তিনি যিরূশালেমে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন, যাতে করে তিনি সেখানকার ভাইদের সাথে দেখা করতে পারেন এবং তাদের কাছে তাঁর কাজের একটি প্রতিবেদন দিতে পারেন। ঈশ্বর তাঁকে প্রভুর হাত দিয়ে যেভাবে সমৃদ্ধি দান করেছেন সেই বিষয়ে তিনি তাঁর ভাইদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন। এবং এরপরে তিনি রোমে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি তা দেখতে চেয়েছিলেন। এটি স্পষ্ট নয় যে, তিনি শুধুমাত্র এই বিখ্যাত শহরটিকে নিজের চোখে দেখার জন্য কৌতূহল নিবারণ করতেই যেতে চেয়েছিলেন কি না, কিন্তু লোকেরা সাধারণত কোন স্থান ভ্রমণ করতে যেতে চাইলে এ ধরনের ভাষাই ব্যবহার করতো। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে এ কথা বলতেন যে, তারা রোম শহর দেখতে যাবেন এবং সেখানে যাবার পর তাদের উদ্দেশ্য ছিল রোম শহরটি পরিদর্শন করার পাশাপাশি সেখানে কিছু পরিচর্যা কাজ করা, রোমীয় ১:১১। রোমের ভাল মানুষেরা ছিল সেই শহরের গৌরব, যা তিনি দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন বলেই ড. লাইটফুট ধারণা করেছিলেন। সম্রাট ক্লৌডিয়াস মারা যান পৌল ইফিষে অবস্থানকালীন দ্বিতীয় বছরে, আর এর পরেই পৌল রোমে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কারণ সম্রাট ক্লৌডিয়াসের জীবদ্দশায় যিহূদীদের রোমে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, প্রেরিত ১৮:২।

(৩) তিনি তীমথি এবং ইরাস্তকে মাকিদনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে করে তারা আগে থেকে সেখানে গিয়ে পৌলের আগমনের সংবাদ দিতে পারেন এবং যিরূশালেমের দরিদ্র সাধু ব্যক্তিদের জন্য দান সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি করিন্থীয়দের প্রতি তার প্রথম পত্র লেখার পর পরই তিনি নিজেই সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, যা আমরা দেখতে পাই ১ করিন্থীয় ৪:১৭, ১৯ পদে: আমি তোমাদের কাছে তীমথিকে পাঠাচ্ছি; কিন্তু আমি খুব দ্রুতই তোমাদের কাছে আসবো, যদি প্রভু ইচ্ছা করেন। কারণ বর্তমানে তিনি অবস্থান করবেন এশিয়াতে, ইফিষের নিকটবর্তী দেশটিতে, সেখানে তিনি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করবেন।

২. কীভাবে তাঁর এই যাত্রাপুস্তক বিলম্বিত হল এবং ইফিষে তিনি যে গোলযোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কারণে যেভাবে তাঁর পরিকল্পননা বাধাগ্রস্থ হল। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি সেখানে বহু দিন অবস্থান করেছিলেন; তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, তিনি সেখানে এমন কোন সমস্যার সম্মখীন হন নি, কারণ এ ধরনের কোন কিছুর কথা ইতিহাসে লেখা নেই, কারণ এই সময়ে তিনি যে পত্রগুলো লিখেছিলেন, সেখানে তিনি ইফিষে পশুদের সাথে লড়াইয়ের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩২), যা আমাদের কাছে এই বিষয়ে বলে যে, সম্ভবত তাকে থিয়েটারে জনসম্মুখে বন্য পশুর সাথে লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল, কারণ সে সময় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে এই পদ্ধতিতেই অত্যন্ত বর্বরভাবে নির্যাতন করা হত। এবং তিনি সেই সমস্যার কথা বলেছিলেন, যা এসেছিল এশিয়া থেকে, ইফিষের নিকটবর্তী নগর থেকে এমন এক আঘাত পেয়েছিলেন, যার কারণে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন এবং তারা মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছিলেন, ২ করিন্থীয় ১:৮,

৯।

খ. কিন্তু এখানে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি আঘাত পাওয়ার চাইতে ভীত হয়েছিলেন বেশি। সাধারণভাবে, আর সেই সময়ে এই পথের বিষয় ভীষণ হুলস্থূল পড়ে গেল, পদ ২৩। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে, বিখ্যাত ধোঁকাবাজ এপোলনিয়াস টাইনিউস, যে ছিল যীশু খ্রীষ্টের বিরোধী এবং অবশেষে যে জাদুকর শিমোন মত করে পরাজয় বরণ করেছিল এবং যাকে সকলে মহান কোন ব্যক্তি বলে মনে করতো, সে সেই সময় ইফিষে অবস্থান করছিল, যখন পৌলও ইফিষে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, এই বিরোধিতা এতটাই তাৎপর্যহীন ছিল যে, লূক এই বিষয়টি উল্লেখ করার মত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি। তিনি এখানে যে গোলযোগের কথা উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই ভিন্ন একটি ঘটনা: আসুন আমরা এ বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে জানার চেষ্টা করি। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. পৌল এবং অন্যান্য সুসমাচার প্রচারকদের বিরুদ্ধে এই মহা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল যে, তারা লোকদেরকে আর্তেমিস দেবীর পূজা করা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছেন এবং এভাবে তারা স্বর্ণকারদের ব্যবসা নষ্ট করে দিচ্ছেন, যারা আর্তেমিস দেবীর মন্দির তৈরি করতো।

(১) এই অভিযোগকারীর নাম ছিল দিমিত্রিয়, একজন স্বর্ণকার এবং একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ সে এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে নেতা ছিল এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে এই বিষয়টির একটি সুরাহা হওয়া প্রয়োজন, তাই সে তার সমগোত্রীয় অন্যান্য স্বর্ণকারদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করেছিল। সে অন্য কোন ধরনের কাজ করতো কি না সে বিষয়ে আমাদেরকে বলা হয় নি; কিন্তু তার কাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, সে আর্তেমিস দেবীর জন্য রৌপ্যময় মন্দির নির্মাণ করতো, পদ ২৪। অনেকে মনে করেন যে, সে এক ধরনের মেডেল বা পদক বিক্রি করতো, যাতে আর্তেমিস দেবীর, বা তার মন্দিরের, বা উভয়ের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, সেই সাথে তাতে দেবী আর্তেমিসের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকতো এবং পুরোটাই ছিল রূপা দিয়ে তৈরি, কিন্তু তা এতটাই ছোট ছিল যে, লোকেরা তাদের সাথে করে তা বয়ে বেড়াতে পারতো, ঠিক যেমন এখনকার পোপীয় ধর্মানুসারীরা ক্রুশ খোদিত প্রতিকৃতি বহন করেন। যারা অনেক দূর থেকে আর্তেমিসের মন্দিরে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে আসতো এবং পূজা আরাধনা করতে আসতো, তারা এখান থেকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাদের সাথে করে এই ধরনের ছোট্ট মন্দির বা প্রতিকৃতি তাদের বাড়িতে নিয়ে যেত, যাতে করে তারা তাদের পরিবার পরিজন এবং বন্ধুদের কৌতূহল মেটাতে পারে এবং সেই সাথে যেন তাদের মনের মাঝে এই দেবীর বিষয়ে সবসময় চিন্তা থাকে। দেখুন কীভাবে এই শিল্পকারেরা এবং শিল্পীরা সেই সাথে স্বর্ণকারেরা লোকদের কুসংস্কার এবং ভুল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করে।

(২) যে লোকদের কাছে সে এই আবেদন জানিয়েছিল তারা কোন শাসনকর্তা ছিল না,

তারা ছিল সাধারণ জনতা। সে সকল স্বর্ণকারদেরকে একত্রে ডেকেছিল, যারা এই একই পেশায় নিয়োজিত ছিল (এক দল কর্মী, যাদের পার্থিব স্বার্থ ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা মাথায় ছিল না) এবং সে সকলকে পৌলের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল, যে তার সহ পেশাজীবীদেরকে একত্রিত করে তার নিজের পথের কাঁটা সরাতে চেয়েছিল।

(৩) তার অভিযোগ এবং উপস্থাপন ছিল খুবই স্পষ্ট।

[১] সে এই নীতি উপস্থাপন করেছিল এবং উল্লেখ করেছিল যে, আর্তেমিস দেবীর অনুসারীদের জন্য রৌপ্যময় মন্দির নির্মাণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং এই পেশাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে (পদ ২৫): "মহোদয়গণ, আপনারা জানেন, এই কাজের দ্বারা আমাদের বেশ অর্থ উপার্জন হয় এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবন নির্বাহ করি, আমাদের সকল অর্থ সম্পদ এর মধ্য দিয়েই উপার্জিত হয়। এই পেশায় থেকেই আমরা ধনী হয়েছি এবং সম্পত্তি গড়েছি। আমরা খুবই ভাল জীবন যাপন করছি এবং আমাদের সমস্ত সুখ শান্তি এই পেশা দিয়েই এসেছে, আর সেই কারণে এর সামনে যত বড় বাধাই এসে দাঁড়াক না কেন, আমরা অবশ্যই আমাদের পেশাকে আমাদের এই শিল্পকে অকালে হারিয়ে যেতে দেব না।"

লক্ষ্য করুন, মানুষের জন্য সে সময় ঈর্ষান্বিত হওয়াটা স্বাভাবিক, তা ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক, যার জন্য মানুষ ধনী হয় এবং যা মানুষকে পার্থিবভাবে সম্পদশালী করে, মানুষ ঠিক সেই বিষয়টির জন্যই ভাবিত হয় এবং তারা যে কোন মূল্যে তা সংরক্ষণের চেষ্টা করে এবং অনেকেই একমাত্র এই কারণে নিজেদেরকে খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিরুদ্ধে বিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, কারণ তা মানুষকে সকল প্রকার অন্যায্য এবং ভুল শিল্প ও পেশা থেকে সরে আসার জন্য আদেশ করে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা যত সম্পদই অর্জন করুক না কেন তা থেকে তাদেরকে বিচ্যুত হতে আদেশ করে।

[২] সে পৌলের উপরে এর দোষ চাপালো যে, তিনিই লোকদেরকে মূর্তি পূজা করা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছে। এই যে কথাগুলো, যেভাবে এখানে তা ব্যক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে, হস্তনির্মিত দেবমূর্তি আসলে কোন দেবতাই নয়, পদ ২৬। এর চেয়ে কি আর কোন সত্য এতটা কঠিন হতে পারে এবং প্রামাণ্য হতে পারে, কিংবা ভাববাদীদের কোন কথা কি এর চেয়ে আরও জোরালো কোন প্রমাণ দিতে পারবে যা এই কথা বলেছে, এই কারিগররা এই মূর্তি বানিয়েছে, সেই কারণে এটি ঈশ্বর নয়? ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান যে ধারণা রয়েছে তা হচ্ছে, তিনি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন, সেই সাথে তিনি কারও উপরে নির্ভর করেন না, কিন্তু সকল বস্তুই তাঁর কাছ থেকে আসে এবং সকলেই তার উপরে নির্ভর করে; আর এই কারণে এই বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর কখনোই মানুষের হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম বা কল্পনাপ্রসূত হতে পারেন না। তথাপি এই ধারণাটির প্রতি তাকানো হয়েছিল বিরুদ্ধবাদী বা নাস্তিক চিন্তা হিসেবে এবং পৌল এই ধারণা পোষণের জন্য একজন অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, এমন নয় যে, এই শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু করা যাচ্ছিল না, কিন্তু এর ফলাফল

শুধু ইফিষে নয়, প্রধান নগরীতে নয়, তা সমগ্র এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল, পুরো জাতি সমূহের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিল, যারা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা এবং যাদের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল। পৌল সব লোকদেরকে প্ররোচিত করে তাদের দেবতাদের পূজা আরাধনা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন, তিনি তাদেরকে আর্তেমিস দেবীর পূঁজা করা থেকে মন ফিরাতে বলেছিলেন। সেই কারণে এখন আর আর্তেমিস দেবীর মন্দিরের সেই পদকের আর তেমন চাহিদা ছিল না আগের মত এবং তাদেরকে আর সেভাবে ভাল সম্মানীও দেওয়া হত না। এমন কেউ কেউ রয়েছে যারা সবচেয়ে অযৌক্তি বিষয়টির পক্ষে গোঁ ধরে বসে থাকবে এবং তা মিথ্যে হলেও কিংবা এর কোন ভিত্তি না থাকলেও তারা তা অনুসরণ করে যায়। যতই বলা হোক না কেন যে, এই দেবতারা হস্ত নির্মিত, তথাপি পার্থিব আইন এবং মানুষের সমর্থন তাদের প্রতি ছিল।

[৩] সে তাদেরকে মনে করিয়ে দিল যে, তাদের পেশা এখন যে ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলছে এবং তারা যে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যা কিছু তাদেরকে স্পর্শ করুক না কেন তা তাকে তারা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে লক্ষ্য করবে: "যদি এই শিক্ষা প্রসার পেতে থাকে, তাহলে আমরা সকলে শেষ হয়ে যাব, এমন কি আমাদের হয়তো দোকান বন্ধ করে বসে থাকতে হবে; আমাদের এই শিল্প ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে এবং তা বন্ধ হয়ে যাবে। বলা হচ্ছে এই হস্তশিল্প এক কুসংস্কার এবং তা পুরো পৃথিবীর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু আমাদের জীবন এর সাথে জড়িত" (এভাবেই শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে), "এই ব্যবসার সাথে আমাদের সমস্ত সত্তা জড়িয়ে আছে, এর প্রতিটি সুফল আমাদের অর্জন," *kindyneuei hemin to meros*, "আমরা কোনভাবেই তা হারানোর ভয় করতে পারি না, কিন্তু তা আমাদেরকে বিপদে ফেলবে এবং আমরা শুধু যে ভিখারী হয়ে যাব তাই নয়, সেই সাথে আমরা দোষীকৃতও হব।"

[৪] সে আর্তেমিসের দেবীর জন্য কপট ভালবাসা দেখানোর ভান করলো এবং সে দেখালো যে, দেবীর সম্মান রক্ষার জন্য তার অনেক চিন্তা রয়েছে: শুধুমাত্র যে আমাদের এই পেশা বিপদের মুখে রয়েছে তা নয়, সেই সাথে সে তোমাদের সাথে এমন উষ্ণ সুরে কথা বলে যে, তোমরা কি হারাচ্ছ সে বিষয়ে চিন্তাও করতে পারবে না, কিন্তু সব দিক থেকেই সে চায় যেন আর্তেমিস দেবী ও তার মন্দির অপমানিত হোক এবং তার সম্মান ও মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যাক; পৌল চেয়েছিলেন যেন সকলের সামনে আর্তেমিস দেবীর মর্যাদা এবং সম্মান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং সমস্ত এশিয়া এবং পুরো পৃথিবীর কাছে যেন তার সম্মান ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। দেখুন, আর্তেমিস দেবীর পূজা যাতে করা হয় সে কারণে সকলের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে এবং তার পক্ষে কত না আকুতি মিনতি করে তার উপরে নির্ভর করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

প্রথমত, এর পাশে ছিল জাক্‌জমক; এর মন্দিরের চাকচিক্য ছিল চোখে লাগার মত এবং সকলে এর সৌন্দর্যে দেখে মুগ্ধ হত। তাই এর কারিগরেরা কোন মতেই মেনে নিতে পারছিল না যে, এই দেবীর সম্মান ক্ষুন্ন হবে এবং লোকেরা আর তার পূজা করবে না।

দ্বিতীয়ত, এর স্বপক্ষে অনেক মানুষ ছিল, সমস্ত এশিয়ার নিবাসীরা তার পূজা করে, আর এই কারণে সঠিক উপায়ে তাদেরকে সঠিক উপাসনার পথে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, পৌল এর বিপরীতে যাই বলুক না কেন। এভাবেই যেহেতু পুরো পৃথিবী সেই পশুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল, আর এই কারণেই সেই ড্রাগন, শয়তান, এই পৃথিবীর রাজা তাকে তার শক্তি দিয়েছিল এবং তার আসন ও তার মহান ক্ষমতা দান করেছিল, প্রকাশিত বাক্য ১৩:২, ৩।

২. এই অভিযোগের জনপ্রিয়তা এবং এর স্বপক্ষ। এই অভিযোগ দায়ের করেছিল একজন স্বর্ণকার এবং সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার জন্য এই অভিযোগের অবতারণা করা হয়েছিল এবং তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করেছিল, কারণ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে,

(১) সুসমাচার এবং এর প্রচারকদের বিরুদ্ধে এক দারুণ মহা অসন্তোষের উত্থান। তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ ছিল (পদ ২৮), তারা ক্রোধ এবং আক্রোশে পরিপূর্ণ ছিল, এভাবেই শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই কারিগররা পাগল হয়ে উঠেছিল, যখন তাদেরকে এ কথা বলা হল যে, তাদের ব্যবসা এবং তাদের প্রতিমা উভয়েই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

(২) তাদের দেবীর সম্মানের প্রতি এক দারুণ আগ্রহ এবং উদ্দীপনা: তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "ইফিষীয়দের আর্তেমিস দেবী মহান; এবং আমাদেরকে অবশ্যই তার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে এবং আমরা তার সম্মান রক্ষা করার জন্য জান প্রাণ দিয়ে লড়বো। সেখানে কি এমন কেউ আছে যে আর্তেমিস দেবীর ক্ষতি করতে চায় কিংবা তাকে ধ্বংস করার হুমকি দেয়, সে সামনে আসুক এবং আমাদের সাথে একাকী সামনে আসুক। পৌল এ কথা আমাদের সামনে এসে বলুক যে, কীভাবে সে প্রমাণ করতে পারে হস্তনির্মিত দেবতা কোন দেবতা নয়। আমরা অবশ্যই তাকে প্রমাণ করে দেখাবো যে, আর যে কেউ নতুন দেবতা বা দেবী আসুক না কেন, ইফিষীয়দের আর্তেমিস দেবীই সবচেয়ে মহান। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশের ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে, যা আমরা ঐতিহ্য অনুসারে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি।" এভাবেই সমস্ত লোক প্রত্যেকে তাদের নিজেদের দেবতাদের পথে হাঁটতে লাগল এবং প্রত্যেকে তাদের নিজেদের কথা চিন্তা করতে লাগল; সত্যিকার ঈশ্বর সেবক এবং পরিচর্যাকারীর ভেতরেও এ ধরনের চিন্তা রাখা উচিত, যাতে করে সে বলতে পারে যে, এই ঈশ্বরই আমাদের ঈশ্বর এবং চিরকালের ঈশ্বর।

(৩) তাদের নিজেদের মধ্যকার একে চরম বিশৃঙ্খলা (পদ ২৯): সমস্ত শহরের মধ্যে এক ব্যাপক দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল– একটি মিথ্যে ধর্মের প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে যা হয় এখানেও ঠিক তাই হয়েছে; এর কারণে প্রত্যেকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল এবং প্রত্যেকে যুক্তিহীন হয়ে পড়লো এবং লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়ে যেতে লাগল, তারা শুধু যে নিজেদের মনের কথা জানতো তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা নিজেদের মনের কথাও জানতো না।

৩. এই বিদ্রোহীদের প্ররোচনায় জনতার প্রবল উন্মাদনা এবং তারা যে পর্যায়ে গেল।

(১) তারা পৌলের কোন কোন সঙ্গীর উপরে হাত বাড়ালো এবং তাদেরকে ধরে রঙ্গভূমিতে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে গেল (পদ ২৯), অনেকে মনে করেন যে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দিয়ে পশুদের সাথে লড়াই করানো; কিংবা হতে পারে তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র তাদেরকে লাঞ্ছিত করা এবং জনতাকে এর সাক্ষী রাখা। যাদেরকে তারা ধরেছিল তারা ছিলেন গায় এবং আরিষ্টার্খ, এদের উভয়ের কথা আমরা অন্যান্য স্থানে দেখতে পাই। গায় ছিলেন দর্বীর লোক, প্রেরিত ২০:৪। আরিষ্টার্খ এর কথাও সেখানে বলা হয়েছে এবং কলসীয় ৪:১০ পদেও বলা হয়েছে। তারা পৌলের সাথে মাকিদনিয়া থেকে এসেছিলেন এবং এটাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ যে, তারা পৌলের ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ ও নির্যাতন উভয়ের সাক্ষী ছিলেন।

(২) পৌল, যিনি তাদের হাতে বন্দী হলেও পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্য কষ্ট ভোগ করছে, তিনি তখন লোকদের মাঝে প্রবেশ করলেন এবং নিজেকে উৎসর্গ করতে সামনে আসলেন, যদি এখানে আর কোন সমাধান না-ই থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নিজেই তাদের বদলে শাস্তি ভোগ করা বেছে নেবেন; আর এটি ছিল তাঁর দয়ার একটি চিহ্ন যে, তিনি প্রকৃত অর্থেই তার প্রতিবাসীকে ভালবাসতেন।

(৩) তিনি এখান থেকেই তাঁর বন্ধুদের প্রতি দয়া দেখাতে প্ররোচিত হয়েছিল, যারা তাঁকে সাহায্য করেছিল।

[১] শিষ্যরা তাঁকে কোন সময় কষ্ট দেয় নি, এই কারণে তাঁর নিশ্চয়ই উচিত হবে তাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা, যারা তার জন্য এত কষ্ট সহ্য করছেন। তাদের নিশ্চয়ই পৌলকে এই কথা বলার যুক্তি রয়েছে যে, যেভাবে দায়ূদের দাসেরা বলেছিল তাঁকে, যখন তিনি নিজেকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করতে চাইছিলেন, আপনি আমাদের দশ হাজার জনের সমান, ২ শমূয়েল ১৮:৩।

[২] তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অন্যরা তাঁকে বাধা দিয়েছিল যেন তিনি এই বিপদে পা না বাড়ান। তারা নিশ্চয়ই তাঁর সাথে গায় এবং আরিষ্টার্খ এর চেয়ে আরও অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করবে, কারণ তারা তাঁকে তাদের সকলের নেতা হিসেবে ধরে নেবে; আর সেই কারণে তাঁর যথাসম্ভব ভিড় থেকে দূরে থাকাই উত্তম, পদ ৩১। তারা ছিলেন এশিয়ার নেতাদের কয়েকজন, এশিয়ার শাসনকর্তাবৃন্দ– *Asiarchai*। সমালোচকরা আমাদেরকে বলেছেন যে, তারা ছিলেন পুরোহিতদের নেতা; কিংবা অন্যদের মতে তারা ছিলেন তাদের খেলোয়ারদের নেতা। তারা খ্রীষ্টান বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলা হয় নি (এবং এদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন তাদের পুরোহিত এবং শাসনকর্তা), কিংবা তারা শুধুমাত্র পৌলের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, যেভাবে একজন অসাধারণ উত্তম ব্যক্তি, যার নাম আমাদেরকে বলা হয় নি, তাদেরকে শুধুমাত্র পৌলের বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ড, লাইটফুট এ কথা মনে করেন যে, তারা শুধু

যে পৌলের জন্য এক দারুণ সম্মান এবং দয়া পোষণ করতেন তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা তাঁর সাথে সেই রঙ্গভূমিতে পশুদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছেন এবং তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁর সাথে আবারও এ ধরনের খারাপ আচরণ করা হবে। লক্ষ্য করুন, এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ যে, যখন একজন মানুষ তার বন্ধুর ভাল-মন্দের দিকে খেয়াল রাখে এবং তার জীবনে যেন কোন দুঃখ ও কষ্ট নেমে না আসে সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পৌলের জন্য সেই রঙ্গমঞ্চে যাওয়াটা খুবই কষ্টকর এবং যন্ত্রণার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সেখান থেকে তার জীবন নিয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা হাজারে একবার। আর সেই কারণেই পৌলকে তাঁর বন্ধুরা নিষেধ করে বলেছিলেন যেন তিনি আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করেন এবং তারা তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তিনি এই সময়টা কোন ধরনের পরিচর্যা কাজে যুক্ত না হন, কারণ তাতে করে তাঁর জীবন ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা ছিল। আমাদের সামনে এমন আহ্বান আসতে পারে যে, আমরা যেন আমাদের জীবন উৎসর্গ করি, কিন্তু তাই বলে আমাদের নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে পতিত করার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে ভাল হবে যদি পৌল কোন রঙ্গমঞ্চে যাওয়ার বদলে কোন সমাজ-ঘরে যান।

(৪) সেই উন্মত্ত জনতা এক দারুণ দ্বিধান্বিত অবস্থায় ছিল (পদ ৩২): অনেকে চিৎকার করে এক ধরনের কথা বলছিল তো অন্য জন আরেক ধরনের কথা বলছিল, ঠিক তাদের কল্পনা এবং আগ্রহ অনুসারে এবং সম্ভবত তারা যে সমস্ত সংবাদ শুনেছিল তাতে করে তারা এই ধরনের চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছিল। অনেকে বলেছিল, যিহূদীদের সাথে নেমে এসো; অন্যরা বলেছিল, পৌলের সাথে নেমে এসো; কিন্তু পুরো জমায়েত দ্বিধান্বিত ছিল, কারণ তারা একে অন্যের মনোভাব বুঝতে পারছিল না। তারা একে অন্যের বিরোধিতা করছিল এবং তারা একে অন্যের উপরে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের চিন্তাই বুঝতে পারছিল না; কারণ সেই মহান সত্য তাদের সামনে প্রকাশিত হয় নি। তারা বুঝতে পারছিল না যে, কীভাবে তারা এই দাঙ্গা শুরু করবে, কিংবা এখানে তাদের আসলে কী করার রয়েছে বা কী স্বার্থ রয়েছে; কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে যা হয় তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই এসেছিল আসলে এখানে কী হয়েছে তাই জানতে। তারা এই মহা গোলমাল দেখে এগিয়ে এসেছিল, এখানে কী হচ্ছে তাই জানতে তারা জনতাকে অনুসরণ করেছিল, ঠিক যেভাবে বৃষ্টির জল জমে রাস্তা-ঘাট জলাবদ্ধ হয়ে যায়, সেভাবেই মানুষ একের পর এক আসতে আসতে এক বিরাট জনতায় রূপ নিয়েছিল।

(৫) যিহূদীরা প্রথমে এই গোলমালে তাদের অংশগ্রহণ ঘটাতে পারতো (অন্যান্য স্থানে তারাই ছিল এই ধরনের গোলমালের এবং দাঙ্গার উদ্যোক্তা) কিন্তু এখানে এই ইফিষে তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার জন্য তেমন প্রস্তুত ছিল না বা তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না এবং তথাপি যখন তা উত্থিত হল, তাদের যথেষ্ট মন্দ ইচ্ছা প্রকাশ পেল, যাতে করে তারা এর সাথে তাদের স্বার্থ মিশ্রিত করতে পারে (পদ ৩৫): তারা আলেকজাণ্ডারকে এই জনতার ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসলো এবং তাকে যিহূদীদের পক্ষ হয়ে পৌলের এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে আহ্বান জানালো: "তুমি তো জান যে, দীমীত্রিয় এবং তার সঙ্গীরা পৌল এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কী ধরনের কথা বলছে, তারা তাদেরকে তাদের

ধর্মের শত্রু হিসেবে গণ্য করছে। এই কারণে তারা আমাদের জন্যও এই সুযোগ সৃষ্টি করেছে যেন তারা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যা করছে তা আমরা বলার সুযোগ পাই।" যিহূদীরা তাকে এই সকল কথা বলার জন্য সামনে পাঠিয়ে দিল, তাকে উৎসাহ দিল এবং তাকে এই কথা বললো যে, তারা তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং তাকে সমর্থন জোগাবে; আর এই বিষয়টি তারা তাদের প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখেছিল, আর তাই তারা পৌলের বিরুদ্ধেও এখন তাদের অভিযোগ উত্থাপন করতে চেয়েছিল, যাতে করে এই সুযোগে পৌলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। এই দিনে পৌলের সকল শত্রুরা একত্রিত হয়েছে এবং তারা সকলে মিলে তাদের ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে এক সাথে পৌলকে শেষ করে দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে এবং এদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের দাসদের থেকে সতর্কতার সাথে আলাদা করে দেখতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই এই আশঙ্কায় থাকতে হবে যেন তাদেরকে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া না হয়, তারা যেন শেষ বিচারের দিনের ধ্বংসে পতিত না হয়। আলেকজাণ্ডারকে হাতছানি দেওয়া হয়েছিল যেন সে পৌলের বিরুদ্ধে কথা বলে; কারণ এটি খুবই আশ্চর্যের একটি বিষয় হবে যদি খ্রীষ্টানদের উপরে কোন ধরনের নির্যাতন চালানো হয় অথচ সেখানে যিহূদীদের অংশ-গ্রহণ না থাকে; যদি তারা কোন ধরনের ক্ষতিকর পরিকল্পনা শুরু করতে নাও পারে, তাহলে তারা তা এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করবে এবং এভাবেই তারা নিজেদেরকে পাপীদের ভাগী করবে। অনেকে মনে করেন যে, এই আলেকজান্ডার ছিল একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, কিন্তু সে মূলত তখন পর্যন্ত যিহূদী কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ত্যাগ করতে পারে নি, সেই কারণে তাকে ধরে পৌলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল; আর এই ছিল সেই স্বর্ণকার আলেকজান্ডার, যে পৌলের অনেক ক্ষতি সাধন করেছিল (২ তীমথিয় ৪:১৪) এবং সে শয়তানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিল (১ তীমথিয় ১:২০)।

(৬) এর ফলে বিচারকরা পৌলের বন্ধুদের বিপক্ষে বিচার কাজ স্থগিত করলেন এবং একে পরিণত করলেন তাদের দেবীর সম্মানের বিষয়ে (পদ ৩৪): যখন তারা জানতে পারলেন যে, তিনি একজন যিহূদী এবং তিনি আর্তেমিস দেবীর উপাসনার ঘোর বিরোধী (কারণ সেই সময় যিহূদীরা সকল প্রকার মূর্তিপূজা এবং প্রতিমা ঘৃণা করতো), তখন সে পৌলের বিপক্ষে যা কিছু বলছিল না কেন তা কোন মতেই তারা শুনতে চাইলেন না এবং এই কারণে সমস্ত জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, "ইফিষীয়দের আর্তেমিসই মহা দেবী; যে কেউ তাকে পরাজিত করতে চায়, সে যিহূদী হোক আর খ্রীষ্টান হোক, আমরা দেবীর পক্ষে কথা বলবো। তিনি ইফিষীয়দের মহা দেবী আর্তেমিস, আমাদের আর্তেমিস; আর এটাই আমাদের গৌরব এবং আনন্দের বিষয় যে, তার মন্দির আমাদের সাথে রয়েছে; এবং তিনি মহান এবং একজন বিখ্যাত দেবী এবং তিনি বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত। আরও অনেক আর্তেমিস আছে, কিন্তু ইফিষীয়দের আর্তেমিস দেবীই তাদের সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন, কারণ তার মন্দির আরও বেশি সম্পদশালী এবং তা অন্য যে কোন মন্দিরের চেয়ে সুন্দর।" এই সমস্ত কথাই তারা দুই ঘণ্টা ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল এবং এটি ছিল সেই সকল চিন্তা থেকে প্রসূত, যা পৌল তাদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, আর তা হচ্ছে, সেগুলো কোন দেবতা নয়, যাদেরকে হাতে বানানো হয়েছে। এভাবেই অনেক সময় শুধুমাত্র গোলমাল করে এবং

জনতার মধ্যে হইচই বাধিয়ে সবচেয়ে পবিত্র সত্যকেও চাপা দেওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, যে প্রাচীন প্রতিমা মূর্তি পূজারীরা তাদের সমস্ত প্রতিমা ও মূর্তির জন্য খুবই পাগল ছিল; আর এখানে আমরা এর একটি উদাহরণ দেখতে পাই। আর্তেমিস দেবী ইফিষীয়দের কাছে এক মহান দেবী ছিল, কারণ বহু জায়গা থেকে লোকেরা ইফিষে এই আর্তেমিস দেবীর মন্দির দেখতে আসতো এবং তারা এই পর্যটন ব্যবসায় সমৃদ্ধ ছিল; আর এই কারণে তারা যে কোনভাবে হোক তার সম্মান যাতে কোনভাবে ক্ষুন্ন না হয় সেই চেষ্টা চালিয়ে যেত, আর তাই তারা বলছিল, ইফিষীয়দের আর্তেমিসই মহা দেবী।

৪. শহরের শাসনকর্তা বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার ফলে যেভাবে দাঙ্গাকারীরা নিবৃত্ত হল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাকে বলা হয়েছে *grammateus*– বিদ্বান ব্যক্তি, কিংবা সচিব, কিংবা অনুলিপিকারক; "তাদের সকল খেলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং লিপিকারক," অলিম্পিক খেলা (অন্যান্যদের মতে), তার কাজ ছিল এই খেলায় বিজয়ীদের নাম লিপিবদ্ধ করা এবং তারা যে সমস্ত উপহার জয় করেছে তা লিপিবদ্ধ করা। তিনি এখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তাদের সামনে এসে কথা বলেছিলেন এবং তাদের সাথে কথা বলে তাদের শান্ত করে দিয়েছিলেন, সেই সাথে তিনি আমাদের সামনে শলোমনের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে, হীনবুদ্ধিদের মধ্যে কর্তৃত্বকারীর চিৎকার অপেক্ষা জ্ঞানবানদের কথা শান্তিস্থানে অধিক শ্রুত হয়, যেমনটা আমরা দীমীত্রিয় এবং এই নগর সম্পাদকের মধ্যে পার্থক্য হিসেবে দেখি, উপদেশক ৯:১৭।

(১) তিনি তাদের মুখের এই কথা শুনেছিলেন যে, ইফিষীয়দের আর্তেমিস দেবীই মহা দেবী, আর এই কথা নিয়ে তিনি তাদের সাথে কিছুটা রসিকতা করলেন, পদ ৩৫। তাদের নিশ্চয়ই এত গোলমাল করার এবং হইচই করার প্রয়োজন ছিল না এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যা কেউই অস্বীকার করবে না, কিংবা যে সম্পর্কে কারোরই অজানা নেই: প্রত্যেকেই এ কথা জানে যে, ইফিষীয়দের নগরী মহাদেবী আর্তেমিসের এবং আকাশ থেকে পতিত মূর্তির রক্ষাকারী – *neokoros*; শুধু যে এর বাসিন্দারা এই দেবীর মূর্তি পূজারী ছিল তাই শুধু নয়, বরং সেই সাথে পুরো শহরই এর পূজা করে এবং এই শহর আর্তেমিস দেবীর পূজা করার জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই সাথে তার মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং যারা যারা সেখানে পূজা করতে আসতো তাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইফিষ ছিল মহান দেবী আর্তেমিসের *æditua* অর্থাৎ তীর্থ স্থান (তারা বলতো যে, এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ), কিংবা *sacrist*– অর্থাৎ পবিত্র ভূমি। আর্তেমিস যত না এই শহরটির রক্ষাকারী কিংবা সংরক্ষণকারী ছিল, তারা চাইতে ইফিষ শহরটিই আর্তেমিসের বেশি রক্ষাকারী এবং সংরকক্ষণকারী হিসেবে পরিচয় দিত। এ ধরনের প্রতিমা মূর্তি পূজারীরা তাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতো এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জান প্রাণ ঢেলে দিত, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরকে এবং সত্যিকার ঈশ্বরকে তারা অবহেলা করতো এবং এ ধরনের কয়েকটি শহর ছিল তা এ ধরনের মিথ্যে হস্তনির্মিত দেবতাদের পূজা করতো এবং সেগুলোকে আদরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করতো। ইফিষে আর্তেমিস দেবীর মন্দির খুবই ধনী ও সম্পদশালী ছিল এবং এর কাঠামো ছিল অত্যন্ত

জাক্‌জমকপূর্ণ; কিন্তু এটি আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, সেই মন্দিরে আর্তেমিসের প্রতিকৃতি কেমন ছিল, কারণ তারা ভেবেছিল যে, এর ফলে সেই মন্দির পবিত্রীকৃত হবে, কারণ তারা লোকদেরকে এই কথা বলেছিল যে, এই প্রতিমা জুপিটার থেকে পৃথিবীতে পতিত হয়েছে আর সেই কারণে কোন প্রতিমাই মানুষের হাতে নির্মিত হয় নি। দেখুন, তারা কত সহজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মোহগ্রস্থ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ফেলে রেখেছে। আর্তেমিসের এই প্রতিচ্ছবির কারণে তাদের মনের মাঝে এই ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কেউই এই প্রতিমা নির্মাণ করে নি, বরং এই প্রতিমা আকাশ থেকে পতিত হয়েছে। "তো এই জিনিসগুলো," সেই নগর সম্পাদক খুবই জোর দিয়ে বলছিলেন (তবে তিনি আন্তরিকভাবে তা বলছিলেন কিনা, না কি তিনি তাতে বিশ্বাস করতেন কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে), "এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না, কারণ তারা এমন কিছু বিশ্বজনীন কৃতিত্ব অর্জন করেছে যে, তোমাদের এর বিরোধিতার ভয় করার কিছুই নেই, কারণ এর বিরুদ্ধে কোন কিছুই দাঁড়াতে পারবে না।" অনেকে এভাবে এর ব্যাখ্যা করে থাকেন: "আর্তেমিসের প্রতিমা জুপিটার থেকে পতিত হতে দেখে আমরা সকলেই বিশ্বাস করেছি, সেই কারণে হস্তনির্মিত দেবতাদের বিষয়ে যে অভিযোগই আনা হোক না কেন, তা আমাদেরকে কোন মতেই প্রভাবিত করবে না।"

(২) তিনি তাদেরকে সকল প্রকার নৃশংসতা এবং দাঙ্গা সৃষ্টিকারী কাজ করতে নিষেধ করলেন, কারণ তাদের ধর্মকে রক্ষা করতে এর কোন প্রয়োজন ছিল না এবং তারা এতে করে সত্যিকারের কোন সুফলও লাভ করতে পারতো না (পদ ৩৬): তোমাদের উচিত চুপ থাকা এবং কোন ধরনের তাড়াহুড়ো না করা। এটি খুবই ভাল একটি নীতি যা সবসময় পালন করে চলা উচিত, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য পালনীয়, আর তা হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের অনুভূতি ও আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে কোন কাজে হুড়োহুড়ি না করি, বরং আমরা যেন সময় নিয়ে প্রতিটি কাজ বিবেচনা করি, আমরা নিজেরা যেন উত্তেজিত না হই এবং অন্যদেরকেও যেন উত্তেজিত না করি, বরং আমাদেরকে সবসময় শান্ত ও ধীর স্থির থাকতে হবে এবং সবসময় আমাদেরকে অবশ্যই যুক্তি সহকারে বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। এই পৃথিবীকে অবশ্যই আমাদের কাছে প্রস্তুত হতে হবে, যাতে করে আমরা এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যখন আমরা নিজেরা কিংবা তারা যারা বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে: আমাদেরকে অবশ্যই শান্ত হতে হবে এবং কোন ধরনের তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, যার কারণে আমাদের বিশ্রামের সময়ে যেন অনুশোচনা করতে না হয়।

(৩) পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছিল তিনি তা মুছে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন যে, তারা যে ধরনের মানুষ হিসেবে তাদেরকে প্রকাশ করতে চেয়েছে তারা আসলে সে ধরনের মানুষ নয়। (পদ ৩৭): "তোমরা এই লোকদেরকে এখানে নিয়ে এসেছ এবং তোমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ, কিন্তু তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছ যে, তাদের অপরাধ আসলে কী এবং তাদের মূল দোষ কোনটা? কেন তোমরা তাদেরকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা

চালাচ্ছ? তারা তো উপাসনালয়ের ডাকাত নয়, তোমরা তাদেরকে নৃশংসতা বা রাহাজানির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না, কিংবা তারা তোমাদের কোন উৎসর্গীকৃত বস্তু নিয়ে গেছে এমনও নয়। তারা আর্তেমিস দেবীর মন্দির কিংবা এর সম্পদের উপরে কোন ধরনের হামলা চালায় নি; এমন কি তারা তোমাদের দেবীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দাও করে নি; তারা আর্তেমিস দেবীর মূর্তি পূজারীদের বিপক্ষে কোন ধরনের বাজে কথা বলে নি, কিংবা দেবীর বা তার মন্দিরের বিপক্ষেও কোন ধরনের অশালীন উক্তি করে নি। কেন তোমরা তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের আক্রোশপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তাদের উপরে চড়াও হচ্ছো, যেখানে তারা সরাসরি তোমাদের কোনই ক্ষতি করে নি? যেহেতু তারা শান্ত রয়েছে, কেন তোমরা উত্তেজিত হচ্ছ?" তাদের মনের মাঝে যে প্রতিমা ছিল সেটাই তাদের সমস্ত বোধ বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছিল, সেই কারণে তাদের অন্তরে কোন ধরনের যুক্তি কিংবা তর্ক খাটছিল না। যদি তাদের এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়, তাহলে আর্তেমিস দেবীর মন্দিরও ধ্বসে পড়বে এবং তার সমস্ত জাক্জমক ধূলিস্যাৎ হয়ে পড়বে। যারা সমস্ত প্রকার প্রতিমা পূজার বিপক্ষে কথা বলে তারা অবশ্যই সত্যের পক্ষে রয়েছে এবং তাদেরকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে এই মনোভাব ধারণ করে যেতে হবে এবং মানুষের মনে এই চিন্তা রোপণ করতে হবে, কিন্তু তারা যেন কোন মণ্ডলীর দস্যু না হয় (শিকারের উপরে যেন তাদের হস্ত বিস্তার না করে, ইষ্টের ৯:১৫, ১৬), কিংবা সেই সমস্ত মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা না করে, তারা যেন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলে, তাদের সাথে ধৈর্য বজায় রাখে এবং কোন ধরনের বাজে আচরণ না করে কিংবা বাজে কথা না বলে, যারা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে। ঈশ্বরের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের মিথ্যা কথার প্রয়োজন নেই, সেই কারণে এর প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের উত্তেজনা ও আক্রোশপূর্ণ আচরণের প্রয়োজন নেই। ক্রোধে পূর্ণ মানুষের ভেতরে ঈশ্বর কাজ করেন না।

(৪) তিনি তাদেরকে আইনের সাধারণ বিধানগুলো পালন করার জন্য মন ফেরাতে বলেছিলেন, যা তাদেরকে অবশ্যই সমস্ত গোলযোগের মধ্যেও মাথায় রাখতে হবে এবং একটি সভ্য ও সুশাসিত জাতির কাছ থেকে অবশ্যই তা আশা করা যায়। এটি তাদের জন্য অবশ্যই খুবই মহা দয়ার একটি কাজ, যেখানে শান্তি রক্ষিত হয় এবং সেই অনুসারে আইন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেখানে প্রতিটি ভুল কাজের জন্য প্রতিষেধক রয়েছে; এবং এই কারণেই আমরা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে সুখী জাতি।

[১] যদি কোন ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতির জন্য অভিযোগ করা হয়, তাহলে তাদেরকে বিচারকদের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে হবে এবং বিচারালয়ে যেতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে বিচার কাজে অংশ নিতে হবে। যদি দীমীত্রিয় এবং তার সঙ্গী স্বর্ণকারেরা যারা এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে, তারা নিজেদেরকে কোন বিষয়ে অপমানিত বা ক্ষতির সম্মুখীন হতে দেখে, কিংবা যদি তাদের কোন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদেরকে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে আদালতে যেতে হবে এবং অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে। এতে করে এর বিচার কাজের সুনিষ্পত্তি হবে এবং সকলেই সুবিচার লাভ করবে: আইন উন্মুক্ত এবং সেখানে বিচারকেরা রয়েছেন; প্রধান

বিচারক এবং তার সঙ্গীরা সেখানে রয়েছেন, যাদের কাজ হচ্ছে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা এবং এরপর নিরপেক্ষ বিচার করা এবং তাদের বিচারে উভয় পক্ষের সমস্ত কথা শোনার পর এক পক্ষপাতিত্ব বিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে; এবং তাদের বিচারে অবশ্যই সকল পক্ষ সমান, কেউ কারও চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। লক্ষ্য করুন, আইন তখনই ভাল যখন কেউ আইন সঙ্গতভাবে এর প্রয়োগ ঘটায়, যা একাধারে সঠিক বাদানুবাদের ভিত্তিতে নির্ণয় করা সম্ভব এবং এক্ষেত্রে অধিকারের সমতা থাকতে হবে।

[২] যদি জনগণের অমঙ্গলের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ে অভিযোগ আনা হয়, যদি সংবিধানের সাথে কোন বিষয়ে অভিযোগ আনা হয়, তাহলে অবশ্যই পুনরায় এর বিবেচেনা করতে হবে এবং কোন ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতি দুর্বল হয়ে এই বিচার করা যাবে না (পদ ৩৯): যদি তোমরা অন্য কোন বিষয়ে সমাধান চাও, যদি তা কোন সাধারণ বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা ন্যায্যভাবে সাধারণ পরিষদে এবং প্রাচীন সভায় তা তোল এবং সেখানে যোগ্য কর্তৃপক্ষ তোমাদেরকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান দান করবেন। লক্ষ্য করুন, ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের স্বার্থ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মধ্যস্থতা করা উচিত নয়, বরং একটি পরিষদ বা সভার এই দায়িত্ব পালন করা উচিত। কিংবা একজন ব্যক্তি যে বিষয়টি সম্পর্কে আদৌ পরিচিত নয়, সেই বিষয় সম্পর্কে তার মধ্যস্থতা করতে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়; আমাদের অবশ্যই সবসময় নিজের বিষয়ে মনোযোগী থাকা উচিত।

(৫) তারা এখন যে ঝুঁকির মুখে রয়েছে সে বিষয়ে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন এবং এই দাঙ্গা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে যে সমস্যার মাঝে জড়িয়ে ফেলছে, সে বিষয়ে তিনি তাদেরকে জানালেন (পদ ৪০): "খুব ভাল হবে যদি আমাদেরকে আর আজকের দিনের এই হই হট্টগোলের জন্য কোন জবাবদিহি করতে না হয়, যদি সম্রাটের দরবারে কেউ এ বিষয়ে কোন অভিযোগ না তোলে, কারণ এই শহর অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং কেউ যদি এই বিষয়ে অভিযোগ তোলে তাহলে আমাদের শাসকদের উপরে শাস্তি নেমে আসবে এবং তাতে আমাদের বলার কিছুই থাকবে না। আমরা নিজেদেরকে কোনভাবেই নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব না, কারণ আমরা শহরের শান্তি রক্ষা করতে পারি নি এবং আমরা কেবলই রক্ষণাত্মক অবস্থানে ছিলাম। তাই আমাদের আর বলার কিছুই থাকবে না, কারণ ইতোমধ্যেই ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।

লক্ষ্য করুন, বেশির ভাগ মানুষই ঈশ্বরের বিচারের চেয়ে মানুষের বিচার ও শাস্তিকে আরও বেশি ভয় করে থাকে। আমাদের জন্য কতই না ভাল হত, যদি আমরা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সব ধরনের অস্থিরতা এবং অধার্মিকতা থেকে দূরে থাকতাম, কিন্তু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের তৈরি আইনের বিধান অনুসারে চলি। আমাদের প্রত্যেককে আমাদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে, কারণ আমরা এই অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করেছি। আমরা কীভাবে এর জবাব দেব, যখন আমাদেরকে আমাদের সকল কৃতকর্মের জন্য অভিযোগ জানানো হবে এবং সেখানে আমাদের বলার কিছুই থাকবে না? এই সকল অরাজকতা, অধার্মিকতা এবং আক্রোশের কী জবাব দেব আমরা? আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সকল প্রকার অনৈতিকতা, অরাজকতা, অসহিষ্ণুতা এবং অধার্মিকতার জন্য

জবাবদিহি করতে হবে এবং এই সব বিষয়ের জন্য ঈশ্বর আমাদের উপরে বিচার নামিয়ে আনবেন (উপদেশক ১১:৯) এবং আমাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত হিসাব দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

(৬) যখন তিনি এভাবেই তাদেরকে তাদের সকল ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন এবং তাদের এই অহেতুক দাঙ্গা হাঙ্গামার বিষয়ে উল্টো অভিযোগ করলেন এবং এর প্রেক্ষিতে কী কী মন্দ প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে বললেন, তখন তিনি তাদেরকে এই পরামর্শ দিলেন যেন তারা সকলে খুব দ্রুত এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায় (পদ ৪১): তিনি তাদেরকে সমাবেশ ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দিলেন, তিনি সম্ভবত কোন ঘোষণাকারীকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে চিৎকার করে সকলকে এ কথা বলতে থাকে যে, সকলে যেন নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যায় এবং তারা ঠিক সেই কাজই করেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] কীভাবে তারা জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরের যে কর্তৃত্ব সংরক্ষিত রয়েছে তাকে উপেক্ষা করেছিল, যা তারা পেয়েছিল জমায়েত হওয়া শত শত মানুষের ভেতরে জাগ্রত ক্রোধ থেকে। এভাবেই এই পৃথিবী একটি ভারসাম্য বজায় রেখে চলে এবং মানুষ সমুদ্রের মাছের মত সবচেয়ে ভাল স্রোতে গিয়ে মিলিত হয়। এই উন্মত্ত জনতা কেমন ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং তারা কেমন বন্য পশুর মত আতঙ্কজনক হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সবসময় এই জনতা ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত অনুসারে চলে না, কিন্তু তিনি সবসময়ই তাদেরকে শান্ত করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি সমুদ্রেরে ঝড় শান্ত করেছে, সমুদ্রের ঢেউ থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং (যা কোন মতেই তাঁর অবিস্মরণীয় শক্তিমত্তার একটি দৃষ্টান্ত না হয়ে থাকতে পারে না, মানুষের চরম উন্মত্ততাকেও তিনি থামিয়ে দিয়েছেন, গীতসংহিতা ৬৫:৭।

[২] দেখুন, কত না উপায়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করে থাকেন। সম্ভবত এই নগর সম্পাদক পৌলের কোনভাবেই কোন বন্ধু ছিলেন না, কিংবা তাঁর কাছে সুসমাচার প্রচারও করা হয় নি, তথাপি তাঁর মানবীয় বিবেক বিবেচনা স্বর্গীয় পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ ছিল। ধার্মিকের সামনে বহু বিপদ রয়েছে, কিন্তু প্রভু তাদেরকে এর সব বিপদ থেকেই উদ্ধার করবেন।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২০

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. মাকিদনিয়া, গ্রীস এবং এশিয়া জুড়ে পৌলের ভ্রমণ এবং অবশেষে তাঁর ত্রোয়ায় আগমন, পদ ১-৬।

খ. ত্রোয়াতে তাঁর একটি প্রভুর দিন অতিবাহিত করার বিশেষ বর্ণনা এবং সেখানে উতুখকে জীবন দান, পদ ৭-১২।

গ. তার অগ্রগতি বা যে সমস্ত মণ্ডলী তিনি স্থাপন করেছিলেন সেগুলো পরিদর্শন করার জন্য তার ভ্রমণ এবং সেখান থেকে যিরূশালেমের পথে তার যাত্রা, যেখানে তিনি পঞ্চাশত্তমী ঈদ পালন করার চিন্তা করছিলেন, পদ ১৩-১৬।

ঘ. ইফিষের পালকদের কাছে তিনি যে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন, যখন তিনি সেই দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, পদ ১৭-৩৫।

ঙ. তাঁর সাথে তাদের এক দুঃখজনক বিদায়, পদ ৩৬-৩৮। এই সব কিছুর মাঝে আমরা পৌলকে দেখতে পাই যীশু খ্রীষ্টের সেবা কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় এবং মানুষের আত্মার জন্য ভাল কাজ করা অবস্থায়, শুধুমাত্র অযিহূদীদের সাথে তিনি সুসমাচার নিয়ে কথা বলেছেন তা নয়, কিন্তু সেই সাথে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্যও তিনি কাজ করেছেন।

প্রেরিত ২০:১-৬ পদ

পৌলের এই সমস্ত ভ্রমণের বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে, যদি এর বর্ণনা বিশদভাবে দেওয়া হত, তাহলে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা স্মরণীয় এবং মূল্যবান এক ইতিহাস হিসেবে আমাদের কাছে সমাদৃত হত, কিন্তু সেই ঘটনাসমূহের বিবরণ এতটাই ব্যাপক ছিল যে, তার সমস্ত কিছু যদি লেখা হত তাহলে তার স্থান সঙ্কুলান হত না; আর সেই কারণেই আমাদেরকে কেবলমাত্র সাধারণভাবে কিছু ঘটনার আভাস দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের জন্য কম মূল্যবান নয়। এখানে আমরা দেখি:-

ক. ইফিষ থেকে পৌলের প্রস্থান। তিনি অন্য যে কোন স্থানে যেটুকু সময় অতিবাহিত করেছেন তার চাইতে বেশি সময় এই ইফিষে অতিবাহিত করেছেন। যে সময় থেকে তিনি অযিহূদীদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করা শুরু করেছিলেন, সেই সময় থেকে তিনি এখানে অবস্থান করে আসছিলেন, আর এখন তিনি এখান থেকে প্রস্থান করার কথা চিন্তা করলেন, কারণ তাঁকে এখন অন্যান্য শহরেও সুসমাচার প্রচার করতে হবে; কিন্তু এরপর থেকে তাঁর জীবনের আইন-কানুনের ইতিহাস শেষ হওয়ার পর (যার উপরে আমরা সকলে নির্ভর করে থাকি), আমরা কখনো তাঁকে এমন অবস্থায় দেখতে পাই না যে, তিনি একদম নতুন কোন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, কিংবা যেখানে কখনো যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচারিত হয় নি সেখানে সুসমাচার প্রচার করছেন, যা তিনি এই পর্যন্ত করেছেন (রোমীয় ১৫:২০), কারণ পরবর্তী অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখতে পাব যে, পৌল বন্দী হয়েছেন এবং এভাবেই আমরা তাঁকে এই পুরো পুস্তকটির শেষ পর্যন্ত দেখতে পাব।

১. পৌল ইফিষ ত্যাগ করলেন, যখনই সেই হট্টগোল থেমে গেল, কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এই গোলযোগের সম্মুখীন হওয়ার পর পবিত্র আত্মা আর চান না যে, তিনি সেখানে পরিচর্যা কাজ করেন, পদ ১। তাঁর এই প্রস্থানকে অনেকে এভাবে দেখতে পারেন যে, এতে করে তাঁর বিরোধিতাকারীরা শান্ত হয়েছিল এবং সেখানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা আরও ভাল অবস্থানে এসেছিল। *Currenti cede furori*– ঝড়ের মাঝে অটল থেকে অবস্থান করা উত্তম। তথাপি অনেকে মনে করেন যে, তিনি এখন ইফিষ ত্যাগ করার আগে করিন্থীয়দের কাছে তাঁর প্রথম পত্রটি লিখে গিয়েছিলেন এবং তিনি যে সেখানে ইফিষের পশুদের সাথে লড়াইয়ের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, যা তিনি তাঁর পত্রে লিখেছেন, সে বিষয়ে আমরা বলতে পারি যে, এটি ছিল সেই গোলযোগের একটি প্রতীকী রূপ; কিন্তু আমি এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিতে চাই।

২. তিনি তাদেরকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় এবং ভীতি ও আতঙ্কের মাঝে রেখে যান নি, বরং তিনি তাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং শান্ত সমাহিত অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন: তিনি তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ডাকলেন, সেই মণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে আলিঙ্গন করলেন, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন (এভাবে সিরীয় ভাষায় বিদায়ের ভঙ্গি প্রকাশ করা হয়) ভালবাসার চুম্বন দানের মধ্য দিয়ে, যা প্রাচীন মণ্ডলীতে প্রচলিত ছিল। বন্ধুদেরকে নিঃস্বার্থভাবে এবং তারা বিনিময়ে কতটুকু ভালবাসবে তা না জেনেই যখন ভালবাসা যায় এবং যখন তাদের মধ্যে বিদায় নেওয়ার সময় আসে, তখনই কেবল বোঝা যায় যে, কীভাবে তারা একে অপরের হৃদয়ের এতটা কাছাকাছি ছিল।

খ. গ্রীক মণ্ডলীগুলোকে তাঁর পরিদর্শন, যা তিনি স্থাপন করেছিলেন এবং একবারের বেশি তিনি সেখানে এর আগে আসে পরিচর্যা কাজ করেছেন এবং আমরা দেখতে পাই যে, তারা তাঁর হৃদয়ের খুব কাছে অবস্থান করছিল।

১. তিনি প্রথমে মাকিদনিয়াতে গেলেন (পদ ১), যা তিনি এই গোলযোগের আগেই পরিকল্পনা করেছিলেন (প্রেরিত ১৯:২১); সেখানে তিনি ফিলিপী এবং থিষলনীকীয় মণ্ডলী

পরিদর্শন করলেন এবং তাদেরকে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনাদান করলেন, পদ ২। পৌল তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করা মানেই হচ্ছে তিনি তাদের মাঝে সুসমাচার প্রচার করবেন এবং তার প্রচার ছিল বিশাল ব্যাপক ও প্রচুর বাক্য ও কথায় সমৃদ্ধ: তিনি তাদেরকে অনেক উৎসাহ দিলেন; তিনি তাদের সাথে অনেক কথা বললেন এবং তিনি নিজেকে তাঁর সময়ের সাথে বেধে ফেলেন নি, তিনি তাদের সাথে অনেক অনেক কথা বলেছেন। তিনি তাদেরকে নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকে এবং (অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন), তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর বোঝানোর সময় তাদেরকে নানাভাবে যুক্তি এবং তর্ক দিয়ে বুঝিয়েছেন।

২. তিনি গ্রীসে তিন মাস অবস্থান করেছেন (পদ ২, ৩), এর অর্থ হচ্ছে, তিনি আখায়াতে ছিলেন, যেমনটা অনেকে মনে করেন, কারণ সেখানেও তিনি যেতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সেখান থেকে করিন্থে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন (প্রেরিত ১৯:২১) এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানেও তিনি শিষ্যদেরকে অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নিশ্চয়তা দান করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে প্রভুর সাথে সবসময় সংযুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

গ. তাঁর পরিকল্পনার পরিবর্তন, কারণ আমরা সবসময় আমাদের উদ্দেশ্যে স্থির থাকতে পারি না। অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে যা আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিন্তা করি না, কিন্তু এতে করে আমাদের পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন আসে।

১. পৌল জাহাজে চড়ে সিরিয়া হয়ে আন্তিয়খিয়াতে যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে তিনি প্রথম অযিহূদীদের কাছে পরিচর্যা কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি এখানে ভ্রমণ করার পরিকল্পনা রেখেছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁর মন পরিবর্তন করলেন এবং তিনি মাকিদনিয়াতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, সেই একই পথ ধরে তিনি এলেন।

২. এর কারণ ছিল, তিনি ছিলেন যিহূদী, তাই তিনি নিজেই সবসময় তাঁর নিজেকে পরিচালনা দিয়ে এসেছেন, তিনি নিজেই তাঁর হাল ধরেছিলেন, তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছিলেন; যেহেতু তারা জনতাকে উত্তেজিত করে এবং তাদেরকে পৌলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে এবং শাসনকর্তাদের দিয়েও কিছু করতে পারল না, সেই কারণে তারা নিশ্চয়ই পৌলকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, যাতে করে তারা তাঁকে ধরে তাঁর কাছ থেকে যে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় তা ছিনতাই করে নিতে পারে, যা তিনি যিরূশালেমের দরিদ্রদের ত্রাণ কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু যিহূদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কেমন ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করছিল সেটা বিবেচনা করে আমার মনে হয়, তারা তাঁর এই অর্থ কড়ির চেয়ে তাঁর রক্তের জন্য আরও বেশি পিপাসু ছিল।

ঘ. তিনি যখন এশিয়াতে ভ্রমণ করলেন, তখন তাঁর সাথে যে সঙ্গীরা ছিল; তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ৪। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন পরিচর্যাকারী, তবে

তাদের মধ্যে সকলেই পরিচর্যাকারী ছিলেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় নি। বিরয়া নগরীর পুর্হের পুত্র সোপাত্র, সম্ভবত তিনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যাকে আবার সোষিপাত্র নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে রোমীয় ১৬:২১ পদে। তাদের মধ্যে তীমথির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ যদিও পৌল যখন ইফিষ ত্যাগ করেন (পদ ১), তখন তিনি তীমথিকে সেখানে রেখে আসেন এবং পরবর্তীতে তাঁর কাছে তাঁর প্রথম পতত্রটি লেখেন এবং সেখানে তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি কীভাবে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে সেখানে প্রথম মণ্ডলীটি গড়ে তুলবেন (দেখুন ১ তীমথিয় ১:৩; ৩:১৪, ১৫), যা এই পত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে শুধুমাত্র ইফিষে, যেখানে তিনি ছিলেন, সেখানেই সুসমাচার প্রচার করতে এবং মণ্ডলী স্থাপন করতে বলা হয় নি, বরং তাকে অন্যান্য স্থানেও সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে যেখানে পৌল এর আগে গিয়েছেন এবং যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করে এসেছেন, কিংবা যেখানে তিনি সুসমাচার প্রচার করার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন (এবং শুধু তাঁকে নয়, বরং যে সমস্ত প্রচারক এবং পরিচর্যাকারীরা পৌলের সাহচার্য লাভ করেছেন, তাদের সকলকেই তিনি এভাবে কাজে নিয়োজিত হতে আদেশ দিয়েছেন); তথাপি তিনি দ্রুত তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গী হলেন, অন্যান্য যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সাথে সাথে। এখন, যে কেউ এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, এটি কোন ভাল পরিচর্যা কাজের চিহ্ন নয়, এভাবে পৌলের সঙ্গী হওয়া, কারণ যেখানে পৌল নেই, বা অন্য কোন পরিচর্যাকারী নেই সেখানে লোকদের নিশ্চয়ই তীমথির মত একজন উত্তম পরিচর্যাকারীর প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু এভাবেই আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

১. তারা যেন তাঁকে সাহচার্য দান করেন নির্দেশনা দেওয়ায়, বিশেষ করে যখন তিনি প্রচার করবেন, কারণ তা ছিল জাগরণমূলক এবং চমকে ওঠার মত। যেখানেই পৌল গিয়েছেন, সেখানেই জল আন্দোলিত হয়েছে এবং সেখানে আরও অনেক হাতের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যেন সেখানে যে অসহায় মানুষেরা রয়েছে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাহায্যকারী পাওয়া যায়। লোহা গরম থাকতে থাকতেই তা পেটানো উচিত।

২. তারা অবশ্যই তাঁর দ্বারা প্রশিক্ষিত হতে পারবেন এবং তারা ভবিষ্যতের পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত হবেন, তারা প্রকৃতভাবে তাঁর শিক্ষা এবং জীবন আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন, ২ তীমথিয় ৩:১০। পৌলের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিল দুর্বল এবং তুচ্ছীকৃত এবং সেই কারণে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সাহচার্য দান করেছিলেন, যাতে করে লোকেরা তাঁকে প্রথম দেখাতেই অপমানিত ও অবহেলিত না করে এবং তাঁকে মর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করে, সেই সাথে তিনি চেয়েছিলেন যেন অপরিচিত সমস্ত মানুষের কাছে এই বিষয়টি প্রকাশিত হয় যে, তিনি আসলেই একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যেন তারা তাঁকে বাহ্যিকভাবে দেখে মূল্যবান কোন ব্যক্তি বলে মনে করে, যা তাঁকে একাকী দেখলে মনে করা যেত না।

৬. পৌলের ত্রোয়ায় আগমন, যেখানে তিনি তাঁর বন্ধুদের সাধারণভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

১. তারা আগেই চলে গিয়েছিলেন এবং ত্রোয়ায় অবস্থান করছিলেন (পদ ৫), তাদের পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে তাঁর সাথে যিরূশালেমে যাওয়া, যেভাবে ত্রোফিম বিশেষভাবে করেছিলেন, প্রেরিত ২১:২৯। আমাদের এ কথা ভাবা উচিত হবে না যে, আমরা সবসময় কোন স্থানে অবস্থান করবো, যেখানে আমাদের ভ্রমণের জন্য উত্তম সঙ্গী রয়েছে।

২. পৌল তাঁর সবচেয়ে ভাল পথটি বের করে নিলেন এবং আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই যে, লূক এখন তাঁর সঙ্গী হিসেবে সাথে রয়েছে, কারণ তিনি বলেছেন যে, আমরা ফিলিপী থেকে যাত্রাপুস্তক শুরু করলাম (পদ ৬) এবং প্রথমবার যখন আমরা তাঁর সাথে পৌলের অবস্থান দেখতে পাই তা ছিল ত্রোয়াতে, প্রেরিত ১৬:১১। সেই সময়টি বর্ণনা করার জন্য শুধুমাত্র খমিহীন রুটির দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সেখানে এ কথা বিশেষভাবে বোঝানো হয় নি যে, পৌল যিহূদীদের রীতি অনুসারে উদ্ধার-পর্ব উদ্‌যপান করেছেন; কারণ তিনি এই সময়েই করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে তাঁর প্রথম পত্রটিতে লিখেছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টই আমাদের উদ্ধার-পর্ব, আমাদের উদ্ধার, আমাদের পরিত্রাণ এবং আমাদের খ্রীষ্টান জীবনই হচ্ছে খামিহীন রুটির ঈদ (১ করিন্থীয় ৫:৭, ৮), যখন মূল বস্তু সামনে এল, তখন ছায়া নিচে চলে গেল। তিনি তাদের কাছে ত্রোয়াতে এলেন, সমুদ্র পথে, পাঁচ দিনের মধ্যে এবং যখন তিনি সেখানে অবস্থান করলেন সেটি ছিল সাত দিন। এর কোন সমাধান নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই যাত্রাপুস্তক পথে বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়, যে সময়টাতে আরও অনেক ভাল কাজ করা যেত, তথাপি একে সময় নষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। পৌল ভেবেছিলেন যে, পাঁচ দিন সময় ব্যয় করে ত্রোয়াতে যাওয়া তার জন্য অবশ্যই উচিত হবে, যদিও তিনি সেখানে গিয়ে সাত দিন থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন; কিন্তু তিনি জানতেন এবং আমাদেরও জানা উচিত যে, কীভাবে আমরা আমাদের ভ্রমণের সময়টুকুকে সদ্ব্যবহার করতে পারি এবং এই সময় ভাল কোন কাজ করতে পারি।

প্রেরিত ২০:৭-১২ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ত্রোয়াতে যে সাতটি দিন পৌল অতিবাহিত করেছিলেন, সে সময় সেখানে কী কী ঘটেছিল।

ক. সেখানে একটি ভাবগাম্ভীর্য পূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত, তাদের রীতি অনুসারে এবং মণ্ডলীর প্রথা অনুসারে।

১. শিষ্যরা একত্রে এলেন, পদ ৭। যদিও তারা পৃথকভাবে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতেন এবং ধ্যান করতেন এবং প্রার্থনা করতেন এবং গীতের গান গাইতেন, তথাপি তারা এখানে এক সাথে ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করার জন্য এসে উপস্থিত হলেন, তথাপি তা যথেষ্ট ছিল না; তাদেরকে অবশ্যই একত্রে প্রভুর উপাসনা করতে হবে এবং এভাবে একে অপরের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হবে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখতে হবে, যাতে করে তারা উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে

তাদের সাক্ষ্য তুলে ধরতে পারে এবং আত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, যখন তারা একত্রিত হবে, যদিও তারা সকলে একটি স্থানে একসাথে একত্রিত হতে পারবেন না, তথাপি যত জন পারা যায় চেষ্টা করতে হবে।

২. তারা সপ্তাহের প্রথম দিন একত্রিত হয়েছিলেন, যাকে তারা বলে থাকেন প্রভুর দিন (প্রকাশিত বাক্য ১:১০), খ্রীষ্টান বিশ্রামবার, সে দিন তারা তাদের প্রভুর সম্মানে, যীশু খ্রীষ্টের সম্মানে এবং পবিত্র আত্মার সম্মানে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পালন করে থাকেন এবং পবিত্র আত্মার অবতরণের কথা স্মরণ করেন, যা সপ্তাহের প্রথম দিনেই ঘটেছিল। এখানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, এটি হচ্ছে সেই দিন যখন শিষ্যরা একত্রিত হয়েছিলেন মণ্ডলীতে। লক্ষ্য করুন, সপ্তাহের প্রথম দিন নিয়মিতভাবে খ্রীষ্টের সকল শিষ্য কর্তৃক পালিত হতে হবে এবং এটি হচ্ছে একটি চিহ্ন যা যীশু খ্রীষ্ট এবং তাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, কারণ এর মধ্য দিয়ে এটি জানা যায় যে, তারাই খ্রীষ্টের শিষ্য। আর এটি সকল মণ্ডলীতে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য এবং আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালন করা উচিত, যা এখানকার মত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত হতে হবে, তাঁর পরিচর্যাকারীদের দ্বারা, তাঁর ধনাধ্যক্ষদের দ্বারা, যাঁর কাছে তারা সকলে অধীনস্থ থাকে এবং যারা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং যাঁর পরিচর্যা কাজ তারা করে থাকে এবং যার মধ্য দিয়ে তাদেরকে তাদের বাহ্যিক ভক্তি প্রকাশ করতে হবে, যেভাবে প্রভুর সভার বাসিন্দারা করে থাকে এবং সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে উপাসনার দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. তারা একত্রে উপরের ঘরে জড়ো হয়েছিলেন (পদ ৮)। তাদের কোন উপাসনালয়, কোন মন্দির বা কোন সমাজ-ঘর ছিল না যেখানে তারা একত্রিত হতে পারেন, সে কারণে তারা একটি ব্যক্তিগত বাস গৃহে একত্রে মিলিত হতেন এবং সেটি ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র একটি স্থান। যেহেতু তারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন এবং তাদের আর এর থেকে বেশি বড় স্থানের প্রয়োজন ছিল না, উপরুন্তু যেহেতু তারা ছিলেন দরিদ্র, সে কারণে তারা একটি বড় উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারেন নি, তথাপি তারা এক সাথে আসতেন এবং এই তুচ্ছ ও সামান্য একটি ঘরে একত্রিত হতেন। আমরা যদি নিজেদেরকে ধর্মীয় সমাবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি এই কারণে যে, তা কোন সুশ্রী এবং মনোরম স্থান নয় এবং তা যথেষ্ট স্থান সংকুলান হয় না, তাহলে এই অজুহাত কোন মতেই গ্রাহ্য হবে না।

৪. তারা একসাথে রুটি ভেঙ্গেছিল, এর অর্থ হচ্ছে, তারা প্রভুর ভোজের রীতি পালন করেছিল, যা তিনি রুটির ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে নিয়ম, হিসেবে স্থির করেছিলেন। যে রুটি আমরা ভাঙ্গি তা খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা, ১ করিন্থীয় ১০:৬। এই রুটি ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে শুধু যে খ্রীষ্ট তার শরীর ভগ্ন করেছেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গকৃতও হয়েছেন, এ কথা এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে। সেই সাথে খ্রীষ্টের শরীর ভেঙ্গে আমাদের মধ্যে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তা আমাদের জন্য আত্মিক খাদ্য ও ভোজ হিসেবে গৃহীত হবে, যা এখানে প্রতীকী হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে। প্রাচীন যুগে অনেক মণ্ডলীতে এ ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল যে, প্রতিদিনই প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা হবে, যাতে

করে তারা খ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা স্মরণে রাখতে পারেন এবং সেই সাথে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকেও তারা একইভাবে স্মরণে রাখতে পারেন; এবং এই দু'টো বিষয়কে যেন তারা একই সাথে যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালন করতে পারেন এবং একই বিশ্বাস ও উপাসনার মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন করতে পারেন।

খ. এই জমায়েতে পৌল একটি ভাষণ দিলেন, একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, একটি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, পদ ৭।

১. তিনি তাদের কাছে প্রচার করলেন। যদিও ইতোমধ্যে তারা ছিলেন শিষ্য, তথাপি তাদের কাছেও ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার প্রয়োজন ছিল, যাতে করে তাদের মধ্যে জ্ঞান এবং অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের প্রচারের সাথে অবশ্যই পবিত্র আনুষ্ঠানিকতার উপস্থিতি থাকতে হবে। মোশি নিয়ম-পুস্তকখানি নিয়ে লোকদের কাছে পাঠ করলেন; তাতে তারা বললো, সদাপ্রভু যা যা বললেন, আমরা সমস্তই পালন করবো ও মেনে চলবো। পরে মোশি সেই রক্ত নিয়ে লোকদের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ, এই সেই নিয়মের রক্ত, যা সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে এসব বাক্য অনুযায়ী স্থির করেছেন, যাত্রাপুস্তক ২৪:৭, ৮। কোন রচনা ব্যতীত এই নিয়মের তাৎপর্য কীভাবে বোঝা যাবে?

২. এটি ছিল একটি বিদায় সম্ভাষণ, তিনি পরদিন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তারা নিশ্চয়ই সেই একই সুসমাচার প্রচার করেছে, কিন্তু তিনি যেভাবে করেছেন সেভাবে করে নি; আর সেই কারণে তিনি যতক্ষণ তাদের সাথে আছেন ততক্ষণ তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। বিদায় ভাষণ সাধারণত বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের জন্যই খুব হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে।

৩. এটি ছিল অনেক বড় একটি বক্তৃতা: তিনি মাঝ রাত পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে গিয়েছিলেন; যেহেতু তাঁর অনেক ভাল ভাল কথা বলার ছিল এবং তিনি জানতেন যে, হয়তো তাদের মাঝে এভাবে প্রচার করার আর কোন সুযোগ তিনি পেতে নাও পারেন, সেই কারণে তিনি এভাবে তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচার করলেন। তারা সকলে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করার পর তিনি তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে সে বিষয়ে প্রচার করতে শুরু করলেন এবং সেই সাথে এই পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে সকলের মধ্যে যে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বজায় থাকবে সে বিষয়েও তিনি তাদেরকে বললেন এবং এই সকল কথা তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করে বললেন। পরিচর্যাকারীদের জন্য প্রচার করার সুযোগ আসতে পারে, শুধুমাত্র যথা সময়ে নয়, বরং সেই সাথে অসময়েও এই সুযোগ আসতে পারে। আমরা জানি যে, অনেকে পৌলকে এই বলে তিরস্কার করেছেন যে, তিনি প্রচার এত দীর্ঘ সময় ধরে করতেন যে, তার শ্রোতারা ক্লান্ত হয়ে যেত; কিন্তু অবশ্যই তারা শোনার জন্য আগ্রহী ও ইচ্ছুক ছিল: তিনিও তাদেরকে সেভাবে দেখেছিলেন, আর সেই কারণে তিনি তাদের প্রতি তাঁর এই প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মধ্য রাত পর্যন্ত তার প্রচার চালিয়ে গেছেন; সম্ভবত তারা গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার জন্য সন্ধ্যায় একত্রিত হয়েছিলেন, কিংবা যারা সেই সন্ধ্যায় তাদের খ্রীষ্টান

জীবনের প্রথম প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতে এসেছিলেন তাদের কাছে তিনি সাক্ষ্য রাখতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি এর আগে সকালে তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন, আর এভাবেই তিনি তাঁর সান্ধ্যকালীন প্রচার মধ্যরাত পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা আশা করি যে, আমরা নিশ্চয়ই এখানে এই দীর্ঘ প্রচারের মূল বিষয়গুলো জানতে পেরেছি, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁর এই প্রচারের মূল কথাগুলোর সবই তাঁর পত্রসমূহে রয়েছে। এই সমাবেশ চলেছিল মধ্য রাত পর্যন্ত, সেখানে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়েছিল, অনেক আলো জ্বালানো হয়েছিল (পদ ৮), যাতে করে শ্রোতারা পবিত্র শাস্ত্র থেকে সেই সমস্ত অংশ পাঠ করতে পারেন, যার বিষয়ে পৌল প্রচার করছিলেন এবং সত্যিই সেখানে সেই বিষয়ে লেখা রয়েছে কি না, তাও যেন তারা জানতে পারেন; এবং এতে করে যেন তারা তাদের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন, যারা এ কথা বলেছিল যে, সেই রাতে তারা মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন।

গ. সেই সমাবেশের মধ্যে একজন যুবক, যে প্রচার শোনার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে জানালা দিয়ে বাইরে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল, কিন্তু সে আবারও জীবন ফিরে পেয়েছিল; তার নামের অর্থ হচ্ছে, যে সম্পদ লাভ করে; তার নাম ছিল উতুখ, *bene fortunatus*; আর সেই এই নামেই পরিচিত ছিল। লক্ষ্য করে দেখুন:

১. তাকে যে ভ্রষ্টতা গ্রাস করে নিয়েছিল। সম্ভবত তার পিতা মাতা তাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন, যদিও সে ছিল একটি ছোট ছেলে এই এত বড় সমাবেশের মধ্যে, তথাপি তার বাবা মায়ের ইচ্ছা ছিল যেন পৌলের প্রচার ও পরিচর্যা কাজের সাহচার্যে এসে তাদের ছেলেটি ঈশ্বরের পথে চলার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়। পিতা মাতাদের উচিত তাদের সন্তানদেরকে এমন লোকদের কাছে নিয়ে আসা যেন তারা তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার শুনতে পায় এবং এভাবে যেন তারা উপলব্ধি লাভ করে (নহিমিয় ৮:২), এমন কি যারা ক্ষুদ্রজন, তারাও, দ্বি. বি. ২৯:১১। এখন এই যুবক ছেলেটি অবশ্যই দোষী হওয়ার যোগ্য, কারণ:

(১) সে ইচ্ছাকৃতভাবে জানালার উপরে বসে ছিল এবং সম্ভবত সে চাচ্ছিল সেখানে বসে সকলের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে। সে যদি মেঝেতে বা নিচে নেমে সকলের সাথে বসতো, তাহলে নিশ্চয়ই সে আরও বেশি নিরাপদে থাকতো। যে সমস্ত ছেলেরা গাছ বা দেয়াল বাইতে পছন্দ করে, কিংবা এ ধরনের কোন বিপজ্জনক কাজ করতে পছন্দ করে, তারা তাদের বাবা মায়ের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তারা বুঝতে চায় না যে, তারা ঈশ্বরের প্রতি কতটা বিরোধিতা করে।

(২) সে সেখানে বসে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, শুধু তাই নয়, সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল, যখন পৌল প্রচার করছিলেন, যা এই বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় যে, পৌল যে সমস্ত কথা বলছিলেন তা সে মোটেও মন দিয়ে শুনছিল না, যদিও সেই সমস্ত কথা ছিল ভারবহ। এই ঘুমের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে আমরা যেন কখনো এ ধরনের সময়ে বিশ্রাম নেওয়ার কথা চিন্তা না করি, যদিও সেই সময়টি ছিল ঘুমের সময় এবং রাতের

খাওয়ার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এই ছেলেটি খুব দ্রুত ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল, সে ঘুমে ঢলে পড়ছিল (এভাবেই কথাটি প্রকাশ করা হয়েছে), যার অর্থ হচ্ছে সে ঘুমের সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছিল না, বরং সে এর দ্বারা অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল এবং সে এক গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল।

২. এখানে বলা হয়েছে যে, এর ফলে সে কী ধরনের মহা দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল: সে তৃতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, এর মধ্যে শয়তানের হাত ছিল এবং সে স্বর্গীয় অনুমতি নিয়েই এই কাজ করেছিল এবং এর মধ্য দিয়ে সে এই সমাবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং পৌলকে অপমানিত ও বিব্রত করতে চেয়েছিল। অন্যেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর নিজেই এই কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সকল মানুষকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য, যেন যারা প্রচার শোনার জন্য জমায়েত হয় তারা যেন সহসা ঘুমের জন্য ব্যগ্র হয়ে না ওঠে; এবং নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন আমরা কোনভাবেই ঘুমকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করি। অবশ্যই এটিকে আমাদের দেখতে হবে মন্দ বিষয় হিসেবে, যা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের অমনোযোগিতার লক্ষণ প্রকাশ করে এবং এর দ্বারা আমাদের সুফল লাভের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়ে ভয় রাখতে হবে, যাতে করে আমরা ঘুমে তলিয়ে যাওয়া থেকে বা ঘুমে মগ্ন হয়ে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি, আমরা যেন আমাদেরকে ঘুমের দাসে রূপান্তরিত না করি, ঘুম যেন আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য শোনা থেকে বিরত না রাখতে পারে। আমাদের হৃদয়কে যেন ঘুম আলস্যে ভরে না দেয়, আমাদের অন্তরকে যেন ঘুম মগ্ন করে না তোলে। আমাদেরকে জেগে থাকতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে, যেন আমরা পরীক্ষায় না পড়ি, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের জন্য অনেক খারাপ কিছু ঘটতে পারে। উতুখের মৃত্যু যেন আমাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে এবং আমাদেরকে দেখায় যে, ঈশ্বর তাঁর উপাসনা নিশ্চিত করার জন্য কেমন কঠিন হতে পারেন; তোমরা ভুল বুঝে থেকো না, ঈশ্বরকে ধোকা দেন না। দেখুন কতটা মারাত্মকভাবে ঈশ্বর এমন ভুলে শাস্তি দেন যা দেখতে আপাতদৃষ্টিতে খুবই ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হবে এবং যুবক বয়সের এই সকল ভুল আমরা খুব সহজেই মার্জনা করে দিই, আবার মুখে বলে থাকি, কে এই পবিত্র প্রভু ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারে? এই গল্পটি সেই মাতমের সাথে মিলিয়ে দেখুন (যিরমিয় ৯:২০, ২১), আহা! হে স্ত্রীলোকেরা, সদাপ্রভুর কথা শোন, তাঁর মুখের বাক্য কর্ণে ধারণ কর এবং নিজ নিজ কন্যাদেরকে হাহাকার করতে শিক্ষা দাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবাসিনীকে বিলাপ করতে শিক্ষা দাও। কেননা মৃত্যু আমাদের বাতায়নে উঠলো, তা আমাদের অট্টালিকায় প্রবেশ করলো; যেন বাইরে থেকে বালকেরা উচ্ছিন্ন হয়, চক থেকে যুবকগণ উচ্ছিন্ন হয়।

৩. তাকে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করা হল, পদ ১০। এর ফলে জমায়েতের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য অমনোযোগিতার সৃষ্টি হল এবং পৌলের প্রচারের বাধার সৃষ্টি হল, কিন্তু এতে করে তাঁর প্রচারের নিশ্চয়তার এক মহা উপায়

সাধিত হল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ এক কার্যকর উপায়ে প্রভুর বাক্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন।

(১) পৌল মৃত দেহটির উপরে পড়লেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি এই যুবকটির জন্য এক দারুণ সহানুভূতি এবং ভালবাসা প্রকাশ করলেন, এমন কি তিনি এমন ধরনের কথা একবারও মুখে আনার চিন্তা করেন নি যে, "আমি যে সমস্ত কথা বলেছি তাতে সে একেবারেই কান না দেওয়ায় এটাই তার যথাযোগ্য শাস্তি হয়েছে!" পৌলের মত এমন ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ের আকুতি এই ধরনের দুঃখজনক দুর্ঘটনার কারণে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি তাকে মোটেও দোষারোপ করলেন না, যে পড়ে গিয়েছিল, যেভাবে বলা হয়েছিল যে, যাদের উপরে শীলোহের উঁচু গৃহ পড়ে গিয়েছিল তারা ছিল সকলেই পাপী: আমি তোমাদেরকে বলছি, তা নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা; তিনি যে তার উপরে পড়লেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এই বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণভাবে এলিয়ের (১ রাজাবলি ১৭:২১) এবং ইলিশায়ের পন্থা (২ রাজাবলি ৪:৩৪), যাতে করে তিনি তাকে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলতে পারেন; এমন নয় যে, এর দ্বারা কোনভাবে কোন শক্তি অর্জিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মাই সেই মৃত দেহটির মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, যার ফলে তার মধ্যে আবারও জীবন ফিরে এসেছিল, যা ঘটেছিল অভ্যন্তরীনভাবে, আন্তরিকতা এবং প্রার্থনা করার জন্য।

(২) তিনি তাদেরকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, সে জীবন ফিরে পেয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি দেখা গিয়েছে। আমরা ধারণা করতে পারি যে, বহু মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা এই দুর্ঘটনার কারণে এই জমায়েতে বিভিন্ন স্থান থেকে এসে হাজির হয়েছিল, কিন্তু পৌল তাদের সকলের কৌতূহল নিবৃত্ত করেন: "তোমরা কোলাহল করো না; কোন ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি কোরো না, তোমাদের জন্য যেন আমার তাড়াহুড়ো করতে না হয়, কেননা এর মধ্যে প্রাণ আছে; সে মারা যায় নি, কেবল ঘুমাচ্ছে; তাকে একটি বিছানায় শুইয়ে দাও এবং সে জীবন ফিরে পাবে, কারণ সে এখন জীবিত আছে।" এভাবেই যখন খ্রীষ্ট লাসারকে জীবিত করে তুলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে, তুমি আমার কথা শুনেছ।

(৩) তিনি এই বাধার পর পরই তাৎক্ষণিকভাবে কাজে ফিরে আসলেন (পদ ১১): তিনি আবার সেই সভায় ফিরে আসলেন, তারা এক সাথে প্রীতি ভোজে মিলিত হয়ে রুটি ভাঙলেন, যা তারা সাধারণত যিহূদী রীতি অনুসারে করতেন, যাকে বলা হয় eucharist, যা পালন করা হত তাদের একজনের সাথে আরেকজনের সংযোগ ও বন্ধুত্ব রক্ষা করার জন্য; এবং তারা সেখানে অনেক সময় ধরে রইলেন, এমন কি দিনের শুরু পর্যন্ত। পৌল আর আলোচনা চালিয়ে যান নি, যা তিনি এর আগে করছিলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা মুক্ত আলোচনা চালিয়েছিলেন, তবে এর বিষয় অবশ্যই ভাল ছিল এবং এতে করে তারা তাদের আত্মিক উন্নাতি সাধনের জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন। খ্রীষ্টান সমাবেশ পবিত্রতা, সান্ত্বনা এবং খ্রীষ্টান ভালবাসা বৃদ্ধি করার এক অসাধারণ উপায়। তারা জানতো না যে, কখন তারা

আবার পৌলের সাহাচর্য লাভ করবেন, আর সেই কারণে তারা যে সুযোগ পেয়েছেন তার সাথে অতিবাহিত করার, সেই সুযোগের তারা সদ্ব্যবহার করছেন, সেই কারণে তারা তাদের রাতের ঘুম ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি।

(৪) তারা বিদায় নেওয়ার আগে যুবকটিকে জীবিত অবস্থায় জমায়েতের মধ্যে নিয়ে এল এবং সেই জমায়েতের মধ্যে প্রত্যেকে তার এই ফিরে আসায় তাকে স্বাগত জানালো এবং তারা সকলে সান্তনা পেল, পদ ১২। তাদের মধ্যে এই আনন্দ করার উপলক্ষ ছিল অবশ্যই উত্তম, শুধুমাত্র সেই যুবকটি পরিবার বা আত্মীয়দের জন্য নয়, বরং সমগ্র জমায়েতের জন্য, কারণ এতে করে তাদের উপরে যে তিরস্কার ও উপহাস নেমে আসার আশঙ্কা ছিল, তা পুরোদমে মুছে গেল, বরং তার আরও ভাল করে সুসমাচারের কৃতিত্ব প্রচার করতে পারবেন।

প্রেরিত ২০:১৩-১৬ পদ

পৌল এখন যিরূশালেমের উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করছেন, কিন্তু তিনি যাত্রাপুস্তক পথে যত স্থানে সম্ভব মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে করে চলেছেন, *os en parodo*– পথে যেতে যেতে। তিনি ত্রোয়াতে আহ্বান লাভ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি মঙ্গল সাধন করেছিলেন; আর এখন তিনি উপকূলীয় এলাকায় ভ্রমণ করছেন, ব্যবসায়ীরা একে বলে থাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণ, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়া এবং কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রতিটি স্থানে যখনই গেছেন সেখানেই মঙ্গল সাধন করার চেষ্টা করেছেন, যেভাবে প্রতিটি ভাল মানুষের করা উচিত।

ক. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে সমুদ্র পথে আঃস নগরে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলেন, পদ ১৩। তিনি এ কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং চিন্তা করেছিলেন যে, তাঁর সামনে যত বাধাই আসুক না কেন, তিনি তাঁর আরাম আয়েশ কিংবা তাঁর কৃতিত্বের চিন্তা করবেন না এবং তাঁকে যে জাহাজে চড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা তিনি শ্রবণ করবেন না, কিংবা তাঁর সাথে যে সঙ্গীরা ছিল তাদেরকে তিনি তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য সাথে করে নেবেন না, তিনি একাই শুধু পায়ে হেঁটে আঃস শহরে যাবেন। যদিও পায়ে হেঁটে স্থল পথে গেলে আঃস শহরটি অনেক কাছে মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ও রচনাবলী থেকে জানা যায় যে, আঃস শহরে যাওয়ার রাস্তাটি ছিল অনেক দুর্গম এবং বন্ধুর (হোমার, ইলীয়ড ৬ এবং এর উপর ভিত্তি করে ইউস্টাথিয়াস বলেছেন, পায়ে হেঁটে আঃস শহরে যাওয়া একজন মানুষকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট– *Lorin. in locum*), তথাপি পৌল এই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে করে:-

১. তিনি পথে তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারেন এবং তাদের মাঝে মঙ্গল সাধন করতে পারেন, হতে পারে তিনি পাপীদের কে মন পরিবর্তন করাবেন কিংবা সাধু ব্যক্তিদেরকে আত্মিক উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবেন; এবং এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর

মহান প্রভুর পরিচর্যা করছিলেন এবং তাঁর মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলছিলেন। কিংবা;

২. তিনি নিশ্চয়ই একা ছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি এ সময় মন খুলে ঈশ্বরের সাথে একান্তে সময় কাটিয়েছেন এবং তাঁর নিজ অন্তরকে তিনি স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ ঘটানোর সুযোগ দান করেছেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ভালবেসেছেন এবং তিনি তাদের সঙ্গের কারণে আনন্দিত হয়েছেন, তথাপি তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে, তাঁর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল না, বরং তিনি একা চলতেই আনন্দিত ছিলেন।

৩. তাঁকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং দুঃখ সহ্য করতে হবে এবং এই কারণে তাঁকে কোন মতেই এতে নিজেকে ঢিলেমির সুযোগ দিলে চলবে না। সেই কারণে তিনি নিজেকে সবসময় আত্মত্যাগের মধ্যে রেখেছেন এবং তিনি নিজেকে কোন ধরনের আরাম আয়েশ লাভ করার সুযোগ দেন নি। তিনি নিজেকে সবসময় চাপের মধ্যে রেখেছেন, যেন তিনি সবসময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণার কথা উপলব্ধি করতে পারেন, আর এভাবেই যেন তিনি লোকদেরকে আহ্বান জানাতে পারেন যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য, যেন তা আরও সহজ হয়, ২ তীমথিয় ২:৩। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে সবসময় আত্মত্যাগের মাঝে রাখতে হবে।

খ. আঃস শহরে এসে তিনি তাঁর বন্ধুদের বাসায় উঠলেন। সেখানে তারা তাঁকে বরণ করলো; কারণ এর মধ্যে তাঁকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তিনি এই লম্বা ভ্রমণের পর এবং শারীরিক পরিশ্রান্তের পরে একটু বিশ্রাম নিতে চাইছিলেন; অথবা তিনি হয়তো আর স্থল পথে ভ্রমণ করতে চাইছিলেন না, বরং তিনি এখন জল পথে ভ্রমণ করতে চাইছিলেন। যখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে জাহাজে করে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পেছন পেছন আসতে বলেছিলেন, তথাপি তিনি তাদের কাছেই এসেছিলেন এবং তারা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন, মার্ক ৬:৪৫, ৫১।

গ. তিনি যিরূশালেমে সবচেয়ে ভাল পথ ধরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর জাহাজ হঠাৎ খীয় বন্দর থেকে ছাড়লো (পদ ১৫) এবং তা সামঃ বন্দর হয়ে সামনে এগিয়ে গেল (এই সব স্থানের নাম বিভিন্ন গ্রীক কবি এবং ঐতিহাসিকের রচনায় পাওয়া যায়); তারা এরপর ট্রগিলিয়ামে গেলেন, যা সামঃ শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী সমুদ্র বন্দর; এবং এরপর দিন তারা এলেন মিলিটাস বন্দরে, ইফিষের সাথে সংলগ্ন একটি সমুদ্র বন্দর; কারণ (পদ ১৬) তিনি এই বার আর ইফিষে যেতে চাইছিলেন না, কারণ তিনি সেখানকার বন্ধুদের কাছ থেকে যথাযথ নিমন্ত্রণ না পেয়ে সেখানে যেতে ইচ্ছা করছিলেন না, যেহেতু তিনি তাদের অকার্যকারিতার জন্য খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; এবং যেহেতু তিনি সেখানে গিয়ে অবস্থান করার ইচ্ছা করছিলেন না, সেই কারণে তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য কোন প্রলোভনে সাড়া দিলেন না। তিনি দ্রুত যাওয়ার জন্য নিজেকে তাড়া দিলেন, যেন তিনি পঞ্চাশত্তমীর আগে গিয়ে যিরূশালেমে পৌঁছাতে পারেন, যদি তাঁর জন্য তা সম্ভব হয়। তিনি যিরূশালেমে চার বা পাঁচ বছর আগে শেষবার গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮:২১, ২২), আর এখন তিনি আরেকবার সেই মণ্ডলীতে তাঁর শ্রদ্ধা অর্পণ করতে যাচ্ছেন, যাদের সাথে তিনি এক দারুণ

যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উৎসাহী ছিলেন, যাতে করে তিনি প্রচার করতে করতে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে না যান এবং তিনি যেন অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার কারণে ক্রমাগতভাবে যেন তাঁর মাতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যান। তিনি সেখানে পঞ্চাশত্তমীর আগে আগে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন, কারণ এটির ছিল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এক দারুণ সময়, যা তাঁকে একাধারে যিহূদী এবং পরজাতীয় যিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ করে দেবে, যারা সে সময় সমস্ত স্থান থেকে মন্দিরে প্রচার করতে এবং ঈদ পালন করতে আসতো; এবং বিশেষভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে পঞ্চাশত্তমী ঈদটি পালিত হত এই কারণে যে, এই সময়েই প্রথম পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ্য করুন, যারা কাজের মানুষ, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে সবসময় কাজের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে এবং এতে করে তারা সঠিকভাবে তাদের কাজ করতে পারবেন এবং যথা সময়ে করতে পারবেন (স্বর্গীয় কর্তৃত্বের অধীনস্থ থেকে) এবং তারা এর প্রতি নিজেদেরকে নিবদ্ধ রাখতে পারবেন, যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় সেটি আগে করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং আমাদেরকে এর থেকে মন পরিবর্তন করতে হবে না। আমাদের বন্ধুদের সাথে অবস্থান করা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের একটি বিষয়; এটি আমাদেরকে গতি পরিবর্তন করে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়; কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের কাজ থেকে দূরে সরে গেলে চলবে না। পৌল যখন যিরূশালেমে যাওয়ার আহ্বান পেয়েছিলেন, সে সময় তিনি নিশ্চয়ই এশিয়াতে অবস্থান করে তাঁর সময় নষ্ট করবেন না, যদিও সেখানে তাঁর আরও বেশি পরিমাণে এবং আরও দয়ালু বন্ধুরা রয়েছে। এই পৃথিবীর সম্পর্কের কারণে আমাদেরকে কোথাও আবদ্ধ থাকা উচিত নয়; অপর জগতেও আমাদের এমনই মনোভাব থাকা উচিত।

প্রেরিত ২০:১৭-৩৫ পদ

আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা যে জাহাজটিতে চড়েছিলেন যিরূশালেমে যাওয়ার জন্য এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা মত অবস্থান করেছেন বা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়েছেন; কারণ যখন তিনি মিলিটাস দ্বীপে এসেছেন, সে সময় তিনি উপকূলে নেমেছেন এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন, যে কারণে তিনি ইফিষের প্রাচীনদেরকে তাঁর কাছে ডাকিয়ে আনতে পেরেছিলেন; কারণ তিনি যদি নিজে ইফিষে যেতেন, তাহলে তিনি আর কখনোই তাদের কাছ থেকে চলে আসতে পারতেন না। এই প্রাচীনবর্গ, কিংবা পালকগণ, অনেকে মনে করেন তারা ছিলেন সেই বারো জন, যারা পৌলের হাতে পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলেন, প্রেরিত ১৯:৬। কিন্তু, এ সবের পাশাপাশি এটি খুব সম্ভব যে, তীমথি অন্যান্য প্রাচীনদেরকে অভিষেক দান করেছিলেন যাতে করে তারা মণ্ডলীর জন্য পরিচর্যা কাজ করতে পারেন এবং সেই সাথে সেই দেশে পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। এদেরকে পৌল ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন এবং তাদেরকে সেই কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে পারেন, যে কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং লোকদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এখানে আমরা পৌলের সাথে এই প্রাচীনদের এক দুঃখময় এবং বাস্তব আলোচনা দেখতে পাই এবং এখানে আমরা দেখতে পাই একজন উত্তম ব্যক্তির চমৎকার গুণাবলী।

ক. তাঁর জীবন এবং সেই সাথে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে তাদের কাছে তাঁর আবেদন, যে সময় তিনি ইফিষে ছিলেন (পদ ১৮): "তোমরা জান, এশিয়া প্রদেশে এসে আমি প্রথম দিন থেকে তোমাদের সঙ্গে কিরূপে সমস্ত কাল যাপন করেছি এবং কীভাবে আমি তোমাদের মাঝে একজন প্রেরিত হিসেবে কাজ করেছি।" তিনি এর উল্লেখ করেছেন তিনি তাদের মাঝে যে সুসমাচার প্রচার করেছেন তার নিশ্চয়তা দানের জন্য এবং সেই সাথে তাঁর নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যের কথা জানাতে। তারা সকলে তাঁকে জানে একজন আন্তরিক, দয়ালু, স্বর্গীয় মানুষ হিসেবে, অর্থাৎ তিনি কখনো নিজের স্বার্থ খোঁজেন নি, যেভাবে পার্থিব মানুষ করে থাকে; তিনি তাঁর কাজে এবং তাঁর যন্ত্রনা ভোগের সময় কখনোই পিছ পা হন নি, স্বর্গীয় অনুগ্রহের শক্তিতে। তাঁর ঠাণ্ডা মেজাজ, তাঁর প্রচার এবং আলোচনার ধারা, এ সবই পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, তাঁর সাথে ঈশ্বরের সত্য রয়েছে এবং তিনি তাঁর নিজের চাইতে আরও অনেক উত্তম এক আত্মা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন– তিনি নিজে তাঁর বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যেন তিনি যাদেরকে তার নির্দেশনা দান করবেন এবং যাদের হাতে এখন দায়িত্ব অর্পণ করবেন তারা এই নির্দেশনা অনুসারে কাজ করেন: "তোমরা জানো যে, কীভাবে আমি তোমাদের সাথে ছিলাম, আমি নিজেকে তোমাদের পরিচর্যাকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছিলাম; আমি এভাবেই তোমাদের সাথে ছিলাম, যারা তোমরা তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যখন আমি চলে যাব (ফিলিপীয় ৪:৯), তোমরা আমার মধ্যে যা দেখেছ তা করা অবশ্যই ভাল।"

১. তাঁর উৎসাহ এবং তাঁর কথোপকথন সত্যিই চমৎকার এবং দৃষ্টান্তমূলক ছিল; তারা জানতেন যে, কীভাবে তিনি তাদের সাথে ছিলেন এবং কীভাবে তিনি তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছেন, তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে এবং উত্তম আন্তরিকতার সাথে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন (২ করিন্থীয় ১:১২), কতটা পবিতত্রভাবে, ন্যায্যভাবে এবং নির্দোষভাবে তিনি নিজের আচরণ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তাদের কাছে কতটা না নম্র ছিলেন, ১ থিষলনীকীয় ২:৭, ১০।

(১) তিনি তাদের সাথে সবসময় ভাল আচরণ করে এসেছেন, যে দিন থেকে তিনি এশিয়াতে এসে অবস্থান করতে শুরু করেছেন– তখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত; তাদের মাঝে তাঁর প্রবেশ করার বিষয়টি এমন ছিল যা কেউই কোনভাবে দোষ হিসেবে ধরতে পারবে না। তিনি প্রথম দিন যখন তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করে এসেছেন, যেন তিনি কেবল মঙ্গল সাধন করতেই এসেছেন, যেখানেই তিনি যাবেন তিনি মঙ্গল সাধন করবেন। তিনি যেখানেই যান না কেন, তিনি তাঁর সুযোগ অনুসারে মঙ্গল সাধন করবেন এবং তা যত ছোট কাজই হোক না কেন তিনি তা করবেন। তিনি বাতাসের সাথে ঘুরে যাবেন না কিংবা আবহাওয়ার সাথে পরিবর্তিত হয়ে যাবেন না, কিন্তু তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং এই কারণে তিনি আলোর দিকে এভাবে ছুটে গিয়েছিলেন।

খ. তিনি তাঁর নির্যাতন এবং উৎপীড়নের ব্যাপারে আশা ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যা তিনি যিরূশালেমে তাঁর বর্তমান ভ্রমণে লাভ করবেন, পদ ২২-২৪। তারা যেন এ কথা না ভাবে যে, তিনি নির্যাতনের ভয়ে এশিয়া ত্যাগ করেছেন; কিংবা তারা যেন কোনভাবেই এভাবে চিন্তা না করে যে, তাঁকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল তিনি সেই দায়িত্ব থেকে কাপুরুষের মত করে দৌড়ে পালাচ্ছেন, বিপদের ভয় দেখে কিংবা আরও ভাল কোন স্থানে যাওয়ার জন্য। বরং তিনি এখন একজন প্রকৃত বীরের মত আরও বেশি ঝঞ্ঝামুখর যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে যুদ্ধের ঘনঘটা আরও প্রবল: এখন দেখ, আমি পবিত্র আত্মার আবেশে পরিপূর্ণ হয়ে যিরূশালেমে যাচ্ছি, যাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

(১) তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সামনে বিপদের আশঙ্কার পূর্বাভাস দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও তিনি তখন পর্যন্ত শরীরে রুদ্ধ হন নি, তথাপি তিনি আত্মায় আবদ্ধ ছিলেন; তিনি সকল প্রকার বিপদ এবং ঝুঁকির আশঙ্কা করছিলেন এবং তিনি নিত্য দিনই এর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। তিনি আত্মায় আবদ্ধ ছিলেন, যেভাবে সকল উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আত্মায় দুর্বল হওয়ার কারণে নিজেদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চালনা করার জন্য প্রস্তুত রাখেন। কিংবা;

(২) তিনি ঈশ্বরের যে আত্মার অধীনে থেকে কাজ করতেন এবং তাঁর সকল ভ্রমণের সময় যিনি তাঁকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, আর তিনি তাঁরই কাছ থেকে একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা লাভ করে এই সকল পূর্বাভাস পেয়েছেন এবং সে অনুসারে কাজ করেছেন: "আমি আত্মার অধীনে আবদ্ধ হয়েছি, যা আমাকে দৃঢ়ভাবে চালিত করছে যেন আমি এগিয়ে যাই এবং আমি যেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকি যে, আমি স্বর্গীয় দিক নির্দেশনা এবং প্রভাবের অধীনে চলছি, যাতে করে আমি নিজের কোন মর্যাদা বা কৃতিত্বের খোঁজ না করি। আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে চলেছি এবং তিনি যেখানে আমাকে পরিচালনা করেন সেখানে আমি তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য।"

১. তিনি বিশেষভাবে সেই বিষয়ে জানেন না যা যিরূশালেমে ঘটতে চলেছে তাঁর জীবনে। যখন এই সমস্যার উদ্ভব হবে, তখন এর উপলক্ষ্য কী হবে, এর পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী কী হবে এবং সেই ঘটনা কত দূর গড়াবে, তা ঈশ্বর তাঁর কাছে প্রকাশ করেন নি। আমাদের জন্য এটি অবশ্যই ভাল হবে, যদি আমরা ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ব্যাপারে অন্ধকারে থাকি, কারণ তাহলে আমরা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করবো এবং তাঁর জন্যই কেবলমাত্র অপেক্ষা করবো। যখন আমার দেশের বাইরে যাই, তখন আমাদের এই কথা মাথায় রাখা উচিত যে, আমাদের সামনে কী কী বিষয় ঘটবে, কিংবা এক দিন, এক রাত বা নিদেন পক্ষে এক ঘণ্টা পরে আমাদের সামনে কী ঘটবে, আর সেই কারণে আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে হবে, আমাদের জন্য তাঁর চোখে যা মঙ্গল তা করতে দিতে হবে এবং সে ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন দান করতে হবে এবং তিনি যেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য সমস্ত কাজ সম্পাদন করেন।

২. তথাপি তিনি সাধারণভাবে এই কথা জেনেছিলেন যে, তাঁর সামনে একটি ঝড় আসছে; কারণ তিনি যে সমস্ত শহরে গিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই ভাববাদীরা পবিত্র আত্মার আবেশে পূর্ণ হয়ে তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর জন্য নির্যাতন এবং বন্দীত্ব অপেক্ষা করছে। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং পরিচর্যাকারীদেরকে সাধারণভাবে নির্যাতন এবং অত্যাচার সহ্য করার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হিসেবে পৌলের বেলায় নির্দিষ্টভাবে এক বিশেষ সমস্যা ও বিপদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা এর আগে তিনি যে সমস্ত বিপদে পড়েছেন এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন তার চাইতে অনেক বেশি বড় এবং দীর্ঘ এবং তা এখন তাঁর খুব বেশি সন্নিকট হয়ে পড়েছে।

৩. তারপরও তিনি তাঁর কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক সাহসী এবং বীরোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এটি ছিল একটি ধ্বংসের পূর্বাভাস, যা তাঁর কানে সব শহর থেকে ভেসে আসছিল যে, তাঁকে বন্দীত্ব এবং নির্যাতন আবদ্ধ করবে। এটি ছিল একজন হতভাগ্য মানুষের পক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে মঙ্গল সাধন করে যাওয়ার জন্য খুবই কঠিন বিষয়। এখন তাঁকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, তিনি কীভাবে তাঁর এই আঘাত মোকাবেলা করবেন। তিনিও তো অন্য সকল মানুষের মত রক্ত ও মাংস দিয়ে গড়া; তিনি তাই ছিলেন এবং তথাপি তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও শক্তি লাভ করেছেন এবং তিনি যে সমস্ত সমস্যা ও বাধার মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলোকে দয়া এবং অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আসুন আমরা এ ব্যাপারে তার নিজের মুখে বলা কথা শুনি ((পদ ২৪), যেখানে তিনি কোন অস্পষ্টতা বা নিগূঢ় অর্থ রেখে কথা বলেন নি, বরং তিনি এক পবিত্র নম্রতা সহকারে দৃঢ় চিত্ত নিয়ে এ কথা বলেছেন: "কিন্তু আমি নিজের প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য গণ্য করি না, যেন নির্ধারিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের ইঞ্জিলের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার যে পরিচর্যা পদ প্রভু যীশুর কাছ থেকে পেয়েছি তা সমাপ্ত করতে পারি।" এখানে পৌল একটি উদাহরণ সামনে এনেছেন:

(১) আমাদের কাজে পবিত্র সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে, আমাদের সামনে যে বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, তা আমাদেরকে অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে। তিনি আগেই সেই সমস্ত বিষয় দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য তিনি কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখেন নি: এর কোন কিছুই আমাকে টলাতে পারবে না; *oudenos logon poioumai*– আমি এর কোন হিসাব রাখি নি। তিনি এই সমস্ত বিষয়কে মনে স্থান দেন নি, বরং খ্রীষ্ট এবং স্বর্গকেই সেখানে স্থান দিয়েছেন। এর কোন কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে নি।

[১] সেগুলোকে তাঁকে তাঁর বর্তমান কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি; তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে যান নি এবং যখন তাঁর সামনে ঝড় উঠতে দেখলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে যান নি, বরং তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে গেছেন এবং তিনি সমস্ত স্থানে প্রচার করেছেন, যেখানে যেখানে তিনি যেতে পেরেছেন।

[২] সেগুলো তাঁকে তাঁর স্বস্তি ও শান্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি, কিংবা তাঁকে তাঁর কাজে চলতে ভারী অনুভব করাতে পারে নি। এই সকল সমস্যার মাঝে তিনি এমনভাবে চলেছেন যেন তিনি তা অনুভব করছেন না। তাঁর ধৈর্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আত্মাকে ধরে রেখেছেন এবং যখন তা অত্যন্ত দুঃখময় পরিস্থিতির মধ্যে এসেছে, তখন তিনি উল্টো আনন্দ করেছেন এবং সকল বিষয়ে বিজয়ী হয়েছেন। যারা স্বর্গের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করেছেন, তারা কখনও নিচে তাকাতে পারেন না, তারা শুধু এই পৃথিবীর সাধারণ সমস্যাই দেখেন না, সেই সাথে তারা নরকের আগ্রাসী ক্রোধ এবং আক্রোশও দেখেন এবং তথাপি এর কোন কিছুই তাদেরকে বিচলিত করে না, যেহেতু তারা জানেন যে, এই সব বিষয়ের কোন কিছুই তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে না।

(২) জীবনের পবিত্রতা রক্ষা এবং এর সকল প্রকাল সুফল ও শান্তির বিষয়ে: আমি আমার জীবনকেও নিজের কাছে প্রিয় বলে মনে করি না। জীবন হচ্ছে সুমিষ্ট এবং তা সাধারণভাবে আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে থাকে। একজন মানুষ তার সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে পারে শুধুমাত্র তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য; কিন্তু একজন মানুষের যা কিছু আছে, এমন কি তার জীবন সহ, সবই সে দিয়ে দেবে, যে তার নিজের ভাল বোঝে এবং তার নিজের সুফল বুঝতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে এবং অনন্ত জীবন লাভ করবে। পৌল এই ধরনের মানসিকতার লোক ছিলেন। যদিও আমাদের প্রকৃতিগত জীবনের দিকে তাকালে আমরা একে অসম্ভব মূল্যবান বলেই মনে করি, তথাপি যদি আমরা বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে তা আমাদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ বলেই মনে হবে; এটি আমাদের কাছে খুব বেশি প্রিয় হওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের জন্য এই জীবনকে হাসিমুখে উৎসর্গ করা উচিত। এই কথাগুলো লূক ১৪:২৬ পদকে ব্যাখ্যা করে, যেখানে আমাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে ঘৃণা করি, তবে তীব্র আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নয়, যেমন ছিল ইয়োব এবং যিরমিয়ের, বরং ঈশ্বরের প্রতি এক পবিত্র ইচ্ছা ব্যক্ত করে এবং খ্রীষ্টকে অস্বীকার করার বদলে তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে।

(৩) জীবনের সকল কাজ নিয়ে এগিয়ে চলার এক পবিত্র চিন্তা, যে বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তা করা উচিত এবং অন্য যে কোন বাহ্যিক আরাম আয়েশ এবং স্বস্তি সান্ত্বনার চাইতে আমাদের বরং এ বিষয়ে আরও বেশি করে চিন্তা করা উচিত। প্রেরিত পৌল এই দায়িত্বের সাথে তাঁর জীবনকে বেশি প্রিয় বলে বিবেচনা করেন নি এবং তিনি খ্রীষ্টের শক্তিতে অটুট থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, *non propter vitam vivendi perdere causas*– তিনি কখনোই তাঁর নিজের জীবন বাঁচানোর ইচ্ছা করেন নি, তিনি কখনোই তাঁর জীবনের জন্য ঝুঁকি নিয়ে আসে এমন কোন কিছু করতে পিছ পা হন নি। তিনি তাঁর সারাটি জীবন পরিশ্রম করে কাটানোর জন্য ব্রত নিয়েছিলেন, তিনি বিভিন্ন বিপজ্জনক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তিনি অনেক ঝঞ্ঝামুখর সময় পার করেছেন; শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর জীবন সাক্ষ্যমর হিসেবে সমর্পণ করেছেন, যাতে করে তিনি তাঁর জন্মের মহান উদ্দেশ্য সকলের কাছে ব্যক্ত করতে পারেন, তাঁর বাপ্তিস্ম এবং তাঁর

প্রেরিত হিসেবে অভিষেক গ্রহণ এই সকল কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারেন। এই মহান এবং উত্তম ব্যক্তিটি দু'টি বিষয়ে যত্নবান ছিলেন, যদি তিনি তা লাভ করতে পারেন তাহলেই তাঁর আর কোন চাওয়া পাওয়া থাকবে না এবং তাঁর জীবন পরিপূর্ণ হবে।

[১] তাঁর মাঝে যে বিশ্বাস দৃষ্ট হয়েছে তাতে তিনি বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হবেন, যাতে করে তিনি তিনি প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সেই পরিচর্যা কাজ সাধন করতে পারেন, যাতে করে তিনি সেই কাজ সম্পন্ন করতে পারেন যা করার জন্য তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, কিংবা আরও সহজভাবে যা তিনি এই পৃথিবীতে মণ্ডলী সমূহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন – যাতে করে তিনি তাঁর যুগের লোকদের মধ্যে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন, যাতে করে তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজ পরিপূর্ণভাবে করতে পারেন– যাতে করে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে তিনি দু'জন সাক্ষীর সামনে তাঁর সাক্ষ্য দান করতে পারেন (প্রকাশিত বাক্য ১১:৭) এবং তিনি তাঁর কাজ অর্ধেক ফেলে রাখবেন না। এখানে লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, প্রৈরিতিক কাজ ছিল একাধারে খ্রীষ্ট এবং মানুষের আত্মার জন্য এক পরিচর্যা কাজ এবং যারা এই কাজের জন্য আহ্বান লাভ করেছিলেন, তাদেরকে অবশ্যই এই কাজের জন্য নিজেদেরকে সবসময় নিয়োজিত রাখতে হত; এবং যদি প্রেরিতগণ তা-ই করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই পালক এবং শিক্ষকদেরও তা-ই করা উচিত এবং তাদেরকে মণ্ডলীতে এভাবেই নিজেদেরকে সেবা কাজে নিয়োজিত করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, এই পরিচর্যা কাজ পাওয়া গিয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে। তিনি বিশ্বাস করে তাদেরকে এই কাজের দায়িত্ব ভার দিয়েছিলেন এবং তারা তাঁর কাছ থেকেই সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর নামে তাঁর জন্যই তারা এই দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর প্রতিই তাদের নিজেকে অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট নিজে তাদেরকে এই পরিচর্যা কাজে অংশগ্রহণ করিয়েছেন (১ তীমথিয় ১:১২); তিনিই নিশ্চয়ই তাদেরকে এই পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর কাছ থেকেই তারা তাদের কাজের জন্য সকল শক্তি এবং ক্ষমতা লাভ করবেন যেন তারা এই কাজে ব্যর্থ না হন এবং সহজেই তা মোকাবেলা করতে পারেন।

তৃতীয়ত, এই পরিচর্যা কাজ ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের সাক্ষ্যস্বরূপ, যা তারা এই পৃথিবীতে প্রচার করছিলেন এবং এর প্রমাণ হাজির করছিলেন। এটি নিজেই এর সুফল সম্পর্কে কথা বলে। এটি আমাদের কাছে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার একটি প্রমাণ এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সকল কাজ সাধিত হবে এবং ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনা সাধিত হবে। আর এই সকল কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। এটাই ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার। পৌল তাঁর সারা জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তিনি এক দিনও বাঁচার চিন্তা করেন নি, যদি তিনি আর এই সুসমাচারের জ্ঞান, জীবন দানের ক্ষমতা এবং শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে না পারেন।

[২] যাতে করে তিনি ভালভাবে তাঁর সকল দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন। তিনি ঠিক জানেন না যে, কখন তাঁর জীবনের শেষ সময় এসে উপস্থিত হবে, কিংবা তিনি এর পরোয়াও করেন না, তা শীঘ্র আসুক আর দেরিতে আসুক তাতে তার কোন সমস্যা নেই, কিংবা এ সময়ে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন থাকবে তাতেও তাঁর কোন মাথা ব্যথা নেই, সেই কারণে তিনি আনন্দের সাথে তাঁর যাত্রাপথ সম্পন্ন করতে চলেছেন।

প্রথমত, তিনি তাঁর জীবনকে দেখছেন একটি যাত্রাপুস্তক পথ হিসেবে, একটি দৌড় প্রতিযোগিতা হিসেবে, এভাবেই শব্দটির অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের জীবন হচ্ছে একটি দৌড় প্রতিযোগিতা, যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, ইব্রীয় ১২:১। এটি এই কথা প্রকাশ করে যে, আমাদের সামনে আমাদের দায়িত্ব ও কী কী পরিশ্রম আমাদেরকে করতে হবে তা স্থির করা আছে, কারণ আমাদেরকে এই পৃথিবীতে অলসভাবে বসে থাকার জন্য পাঠানো হয় নি; আর আমাদের সকল সীমারেখা আমাদের জন্য নির্ধারণ করা আছে, কারণ আমাদেরকে এই পৃথিবীতে সকল সময়ে সকল স্থানে থাকার জন্য নিযুক্ত করা হয় নি, বরং আমাদেরকে এই পৃথিবী অতিক্রম করে যেতে হবে এবং শুধু তাই নয়, আমাদেরকে এই পৃথিবী দৌড়ে পার হতে হবে। যেভাবে দৌড় প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগী সবার আগে দৌড়ে পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর যাত্রাপথ শেষ হয়ে আসার সময় গণনা করছেন এবং তিনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন তিনি এর সম্পর্কে নিশ্চিত এবং তা খুব কাছে এসে পড়েছে, আর এই কারণে তিনি এর কথাই শুধু চিন্তা করছেন। মৃত্যু হচ্ছে আমাদের দৌড়ের শেষ প্রান্ত, যেখানে এসে আমরা হয় সম্মানিত হব নতুবা লজ্জিত হব।

তৃতীয়ত, তিনি তা ভালভাবে করার জন্য খুবই যত্নবান ছিলেন, যা আমাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করে যে, তার ভেতরে এই যাত্রাপথ শেষ করার জন্য এবং এর শেষে সম্মানিত হওয়ার জন্য এক পবিত্র ইচ্ছা ও আশা ছিল। "ওহ! আমি এই যাত্রাপথ শেষ করার পর কতই না আনন্দিত হব এবং তখন আমি পূর্ণতা লাভ করবো এবং আমি অনন্ত জীবন লাভ করবো।"

চতুর্থত, তিনি এ ছাড়া আর কোন কিছুকেই করণীয় বলে মনে করছেন না, কিংবা আর কোন কিছুকেই এর চেয়ে কষ্টকর বলে মনে করছেন না, যাতে করে তিনি তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন এবং আনন্দের সাথে তা সম্পন্ন করতে পারেন। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জীবনের সকল কাজকে দেখতে হবে এক আনন্দময় মৃত্যুর পথ প্রস্তুতকারী হিসেবে, যাতে আমরা শুধু যে নিরাপত্তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারি তাই শুধু নয়, সেই সাথে আমরা যেন সান্ত্বনা ও স্বস্তি সহকারে মৃত্যুবরণ করি।

গ. তারা এ কথা চিন্তা করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই এই শেষ বারের মত তারা তাঁকে দেখছেন, সেই কারণে তার পবিত্রতা, ধার্মিকতা এবং ন্যায্যতার নিদর্শন দেখে তাঁর কাছ থেকে তারা একটি সাক্ষ্য চেয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে তা দিয়েছিলেন।

১. তিনি তাদেরকে এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি এখন তাদের কাছ থেকে তাঁর শেষ বিদায় নিচ্ছেন (পদ ২৫): আমি জানি যে, তোমরা সকলে, যাদের কাছে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচারের কথা প্রচার করেছি, যদিও তোমরা আমার কাছ থেকে চিঠি পাবে, কিন্তু তোমরা আমাকে স্বশরীরে আর কখনো দেখতে পাবে না। যখন আমরা কেউ আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেই, তখন আমরা বলে থাকি, "জানি না আমরা কেউ আর কখনো আমাদের কাউকে দেখতে পাবো কি না; আমাদের বন্ধুরা মারা যেতে পারে কিংবা আমরা নিজেরাও মারা যেতে পারি।" কিন্তু পৌল এখানে নিশ্চয়তা সহকারে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার সাহায্যে কথা বলছেন যে, ইফিষীয়রা তাঁর চেহারা আর দেখতে পাবে না; এবং আমরা এ কথা চিন্তা করতে পারি না যে, যিনি দ্বিধা সহকারে এর আগে কথা বলেছেন (আমার সামনে কী ঘটনা ঘটতে চলেছে তা আমি জানি না, পদ ২২) তিনি এখন এতটা আত্মবিশ্বাস সহকারে কথা বলছেন, বিশেষ করে যখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তাঁর বন্ধুরা এখানে কী ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছে, যদি না তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা বিশেষ কোন দর্শন পেয়ে তা বলার অনুমতি পান। আমি মনে করি তারা ভুল ধারণা পোষণ করেন যারা মনে করেন যে, পৌল এরপরে আবারও ইফিষে এসেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে কখনোই এই কথা বলতেন না যে, এখন দেখ, আমি জানি, যদি তিনি সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত না হতেন এ ব্যাপারে। এমন নয় যে, তিনি জানতেন তাঁর সামনে এক মহান কাজ এবং সময় রয়েছে, কিন্তু বরং তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর অন্য কোন স্থানে কাজ করতে হবে এবং এই স্থানে তাঁর আর কাজ করার নেই। এখানে তিনি অনেকটা সময় ধরে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেছেন, পাপ এবং শয়তানের রাজ্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজত্ব এবং কর্তৃত্বের কথা প্রচার করেছেন, তিনি মহিমার রাজ্যের কথা এবং অনুগ্রহের রাজ্যের কথা প্রচার করেছেন যা শীঘ্রই আসছে। অনেক সময় তারা পুলপিটে এই হাসি খুশি মুখটাকে দেখেছে এবং তারা এই মুখটা দেখে মনে করেছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন স্বর্গদূতের মুখ। যদি শান্তির অগ্রদূতদের পা পর্বতের উপরে এত সুন্দর হয়ে থাকে, তাদের তাদের চেহারা কেমন হবে? কিন্তু এখন তারা আর তাঁর এই চেহারা আর দেখতে পাবে না। লক্ষ্য করুন, আমরা অনেক সময় এ ধরনের বিষয়ে চিন্তা করি যে, এখন যারা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করছেন তারা খুব দ্রুতই চলে যাবেন বা তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আমরা আর তাদেরকে দেখতে পাব না। ভাববাদীগণ, তারা কি আর সবসময় বেঁচে থাকবেন? তথাপি যেটুকু সময় তারা আমাদের মাঝে আছেন সেটুকু সময়ই তারা আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছেন; এটি আমাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে যে, যখন আমরা আর এই পৃথিবীতে তাদের চেহারা দেখতে পাব না, তখনও আমরা সেই মহান দিনে তাদের চেহারা দেখতে পাব এবং তা আরও স্বস্তি এবং শান্তির সাথে।

২. তিনি তাদের মাঝে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যা কাজের বিষয়ে তাদের সাথে কথা বললেন (পদ ২৬): "যাই হোক, তোমাদের সাথে আমার পরিচর্যা কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, আর এখন আমাদের উভয়েই পেছনে ফিরে তাকানোর পালা;" এবং,

(১) তিনি তাদেরকে আহ্বান করলেন যে, তারা কোনভাবে তাঁকে অবিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করতে পারেন কি না, কিংবা তারা এমন কিছু বলতে পারেন কি না যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোন আত্মার ক্ষতি করেছেন: আমি সকল মানুষের রক্ত এবং আত্মার দায় থেকে মুক্ত। এই কথাটির পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় ভাববাদীর কথায় (নহিমিয় ৩৩:৬), যেখানে তাঁর রক্ত যা শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে বিনষ্ট হয়েছিল, তা অবিশ্বস্ত রক্ষীকে দায়বদ্ধ করবে, যে কি না তাকে সতর্ক করে দেয় নি: "তুমি এ কথা বলতে পারবে না যে, আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই কারণে কোন মানুষের রক্ত আমার দরজার সামনে পড়ে থাকতে পারে না।" যদি একজন পরিচর্যাকারী নিজেকে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করতে যান, তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের কাজে আনন্দ করতে হবে, আমি সকল মানুষের রক্তের দায় থেকে মুক্ত এবং সেই কারণে আমি অন্যদের কাছ থেকে সাক্ষ্য লাভ করতে পারি।

(২) এই কারণে তিনি তাদের রক্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন যারা নিজেদের দায়ে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে, কারণ তারা তাদেরকে যথোপযুক্ত সতর্ক বাণী দান করেছিল, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করে নি।

(৩) তিনি এই সমস্ত পরিচর্যাকারীদেরকে এই বিষয়ে লক্ষ্য করতে বলেছেন যে, তারা তার যত্ন নিয়েছেন এবং কষ্ট সহ্য করেছেন, যেভাবে তিনি করেছেন: "আমি সকল মানুষের রক্তের দায় থেকে মুক্ত, দেখ তোমরাও নিজেদেরকে সেভাবে রেখেছ। আমি তোমাদেরকে এই দিনটি স্মরণে রাখতে বলছি"– *en te semeron hemera*, "আমি এই দিনটিকে তোমাদের জন্য সাক্ষী হিসেবে রেখে যাচ্ছি", এমনটাই মনে করেন স্ট্রেসো (Streso)। অনেক সময় যেভাবে স্বর্গ এবং পৃথিবীতে সাক্ষী রেখে কোন কথা বলা হয়, ঠিক সেভাবেই এখানে এই দিনটিকে, এই বিদায় গ্রহণের দিনটিকে সাক্ষী রেখে কথাটি বলা হচ্ছে।

৩. তিনি এর মধ্য দিয়ে তার নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন (পদ ২৭): কারণ আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিষদের কাছে আবেদন করার যোগ্য নই।

(১) তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং এর প্রকৃতি ব্যতীত আর কোন বিষয়েই প্রচার করেন নি এবং তিনি আর তাঁর নিজের কোন মতবাদ এতে যুক্ত করেন নি;" এটি ছিল খাঁটি ঈশ্বর থেকে আগত সুসমাচার এবং এ ছাড়া আর কিছুই নয়, এখানে তোমাদের পরিত্রাণের ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।" সুসমাচার হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রকাশ; এটি কেবল তাঁর জ্ঞানের প্রকাশের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায়, এটি তাঁর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, যা কোনভাবেই পরিবর্তন যোগ্য নয় এবং তা আমাদের দয়া এবং তাঁর মহিমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, ১ করিন্থীয় ২:৭। পরিচর্যাকারীদের কাজ হচ্ছে মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করা এবং এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়।

(২) তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা প্রচার করেছেন। তিনি তাদের কাছে সম্পূর্ণ খাঁটি অবস্থায়

সুসমাচার প্রচার করেছেন, সেই কারণে তিনি তাদের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন ও প্রচার করেছেন; তিনি তাদের কাছে স্বর্গীয় সত্তাকে প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ তিনি তাদের কাছে কাঠামোগতভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সুসমাচারের প্রতিটি অধ্যায় বর্ণনা করেছেন, যাতে করে তারা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, এদের একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে দেখতে পান এবং তারা যেন এদের পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়ে বুঝতে পারেন।

(৩) তিনি এর সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করেন নি; তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বা নিজের মন মত ঈশ্বরের পরিকল্পনার কোন একটি অংশ বলা থেকে বিরত থাকেন নি। তিনি তাঁর নিজের কষ্ট সম্বরণ করার জন্য এই সুসমাচারের সবচেয়ে কঠিনতম অংশগুলো প্রচার করা থেকে বিরত থাকেন নি, কিংবা তিনি তাঁর কৃতিত্ব অর্জনের জন্য সুসমাচারের সবচেয়ে সহজ এবং সরল অংশগুলো বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেন নি; তিনি সুসমাচারের সেই সমস্ত মতবাদ প্রচার করা থেকে বিরত থাকেন নি, যা তিনি জানতেন যে, এর ফলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রু উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে, কিংবা তা ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের বিরোধিতা জন্মাবে, বরং তিনি বিশ্বস্তভাবে তার কাজ করে গেছেন এবং তিনি কারও কথায় কিংবা কারও রক্তচক্ষুতে ভয় পান নি। এভাবেই তিনি নিজেকে সকল মানুষের রক্তের দায় থেকে মুক্ত রেখেছেন।

ঘ. তিনি তাদেরকে পরিচর্যাকারী হিসেবে তাদের কাজে অধ্যবসায়ী এবং সৎ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

১. তিনি ইফিষ মণ্ডলীর পরিচর্যা করার দায়িত্ব শেষ করেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, সেখানে যে সমস্ত সাধু ব্যক্তিগণ এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ রয়েছেন (ইফিষীয় ১:১), তাদের প্রতি, যারা নিঃসন্দেহে এত বেশি সংখ্যক ছিলেন যে, তারা একসাথে কোথাও সকলে মিলে একত্রিত হতে পারতেন না, কিন্তু তারা সকলে বিভিন্ন মণ্ডলীতে একাধিক পুরোহিতের অধীনে পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, কিন্তু তথাপি এখনও তাদেরকে এক মণ্ডলী বলে অভিহিত করা হয়, কারণ তারা যে শুধু বিশ্বাসে এক ছিলেন তাই নয়, যা অন্যান্য খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে দেখা যায়, সেই সাথে অনেক ক্ষেত্রেই তারা একজন অন্য জনের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এখানে যে প্রাচীন বা পুরোহিতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকে প্রেরিত পৌল এই মণ্ডলীর দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন, কারণ তিনি ইফিষ থেকে চূড়ান্তভাবে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন এবং তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি নন, বরং পবিত্র আত্মাই তাদেরকে মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, *episkopous*– মণ্ডলীর প্রধান। "তোমরা যারা পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মণ্ডলীর পুরোহিত কিংবা বিশপ হয়েছ, তোমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের মণ্ডলীর দিকে নজর রাখতে হবে এবং তত্ত্বাবধান করতে হবে," ১ পিতর ৫:১, ২; তীত ১:৫, ৭। যখন পৌল ইফিষে অবস্থান করেছেন, তিনি মণ্ডলীর সমস্ত কার্যক্রম দেখাশোনা করেছেন, যে কারণে প্রাচীনরা সবসময়ই তাঁর স্থানে যাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন; কিন্তু এখন

ঈগল বাসা ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে এবং তার শাবকদেরকে জায়গা করে দিচ্ছে; এখন তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে ওড়া শিখে নিতে হবে; এবং ঈগলের সাহায্য ছাড়াই কাজ করতে হবে, কারণ পবিত্র আত্মা তাদেরকে তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তারা এই সম্মান নিজেরা অর্জন করেন নি, কিংবা কোন রাজা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদেরকে এই মর্যাদা দেন নি, বরং পবিত্র আত্মা তাদেরকে এই কাজের জন্য যোগ্য বলে মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে সেই যোগ্যতায় পূর্ণ করেছেন, পবিত্র আত্মা তাদের উপরে অবস্থান করেছেন, প্রেরিত ১৯:৬। পবিত্র আত্মা তাদেরকেও পরিচালনা দান করে, যারা তাদের প্রার্থনার উত্তরের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়, আহ্বান পায় এবং অভিষেক লাভ করে।

২. তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে যে কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে তা তারা স্মরণ করেন। দায়িত্ব পালনের জন্য অধ্যবসায় আবশ্যক; যদি পবিত্র আত্মা তাদেরকে মণ্ডলীর পালক হিসেবে নির্ধারণ করেন, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এর বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

(১) তাদেরকে অবশ্যই প্রথম স্থানে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের আত্মার প্রতি আগ্রহপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তারা যা কিছু বলে এবং করে তার সব কিছুর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের চলতে হবে এবং তাদেরকে এ কথা জানতে হবে যে, কী করে ঈশ্বরের গৃহে সঠিক আচরণ করা যায়, যেখানে তারা এখন ধনাধ্যক্ষ পর্বে উন্নীত হয়েছেন: "তোমাদের উপরে অনেক চোখ থাকতে পারে, কেউ কেউ তোমাদের দেখে উদাহরণ হিসেবে শিখবে, অন্যরা তোমাদের সাথে বিবাদ করবে এবং সেই কারণে তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।" যারা নিজেদের আঙ্গুর ক্ষেত ঠিকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ করে না, তারা অন্য কারও আঙ্গুর ক্ষেতও দক্ষতার সাথে এবং বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষণা-বেক্ষণ করবে না।

(২) "তোমাদের মণ্ডলীর দিকে নজর দাও, মণ্ডলীর সকলের দিকে, কেউ এক অংশের দিকে এবং কেউ অন্য অংশের দিকে, যেভাবে তোমরা আহ্বান লাভ করেছ এবং যেভাবে তোমাদের সুযোগ লাভ হবে, কিন্তু দেখ যেন কোন অংশই তোমাদের কাছ থেকে অবহেলা না পায়।" পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই শুধুমাত্র নিজেদের আত্মার দিকে নজর রাখা উচিত নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই সবসময় সেই সমস্ত আত্মার প্রতি নজর রাখতে হবে, যেভাবে তারা নিজেদের আত্মার প্রতি নজর রাখেন, তাদেরকে অবশ্যই সেভাবে তাদের মণ্ডলীর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে যেভাবে একজন মেষপালক তার মেষপালের প্রতি দায়িত্ব পালন করে থাকে, যাতে করে তার একটি মেষেরও ক্ষতি না হয়: "সকল মেষের প্রতি যত্ন নাও, যাতে করে তাদের মধ্যে একটিও পাল থেকে হারিয়ে না যায় কিংবা কোন পশু কিংবা শিকারীর হাতে না পড়ে, তাদের মধ্যে কেউ যেন তোমাদের অবহেলার কারণে নিখোঁজ না থাকে বা আঘাত না পায়।"

(৩) তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের মণ্ডলীর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের মেষপালকের সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের

মেষদেরকে সবুজ মাঠে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে তারা সেখানে চরতে পারে এবং শয়ন করতে পারে, সেখানে তাকে তাদের সামনে খাবার এনে দিতে হবে, তাদেরকে এমন দায়িত্ব পালন করতে হবে যেন যারা অসুস্থ রয়েছে তারা উপশম পায় এবং যাদের ক্ষুধা নেই তারা খ্রীষ্টান শিক্ষার খাবার গ্রহণ করে। তাদের অনন্ত জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে প্রয়োজনীয় সুসমাচারের শিক্ষা ও নিয়ম-কানুনের মধ্যে তাদেরকে আনতে হবে, যা তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। শুধুমাত্র ঈশ্বরের মণ্ডলীতে একত্রিত হওয়ার জন্য এবং যারা বাইরে আছে তাদেরকে নিয়ে আসাই পালকের কাজ নয়, বরং যারা ভেতরে আছে তাদের সঠিকভাবে খাদ্য দানও পালকের কাজ।

(৪) তাদেরকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে ও পাহারা দিতে হবে (পদ ৩১) যেভাবে মেষপালকরা রাতে তাদের মেষপালের দিকে নজর রাখে এবং পাহারা দেয়, তাদেরকে অবশ্যই জেগে থাকতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে, তাদেরকে কোনভাবেই আত্মিকভাবে ধীর গতির এবং অলস হলে চলবে না, বরং তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে সেই কাজে খুব ঘনিষ্টভাবে একীভূত করতে হবে এবং সেই কাজে নিষ্ঠার সাথে নিয়োজিত রাখতে হবে। তোমরা সব বিষয়ে সতর্ক থাক (২ তীমথিয় ৪:৫) পালের জন্য ক্ষতি হতে পারে এমন সব বিষয়ে নজর রাখ এবং এর প্রতি সুফলজনক হতে পারে এমন সব বিষয়ে লক্ষ্য কর; প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ কর যাতে করে পালের মঙ্গল সাধন হতে পারে।

৩. তিনি তাদেরকে একাধিক উত্তম যুক্তি দেখিয়েছেন যার কারণে তাদেরকে অবশ্যই তাদের পরিচর্যা কাজে সর্বাত্মকভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে।

(১) তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রভুর আগ্রহ ও ইচ্ছার কথা বিবেচনা করতে হবে এবং তাঁর মণ্ডলীর প্রতি তাঁর চিন্তার কথা স্মরণ করতে হবে, যে কারণে তাদেরকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে, পদ ২৮। এটি হচ্ছে সেই মণ্ডলী যা তিনি তাঁর নিজ রক্তের মূলে ক্রয় করেছেন।

[১] "এটি তার নিজের; তোমরা শুধুমাত্র তাঁর দাস এবং তাঁর কাছ থেকে এর যত্ন নেওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। এটা তোমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে, তোমরা ঈশ্বর কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছো, যিনি তোমাদেরকে তাঁর কাজে ডেকে নিয়েছেন; কিন্তু যখন তোমাদের কাজে অসাবধানতা, অবহেলা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়বে, সে সময় ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদের উপরে ক্রুদ্ধ হবেন এবং তোমরা শাস্তি পাবে। তাঁর কাছ থেকে তোমরা আস্থা অর্জন করেছ এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সকল দায়বদ্ধতার উত্তর দিতে হবে, আর সেই কারণে তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি এটি ঈশ্বরের মণ্ডলী হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি চাইতে পারেন যে, যেন তোমরা তাঁর মেষ এবং মেষশাবকদের সঠিকভাবে খাওয়ানো এবং যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসা দেখাও।"

[২] তিনি তা ক্রয় করে নিয়েছেন। এই পৃথিবী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বলে এর অধিকার

কেবলই তাঁর, কিন্তু এই মণ্ডলী তিনি উদ্ধার করেছেন বলে এর অধিকার তাঁর আর সেই কারণে এটি আমাদের কাছেও প্রিয় হওয়া উচিত, কারণ এটি তাঁর কাছে প্রিয়, কারণ তিনি এর মূল্য দিয়েছেন। আমরা যদি মণ্ডলীর প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাই তাহলেই আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারবো। আমরা যদি তাঁর পালের মেষ ও মেষশাবকদের খাওয়াই ও তাদের যত্ন নিই, তাহলে আমরা তাঁর প্রতি ভালবাসা দেখাতে পারবো।

[৩] ঈশ্বরের এই মণ্ডলী তিনি নিজে ক্রয় করেছেন; এটি পুরানো ইস্রায়েলের মত নয়, যখন তিনি তাদের জন্য মানুষ দিয়েছিলেন এবং তাদের জীবনের জন্য লোকদের দিয়েছিলেন (যিশাইয় ৪৩:৩, ৪), কিন্তু তিনি তাঁর নিজ রক্ত দিয়ে এই মূল্য দিয়েছেন। এটিই প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টই ঈশ্বর, কারণ তাঁকে এখানে এই নামেই সম্বোধন করা হচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে, তিনি মণ্ডলীকে তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা কিনে নিয়েছেন; এই রক্ত ছিল তাঁর মানব দেহের মাঝে, তথাপি তিনি স্বর্গীয় সত্ত্বা এবং তাঁর মানবীয় প্রকৃতির মাঝে এতটাই মিশে ছিলেন যে, এখানে তাঁকে বলা হচ্ছে ঈশ্বরের রক্ত, কারণ এটি এমন একজনের রক্ত যিনি নিজেই ঈশ্বর এবং তিনি এতটা কষ্ট স্বীকার করে এই মূল্য দিয়েছেন যে, তিনি এই মূল্য দানকে অমূল্য করে তুলেছেন। তিনি আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে এক মহা মূল্য দান করেছেন এবং আমাদের সকল মঙ্গলের জন্য তিনি মূল্য দান করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের জন্য এক দারুণ সম্মান ও মর্যাদা ক্রয় করেছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর জাতিতে পরিণত করেছেন: তারা তোমারই এবং তুমিই তাদেরকে আমার কাছে দিয়েছ। এই বিষয়টি বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের মণ্ডলীকে খাদ্য দান কর কথাটি, কারণ এক উচ্চ মূল্যে তাদেরকে ক্রয় করা হয়েছে। খ্রীষ্ট কি নিজের জীবন দান করে তাদেরকে ক্রয় করেন নি? তাহলে পরিচর্যাকারীরা কি তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য দায়বদ্ধ নন? এর সত্যিকার উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা যদি তারা অবহেলা করেন, তাহলে তারা খ্রীষ্টের রক্তকে অবহেলা করলেন, যা দ্বারা তাদেরকে ক্রয় করা হয়েছে।

(২) তারা এই বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে জানুক যে, এই পালটি স্বভাবগত ভাবেই তাদের বিপক্ষের শিকার হিসেবে তৈরি হয়ে রয়েছে, পদ ২৯, ৩০। "মেষপাল যদি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিবেচনায় এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে এবং খ্রীষ্টের দ্বারা এদের পরিত্রাণও যদি এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই দুই দিকেই যত্ন নিতে হবে এবং নজর রাখতে হবে।" এখানে উভয় বিষয়ের জন্য আমরা কারণ দেখতে পাই:

[১] পালের দিকে নজর রাখ, কারণ নেকড়ে খুব ধারে কাছেই রয়েছে, যারা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে (পদ ২৯): আমি এ কথা জানি যে, আমার প্রস্থানের পর তোমাদের মাঝে হিংস্র নেকড়ে প্রবেশ করবে।

প্রথমত, অনেকে মনে করেন এখানে নির্যাতনকারীদের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তথ্য দেবে এবং শাসনকর্তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে

এবং তারা তাদের প্রতি কোন দয়া দেখাবে না। তারা এ কথা ভেবেছিল, কারণ যখন পৌল তাদের সাথে ছিলেন, সে সময় যিহূদীদের ক্রোধ তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি ছিল, অর্থাৎ' যখন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন তখন তারা শান্ত হবে: "না," তিনি বলছেন, "আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা দেখবে যে, নির্যাতনকারী আত্মা এখনও কাজ করে চলেছে, এই কারণে পালের দিকে নজর দাও, তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে বল, তাদেরকে সাহস এবং সান্ত্বনা দাও, যাতে করে তারা কষ্ট ও নির্যাতনের ভয়ে খ্রীষ্টকে ত্যাগ করে, নতুবা এই কষ্ট এবং নির্যাতনকে মাথা পেতে নিয়ে খ্রীষ্টকে ধরে রাখে এবং তাদের শান্তি ও সুখ বিসর্জন দেয়।" পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই নির্যাতন ও অত্যাচারের সময় পালের প্রতি বিশেষ নজর ও যত্ন নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভণ্ড এবং মিথ্যে শিক্ষকদের বিষয়ে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। সম্ভবত পৌল তাদের প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলছিলেন, যারা তক্‌ছেদ করানো ছিল এবং যারা আনুষ্ঠানিক আইন-কানুন নিয়ে কথা বলতো; এদেরকে তিনি হিংস্র নেকড়ে বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ যদিও তারা মেষের লোম গায়ে জড়িয়ে এসেছে, শুধু তাই নয়, তারা মেষ পালকের বেশ ধরেও আসবে, তথাপি তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে, তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে, তাদেরকে ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের প্রকৃত সুসমাচার থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং এর প্রতি যারা নিবদ্ধ থাকবে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করবে। তারা পালের সবচেয়ে মূল্যবান সদস্যদেরকেও ছাড়বে না, তারা তাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে (গালাতীয় ৫:১৫); এই কারণে তাদেরকে বলা হয়েছে কুকুর (ফিলিপীয় ৩:২), যেভাবে এখানে নেকড়ে বলা হয়েছে। যখন পৌল ইফিষে ছিলেন, সে সময় তারা দূরে ছিল, কারণ তারা তার মুখোমুখি হতে সাহস পায় নি; কিন্তু যখন তিনি চলে যাবেন, সে সময় তারা তাদের মাঝে প্রবেশ করবে এবং যেখানে যেখানে ভাল বীজ বোনা হয়েছে সেখানে সেখানে শ্যামাঘাস বপন করবে। "এই কারণে পালের দিকে নজর দাও এবং তাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা কিছু পার কর এবং তাদেরকে এই সকল ভণ্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য কর।"

[২] নিজেদের দিকে নজর রাখ, কারণ কিছু কিছু মেষপালক তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে (পদ ৩০): "তোমাদের নিজেদের ভেতরে অনেকেই, সদস্যদের মধ্যেও, শুধুমাত্র তাই নয়, সেই সাথে সম্ভবত তোমাদের নিজেদের মণ্ডলীর পালক ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যেও, যাদের প্রতি আমি এখন কথা বলছি, তাদের মধ্যেও অনেকে (যদিও আমি চাই যে, আমি যতটা ভাবছি তত দূর পর্যন্ত যেন না ঘটে), এমন অনেকে উঠবে যারা বিরোধসূচক কথা বলবে, সুসমাচারের বিরোধী কথা তারা বলবে এবং তারা এর মহা পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ধ্বংস করে দেবে। শুধু তাই নয়, তারা সুসমাচারের কথা পরিবর্তন করবে এবং তা পরিবর্তন করে এমন বিকৃত করবে যাতে করে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি হয়, ২ পিতর ৩:১৬। এমন কি যারা তোমাদের মাঝে ভাল চিন্তার অধিকারী বলে পরিচিত এবং যাদেরকে তোমরা সবসময় বিশ্বাস করে থাক, তারা গর্বিত হবে এবং তাদের মধ্যে ঔদ্ধত্য দেখা দেবে। তারা অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের বিপক্ষে কথা বলবে, এবং তারা

সুসমাচারের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করবে এবং তারা বলবে যে, তারা এই সুসমাচারকে আরও উন্নত এবং আরও বেশি উচ্চতর এক অবস্থানে নেওয়ার দাবী জানাবে; কিন্তু এর মাধ্যমে সে শুধু চাইবে তার পেছনে কিছু শিষ্য জড়ো করতে, যাতে করে সে নিজে একটি দল গঠন করতে পারে, যারা তাকে অনুসরণ করবে এবং সে তাদেরকে পরিচালনা দান করবে এবং তারা সবসময় তাকেই শুধু বিশ্বাস করবে।" অনেকে এই অংশের ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকেন, তারা শিষ্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে নিজেদের পথে নিয়ে যাবে– যারা ইতোমধ্যে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য, তাদেরকে সে আকর্ষণ করবে যেন তারা যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ না করে তার দলে এসে ভেড়ে এবং তাকেই অনুসরণ করে। "এই কারণে নিজেদের দিকে লক্ষ্য রাখ। যখন তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমাদেরই মধ্যে কেউ না কেউ সুসমাচারের প্রতি বিশ্বসঘাতকতা করবে, সে সময় তোমাদের প্রত্যেকেরই কি নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, সে কি আমি? এবং এর সাথে তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।" সেখানে সেই মণ্ডলীতে ফুগিল্ল ও হর্মগিনি দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল, যারা পৌলের দিক থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং তিনি যে শিক্ষা প্রচার করতেন তা থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছিল (২ তীমথিয় ১:১৫) এবং পরবর্তীতে তা আবারও সত্য হয়েছিল হুমিনায় ও ফিলীতের মধ্য দিয়ে, যারা সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল এবং বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটাতে চেষ্টা করেছিল (২ তীমথিয় ২:১৮), যা এই ব্যাখ্যা দেয় যে, এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তা ঘটবে। কিন্তু যদিও ইফিষ মণ্ডলীতে কিছু ভণ্ড এবং প্রলোভনকারী ছিল, তথাপি সেই মণ্ডলীর প্রতি পৌলের পত্রে আমরা দেখতে পাই যে (যেখানে আমরা কোন ধরনের অভিযোগ বা দোষারোপ দেখতে পাই না, যা আমরা অন্যান্য অনেক পত্রে দেখতে পাই), এই মণ্ডলী ভণ্ডদের দ্বারা তেমন আক্রান্ত হয় নি, অন্ততপক্ষে সেখানে মিথ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, যেভাবে অন্যান্য অনেক মণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহে শান্তি এবং সুখ বজায় ছিল এবং সেখানে পালক ও পরিচর্যাকারীগণ সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন, যাদেরকে প্রেরিত পৌল সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মণ্ডলীর দায়িত্ব ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি চলে যাওয়ার পরে তারা যথাযোগ্যভাবে মণ্ডলী পরিচালনা করতে পারেন।

(৩) তারা সেই মহা বেদনা বিবেচনা করুক, যা পৌল এই মণ্ডলী স্থাপন করতে গিয়ে সহ্য করেছেন (পদ ৩১): "অতএব জেগে থাক, স্মরণ কর, আমি তিন বৎসর কাল রাত্রি দিন (কারণ তিনি বহু দিন একটানা ইফিষে প্রচার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি সেখান থেকে অন্য কোথাও যান নি) প্রত্যেক জনকে অশ্রুপাতের সঙ্গে চেতনা দিতে ক্ষান্ত হই নাই; আর তোমাদেরও নিশ্চয়ই এই ভিত্তির উপরে নির্মাণ করতে অবহেলা করা উচিত নয়, যা আমি এতটা পরিশ্রম করে গড়ে দিয়েছি।"

[১] পৌল একজন উত্তম পাহারাদারের মত তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এই সতর্ক বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে তাদের যিহূদী ধর্মে এবং পৌত্তলিক ধর্মে নিজেদেরকে নিমজ্জিত রাখার ব্যাপারে যে ঝুঁকি রয়েছে সে ব্যাপারে বলেছেন, সেই সাথে তিনি

তাদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

[২] তিনি প্রত্যেককে সাবধান করে দিয়েছিলেন; তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে প্রচারের সময় যে সাবধান বাণী দিয়েছিলেন তার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জনকে ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে বলেছিলেন, যা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন।

[৩] তিনি অবিরতভাবে তাদেরকে সাবধান করে যাচ্ছিলেন; তিনি তাদেরকে দিনে এবং রাতে সতর্ক করতেন; তার প্রতিটি সময় কাজে পরিপূর্ণ ছিল। রাতে, যখন তাঁর নিজেকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা, তখনও তিনি তাদের সাথে কথা বলতে যেতেন, যাদের সাথে তিনি দিনের বেলায় তাদের আত্মা নিয়ে কথা বলতে পারতেন না।

[৪] তিনি ছিলেন এই কাজে অবিশ্রান্ত, তিনি সাবধান করে দেওয়া থেকে থামতেন না। যদিও অনেকে তাঁর সাবধান বাণীতে এতটুকু কান দিত না, তথাপি তিনি কখনও সতর্ক করে দেওয়া থেকে পিছ পা হন নি, কারণ তিনি জানতেন যে, এক সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা ঠিকই এখান থেকে উঠে আসবে; যদিও তারা এখন তাঁর সাবধান বাণীকে এতটা উপেক্ষা এবং অবহেলা করছে, তথাপি তিনি মনে করেন নি যে, এর জন্য তিনি তাঁর কাজ থেকে বিরত থাকবেন, বরং তিনি তখনও তাদেরকে সাবধান করে যাচ্ছিলেন এবং একজন ধার্মিক ব্যক্তির মত হয়ে যারা সত্য থেকে পিছু ফিরে আছে তাদেরকে সত্যের পথে ফেরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তিনি দুষ্টদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি, কিন্তু দুষ্টতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, নহিমিয় ৩:১৮-২১।

[৫] তিনি তাদের সাথে তাদের আত্মা নিয়ে কথা বললেন অত্যন্ত স্নেহ এবং যত্ন সহকারে: তিনি তাদেরকে চোখের জলে সতর্ক করলেন। তিনি যেহেতু ঈশ্বরের পরিচর্যা করতেন, সেই কারণে তিনি তাদেরও পরিচর্যা করলেন, অনেক চোখের জলতে, পদ ১৯। তিনি তাদেরকে সতর্ক করলেন সহানুভূতির চোখের জলে এবং এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে দেখালেন যে, তিনি তাদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা এবং তাদের পাপময় অবস্থার কারণে কতটা দুঃখার্ত অবস্থায় ছিলেন। এভাবেই পৌল ইফিষে তাঁর ভাল কাজ শুরু করেছিলেন, এভাবেই তিনি তাঁর ব্যথা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন; এবং কেন তাহলে তারা তিনি যে ব্যথা বহন করছেন তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবে না?

ঙ. তিনি তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যেন তারা স্বর্গীয় নির্দেশনা এবং প্রভাবের অধীনে চলে (পদ ৩২): "আর এখন, হে ভাইয়েরা, এই সকল নির্দেশনা তোমাদেরকে দেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করছি। এখন আমার যা বলার ছিল তা আমি বলেছি, প্রভু তোমাদের সাথে থাকবেন; আমাকে এখন অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে ভাল মানুষের কাছে রেখে যাচ্ছি।" তারা যথেষ্ট যত্নে ছিল এবং এভোবেই তারা তাদের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, তারা তাদের সকল সমস্যা ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য যে আশঙ্কার

পূর্বাভাস করা হয়েছিল তা তারা কাটিয়ে উঠেছিল। তাদের সকল সমস্যার সমাধান ও উত্তর হিসেবে পৌল তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায় এবং ঈশ্বরের খোঁজ করে, যাতে করে তিনি তাদের দিকে অনুকূল দৃষ্টিতে তাকান।

১. দেখুন এখানে, কীভাবে তিনি তাদেরকে প্রশংসা করছেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করছেন ভাই বলে, শুধুমাত্র খ্রীষ্টান ভাই নয়, সেই সাথে সহ পরিচর্যাকারী হিসেবে এবং এভাবে তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের উপরে আশা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং তিনি তা সফলভাবেই করেছিলেন; কারণ তিনি এবং তারা ছিলেন ভাই।

(১) তিনি তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য ভিক্ষা চাইলেন, যেন তিনি তাদের যত্ন নেন এবং তাদের যে সমস্ত উপকরণ দরকার তার সব কিছু তিনি দেন। এভাবেই তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিলেন যেন তারা তাদের সকল ভালবাসা তাকে দান করেন এবং তিনি যে তাদেরকে ভালবাসেন ও যত্ন নেন এই নিশ্চয়তা তাকে দেন: "তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে চাও, তিনিই তোমাদেরকে যুগিয়ে দেবেন, তোমাদের চোখ তাঁর উপরে স্থাপন কর এবং তাঁর উপরে তোমাদের নির্ভরতা স্থাপন কর, তোমাদের সকল সমস্যা ও বিপদের সময়। আর এভাবেই তোমরা তোমাদের সকল সময় তাঁর কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তার শান্তি দান করবেন।" আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করছি, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর কর্তৃত্বের কাছে এবং সেখানে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা দাবী করছেন। এটি জানা আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, আমরা যত দূরেই থাকি না কেন, তিনি সবসময় আমাদের উপরে চোখ রাখেন এবং তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। যার কাছ থেকেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটুক না কেন, ঈশ্বর কখনো আমাদেরকে ছেড়ে যান না এবং তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, ১ পিতর ৪:১৯।

(২) তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের বাক্য দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন, অনেকে মনে করে থাকেন এর মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্টকে বোঝাচ্ছেন: তিনি বাক্য (যোহন ১:১), জীবনের বাক্য, কারণ তাঁর ভেতরেই জীবন রক্ষিত আছে (১ যোহন ১:১) এবং এই একই চিন্তা ধারায় তাঁকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্য হিসেবে, কারণ তাঁর পূর্ণতা থেকেই আমরা অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ লাভ করে থাকি। তিনি এমন কি খ্রীষ্টের কাছেও তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন, তাদেরকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর দাস হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যার কাছ থেকে তিনি তাদের জন্য বিশেষ যত্ন চেয়েছেন। পৌল তাদের জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বর এবং তাঁর কর্তৃত্বের কাছে সুপারিশ করেন নি, বরং সেই সাথে তিনি তাদের জন্য খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহের কাছেও সুপারিশ করেছেন, ঠিক সেভাবে, যখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে ছেড়ে বিদায় নিচ্ছিলেন: তোমরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস কর এবং আমার উপরেও বিশ্বাস আন। এটি প্রায় একই বিষয় হিসেবে আমাদের সামনে আসে, যদি আমরা তাঁর অনুগ্রহের বাক্য বলতে খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বুঝে থাকি, কারণ খ্রীষ্টকে বাক্যরূপে আমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে করে আমরা সহযোগিতা এবং সাহস লাভ করে এবং তাঁর বাক্য হচ্ছে আত্মা এবং জীবন: "তোমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বে

কার্যকর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে প্রচুর সান্ত্বনা খুঁজে পাবে, কিন্তু তোমরা সুসমাচারের উপরে এই কার্যকর বিশ্বাস আনলে আরও অনেক বেশি সান্ত্বনা লাভ করবে।" তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচারের বাক্যের কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করলেন, যা তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন, যখন তিনি তাদেরকে দূরে প্রচারে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদেরকে সেই মহান আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন: "এই কথাটি মাথায় রাখ এবং ঈশ্বর তোমাকে এর সুফল এবং এর সান্ত্বনা দান করবেন এবং তোমার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না।" তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্যের কাছে, শুধুমাত্র তাদের আশার ভিত্তি এবং তাদের আনন্দের ঝর্ণাধারার হিসেবে নয়, বরং সেই সাথে তাদের চলার পথের আইন ও বিধান হিসেবেও: "আমি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করছি, যিনি তোমাদের প্রভু, সত্যিকারভাবে যার সেবা তোমরা করবে এবং আমি তাকে একজন উত্তম প্রভু হিসেবে জানি এবং তাঁর অনুগ্রহের বাক্যের কাছে, যেভাবে তোমরা তোমাদের কাজে নিয়োজিত ছিলে এবং আছো এবং যা কিছু তোমাদেরকে তত্ত্বাবধান করার জন্য দেওয়া হয়েছে; এই বাক্যের নীতিমালা লক্ষ্য কর এবং এরপর এর প্রতিজ্ঞা অনুসারে চল।"

২. এখানে লক্ষ্য করুন, তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্যের কাছে তাদের জন্য কী সুপারিশ করছেন। তিনি চাইছেন না যেন তারা তাদের শত্রুদের হাত থেকে নিরাপদের থাকে, কিংবা তারা যেন তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, কিংবা তাদের যে সমস্ত আশীর্বাদ প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো লাভ করে। তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে এটি প্রচার করার জন্য আস্থা সহকারে নিয়োজিত করা হয়েছে। এখন তিনি তাদের জন্য এই সকল সুপারিশ করছেন:

(১) তাদের উন্নতি সাধনের জন্য: "এটি তোমাদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম (অনুগ্রহের যে আত্মা এর সাথে কাজ করছে এবং এর মাধ্যমে কাজ করে থাকে) এবং তোমরা এর উপরে নির্ভর করতে পার, যখন তোমরা এর সাথে থাকবে এবং তোমরা প্রতিদিন এর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করবে। যদিও তোমরা ইতোমধ্যে অনেক ভাল দানে পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তথাপি এটি তোমাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলবে, তোমাদেরকে গড়ে তুলবে; এখানে এমন অনুগ্রহ রয়েছে যা তোমাদেরকে আরও ভাল যোগ্য এবং সক্ষম করে তুলবে।" লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীরা যখন অনুগ্রহের বাক্য সম্পর্কে প্রচার করবেন, তখন তাদেরকে অবশ্যই অন্যদের আত্মিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি নিজেদেরও উন্নতি সাধনের কথা চিন্তা করতে হবে। সবচেয়ে উন্নত মনা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা, যখন তারা এই পৃথিবীতে অবস্থান করেন, তখন তারা বেড়ে ওঠর জন্য সক্ষম থাকেন এবং তারা দেখতে পান যে, অনুগ্রহের বাক্য এখন পর্যন্ত তাদের বৃদ্ধিতে ক্রমাগতভাবে অবদান রেখে চলেছে।

(২) তাদের গৌরবের জন্য: এটি তোমাদের সকলকে সেই বিশেষ অধিকার দিতে সক্ষম, যারা তোমরা পবিত্রীকৃত হয়েছ। ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্য তা দান করে, শুধুমাত্র জ্ঞানই যে তা দান করে তা নয় (কারণ সুসমাচারের দ্বারাই জীবন এবং অমরত্ব আলোর মুখ দেখে), কিন্তু যেহেতু তা এমন এক ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা যিনি কখনো মিথ্যে কথা বলেন না এবং তা

খ্রীষ্টের নামে পূর্ণ হয়; এবং বাক্যের মধ্য দিয়ে, সেই সাধারণ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের আত্মা দান করা হয়ে থাকে (প্রেরিত ১০ :৪), যাতে করে এই প্রতিজ্ঞা সীলমোহরকৃত হয় এবং অনন্ত কালের জন্য এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বলে নিশ্চিত হয়; আর এভাবেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্য আমাদেরকে অধিকার দান করে। লক্ষ্য করুন:-

[১] স্বর্গ একটি অধিকার, যা আমাদেরকে অন্য সকল উত্তরাধিকারের সাথে এক অব্যর্থ উত্তরাধিকার দান করে; এটি এমন এক অধিকার যা ইস্রায়েলীয়রা কেনান দেশে লাভ করেছিল, যা প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল এবং সকল বংশ এর উত্তরাধিকার।

[২] এই অধিকার আমাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে এর সুরক্ষা দান করা হয়েছে, সেই সাথে অন্য সকলের জন্য তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যারা পবিত্রীকৃত হয়েছে, কারণ তারাই কেবল পবিত্র ঈশ্বরের অতিথি হিসেবে স্বাগতম লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা অপবিত্র তারা স্বর্গের সেই পবিত্র সমাজের অংশ হতে পারে না, আর স্বর্গ কখনোই তাদের জন্য স্বর্গ হবে না। বরং তা দেওয়া হবে সকল পবিত্র মানুষের জন্য, যারা নতুন জন্ম লাভ করেছে এবং যাদের উপরে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি নবায়ন করা হয়েছে, এটি একেবারেই নিশ্চিত যে, সর্বশক্তিমানের ক্ষমতা এবং অনন্তকালীন ক্ষমতা তা সাধন করতে পারে। এই কারণে তাদেরকে এটি উপাধি ধারণ করতে হয় যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা পবিত্রীকৃত হয়েছে এবং তারা যেন তাদের সাথে স্বর্গে এক সহভাগিতায় মিলিত হতে পারে এবং একই রূপ ও প্রকৃতি লাভ করতে পারে; কারণ আমরা এরপরে অন্য কোন স্থানে গিয়ে গৌরবান্বিত হওয়ার আশা করতে পারি না যদি না আমরা এখানেই পবিত্রীকৃত না হই।

চ. তিনি নিজেকে তাদের সামনে একজন দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যিনি এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এর ভেতরে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছু থেকে। যদি তারা সকলে একই আত্মায় এবং একই পদক্ষেপ নিয়ে চলে, তাহলে তারা খুব সহজে পৃথিবীর এই পথ পাড়ি দিয়ে যেতে পারবে। তিনি তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করেছেন এবং তার অনুগ্রহের বাক্যের কাছে সুপারিশ করেছেন, যাতে করে তারা আত্মিক অনুগ্রহ লাভ করে; কিন্তু তারা তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কী করবে, তাদের নিজেদের যথাযোগ্য বসবাসের অবস্থানের জন্য কী করবে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কী করবে? "এই ক্ষেত্রে," পৌল বলছেন, "আমি যা করেছি তা-ই কর;" এবং সেটা আসলে কী? তিনি এখানে তাদেরকে বলছেন:-

১. তিনি কখনোই পার্থিব সম্পদের পেছনে দৌড়ান নি (পদ ৩৩): "আমি মানুষের কোন স্বর্ণ কি রৌপ্য কি বিলাস বহুল পোশাকের পিছনে ধাবিত হই নি; তোমাদেরও তা করা উচিত নয়, আর তখনই তোমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠবে।" ইফিষে এমন অনেকে ছিল যারা খ্রীষ্টান বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল, যারা ছিল ধনী এবং তাদের অনেক অর্থ সম্পদ ছিল, দামী তৈজস পত্র ছিল, দামী আসবাব পত্র ছিল এবং অনেক ভাল ভাল কাপড় ও পোশাক ছিল এবং তাদেরকে দেখে অত্যন্ত ধনী বলেই মনে হত। এখন দেখুন:-

(১) পৌল তাদের মত করে বসবাসের জন্য লক্ষ্য স্থির করেন নি। আমরা এই অর্থে তা দেখতে পারি: "আমি অন্যদের মত এত বেশি পরিমাণে স্বর্ণ বা রৌপ্য নিজের অধিকারে রাখতে চাই নি যা অন্যদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, কিংবা এমন দামী দামী পোশাক পরতে চাই নি, যা অন্যরা পরে থাকে। আমি তাদেরকে দোষারোপ করছি না কিংবা তাদের প্রতি ঈর্ষাও করছি না। আমি সহজভাবে এবং কার্যকরভাবে বেঁচে থাকতে পারি ঐ সমস্ত উপকরণ ছাড়াই।" মিথ্যে ও ভণ্ড প্রেরিতগণ চেয়েছিল মাংসের দিক থেকে তাদের ভাল দেখাক (গালাতীয় ৬:১২), যাতে করে তারা নিজেদেরকে এই পৃথিবীতে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু পৌল সেই কাজ করেন নি। তিনি জানতেন যে, কী করে চাইতে হয় এবং কীভাবে কৃচ্ছতা সাধন করতে হয়।

(২) তিনি তাদের কাছ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা ভাল ভাল পোশাক পাওয়ার জন্য লোভী ছিলেন না; তিনি সবসময়ই এই ভেবে আনন্দ বোধ করতেন যে, তিনি অন্যদের মত অর্থ সম্পদের পেছনে দৌড়াচ্ছেন না এবং তিনি নিজেকে এর জন্য অনুমতিও দেন নি। কিন্তু তিনি তার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল; তিনি কখনো এর থেকে লাভ বের করার চেষ্টা করেন নি, ২ করিন্থীয় ১২:১৭। তিনি মোশির মত (গণনা ১৬:১২) এবং শমূয়েলের মত করে (১ শমূয়েল ১২:৩, ৫) বলতেই পারেন, আমি কার ষাড় নিয়েছি? কিংবা আমি কাকে ধোঁকা দিয়েছি? কিন্তু তিনি বলেছেন, "আমি কার দয়া দাক্ষিণ্য চেয়েছি, কিংবা এর পেছনে দৌড়েছি? কিংবা কার কাছে আমি ভারগ্রস্থ হয়েছি?" তিনি কোন উপহার পাওয়ার ইচ্ছার বিরোধী ছিলেন, ফিলিপীয় ৪:১৭।

২. তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করেছেন এবং তাঁর নিজের রুটি রুজি রোজগারের জন্য বহু কষ্ট করেছেন (পদ ৩৪): "হ্যাঁ, তোমরা সকলেই জানো এবং তোমরা সকলেই এর সাক্ষী ছিলে যে, আমার এই হাত আমার নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করেছে এবং আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি; তোমরা দেখেছ যে, আমি সবসময় ব্যস্ত থেকেছি, আমি তাঁবুর কাপড় কেটেছি এবং তা সেলাই করেছি। যেহেতু তা চামড়ার তৈরি ছিল, সেই কারণে এর তৈরি করার কাজ আরও বেশি পরিশ্রম সাধ্য ছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) পৌল অনেক সময় তাঁর চাহিদা অনেক কমিয়ে এনেছেন এবং তাঁর জীবনের চাহিদাগুলোকে সঙ্কুচিত করেছেন, যদিও এটি স্বর্গে অনেক প্রিয় বিষয় নয় এবং এই পৃথিবীতে কোন অনুগ্রহের মধ্যে পড়ে না। এই পৃথিবী কত না অবিবেচক, নির্দয় এবং অকৃতজ্ঞ, যা পৌলের মত এমন একজন মানুষকে দরিদ্র করে রাখে!

(২) তিনি তাঁর যেটুকু চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন এর চেয়ে বেশি কোন মতেই চান নি; তিনি তাঁর আহ্বান পেয়ে পরিচর্যা কাজ এই কারণে করেন নি যে, তিনি ধনী হবেন, বরং তিনি তাঁর জীবিকা অর্জন করেছেন তার নিজের খাবার এবং বাসস্থান যোগানোর জন্য।

(৩) যখন তিনি তাঁর রুটি রোজগার করেছেন, সে সময় তিনি তা খুব সাধারণ একটি পেশার মধ্য দিয়ে করেছেন। পৌল ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং বাকপটু ব্যক্তি, যার

মাধ্যমে তিনি টাকা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তাঁর হাতই তাঁর সমস্ত চাহিদা মেটাবে। পৌল এই সকল নব্য পুরোহিতদেরকে এই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, যদি তারা অবহেলিত হন তাহলে যেন তারা অবাক না হন এবং তাদের দায়িত্ব যেন তারা ঠিকভাবে পালন করে যান।

প্রেরিত ২০:৩৬-৩৮ পদ

এই বিদায় ভাষণের পর, যা পৌল ইফিষের প্রাচীনদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং আমরা দেখি এর পরেই তাদের বিদায়, যা প্রার্থনা এবং অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল।

ক. তারা প্রার্থনা সহকারে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন (পদ ৩৬): আর এখন তিনি তাঁর কথা বলা শেষ করলেন, তিনি হাঁটু গাড়লেন এবং তাদের সকলের সাথে প্রার্থনা করলেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি এমন একটি প্রার্থনা ছিল যা এই দুঃখময় পরিবেশের সাথে খুবই সামঞ্জস্য পূর্ণ। তিনি এই প্রার্থনায় তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করলেন, তিনি প্রার্থনা করলেন যে, তিনি তাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছেন না, বরং তিনি চান যেন তাঁর উপস্থিতি সবসময় তাদের সাথে সাথে থাকে।

১. এটি ছিল একটি সংযুক্ত প্রার্থনা। তিনি শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা করেন নি, বরং তাদেরকে সাথে নিয়ে প্রার্থনা করেছেন, তাদের সকলের সাথে প্রার্থনা করেছেন; যাতে করে তারা সকলে মিলে নিজেদের জন্য এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য একই আবেদন রাখতে পারেন এবং তারা যেন জানতে ও শিখতে পারেন যে, যখন তিনি চলে যাবেন তখন তারা কীভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের জন্য প্রার্থনা করবেন। সমবেত প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নিজেদের গোপন প্রার্থনার বাইরে বেরিয়ে এসে সকলের উদ্দেশ্য নিয়ে এক সাথে প্রার্থনা করা এবং সকলে সকলকে উৎসাহ দেওয়া, যেন সকলে তাদের চাহিদাসমূহ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে। যখন আমরা একা থাকবো, তখন আমাদের উচিত হবে আমাদের পরিচর্যাকারীরা সকলে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করেছেন, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় প্রার্থনা করা।

২. এটি ছিল একটি নম্র এবং বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা। এটি তার প্রার্থনার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায়: তিনি হাঁটু গাড়লেন এবং তাদের সাথে প্রার্থনা করলেন, যা প্রার্থনার সবচেয়ে উপযুক্ত ভঙ্গিমা এবং তা একই সাথে সম্মান প্রদর্শন এবং বাধ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শনের ভঙ্গিমা, বিশেষ করে তা পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আবেদনের ভঙ্গিমা। পৌল এই ভঙ্গিটিই সবচেয়ে বেশি সময় ব্যবহার করেছেন, আমি আমার হাঁটু গাড়লাম, ইফিষীয় ৩:১৪।

৩. এটি ছিল একটি প্রার্থনা যা প্রচার ভাষণের পর করা হয়েছিল এবং আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি যা প্রচার করেছিলেন তার উপরেই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি ইফিষের মণ্ডলীর প্রতি তার পরিচর্যা কাজ সমাপ্ত করেছিলেন এবং এর প্রাচীনদের উপরে সেই

দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, আর তাই এখন তিনি ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সক্ষম করেন এবং বিশ্বস্তভাবে তারা যেন তাদের এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তিনি চেয়েছেন যেন তাদের যে পরিমাণ জ্ঞান এবং অনুগ্রহ প্রয়োজন তা যেন তিনি তাদেরকে দান করেন। তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং এর সমস্ত সদস্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাদের সাথে যারা আছেন তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করেছেন, যাতে করে সবচেয়ে মহান মেষপালক তাদের যত্ন নেন এবং তাদেরকে হিংস্র নেকড়ের মত শিকারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এভাবেই তিনি এই পরিচর্যাকারীদেরকে শিখিয়েছেন কী করে নিজেদের জন্য তারা প্রার্থনা করবেন, যাতে করে তাদের পরিশ্রম বৃথা না যায়।

৪. এটি ছিল একটি বিদায়ী প্রার্থনা, যা অনেকটা শেষ অনুভূতি ব্যক্ত করার মত, যেভাবে বিদায়ের ভাষণ দেওয়া হয়ে থাকে। যখন বন্ধুরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থাকেন তখন তাদের খ্রীষ্টান দায়িত্ব হিসেবে একজন অন্য জনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, যাতে করে তারা যখন আলাদা থাকবেন তখন ঈশ্বর তাদের সুরক্ষা দেন। প্রভু আমাদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন যখন আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকি, এটিই সবচেয়ে ভাল বিদায় প্রার্থনার ভাষা (আদিপুস্তক ৩১:৪৯), সেই সাথে এটিও বিবেচ্য যে, আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ যেন স্বর্গের কাছে কিংবা স্বর্গে হতে পারে। পৌল এখানে খ্রীষ্টের উদাহরণ দিয়েছেন, যিনি তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের প্রতি বক্তব্য প্রদানের শেষে তাদের সাথে করে প্রার্থনা করেছিলেন, যোহন ১৭:১।

খ. তারা প্রচুর অশ্রুপাত এবং অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন সহকারে বিদায় নিলেন, পদ ৩৭, ৩৮।

১. তারা সকলে ভীষণ অশ্রুপাত করলেন। আমাদের এমনটা ভাবার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে যে, পৌল নিজেই এই কান্না শুরু করেছিলেন; যদিও তিনি যাওয়ার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিনি অন্য কাজের জন্য তাঁর আহ্বান পেয়েছিলেন, তথাপি তিনি তাদেরকে ছেড়ে যেতে হবে বলে প্রচণ্ড দুঃখার্ত ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি তাদের সাথে অবস্থান করার সময় হয়তো বা খুবই কম কেঁদেছেন (পদ ১৯, ৩১), কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অনেকে কেঁদেছেন। কিন্তু তাদেরও অশ্রুপাতের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে: তারা সকলে ভীষণ কাঁদলেন; তাদের মধ্যে একজনের চোখও শুকনো ছিল না এবং এটি সম্ভব যে, পৌল তাঁর প্রার্থনায় তাদের জন্য যে স্নেহবাৎসল ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে করে তারা আর কেউই আবেগপ্রবণ না হয়ে পারেন নি। এই অশ্রু ছিল ভালবাসা এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বের অশ্রু, যেমনটা ছিল যোনাথন এবং দায়ূদের মধ্যে, যখন তাদেরকে বাধ্য হয়ে বিদায় নিতে হল, সে সময় তারা একজন আরেক জনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন, ১ শমূয়েল ২০:৪১।

২. তারা পৌলের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন এবং তাঁকে চুম্বন করেছিলেন, একের পর একজন এসে তাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে সে বিষয়ে বলছিলেন: "কীভাবে আমি

এই অমূল্য মানুষটির কাছ থেকে বিদায় নেব!" এমনটাই নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি বলেছেন। অন্য কেউ নিশ্চয়ই বলেছেন, "বিদায়, প্রিয় বন্ধু আমার! তোমাকে এক হাজার ধন্যবাদ এবং ঈশ্বরকে দশ হাজার ধন্যবাদ, কারণ আমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এত যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করে আমাদের মধ্যে ছিলে।" "আমাদের কি বিদায় নিতেই হবে?" বলেছেন আরেকজন, "আমার আত্মিক পিতা, পরিচর্যাকারী এবং নির্দেশনাকারীকে কি আমার হারাতেই হবে?" "আমাদের এখন কী হবে?" বলছেন আরেক ব্যক্তি, "আমরা কি আর তোমার কাছ থেকে কোন ধরনের নির্দেশনা এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো না? আমার প্রভুকে যদি ঈশ্বর এভাবে আমার মাথার উপর থেকে তুলে নেন তাহলে আমি কোথায় যাব? " লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তি সকলকে ভালবাসেন, তাঁকেও সকলে ভালবাসেন। পৌল ছিলেন যে কোন মানুষের জন্য একজন স্নেহবাৎসল এবং সহানুভূতিশীল বন্ধু, সে কারণে তাঁর সকল বন্ধুই তাঁর জন্য অত্যন্ত দুঃখার্ত ছিলেন। তাঁর বিদায়ের ক্ষণে তাদের এই অশ্রু হচ্ছে সেই অশ্রুর জন্য এক দারুণ কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যা তিনি ঝরিয়েছিলেন তাদের কাছে প্রচার করতে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে।

৩. যে বিষয়টি তাদের সকলকে কাঁদিয়েছিল, এই স্থানকে প্রকৃত অর্থেই বোখীম, অর্থাৎ ক্রন্দনকারীদের স্থানে রূপ দিয়েছিল, তা হচ্ছে, পৌলের আবেগপূর্ণ বক্তব্য, কারণ এখন আক্ষরিক অর্থেই তারা আর তাঁর মুখ দেখতে পাবে না। যদি তিনি তাদেরকে তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, যা তিনি তাঁর সবসময়কার সঙ্গীদেরকে দিয়েছিলেন, কিংবা যদি তিনি এমন কোন আভাস দিয়ে থাকেন যে, তিনি পরবর্তী সময়ে তাদের সাথে এসে দেখা করবেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই বিদায় মুহূর্তটি আরেকটু সান্ত্বনা লাভ করতেন এবং এতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তাঁকে বিদায় দিতে হত না, কিন্তু এটি এখন হয়ে উঠেছে এক মহা বিদায়, যেহেতু তারা আর কখনোই তাঁকে দেখতে পাবেন না বলে নিশ্চিত হয়েছেন। এই কারণে এই বিদায় অনুষ্ঠানটি তাদের কাছে হয়ে উঠেছে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের মত। তাদের দুঃখের আরও অনেক কারণ ছিল, যেহেতু তারা আর পৌলের পরিচর্যা কাজের সেবা লাভ করতে পারবেন না, তারা তাঁকে আর তাদের ধর্মীয় সমাবেশে প্রধান আসনে উপবিষ্ট হতে দেখবেন না, তারা এখন থেকে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপচারিতা এবং উপদেশ ও পরামর্শ লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন। আমরা মনে করতে পারি যে, তারা নিজেদের পাপের জন্যও দুঃখ করেছিলেন, কারণ যখন তিনি তাদের মাঝে ছিলেন তখন তারা তাঁর উপস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন নি, আর তাই ঈশ্বর এখন তাঁকে তাদের মাঝ থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু যা তাদের এই অভাবনীয় দুঃখ ও শোকের ব্যাখ্যা দেয় তা হচ্ছে, তারা আর তাঁর মুখ দেখতে পাবেন না বলেই দুঃখ করছিলেন। যখন আমাদের বন্ধুরা মৃত্যুর কারণে আমাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়, তখন তাদের শোকে আমাদের মাঝে এই চিন্তার উদয় হওয়া উচিত যে, আমরা তাদের মুখ আর দেখতে পাব না; কিন্তু আমাদের এই বিষয়টি অভিযোগের সুরে ভাবা উচিত নয়, কারণ খ্রীষ্টেতে আমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করলেও পুনরুত্থিত হব এবং সে সময় আমরা আমাদের সব বন্ধুকে দেখতে পাব। আমরা সকলে মৃত্যুবরণ করলেও খ্রীষ্টের মাঝে আমরা সকলে বেঁচে থাকবো। তারা এখন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং তার নামের গুণ কীর্তন করবে, এটাই

আমাদের আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত এবং আমাদেরও তাদের সাথে খুব শীঘ্রই যোগ দান করার চিন্তা করা উচিত।

গ. তারা তাঁকে জাহাজ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলেন, অংশত তারা তাঁর জন্য তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানালেন এর মধ্য দিয়ে এং অংশত তারা তাঁর আরও কিছুটা সঙ্গ চাইছিলেন এবং তাঁর সাথে আলাপচারিতা করতে চাইছিলেন। যদি এটিই তাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তাঁর যতটুকু পারা যায় সঙ্গ নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চোখে দেখার চেষ্টা করবেন। আর আমাদের অবশ্যই এমনটা ভাববার কারণ রয়েছে যে, যখন তারা জলের কাছে এসেছিলেন এবং যখন পৌল জাহাজে চড়ছিলেন, সে সময় তারা আবারও তাঁকে চোখের জলে এবং আলিঙ্গন করে বিদায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু এটি ছিল উভয় পক্ষের জন্যই সান্ত্বনাদায়ক যে, তারা খুব দ্রুত এই বিদায়ের দুঃখ ভুলে তা শক্তিকে রূপান্তর করবেন, যাতে করে খ্রীষ্টের উপস্থিতি সবসময় পৌলের সাথে সাথে থাকেন এবং সেই সাথে ইফিষে তাদের সাথেও অবস্থান করেন।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে প্রেরিত পৌলের সাথে অযিহূদী জাতিগুলোকে তার প্রচারের কাজের সাক্ষী হিসেবে তার সাথে সাথে ভ্রমণ করেছি এবং আমরা দেখেছি কীভাবে তিনি খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে আত্মার ফসল একত্রিত করেছেন; সেখানে আমরা তাকে নির্যাতিতও হতে দেখেছি; তথাপি প্রভু তাঁকে সমস্ত বিপদ-আপদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন, ২ তীমথিয় ৩:১১। কিন্তু এখন আমরা তাঁর সাথে যিরূশালেমে উপস্থিত হব এবং এখানে তিনি স্থায়ীভাবে বন্দী হবেন এবং এরপর তার ভাগ্যে আর কিছুই নয়, শুধুই নির্যাতন আর দুঃখভোগ, তার জীবনে নেমে আসবে শুধুই অন্ধকারের দিন, কারণ তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। এমন একজন কার্যকর মানুষের স্থবির হয়ে বসে থাকাটা সত্যিই এক বেদনাদায়ক ঘটনা এবং আমাদের অবশ্যই এভাবে বলে বসা উচিত নয়, যা তার এক বন্ধু বলেছিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক;" কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে এবং আমাদেরকে এভাবে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে যে, পৌল এই যে কারাগারে বন্দী রয়েছেন এবং নির্যাতন ভোগ করছেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করছেন এবং খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছেন, যেভাবে পৌল পুলপিটে দাঁড়িয়ে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. ইফিষ থেকে কৈসরিয়াতে পৌলের সমুদ্র যাত্রা, যা যিরূশালেমে পার্শ্ববর্তী একটি সমুদ্র বন্দর, যেখানে তিনি এর আগে এসেছিলেন, পদ ১-৭।

খ. তিনি কৈসরিয়াতে বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন, যেখানে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যিরূশালেমে না যাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চাপাচাপি করতে লাগল, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত তাকে আটকাতে পারে নি, পদ ৮-১৪।

গ. কৈসরিয়া থেকে যিরূশালেমে পৌলের যাত্রাপুস্তক এবং সেখানকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাকে যে সহৃদ অভ্যর্থনা জানালেন, পদ ১৫-১৭।

ঘ. সেখানকার ভাইদের সাথে তাঁর কথপোকথন, যেখানে তারা তাঁকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন যিহূদী ধর্মান্তরিতদেরকে তাদের নিয়ম অনুসারে শুচি হওয়ার অনুমিত দেন, যাতে করে এমনটা মনে না হয় যে, তিনি মোশির আইন ও ব্যবস্থার বিরোধী, যা তাঁর নামে এর আগে শোনা গেছে, পদ ১৮-২৬।

ঙ. যিহূদীদের কর্তৃক এই বিষয়টি তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাওয়া এবং তারা তাঁকে মন্দিরে

একজন অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করে, পদ ২৭-৩০।

চ. লোকদের হাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে তার সামান্য ব্যবধানে নিষ্কৃতি এবং সেনাপতি কর্তৃক তাঁকে একটি ন্যায্য আদালতে প্রেরণ, যিনি তাকে তাঁর নিজের পক্ষে লোকদের কাছে কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন, পদ ৩১-৪০। আর তাই এখন আমরা তাঁকে বন্দী হতে দেখলাম এবং এই পুস্তকের শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁকে এই অবস্থাতেই দেখি।

প্রেরিত ২১:১-৭ পদ

আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি:

ক. পৌলকে ইফিষ থেকে চলে আসতে গিয়ে কতটা বেগ পেতে হয়েছে, যা এই অধ্যায়ের প্রথম শব্দগুলো প্রকাশ করে, তাঁদের কাছ থেকে কষ্টে বিদায় নিয়ে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের কাছ থেকে অনেকটা জোর করেই তাঁদেরকে বিদায় নিতে হয়েছে। দুই পক্ষ থেকেই এর জন্য জোর খাটানো হয়েছে; পৌল তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না এবং তারা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইছিলেন না, কিন্তু এর কোন প্রতিকার ছিল না। তাদেরকে অবশ্যই তাঁকে বিদায় দিতে হত। যখন ভাল মানুষেরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছ থেকে চলে যান, সে সময় তারা এখানকার মত তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে যান, যারা অনেক কষ্টে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

খ. সেখানে তাদের অভিযান কতটা সফল ছিল। কোন ধরনের সমস্যা ছাড়াই তারা সমান পথ ধরে এলেন এবং সসাসরি কুষ এ চলে এলেন, যেটি ছিল একটি বিখ্যাত গ্রীক অধ্যুষিত দ্বীপ– রোডস দ্বীপের ঠিক পার্শ্ববর্তী দ্বীপটি, সেখানকার কলোসাস বিখ্যাত ছিল– সেখান থেকে তারা গেলেন পাতারায়, যা একটি বিখ্যাত বন্দর, লুসিয়ার রাজধানী (পদ ১); এখানে তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে একটি জাহাজ খুঁজে পেলেন যা ফৈনীকীয়াতে যাবে, যে পথে তাঁরা যেতে চাইছেন, পদ ২। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই তারা তাদের পরিক-ল্পনা আর সুযোগ সঠিকভাবে সমন্বয় করতে পারছিলেন; আর আমরা নিশ্চয়ই এখানে ববলতে পারি যে, ঈশ্বরের আমাদের পথ সকল সুগম করেন। যে জাহাজটি ফৈনীকীয়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল (অর্থাৎ টায়ার), তারা সেই জাহাজটিতে উঠলেন এবং তারা সোরের উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করলেন। এই যাত্রায় তারা আবিষ্কার করলেন সাইপ্রাস দ্বীপ, যে দ্বীপটি ছিল বার্ণবার এবং তিনি যেখানে পরিচর্যা কাজ করছিলেন, আর সেই কারণে পৌল তা পরিদর্শন করলেন না, বরং তা হাতের বাম পাশে রেখে বেরিয়ে গেলেন (পদ ৩৩)। তারা সিরিয়ার উপকূল ধরে চলছিলেন এবং এক সময় তারা সোরে এসে পৌঁছালেন। সেখানে জাহাজটি থেকে পণ্যদ্রব্য নামিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা হল, যেহেতু জাহাজটি পণ্য নিয়েই এসেছিল।

গ. পৌল সোরে যে সময়টুকু অবস্থিতি করলেন; যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন, তিনি

ইস্রায়েলের উপকূলে এসে পৌঁছালেন এবং তিনি এখন আবিষ্কার করলেন যে, তার হাতে যে সময় আছে তার মধ্যে তিনি তার যাত্রাপুস্তক পথের কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন।

১. সোরে তিনি কিছু শিষ্য খুঁজে পেলেন, যারা সুসমাচার গ্রহণ করেছিল এবং খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের কথা প্রচার করছিল। লক্ষ্য করে দেখখুন, পৌল যেখানেই এসেছেন, তিনি খোঁজ করেছেন যে, সেখানে কোন শিষ্য আছেন কি না, তিনি তাদেরকে খুঁজে বের করেছেন এবং তাদের সাথে সহভাগিতা দিয়েছেন, তাদেরকে সাহায্য করেছেন; কারণ আমরা জানি যে, একটি পাখির পালকের উপকারিতা কী। যখন খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ছিরেন, তখন যদিও তিনি কিছু সময় সোরের উপক লে অবস্থান করেছেন, তথাপি সে সময় তিনি সেখানে সুসমাচার প্রচার করেন নি; কিংবা তিনি সে সময় সোর এবং সীদোনকে সেই সুযোগ লাভের যোগ্য বলে মনে করেন নি, যা কোরাসীর বা বৈৎসৈদা লাভ করবে, যদিও তিনি জানতেন যে, যদি তিনি তাদের মাঝে আসে ন তাহলে তিনি তাদের উন্নতি সাধন করতে পারবেন, লূক ১০:১৩, ১৪। কিন্তু সুসমাচারের মহান দায়িত্ব অর্পণের পর খ্রীষ্টের বাণী সোরে প্রচার করা হয়েছিল এবং সেখানে শিষ্য গঠন করা হয়েছিল এবং এই কারণেই অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে সোরে প্রতি যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়েছিল (যিশাইয় ২৩:১৮): তার লভ্য ও আয় সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে।

২. পৌল সোরে সেই সকল শিষ্যকে খুঁজে পেয়ে সেখানে সাত দিন অবস্থান করলেন, তারা তাঁকে যত দিন পারা যায় তাদের সাথে থাকার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। তিনি সাত দিন ত্রোয়ায় অবস্থান করেছিলেন (অধ্যায় ২০:৬), আর এখন তিনি এখানে সোরের সেই পরিমাণ সময় থাকলেন এবং তিনি নিশ্চিত করলেন যেন একটি প্রভুর দিন তিনি তাদের সাথে কাটাতে পারেন, আর তাই নিশ্চয়ই তিনি তাদের মাঝে প্রকাশ্যে প্রচার করার সুযোগ পাবেন; কারণ ভাল মানুষদের এই আকাঙ্ক্ষাই থাকে যেন তারা যেখানেই যান সেখানেই উত্তম ও মঙ্গল সাধন করতে পারেন এবং যেখানে আমরা শিষ্যদেরকে খুঁজে পাব সেখানে আমরা তাদের উপকৃত করার চেষ্টা করবো এবং নিজেরাও উপকৃত হব।

৩. সোরের শিষ্যরা বিশেষ দানে ভূষিত করা হয়েছিল, যে কারণে তারা পবিত্র আত্মার আবেশে চালিত হয়ে পৌল সামনে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছেন সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন, তারা যিরূশালেমে পৌলের কষ্ট ও নির্যাতন সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন; কারণ পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরেই সাক্ষ্য দেন, পদ ২০:২৩। যেহেতু এটি এমন একটি বিষয় যা আসার আগে এ নিয়ে বহু কথা বলা হবে, সেহেতু ঈশ্বরের এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন, যাতে করে লোকদের বিশ্বাস এই ব্যাপারে স্থির হয় এবং তারা স্পষ্টভাবেই বিশ্বাস করে যে, এই ঘটনা সত্যিই ঘটতে চলেছে। তারা যেন এই বিষয়ে বিঘ্ন না পেয়ে বরং নিশ্চিত হয়। যখন তারা এভাবে আগে থেকেই প্রমাণ পেয়ে যাবে, তখন তারা নিশ্চয়ই আগে থেকেই সেই ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য অনুগ্রহ লাভ করবে এবং বিশেষ করে তারা নিশ্চয়ই অযিহূদী মণ্ডলীর জন্য চিন্তা রাখতে পারে। তাই তারা তাঁকে নিষেধ করলো যেন তিনি যিরূশালেমে না যান, কারণে তার সামনে এই

অত্যাচার নির্যাতন ঘটতে চলেছে, কারণ তারা আশা করেছিলেন যে, এর ফলে এই ঘটনা পরিবর্তিত হবে: যদি তিনি সেখানে যান তাহলে তার উপরে বিপদ নেমে আসবে; যেভাবে দায়ূদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কিলিয়ার লোকেরা তাঁকে ধরিয়ে দেবে (এর অর্থ হচ্ছে, যদি তিনি তার সাথে নিজে যান), আর সেই কারণে তারা তাঁকে এই কথা বললেন যে, পবিত্র আত্মার আবেশে পূর্ণ হয়ে, তিনি সেখানে যেন না যান, কারণ তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনি মুক্ত থেকে যত পরিচর্যা কাজ করবেন তাতেই ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা আরও বেশি করে প্রকাশ পাবে। এমনটি কল্পনা করা আসলে তাদের ভুল নয় এবং এর মধ্য দিয়ে তারা যে তাকে অপমান করতে চেয়েছেন তা ও নয়; কিন্তু এটি ছিল তাদের ভুল যে, তারা ঈশ্বরের মহিমা এবং সুসমাচারের সাফল্যকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। আর তিনিও জানতে পেরেছিলেন যে, তারা কী ধরনের অধার্মিকতার মধ্যে ছিল এবং তারা কীভাবে তাঁর ধার্মিকতা এবং তাঁর প্রকৃত বীরোচিত প্রত্যয়কে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল।

৪. সোরের শিষ্যরা যদিও কেউই পৌল কর্তৃক ধর্মান্তরিত ছিলেন না, তথাপি তিনি পৌলের প্রতি এক দারুন সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছিলেন, বিশেষ করে এর কারণ হচ্ছে, তারা অন্যান্য মণ্ডলীতে তার কার্যকারিতা ও যথাযোগ্যতার কথা জানতে পেরেছিলেন। যদিও তারা তাঁর সাথে মাত্র সাত দিনের জন্য পরিচিত ছিলেন, তথাপি যেহেতু তিনি একজন মহান মানুষ ছিলেন, সেই কারণে তারা সকলে তাঁর সাথে পরিচিত হতে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে এসেছিলেন, সেই সাথে তাদের স্ত্রী এবং সন্তানেরাও এসেছিল, তারা সকলে তাঁর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ কামনা করেছিল এবং তারা এই কারণে আনন্দ প্রকাশ করেছিল যে, তিনি এত দূর সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদেরকে অবশ্যই শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের পরিচর্যাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেই চলবে না, বরং সেই সাথে যারা প্রভুর সাথে আছেন এবং বিভিন্ন স্থানে কাজ করে চলেছেন এবং তারা যখন তাদের দায়িত্ব পালনের খাতিরে আমাদের কাছে আসেন সে সময় আমাদের উচিত হবে তাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং সুযোগ পেলে অবশ্যই তাদের জন্য আমাদের সমস্ত ভালবাসার উৎসর্গ করা, যেহেতু তারাও খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী এবং এবং তারাও সেই একই ব্রত নিয়ে খ্রীষ্টের নামে পরিচর্যা কাজ করে চলেছেন।

(২) আমাদেরকে অবশ্যই বিশেষভাবে তাদেরকে সম্মান করতে হবে, যাদেরকে ঈশ্বর বিশেষভাবে সম্মান দিয়েছেন, কারণ তিনি তাদেরকে তাদের যুগের লোকদের মধ্যে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং তাদেরকে তাদের যুগের লোকদের মধ্যে কার্যকরী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

(৩) সন্তানদেরকে উত্তম ব্যক্তিদের প্রতি এবং উত্তম পরিচর্যাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শেখাতে হবে। এটি বিশেষভাবে সোরে উল্লেখযোগ্য ছিল, যা আমরা অন্য কোথাও

দেখি নি, আর তারা সেখানে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে এসেছিল পৌলকে বিদায় ও সম্মান জানানোর জন্য, যাতে করে তারা তাঁকে আরও বেশি সম্মান জানাতে পারে এবং আরও বেশি ভালবাসা জানাতে পারে। আমরা এমন মূর্তি পূজকদের সন্তানদের কথা জানতে পারি, যারা ভাববাদীদেরকে ঠাট্টা করেছিল, কিন্তু এখানে আমরা এই ধার্মিক সন্তানদেরকে দেখি যারা প্রেরিতকে সম্মান জানিয়েছে এবং তাদের ভালবাসা জানিয়েছেন, আর এই কারণেই যীশু খ্রীষ্ট ছোট শিশুদেরকে গ্রহণ করেছেন।

(৪) আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সুযোগ অনুসারে সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য করা উচিত। তারা পৌলকে তাঁর পথে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল, যাতে করে তারা তাঁর সঙ্গ এবং তাঁর প্রার্থনা আরও বেশি সময় ধরে পেতে পারে। অনেকে এই অংশে গীতসংহিতা ৬৫:১২ পদের উদ্ধৃতি দেন, যেখানে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, সোরের কন্যারা এক উপহার নিয়ে আসবে; হয়তো বা এর কারণে সম্ভবত এই যে, তারা পৌলের বিদায়ের সময় তাঁর জন্য কিছু দ্রব্য সামগ্রী উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিল, যেভাবে সাধারণত তারা তাদের বন্ধুদের সমুদ্র যাত্রার আগে বিদায়ী শুভেচ্ছা হিসেবে দিয়ে থাকে, প্রেরিত ২৮:১০।

৫. তাঁরা প্রার্থনা সহকারে বিদায় গ্রহণ করলেন, যেভাবে পৌল এবং ইফিষীয় প্রাচীন বর্গ করেছিলেন, প্রেরিত ২০:৩৬। এভাবেই পৌল আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন উদাহরণের মাধ্যমে, সেই সাথে নিয়ম নীতির মাধ্যমে, যাতে করে আমরা সবসময় প্রার্থনা করি এবং কখনো প্রার্থনা করা বন্ধ না করি। পৌল তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, সকল মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তার সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, যা ছিল তাদের শেষ বিদায়, যা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সুমিষ্ট এবং পবিত্র হয়েছিল। যারা সমুদ্র পথে যাত্রাপুস্তক করবেন তাদের সবসময়ই উচিত হবে যাত্রাপুস্তক শুরু করার আগে তীরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা এবং নিজেদেরকে ও যাদেরকে তারা রেখে যাচ্ছেন তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। সেই সাথে যখন তারা তীরে যাত্রাপুস্তক শেষ করে পৌঁছাবেন, তখন তাদের উচিত হবে আবারও তীরে নেমে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা এবং ঈশ্বর যে তাদের সুরক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছেন এজন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। যখনই কোন ব্যক্তি কোন পথে যাত্রাপুস্তক করবেন, তার উচিত হবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া এবং ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রেখে যাত্রাপুস্তক করা। তারা সেখানে সকলে হাঁটু গেড়ে বসলেন, সেই তীরে এবং যদিও আমরা ধারণা করতে পারি যে, সেই স্থানটি ছিল পাথুরে কিংবা নোংরা, তথাপি সেখানেই তারা প্রার্থনা করছিলেন। পৌল এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি যে কোন স্থানে প্রার্থনা করতে পারতেন এবং তিনি এখানেও তাই করেছেন এবং যেখানে তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করেছেন সেখানেই তিনি হাঁটু গেড়েছেন। মি. জর্জ হার্বার্ট বলেছেন, হাঁটু গাড়লে রেশমী পোশাকের কোন ক্ষতি হয় না।

৬. তারা অবশেষে বিদায় নিলেন (পদ ৬): যখন আমরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, যা সবচেয়ে ভালবাসা পূর্ণ এবং সৌহার্দ্য পূর্ণ আলিঙ্গন করমর্দনের মধ্য দিয়ে শেষ

হল, সে সময় আমরা জাহাজে চড়লাম যাত্রাপুস্তক করার জন্য এবং তারা তাদের গৃহে ফিরে গেলেন, সকলেই এই অভিযোগ করছিলেন যে, এই পৃথিবীতে শুধুই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। লক্ষ্য করুন, কীভাবে তারা নিজেদেরকে নিজেদের কথা ব্যক্ত করছেন, "আমরা আমাদের যাত্রার জন্য একটি জাহাজ নিলাম এবং আমরা কৃতজ্ঞ হলাম যে, এই জাহাজটি আমাদেরকে বহন করছে; এবং যারা আমাদেরকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তারা আবার নিরাপদে তাদের ঘরে ফিরে গেলেন, কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তাদের একটি ঘর থাকার জন্য রয়েছে।" সবূলূন বাইরে আনন্দ করবে, ইষাখর আনন্দ করবে তার তাঁবুতে। পৌল তাদের সাথে সাথে তাঁর আশীর্বাদ পৌঁছে দিলেন যেন তারা তা তাদের সাথে করে তাদের ঘরে নিয়ে যেতে পারে এবং যারা থেকে গেলেন তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকলেন যারা সমুদ্র পথে যাত্রাপুস্তক করবেন।

ঘ. পাটম দ্বীপে তাদের আগমন, যা সোর দ্বীপ থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত ছিল না (পদ ২৭): আমরা পাটম দ্বীপে এলাম, যা অনেকে মনে করেন আখো বলে উল্লেখিত স্থানটি হিসেবে, যা আমরা আশের গোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজে পাই, বিচারকর্তৃকগণ ১:৩১। পৌল সেখানকার তীরে যাওয়ার জন্য সুযোগ চেয়েছিলেন, যাতে করে তিনি তাদের কাছে মঙ্গলবাদ জানাতে যেতে পারেন এবং তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা তাদের কাছে ব্যক্ত করতে পারেন; যদিও তিনি তাদের কাছে খুব বেশি সময় থাকতে পারবেন না, তথাপি তিনি শুধুমাত্র তাদেরকে জানিয়ে যেতে চান যে, তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাদের কাছে এক দিনের জন্য থেকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে চান, সম্ভবত সেই দিনটি ছিল প্রভুর দিন; একেবারেই দেখা না করার চেয়ে সামান্য সময়ের জন্য দেখা করা অনেক ভাল।

প্রেরিত ২১:৮-১৪ পদ

এখানে আমরা পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে অবশেষে কৈসরিয়াতে পৌঁছাতে দেখি, যেখানে তিনি কিছু দিন অবস্থান করার চিন্তা নিয়েছিলেন, এটিই সেই স্থান যেখানে সর্বপ্রথম অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল এবং পবিত্র আত্মা এখানেই সর্বপ্রথম তাদের উপওে নেমে এসেছিলেন, পদ ১০:১, ৪৪। এখন আমাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে যে:-

ক. কে পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে কৈসরিয়াতে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি অনেক সময় কোন ব্যক্তিগত বাসগৃহে গিয়েছেন বটে, কিন্তু যেখানেই তিনি গেছেন তাঁর কোন বন্ধু বা পরিচিত জন তাকে ডেকে নিয়েছেন এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখুন: যারা এক সাথে যাত্রাপুস্তক শুরু করেছিলেন, তারা বিদায় নিলেন যখন তাদের যাত্রাপুস্তক সাঙ্গ হল। "যারা তাদের মালপত্র নিয়ে চিন্তিত ছিল তারা সেখানেই নেমে গেল যেখানে জাহাজটি মালপত্র নামিয়েছিল (পদ ৩); অন্যরা যখন পাটম দ্বীপে এল তখনই বিভিন্ন কাজে বের হয়ে গেল; কিন্তু আমরা যারা পৌলের সঙ্গী হিসেবে ছিলাম, তারা তিনি যেখানে গেলেন সেখানেই গেলাম এবং আমরা অবশেষে কৈসরিয়াতে এসে পৌঁছালাম।" যারা এক

সাথে ভ্রমণ করেছেন, তারা এই পৃথিবীতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আলাদ হবেন, একে অন্যকে বিদায় জানাবেন এবং যখন আমরা এটি দেখতে পাব যে, পৌলের সঙ্গী কে এবং কে নন। এখন আমরা কৈসরিয়াতে দেখতে পাই:-

১. প্রচারক ফিলিপ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন, যাকে আমরা কৈসরিয়াতে বেশ কয়েক বছর আগে শেষ বার দেখেছিলাম, যখন তিনি সেই খোজা ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, প্রেরিত ১৩:৪০। আর এখানে আমরা তাকে আবারও একবার দেখতে পাই।

(১) তিনি মূলত একজন প্রাচীন ছিলেন, তিনি ছিলেন সেই সাত জনের মধ্যে একজন, যাদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব ছিল, অথ্যাৎ তারা পরিচারক ছিলেন, প্রেরিত ৬:৫।

(২) তিনি বহু আগে থেকেই প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং তিনি বি-ভন্ন স্থানে গিয়ে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন, যেভাবে প্রেরিতগণ করে থাকেন এবং সেভাবেই তিনি পাক বাক্য প্রচার করে এবং প্রার্থনা করে মণ্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করেছেন; এভাবেই তিনি তাঁর পরিচারক পদের দায়িত্ব পালনের চেয়ে আরও মহান এক দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি সেই দায়িত্বে বিশ্বস্ত ছিলেন। যাকে অল্প বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় তাকে আরও অনেক বড় দায়িত্ব দেওয়া যায়।

(৩) কৈসরিয়াতে তার একটি বাড়ি ছিল, যা পৌল এবং তার সঙ্গীদেরকে অভ্যর্থনা জানানো এবং আপ্যায়ন করার মত যথেষ্ট বড় ছিল এবং তিনি তাঁকে এবং তাদেরকে স্বাগত জানালেন সেখানে; আমরা প্রচারক ফিলিপের গৃহে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে তাঁর সাথে অবস্থান করলাম। এভাবেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং পরিচর্যাকারীদের মধ্যে তাদের সামর্থ্য অনুসারে আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা করা উচিত, যাতে করে তারা একে অপরকে কোন ধরনের ক্ষতির চিন্তা না করে অভ্যর্থনা জানান, ১ পিতর ৪:৯।

২. এই ফিলিপের চারটি কুমারী কন্যা ছিল, যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন, পদ ৯। এটি প্রকাশ করে যে, তারা যিরূশালেমে পৌলের আসন্ন বিপদের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাকে অন্যান্যদের মত সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন; কিংবা সম্ভবত তারা তাঁর সান্ত্বনা এবং তাঁর উৎসাহের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেহেতু তার সামনে বড় ধরনের বিপদ ও ঝুঁকি অবস্থান করছে। এখানে আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখি, যোয়েল ২:২৮, যা বলে যে, সকল মানুষের উপরে পবিত্র আত্মার দান এমন উপচে পড়বে যে, তাদের ছেলেরা এবং মেয়েরা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে, অর্থাৎ সামনে যা ঘটতে চলেছে সেই বিষয়ে পূর্বাভাস দেবে।

খ. পৌলের কষ্টভোগের এক স্পষ্ট এবং পূর্ণ পূর্বাভাস, যা একজন উল্লেখযোগ্য ভাববাদী কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল, পদ ১০, ১১।

১. পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা কৈসরিয়াতে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলেন, সম্ভবত কর্ণীলিয়

তখনও সেখানে বাস করতেন এবং (যদিও ফিলিপ তাদেরকে থাকতে দিয়েছিলেন) তথাপি তিনি তাদেরকে তার গৃহে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পৌল সেখানে যে কারণে এত দিন অবস্থান করলেন তা হচ্ছে, তাঁর যিরূশালেম যাত্রার এই শেষ ভাগে এসে এতটুকু তাড়াহুড়ো না করা, যেহেতু তিনি যাত্রার শুরুতে বেশ তাড়াহুড়ো করেছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি; কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, তিনি অন্য কোথাও অলস হয়ে বসে থাকেন নি; তিনি তাঁর দিনগুলো গণনা করেছেন।

২. ভাববাদী অগাব যিহূদিয়া থেকে কৈসরিয়াতে আসলেন; তাঁর সম্পর্কে আমরা আগেও পড়েছি, যিনি যিরূশালেম থেকে আন্তিতয়াখিয়াতে এসেছিলেন, একটি সাধারণ খরার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য, প্রেরিত ১১:২৭, ২৮। দেখুন, কীভাবে ঈশ্বর তাঁর দান বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকেন। পৌলকে দেওয়া হয়েছিল জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার বাক্য, একজন প্রেরিত হিসেবে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এবং সেই সাথে সুস্থকরণের দান; অগাবকে দেওয়া হয়েছিল এবং ফিলিপের কন্যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণীর দান, সেই একই আত্মা এই দান দিয়েছিলেন– আসন্ন ঘটনাবলীর পূর্বাভাস দেওয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করা, যা ঘটেছিল ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। দেখুন ১ করিন্থীয় ১২:৮, ১০। সেই কারণে পুরাতন নিয়মের সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র আত্মার দানটি ছিল তা হচ্ছে আসন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং তা ঘটেছিল নতুন নিয়মের আলোকে, যেখানে এই দানের চাইতে অন্যান্য দান আরও বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে এবং তা এখানে তাদের কাছে দেওয়া হয়েছে যারা মণ্ডলীতে কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের বা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা দেখতে পাই যে, অগাব কৈসরিয়াতে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, যাতে করে তিনি পৌলের সাথে দেখা করতে পারেন তাঁর ভাববাণীর জ্ঞান সহকারে।

৩. তিনি পৌলকে তাঁর যিরূশালেমে বন্দীত্বের কথা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন:-

(১) একটি চিহ্নের মধ্য দিয়ে, যেভাবে পুরানো দিনের ভাববাদীরা করে থাকতেন, যেমন যিশাইয় (যিশাইয় ২০:৩), যিরমিয় (যিরমিয় ১৩:১; ২৭:২), যিহিস্কেল (নহিমিয় ৪:১; ১২:৩) এবং আরও অনেকে। অগাব পৌলের কোমর বন্ধনীতে হাত রেখেছিলেন, যখন তিনি তা খুলে রেখেছিলেন, কিংবা সম্ভবত তিনি তাঁর কাছ থেকে তা খুলে হাতে নিয়েছিলেন এবং এরপর তিনি তা দিয়ে নিজের হাত এবং পা বাঁধলেন, এর উদ্দেশ্য ছিল একই সাথে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য (এটি এমনই নিশ্চিত ছিল যেন তা এখনই সম্পন্ন হয়ে গেছে) এবং সেই সাথে অন্যদেরকেও প্রভাবান্বিত করা, কারণ যারা সবসময় এ ধরনের বিষয়ে শুনে অভ্যস্ত, তারা নিশ্চয়ই তা দেখতে চাইবেন।

(২) এই চিহ্নের একটি ব্যাখ্যা দ্বারা: এভাবেই পবিত্র আত্মা বলেছেন, ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা, এভাবেই যিরূশালেমের যিহূদীরা এই লোকটিকে তার নিজের কোমর বন্ধনী দিয়ে বাঁধবে এবং যেভাবে তারা তাঁর প্রভুর সাথে আচরণ করেছে তাঁর সাথেও তারা ঠিক সেই একই আচরণ করবে (মথি ২০:১৮, ১৯), তারা তাঁকে ধরে অযিহূদীদের হাতে তুলে দেবে,

যেভাবে যিহূদীরা অন্যান্য স্থানে তা করার চেষ্টা করেছে, তাঁকে রোমীয় সরকারের কাছে দোষের পাত্র করে তোলার চেষ্টা করেছে। পৌল তাঁর যাত্রার আগেই এই ধরনের সতর্কতা লাভ করেছিলেন, সেই কারণে এই সতর্ক বাণী তাঁকে নতুন করে বিস্মিত করতে পারে নি কিংবা ভীতও করতে পারে নি; আমাদের সকলের জন্যই এই কথা শিরোধার্য যে, স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে এই পৃথিবীতে আমাদেরকে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হবে।

গ. তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যিরূশালেমে যাওয়ার ব্যাপারে যেভাবে বাঁধা দিতে লাগলেন, পদ ১২। "শুধুমাত্র সেই স্থানের লোকেরা নয়, বরং সেই সাথে আমরা যারা পৌলের সঙ্গী ছিলাম এবং সেই সাথে লূক নিজেও, যিনি এই কথা আগেও শুনেছেন, তিনিও পৌলের দৃঢ় প্রত্যয় দেখেও তাঁকে চোখের জলে সেখানে না যাওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করতে লাগলেন এবং সেখানে না গিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।" এখণ লক্ষ্য করুন:-

১. এখানে পৌলের প্রতি এক প্রশংসনীয় ভালবাসার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই এবং তার মূল্যায়ন আমরা এখানে দেখতে পাই, কারণ তিনি মণ্ডলীর জন্য একজন প্রকৃত কার্যকরী লোক ছিলেন। ভাল মানুষদেরকে অনেক সময় তাদের কাজ থেকে পথ পরির্তন করতে হয় এবং তারা সাহসী মানুষ বলে তাদেরকে মাঝে মাঝে নিজেকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। প্রভু আমাদেরক রক্ষা করবেন, কিন্তু আমাদের তার জন্য আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন।

২. তথাপি আমরা সেখানে অজ্ঞানতার মিশ্রণ দেখতে পাই, বিশেষ করে পৌলের সঙ্গীদের মধ্যে, যারা জানতেন যে, পৌল এক স্বর্গীয় নির্দেশনা পেয়ে তাঁর এই যাত্রাপুস্তক শুরু করেছেন এবং তিনি বিরোধিতা উপেক্ষা এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হয়েছেন। কিন্তু আমরা তাদের মাঝে দেখতে পাই প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পারার ব্যর্থতা। যখন আমাদের সামনে বিপদের আশঙ্কা দেখা যায়, তখন আমরা খুব সহজে সেখান থেকে কেটে পড়ি, কিন্তু যে দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন তা আমাদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

ঘ. পবিত্র সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতা, যার মধ্য দিয়ে পৌল তাঁর প্রত্যয়ে অটল থাকলেন, পদ ১৩।

১. তিনি তাদেরকে তিরস্কার করলেন তাঁকে তাঁর যাত্রাপুস্তক পথ থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ করার কারণে। এখানে আমরা উভয় পাশে একটি বিবাদ দেখতে পাই এবং তা উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত আন্তরিক এবং স্নেহবাৎসল। তারা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং সেই কারণে তারা তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের বিরোধিতা করেছিলেন: তোমরা কেন কান্না দিয়ে আমার হৃদয় ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করছো? তারা তাঁর প্রতি বিঘ্ন জন্মাচ্ছিলেন, যেভাবে পিতর খ্রীষ্টের প্রতি বিঘ্ন জন্মিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, প্রভু, আপনার প্রতি এমনটা না হোক। তারা যে কারণে কাঁদছিলেন তার কারণে তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

(১) এটি ছিল তাঁর জন্য একটি প্রলোভনস্বরূপ, এটি তাঁকে আঘাত করেছিল, এটি তাঁকে দুর্বল করতে শুরু করেছিল এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কে শিথিল করে দিতে শুরু করেছিল এবং তাঁকে এই ধরনের চিন্তা করতে প্ররোচিত করছিল: "আমি তো এখন জানিই যে, আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং তোমরা এই কারণে আমাকে সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং তোমাদের উচিত আমাকে এর জন্য যথেষ্ট পারিমাণে আমার হৃদয়কে শক্তিশালী করে তোলা, কিন্তু তা না করে তোমরা তোমাদের অশ্রু দিয়ে আমার হৃদয় দুর্বল করে দিচ্ছ এবং আমাকে নিরুৎসাহিত করছো। তোমরা এর মধ্য দিয়ে কী করতে চাইছ? আমাদের প্রভু কি তাঁর নিজ ক্রুশ কাধে তুলে নেন নি? আর এখন তোমরা কি আমার ক্রুশ নেওয়া থেকে আমাকে বিরত রাখতে চাইছ?"

(২) এটি ছিল তাঁর জন্য একটি সমস্যা যে, তারা তাঁকে সত্যিই দারুনভাবে চাপাচাপি কর-ছিল যিরূশালেমে না যাওয়ার জন্য এবং তারা এক ভুল চিন্তা নিয়ে এভাবে তাঁকে জোরাজুরি করছিল। পৌল ছিলেন অত্যন্ত নরম মনের একজন মানুষ। তিনি তাঁর বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তিনি তাদের চোখের অশ্রু দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রয়োজনের সময় যেখানে তাঁর বন্ধুদের তাঁকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন সেখানে তিনি তাদেরকে কাঁদতে দেখে অনেক দুঃখার্ত হয়ে পড়েছিলেন। এটি ছিল এক নির্দয় দয়ার নিদর্শন, এক নিষ্ঠুর করুণা, কারণ তারা এভাবে তাঁকে তাঁর যাত্রাপুস্তক পথে বাঁধা দিচ্ছেন আবার আরেক দিকে তাঁকে অশ্রুপাত করে কষ্ট দিচ্ছেন, যেখানে তাদের উচিত ছিল তাদের ভালবাসা দিয়ে তাঁকে আরও বেশি করে উৎসাহ দেওয়া এবং তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা দেখানো। যখন আমাদের বন্ধুদের সামনে দুঃখ ও কষ্টের সময় আসে, সে সময় আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা না দিয়ে বরং তাদের জন্য দুঃখ করে তাদেরকে আরও বেশি কষ্ট দিয়ে থাকি। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কৈসরিয়ার এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যদি এই ঘটনার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারতেন, তাহলে তারা তাদের নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করতেন, কারণ এর সাধারণ একটি ধারণা পেয়েই তাদের মনের যে ভারী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেক্ষেত্রে খুটিনাটি বর্ণনা সম্পর্কে জানতে পারলে নিশ্চয়ই তারা তাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেন; কারণ পৌল যখন যিরূশালেমে বন্দী হবেন, তখন তাঁকে কৈসরিয়াতে পাঠানো হবে, যেখানে তিনি এই মুহূর্তে রয়েছেন (প্রেরিত ২৩:৩৩) এবং সেখানেই অন্ততপক্ষে দুই বছর থাকবেন (প্রেরিত ২৪:২৭) এবং তিনি শেষ পর্যন্ত বন্দী হিসেবে জীবন কাটাবেন বলে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই (প্রেরিত ২৪:২৩)। এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন পৌলকে তাঁর বন্ধুদের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং পৌলের কাছে তাঁর বন্ধুদের আসতে দেওয়া হয়; যাতে করে কৈসরিয়ার মণ্ডলী আরও বেশি করে পৌলের সহায়তা ও সঙ্গ লাভ করতে পারে যখন তিনি বন্দী অবস্থায় থাকবেন, যতটা তিনি মুক্ত থাকা অবস্থাতেও পারেন নি। এখান থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আমাদেরকে সবসময়ই ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসরণ করা উচিত এবং তাকে ভয় করা উচিত নয়, বরং যে কোন ক্ষেত্রে তাকে খুব সহজে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।

২. তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সকল বাঁধা উপেক্ষা করে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা

আবারও ব্যক্ত করলেন: "তোমাদের এই কান্নার অর্থ কী? আমার জন্য যা-ই নির্ধারিত থাকুক না কেন আমি সেই কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আমি যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এবং আমি মন স্থির করেছি, পথের আমার সামনে যা কিছু এসে দাঁড়াক না কেন তা কোনভাবেই আমাকে বাঁধা দিয়ে রাখতে পারবে না, আর এই কারণে তোমরা আমাকে বাঁধা দিও না। আমি কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক হয়েছি, আর সেই কারণে কেন তোমরা চাও না যে, আমি কষ্টভোগ করি? আমি কি আমার নিজের বিচার করতে সমর্থ নই? যদি আমি অপ্রস্তুত থাকা অবস্থায় সমস্যা আমার সামনে আসে, তাহলে তা সত্যিই আমার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এবং তোমাদের সেই কথা চিন্তা করে কাঁদা ভাল। কিন্তু ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন, কারণ ব্যাপারটা সে রকম নয়। আমি একেবারেই প্রস্তুত এই বিপদের আশঙ্কার জন্য, আর সেই কারণে তা তোমাদের কাছে এমন আতঙ্কপূর্ণ হওয়া উচিত নয়। আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি, আমি প্রস্তুত," *etoimos echo*– আমি প্রস্তুত হয়ে রয়েছি, যেভাবে সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। "আমি সমস্যা আশা করছি, আমি তা নিশ্চিতভাবে আসবে বলেই জানি, এটি আমার কাছে অবাক হওয়ার মত কিছু হবে না। আমাকে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আমাকে কত বড় বড় কষ্ট ভোগের ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে," প্রেরিত ৯:১৬। "আমি তার জন্য প্রস্তুত, কারণ আমার মাঝে একে সুস্পষ্ট চেতনা রয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি এক দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, এই পৃথিবীর এবং এই শরীরের প্রতি এক পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এক জীবন্ত বিশ্বাস রয়েছে এবং অনন্ত জীবনের জন্য আনন্দপূর্ণ আশা রয়েছে। আমি তাকে স্বাগত জানাতে পারি, যেভাবে আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে থাকে এবং আমি এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। আমি অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তা শুধু যে গ্রহণ করতে ও সহ্য করতে পারি তাই নয়, সেই সাথে আমি এর মাঝে আনন্দও করতে পারি।" এখন:-

(১) দেখুন, তার প্রত্যয় কতটা দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল: তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আমাকে অবশ্যই যিরূশালেমে বন্দী হতে হবে এবং তোমরা আমাকে ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছ। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, "আমি শুধুমাত্র বন্দী হতেই প্রস্তুত নই, বরং সেই সাথে যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি যিরূশালেমে মৃত্যুকে বরণ করতেও প্রস্তুত আছি।" আমাদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেই যদি আমরা আমাদের সামনে আরও যা খারাপ কিছু ঘটতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ যা কিছু ঘটতে পারে সে ব্যাপারে আগাম চিন্তা করে রাখি এবং সেই অনুসারে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যাতে করে আমরা ঈশ্বরের সকল ইচ্ছার সাথে একমত হয়ে দাঁড়াতে পারি।

(২) দেখুন, কী কারণে তিনি এতটা উৎসাহী হলেন এবং কষ্টভোগ ও মৃত্যুকে বরণ করার জন্য এতটা নিঃশঙ্ক চিত্ত হলেন: যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য। একজন মানুষের যা কিছু রয়েছে সে তার জীবন পাওয়া জন্য দিয়ে দেবে, কিন্তু পৌল যীশু খ্রীষ্টের নামের পরিচর্যা কাজের জন্য তাঁর সেই জীবনই দিয়ে দিচ্ছেন।

ঙ. তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রেক্ষিতে তাঁর বন্ধুদের ধৈর্য পূর্ণ সহমত প্রদান, পদ ১৪। তারা

একজন মহান মানুষের জ্ঞানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন। তারা এই ব্যাপারটিতে ততদূর পর্যন্তই টেনে নিয়ে গেলেন যে পর্যন্ত তা শোভনীয় পর্যায়ে থাকে; কিন্তু, "যখন তাঁকে আমরা আর প্ররোচিত করতে পারলাম না, তখন আমরা আমাদের অনুরোধ করা থেকে বিরত থাকলাম। পৌল খুব ভালভাবেই তাঁর নিজের মন সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি কী করবেন সে ব্যাপারেও তিনি জানতেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই এটি তার উপরে ছেড়ে দিতে হবে এবং তিনি যা কিছু করার জন্য মনকে প্রস্তুত করেছেন তাতে আমাদের বাঁধা দেওয়া মোটেও উচিত হবে না। আমাদের এমনটাও বলা উচিত নয় যে, তিনি অনেক বেশি কর্কশ এবং একগুয়ে, কিংবা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই চলতে ভালবাসেন এবং তিনি সবসময় মানুষের কথার বিরোধিতা করে থাকেন, যেমনটা অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু তা কোনভাবেই বলা উচিত নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৌল তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং তার স্বপক্ষে দারুন যুক্তি ছিল, যদিও তিনি নিজের কাছেই তা রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মহা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।" যারা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা মোটেও ভাল কাজ নয়।

২. তারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমস্ত কিছু সমর্পণ করলেন: আমরা বিরত থাকলাম, বললাম, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তারা তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয়কে একগুয়েমি বলে রায় দেন নি, বরং তাঁর কষ্ট ভোগের ইচ্ছা বলেই রায় দিয়েছিলেন এবং সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যেন পালিত হয় সে ব্যাপারে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। যা আমাদের মুনাজাতে একটি রীতি হিসেবে প্রচলিত, তেমনই তা আমাদের ধৈর্যের ক্ষেত্রেও রীতি হিসেবে প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে বলা যেতে পারে:-

(১) পৌলের বর্তমান দৃঢ়চিত্ত: তিনি ছিলেন অনমনীয় এবং তাঁকে কোনভাবেই তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যেত না এবং এখানে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখেছেন। "তিনিই তাঁর ভেতরে এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রবেশ করিয়েছেন এবং সেই কারণে আমাদেরকে তা গ্রহণ করে নিতেই হবে।" লক্ষ্য করুন, আমাদের বন্ধু কিংবা পরিচর্যাকারীদের মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই পথ না ঐ পথ (এবং তা অন্য কোন পথে হতে পারে যা হয়তো বা আমরা চিন্তাই করি নি), আমাদেরকে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে ঈশ্বরের হাতের দিকে এবং আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই তাঁর হাতের নিচে সমর্পণ করতে হবে।

(২) তাঁর আগত কষ্ট ভোগের জন্য: "যদি এর কোন প্রতিকার না থাকে, বরং পৌলকে যদি বন্দীত্ব ভোগ করতেই হয়, তাহলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বাঁধা দেওয়ার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তা করেছি, আর এখন আমরা তা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, আমরা তা খ্রীষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, যার হাতে পিতা সকল বিচারের ক্ষমতা রেখেছেন এবং সেই কারণে আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় কিছুই করি না, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই করি।"

লক্ষ্য করুন, যখন আমরা আমাদের সামনে সমস্যা আসতে দেখি এবং বিশেষ করে আমাদের পরিচর্যাকারীদেরকে নীরব থাকতে দেখি বা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে দেখি, তখন আমরা বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঈশ্বর অবশ্যই প্রজ্ঞাবান এবং তিনি ভাল করেই জানেন কীভাবে আমাদের মঙ্গল সাধন করতে হয় এবং সেই কারণে "তার পবিত্র ইচ্ছাকে আমরা স্বাগত জানাই"। শুধুমাত্র এমন নয় যে, "আমাদের প্রভুর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হোক এবং এর কোন প্রতিকার না থাকুক," বরং সেই সাথে "আমাদের প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে জ্ঞান এবং তিনি সবসময় তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অনুসারে কাজ করে থাকেন; তাঁকে আমাদের জন্য সেই চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং তার চোখে আমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই করতে দেওয়া উচিত।" যখন কোন সমস্যা আসে, এটি নিশ্চয়ই আমাদের শোককে প্রশমিত করবে– আমাদের প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। যখন আমরা তা আসতে দেখবো, তখন এটি যেন অবশ্যই আমাদের ভয়কে নিশ্চুপ করিয়ে দেয়, যাতে করে আমাদের প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যাতে করে আমরা বলতে পারি যে, আমিন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

প্রেরিত ২১:১৫-২৬ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. কৈসরিয়া থেকে যিরূশালেম পৌলের যাত্রাপুস্তক এবং তাঁর সাথে যারা সঙ্গী হিসেবে গিয়েছিলেন তাদের বর্ণনা।

১. তারা তাদের মালপত্র সাথে করে নিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন দরিদ্র ভ্রমণকারী কিংবা সৈন্য, যারা নিজেরাই নিজেদের মালপত্র বহন করে: এমনই স্বল্প ছিল তাদের নিজেদের ব্যবহৃত জিনিস পত্র। *Omnia mea mecum porto*– আমিই আমার একমাত্র সম্বল। অনেকে মনে করেন যে, তাদের সাথে সেই টাকা ছিল যা তারা মাকিদনিয়া এবং আখায়া মণ্ডলী থেকে যিরূশালেমের দরিদ্র সাধু ব্যক্তিদের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। যদি তারা পৌলকে অন্য কোন দিকে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা হাসি মুখেই তাঁর সাথে রওয়ানা দিতেন; কিন্তু যেহেতু তাদের সকল অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি যিরূশালেমে যাওয়ার চিন্তা থেকে সরে আসেন নি, তথাপি তারা এ কথা বলেন নি যে, "তাঁকে নিজের মত করে যেতে দাও;" কিন্তু থোমার মত তারা আচরণ করেছিলেন, যিনি প্রায় এই একই রকম একটি পরিস্থিতিতে যখন খ্রীষ্ট যিরূশালেমে বিপদের ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন, "চল আমরা যাই যেন তার সাথে মরতে পারি," যোহন ১১:১৬। পৌলের সাথে সংযুক্ত থাকার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল দায়ূদের মত (২ শমূয়েল ১৫:২১): যে স্থানে আমার প্রভু রাজা থাকবেন, জীবন হোক আর মৃত্যু হোক আমি আপনার দাস সেখানেই থাকবো। এভাবেই পৌলের সাহসিকতা তাদেরকেও সাহস যুগিয়েছিল।

২. কৈসরিয়ার কয়েকজন শিষ্য তাদের সাথে গিয়েছিলেন। তারা এমনিতেই হয়তো বা সেখানে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন এবং এখন তারা এত ভাল একজন সঙ্গীর সাথে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, কিংবা হয়তো বা তারা এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন যে, যদি সেখানে গিয়ে সত্যিই পৌল কোন ধরনের সমস্যায় পড়েন, তাহলে তারা সেখানে তাঁর জন্য কোন সেবামূলক কাজ করতে পারেন কি না, কিংবা অন্ততপক্ষে পথে যেন তারা তাঁর পরিচর্যা করতে পারেন, বিষয়টি এখানে স্পষ্ট নয়। যতই পৌল একা একা ভ্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন তত বেশি করেই তারা আরও তার সঙ্গ লাভ করতে চাইছিল এবং তার সাথে আলাপচারিতা চালাতে চাইছিল। ইলিশায় সবসময় এলিয়ের সাথে সাথে থাকতেন, যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তাকে তুলে নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

৩. তারা তাদের সাথে করে একজন সৎ প্রাচীন ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছিলেন, যার যিরূশালেমে একটি বাড়ি ছিল, যেখানে তিনি পৌল এবং তার সঙ্গীদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তার নাম ছিল ম্নাসোন এবং তার জন্মস্থান ছিল সাইপ্রাস (পদ ১৬), যার গৃহে তারা বাস করার চিন্তা করলেন। পর্বের সময় যিরূশালেমে এত বেশি লোকের সমাগম হত যে, থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হত; যারা একটু উঁচু পর্যায়ের মানুষ বা যারা স্বচ্ছল, তারা খুব সহজে আবাসিক সরাইখানাগুলো ভাড়া নিয়ে নিত এবং অনেকে সে সময় ব্যক্তিগত বাসগৃহও ভাড়া দিত পর্বে আগত লোকদের থাকার জন্য। এভাবে ব্যক্তিগত বাসগৃহে লোকদের থাকতে দেওয়া নিশ্চয়ই আমাদের চোখে বেশ দৃষ্টিকটু এবং অশালীন মনে হতে পারে; কিন্তু সে সময় যিরূশালেম নিবাসীরা বেশ আন্তরিকভাবেই তাদের বাসগৃহে অপরিচিত লোকদেরকে থাকতে দিত। প্রত্যেকেই তখন তাদের বন্ধুদেরকে অতিথি হিসেবে গৃহে স্থান দিত এবং ম্নাসোন পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তার গৃহে থাকার জন্য নিয়ে আসলেন; যদিও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, পৌল কী ধরনের সমস্যায় পড়তে যাচ্ছেন, যার কারণে যারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে তারাও সমস্যায় পড়তে পারে, তথাপি তিনি তাঁকে স্বাগতম জানালেন, তাতে যা কিছুই ঘটুক না কেন। এই ম্নাসোনকে বলা হত একজন বৃদ্ধ শিষ্য– তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রসারের শুরু থেকেই শিষ্য ছিলেন; অনেকে মনে করেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের সত্তর জন শিষ্যের মধ্যে এক জন ছিলেন, কিংবা তিনি পবিত্র আত্মার অবতরণের পর প্রথম মন পরিবর্তনকারীদের মধ্যে এক জন ছিলেন, কিংবা তাদের মধ্যে এক জন ছিলেন, যারা সাইপ্রাসে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে মন পরিবর্তন করেছিল, প্রেরিত ১৩:৪। তবে যেভাবেই হোক না কেন, এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি বহু আগে থেকেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিলেন এবং এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্টের একজন পুরানো শিষ্য হিসেবে বেঁচে থাকা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সক্ষমতা লাভ করে বহু দিন ধরে এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা, বিশ্বাসে স্থির থাকা এবং এই বয়সে এসে এমন জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আরও বেশি সমৃদ্ধ হওয়াটা কত বড় সম্মানের বিষয়। আর এমন প্রাচীন শিষ্যের সাথে যে কেউ বাস করতে চাইবে, তার কাছ থেকে এত বছরের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য লাভ করার জন্য।

খ. পৌলকে যিরূশালেমে স্বাগত জানানো হল।

১. অনেক খ্রীষ্টান ভাই যিরূশালেমে আনন্দের সাথে পৌলকে স্বাগতম জানালেন, পদ ১৭। যখনই তারা জানতে পারলেন যে, পৌল শহরে প্রবেশ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা ম্নাসোনের গৃহে গেলেন এবং সেখানে তাঁকে তাঁর নিরাপদে পৌছানোর জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং তাঁকে এ কথা বললেন যে, তাঁরা তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। তারা তাঁকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানালেন, কারণ তারা খ্রীষ্টের এমন একজন পরিচর্যাকারীকে আতিথেয়তা করতে পারলে নিজেদেরকে খুবই সম্মানিত বোধ করবেন। স্ট্রেসো এ বিষয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, এখানে প্রেরিতদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, *asmenos apodechein*– তা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে প্রেরিতদের মতবাদকে স্বাগত জানানোর জন্য, প্রেরিত ২:৪১। তারা আনন্দের সাথে তাঁর বাক্য গ্রহণ করেছিলেন। আমরা মনে করি যে, যদি পৌল আমাদের মাঝে আসতেন তাহলে আমরাও তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতাম, তবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, আমরা কতটা উদারভাবে তাঁর শিক্ষা ও মতবাদকে আমন্ত্রণ জানাতাম।

২. তারা যাকোব এবং যিরূশালেম মণ্ডলীর অন্যান্য প্রাচীনদের সাথে দেখা করলেন, মণ্ডলীতে একটি সভার মাধ্যমে (পদ ১৮): "পর দিন পৌল যাকোবের কাছে গেলেন এবং আমাদেরকে সাথে নিলেন, যারা তাঁর সঙ্গী ছিলাম, যাতে করে তিনি আমাদের যিরূশালেম মণ্ডলীর সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন।" আমরা এমনটা ধারণা করতে পারি যে, যাকোব এখন একমাত্র প্রেরিত ছিলেন যিনি যিরূশালেমে বসবাস করতেন; অন্যরা সুসমাচার প্রচার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যিরূশালেমে অবশ্যই একজন প্রেরিত থাকার প্রয়োজন ছিল, যেহেতু মাঝে মাঝেই বিভিন্ন স্থান থেকে যিরূশালেমে প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীগণ আসতেন। যাকোব এখন এই স্থানের দায়িত্বে ছিলেন এবং সকল প্রাচীনগণ কিংবা পুরোহিতগণ, কিংবা প্রচারকগণ, যারা একই সাথে প্রচার করতেন এবং মণ্ডলীর দেখা শোনা করতেন, তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পৌল তাদের সকলকে মঙ্গলবাদ জানালেন, তাদের প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শন করলেন, তাদের ভাল-মন্দের খোঁজ-খবর নিলেন এবং তাদেরকে সহভাগিতার দক্ষিণ হস্ত প্রদান করলেন। তিনি তাদেরকে মঙ্গলবাদ দিলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদের সকলের সুস্বাস্থ্য এবং আনন্দ কামনা করলেন এবং ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করলেন যেন তিনি তাদেরকে আ-শীর্বাদ করেন। মঙ্গলবাদ দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে, আপনার প্রতি পরিত্রাণ বর্ষিত হোক: *salve* কিংবা *salus tibi sit*; ঠিক যেভাবে বলা হয়ে থাকে, আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। এবং সেই সাথে তারা অন্যান্য বিভিন্ন কুশলাদি জানার পর একে অপরের প্রতি খ্রীষ্টান ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ করলেন এবং ঈশ্বরের সাথে এক সহভাগিতায় মিলিত হলেন।

গ. তারা তাঁর কাছে থেকে অযিহূদীদের মাঝে তাঁর পরিচর্যা কাজের বিষয়ে যে বিবৃতি লাভ করলেন তাতে তাঁরা সন্তুষ্টি লাভ করলেন।

১. তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত দেশে সুসমাচারের সাফল্যের বিষয়ে জানালেন এবং বর্ণনা

দিলেন, যেখানে যেখানে তিনি কাজ করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাদের কাছে খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার বর্ণনা কতটা আকর্ষণীয় হবে। তিনি বিশেষভাবে সেই সমস্ত বিষয়ে ঘোষণা দিলেন, যে সমস্ত বিষয় ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদের মধ্যে সাধন করেছেন, পদ ১৯। লক্ষ্য করুন, তিনি কতটা নম্রতার সাথে কথা বলেছেন, কারণ তিনি কী কী করেছেন তা তিনি বলেন নি (তিনি ছিলেন কেবলমাত্র একজন্য মাধ্যম), কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে যা কিছু করেছেন তা-ই তিনি বলেছেন। এটি মোটেও আমি ছিলাম না, বরং ঈশ্বর যে অনুগ্রহ সবসময় আমার সাথে সাথে ছিল সেই অনুগ্রহই এই কাজ করেছে। তিনি রোপণ করেছেন ও জল দিয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দান করেছেন। তিনি বিশেষভাবে এই কথা ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ অবশ্যই তাঁর সাফল্যে কারণে আরও বেশি চিত্রিত হয়েছে। এভাবেই দায়ূদ অন্যদেরকে বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর আত্মার জন্য কী করেছেন (গীতসংহিতা ৬৪:১৬), যেভাবে পৌল এখানে ঈশ্বরের নির্দেশে কাজ করেছেন এবং তাঁর বন্ধুদেরও এই কারণে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

২. এই কারণে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করার একটি সুযোগ খুঁজে পেলেন (পদ ২০): যখন তারা সেই কথা শুনলেন, তারা ঈশ্বরকে এর জন্য গৌরব ও মহিমা দান করলেন। পৌল এর সমস্ত কৃতিত্ব ঈশ্বরকে দান করলেন এবং তারা সকলে মিলে ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করলেন। তারা পৌলের উচ্চ প্রশংসায় ফেটে পড়লেন না কিংবা তাঁর প্রভুর উপরে এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন না যেন তিনি বলেন যে, বেশ, আমার বিশ্বস্ত এবং ভাল দাস; বরং তারা সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি গৌরব ও মহিমা জ্ঞাপন করলেন, যা অযিহূদীদের মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিল।

লক্ষ্য করুন, পাপীদের মন পরিবর্তন অবশ্যই আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় এবং আমাদেরকে ঠিক স্বর্গদূতদের মত করে এর জন্য প্রশংসা ও গৌরব করতে হবে। ঈশ্বর পৌলকে অন্য যে কারও চেয়ে বেশি পরিমাণে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁকে অন্য যে কোনও চেয়ে বেশি কার্যকর হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তথাপি তারা কেউই তাঁকে ঈর্ষা করেন নি, কিংবা তারা তাদের এই সম্মান বৃদ্ধির কারণে ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, বরং এর বিপরীতে তারা ঈশ্বরকে সম্মান দিয়েছিলেন। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করা ব্যতীত পৌলকে তাঁর পরিচর্যা কাজ আনন্দের সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাতে সাফল্য অর্জন করার জন্য এর চেয়ে ভালভাবে আর উৎসাহ দিতে পারতেন না; কারণ যদি ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয় তাহলে পৌল খুশি হবেন।

৪. যাকোব এবং যিরূশালেম মণ্ডলীর অন্যান্য প্রাচীনদের পৌলের কাছে অনুরোধ, কিংবা পরামর্শ, যেন তিনি যিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মোশির আইনের কিছু অংশ পালন করেন এবং প্রকাশ্যে মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য উপস্থিত হন, যে কাজটি অন্যায্য ছিল না; কারণ মোশির আইন যদিও কোনভাবেই অযিহূদীদের মধ্য থেকে মন পরিবর্তনকারীদের প্রতি আরোপ করার প্রয়োজন ছিল না (যেভাবে ভণ্ড শিক্ষকেরা বলে থাকতো এবং এভাবেই তারা সুসমাচারকে দমিয়ে রাখার চিন্তা করেছিল), তথাপি যারা এই

ব্যবস্থা অনুসারেই বেড়ে উঠেছেন তাদের এই ব্যবস্থা পালন করা মোটেও অন্যায্য বা অন্যায় ছিল না, বরং তারা তা পালন করতেই পারেন। এই ব্যবস্থা ছিল মৃত, কিন্তু তাকে কবর দেওয়া হয় নি; মৃত, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ নয়। পাপের কাজ না হওয়ার কারণে তারা ভেবেছিলেন যে, পৌল যদি এই ব্যবস্থা পালনের একটি নিদর্শন দেখান তাহলে তা যিহূদী মন পরিবর্তনকারীদেরকে নিশ্চয়তা দান করবে। দেখুন, তারা পৌলকে এখানে কী পরামর্শ দিলেন, তারা তাকে এখানে এমনভাবে পরামর্শ বা উপদেশ দিচ্ছেন না যেন তাঁর উপরে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, বরং তারা এমনভাবে বলছেন যেন তার সাথে তাদের স্নেহের ও ভালবাসার সম্পর্ক আছে।

১. তারা চেয়েছিল তিনি যেন সেখানকার বৃহৎ সংখ্যক যিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের প্রতি দৃষ্টি দেন: আপনি দেখুন, ভাই, কত হাজার যিহূদী এখানে আছে যারা বিশ্বাস করেছে। তারা তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করলেন, কারণ তারা তাঁকে সুসমাচার প্রচার কাজে একজন সহকর্মী হিসেবে দেখেছিলেন। যদিও তারা ছিলেন তক্‌ছেদ করানো লোক এবং তিনি ছিলেন অযিহূদীদের একজন প্রেরিত, তথাপি তারা ছিলেন তাঁর ভাই এবং তারা সম্পর্কের জালে আবদ্ধ ছিলেন। আপনি বেশ কিছু দিন আমাদের মণ্ডলীতে আছেন এবং দেখছেন যে, আমরা সংখ্যায় কত কজন রয়েছি: কত যিহূদী বিশ্বাস করেছে। এই সংখ্যাটি এখানে প্রকাশ করে এক হাজার নয়, বরং দশ হাজার। এমন কি যিহূদীদের মধ্যেও যারা সুসমাচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিরোধী ছিল, তথাপি সেখান থেকেও হাজার হাজার যিহূদী এসে সুসমাচার গ্রহণ করেছে এবং বিশ্বাস করেছে; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ শয়তানের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গও ভেঙ্গে দিতে পারে। প্রথমে নামের সংখ্যা ছিল একশো বিশ, তথাপি এখন তা হাজারের অনেক উপরে। এই কারণে কেউ যেন ছোট সংখ্যার দিনকে তুচ্ছ না করে, কারণ এখন তা ছোট রয়েছে এক সময় তাকে ঈশ্বর বড় এবং বৃহৎ আকারে রূপ দেবেন, কারণ তাদের মধ্যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে এবং তারা প্রচুর বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে এখানে এটি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের অর্থাৎ যিহূদীদেরকে ফেলে দেন নি বা ত্যাগ করেন নি, বরং তিনি তাদের মধ্যে নির্বাচন করেছেন এবং যারা টিকে গিয়েছে তাদেরকে তিনি উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন (দেখুন রোমীয় ১১:১, ৫, ৭): অনেক হাজার লোক বিশ্বাস করেছিল। আর এই বর্ণনাটি পৌলকে সুসমাচারের সাফল্য দান করেছিল যিহূদীদের মধ্যে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ পৌল কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের কাছে অযিহূদীদের মন পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন; কারণ তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছা এবং প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে যিহূদীদের জন্য এটাই ছিল যেন তারা সকলে পরিত্রাণ পায়।

২. তারা তাঁকে একটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা বিশৃঙ্খলার কথা জানালেন, যা বিশ্বাসী যিহূদীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, যা তারা তখনও সমধান করতে পারেন নি: তারা তাদের ব্যবস্থা নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। তারা যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রতিজ্ঞাত সত্যিকার খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল, তারা তাঁর ধার্মিকতা এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও পরিচালনার উপরে নির্ভর করেছিল, কিন্তু তারা এ কথা বিশ্বাস করতো যে, মোশির ব্যবস্থা হচ্ছে ঈশ্বর নির্ধারিত আইন, তারা যিহূদী ব্যবস্থা পালন করে আত্মিক সুফল লাভ করতো এবং সেই

কারণে তারা এ কথা চিন্তাও করতে পারতো না যে, এই ব্যবস্থা পালন করা থেকে তাদেরকে দূরে সরে যেতে হবে, কিংবা একে অবজ্ঞা করতে হবে। আর হয়তো বা তারা খ্রীষ্টের অনুসারী হয়েও ব্যবস্থা পালন করতে চেয়েছিল এবং সেই অনুসারে চলতে চেয়েছিল (যা করা হয়েছিল আমাদেরকে ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যই), যেহেতু এটি তাদের এই ধারায় চলার একটি কারণ ছিল। এটি ছিল এক দারুন দুর্বলতা এবং ভুল, কারণ তাদের ছায়ার প্রতি অনেক বেশি ভাল লাগা ছিল, যেখানে মূল কায়া তাদের সাথেই রয়েছে এবং এই কারণে তারা ব্যবস্থার যোয়ালি থেকে মুক্ত হতে পারছিল না, যা থেকে খ্রীষ্ট তাদেরকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে দেখুন:

(১) শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ ও দীর্ঘ দিনের অভ্যাস এবং বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক আইন পালন।

(২) এই সকল বিষয় অনুমোদন দেওয়ার জন্য দয়াপূর্ণ আদেশ।

এই যিহূদীরা বিশ্বাস করতো যে, তারা এই ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে এই ঘোষণা দিচ্ছে না যে, তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নয়, কারণ তারা আইন পালন করছে, শুধু তা-ই নয়, তারা এই ব্যবস্থা পালনের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা তারা এত দিন ধরে পালন করে এসেছে এবং মান্য করে এসেছে, তা তারা এত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। তারা চাইছিল তা সবসময় চালিয়ে যেতে। ব্যবস্থার প্রতি তাদের এই আগ্রহ ও ভালবাসা এক অর্থে খুবই ভাল এবং সেই সাথে তাদেরকে এর জন্য মার্জনাও করা যায়, কারণ তারা ছোট বেলা থেকেই এই ব্যবস্থা পালন করে বড় হয়েছে এবং এতেই তারা অভ্যস্ত, সেই সাথে যারা সকলে ব্যবস্থা পালন করে এমন মানুষের মাঝেই তারা সবসময় বাস করে এসেছে।

৩. তারা তাকে এ কথা বোঝালো যে, এই যিহূদীরা, যারা তাদের ব্যবস্থার জন্য এতটা উতলা ছিল, তারা পৌলের কারণে আরও বেশি এই বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছিল, পদ ২১। পৌল নিজে খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত দাস ছিলেন, যেমনটা আর অন্য কেউ ছিলেন কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে, তথাপি তিনি যীশু খ্রীষ্টের পরিবারের সকলের কাছ থেকে ভাল কথা শোনেন নি: "তারা আপনার সম্পর্কে শুনতে পেয়েছে (এবং সেই সাথে আপনার সম্পর্কে তারা এই ধারণা করে) যে, আপনি অযিহূদীদের থেকে মন পরিবর্তনকারী বিশ্বাসীদেরকে ব্যবস্থা পালন করতে শিক্ষা দেন না (আমরা তাদেরকে এই চিন্তা দূর করতে বলেছি), কিন্তু তুমি অযিহূদীদের মধ্যে প্রবাসী সমস্ত যিহূদীকে মোশির পথ পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে থাক, যেন তারা শিশুদের তক্‌ছেদ না করে ও রীতি মেনে না চলে, যা আমাদের জাতির মধ্যে রয়েছে, যা স্বর্গীয় আইন-কানুন, যাতে করে তা অযিহূদীদের মধ্যেও পালন করা হয় এবং তারা মন্দির থেকে যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে হলেও তা পালন করে– মণ্ডলীতে রোজা রাখা এবং ঈদ পালন করা নয়, তাদের বিশেষ ধর্মীয় পোশাক পরা নয়, কিংবা অশুচি মাংস থেকে দূরে থাকা নয়।" এখন,

(১) এটি সত্যি ছিল যে, পৌল মোশির আইন সম্পর্কে একেবারেই কোন শিক্ষা দেন নি

এবং এক কথায় তা ত্যাগ করতেই বলেছিলেন, তিনি তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে এই ব্যবস্থার আলোতে বিচার করা যাবে না, আর সেই কারণে আমরা আর এই ব্যবস্থা পালনের ফাঁদের আবদ্ধ নই। কিন্তু,

(২) এটি ছিল মিথ্যে যে, তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন মোশিকে ভুলে যেতে, কারণ তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা আইন-কানুনকে ধ্বংস করতে আসে নি, বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছে। তিনি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেছিলেন (ধার্মিকতার শেষ আইন) এবং তিনি বিশ্বাসের মন পরিবর্তন ও অনুতাপের কথা প্রচার করেছিলেন, যা অনুশীলন করে আমরা আইনের দারুন এক সদ্ব্যবহার করতে পারবো। যিহূদীদের মধ্যে যাদের কাছে পৌল সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তারা কখনোই মোশি ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকতে পারে নি এবং এই কারণে তারা কখনোই তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি এবং তাদের সেভাবে আন্তরিক মনোভাব নিয়ে গ্রহণও করে নি, যেভাবে এখন তারা তাঁর সাহায্য নিচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের কাছে ফিরে আসার জন্য একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু এমন কি বিশ্বাসী যিহূদীরাও পৌল সম্পর্কে এই ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তিনি মোশির শত্রু এবং তিনি সম্ভবত অবিশ্বাসী যিহূদীদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন, যারা তার বিরুদ্ধাচারণ করতো। তাদের পরিচর্যাকারী, তাদের প্রাচীনবর্গ যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি যা করছিলেন তাতে সায় জানিয়েছিলেন, তারা তাঁকে ভাই বলে ডেকেছিলেন, কিন্তু লোকেরা এত সহজে তাঁর সম্পর্কে এই ভাল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে নি; কারণ এটি একেবারেই নিশ্চিত যে, যাদের বিচারবুদ্ধির যোগ্যতা সবচেয়ে কম তারাই সব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খুত্‌খুতে হয়, দুর্বল মস্তিষ্কই সবচেয়ে বদমেজাজী হয়ে থাকে। তারা পৌলের শিক্ষার আলোকে এটি নির্ণয় করতে পারে নি যে, তাদের কী করা উচিত, আর এই কারণে তারা পৌলের সমগ্র শিক্ষাটিকেই অযৌক্তিক বলে রায় দিয়েছিল, তাদের অজ্ঞানতার কারণে।

৪. তারা এই কারণে চেয়েছিল যেন পৌল প্রকাশ্যে এমন কোন কাজ করেন, যেহেতু তিনি এখন যিরূশালেমে রয়েছেন, তাই তিনি এমন কিছু যেন করেন যাতে করে তার উপরে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যে বলে প্রতীয়মান হয় এবং যাতে করে তিনি লোকদেরকে এই ধারণা থেকে সরিয়ে দিতে পারেন যে, তিনি মোশির আইন ভুলে যেতে বা মান্য না করতে বলেছেন এবং যিহূদী মণ্ডলীর আইন ভঙ্গ করতে বলেছেন, কারণ তিনি নিজেই এখনো সেই আইন পালন করেন।

(১) তারা এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে, এর মত কোন কিছু অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে: "অতএব এখন কি করা যায়? কী কাজ করতে হবে? তারা তো শুনতে পাবে যে, তুমি এসেছ যিরূশালেম শহরে।" একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্য এটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক একটি বিষয়, কারণ তাদের আসা যাওয়া এবং গমনা গমন সবই লোকেরা লক্ষ্য করে থাকে এবং অন্য যে কারও চাইতে তার বিষয়ে আরও বেশি করে লক্ষ্য করে। এরপর তাদের মধ্যে অনেকে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলে, আবার অনেকে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলে।

"তারা যখন শুনতে পাবে যে, তুমি এসেছো, তখন তারা নিশ্চয়ই এক সাথে আসবে, তারা চাইবে যেন আমরা তাদেরকে একত্রে আমন্ত্রন জানাই, যাতে করে আমরা তাদেরকে সিদ্ধান্ত জানাই যে, তোমাকে আমাদের মধ্যে একজন ভাই হিসেবে প্রচার করতে দেওয়া হবে কি হবে না।" এখন এমন কিছু করতে হবে যাতে করে তারা এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয় যে, পৌল লোকদেরকে মোশিকে ভুলে যাওয়ার জন্য শিক্ষা দেন নি এবং তারা মনে করে যে, এর গুরুত্ব অনেক বেশি,

[১] পৌলের জন্য, যাতে করে তাঁর সম্মান ও জনপ্রিয়তা বজায় থাকে এবং একজন ভাল মানুষ যেন কোন ধরনের দোষের নিচে না থাকেন, কিংবা এমন একজন কার্যকরী মানুষ যেন কোন ধরনের সমস্যা মাথা না নিয়ে কাজ করতে না হয়, কারণ এতে করে তার কাজে অহেতুক বাঁধার সৃষ্টি হবে।

[২] লোকদের জন্য, যাতে করে তারা আর একজন ভাল মানুষের বিপক্ষে কোন ভুল ধারণা পোষণ করে না থাকে, কিংবা তারা যেন তাদের ভুল ধারণা ও আক্রোশের কারণে তার পরিচর্যা কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

[৩] তাদের নিজেদের জন্য, যাতে করে যেহেতু তারা জানতেন যে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পৌলকে এ কথা বোঝানো যে, তাদের এমন কোন কিছু করা যাবে না যাতে করে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন কারও উপরে না বর্তায় যারা তাদের অধীনে কাজ করে থাকে।

(২) তারা একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করলেন, যাতে করে পৌল নিজেকে এই দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেন: "তোমাকে আমরা যা বলি তা-ই কর, এই ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ কর। আমাদের মণ্ডলীতে এমন চার জন আছে যারা যিহূদী ধর্ম থেকে এসেছে এবং তারা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাসরীয় ব্রত ধারণ করেছে; তাদের সময় এখন শেষ হয়ে গেছে (পদ ২৩) এবং তারা তাদের ব্যবস্থা অনুসারে উৎসর্গ করবে, যখন তারা তাদের মাথা মুণ্ডন করাবে এবং তাদের পাপ উৎসর্গের জন্য একটি মেষশাবক উৎসর্গ করবে, সেই সাথে শান্তি উৎসর্গের জন্য একটি ভেড়া উৎসর্গ করবে, সেই সাথে যা কিছু আনুষাঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হবে তা করবে, গণনা ৬:১৩-২০। অনেকেই এ ধরনের কাজ একত্রে করতো অর্থাৎ নাসরীয় ব্রত পালন করতো এবং যখন তাদের ব্রত এক সাথে ভাঙ্গার সময় হত, সে সময় তারা হয় আরও মহান কোন ব্রত ধারণ করতো কিংবা আরও মহান আনুষ্ঠানিকতা পালন করতো। এখন পৌল বেশ আগেই এই ব্রত ধারণ করেছিলেন এবং তার সেই ব্রত ভাঙ্গার মেয়াদও চলে গেছে এবং তিনি কিংক্রিয়াতে তাঁর মাথা মুণ্ডন করেছিলেন (প্রেরিত ১৮:১৮), তাদের রীতি অনুসারে, যারা মন্দির থেকে দূরে বসবাস করতো, তারা চেয়েছিল যেন তিনি আরও একটু এগোতে পারেন এবং তিনি যেন সেই চার জনের সাথে যোগ দেন যারা নাসরীয় ব্রতের জন্য উৎসর্গ করতে যাচ্ছে: "নিজেকে তাদের সাথে পবিত্র কর, ব্যবস্থা অনুসারে এবং শুধুমাত্র এই দায়িত্ব পালন করবে তা নয়, সেই

সাথে এই উৎসর্গ দিতে যে খরচ হবে সেই খরচের ভাগও তুমি দেবে এবং তাদের সাথে মিলে উৎসর্গ করবে।" অনেকে মনে করেন যে, এর মধ্য দিয়ে কার্যকরভাবে সেই বিরোধীদের মুখ বন্ধ করা গিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই বুঝেছিল যে, পৌলের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ ছিল মিথ্যা, অর্থাৎ তারা পৌল সম্পর্কে যে কথা বলেছিল তা আসলে ঠিক নয়, তিনি যিহূদীদেরকে এমন কথা শেখান নি যে, তারা যেন মোশির আইন ভুলে যায়, কিন্তু তিনি আসলে একজন সত্যিকার যিহূদী এবং তিনি যিহূদী আইন মেনে সেই অনুসারেই চলছেন। তিনি আইন ও ব্যবস্থা পালন করছেন, আর এই কারণে এ বিষয়ে আর কারও কোন বিরোধ নেই।

৫. তারা এই নিয়ে একটি প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল যে, এর আগে অযিহূদীদের অনুকূলে যে সমস্ত ডিক্রি বা আইন জারি করা হয়েছিল, সেগুলোকে রদ করতে হবে, সেই সাথে তাদের নিজেদের যে সমস্ত কাজ করার স্বাধীনতা আছে সেগুলো থেকে যেন তাদেরকে কোন ভাবেই বঞ্চিত করা না হয় (পদ ২৫): "কিন্তু অযিহূদীদের মধ্য থেকে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের বিষয়ে আমরা বিচার করে লিখেছি যে, মূর্তির প্রসাদ, রক্ত, গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস এবং জেনা এসব থেকে যেন তারা তাদেরকে রক্ষা করে। আমরা তাদেরকে কোন ভাবেই ব্যবস্থার আইনের দ্বারা আবদ্ধ হতে বলছি না। তাদের যিহূদীদের শুচি হওয়ার বা উৎসর্গ করার কোন ধরনের নিয়ম বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে না, কিংবা কোন ধরনের আইন-কানুনই পালন করতে হবে না।" তারা জানতেন যে, পৌল মন পরিবর্তনকারী অযিহূদীদের স্বাধীনতার প্রতি কতটা মনোযোগী ছিলেন এবং এই কারণে তারা এ কথা বললেন যে, যিহূদীদের রীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে অযিহূদীদেরকে কোন ভাবেই চাপ দেওয়া হবে না। এভাবেই প্রস্তাবনাটি ন্যায্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

৬. এখানে আমরা এই প্রস্তাবনার সাথে পৌলের সহমত প্রকাশ করতে দেখি। তিনি তাদেরকে এই বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে মনস্থির করেছিলেন। যদিও তিনি যিরূশালেমে না যাওয়ার ব্যাপারে লোকদের শত অনুরোধ ও পরামর্শ সত্ত্বেও একবারও সে ব্যাপারে চিন্তা করেন নি, তথাপি তিনি এখানে আসার পরে তারা যা বললেন সে অনুসারেই কাজ করলেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করলেন না, পদ ২৬। এরপর পৌল সেই লোকদের নিয়ে গেলেন, যেভাবে তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তারপর দিনই তিনি নিজেকে তাদের সাথে শুচি হলেন এবং তিনি অনেক মানুষের সাথে বা কোন বিশৃঙ্খলার মধ্যে তা সম্পন্ন করলেন না (প্রেরিত ২৪:১৮), তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন, যেভাবে ধার্মিক যিহূদীরা এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে হর হামেশাই আসতো, কারণ যাতে করে তাদের ব্রত শেষ করার দিন পুরোহিতদের কাছ থেকে নিজেদেরকে তারা শুচি করিয়ে নিতে পারতো; তারা চাইতো যে, পুরোহিত নিশ্চয়ই তাদেরকে একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন, যখন তাদের প্রত্যেকে একটি করে উৎসর্গ করতে পারবে, প্রত্যেকে জনের জন্য একটি করে। পৌল এখানে এই নাসরীয়দের সাথে যে উৎসর্গ দিয়েছিলেন তাতে তার নিজেরও অবদান রেখেছিলেন, অর্থাৎ তিনি নিজেও এর খরচ দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি নিজেকে নাসরীয় ব্রতের অধীনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি যেহেতু মন্দিরে সাত দিন যাবৎ রোজা

রেখেছেন এবং প্রার্থনা করেছন, সেই কারণে এটা ধরে নেওয়া যায় না যে, এই উৎসর্গ কেবলই সেই নাসরীয়দের ছিল, যা তিনি পুরোহিতের কাছে তুলে ধরেছিলেন। এখন এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায় যে, যাকোব এবং অন্যান্য প্রেরিতগণ পৌলকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা আসলেই ভাল ছিল কি না এবং তিনি যে এই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন সেটা আসলেই ভাল হয়েছিল কি না।

১. অনেকে এই ঘটনাটিকে পৌলের ঘটনাক্রমে মতিভ্রম হওয়া বলে উল্লেখ করে তাঁকে দোষারোপ করেন, সেই সাথে যিহূদীদের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আইন পালনের ব্যাপারে সমর্থন দেওয়াতে অতিরিক্ত লাই দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদেরকে যে বিধি নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করেছিলেন তাতে আবারও তাদেরকে আবদ্ধ করে তাদের নিরুৎসাহিত করেছেন বলে তাঁকে দোষারোপ করেছেন। যাকোব এবং অন্যান্য প্রাচীনবর্গের কি নিজেদের দ্বারাই যিহূদীদের এই সমস্যাটি মিটিয়ে ফেলা উচিত ছিল না, তাদের কি এর মাঝে পৌলকে জড়িয়ে তাঁকে সামনে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল? যখন তারা পৌলকে বলল যে, বিশ্বাসী যিহূদীরা তাদেও ব্যবস্থার আইন পালনের জন্য কতটা প্রবল আকাঙ্ক্ষী, তখন যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে যাকে ঈশ্বর এই মহান দান দিয়েছেন, তিনি কি এইটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না, যার মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে তাদের এই ভুল থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য মধ্যস্থতা করতে পারতেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে এই যে ভ্রমে তারা ডুবে আছে তা থেকে উঠে আসার জন্য বলতে পারতেন। সেই সাথে তিনি কি তাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে বলতে পারতেন না যে, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে তারা এই সকল আইন-কানুন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে? রোমীয় ৭:৪। তাদেরকে এই ভ্রান্তি থেকে উঠে আসার বদলে তাদেরকে আরও বেশি করে তাতে যুক্ত থাকতে উৎসাহ দেওয়াটা স্বর্গীয় প্রজ্ঞার বদলে মাংসিক জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। নিশ্চয়ই তারা তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার চাইতে পৌল আরও ভাল করেই জানতেন যে, তাঁর কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু,

২. অন্যরা মনে করেন যে, এই উপদেশ ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং উত্তম এবং পৌল যে তাদের উপদেশ মান্য করেছিলেন, তা অবশ্যই ন্যায্য ছিল, যে অবস্থায় ঘটনাটি পৌঁছেছিল সে অবস্থা বিচারে। এটি ছিল পৌলের অকাট্য নীতি, যিহূদীদের কাছে আমি গিয়েছিলাম যিহূদীদের মত করে, যাতে করে আমি যিহূদীদেরকে জয় করতে পারি, ১ করিন্থীয় ৯:২০। তিনি তীমথিকে তক্‌ছেদ করিয়েছিলেন যিহূদীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য; যদিও তিনি সবসময় ব্যবস্থার আইন পালন করতেন না, তথাপি তিনি তার মঙ্গল সাধন করার সুযোগ অর্জনের জন্য এবং তিনি যে আসলে এই আইন-কানুন পালনের সাথে যুক্ত রয়েছেন তা দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে মন্দিরে গিয়েছেন এবং সেখানে উৎসর্গ করেছেন। যারা বিশ্বাসের দিক থেকে দুর্বল, তাদেরকে অবশ্যই তাকে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি দান করতে হবে, বিশেষ করে যখন তাদের বিশ্বাসের বিপক্ষে বাঁধা এসে দাঁড়ায়। এটি সত্যি যে, এই কাজ করাতে পৌলের প্রতি তাদের যে ক্রোধ এবং আক্রোশ ছিল তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ যে কাজটি করে তিনি যিহূদীদেরকে শান্ত করবেন বলে ভেবেছিলেন, তা তার জন্য

আরও বেশি সমস্যা বয়ে নিয়ে এসেছিল; তথাপি তাঁর এই কাজের বিপক্ষে কথা বলার জন্য মোটেও তা ভাল যুক্তি নয়; পৌল এর আগেও অনেক ভাল কাজ করেছেন তার জন্য কষ্টভোগ করেছেন। কিন্তু সম্ভবত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর তাদের উপদেশ এবং পৌলের কাজ এই উভয়কে ছাপিয়ে আরও বড় কোন কাজ সাধন করতে চেয়েছেন, যার কারণে আমাদের অবশ্যই এমনটা মনে করার যুক্তি আছে যে, সেই বিশ্বাসী যিহূদীরা, যারা তাদের ব্যবস্থা পালন করার ব্যাপারে এত বেশি উৎসাহী ছিল, তারা সেই সমস্ত মানুষের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো, দেখুন, যারা বিশ্বাস করে নি, সেই সমস্ত যিহূদীরা, তারা পৌলের প্রতি কেমন বর্বর আচরণ করেছিল (যিনি তা পালন করতেই চেয়েছিলেন), তারা এর মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার আইন পালন করা থেকে বরং আরও দূরে সরে গেল এবং তাদের মধ্যে পাপ জন্ম নিল। তারা দেখেছিল যে, মানুষকে সন্তুষ্ট করে তাদের কোন লাভ নেই, বরং তাদের উচিত হবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের যেন মূলোৎপাটন করা যায় সেই ব্যবস্থা করা। খাঁটিত্ব এবং ধার্মিকতা আমাদেরকে আরও বেশি সুরক্ষিত রাখবে, মানুষের প্রতি অভিযোগ খুঁজে বেড়ানোর চাইতে। আর যখন আমরা এ বিষয়টি বিবেচনা করবো যে, পৌল কত বড় মহা সমস্যা পড়েছেন, তখন আমাদের এটাই বিবেচনা করা উচিত যে, নিশ্চয়ই যাকোব এবং প্রাচীনবর্গের পরামর্শ অনুসারেই পৌল এই কাজ করেছিলেন বলেই তাঁর এই দুর্দশা, এটি অবশ্যই আমাদের জন্য একটি সতর্কতাস্বরূপ হওয়া উচিত যে, আমরা যেন কোন মানুষকে তার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য না করি।

প্রেরিত ২১:২৭-৪০

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, পৌলকে বন্দী করা হয়েছে, যার শেষ অংশ আমরা আর দেখতে পাই না; কারণ এরপরে তাঁকে খুব দ্রুত এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে, কিংবা তাঁর সমস্ত আত্মপক্ষ সমর্থনকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে কোন প্রকার বিচারে দাঁড় করানো হয় নি কিংবা আইনানুগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নেওয়া হয় নি। যখন আমরা এই সমস্যার উত্থান হতে দেখি, সে সময় আমরা জানতাম না যে, শেষ পর্যন্ত এর ফলাফল এমন দাঁড়াবে।

ক. এখানে আমরা দেখি, পৌলকে আটক করা হচ্ছে এবং তাঁকে বন্দী করে রাখা হচ্ছে।

১. তাকে মন্দিরে আটক করা হল, যখন তিনি শুচি হওয়ার দিনে উৎসর্গ দিচ্ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিক রীতি পালন করছিলেন, পদ ২৭। এর আগে তিনি মন্দিরে সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি বহু বছর পর এখানে এসেছেন, বহু পথ ঘুরে, বহু সময় ব্যয় করে তিনি এখানে এসে এখন উপস্থিত হয়েছেন, এই কারণে তিনি সেখানে একজন আগন্তুক হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন, যাকে কেউ চেনে না। এই কারণে তিনি সেখানে যাওয়া-আসা শুরু করার সাত দিন পার হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তাঁকে লক্ষ্য করলো না, কিন্তু তিনি তাদেরই চোখে পড়লেন, যারা তার প্রতি বিশেষভাবে শত্রুভাবাপন্ন। মন্দিরে, যেখানে তাঁর সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার কথা, যেহেতু তা একটি ধর্মীয় উপাসনালয়, সেখানেই তিনি সবচেয়ে

বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হলেন এবং সেই সমস্ত লোকেরা তাঁকে সেখানে আটক করলো যারা তার রক্ত মন্দিরের উৎসর্গের রক্তের সাথে মিশিয়ে দিতে পারলে খুব খুশিই হত, যেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো উচিত ছিল প্রভুর গৃহের একজন দারুন সেবাকারী এবং পরিচর্যাকারী হিসেবে, যেহেতু তিনি এখান থেকে প্রস্থান করার পরে বহু দিন পর এসে উপস্থিত হয়েছেন। মন্দির, যার প্রতি তাদের এতটা ভালবাসা ছিল বলে তারা দেখাতো, ততাপি তারা নিজেরাই এখানে এই পাপ সাধন করলো। এভাবেই ধর্মীয় নেতাদের দ্বারাই উপাসনালয় কলুষিত হল এবং তা করা হল উপাসনালয়ের নামে এবং তাদের স্বার্থের জন্য।

২. তাঁর বিরুদ্ধে যে গুপ্তচরেরা কাজ করেছিল তারা ছিল এশিয়ার যিহূদীরা, যিরূশালেমের যিহূদীরা নয়– বিচ্ছিন্ন যিহূদীরা, যারা তাঁকে সবচেয়ে ভালভাবে জানতো এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি খেপে ছিল তারাই। যারা মাঝে মাঝে নিজেরা মন্দিরে উপাসনা করতে আসতো, কিন্তু তারা বাকিটা সময় এর থেকে অনেক দূরে বসবাস করতো, তথাপি তারা মন্দির নিয়ে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ ছিল, যেন তারা কোনভাবেই এর কোন অপ-মান বা অবমাননা সহ্য করবে না।

৩. তারা জনতাকে খেপিয়ে তোলার জন্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদেরকে উস্কে দেওয়ার জন্য যে পদ্ধতির সাহায্য নিল। তারা মহাপুরোহিতের কাছে গেল না, কিংবা শহরের শাসনকর্তার কাছে গেল না তাদের অভিযোগ নিয়ে (সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, তারা তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের বিচারের প্রত্যাশী ছিল না), বরং তারা সমস্ত লোককে খেপিয়ে তুললো, যারা সে সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার যে কোন উপকরণ পেলে লাফিয়ে উঠবে। তারা সে সময় কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা কোন অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছিল। তারাই যীশু খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিরোধী, যারা কোন যুক্তি মেনে চলে না এবং যাদের মধ্যে কোন ভালবাসা নেই মানুষের প্রতি। এই কারণে পৌল যিহূদী নির্যাতনকারীদেরকে বর্ণনা করেছিলেন শুধুমাত্র দুষ্ট হিসেবে নয়, সেই সাথে যুক্তিবির্জিত মানুষ হিসেবে।

৪. এখানে তারা লোকদের কাছে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত করেছিল সেই বিষ-য়টি ছিল অত্যন্ত আলোচিত, কিন্তু তা ছিল একেবারেই মিথ্যে এবং অন্যায্য। তারা চিৎকার করে এই কথা বলেছিল, "ইস্রায়েলের লোকেরা সাহায্য কর। যদি তোমরা সত্যিই ইস্রায়েলের লোক হয়ে থাক, সত্যিকার যিহূদী জাত হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই তোমাদের উপাসনালয়ের প্রতি এবং তোমাদের দেশের প্রতি একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে, এখন তোমাদের সময় হয়েছে তোমাদের দেশের প্রতি তোমাদের সেই ভালবাসা দেখানোর। আর তোমরা তা করতে পার তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের দেশের এক শত্রুকে বন্দী করার মধ্য দিয়ে।" এভাবেই তারা চিৎকার করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল, ঠিক যেভাবে চোর ধরে লোকেরা চিৎকার করে (ইয়োব ৩০:৫), কিংবা কোন পাগল কুকুর ধাওয়া করে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রুরা, যেহেতু তারা কখনো কোন মন্দ বিষয় প্রমাণ করতে পারে নি, সেই কারণে তারা সবসময়ই এর বিরুদ্ধে

মিথ্যে অভিযোগ আনার চেষ্টা করেছে এবং সবসময় এর নামে মিথ্যে কলঙ্ক ছড়াতে চেয়েছে, যাতে করে হইচই এবং বিশৃঙ্খলা করে তারা এর ভাবধারা ক্ষুণ্ন করতে পারে। তাদের হওয়া উচিত ছিল ইস্রায়েলের সেই প্রকৃত মানুষ, যাদের কাছে পৌল প্রচার করেছিলেন এবং ইস্রায়েলের প্রকৃত গর্বের, গৌরব ও মহিমার কথা বলেছিলেন; তথাপি এখানে অধিকাংশ মানুষের বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাদেরকে ইস্রায়েলের মানুষ হতে দিল না, উপরন্তু তারা সকলে পৌলের বিরুদ্ধে চলে গেল। এটি ছিল যেন চোরকে থামাও, কিংবা অথলিয়ার চিৎকারের মত, বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক; যা একটি শোরগোল পাকিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

৫. তারা তাঁর উপরে মন্দ শিক্ষা দান এবং মন্দ কাজ করা এই দু'টোরই অভিযাগ আনলো, আর এই দু'টোই করা হয়েছিল মোশির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

(১) তারা তাঁর বিরুদ্ধে ভুল শিক্ষার অভিযোগ আনলো; "শুধু এটাই নয় যে, তিনি নিজে মন্দ চিন্তা ধারণ করেন, সেই সাথে তিনি সেগুলোকে মানুষের মাঝে প্রচার করেন এবং প্রকাশ করেন, যদিও এখানে এই যিরূশালেমে করেন নি, তথাপি অন্যান্য স্থানে তিনি তা করেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি সকল স্থানে সকল মানুষের কাছে এই বিষয়ে প্রচার করে বেড়িয়েছেন। তিনি এমনভাবে এই অপকর্ম সাধন করেছেন যাতে করে তার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার না থাকে, কারণ তার কথা শুনে সবাই তাকে অত্যন্ত জ্ঞানী বলে মনে করে: সে তার সর্বশক্তি দিয়ে এই ভ্রান্ত মতবাদ সকলের ভেতরে ছড়িয়ে দিচ্ছে।"

[১] যিহূদীদের বিরুদ্ধে। তিনি লোকদেরকে এই কথা শিখিয়েছেন যে, যিহূদীরা এবং অযিহূদীরা ঈশ্বরের সামনে সমান অবস্থানে দাঁড়াবে এবং তক্‌ছেদ করা কি তক্‌ছেদ বিহীন লোকেদের মধ্যকার কোন পার্থক্য ঈশ্বরের কাছে বিবেচ্য নয়। শুধু তাই নয়, তিনি অবিশ্বাসী যিহূদীদের বিরুদ্ধে এ কথা শিখিয়েছেন যে, তাদেরকে বাতিল করা হয়েছে (আর এই কারণে তাদেরকে এবং তাদের সমাজ-ঘরকে আলাদা করে ফেলা হবে) এবং এই কথাটি পুরো যিহূদী জাতির বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে, কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারাই সেই নির্বাচিত জাতি এবং তাদের মধ্য দিয়েই সেই জ্ঞান অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে (ইয়োব ১২:২), যেখানে ঈশ্বর যদিও তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন, তথাপি তিনি তার লোকদেরকে একেবারে ছেড়ে যান নি, রোমীয় ১১:১। তারা ছিল লো-অম্মি (*Lo-ammi*), একটি জাতি নয় (হোশেয় ১:৯), আর তথাপি তারা একমাত্র নির্বাচিত জাতি ছিল বলে মনে করতো। তাদেরকে সাধারণত উপাসনালয়ের নামের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেগ প্রবণ দেখা যেত, যা শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তি বলে তারা মনে করতো।

[২] ব্যবস্থার বিরোধী। তিনি লোকদেরকে সুসমাচারের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে শিক্ষা দেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চান, অথচ তিনি তাঁর প্রচারে বলেন যে, সুসমাচার না কি ব্যবস্থাকে পূর্ণ করতে এসেছে, বরং তা আসলে প্রতিষ্ঠিত একটি আইনকে বিলুপ্ত করতেই এসেছে, রোমীয় ৩:৩১।

[৩] এই স্থান, মন্দিরের বিরোধী। যেহেতু তিনি লোকদেরকে যে কোন স্থানে প্রার্থনা করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, সে কারণে তিনি মন্দিরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি সম্ভবত প্রায়শই মন্দিরের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সাথে যিহূদী জাতির ধ্বংসের কথাও উল্লেখ করেছেন, যে বিষয়ে তাঁর প্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। পৌল নিজে এক সময় স্তিফানকে নির্যাতন করেছেন এবং পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে তাঁকে মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছেন, আর এখন তিনি সেই একই অপরাধ করেছেন। যিনি এক সময় যিহূদীদের হাতের অস্ত্র ছিলেন, আজ তিনি তাদেরই বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

(২) তারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দ কাজের অভিযোগ আনলো। তাঁর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, যেমন লোকদেরকে এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া, এর জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলো যে, তিনি এই স্থানকে কলুষিত করেছেন এবং তিনি অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে এই স্থানের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি একে আর দশটি সাধারণ স্থান হিসেবে পরিণত করতে চেয়েছেন। তিনি অযিহূদীদেরকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে এসেছেন, এর ভেতরের প্রাঙ্গনে নিয়ে এসেছেন, যেখানে তক্‌ছেদবিহীন লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, যে কোন পরিস্থিতিতেই তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না; সেখানে ভেতরের প্রাঙ্গনের দরজার পাশেই দেয়ালে গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় লেখা ছিল যে, অযিহূদীদের জন্য ভেতরে প্রবেশ করা মহা অপরাধ বলে গণ্য হবে– যোসেফাস এন্টিক. ১৫. ৪১৭। পৌল নিজে একজন যিহূদী ছিলেন এবং তাঁর সেই প্রাঙ্গনের ভেতরে অন্যান্য যিহূদীদের সাথে প্রবেশ করার অধিকার ছিল। তারা কয়েক জন লোককে তাঁর সাথে ভেতরের প্রাঙ্গনে দেখেছিল, যারা তাঁর সাথে সেখানে উপাসনা করছিল এবং তারা ধরে নিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে ইফিষীয় ত্রফিম ছিল, যে কিনা ছিল একজন অযিহূদী। কেন? তারা কি আসলেই তাকে সেখানে দেখেছিল? নিশ্চয়ই না। কিন্তু তারা তাকে পৌলের সাথে রাস্তায় দেখেছিল, যা অবশ্যই কোন অপরাধ ছিল না, আর এই কারণে তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই সে পৌলের সাথে ভেতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছিল, যা ছিল এক অমার্জনীয় অপরাধ। তারা তাকে শহরের ভেতরে দেখেছিল, আর এই কারণে তারা ধরে নিয়েছিল যে, পৌল তাকে সাথে করে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, যা একেবারেই মিথ্যে ছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] মিথ্যে অভিযোগ এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্দোষিতা কোন প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে না। যারা সৎ এবং যারা সবসময় নিয়মের মধ্য দিয়ে চলেছেন, তাদেরই বিরুদ্ধে কখনো কখনো এমন অপরাধের অভিযোগ আনা হয় যা তারা কখনো কল্পনাও করেন নি, তবে তা নতুন কোন কিছু নয়।

[২] মন্দ মানুষ ক্ষতি করে বেড়ায় এবং তাদের মিথ্যে অভিযোগের জন্য যুক্তি খুঁজে বের করে, যা তারা এখানে করেছে, যারা পৌলকে শহরের ভেতরে একজন অযিহূদীর সাথে দেখার কারণে এখন এ কথা ধরে নিয়েছেন যে, তিনি তাকে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

যদিও এটি একেবারেই খোড়া যুক্তি ছিল, তথাপি এ ধরনের অন্যায্য এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ দিয়েই দুষ্ট মানুষেরা নিজেদেরকে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম কাজগুলো করে থাকে পৃথিবীর মহৎ মানুষগুলোর প্রতি।

[৩] নিষ্ঠুর লোকদের জন্য এটি খুবই স্বাভাবিক যে, তারা বেশির ভাগ সময় তাদের বিরুদ্ধেই তাদের সমস্ত আক্রোশ দেখিয়ে থাকে, যারা জ্ঞানী এবং উত্তম ব্যক্তি এবং যাদের প্রতি তারা এই সমস্ত কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে। পৌল চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি যেহেতু একটি ভাল কাজে মন্দিরে যাবেন, সেহেতু নিশ্চয়ই তারা তার প্রতি খারাপ আচরণ করবে না। এটিই হচ্ছে মহৎ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য, আমার প্রেমের পরিবর্তে তারা আমার বিপক্ষ হয়েছে, গীতসংহিতা ১০৯:৪; ৬৯:১০।

আমরা পৌলকে দেখি এমন এক বিপদের মধ্যে, যেখানে লোকেরা তাঁকে আক্রোশে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার মত চিন্তা করছিল। তারা তাঁকে মহাপুরোহিত কিংবা সেনহেড্রিনের সামনে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে নি বা চিন্তাও করে নি; সেটা ছিল অনেকটা ঘুরপথ: তারা চেয়েছিল তারা নিজেরা তখনি তাঁকে হত্যা করবে, যারা সকলেই ছিল অধার্মিক এবং পাপী। তারা অবশ্যই তাঁর অপরাধ প্রমাণ করতে পারতো না, আর এই কারণে তারা তাঁকে বিচারে দাঁড় করাতে চায় নি; শুধু তাই নয়, তারা লোভীর মত করে তাঁর রক্তের পিপাসা মেটাতে চেয়েছিল এবং এতে করে তাদের ধৈর্য একেবারেই ছিল না, যে কারণে তারা আইনানুগ প্রক্রিয়াতে একেবারেই যায় নি, যদিও তারা নিশ্চিত ছিল যে, তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে; আর এই কারণে যেহেতু যারা ঈশ্বরকে ভয় করতো না মানুষকেও পরোয়া করতো না, তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলতে চাইলো।

১. পুরো শহরে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছিল, পদ ৩০। লোকেরা, যাদের ভেতরে সামান্য হলেও পবিত্রতা ও ধার্মিকতা ছিল, তারাও তাদের পবিত্র স্থানের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে যখন মন্দিরের ভেতরে এই হইচই এবং গোলমালের আওয়াজ পেল, তখন তারা সেখানে যে যে অবস্থায় ছিল হাজির হল এবং তারা তাদের জানমাল বাজি রেখে এই পবিত্র স্থানের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করলো। সমস্ত শহর আন্দোলিত হয়েছিল এবং তারা সকলকে ডেকে নিয়ে এসেছিল মন্দিরে, ইস্রায়েলের লোকেরা, সাহায্য কর, তারা যত বেশি সম্ভব হিংস্রতা প্রকাশ করছিল এবং এভাবেই যেন তারা পুরাতন নিয়মের মত সেই পুরনো অভিযোগটি আবার তুলেছিল (গীতসংহিতা ৭৯:১), হে ঈশ্বর, অযিহূদীরা তোমার স্থানে প্রবেশ করেছে, তারা পবিত্র উপাসনালয়কে আবারও কলুষিত করেছে। ঠিক সেই ধরনের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা যিহূদীরা দেখাচ্ছিল মন্দিরের প্রতি, যেমনটা ইফিষীয়রা দেখিয়েছিল দীয়ানা দেবীর মন্দিরের জন্য, যখন পৌলকে সেই মন্দিরের একজন শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল (প্রেরিত ১৯:২৯): সমস্ত শহর দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। কিন্তু ঈশ্বর তাদের দ্বারা সম্মানিত হতে চান না, যারা ধার্মিকতা পালনে অসচেষ্ট এবং অনিয়মিত এবং যারা তাঁর পথে চলার ভান করে, কিন্তু আসলে তারা

তাঁর পথে চলে না এবং তারা এ ধরনের হিংস্র আচরণ করে।

২. তারা পৌলকে টেনে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে আসলো এবং ভেতরের প্রাঙ্গন এবং বাইরের প্রাঙ্গনের মধ্যকার দরজা বন্ধ করে দিল। তাঁকে নৃশংসভাবে টেনে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে তারা দেখালো যে:-

(১) তারা তাঁর প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে ঘৃণা পোষণ করে এবং তাঁকে এমন একজন বলে মনে করে, যাকে মন্দিরের ভেতরে বসে নির্যাতন করার যোগ্য নয়, কিংবা তিনি সেখানে উপাসনা করারও যোগ্য নন, কিংবা তিনি যিহূদী সমাজের একজন সদস্য হিসেবে পরিচয় ধারণ করারও যোগ্য নন; এই কারণে মন্দিরে তার উৎসর্গের গ্রহণযোগ্য ছিল না।

(২) তারা মন্দিরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছিল; ঠিক যেমন উত্তম যিহোয়াদা করেছিল, যে অথলিয়াকে প্রভুর গৃহে হত্যা করে নি, ২ রাজাবলি ১১:১৫। দেখুন এই মন্দ লোকেরা কেমন যুক্তিহীন ছিল; তারা পৌলকে অভিযুক্ত করেছিল লোকদেরকে মন্দির থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য; এবং তথাপি, যখন তিনি নিজে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে মন্দিরে উৎসর্গ দিতে ও উপাসনা করতে আসলেন, সে সময় তারা তাঁকে টেনে সেখান থেকে বের করে দিল। মন্দিরের কর্মচারীরা দরজা বন্ধ করে দিল, হতে পারে:-

[১] যাতে করে পৌল দৌড়ে ভেতরে গিয়ে বেদীর শৃঙ্গ ছুঁতে না পারেন, কারণ তাহলে কেউই তাঁকে আর কিছুই বলতে পারবে না এবং তিনি নিজেকে এভাবে তাদের আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে পারবেন। কিংবা হতে পারে;

[২] যাতে করে আরও লোকজন বাইরে থেকে দৌড়ে এসে তাদের উপাসনালয়ের ভেতরে নিয়ে না যায় এবং এতে করে যেন উপাসনালয়ের ভেতরে কোন ধরনের বর্বরতা সংঘটিত না হয় এবং তা কলুষিত না হয়। যারা একজন ভালো মানুষকে তার ভাল কাজের জন্য হত্যা করার মত চিন্তা করতে পারে, তারা যে তাঁকে উপাসনালয়ের মত পবিত্র স্থানে হত্যা করবে না, বা অন্ততপক্ষে এই পবিত্র সময়ে তাঁকে সেখানে হত্যা করবে না, সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য একটি বিষয়: মন্দিরে নয়, অর্থাৎ পর্বের দিনে নয়।

৩. তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল (পদ ৩১), কারণ তারা তাঁকে প্রহার করছিল (পদ ৩২), তারা এই চিন্তা করেছিল যে, তারা তাঁকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে এবং এটিই হবে তাঁর জন্য শাস্তি। অনেক সময় যিহূদী বিচারকেরা এ ধরনের শাস্তি দিতেন (যা কোন মতেই তাদের জাতির জন্য কৃতিত্বের কোন বিষয় নয়) এবং তারা বিদ্রোহীদের প্রহার করার জন্য ডাকলো। পৌল এখন এখানে হয়ে পড়েছিলেন একটি মেষের মত, যে সিংহের গুহায় পড়েছে এবং সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি তখন পর্যন্ত একই মন ধারণ করে ছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, আমি এখনই বন্দী হওয়ার জন্য প্রস্তুত নই, কিন্তু আমাকে যিরূশালেমেই মরতে হবে, যেন আমি এক দারুন মৃত্যুকে বরণ করতে পারি।

গ. আমরা এখানে দেখি যে, পৌল রোমীয় সৈন্যদের মধ্যস্থতায় যিহূদীদের রোষানল থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত হলেন।

১. এই বিশৃঙ্খলার কথা চারদিকে ছড়িয়ে গেল এবং তাদেরকে এই হত্যাকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত করতে সেখানে উপস্থিত হলেন সৈন্য দলে প্রধান, প্রাসাদের শাসনকর্তা, কিংবা যিরূশালেমে অবস্থানরত সৈন্যদের সেনাপতি। কেউ একজন সেনাপতিকে এই সংবাদ দিয়েছিল, তবে যে পৌলের কথা চিন্তা করে এই সংবাদ দেয় নি, বরং জনগণের শান্তি এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই সেনাপতিকে সংবাদ দিয়েছিল, যিনি সবসময় এই বিশৃঙ্খল যিহূদী জাতির উপরে নজর রাখতেন এবং যে কোন প্রকারে তাদেরকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা থেকে বিরত রাখার ব্রত নিয়েছিলেন, আর তিনিই ছিলেন সেই মানুষ, যিনি পৌলের জীবন বাঁচানোর জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেখানে তাঁর বন্ধুরা সে সময় কিছুই করতে পারেন নি।

২. সেনাপতি বা সেনা প্রধান যত দ্রুত সম্ভব তার সৈন্যদের নিয়ে সেই স্থানে গেলেন এবং সেই বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে গেলেন: তিনি তার সৈন্য এবং শতপতিদেরকে সাথে নিলেন এবং তাদেরকে গিয়ে নিবৃত্ত করলেন। এখন এই পর্বের সময় অন্য যে কোন শান্ত সময়ের মত সেখানে সৈন্য এবং প্রহরীরা উপস্থিত ছিল এবং তারা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে আরও বেশি সতর্ক ছিল সে সময়, আর সেই কারণে তিনি তাদেরকে হাতের কাছেই পেয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে দ্রুত ছুটে গেলেন, কারণ এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামান্য বিলম্ব অনেক বেশি বিপজ্জনক। সামান্য ফুলকি দেখা গেলে প্রথমেই তা নিভিয়ে ফেলতে হয়, নতুবা তা এক সময় এক বিরাট দাবানলে রূপ নেয়।

৩. রোমীয় সেনা প্রধানকে দেখে যারা পৌলকে প্রহার করছিল তারা ভয় পেল; কারণ তারা জানতো যে, তারা যা করছে এর কোন সদুত্তর তাদের কাছে নেই এবং তারা বিপদে পড়বে যদি তাদেরকে সে দিনের বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা সৃষ্টি করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, যেভাবে ইফিষীয় নগর পিতা ইফিষীয়দেরকে বলেছিল। তারা রোমীয়দের ভয়ে সেই কাজ থেকে বিরত হয়েছিল, যা তারা ঈশ্বরের ভয়ে পর্যন্ত বিরত হয় নি। লক্ষ্য করুন, অনেক সময় ঈশ্বর এই পৃথিবীকে দিয়ে কোন নারীকে সাহায্য করান (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৬) এবং তারা তার লোকদের জন্য এক নিরাপত্তাস্বরূপ হয়, যাদের তার লোকদের জন্য কোন ধরনের সহানুভূতি বা স্নেহ নেই। তাদের শুধুমাত্র কষ্টভোগকারীর জন্য সহানুভূতি রয়েছে এবং জনগণের শান্তি রক্ষা করার ইচ্ছা রয়েছে। মেষপালক অনেক সময় তার কুকুরদের দিয়েই তার মেষপাল পাহারা দিয়ে থাকেন। এখানে স্ট্রেসোর তুলনা দেখা যায়। দেখুন, কীভাবে এই দুষ্ট লোকেরা সেনাপতির দেখা পেয়ে ভীত হয়েছিল; কারণ যে রাজা বিচারকের আসনে বসে আছেন, তাঁর দৃষ্টি দেখে সকল মন্দ লোক ভয়ে কাপবে। শাসনকর্তা তাঁকে কারাগারে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে উদ্ধার করলেন, কারণ এই নয় যে, তিনি তাঁকে চিনতেন এবং এ কারণে তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিংবা তিনি তাঁকে নির্দোষ বলে ভেবেছিলেন, বরং এ কারণে যে, তিনি চেয়েছিলেন আইনের সুষ্ঠু বিচার হোক এবং তিনি জানতেন যে, সময় থাকতে এ ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঠেকাতে না পারলে তা অত্যন্ত

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রূপ নেবে, বিশেষ করে একবার যদি এ ধরনের উন্মত্ত জনতা তাদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে জানতে পারে। এই কারণে তিনি পৌলকে সেই জনতার হাত থেকে বাইরে নিয়ে গেলেন এবং আইনের হাতে সমর্পণ করলেন (পদ ৩৩): তিনি তাঁকে সাথে নিলেন এবং আদেশ করলেন যেন তাঁকে শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়, যাতে করে লোকেরা এই ভেবে সন্তুষ্ট হয় যে, তিনি তাঁকে ছেড়ে দেবেন না, বরং তিনি তাঁকে বিচারে সোপর্দ করবেন, কারণ তিনি তাদেরকে বিশেষ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কে এবং তিনি কী করেছেন, যারা তাঁর প্রতি খুব বেশি পরিমাণে উগ্র আচরণ করছিল। যেভাবে তিনি তাদের হাত থেকে পৌলকে ছিনিয়ে নিলেন, যদিও পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে এর সব ধরনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তথাপি তারা পৌলের সমস্ত অপরাধের অভিযোগ তাঁর কাছে পেশ করলো (প্রেরিত ২৪:৭): প্রধান সেনাপতি তাদের মহা সমারোহে আসলেন এবং তাদের হাত থেকে পৌলকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন, যা এই উদ্ধার কাজের সাথে তুলনা করে, প্রেরিত ২৩:২৭, ২৮, যেখানে প্রধান সেনাপতি এর একটি বিবরণ ফীলিক্সের কাছে দিয়েছিলেন।

ঘ. প্রধান সেনাপতি যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং করিৎকর্মার পরিচয় দিয়েছিলেন পৌলকে নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে। এখানে তিনি যে উন্মত্ত জনতার রোষানলে পড়েছিলেন, তা যেন শক্তিশালী বাতাস এবং ঢেউয়ের মুখোমুখি হওয়ার মতই প্রতিকূল পরিস্থিতি; এবং তথাপি পৌল এর মধ্যে তাদের মাঝে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পেলেন এবং স্বাধীনতা পেলেন।

১. লোকদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে আসল ঘটনা সম্পর্কে কোনই ধারণা ছিল না; কারণ যখন প্রধান সেনাপতি পৌলের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তখন বোঝা গেল তাদের মধ্যে অনেকে পৌলের নামই কখনো শোনে নি। কাজেই লোকদের মধ্যে কেউ বলতে লাগল এক কথা, কেউ অন্য কথা। সেই কারণে প্রধান সেনাপতির পক্ষে তাদের মনোভাব জানা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, যেহেতু তারা নিজেরাই একে অন্যের মনোভাব জানতো না এবং তারপরও তারা প্রত্যেকেই সঠিক বিষয়টি জানে এবং পুরো ঘটনাটি গোড়া থেকে জানে বলে দাবী করছিল। যারা গোলমালের শব্দ শুনে সেখানে এসেছিল, তারা অবশ্যই পরিষ্কার কী ঘটেছে সে সম্পর্কে কোন ধাররণাই রাখে না, যা দেখা গিয়েছিল বাবিলের দুর্গ নির্মাতাদের মধ্যে, যখন তাদের মধ্যে ভাষা ভেদ দেখা গিয়েছিল।

২. লোকদের উন্মত্ততা এবং আক্রোশ কোন মতেই কমানো যাচ্ছিল না; কারণ যখন প্রধান সেনাপতি এ কথা বললেন যে, পৌলকে অবশ্যই প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে, যার নাম ছিল আন্তনিয়ার দুর্গ, যেখানে রোমীয় সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছিল এবং যার অবস্থান ছিল মন্দিরের কাছেই, সে কারণেই সৈন্যরা নিজেরা তাঁকে নিরাপদে এই গণ্ডগোল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, তখন লোকেরা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠলো (পদ ৩৫): যখন তিনি সিড়ির কাছে এলেন, প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সৈন্যদেরকে বাধ্য হয়ে তাঁকে তাদের বাহুতে করে বহন করে নিয়ে যেতে হল (এটি সম্ভব ছিল, কারণ পৌল ছিলেন

একজন ছোটখাট মানুষ এবং তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন), যাতে করে তাঁকে লোকজনের কাছ থেকে দূরে রাখা যায়, যারা লাফিয়ে উঠে এবং ধাক্কা দিয়ে পৌলের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তারা চাচ্ছিল পৌলকে হাতের কাছে নিয়ে তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। যখন তারা তাদের এই নিষ্ঠুর হাত নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারলো না, সে সময় তারা তাঁর দিকে তাদের তীক্ষ্ণ এবং তিক্ত কথার তীর ছুড়ে মারতে লাগল: তারা চিৎকার করতে করতে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল এবং তাঁর সাথে সাথে যেতে লাগল, পদ ৩৬। দেখুন, কীভাবে সবচেয়ে চমৎকার মানুষেরা অনেক সময় জনতার উন্মত্ততার ভীড়ে হারিয়ে যায়। খ্রীষ্ট নিজেও তেমন হয়েছিলেন, কারণ লোকেরা চিৎকার করে তাঁর প্রতি বলছিল, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও, যদিও তারা এ কথা বলে নি যে, তিনি কী খারাপ কাজটা করেছেন। তাঁকে এই জীবিতদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও (এভাবেই প্রাচীন পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা করেছেন), তাঁকে এই পৃথিবী থেকে তাকে বের করে দাও।

৩. অবশেষে পৌল প্রধান সেনাপতির কাছে কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন (পদ ৩৭): তারা যখন পৌলকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যেতে উদ্যত হল, সে সময় তিনি প্রচণ্ড শান্ত মনোভাব নিয়ে এবং নম্রতা ও ধৈর্য সহকারে প্রধান সেনাপতির কাছে বললেন, "আপনার কাছে কি কিছু বলতে পারি? এটা কি কোন ধরনের দোষ বলে গণ্য হবে বা আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচ্য হবে, যদি আমি আমার নিজের বিষয়ে কিছু বলি, যেহেতু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা আমার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছে না?" কতই না নম্র ও বিনয়াব্রত অনুরোধ ছিল এটি! পৌল জানতেন যে, কীভাবে মহান ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করতে হয় এবং তিনি অনেকবারই তাঁর উচ্চপদস্থদের সাথে কথা বলেছেন। তথাপি তিনি এখন এই সেনাপতির কাছে এভাবে নম্রতার সাথে কথা বলার জন্য যাচঞা করছেন: আমি কি আপন-ার সাথে কথা বলতে পারি?

৪. প্রধান সেনাপতি তাঁকে সেই বিষয়ে জানালেন যা তিনি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন: *তুমি কি গ্রীক জানো? আমি তোমাকে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে শুনে সত্যিই আশ্চর্য হলাম; তবে তুমি কি সেই মিসরীয় নও, যে এর পূর্বে বিদ্রোহ করেছিল?* যিহূদীরা এখানে এই দাঙ্গার সূত্রপাত করেছিল এবং এরপর যে কারও এ ধরনের বিষয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পৌলই এই দাঙ্গার মূল কারণ বা তিনিই তা শুরু করেছেন; কারণ সম্ভবত কেউ প্রধান সেনাপতির কানে এই কথা বলে গিয়েছিল। দেখুন, ভাল মানুষ এবং ভাল পরিচর্যাকারীদের প্রতি ভুল ধারণা কত সময় তাদেরকে তাদের কাজ থেকে সরিয়ে দেয় এবং এই ভুল সংশোধন করার কোন উপায় থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, সে সময় দেশের কোথাও একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল এবং এর মূলে ছিল একজন মিসরীয়, যাকে সবাই একজন ভাববাদী বলে ধরে নিয়েছিল। যোসেফাস তার ইতিহাসে এই গল্পটি উল্লেখ করেছেন এভাবে, "একজন মিসরীয় একটি বিদ্রোহী দল গঠন করেছিল, যে তার দলের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে তাদেরকে জৈতুন পর্বত থেকে যিরূশালেমের দেয়ালের পতন দেখাবে এবং তারা সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে শহরে

প্রবেশ করবে।" প্রধান সেনাপতি এখানে বলছেন যে, সেই মিসরীয় গুপ্তহন্তাদের মধ্যে চার হাজার জনকে সঙ্গে করে মরুভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিল। এরা সকলে ছিল ফেরারী আসামী, ডাকাত, ধর্ষণকারী, গলা-কাটা খুনী। যিহূদীদের ভেতরে সে সময় কতই না ভ্রষ্টতা দেখা গিয়েছিল, যখন একই সাথে তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা তাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন শান্তির পথে! কিন্তু যোসেফাস আমাদেরকে বলেছেন যে, "রোমীয় সম্রাট ফীলিক্স তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে চারশো জনকে হত্যা করেছিলেন, দুইশো জনকে বন্দী করেছিলেন এবং বাদবাকি সকলে পালিয়ে গিয়েছিল।"– এন্টিক ২০. ১৭১, যুদ্ধ ২. ২৬৩। ইউসেবিয়াসও এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, ইতি. ২. ২০। এটি ঘটেছিল সম্রাট ক্লৌডিয়াসের রাজত্বের তেরোতম বছরে, আলোচ্য সময়ের প্রায় তিন বছর আগে। সম্ভবত এই বিদ্রোহের নাটের গুরু পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল এবং প্রধান সেনাপতি এ কথা বলে শেষ করেন যে, যেভাবে লোকেরা পৌলকে আটক করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল এবং এতে করে যেভাবে শোরগোলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে করে তিনি সেই মিসরীয় আসামীর চাইতে কম কিছু নন। দেখুন, কীভাবে ভাল মানুষেরা সামান্য ভুলের কারণে এমন চরম অপবাদের শিকার হন।

৫. পৌল তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণাটি সংশোধন করলেন এবং এ কথা জানালেন যে, তিনি আসলে কে; তিনি আসলে এমন কোন দাগী আসামী ছিলেন না বা কোন অপরাধেই অপরাধী ছিলেন না। তিনি ছিলেন না কোন প্রবঞ্চক, কোন বিদ্রোহী কিংবা কোন রাষ্ট্রদ্রোহী, সেই মিসরীয়ের মত, যে তার নিজের সম্পর্কে কোন ভাল পরিচয় দিতে পারতো না। না, আমি এমন একজন মানুষ যে জাতিতে যিহূদী, আমি কোন মিসরীয় নই– আমি জাতিতে এবং ধর্মে দু'দিক থেকেই যিহূদী; আমি তার্ষ নগরের লোক, যার অবস্থান কিলিকিয়া প্রদেশে। আমার বাবা-মা ছিলেন সৎ এবং আমি নিজে উচ্চ শিক্ষিত (তার্ষে বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল)। এর পাশাপাশি আমি কোন সামান্য শহরের লোক নই। তিনি এই কথার মধ্য দিয়ে তার্ষের কথা বুঝিয়েছেন না কি রোমের কথা বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়; এ দু'টোর কোনটিই অখ্যাত শহর ছিল না এবং তিনি এই দু'টোরই নাগরিক ছিলেন। যদিও প্রধান সেনাপতি তার প্রতি এমন কুৎসিত সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, তিনি সেই মিসরীয় ছিলেন, তথাপি পৌল তার সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখলেন। তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন না এবং তিনি তাঁর ধৈর্য সম্বরণ করলেন। তিনি শুধুমাত্র নম্রভাবে এ কথা জানালেন যে, তাকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে তা সত্যি নয় এবং তিনি তার আসল পরিচয় জানালেন।

৬. তিনি বিনয়ের সাথে প্রধান সেনাপতির কাছে একটি অনুমতি চাইলেন, যিনি তখন তার বন্দী ছিলেন, যাতে করে তিনি লোকদের প্রতি কথা বলতে পারেন। তিনি কোন দায় হিসেবে তা চান নি, যদিও তার এমনটা অধিকার ছিল, কিন্তু তিনি সেনাপতির কাছে তা অনুরোধ হিসেবে উপস্থাপন করলেন, যা দিলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন: আমি আপনাকে ফরিয়াদ করি, লোকদের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন। প্রধান সেনাপতি তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য এবং তাঁর কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা

জানার জন্য, অন্য কোন কারণে নয়। এখন, যেহেতু এটি দেখানোর প্রয়োজন ছিল যে, তাঁর উপরে যে রং চড়ানো হয়েছে তা আসলে মিথ্যা, সে কারণে তিনি চাইলেন যেন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন; কারণ প্রকৃত আলোতে নিয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই এখন তার আর করণীয় ছিল না; তিনি এখানে তাঁর পরিচর্যা কাজের মঙ্গলময়তার উপরেও নির্ভর করতে পারছিলেন না, বরং তিনি এখানে তাঁর নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তার কথা বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন এবং এই সকল কথা তিনি তখনই বললেন, যে সময় এই সকল মিথ্যে অভিযোগ তাঁর উপরে উত্থাপিত হয়েছিল।

৭. তিনি তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য অনুমতি লাভ করলেন, কারণ তাঁর নিজের কোন উকিল নির্ধারণ করা ছিল না, যেখানে পিতার আত্মা তাঁকে নির্দেশনা ও পরিচালনা দান করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, মথি ১০:২০। প্রধান সেনাপতি তাঁকে অনুমতি দিলেন (পদ ৪০), যার কারণে তিনি এভাবে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা বলতে পারলেন এবং আরও সাহসের সাথে বলতে পারলেন। আমি বলবো যে, তিনি আসলে সেই প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে অনুগ্রহ পান নি, বরং ন্যায়বিচার পেয়েছেন, যা তিনি তাঁর দেশীয় যিহূদী ভাইদের কাছ থেকে পেতেন না; কারণ তারা তাঁর কথা শুনতে চাইতো না, কিন্তু এই সেনাপতি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি নিজেরও কৌতূহল মেটাতে চেয়েছিলেন। এই অনুমতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে:-

(১) লোকেরা পৌলের কথা শোনার জন্য মনোযোগী হয়েছিল: পৌল সিড়ির উপরে দাঁড়ালেন, যা এই ছোটখাট মানুষটিকে কিছুটা সুবিধা দিয়েছিল এবং সেই সাথে সাহসও যুগিয়েছিল, যাতে করে তিনি এই পরিস্থিতিতে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন। সেই পুলপিট ছিল এক দুঃখময় পুলপিট এবং তথাপি এর চেয়ে ভাল আর হয় না; সেই পুলপিট তার যথাযোগ্য মর্যাদা রেখেছিল, যদিও তা উযায়েরের কাঠের পুলপিটের মত ছিল না, যা তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি লোকদেরকে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন, তিনি তাদের নীরব হওয়ার ইঙ্গিত করলেন এবং ধৈর্য ধরতে বললেন, কারণ তাদের প্রতি তাঁর কিছু বলার রয়েছে; এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল, কারণ অবশ্যই সকলে তার আশে পাশের জনকে চুপ করতে বলেছিল এবং সকলেই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত প্রধান সেনাপতি নিজেও তার সৈন্যদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা লোকদেরকে চুপ করিয়ে দেয়; যদি লোকেরা কথা শুনতে না চায় বা চুপ করতে না চায়, কারণ তাহলে পৌলকে কথা বলতে অনুমতি দেওয়ার কোন মানেই হয় না। যখন খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের কথা কোথাও বলা হবে, সে সময় সেখানে পূর্ণ নীরবতা থাকা প্রয়োজন, যাতে করে আমরা আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে পারি এবং পরিপূর্ণভাবে তা গ্রহণ করতে পারি।

(২) পৌল কথা বলা শুরু করলেন, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধিকল্পে কাজ করছেন এবং সেই কারণে তিনি সত্যিকার অর্থে সমাজ-ঘরে বসে প্রচার করার মত

এখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এবং উৎসাহের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন: তিনি তাদের প্রতি হিব্রু ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের নিজেদের ভাষায়, যা ছিল তাদের জাতীয় ভাষা, যার প্রতি তাঁর দারুন এক সম্পর্কই শুধু ছিল না, সেই সাথে চমৎকার শ্রদ্ধাবোধও ছিল।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২২

বিগত অধ্যায়ের শেষ অংশে আমরা দেখেছি যে, পৌল বন্দী হয়েছেন এবং অগাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি যিরূশালেমের যিহূদীদের কাছ থেকে ঠিক সেই একই আচরণ পেয়েছেন, তথাপি তিনি বন্দী হওয়ার পর স্বাধীনভাবে তাঁর স্বপক্ষে কথা বলতে পেরেছিলেন, কারণ প্রধান সেনাপতি নিজে তাঁকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি তাঁর প্রতি যে কথা বলার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন, যাতে করে খ্রীষ্টের সম্মান এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়, যাতে করে তিনি ভুলতে পারেন যে, তিনি কী ধরনের বন্দীত্বের মাঝে রয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে একদমই উল্লেখ করেন নি, বরং খ্রীষ্ট তাঁর জীবনে যে ধরনের মহান কাজ সাধন করেছেন সে ব্যাপারে তিনি আনন্দের সাথে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন, এমন কি তার প্রতি যে অশোভন এবং নির্দয় আচরণ করা হল সে ব্যাপারে তিনি কোন অভিযোগও তুললেন না। এখানে আমরা দেখি:

ক. লোকদের প্রতি তাঁর সম্বোধন এবং তাঁর বক্তব্যে তাদের মনোযোগ, পদ ১,২।

খ. তিনি নিজের সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখলেন।

১. তাঁর জীবনের প্রথম অংশে তিনি কী ধরনের গোঁড়া যিহূদী ছিলেন, পদ ৩-৫।

২. কীভাবে তিনি অলৌকিকভাবে মন পরিবর্তন করলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করলেন, পদ ৬-১১।

৩. কীভাবে তিনি অননিয়ের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের স্বীকৃতি লাভ করলেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, পদ ১২-১৬।

৪. কীভাবে তিনি স্বর্গ থেকে সরাসরি আহ্বান লাভের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদের প্রতি একজন প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত হলেন, পদ ১৭-২১।

গ. জনতার বিশৃঙ্খলার কারণে তাঁর বক্তব্যে ছেদ পড়লো, যারা অযিহূদীদের পক্ষে কোন কথা শুনতে চাইছিল না এবং এই কারণে তাঁর উপরে ব্যাপক আক্রোশে ফেটে পড়লো তারা, পদ ২২,২৩।

ঘ. পৌলকে প্রধান সেনাপতি উত্তেজিত জনতার হাত থেকে দ্বিতীয়বারের মত উদ্ধার করলেন এবং কী কারণে জনতা তাঁর উপরে এমন ভয়ানকভাবে ঝাপিয়ে পড়ছে সে ব্যাপারে সঠিক কারণ অনুসন্ধান করলেন, পদ ২৪,২৫।

ঙ. পৌল একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দাবী করলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি বর্বর আচরণ থেকে আপাতত রক্ষা পেলেন, পদ ২৬-২৯।

চ. প্রধান সেনাপতি এই মামলাটি মহাপুরোহিতের বিচার সভায় নিলেন এবং পৌল সেখানে স্বপক্ষে আপীল করলেন, পদ ৩০।

প্রেরিত ২২:১-২ পদ

পৌল বিগত অধ্যায়ের শেষ পদে একটি বক্তব্য শুরু করতে যাচ্ছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি এক মহা শোরগোলের পর এই দারুন নীরবতা সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কতটা সমীহ পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং মানসিক শক্তি সহকারে তিনি নিজেকে লোকদের সামনে উপস্থাপন করলেন। এই মানুষটি এর আগে কখনোই এমন বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন নি, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে এর আগে এতটা বিক্ষোভ এবং আক্রোশের সৃষ্টিও হয় নি; আর তথাপি তিনি যা বলেছিলেন তার মাঝে ফুটে উঠেছিল যে:-

১. তিনি ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন ছিল শান্ত এবং অচঞ্চল। এভাবেই তিনি তাঁর নিজের কথার প্রমাণ দিলেন: এর কোন কিছুই আমাকে বিচলিত করে না; যেভাবে দায়ূদ বলেছিলেন (গীতসংহিতা ৩:৬), আমি সহস্র সহস্র লোক হতেও ভীত হব না, যারা আমার বিরুদ্ধে চারদিকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে।

২. তাঁর মাঝে কোন ধরনের দুঃখ বা কষ্টের ছাপ ছিল না। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছিল তার সবই ছিল ষড়যন্ত্রমূলক এবং অন্যায্য, তথাপি যে কোন লোককে খেপিয়ে তোলার জন্য তা যথেষ্ট ছিল, কারণ তা সরাসরি মন্দিরের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল, যখন প্রকৃতপক্ষে তিনি মন্দিরের বিপক্ষে তার সম্মান প্রদর্শন করতেই সেখানে গিয়েছিলেন। তথাপি কোন রাগান্বিত ভঙ্গি সকলের সামনে প্রকাশ করেন নি, বরং মেষকে যেভাবে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেভাবেই তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

খ. তিনি তাদেরকে যেভাবে সম্মানসূচক সম্বোধন করলেন, যদিও তারা তাঁর সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেছিল এবং তথাপি তিনি নম্রভাবে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন: "ভাইয়েরা ও পিতারা, পদ ১। আমি এখন আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। আপনারা যারা যুক্তি সহকারে কথা শোনেন এবং বিচার করেন, যারা যুক্তি দিয়ে পথ চলেন; ভাইয়েরা যাদের কাছে নিঃসন্দেহে ন্যায়বিচার আশা করা যায়। আপনারা সাধারণ মানুষের ভাই; আপনারা, পুরোহিতগণ ও পিতারা।" এভাবেই তিনি তাদেরকে জানালেন যে, তিনি নিজেও তাদের একজন ছিলেন এবং তিনি যিহূদী জাতির সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অস্বীকার করলেন না, বরং তিনি এখনও এর প্রতি ভালবাসা এবং সহমর্মিতা রয়েছে তা প্রকাশ করলেন। লক্ষ্য করুন, যদিও আমাদের মোটেও কারও প্রতি তোষামোদমূলক

সম্বোধন করা উচিত নয়, তথাপি আমাদের নিশ্চয়ই সকলের প্রতি সম্মান সূচকভাবে কথা বলা উচিত। যাদের প্রতি আমরা ভাল আচরণ করবো, তাদের প্রতি আমাদের অবশ্যই ভাল আচরণ করতে হবে এবং আমাদের ব্যবহার দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া বা তাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা উচিত হবে না। যদিও তিনি তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং প্রধান সেনাপতির অধীনে নিরাপত্তায় ছিলেন, তথাপি তিনি তাদের প্রতি দোষারোপ করায় প্রবৃত্ত হন নি। তিনি তাদেরকে এ কথা বলেন নি, শুনে রাখ বিদ্রোহীরা; বরং তিনি তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, ভাইয়েরা এবং পিতারা। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগই উত্থাপন করেন নি। তিনি তাদেরকে এভাবে দোষারোপ করার চেষ্টা করেন নি যে, শোন তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কী বলার রয়েছে। বরং তিনি বলেছেন, শোন আমার নিজের বিষয়ে আমার কী বলার রয়েছে: আমি এখন আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি; এক ন্যায্য এবং যৌক্তিক অনুরোধ, কারণ প্রত্যেক মানুষই যখন কোন দোষে অভিযুক্ত হয় তখন যদি তার নিজের পক্ষে যা কিছু বলার রয়েছে তা ধৈর্য সহকারে শোনা না হয় কিংবা আংশিকভাবে শোনা হয়, তাহলে অবশ্যই তার প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে না।

গ. তিনি যে ভাষায় কথা বলেছিলেন, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি আসলে নির্দিষ্টভাবে সেই জাতির উদ্দেশেই কথাগুলো বলছিলেন; তিনি হিব্রু ভাষায় কথা বলছিলেন, এর অর্থ হচ্ছে তিনি ইব্রীয়দের কথ্য ভাষায় কথা বলছিলেন, যা সেই সময়ে খাটি পুরাতন নিয়মের সময়কার হিব্রু ছিল না বরং সিরীয় ছিল, যা হিব্রু ভাষার একটি শাখা কিংবা অন্যভাবে বলা যায় এর একটি অপভ্রংশ, যেভাবে ল্যাটিন ভাষার ইটালিয়ান সংস্করণ এসেছে। তবে এখানে আমরা দেখতে পাই যে:-

১. তিনি তাঁর দেশীয় লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ যিহূদীদের প্রতি। যদিও অযিহূদীদের সাথে অনেক কথা বলেছিলেন, তথাপি তিনি যিহূদী ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিলেন তাঁর নিজের মাঝে এবং তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এই ভাষায় কথা বলতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর ফলে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে যিহূদী ছিলেন, কারণ তাঁর কথা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

২. তিনি যে কথা বলেছিলেন তা সকলেই বুঝতে পেরেছিল, কারণ এই ভাষাতেই সকলে কথা বলতো আর সেই কারণে এই ভাষায় কথা বললে নিশ্চয়ই তা লোকদের কাছে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ হত, যার মাধ্যমে তিনি তাদের মাঝে তাঁর প্রতি অনুকূল মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারতেন। আর সেই কারণেই যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, তিনি হিব্রু ভাষায় কথা বলছিলেন, তখন তারা আরও বেশি করে নীরবতা পালন করলেন। কীভাবে কীভাবে এমন কথা ভাবা যায় যে, লোকেরা যে ভাষা বোঝে না সেই ভাষায় তাদের প্রতি কথা বললে তারা তাতে সাড়া দেবে বা মনোযোগ দেবে? প্রধান সেনাপতি তাঁকে গ্রীক ভাষা বলতে শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন (প্রেরিত ২১:৩৭), যিহূদীরা তাঁকে হিব্রু ভাষায় কথা বলতে শুনে বিস্মিত হয়েছিল এবং এরপরে তারা উভয়েই তাঁর বিষয়ে ভাল কিছু ভাবতে শুরু

করেছিল। কিন্তু কেন তারা বিস্মিত হবে, যদি তারা এ বিষয়ে খোঁজ নেয় এবং জানতে পারে যে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রেরিতগণ যে কোন ভাষাতেই কথা বলতে পারেন! (১ করিন্থীয় ১৪:১৮): আমি তোমাদের যে কারও চেয়ে আরও বেশি ভাষায় কথা বলি। কিন্তু সত্য কথাটি হচ্ছে, অনেক জ্ঞানী এবং ভাল মানুষ তা উপেক্ষা করে কারণ তারা তা জানে না।

প্রেরিত ২২:৩-২১

এখানে পৌল এমন এক বর্ণনা তাঁর নিজের সম্পর্কে দিচ্ছেন যা শুধু প্রধান সেনাপতির কৌতূহলেরই জবাব দেবে না যে, তিনি আসলে সেই মিসরীয় ছিলেন না, কিন্তু সেই সাথে যিহূদীরাও বুঝতে পারবে যে, তিনি তাদেও উপাসনালয়ের এবং তাদের জাতির জন্য শত্রু ছিলেন না, যা তারা তাঁকে মনে করেছিল। তিনি মূলত যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে প্রচার করেছিলেন তা তিনি অযিহূদীদের মধ্যেই করেছিলেন, যা তিনি করেছিলেন এক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে। এখানে তিনি তাদেরকে বোঝালেন যে:-

ক. তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং তিনি কোথায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

১. তিনি তাদেরই জাতির একজন, ইসারাইল বংশীয়, অব্রাহামের বংশধর, একজন ইব্রীয়, তিনি কোন অজ্ঞাত পরিবার থেকে আসেন নি, কিংবা অন্য কোন জাতির সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া বংশ থেকে আসেন নি: "না, আমি তোমাদেরই একজন, কারণ আমিও জাতিতে যিহূদী, *aner Ioudaios*– আমি একজন যিহূদী; আমি তোমাদেরই লোক এবং যদিও আমার সাথে পশুর মত আচরণ করা হয়েছে, তথাপি আমি যিহূদী, আমি কোন বর্বর জাতির লোক নই। আমি তোমাদের একজন আন্তরিক বন্ধু এবং তোমাদের জাতির প্রতিও আমি বন্ধুভাবাপন্ন, কারণ আমি নিজেও এই জাতির লোক। আমি আমার নিজের গৃহই বিনষ্ট করবো যদি আমি তোমাদের আইন এবং তোমাদের উপাসনালয়ের বিরুদ্ধে কোন কাজ করি বা কথা বলি এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন করি।"

২. তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক স্বনামধ্যন্য স্থানে, আর তা হচ্ছে কিলিকিয়ার প্রদেশের শহর তার্ষ। তিনি সেই শহরে একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোন ক্রীতদাস হিসেবে নয়। তিনি সেখানে কোন দাস হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন নি, যেমনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যিহূদীদের মধ্যে দেখা যেত। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার ভদ্রবংশীয় লোক এবং নিশ্চয়ই সেই বিখ্যাত এবং প্রাচীন শহরে ফিরে গেলে তিনি তাঁর স্বাধীনতার সনদ পুনরুদ্ধার করতে পারতেন। এটি খুবই ছোট একটি বিষয় ছিল তাঁর কাছে এবং তিনি এটি নিয়ে মোটেও গর্ব করেন নি। তথাপি তিনি প্রয়োজনের সময় এই পরিচয়ের কথা ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে যেখানে তাঁকে অন্যায়ভাবে দোষের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৩. তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত। তিনি শুধুমাত্র একজন যিহূদী ছিলেন না, বরং

সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন ভদ্রলোক এবং একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁর শৈশবে, যে স্থান হচ্ছে যিহূদী শিক্ষা লাভের প্রাণকেন্দ্র, আর এখানেই তিনি গমলীয়েলের পায়ের কাছে বসে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যাকে সকলে যিহূদী আইন-কানুনের একজন বিখ্যাত শিক্ষক এবং ব্যাখ্যাকারী বলেই জানতো, আর তাঁকে দেখে পৌলও একজন বিখ্যাত শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। সে কারণে তিনি কোনভাবেই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন নি কিংবা এ সম্পর্কে সামান্যতম উদাসীন হওয়ারও কল্পনা করেন নি, বরং তিনি এর সবটুকুই আয়ত্ব করতে চেয়েছিলেন। তার পিতা -মাতা তাঁকে খুব অল্প বয়সেই এই বিদ্যা অর্জন করার জন্য যিরূশালেমে নিয়ে এসেছিলেন, কারণ তারা তাঁকে একজন ফরীশী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; আবার অনেকে মনে করেন যে, গমলীয়েলের পায়ের কাছে বসে তাঁর বড় হয়ে ওঠটা এ কথাই প্রকাশ করে না যে, তিনি তার একজন শিক্ষার্থী ছিলেন, বরং তিনি এর চেয়েও উপরের স্তরের কেউ ছিলেন এবং তিনি সবসময় গমলীয়েলের সাথে সাথে চলতেন ও তাঁর সমস্ত বক্তৃতায় তাঁকে সঙ্গ দিতেন, তাঁকে সবসময় পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তিনি সবসময় তাঁকে অনুসরণ করতেন। তিনি যা কিছু বলতেন তার সবই পৌল আত্মস্থ করতেন, যেভাবে মরিয়ম যীশুর পায়ের কাছে বসে তার বাক্য শ্রবণ করছিলেন।

৪. তিনি তাঁর জীবনের শুরুর দিকে যিহূদী ধর্মের অন্যতম একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন; তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিদ্যা অর্জন এই উদ্দেশ্যেই চালিত হয়েছিল। যিহূদী ধর্মের প্রতি যে কোন ধরনের অবমাননা এবং অপমান তিনি মোটেও সহ্য করতেন না এবং যে কোন যুবকের চেয়ে তিনি অনেক বেশি ভক্তি এবং ধার্মিকতা সহকারে যিহূদী ধর্ম পালন করতেন। তিনি নিজে ধর্ম পালনে যেমন কঠোর ছিলেন, তেমনি লোকদেরকেও তা পালন করানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কঠোর পন্থা অবলম্বন করতেন।

(১) তিনি ছিলেন যিহূদী ধর্মের একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান শিক্ষক এবং এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষা ছিল স্বচ্ছ। তিনি গমলীয়েলের পায়ের কাছে বসে এই বিদ্যা অর্জন করেছিলেন এবং তিনি যিহূদী পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার আইন-কানুন এবং যিহূদী ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বাধ্যগত ছিলেন, যার জুড়ি মেলা ভার ছিল। তিনি এ জ্ঞান চমৎকারভাবে আয়ত্ব করেছিলেন এবং তাঁর উপলব্ধিতে কোন খুঁত ছিল না, ***kata akribeian***– সবচেয়ে উপযুক্ত এবং যথাযথ প্রক্রিয়াতেই তিনি সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ফরীশীবাদের বাইরে অন্য কোন নীতি শিক্ষা অনুসারে বড় হন নি, তিনি সদ্দূকীদের কাছ থেকে শিক্ষা নেন নি, বরং তিনি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যে শিক্ষা মূলত ব্যবস্থার আইন-কানুন নিয়ে আলোচনা করে। তিনি তা খুব যত্নের সাথে পালন করেছিলেন এবং যতটা সম্ভব কঠোর ভাবেই তা পালন করেছিলেন। তিনি এই আইন-কানুনকে দেখেছেন প্রাচীনদের প্রথা হিসেবে, পূর্বপুরুষদের আইন হিসেবে, যে আইন তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এবং যা তাদের সন্তানদেরকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেইভাবে তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। পৌল ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও প্রথা এবং উপাসনালয়ের কর্তৃত্বকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা যে

কোন ফরীশীর মধ্যেই দেখা যেত; এবং পৌল যেভাবে যিহূদী ধর্মকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা আয়ত্ব করেছিলেন, সেভাবে তাঁর সমসাময়িক আর কোন যিহূদী করতে পেরেছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এমন কি তিনি ছাড়া অন্য কেউও নিশ্চয়ই এত সুন্দর করে এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে বা এর সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিতে পারতো না।

(২) তিনি তাদের ধর্মের একজন সক্রিয় শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক: আপনারা সকলে অদ্যাপি যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে গভীর আগ্রহী ছিলাম। অনেকেই ছিল যারা ধর্মতত্ত্বীয় শিক্ষা গ্রহণ করলেও এ নিয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না এবং তারা অন্যদের উপর এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজেরা চলে যেত। কিন্তু পৌল একজন রব্বির মতই অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তাঁর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আইনের যা কিছু সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে সে সব থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী ও আন্তরিক ছিলেন, সেই সাথে আইনে যা কিছু পালন করতে বলা হয়েছে তা পালন করার ব্যাপারেও তিনি যার-পর-নাই উৎসাহী ছিলেন, কারণ তিনি সবসময় চিন্তা করতেন যে, তিনি ঈশ্বরের সম্মানের ও মর্যাদার জন্য কাজ করছেন এবং তিনি তাঁরই ইচ্ছা ও পরিকল্পনা সাধনে কাজ করছেন। এখানে তিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে আন্তরিক এবং সদয় মনোভাব সহকারে প্রশংসা করছেন, কেননা আমি তাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা জ্ঞান অনুযায়ী নয় (রোমীয় ১০:২)। পৌলকে ঘৃণা করা এবং তাঁকে বের করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা এ কথা প্রকাশ করেছে যে, প্রভু মহিমান্বিত হোন (যিশাইয় ৬৬:৫) এবং যদিও এই কাজ তারা করেছিল তাদের রাগ মেটানোর জন্য, তথাপি এই কাজের পরেও পৌল এই প্রার্থনা করেছিলেন, পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর, যেভাবে খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ তারা কী কাজ করছে তা জানে না। যখন পৌল এ কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি মোশির আইন অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত গভীর উৎসাহী ছিলেন, যেমনটা তারা আজকে রয়েছে, এর মধ্য দিয়ে তিনি এ কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি আশা করছেন এক দিন তারাও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহী হবে, যেমন তারা আজকে এই দিনে উৎসাহী।

খ. তিনি তাঁর কাজের শুরুতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ও এর অনুসারীদের প্রতি কেমন ভয়ঙ্কর নির্যাতনকারী ছিলেন, পদ ৪, ৫। তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন আরও বেশি পরিষ্কারভাবে এবং স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে, যাতে করে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, তার উপরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, অর্থাৎ যখন তিনি খ্রীষ্টান বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সে সময় তাঁর ভেতরে খাঁটি স্বর্গীয় শক্তি কাজ করেছিল; কারণ বিশেষ করে এর আগে তিনি যে ধর্মের প্রতি এত বেশি ঘৃণা পোষণ করতেন, সেই ধর্মের প্রতিই তিনি এখন বিশ্বাস করলেন, যা খুবই অবিশ্বাস্য একটি বিষয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস করার আগে তিনি খ্রীষ্টানদের প্রতি চরম শত্রুতাপূর্ণ ছিলেন এবং তিনি এর প্রতি শেষ সীমা পর্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। সম্ভবত ঈশ্বর তার এই পরিস্থিতি দেখে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করেছিলেন এবং ধার্মিক ঈশ্বর তাঁকে একজন অধার্মিক এবং নির্যাতনকানী ব্যক্তি থেকে একজন ধার্মিক এবং ন্যায়বান ব্যক্তিতে রূপান্তর করেছিলেন। এখন তিনি তাঁকে এমন একজন মানুষে

রূপান্তর করেছেন, যিনি লোকদেরকে মন পরিবর্তনের নিমন্ত্রণ দেবেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দান করবেন, কারণ তিনি নিজেও একজন ঈশ্বরনিন্দাকারী ছিলেন এবং একজন নির্যাতনকারী ছিলেন, তথাপি তিনি দয়া লাভ করেছেন। আসুন আমরা দেখি একজন নির্যাতনকারী হিসেবে পৌলের চিত্র কেমন ছিল:

১. তিনি খ্রীষ্টান ধর্মকে তাঁর নৈতিক শত্রু বলে বিবেচনা করতেন: আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের লোকদের প্রতি অত্যাচার করতাম, এর অর্থ হচ্ছে, "যারা এই পথে চলতো আমি তাদেরকে হত্যা করার পণ করেছিলাম।" তিনি প্রভুর শিষ্যদের হত্যা করবেন বলে ভয় প্রদর্শন করতেন (প্রেরিত ৯:১)। যখন তাঁদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হত, সে সময়ে তিনি সম্মতি প্রকাশ করতেন (প্রেরিত ২৬:১০)। শুধু তাই নয়, তিনি সে সময় শুধু যারা সেই পথে চলতো তাদেরকেই নির্যাতন করেছিলেন তা নয়, সেই সাথে সেই পথকেও তিনি বাঁধা দিয়েছেন ও বিক্ষুব্ধ করেছেন, যার নাম খ্রীষ্টান ধর্ম। তিনি এই ধর্মকে বিনাশ করে দিতে চেয়েছিলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমৃত্যু অটল থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অনেকে এভাবেই উক্তিটির ব্যাখ্যা করে থাকেন। তিনি সন্তুষ্টির সাথে তার জীবন বিলিয়ে দিতে পারতেন এবং তার পরম প্রিয় প্রাণ বিপন্ন করতে পারতেন, যদি তার জন্য তার পিতা ও পূর্বপুরুষদের আইন-কানুন ও রীতি-নীতি রক্ষা করার জন্য এ ধরনের কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত।

২. তিনি লোকদেরকে এই পথ থেকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা করেছেন। তিনি পুরুষ এবং নারী সকলকেই ধরে কারাগারে বন্দী করেছেন। তিনি খ্রীষ্টানদের দিয়ে কারাগার পূর্ণ করেছেন। আর এখন তিনি নিজেই বন্দী হয়েছে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এই বিশেষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করলেন যে, তিনি খ্রীষ্টানদের বন্দী করেছিলেন এবং তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে এ কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং এজন্য সমভাবে অনুশোচনা করেছিলেন যে, তিনি শুধু পুরুষদেরকেই বন্দী করেছিলেন তা নয়, সেই সাথে তিনি নারীদেরকেও বন্দী করেছিলেন, যারা দুর্বল ও স্পর্শকাতর বলে জ্ঞাত, যাদের সাথে অবশ্যই ভদ্রতা এবং সম্ভ্রমের সাথে আচরণ করা উচিত।

৩. তাকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতন করার কাজে নিয়োজিত করেছিল মহান সেনহেড্রিন, মহাপুরোহিত এবং সমস্ত প্রাচীনবর্গ। তারা তাঁকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছিল, যাতে করে তিনি যিরূশালেম সহ সকল স্থানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতন চালাতে পারেন; কারণ ইতোমধ্যে যিহূদী ধর্মের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং ভালবাসার কারণে তিনি সকলে দৃষ্টি কেড়েছিলেন, পদ ৫। মহাপুরোহিত তার পক্ষে নিশ্চয়ই সাক্ষী দিয়েছিলেন যে, তিনি ইতোমধ্যে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে অনেক কাজ করেছিলেন। যখন তারা শুনতে পেয়েছিলেন যে, দামেস্কের অনেক যিহূদীরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তখন তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই ধর্ম পরিবর্তন ঠেকাতে চাইলেন এবং তারা মনে করলেন যে, এই কাজে পৌলের চেয়ে ভাল আর কেউ হবে না।

সে সময় দামেস্কের যিহূদীরা, যারা যিরূশালেমের যিহূদীদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন, তারা এই বলে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে অনেক খ্রীষ্টান রয়েছে যারা যিহূদীদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করছে। এই কারণে যিরূশালেম থেকে শীঘ্র পৌলকে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তিনি দ্রুত গিয়ে সেখানে খ্রীষ্টানদের কার্যক্রম প্রতিহত করেন। তিনি সেখানে গিয়ে যিরূশালেমের মত করে খ্রীষ্টানদেরকে বন্দী করতে এবং তাদেরকে যিরূশালেমে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, সেই সাথে তাদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে যিহূদী বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে এবং ইস্রায়েলদের ঈশ্বরের উপাসনা করতে বাধ্য করতে মন স্থির করেছিলেন; আর এ কারণেই তিনি চেয়েছিলেন ভয় দেখিয়ে কিংবা মৃত্যু ভয়ে ভীত করে তাদেরকে খ্রীষ্টান বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনতে। এভাবেই শৌল মণ্ডলীতে বিভিষীকা সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে এগিয়ে চলছিলেন, তিনি যেখানেই যাচ্ছিলেন সেখানেই তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করছিলেন এবং সমূলে বিনাশ করছিলেন। "এমনই একজন," পৌল বলছেন, "আমি ছিলাম প্রথম জীবনে, এখন ঠিক আপনার যেমন রয়েছেন। আমি জানি একজন নির্যাতনকারীর হৃদয় কেমন থাকে এবং সেই কারণে আপনাদের জন্য আমার করুণা হয়। আমি আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যেমন করেছেন তেমনি আপনার হৃদয়েও পরিবর্তন সাধন করেন। নতুবা আমি কে যে, ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষী হব?"

গ. কীভাবে তিনি মন পরিবর্তন করেছিলেন এবং এখন তিনি কী হয়েছেন। এটি কোন স্বাভাবিক বা কোন বাহ্যিক কোন কারণে ঘটে নি। তিনি কোন খ্যাতি লাভের জন্যও তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করেন নি; কারণ তিনি সে সময় যার-পর-নাই মন্দতায় আক্রান্ত ছিলেন এই লোকেরা এখন যেমন রয়েছে সে রকম; কিংবা এটি কোন অসন্তুষ্টির কারণেও ঘটে নি যে, তিনি তাঁর কাজের ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে তিনি নিজেই অনুশোচনাবশত ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন, কারণ তিনি সে সময় যিহূদী ধর্মের মান রক্ষার জন্য জীবন বাজি ধরতেও প্রস্তুত ছিলেন। তার মধ্য থেকে এ ধরনের মন পরিবর্তন তখন মোটেও কল্পনীয় ছিল না। তিনি সে সময় পুরোদমে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁর নিজের চিন্তা প্রসূত সিদ্ধান্তে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ এতে করে তিনি সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর পরিমাণে অপমানিত হতেন এবং সমস্যা গ্রস্থ হতেন; কিংবা তিনি প্রেরিতদের সাথে কিংবা অন্য কোন খ্রীষ্টানদের সাথেও কখনো সেভাবে কথা বলেন নি যে, এর ফলে তিনি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন পরিবর্তন করবেন। তিনি যে রকম একগুয়ে এবং বদ্‌মেজাজী ছিলেন তাতে করে তাঁকে জোর-জবরদস্তি করে কেউ যে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর কোন কিছুই ঘটে নি, কারণ এই সকল কৃতিত্বের মূলে ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনিই সমস্ত কিছুর পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, যা কখনো ঘটার কথা ছিল না। তিনি সেই আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন, যার কারণে পৌলের ভেতরে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যারা পৌলের এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা জানতে পেরেছিলেন, তাদের জন্য এটি ছিল এক দারুন সাক্ষ্য, যার মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, পৌলের মন পরিবর্তনের মূলে ছিল এক মহা আশ্চর্য কাজ; এর জন্য কেউই তাঁকে এই দোষ দিতে পারবে না যে,

তিনি নিজেই মন পরিবর্তন করেছেন, কারণ ঈশ্বর নিজেই তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন এবং তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন। পৌল নিজে এই কথা সকলের সামনে সাক্ষ্য হিসেবে প্রকাশ করেছেন, যা আমরা এর আগেও শুনেছি (প্রেরিত ৯ অধ্যায়), কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেন এটি যে যথার্থই ঈশ্বরের কাজ তা দেখানো সম্ভব হয়।

১. খ্রীষ্ট তাঁকে বন্দী করার আগ পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টানদেরকে বন্দী করা ও নির্যাতন করার কাজেই কেবলমাত্র সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। তিনি সে সময়ও যাত্রাপুস্তক পথে ছিলেন এবং তিনি দামেস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন (পদ ৬) এবং তাঁর ভেতরে সে সময় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন করার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই ছিল না। তাঁর মধ্যে তাদের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতির লেশও ছিল না। তখনও তিনি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর জন্য ছিলেন একজন ভয়ঙ্কর শত্রু, একজন মহা দুর্বৃত্ত।

২. সে সময় স্বর্গ থেকে তাঁর উপরে একটি মহা আলো বর্ষিত হল। সেটি ছিল এক মহা আলো, যা হঠৎ করে তাঁর উপরে বর্ষিত হল এবং যিহূদীরা এ কথা বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর নিজেই হচ্ছেন আলো এবং তাঁর স্বর্গদূতরা হচ্ছেন আলোর স্বর্গদূত এবং এই তীব্র আলো হঠৎ করে মধ্য দুপুরে বর্ষিত হল এবং সেই আলো এতটাই তীব্র ছিল যে, তা সূর্যকে ঢেকে দিয়েছিল, আর তাই বলা হয়েছে যে, এই আলো ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল। যদি এই আলো ব্যক্তিগতভাবে কোন ঘরে পৌলের সামনে বর্ষিত হত, তাহলে নিশ্চয়ই বলার একটি অজুহাত পাওয়া যেত যে, পৌল মিথ্যে কথা বলছেন। কিন্তু এই আলো বর্ষিত হয়েছিল পূর্ণ দিনের আলোতে প্রকাশ্যে সকলের সামনে, আর তাই এটি সকলের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার এবং প্রমাণিত হয়েছিল। সেই আলো এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তা পৌলকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল (পদ ৭) এবং তাঁর সাথে যারা যারা ছিল তাদেরকেও ফেলে দিয়েছিল, প্রেরিত ২৬:১৪)। তারা এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সেই আলোতে প্রভু ছিলেন।

৩. এটি ছিল এমন একটি কণ্ঠ যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল এবং সেই কণ্ঠস্বর ছিল যীশু খ্রীষ্টের, যার সম্পর্কে পৌল এর আগে কোন ধরনের ঘৃণা ছাড়া আর কোন মনভাবই ধারণ করতে পারেন নি। কণ্ঠস্বরটি তাঁকে নাম ধরে ডেকেছিল, যাতে করে তিনি অন্য সকলের কাছ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে সনাক্ত করতে পারেন যারা পৌলের সাথে যাত্রাপুস্তক করছিলেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে অত্যাচার করছো? এবং তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কে প্রভু? এর উত্তর দেওয়া হল, "আমি নাসরতীয় যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছো, পদ ৮। এর মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এই নাসরতীয় যীশু, যাঁকে তারা ইতোমধ্যে নির্যাতন করছেন, তিনি এখন স্বর্গে রয়েছেন এবং তারা জানতেন যে, এমন একজন সত্তার বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, ইব্রীয় ১২:২৫।

৪. পাছে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, "এই আলো এবং কণ্ঠস্বর কীভাবে তার উপর এমন

পরিবর্তন সাধন করলো এবং যারা তাঁর সাথে ভ্রমণ করছিলেন তাদের একেবারেই কোন পরিবর্তন সাধিত হল না?" (যদিও এটি খুবই সম্ভব যে, এর এক দারুন প্রভাব পড়েছিল তাদের উপর এবং তারাও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছিলেন), সে কারণে তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর সহ ভ্রমণকারীরাও অবশ্যই এই আলো দেখেছিল এবং তারা এই ভয় পেয়েছিল যে, স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। সে কারণে তারা সম্ভবত আর সেই পথে এগোয় নি, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের চলার পথ উত্তম ছিল না, কিন্তু বিলিয়মের মত যখন তিনি ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিতে চলেছিলেন তখন যেমন একজন জ্বলন্ত তলোয়ার সহকারে স্বর্গদূতকে দেখেছিলেন, সে সময় তিনি ভীত ছিলেন এবং প্রথমে স্বর্গদূতকে দেখেন নি। তাই তারা তারাও একইভাবে এই কণ্ঠস্বর শুনতে পান নি এবং পৌলের কাছে এই কণ্ঠস্বরকে কথাও বলতে শোনেন নি। এখন যেহেতু বিশ্বাস আসে শ্রবণের মধ্য দিয়ে, সেই কারণে এই যে পরিবর্তন সাধিত হল, তা সাধিত হয়েছিল শ্রবণের মধ্য দিয়ে, কারণ তিনি সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন এবং তার শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। শুধুমাত্র আলোর কারণে এই মন পরিবর্তন সাধিত হয় নি, বরং হয়েছিল কথা শোনার কারণেই।

৫. তিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করলেন যে, যখন তিনি এভাবে চমকিত হয়েছিলেন, তিনি সে সময় এভাবেই নিজেকে এই স্বর্গীয় পরিচালনার অধীনে সপে দিয়েছিলেন; তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই বলে চিৎকার করে ওঠেন নি যে, "ঠিক আছে, আমি একজন খ্রীষ্টান হতে চাই," বরং তিনি বলেছেন, "আমি এখন কী করবো প্রভু? যে কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমাকে থামিয়ে দিয়েছে, সেই একই কণ্ঠস্বর আমাকে পরিচালনা দান করুক এবং সঠিক পথে নিয়ে চলুক, পদ ১০। প্রভু, আমাকে বলুন আমাকে কী করতে হবে, আর আমি তা-ই করবো।" আর তাৎক্ষণিকভাবে তিনি নির্দেশনা পেয়েছিলেন যে, তাকে দামেস্কে যেতে হবে এবং সেখানে গেলে পর তিনি পরবর্তী নির্দেশনা লাভ করবেন: "আর স্বর্গ থেকে কথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই, সেখানে গেলেই তোমাকে পরবর্তী নির্দেশনা দেওয়া হবে, তোমারই মত একজন মানুষ সেখানে তোমার কাছে সেই নির্দেশনা পৌঁছে দেবে, যিনি তোমার সাথে এখন কথা বলছেন তারই নামে তিনি তোমাকে সেই নির্দেশনা দান করবেন, সেই নির্দেশনা অনুসারে কাজ করলেই তুমি সমস্ত দিক-নির্দেশনা পেয়ে যাবে।" দর্শন, কণ্ঠস্বর এবং স্বর্গদূতদের উপস্থিতির মাধ্যমে নতুন নিয়ম এবং পুরাতন নিয়ম উভয় স্থানেই যে দারুন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের অবতারণা করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে, এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কিংবা পরিচর্যা কাজের ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল না, বরং সেই সাথে বিভিন্ন সময়ে মানুষকে দিক-নির্দেশনা দেওয়াও এর উদ্দেশ্য ছিল। স্বর্গদূত নিজে কর্ণীলিয়ের কাছে প্রচার করেন নি, বরং তিনি পিতরকে তার কাছে প্রেরণ করেছিলেন; যাতে করে তিনি গিয়ে কর্ণীলিয়ের কাছে প্রচার করেন। এভাবেই এখানেও এই কণ্ঠস্বর পৌলকে বলছেন না যে, তাঁকে কী করতে হবে, বরং তিনি তাঁকে দামেস্কে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন, সেখানেই একজন মানুষ এসে তাঁকে জানিয়ে যাবেন যে, তাঁকে কী করতে হবে।

৬. তাঁর উপরে সেই মহান আলো যে মহত্ত্ব স্থাপন করেছিল, তার প্রভাবে তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে সেই আলোর কারণে তাঁর চোখের অবস্থা কী হয়েছিল (পদ ১১): আমি সেই আলোর মহিমার কারণে কোন দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সেই আলোটি তাঁকে তৎক্ষণিকভাবে আঘাত করে অন্ধ করে দিয়েছিল। *Nimium sensibile lædit sensum*– আলোর তীব্রতা তাঁর চোখ ধাধিয়ে দিয়েছিল। দোষীকৃত পাপীরা এই দোষারোপের কারণে অন্ধ হয়ে যায়, যেখানে সাদুমীয় এবং মিসরীয়দের হয়েছিল তাদের অন্ধকারের শক্তির কারণে, আর এই অন্ধত্ব ছিল স্থায়ী, যেমন ছিল অবিশ্বাসী যিহূদীদের। কিন্তু যে পাপীদের মন ফেরাবার সুযোগ থাকে, তারা সাময়িক সময়ের জন্য অন্ধ হয়ে যায়, যেমন এখানে পৌল হয়েছেন, অন্ধকারের কারণে নয়, বরং আলোর উজ্জ্বলতার কারণে; তাঁর এই যে ক্ষতি সাধন করা হল তা সাময়িক এবং তাঁর মঙ্গলের জন্যই, যেভাবে সেই অন্ধ লোকটির চোখে যীশু কাদা দিয়েছিলেন, যাতে করে সে স্পষ্ট দেখতে পায়। যারা পৌলের সাথে ছিল তাদের চেহারায় সরাসরি আলোটি পড়ে নি, যেভাবে পৌলের উপরে পড়েছিল, আর সেই কারণে তারা অন্ধ হয় নি, কিন্তু পৌল হয়েছিলেন; তথাপি এই বিষয়টি বিবেচনা করে কে না তাদের বদলে পৌলের ভাগ্য বরণ করে নিতে চাইবে? তাদের দৃষ্টি তখন পর্যন্ত ভাল ছিল বলে তারা পৌলকে ধরে শহরের ভেতরে হাত ধরে নিয়ে গেল। পৌল একজন ফরীশী হওয়ায় তাঁর আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাঁর অত্যন্ত গর্ব ছিল। ফরীশীরা বলেছিল, আমরাও কি অন্ধ? যোহন ৯:৪০। শুধু তাই নয়, তারা এমনই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, তারা নিজেরাই অন্ধকে পথ দেখানোর জন্য নির্দেশনা দিতে চাইতো এবং নিজেদেরকে সেজন্য যোগ্য বলে মনে করতো এবং যারা অন্ধকারে রয়েছে তাদেরকে আলো দেখাবার জন্য তারা নিজেদেরকে যথাযোগ্য বলে মনে করতো, রোমীয় ২:১৯। এখন পৌল আঘাত পেয়েছিলেন সেই মহান আলোর দ্বারা, যা তাঁকে তাঁর আত্মিক অন্ধত্ব সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছিল এবং তাঁর যে সমস্ত ভুল ছিল সে সম্পর্কে বুঝতে শিখিয়েছিল, যখন তিনি আইন ছাড়াও জীবিত অবস্থায় ছিলেন, রোমীয় ৭:৯।

ঘ. কীভাবে তাঁর যা হয়েছিল তাতে করে তিনি নিশ্চয়তা পেলেন এবং এরপরে তাকে কী করতে হবে সে ব্যাপারে যে নির্দেশনা পেলেন অননিয়ের মাধ্যমে, যিনি দামেস্ক শহরেই বাস করতেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. এখানে অননিয়ের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি এমন কোন মানুষ ছিলেন না যার যিহূদী জাতি বা ধর্মের প্রতি কোন ধরনের বিদ্বেষ ছিল, তবে আইন-কানুন ও ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বাধ্যতা ছিল; যদি তিনি জন্মসূত্রে যিহূদী না হয়ে থাকেন, তথাপি তিনি নিশ্চয়ই ভিন্ন জাতি থেকে যিহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই কারণে তাকে ধার্মিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই কারণেই তিনি পরবর্তী সময়ে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন; এবং তিনি নিজেকে এমনভাবে পরিচালিত করেছেন যার ফলে তার সম্পর্কে দামেস্কের সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে ভাল ধারণা ছিল। ইনিই হচ্ছে প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, যিনি পৌলের সাথে কোন ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলতে এসেছেন এবং ব্যাপারটি এমন ছিল না যে, এর ফলে পৌল তাকে দোষী বলে বা ব্যবস্থা বা পবিত্র স্থানের প্রতি ক্ষতি সাধনকারী

হিসেবে অভিযুক্ত করবেন।

২. তার মধ্য দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পৌলের চোখ সুস্থ করা হল, যা ছিল পৌলের কাছে অননিয়ের আগমনের উদ্দেশ্য এবং সাক্ষ্যসিদ্ধ করার জন্য কৃত আশ্চর্য কাজ, সেই সাথে তিনি এরপরে যা কিছু বলবেন তার নিশ্চয়তা দানের কাজ। তিনি তাঁর কাছে আসলেন (পদ ১৩); এবং তিনি যে খ্রীষ্টের কাছ থেকেই এসেছেন এ বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত করার জন্য (সেই একই ব্যক্তি যিনি তাঁকে আঘাত করেছিলেন এবং এখন তাঁকে সুস্থ করবেন, তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তাঁকে বন্দী করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এখন তা আবার ফিরিয়ে দেবেন এবং তাতে থাকবে নতুন দৃষ্টি), তিনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ভাই শৌল, দৃষ্টিপ্রাপ্ত হও। এই কথার মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহিত হল এবং ঠিক সেই দণ্ডেই তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং তাকিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন, তিনি অননিয়ের কাছ থেকে তখনই সেই নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যা খ্রীষ্ট তাকে দিয়েছিলেন।

৩. অননিয় তার প্রতি অনুগ্রহের কথা জানাতে যে বিশেষ ঘোষণা দিলেন, আর তা ছিল এক অবিস্মরণীয় অনুগ্রহ, যা প্রভু যীশু পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁকে অন্য যে কারও চেয়ে মহান অবস্থানে নেওয়ার জন্য।

(১) তিনি বর্তমানে তাঁর কাছে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করলেন (পদ ১৪): আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আপনাকে নির্বাচিত করেছেন। এই শক্তিশালী আহ্বান হচ্ছে এক বিশেষ নির্বাচনের ফল; অননিয় ঈশ্বরকে আমাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করায় এটি স্পষ্ট হয় যে, তিনি নিজে জন্মসূত্রে যিহূদী ছিলেন, তিনি পূর্বপুরুষদের আইন ও ব্যবস্থা মেনে চলতেন এবং তিনি পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তার উপরে বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে তিনি নিজেই এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কেন তিনি শৌলকে সম্বোধন করেছিলেন, ভাই শৌল, যখন তিনি ঈশ্বরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করলেন: আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে নিযুক্ত করেছেন:

[১] যেন তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পার, তাঁর যে ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তোমার মধ্য দিয়ে সাধিত হবে, যে স্বর্গীয় পরিকল্পনা তোমার জন্যই রচনা করা হয়েছে। তিনিই তোমাকে নির্বাচন করেছেন যাতে করে তুমি জানতে পার যে, তুমি কতটা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছ; মানুষের দ্বারা নয় বা মানুষের কাছ থেকেও নয়, কিন্তু স্বয়ং খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, গালাতীয় ১:১, ১২। যাদেরকে ঈশ্বর নির্বাচন করেছেন তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাবেন এবং তিনি তাঁর পরিকল্পনা তাঁকে জ্ঞাত করবেন।

[২] তুমি নিশ্চয়ই সেই ধার্মিক ব্যক্তিকে দেখতে পাবে এবং তাঁর মুখ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে এবং সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারবে। এমনই ছিলেন পৌল, যাঁকে এক অসাধারণ প্রক্রিয়ায় অন্যদের উপরে নির্বাচন করা হয়েছিল; এটি ছিল এক আলাদা অনুগ্রহ সূচক কাজ, যাতে করে তিনি খ্রীষ্টকে তার স্বর্গারোহণের পরেও

আবার স্বমহিমায় দেখতে পান। স্তিফান তাঁকে ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, কিন্তু পৌল তাঁকে তাঁর নিজেরই সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন। এই সম্মান আর কারও নয়, একমাত্র পৌলেরই। স্তিফান যীশু খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, তিনি তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন কি না, যিনি বলেছিলেন, সকলের শেষে অসময়ে জন্মেছি যে আমি, আমাকেও দেখা দিলেন, ১ করিন্থীয় ১৫:৮। এখানে যীশুকে সম্বোধন করা হয়েছে সেই ধার্মিক জন বলে; কারণ যীশু খ্রীষ্ট সত্যিকার অর্থে ধার্মিক ব্যক্তি এবং তিনি অন্যায্যভাবে কষ্টভোগ করেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানানোর জন্য নির্বাচন করেছেন, তাদের নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের উপরে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাঁকে দেখতে হবে এবং তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনতে হবে; কারণ তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর তাঁর সকল ইচ্ছা মানুষের কাছে জ্ঞাত করবেন, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা আমাদের কাছে জানাবেন এবং তিনি বললেন, তুমি তাঁর কথা শুনলে।

(২) তাঁর কাছে যে দর্শন দেওয়া হয়েছে তা তিনি অন্যদের কাছে প্রকাশ করবেন (পদ ১৫): "কারণ তুমি যা যা দেখেছ ও শুনেছ, সেই বিষয়ে সকল মানুষের কাছে তাঁর সাক্ষী হবে। শুধুমাত্র তাঁর অনুগ্রহের প্রতিমূর্তিই তুমি হবে না, বরং সেই সাথে তুমি তাঁর বাক্য মুখে প্রচার করবে– *viva voce*; তুমি তাঁর সুসমাচার প্রচার করবে, যেভাবে তুমি এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ এবং তা তোমাকে যেভাবে পরিবর্তিত করেছে; তুমি সকল মানুষের কাছে এর সাক্ষী হবে, যেমন যিহূদীদের কাছে তেমনই অযিহূদীদের কাছে। যা কিছু তুমি দেখলে ও শুনলে তার সবই তুমি তাদেরকে জানাবে।" পৌলকে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলতে দেখা যায় এখানে এবং ২৬ অধ্যায়ে। সে কারণে আমাদের অবশ্যই এমনটি মনে করার কারণ রয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রচারের মাঝে প্রায়শই এই ঘটন-ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লোকদের নিশ্চয়ই প্রায়ই বলতেন যে, ঈশ্বর তাঁর আত্মার জন্য কী করেছেন, যাতে করে তারাও তাদের আত্মার জন্য এমন মঙ্গল সাধন করতে উৎসাহী হয়।

৪. তিনি তাঁকে কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানালেন (পদ ১৬): উঠ, বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর। তিনি তাঁর তক্‌ছেদ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হতে হবে– তাঁকে অবশ্যই খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে এবং এর সকল সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, সেই সাথে এর সমস্ত নীতির কাছে নিজেকে বাধ্যগত করে তুলতে হবে। আর এই সব কিছু এই কথোপকথন শেষ হওয়ার পর পরই সাধিত হতে হবে। তাঁকে তক্‌ছেদের পাশাপাশি এই সকল আনুষ্ঠানিকতাও পালন করতে হবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে ও তার বংশধরদের কাছে সবসময় অনুগ্রহ আসে, যেমন এসেছিল অব্রাহাম ও তাঁর বিশ্বাসী বংশের কাছে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আসা ধার্মিকতার চিহ্ন।

(১) মহান সুসমাচারের সুযোগ, যা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতি সীলমোহরকৃত হয়েছে এবং তা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি লাভের চিহ্ন: বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর এবং পাপ

থেকে মুক্তি লাভ কর; এর অর্থ হচ্ছে, "যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তোমার পাপের ক্ষমার শান্তি লাভ কর এবং তাঁর ধার্মিকতা গ্রহণ কর, সেই সাথে তোমার ভ্রষ্টতার জন্য এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর," কারণ আমাদের সত্তার পরিষ্কৃত হওয়ার মধ্যে রয়েছে এর ন্যায্যকৃত হওয়া এবং পবিত্রীকৃত হওয়া উভয়ই, ১ করিন্থীয় ৬:১১। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এর চিহ্নের অধীনে বিশ্রাম গ্রহণ করবে তা নয়, বরং নিশ্চিত হতে হবে যে, এর মধ্য দিয়ে সত্যিই পাপ দূরীভূত হয়েছে কি না।

(২) আমাদের মহান সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব যা আমাদের বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমরা করার জন্য বাধ্যগত হয়েছি, যা আমাদের জন্য প্রভুর নামে, যীশু খ্রীষ্টের নামে আহ্বান করা হয়েছে; যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের প্রভু এবং ঈশ্বর বলে স্বীকার করি এবং তাঁর প্রতি নিজেদেরকে সমর্পণ করি; যেন তাঁকে সমস্ত সম্মান প্রদান করি, আমাদের সকল আবেদন তাঁর হাতে সমর্পণ করি। আমরা যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকি (দায়ূদ সন্তান, আমাদের উপরে দয়া করুন), যা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, ১ করিন্থীয় ১:২। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে, প্রভুর নামে ডাকতে হবে; এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করতে হবে এবং তাঁর উপরে ও তাঁর ধার্মিকতার উপরে নির্ভর করতে হবে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে আর অব্রাহামের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করার প্রয়োজন নেই, বরং এখন তাঁকে সম্বোধন করতে হবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা নামে। তিনিই যীশু খ্রীষ্টের কারণে আমাদের পিতা হয়েছেন এবং প্রতি প্রার্থনায় তিনি আমাদের উপরে চোখ রাখেন যীশু খ্রীষ্টের নামের কারণে।

(৩) আমাদেরকে এটি অবশ্যই দ্রুত করতে হবে। কেন বিলম্ব করছো? খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযোগ সাধন অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, যা কোন মতেই হেলা ফেলা করা উচিত নয়। এই বিষয়টি এতটাই পরিষ্কার যে, এ নিয়ে কোন বিতর্ক বা দ্বিধার কিছু নেই, আর এর জটিলতা এত বেশি যে, দেরি করাটাই বোকামি। কেন এই কাজটি এখনই সময় থাকতেই আমরা করবো না, যেখানে আমরা জানি যে, কাজটি না করলে আমরা শেষ হয়ে যাব?

ঙ. কীভাবে তিনি অযিহূদীদের কাছে যাওয়ার এবং সুসমাচার প্রচার করার মহান দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। এটিই ছিল সেই মহান কাজ, যার জন্য যিহূদীরা তাঁর উপরে মহা ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং এই কারণেই এখানে তার এই বক্তব্য প্রদান করা এবং নিজের পক্ষে স্বর্গীয় এই সাক্ষ্য প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ছিল, আর তিনি ঠিক তা-ই করেছেন। তিনি এই দায়িত্ব এই কথোপকথন করার সময় পান নি, কারণ এই স্থানটি হচ্ছে যিরূশালেম এবং এখানে তিনি তিন বছর বা তারও বেশি না হওয়া পর্যন্ত যান নি (গালাতীয় ১:১৮); এবং এরপরে তিনি এই দর্শন লাভ করেছিলেন যার কথা তিনি এখানে বলেছেন, তবে আমরা এ ব্যাপারে সঠিকভাবে নিশ্চিত নই। কিন্তু অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার ব্যাপারে তারা যেন শান্ত হয় সে কারণে তিনি তাদেরকে বললেন যে:-

১. তিনি প্রার্থনা করার সময় এই আদেশ লাভ করেছেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে করে তিনি তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করেন এবং তিনি যেন তাঁকে তাঁর গন্তব্য ও যাত্রাপুস্তক পথ দেখান; এবং (এ কথা তাদের মধ্যে কিছুটা গুরুত্বের সৃষ্টি করবে, যাদের সাথে তিনি এখন কথা বলছেন) তিনি মন্দিরে প্রার্থনায় রত ছিলেন, যাকে বলা হয়ে থাকে সর্বজাতির প্রার্থনার গৃহ; সেই সাথে যেখানে সমস্ত লোক শুধুই প্রার্থনা করবে না, বরং সেই সাথে যেখানে সমস্ত লোকের জন্য প্রার্থনাও করা হবে। এখন যেহেতু মন্দিরে পৌলের প্রার্থনা ছিল প্রমাণস্বরূপ, যা তাদের অভিসন্ধিমূলক অভিযোগের বিরোধী, তাদের মন্দিরের জন্য এক দারুন শ্রদ্ধাবোধ ছিল, যদিও তিনি তাদের মত করে সেখানে মূর্তি নির্মাণ করতে যান নি। সে কারণে ঈশ্বর যে তাকে মন্দিরে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এটিই ছিল এর প্রমাণ যে, তিনি মন্দিরে অযিহূদীদের প্রবেশ করালে তা মোটেও অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যদি না যিহূদীরা তাদের অধার্মিকতার নীতি দিয়ে এটিকে অপরাধ বলে গণ্য করে। এখন এটি পৌলের জন্য এক দারুন সান্ত্বনা হয়ে দেখা দিয়েছিল, যখন তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি প্রার্থনায় যে আদেশ পেয়েছিলেন তাকেই এই কাজটি প্রতিফলন করছে।

২. তিনি তা পেয়েছিলেন এক দর্শনের মধ্য দিয়ে। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন (পদ ১৭), তাঁর বাহ্যিক অনুভূতি দ্বারা, অর্থাৎ তিনি সে সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন; তিনি এক মহা আনন্দের মাঝে ছিলেন, যখন তাঁকে তৃতীয় স্বর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি সে সময় এ বিষয়ে অনুভব করতে পারেন নি যে, তিনি স্বশরীরে ছিলেন না কি ছিলেন না। এই দর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন, তাঁর শরীরের চোখ দিয়ে নয়, তাঁর মন পরিবর্তনের মত, বরং তাঁর মনের মাঝে এই দর্শনের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছিল (পদ ১৮): আমি তাঁকে আমার প্রতি কথা বলতে দেখলাম। আমাদের চোখকে অবশ্যই খ্রীষ্টের উপরে স্থির রাখা উচিত, যখন আমরা তাঁর মুখ থেকে বিধান সম্পর্কে শুনবো; এবং আমাদের শুধু যে তাঁকে কথা বলতে শোনা উচিত তা-ই নয়, বরং সেই সাথে আমাদের উচিত হবে আমাদের প্রতি তাঁকে কথা বলতে দেখা।

৩. খ্রীষ্ট তাঁকে অযিহূদীদের কাছে যাওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া আগে তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, যিরূশালেমে কাজ করা তাঁর জন্য কোন প্রয়োজন নেই বা তা কোন সুফল বয়ে আনবে না। সে কারণে তারা যেন তাঁকে কোন দোষ না দেয় যে, তিনি কেন অযিহূদীদের কাছে গিয়েছেন, বরং তারা যেন তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য নিজেদেরকেই দোষারোপ করে। পৌল যিরূশালেমে এই আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কার্যকরী হবেন, যারা অন্যান্য প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং সম্ভবত তিনি এখন এ বিষয়েই প্রার্থনা করছিলেন, যাতে করে তিনি যেহেতু যিরূশালেমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং এখানে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, সে কারণে তিনি নিশ্চয়ই যিরূশালেমের লোকদেরকে খ্রীষ্টের পতাকাতলে একত্রিত করতে পারবেন, যারা এখন পর্যন্ত তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পিত করে নি এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, এতে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত

হবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর পরিকল্পনার পরিববর্তন সাধন করেছেন: "ত্বরা কর," তিনি বলেছেন, "এবং দ্রুত নিজেকে যিরূশালেম থেকে বের করে নিয়ে যাও;" কারণ যদিও তুমি ভাবছো যে, তুমি সেখানে অন্যদের থেকেও ভাল কাজ করতে পারবে, তথাপি সেখানে তুমি দেখবে যে, লোকেরা অন্যদের চেয়ে তোমার উপরে আরও আরও বেশি খেপে আছে, আর সেই কারণে তারা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য কোন মতেই শুনবে না।" যেহেতু ঈশ্বর আগে থেকেই জানেন যে, কে তাঁর সুসমাচার গ্রহণ করবে, সে কারণে তিনি এটাও জানেন যে, কে কে তাঁর সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করবে।

৪. এর মধ্য দিয়ে পৌল নতুনভাবে তাঁর এই আবেদন ব্যক্ত করলেন যে, তাঁর যিরূশালেমে দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়া উচিত, কারণ তারা জানতো এবং অন্য যে কারও চেয়ে খুব ভাল করেই জানতো যে, মন পরিবর্তনের আগে তিনি কী কী করেছিলেন এবং সেই কারণে তারা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহে তার মধ্যে কী অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এতে করে তারা নিশ্চয়ই ক্রমান্বয়ে তাঁর সাক্ষ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করবে। এভাবেই তিনি নিজের ও ঈশ্বরের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, এই যুক্তি ছিল ন্যায্য (পদ ১৯, ২০): "প্রভু," তিনি বললেন, "তারা জানে যে, এক সময় আমি তাদেরই মত চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলাম, অর্থাৎ আমি এক সময় তাদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিলাম, যারা তোমার উপরে বিশ্বাস আনে। আমি তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনতাম এবং তাদেরকে ধরে বন্দী করতাম এবং তাদেরকে প্রত্যেক সমাজ-ঘরে প্রহার করতাম।" আর সেই কারণে তারা আমাকে এখন আর আমি খ্রীষ্টের কথা বললে বা তার শিক্ষা তুলে ধরলে তা সরাসরি উপেক্ষা করবে না (যা তারা অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রে করে থাকে), কিন্তু তারা আরও আগ্রহের সাথে আমার কথা শুনবে, কারণ তারা জানে যে, এক সময় আমি তাদেরই একজন ছিলাম: বিশেষ করে স্তিফানের ঘটনায়; তারা জানতো যে, যখন তাঁকে পাথর মারা হচ্ছিল তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমি তাদেরকে সাহায্য করছিলাম এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য উৎসাহিত করছিলাম, আর এ চিহ্ন হিসেবে যারা পাথর মারছিল আমি তাদের সকলের পোশাক জমা রেখেছিলাম। এখন "প্রভু," তিনি বললেন, "যদি আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত হই, সেই একই শিক্ষা প্রচার করি, যা স্তিফান প্রচার করেছিলেন এবং তার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাহলে তারা আমার সাক্ষ্য শুনতে দ্বিধা করবে না।" "না," খ্রীষ্ট তাকে বললেন, "তারা তা করবে না; বরং তারা তোমকে দেখবে একজন দলত্যাগী হিসেবে, যে তাদের অনুশাসন ছেড়ে চলে গিয়েছে; তারা অন্যান্য পরিচর্যাকারীদেরকে যেভাবে অবজ্ঞার চোখে দেখে, তোমাকে তার চাইতে আরও অনেক বেশি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে এবং সেভাবেই তোমার সাথে আচরণ করবে।"

৫. যিরূশালেমে প্রচার করার জন্য পৌলের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হল এবং এর পরিবর্তে তাঁকে অযিহূদীদের মধ্যে প্রেরণ করা হল (পদ ২১): প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করবো। লক্ষ্য করুন, অনেক সময় ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রার্থনায় অনুগ্রহপূর্ণ উত্তর দেন, তারা প্রার্থনায় যে জিনিসটি চান তা নয়, বরং

তার চাইতে ভাল কিছু। অব্রাহাম প্রার্থনা করেছিলেন, হে সদাপ্রভু, ইশ্মায়েল যেন তোমার সম্মুখে বেঁচে থাকে; আর ঈশ্বর তাঁর সন্তান হিসেবে ইসহাককে দান করেছিলেন। এভাবেই পৌল এই প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি যিরূশালেমে আত্মার পরিবর্তন সাধনের কাজ করতে পারেন। "না," খ্রীষ্ট বলেছেন, "বরং তুমি অযিহূদীদের মধ্যে কাজ করবে এবং বিবাহিত স্ত্রীর চাইতে বরং বিতাড়িত স্ত্রীর সংখ্যাই আরও বেশি হবে।" ঈশ্বর নিজেই তাঁর শ্রমিকদেরকে দানের দিন এবং তাদের কাজ নির্ধারণ করে দেন এবং তাদের সকলকে অবশ্যই ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত, যদিও সেই কাজ তাদের নিজেদের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। পৌল সবসময় যিরূশালেমে যাওয়ার জন্য অভিলাষ করেছেন; সেখানে গিয়ে প্রচারকের দায়িত্ব পালন করা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য; কিন্তু খ্রীষ্ট তার জন্য আরও ভাল পরিকল্পনা রেখেছিলেন। তিনি অন্য কারও কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রবেশ করবেন না (যা অন্যান্য প্রেরিতগণ করেছিলেন, যোহন ৪:৩৮), বরং তিনি নতুন ভূমিতে পাদক্ষেপ ঘটাবেন এবং যেখানে খ্রীষ্টের নাম কখনো উচ্চারিত হয় নি, সেখানে তাঁর নাম প্রচার করবেন, রোমীয় ১৫:২০। এভাবেই অনেক সময় ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা আমাদের জন্য তার চাইতেও আরও ভাল কিছু স্থির করে রাখে, যা আমরা চিন্তা করে থাকি আমাদের নিজেদের জন্য; যা নির্দেশনায় আমাদের অবশ্যই সবসময় চলা উচিত। তিনি আমাদের জন্য স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন, পৌল নিশ্চয়ই কোন আদেশ ব্যতীত অযিহূদীদের কাছে প্রচার করতে যান নি: আমি তোমাকে প্রেরণ করবো। আর যদি খ্রীষ্টই তাঁকে প্রেরণ করে থাকেন, তাহলে তাঁর আত্মাও নিশ্চয়ই তাঁর সাথে সাথে রয়েছে, তিনি সবসময় তাঁর সাথে সাথে থাকবেন, তাঁকে বহন করে নিয়ে যাবেন এবং তাঁকে সেখান থেকে যথা সময়ে নিয়ে আসবেন এবং তাঁকে তাঁর পরিশ্রমের ফল দেখতে দেবেন। পৌলের কখনোই উচিত হবে না যিরূশালেমের প্রতি তাঁর হৃদয়কে স্থির করা, কারণ তাঁকে পরিবর্তী সময়ে সেখানে প্রেরণ করা হবে। তাঁর আহ্বান সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং তাঁর কাজও হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এতে করে নিশ্চয়ই এখন যিহূদীরা এই অভিযোগ করতো না যে, তিনি পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোতে অযিহূদী মণ্ডলী স্থাপন করেছেন; অন্যান্যরা এই কাজ করেছেন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে; তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল অনেক দূরে দূরে, বহু দূরবর্তী একেকটি অঞ্চলে, যেখানে তিনি তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের বিরোধিতা আশা করেন নি।

এখন, যদি তারা এই সমস্ত কিছু একসাথে ঢেলে সাজায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা দেখতে পাবে যে, তাদের পৌলের প্রতি এ নিয়ে রাগান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই যে, তিনি অযিহূদীদের মধ্যে প্রচার করছেন, কিংবা তিনি নিজ জাতির বিরোধী কোন কাজ করেছেন, কারণ তিনি এর জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন এবং স্বর্গ থেকে আগত কোন আদেশ অমান্য করা তাঁর জন্য গর্হিত একটি কাজ ছিল।

প্রেরিত ২২:২২-৩০ পদ

পৌল তাঁর নিজের বিষয়ে লোকদের কাছে বলে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন

যে, অযিহূদীদের কাছে তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তা মোটেও যিহূদীদের প্রতি তাঁর অবমাননা ছিল না এবং আমরা ধরে নিতে পারি যে, এরপরে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, কীভাবে তিনি তাঁর এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কীভাবে তিনি আন্তিয়খিয়াতে পবিত্র আত্মার বিশেষ নির্দেশনায় এই কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত হলেন, তিনি যিহূদীদের প্রতি কতটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, কীভাবে তিনি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং কীভাবে সতর্কতার সাথে তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই আগে যিহূদীদেরকে সুসমাচারের বাণী শ্রবণের প্রথম সুযোগ দান করেছেন, সেই সাথে কীভাবে তিনি যিহূদী এবং অযিহূদীদেরকে এক কাতারে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন; এবং সেই সাথে তিনি তাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, কতটা আশ্চর্যজনকভাবে ঈশ্বর তাদেরকে আপন করে নিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গলার্থে কত ভাল ভাল কাজ সাধিত হয়েছে, অথচ যিহূদী মণ্ডলীর সত্যিকার যে স্বার্থ রয়েছে তা মোটেও ক্ষুন্ন হয় নি। কিন্তু তিনি যে কথা বলারই পরিকল্পনাই করে থাকুন না কেন, তারা ধরেই নিয়েছিল যে, তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু তাদেরকে বলবেন না: লোকেরা এই পর্যন্ত তার কথা শুনলো। এই পর্যন্ত তারা বেশে মনোযোগ সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে তার কথা শুনলো। কিন্তু যখন তিনি অযিহূদীদের কাছে তাঁর প্রেরিত হওয়ার বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, সে সময় খ্রীষ্ট নিজে তাঁর কাছে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তিনি শুধু সেগুলোই বলছিলেন, তথাপি তারা তা সহ্য করতে পারলো না। অযিহূদীদের নাম তারা সহ্য করতে পারতো না, এমনই শত্রুতা তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে এবং এমনই রেষারেষি দেখা যায় তাদের মধ্যে। এই বিষয়ে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধৈর্য একেবারে শেষ হয়ে গেল এবং সকল প্রকার আইন ও শিষ্টাচার ভুলে গেল; এভাবেই তারা এমন লোকদের কথা শুনে অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছিল, যারা কোন জাতি নয়, রোমীয় ১০:১৯।

এখন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, পৌলের বিরুদ্ধে লোকেরা কেমন ভয়ঙ্কর এবং ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ তিনি স্বর্গীয় অনুগ্রহের গ্রহণকারী হিসেবে অ-ইহুদীদের নাম উল্লেখ করেছিলেন এবং তাদের কাছে তাঁর প্রচারের স্বপক্ষে কথা বলছিলেন।

ক. তারা তাঁকে বাঁধা দিয়েছিল, তাদের কণ্ঠ উঁচুতে তুলে, যাতে করে তারা তাঁকে দ্বিধায় ফেলতে পারে এবং কেউই তিনি যা বলছেন তার একটি শব্দও শুনতে না পারে। যারা সচেতনভাবে তাদের বিবেককে দূরে সরিয়ে রাখে এবং যারা যুক্তি দ্বারা কোন ভাবেই চালিত হতে চায় না, তারা এ সম্পর্কিত কথা কখনোই শুনতে চায় না। খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিরোধী শত্রু আত্মা সাধারণত নিজেকে প্রকাশ করে খ্রীষ্ট এবং তার সুসমাচারকে নীরব করিয়ে দেওয়ার কাজে এবং তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার কাজে, যা যিহূদীরা এখানে পৌলের ক্ষেত্রে করেছে। তাদের পিতারা তাদের সবচেয়ে ভাল দর্শনধারীদেরকে বলেছিল, দেখো না, যিশাইয় ৩০:১০। সে কারণে তারা সবচেয়ে ভাল বক্তাদেরকে বলছে, কথা বলো না। তুমি কি প্রহারিত হতে চাও? ২ করিন্থীয় ২৫:১৬।

খ. তারা তাঁর বিরুদ্ধে এমন শোরগোল শুরু করলো যে, যেন তাঁর জীবনের কোনই মূল্য

নেই এবং তাঁর স্বাধীনতারও কোন মূল্য নেই। তিনি তাঁর স্বপক্ষে যে ধরনের যুক্তি ও সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছিলেন তা বিবেচনা না করে কিংবা তাদেরকে কোন উত্তর না দিয়ে তারা এক দ্বিধান্বিত স্বরে চিৎকার করে উঠলো, "এই লোককে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও, যে অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার বিষয়ে আদেশ পেয়েছে বলে দাবী করে; ওর তো বেঁচে থাকাই উচিত হয় নি।" এভাবেই লোকেরা যারা এত যুগ যুগ ধরে তাদের জাতির জন্য এমন মহান আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করে এসেছে, তারা শুধু যে এই পৃথিবীর বোঝা বলে গণ্য হল তাই নয়, সেই সাথে এই যুগের লোকদের জন্য মহামারী হিসেবেও পরিগণিত হল। যিনি তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার দাবীদার ছিলেন, তাঁকে এমনভাবে অ-ভযুক্ত করা হল যেন তাঁর জীবনের আদৌ কোন মূল্য নেই এবং তাঁর বেঁচে থাকারও প্রয়োজন নেই। দেখুন, উত্তম ব্যক্তিদের ব্যাপারে ঈশ্বর এবং মানুষের অনুভূতি কেমন বিপরীতার্থক। পৌল এ কথা বলেছেন যে, ঈশ্বরের নির্বাচিত যিহূদী জাতি হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কলুষিত জাতি, যারা আর এই পৃথিবীর যোগ্য ছিল না, ইব্রীয় ১১:৩৮। আর সেই কারণে তাদেরকে অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে করে এই পৃথিবী ন্যায্যভাবেই তাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ঈশ্বরের ভক্তিহীন যিহূদীরা এখানে বলছে যে, পৌল বেঁচে থাকার যোগ্য ছিলেন না; আর সেই কারণে তাঁকে এখন মরে যেতে হবে, যাতে করে পৃথিবীকে আর তাঁর ভার বহন করতে না হয় এবং তা যেন মুক্তি পায়, যা ঘটেছিল সেই দুই সাক্ষীর ক্ষেত্রে, প্রকাশিত বাক্য ১১:১০।

গ. তারা পৌলের বিরুদ্ধে উন্মাদের মত আচরণ করতে শুরু করলো এবং প্রধান সেনাপতির বিরুদ্ধে তা চেচিয়ে বলতে লাগল যে, তিনি যেন তাদের অনুরোধে এখনই তাকে হত্যা করেন, কিংবা তাঁকে তাদের শিকার হিসেবে ছুড়ে দেন, যাতে করে তারা দাত দিয়ে টেনে তাঁকে ছিড়ে ফেলতে পারে ((পদ ২৩); তারা এমন লোকদের মত করে কথা বলতে শুরু করলো, যারা তাদের সমস্ত বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেছে, তারা গর্জনকারী সিংহের মত চিৎকার করছিল কিংবা উন্মত্ত ভালুকের মত চিৎকার করছিল এবং তারা সন্ধ্যাকালে নেকড়ে বাঘের মত চিৎকার চেচামেচি করছিল; তারা ক্রোধে এবং অসহিষ্ণুতায় তাদের গায়ে পোশাক ছুড়ে ফেলতে লাগল এবং ছিড়ে টুকরো করতে লাগল, যেন পৌলকে হাতের কাছে পেলে তারা কী করবে সেটাই তারা দেখাচ্ছিল। কিংবা তারা দেখাচ্ছিল যে, তারা পৌলকে পাথর মারার জন্য কতটা প্রস্তুত; যারা স্তিফানকে পাথর মেরেছিল, তারা তাদের কাপড় খুলে রেখেছিল, পদ ২০। কিংবা তারা তাদের কাপড় ছিড়ে ফেলেছিল, যেন তারা ঈশ্বরনিন্দা করার বিষয়ে কথা বলছে; এবং তারা বাতাসে ধুলা উড়াচ্ছে এর প্রতীক হিসেবে; কিংবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, তারা তখনই পৌলকে পাথর মারার জন্য প্রস্তুত রয়েছে যদি প্রধান সেনাপতি তাদেরকে অনুমতি দেন। কিন্তু কেন আমরা তাদের এই সকল ক্রোধ, উন্মত্ততা এবং বিশৃঙ্খলতার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে যাব, যেখানে তারা তাদের সমস্ত বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল? তারা যা চাইছিল তা হচ্ছে, প্রধান সেনাপতি যেন বুঝতে পারেন যে, তারা পৌলের বিরুদ্ধে কতটা খেপে ছিল এবং তারা কতটা উদগ্রভাবে তাঁর মৃত্যু কামনা করছিল, যাতে করে তিনি আর তাদের কাছে তার স্বপক্ষে কোন কথা বলতে না পারেন।

ঘ. প্রধান সেনাপতি পৌলের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলেন, তিনি তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন, পদ ২৪। একটি কারাগার অনেক সময় একজন উত্তম ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তার স্থান হয়ে দাঁড়ায়, যখন তাঁকে জনতার রোষ থেকে উদ্ধার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। পৌলের মৃত্যুর সময় এখনো আসে নি, তিনি এখনো তাঁর সাক্ষ্য দান করা শেষ করেন নি, আর সেই কারণে ঈশ্বর তাঁকে আবারও উত্থিত করলেন এবং তাঁর যত্ন নিলেন, যখন তাঁর কোন বন্ধুই তাঁর পক্ষে এসে একটি কথাও বলে নি। হে প্রভু, দুষ্টদের মন্ত্রনা তুমি কবুল কোরো না।

ঙ. তিনি তাঁকে নির্যাতন করার আদেশ দিলেন, যাতে করে তাঁর মুখ থেকে তাঁর অপরাধের স্বীকারোক্তি বের করা যায়, বিশেষ করে এমন কোন বিশেষ ঘৃণ্য অপরাধ, যার কারণে লোকেরা তাঁর প্রতি এমন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি এই আদেশ দিলেন যে, তাঁকে যেন কশাঘাত করা হয় (যা এখনকার কোন কোন দেশে এখনও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে), যাতে করে তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর আসল অপরাধ কী। এখানে তাঁর সাথে ন্যায্য আচরণ করা হয় নি; তাঁকে অবশ্যই বিচারে দাঁড় করানো উচিত ছিল, প্রহার করা নয়। তিনি জনতার উন্মত্ত আক্রোশের শিকার হলেন, এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হল, তাঁকে জনতার রোষানল থেকে উদ্ধার করে প্রাসাদে নিয়ে আসা হল এবং এরপর তাঁকে বেত্রাঘাত করা হল। তিনি তাদেরকে বলতে পারতেন যে, তাদের এই অভিযোগ সত্যি নয়। যদি এখন তাঁর কোন বক্তব্য থাকে তা তিনি তাদের সামনে উত্থাপন করতে পারতেন। কোন মানুষই তার নিজের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়; আবার কোন মানুষকেই তার নিজের দোষ স্বীকার করার জন্য বল প্রয়োগ করা উচিত নয়, যদিও সে দোষী। নিশ্চয়ই প্রধান সেনাপতি যিহূদী জাতি সম্পর্কে ভাল জানতেন না, যখন তিনি এ কথা বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই লোকটির কোন বড় অপরাধ আছে, যার কারণে জনতা এতটা খেপে গিয়েছিল। তারা কি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে উন্মাদের মত চিৎকার করে বলে নি, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও, যখন তারা বিচারকের প্রশ্নে একটিও উত্তর দিতে পারে নি? কেন, সে কী অন্যায় করেছে? পৌলকে এভাবে বেত্রাঘাত করা কি আসলেই উচিত হয়েছে? যাকে এভাবে একটি উন্মত্ত জনতার রোষ থেকে উদ্ধার করা হল কিছু আগে, কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে জানা যায় নি, তাঁকে কি এভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য বল প্রয়োগ করা উচিত হয়েছে?

চ. পৌল একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে তাঁর অধিকার দাবী করলেন, যার মাধ্যমে তিনি এ ধরনের সমস্ত বিচার এবং শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন (পদ ২৫): পরে যখন তারা তাঁকে কশা দিয়ে বাঁধলো, কিংবা চামড়ার তৈরি বন্ধনী দিয়ে বাঁধলো চাবুক মারার দণ্ডের সাথে, যা সাধারণত তারা কোন দাগী আসামীকে তাঁর অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য নির্যাতনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছিল, সে সময় তিনি তাদের এই অন্যায্য কাজের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের আর্তচিৎকার করলেন না বা কোন ধরনের হঠকারি কাজ করলেন না, বরং তিনি অত্যন্ত মৃদু স্বরে তাদেরকে এ কথা বোঝালেন যে, তারা একজন রোমীয় নাগরিককে এভাবে নির্যাতন করে খুবই অন্যায্য কাজ করছেন, যা তিনি এর আগে

ফিলিপীতে প্রহারিত হওয়ার পর বলেছিলেন (প্রেরিত ১৬:৩৭), কিন্তু এখানে তিনি এটি বলেছেন তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য, যেন তাঁকে প্রহারিত হতে না হয়। তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শতপতিকে বললেন, "আপনি আইন জানেন; যে ব্যক্তি রোমীয় এবং বিচারে এখনও দোষী হয় নি, তাঁকে কোরা প্রহার করা কি আপনাদের পক্ষে উচিত?" তাঁর কথা বলার স্পষ্টতা এবং ধীরতা আমাদেরকে দেখায় যে, তাঁর ভেতরে কী ধরনের পবিত্র নিরাপত্তা এবং স্থিরতা কাজ করছিল এবং তিনি তা উপভোগ করছিলেন, তিনি তাঁর প্রতি যে সকল অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য মোটেও রাগান্বিত হন নি কিংবা তিনি যে বিপদের মধ্যে ছিলেন সে কথা চিন্তা করে তিনি ভীতও হন নি। রোমীয়দের একটি আইন ছিল (একে বলা হত *lex Sempronia*), তা অনুসারে যদি কোন শাসনকর্তা একজন স্বাধীন রোমীয় নাগরিককে শারীরিক আঘাত করতো কিংবা অভিযুক্ত করতো, *indicta causa*– তার মুখের কোন কথা না শুনে কিংবা শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা শুনে, তাহলে সে সেই একই শাস্তি প্রাপ্ত হত, কারণ রোমীয় নাগরিকরা তাদের স্বাধীনতা নিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। এটি সুনিশ্চিত যে, প্রতিটি মানুষেরই এই অধিকার আছে যেন তার প্রতি কোন অযাচিত আচরণ করা না হয়, যদি না তার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজদের মধ্যযুগীয় আইন ম্যাগনাকার্টা (*Magna Charta*) অনুসারে কোন ইংরেজ নাগরিককে গ্রেফতার করা যেত না কিংবা তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যেত না, যদি না তার বিরুদ্ধে তারই স্বগোত্রীয় বারো জন ব্যক্তি সাক্ষ্য না দেয়।

ছ. প্রধান সেনাপতি এই কথা শুনে একাধারে বিস্মিত হলেন এবং ভীত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন পৌল হচ্ছেন সেই ভবঘুরে মিসরীয় এবং তিনি এই ভেবে অবাক হয়েছিলেন যে, পৌল গ্রীক ভাষাতেও কথা বলতে পারেন (প্রেরিত ২১:৩৭), কিন্তু তিনি এখন আরও বেশি অবাক হলেন এটি জানতে পেরে যে, তিনি আসলেই একজন যথার্থ ভদ্রলোক। কত না মহান ব্যক্তি এবং তাদের মেধা অবহেলিত হয়, কারণ তাদেরকে কেউ চেনে না এবং তাদেরকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়, যখন তাদেরকে অনেক বেশি মূল্য দেওয়া উচিত ছিল, যদি তারা সত্যিকার অর্থেই তাদের পরিচয় সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারা তাঁকে সে সময় পৃথিবীর সবচেয়ে মহান ব্যক্তি বলে আখ্যা দিত! প্রধান সেনাপতির অধীনে ছিল শতপতিরা, অধীনস্থ কর্মকর্তারা, যারা সবসময় তার সেবায় নিয়োজিত থাকতো, প্রেরিত ২১:৩২। তাদের মধ্যে একজন এই বিষয়টি প্রধান সেনাপতির কাছে জানালো (পদ ২৬): আপনি কি করতে উদ্যত হয়েছেন? এই ব্যক্তি যে রোমীয়। তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু করা হয়েছে তাতে করে তো রোমীয় জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে এবং সম্রাট আমাদের উপরে নাখোশ হবেন। তারা সকলেই জানতো যে, রোমীয় নাগরিকদের স্বাধীনতাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাদেরকে সহসা কোন বিষয়ে অভিযুক্ত করা চলে না। টুল্লি তার একটি কবিতায় এই বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করেছেন: হে স্বাধীনতা! আমি তোমার মনোমুগ্ধকর নাম ভালবাসি। আমাদের এই পোর্সীয় এবং সেমপ্রোনীয় আইন কতই না চমৎকার!

একজন রোমীয় নাগরিককে বন্দী করা যেমন এক জঘন্য অপরাধ, তেমনই তাঁকে প্রহার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। "এই কারণেই," শতপতি বললো, "কোন কিছু করার আগে ভেবে নিন; যদি এই লোকটি সত্যিই রোমীয় নাগরিক হয় এবং আমরা তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের চাকরি চলে যাওয়ার ভয় রয়েছে।" এখন দেখুন:-

১. প্রধান সেনাপতি পৌলের নিজের মুখ থেকে এই সত্য শুনতে না পারলে সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না (পদ ২৭): "আমাকে বল, তুমি কি একজন রোমীয়? তুমি কি একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে খেতাব পেয়েছ?" "হ্যাঁ," পৌল বললেন, "আমি একজন রোমীয় নাগরিক;" এবং সম্ভবত তিনি এর প্রমাণ হিসেবে কোন চিহ্ন বা কোন সনদ দেখিয়েছিলেন; কারণ নতুবা তারা তাঁর কথা এত সহজে তার কথা বিশ্বাস করতেন না।

২. প্রধান সেনাপতি এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে পৌলের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করলেন এবং এ থেকে দৃশ্যমান হয় যে, পৌলের নাগরিক মর্যাদা প্রধান সেনাপতির চেয়েও অনেক বেশি ছিল; কারণ প্রধান সেনাপতি তার নাগরিকত্ব বহু অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছিলেন, যেখানে পৌল তাঁর নাগরিকত্ব জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন: "আমিও রোমের একজন স্বাধীন নাগরিক; কিন্তু অনেক অর্থ ব্যয় করে আমি এই অধিকার ক্রয় করেছি, আমাকে এর জন্য খরচ করতে হয়েছে। তুমি কীভাবে এটি পেলে?" "আমি তা সত্যিই পেয়েছি," পৌল বললেন, "কারণ আমি জন্মসূত্রেই রোমের স্বাধীন নাগরিক।" অনেকে মনে করেন যে, তিনি এই স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন তার জন্ম স্থানের কারণে। তিনি ছিলেন তার্ষ নগরের একজন অধিবাসী, যে শহরটি সম্রাটের কাছ থেকে এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল যা স্বয়ং রোম লাভ করেছিল; অন্যরা মনে করেন যে, তাঁর পিতা বা পিতামহ সম্রাট এবং এন্টনির মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে রোম সম্রাট কৈসরের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিংবা রোমের অন্য কোন গৃহযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং নিশ্চয়ই বীরত্বের সাক্ষর রাখার কারণে এই শহরটিকে স্বাধীন ঘোষণা করে দেওয়া হয় এবং পৌলও সে কারণে জন্মসূত্রে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠেছেন; আর এখানে তিনি তাঁর নিজ অধিকার সংরক্ষণের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন, কারণ আমাদের সামনে বিপদ এলে নিশ্চয়ই আমাদের সকল প্রকার আইনসঙ্গত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৩. এতে করে পৌলের প্রতি সকল অত্যাচার নির্যাতন এক নিমিষে থেমে গেল। যাদেরকে তাঁর প্রতি বেত্রাঘাত করে এবং তাঁকে প্রহার করে তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় কর-ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা মুহূর্তে সেই স্থান ত্যাগ করলো; তারা তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলো (পদ ২৯), পাছে তারা নিজেদেরকে বিপদে ফেলে। শুধু তাই নয়, প্রধান সেনাপতি নিজেও, যদিও আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন, যখন তিনি শুনলেন যে, তিনি রোমীয় নাগরিক, কারণ যদিও তিনি তাঁকে প্রহার করেন নি, তথাপি তিনি তাঁকে প্রহার করার জন্য বাধতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবেই অনেকে মানুষের ভয়ে অনেক মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, যা ঈশ্বরের প্রতি ভীতির কারণে ঘটে না। এখানে মানুষের তৈরি আইন এবং বিচারের উপযোগিতা দেখুন এবং

দেখুন কেন আমাদেরকে তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এমন কি যখন আমরা ঈশ্বরের লোকদের এবং পরিচর্যাকারীদের কাছ থেকেও কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা কিংবা বিশেষ নিরাপত্তা পাই না যে, সে সময়ও আইন ও বিচারের কারণে এবং মানুষের নৈতিকতা বোধের কারণে আমরা অযৌক্তিক এবং প্রহসনমূলক বিচার ও শাস্তির হাত থেকে রেহাই যেতে পারি, অন্যথায় যে কোন বাঁধাই মানতো না। আর সেই কারণে যারা ক্ষমতায় রয়েছে এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন তাদের সকলের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, কারণ তাদের কাছ থেকে আমাদের এই ধরনের সুযোগ সুবিধা আশা করতে হয়, তা আমাদের প্রয়োজন পড়ুক আর না পড়ুক, কারণ এতে করে আমাদের জীবন যাত্রার প্রণালী সহজ হয়ে ওঠে– যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও সততায় স্থির ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি, ১ তীমথিয় ২:১, ২।

৪. পরবর্তী দিনে শাসনকর্তা পৌলকে সেনহেড্রিনে নিয়ে গেলেন, পদ ৩০। তিনি প্রথমে তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন, যাতে করে তিনি নিজে এর জন্য দোষারোপিত না হন এবং যেন তাঁকে একজন রোমীয় স্বাধীন নাগরিককে বন্দী করার অভিযুক্ত হতে না হয় এবং এরপরে তিনি মহাপুরোহিত এবং অন্যান্য পরিষদ সদস্যদেরকে ডাকলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়টি আসলে ধর্ম নিয়ে এবং সেই কারণে তারাই নিশ্চয়ই এর প্রকৃত বিচারক হতে পারবেন। গাল্লিয়ো এই মামলায় পৌলকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, এটি তাদের আইনের সাথে সম্পৃক্ত, তিনি বিচারকদেরকে বিচার আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮:১৬) এবং তিনি এ ব্যাপারে আর কোন কিছু শুনতে চান নি; কিন্তু এই রোমীয়রা, যারা ছিল মূলত সামরিক শ্রেণী, তারা পৌলকে কারাগারে রেখেছিল এবং তারা সাধারণ আদলতে এই মামলাটি তুলেছিল। এখন: -

(১) আমরা এই আশা করতে পারি যে, তিনি পৌলের নিরাপত্তা চেয়েছিলেন এবং তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, জনতার এক বিরাট অংশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত হলেও, যদি তিনি সত্যিই নির্দোষ হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনগণ তাঁকে নির্দোষ বলে রায় দেবেন এবং মুক্তি দেবেন; কারণ তারা ছিলেন বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তাদের আদলত পরিচালিত হয় ন্যায়ের মাপকাঠিতে। যখন ভাববাদীরা দরিদ্রদের মধ্যে কোন উত্তমতা খুঁজে পান না, তখন তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন যে, তারা প্রভুর পথ সম্পর্কে জানতো না কিংবা তাদের ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কেও জানতো না এবং তারা এই প্রতিজ্ঞা করতেন যে, তারা মহান ব্যক্তিদের মাঝে কাজ করবেন, যা এখানে প্রধান সেনাপতি করছেন, কিন্তু খুব দ্রুত তিনি সেখান থেকে হতাশ হবেন। এই সব কিছু একত্রে যোয়ালি ভেঙ্গেছে এবং বন্ধন ছিন্ন করেছে, যিরমিয় ৫:৪, ৫। কিন্তু:-

(২) তাঁকে এখানে যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল তার নিজের কৌতূহল মেটানো: তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন যে, যিহূদীরা তাঁর প্রতি কী কারণে দোষারোপ করছে। তিনি পৌলকে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়ে আসতে পারতেন এবং এখানে তিনি

খোলা মনে পৌলের সাথে কথা বলতে পারতেন, যাতে করে তিনি দ্রুত বুঝতে পারেন যে, আসলে কী ঘটেছে এবং এতে করে তিনি নিজেও হয়তো বা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্ররোচিত হতেন। কিন্তু সাধারণত এ ধরনের পদমর্যাদার লোকেরা বন্দী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন এবং তারা সাধারণত ঈশ্বরের পথ সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়ে আদৌ কথা বলতে পছন্দ করেন না, যদি না তা তাদের স্বার্থের জন্য উপযোগী হয়।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২৩

বিগত অধ্যায়ের শেষ অংশে পৌলকে আমরা দেখেছি মহাপুরোহিতের আদালতে, যেখানে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধান সেনাপতি (তার মঙ্গলের জন্য না কি তার ক্ষতি সাধনের জন্য তা আমরা জানি না); এবং যদি সেখানে তাঁর শত্রুরা আরও নীরবতার মধ্য দিয়ে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে তারা আরও বেশি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। এখন এখানে আমরা দেখি:-

ক. পৌলের নিজের নির্দোষিতার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং মহাপুরোহিতের প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শন, যদিও তিনি তার সাথে উষ্ণভাবে কথা বলেছিলেন এবং ন্যায্যভাবেই কথা বলেছিলেন, পদ ১-৫।

খ. পৌলের নিজেকে সেখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য এক বিজ্ঞতা সম্পন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার নিজ নির্দোষিতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি ফরীশী এবং সদ্দূকীদের মধ্যকার যে ভ্রান্তি রয়েছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন, পদ ৬-৯।

গ. তাদের হাত থেকে পৌলকে উদ্ধার করার জন্য শাসনকর্তার সাময়িক প্রচেষ্টা, পদ ১০।

ঘ. পৌলের কাছে খ্রীষ্টের আরও স্বস্তিজনক উপস্থিতি, যাতে করে তিনি তাঁর সকল সমস্যা ও বাঁধা বিপত্তিকে জয় করতে পারেন এবং তিনি যেন এ কথা জানতে পারেন যে, তার কী আশা করা উচিত, পদ ১১।

ঙ. পৌলকে হত্যা করার জন্য কয়েকজন কুখ্যাত যিহূদীর ষড়যন্ত্র এবং তারা প্রধান পুরোহিতদেরকে এবং প্রাচীনদেরকে তাদের দলে ভিড়িয়েছিল এবং তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করিয়েছিল, পদ ১২-১৫।

চ. পৌল এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে প্রধান সেনাপতি জানতে পারলেন, যিনি পৌলের বিরুদ্ধে যিহূদীদের আক্রোশ এবং বিক্ষুব্ধতায় এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি এ কথায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাস করেছিলেন, পদ ১৬-২২।

ছ. প্রধান সেনাপতি পৌলের নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর দিলেন, যার মধ্য দিয়ে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হওয়া থেকে বাঁধা পেল; তিনি তাঁকে যিরূশালেম থেকে কৈসরিয়াতে এক কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নিয়ে এলেন, যা সে সময় ছিল রোমীয় শাসনকর্তা ফিলিক্সের আবাসস্থল এবং সেখানে তারা নিরাপদে পৌঁছালেন, পদ ২৩-৩৫।

প্রেরিত ২৩:১-৫ পদ

সম্ভবত যখন পৌলকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যেমন মাঝে মাঝে অপরাধীদেরকে তাদের মামলা সমেত নিয়ে আসা হত, তেমনই পৌলকে অযিহূদী বিচারক এবং বিচার সভার সামনে নিয়ে আসা হল, কারণ সেখানে তিনি এবং তার মামলাটিকে হয়তো বা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে খালাস করে দেওয়া হবে, যেহেতু যিহূদী মামলার বিষয় আশয় অযিহূদীরা সেভাবে বুঝবে না। যদি তাঁকে সেনহেড্রিনের সামনে নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর যথার্থ বিচার পেতেন না। এই কারণেই তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হল। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পৌলের নিজ নির্দোষিতার ব্যাপারে ঘোষণা। সেখানে প্রধান পুরোহিত তাঁকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন কি না, কিংবা প্রধান সেনাপতি তাঁর সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলেন কি না সে ব্যাপারে আমাদেরকে কিছুই বলা হয় নি; কিন্তু পৌলকে এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এক দারুন সাহস ও উদ্দীপনা সহকারে। তিনি একেবারেই সাহস হারিয়ে ফেলেন নি এমন একটি সমাবেশের সামনে এসে, কারণ তাঁর যুবক বয়সে তিনি এ ধরনের সমাবেশে হর হামেশাই এসেছেন, যদিও এখন পরিস্থিতি একেবারেই উল্টো, তথাপি তাঁর মনে কোন ভয় ছিল না। তিনি এমন কি তারা তাঁকে দামেস্কে যে চিঠি দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে কথা বলতেও কোন ভয় পান নি, যে চিঠি তারা তাঁকে দিয়েছিলেন দামেস্কের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচার করার জন্য, যদিও (কারণ আমরা জানি) এই প্রথম বার খ্রীষ্টান হওয়ার পর তাঁর সাথে তাদের দেখা হল, কিন্তু তিনি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন পরিষদের প্রতি। যখন স্তিফানকে তাদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তারা ভেবেছিল যে, তারা তাঁকে মাথা নিচু করে রাখতে পারবে, কিন্তু তারা ভুল ভেবেছিল, কারণ তিনি এক পবিত্র আত্মবিশ্বাস সহকারে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং তিনি মোটেও ভয় পান নি। তারা তাঁর দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও তাঁর চেহারা ছিল যেন একজন স্বর্গদূতের মত, প্রেরিত ৬:১৫। এখন পৌলকে যখন নিয়ে আসা হল, তখন তিনি ভেবেছিলেন তারা মাথা নিচু করে রাখবে, কিন্তু তা হয় নি, এতটাই প্রবল ছিল তাদের মন্দতা এবং এতটাই তীব্র ছিল তাদের অন্ধত্ব। তবে এখন ইহিস্কেলের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পরিপূর্ণতা পেল (প্রেরিত ৩:৮, ৯): আমি তোমার চেহারা তাদের চেহারার বিরুদ্ধে কঠিন করবো; তাদেরকে ভয় পেও না, কিংবা তাদের চেহারা দেখে বিচলিত হোয়ো না।'

২. এক দারুন চেতনা, যা তাকে দিয়েছিল এক অদম্য সাহস ও উদ্দীপনা। তিনি বলেছিলেন, "হে ভাইয়েরা, অদ্য পর্যন্ত আমি সর্ব বিষয়ে সৎবিবেকে ঈশ্বরের সম্মুখে জীবন যাপন করে আসছি। তবে আমি হয়তো বা তিরস্কারের পাত্র হয়েছি, তবুও আমার হৃদয় আমাকে তিরস্কার করছে না, বরং আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

(১) তিনি সবসময়ই এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত; তিনি কখনোই কোন বিলাসিতায় জীবন ধারণ করতে চান নি, বরং তিনি সবসময়ই নৈতিক উত্তমতা এবং মন্দতার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করে রেখেছেন; এমন কি তাঁর নতুন জন্ম লাভের আগেও তিনি সবসময় তাঁর ধর্মকে আগে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন এবং তিনি যথাসম্ভব নৈতিকতা ও আদর্শের সাথে জীবন যাপন করে এসেছেন, যার কারণে তাকে কোন বিষয়ে অভিযুক্ত করা কষ্টকর ছিল। তিনি কোন অবিবেচক মানুষ ছিলেন না, তিনি কখনোই কোন মানুষের কথা চিন্তা করে কোন কাজ করেন নি এবং তিনি কখনোই নিজেকে তাঁর কাজের জন্য অভিযুক্ত করেন নি, ফলে তিনি বিবেকের কাছে পরিষ্কার ছিলেন।

(২) এমন কি যখন তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অত্যাচার করেছিলেন, তখনও তিনি তা করেছিলেন তার নিজ ধর্মের মঙ্গলের কথা ভেবে এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করছেন, কোন মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি এই কাজ করেন নি। যদিও তার বিবেককে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল, তথাপি তাকে যা বোঝানো হয়েছিল সে অনুসারে তিনি তা ন্যায্য বলে মনে করেছিলেন বলেই করেছিলেন। দেখুন প্রেরিত ২৬:৯।

(৩) তিনি এখানে মূলত তাঁর মন পরিবর্তনের পরবর্তী সময়ের কথা বলেছেন, যেহেতু তিনি মহাপুরোহিতের অধীন থেকে মুক্ত হয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সেবা কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, আর তখন থেকে এখন পর্যন্ত তিনি তাঁর অধীনেই রয়েছেন। সে কারণে তিনি এ কথা বলেন নি যে, আমার জীবনের শুরু থেকে আজকের এই দিন পর্যন্ত, বরং তিনি বলেছেন, "আপনারা যখন আমাকে দেখেছেন একজন দলত্যাগী হিসেবে, একজন স্বধর্মত্যাগী হিসেবে এবং আপনাদের উপাসনালয়ের একজন শত্রু হিসেবে, এমন কি এই দিনেও, এর পুরোটা সময় জুড়েই আমি ছিলাম ঈশ্বরের সম্মুখে সৎ বিবেক সম্পন্ন। আপনার আমার সম্পর্কে যা কিছুই মনে করেন না কেন, আমি এমনই ছিলাম। আমি যা কিছু করেছি তার জন্য ঈশ্বর আমাকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং আমি সৎভাবে জীবন যাপন করেছি", ইব্রীয় ১৩:১৮। তিনি আর কিছুতেই নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা এবং তার দায়িত্ব পালন করাকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন, যে কাজ এক সময় তাঁকে অতি ক্রোধোন্মত্ত এবং বিক্ষুব্ধ করে তুলতো। তিনি যা কিছু করেছেন তা একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি কল্পেই করেছেন এবং তিনি এই রাজ্য বৃদ্ধির কাজ করেছেন অযিহূদীদের মধ্যে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই কাজ করেছেন। এখানে দেখুন একজন সৎ ব্যক্তির চরিত্র:-

[১] তিনি ঈশ্বরকে তাঁর সামনে স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে বাস করতেন, তাঁর চোখের নিচে অবস্থান করতেন এবং তাঁর প্রতি সবসময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। আমার সামনে চল এবং তুমি ধার্মিক থাকবে।

[২] তিনি যা কিছু বলেন এবং করেন তার জন্য তিনি বিবেকের কাছে নিজেকে শুদ্ধ রাখেন এবং যদিও তিনি কিছু ভুল করেছেন, তথাপি তাঁর জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা দিয়ে তিনি তা

শুধরানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি যা কিছু মন্দ তা থেকে দূরে থেকেছেন এবং যা কিছু উত্তম তার সাথে সংযুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন।

[৩] তিনি সার্বজনীনভাবে সচেতন এবং তারা সত্যিকার অর্থে সচেতন নয়, তাদেরকে তিনি পরিবির্তিত করার চেষ্টা করে থাকেন: "আমি সমস্ত উত্তম বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবন ধারণ করেছি; আমার সমস্ত কথোপকথন ছিল আত্মিক চেতনার নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ অনুসারে।"

[৪] তিনি এই কথা চালিয়ে গেলেন এবং ধৈর্য সহকারে তা বলতে লাগলেন: "আজ পর্যন্ত আমি সর্ব বিষয়ে সৎবিবেকে ঈশ্বরের সম্মুখে জীবন-যাপন করে আসছি।" তার উপর দিয়ে যতই পরিবর্তনের ঝড় বয়ে যাক না কেন, তিনি সেই আগের মতই আছেন। আর যারা এভাবে ঈশ্বরের সম্মুখে সৎ বিবেক সহকারে বাস করেন, যেমন পৌলকে আমরা দেখেছি, তাদের চেহারায় কোন প্রকার অনুশোচনার ছাপ থাকে না। যদি তাদের বিবেক তাদেরকে দোষী না করে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আত্মবিশ্বাস সহকারে ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারেন, যেমন ইয়োব করেছিলেন যখন তিনি তার দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা কাটাচ্ছিলেন এবং পৌল নিজে, যিনি আনন্দের সাথে নিজের বিবেকের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন।

খ. মহাপুরোহিত অননিয় যে ক্রোধের কারণে ঈশ্বরের কাছে দোষী বলে সাব্যস্ত হলেন: যারা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, যে সমস্ত মানুষেরা আদালতে উপস্থিত ছিল, তাদেরকে তিনি আদেশ দিলেন যেন তারা পৌলের মুখে আঘাত করে (পদ ২), তারা যেন পৌলের দাঁত ভেঙ্গে দেয়, হতে পারে হাত দিয়ে কিংবা কোন লাঠি দিয়ে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এভাবেই আদালতে তীব্রভাবে অপমান করা হয়েছিল মহাপুরোহিতের একজন দাসের হাতে (যোহন ১৮:২২), যেভাবে আমাদেরকে এর আগেই বলা হয়েছিল, মীখা ৫:১ পদে: লোকে দণ্ড দিয়ে ইস্রায়েলের বিচারকর্তার চোঁয়ালে আঘাত করবে। কিন্তু এখানে আদালতেই এই আদেশ দেওয়া হল এবং তা খুব মহা সমারোহে পালন করা হল।

১. মহাপুরোহিত পৌলের কথায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, এর কারণ হল তিনি মহাসভার সামনে খুবই সাহসিকতার সাথে এবং মাথা উঁচু করে এই কথা বলেছিলেন, যেখানে মাথা নিচু করে রাখার রীতি ছিল। অন্যরা মনে করেন যে, এর কারণ তিনি মহাসভার প্রধানের প্রতি যথাযথ সম্বোধনপূর্বক কথা বলেন নি, অর্থাৎ যে নির্ধারিত সম্মানসূচক সম্বোধন করতে হত তা তিনি করেন নি, বরং তিনি তাদের সকলের সাথে আন্তরিকভাবে এবং খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন, ঠিক তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের মত করে। তার নিজের বিবেকের উত্তমতার সাক্ষ্য তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল তাঁকে আঘাত করতে এবং তাঁকে অপমান করতে। যখন তিনি পৌলকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারছিলেন না, তখন তিনি তাঁকে তারই নির্দোষিতার সাক্ষ্য বলার জন্য তাঁকে আঘাত করলেন।

২. তিনি তার মহা ক্রোধের কারণে পৌলকে মহা সভায় চরম অপমান করলেন তারই

একজন দাসকে দিয়ে। তিনি তাকে অপমানিত করতে চাইলেন, তাই তিনি তাঁর মুখে আঘাত করলেন, কারণ পৌল তাঁর মুখ দিয়ে অপরাধ করেছিলেন বলে তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন, আর এভাবেই তিনি তাঁকে নীরব হওয়ার আদেশ দিলেন। তিনি যে বর্বর এবং নিষ্ঠুর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলেন তা মোটেও তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এভাবেই সিদিকিয় মীখায়কে আঘাত করেছিলেন (১ রাজাবলি ২২:২৪) এবং পশূর যিরমিয়কে আঘাত করেছিলেন (যিরমিয় ২০:২), যখন তারা প্রভুর নাম উচ্চারণ করে কথা বলেছিলেন। যদি আমরা এই উত্তম ব্যক্তিদের প্রতি এমন অপমান সাধিত হতে দেখি, তাহলে আমরা যা কিছু বলি এবং করি, আমাদের সেই সমস্ত ভাল কাজ এবং কথার কারণে যদি তারা আমাদের প্রতি এই একই ধরনের আচরণ করে, তাহলে আমাদের তাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই নেই; খ্রীষ্ট তাদেরকে চুম্বন করবেন (ক্যান্ট ১:২), যারা তার কারণে তাদের মুখে আঘাত সহ্য করবেন। আর যদিও রাজা শলোমনের উক্তি অনুসারে এটি আশা করা উচিত যে, "যে ব্যক্তি যথার্থ জবাব দেবে, সে ওষ্ঠাধর চুম্বন করে" (হিতোপদেশ ২৪:২৬), তথাপি আমরা অনেক সময় এর বিপরীত ঘটনা দেখতে পাই।

গ. বিচারের স্থানে মহাপুরোহিতের মন্দতার কারণে তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধপূর্ণ আঘাতের ঘোষণা (উপদেশক ৩:১৬): এখানে পরবর্তীতে যে ঘটনা ঘটেছিল (পদ ১৭) তার সাথে এই উক্তি একাত্মতা প্রকাশ করে, যা শলোমন তাঁর নিজের আত্মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন (আমি আমার অন্তরে উচ্চারণ করলাম, ঈশ্বর ধার্মিক ও দুষ্টদের বিচার করবেন): হে চুনকাম করা প্রাচীর, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন, পদ ৩। পৌল কোন পাপপূর্ণ ক্রোধ বা আক্রোশ নিয়ে এই কথা বলেন নি, বরং তিনি এক পবিত্র অনুপ্রেরণা লাভ করেই মহাপুরোহিতের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিপক্ষে এই কথা বলেছেন, সেই সাথে তাঁর মাঝে ছিল এক ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা, অর্থাৎ তাঁর ভেতরে মোটেও কোন প্রতিশোধের চেতনা কাজ করে নি।

১. পৌল মহাপুরোহিতকে তার যথাযথ চরিত্র অনুসারে সম্বোধন করেছিলেন: হে চুনকাম-করা প্রাচীর; যার অর্থ হচ্ছে, তুমি এক ভণ্ড– যা প্রকৃতপক্ষে এক কর্দমাক্ত দেয়াল, যার ভেতরে আছে ধুলো ময়লা, নোংরা আবর্জনা, কিন্তু উপর দিয়ে তা খুবই সুন্দর করে পলেস্তারা দেওয়া বা চুনকাম করা। এই একই দৃষ্টান্ত খ্রীষ্ট একবার দিয়েছিলেন, যখন তিনি ফরীশীদেরকে চুনকাম-করা কবরের সাথে তুলনা করেছিলেন, মথি ২৩:২৭। যারা এ ধরনের জবর জং জিনিস দিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করেছে, তারা এর উপর দিয়ে দেখতে পরিষ্কার এমন কিছু দিয়ে লেপন করতে ভুল করে নি।

২. পৌল তাঁর ন্যায্য ধ্বংসের কথা উচ্চারণ করলেন: "ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন, তিনি তোমার উপরে তাঁর ন্যায্য বিচার নামিয়ে আনবেন, বিশেষ করে আত্মিক বিচার।" গ্রোশিয়াস মনে করেন যে, এই অভিশাপ খুব দ্রুতই বাস্তবায়িত হয়েছিল, যখন মহাপুরোহিতকে তার পুরোহিতীয় দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছিল, হতে পারে তার মৃত্যুর কারণে কিংবা কোন শারীরিক অসুস্থতার কারণে, কারণ তার স্থানে আরেক জনকে

এই দায়িত্বে স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত তাকে কোন আঘাত করা হয়েছিল কিংবা তাকে কোন স্বর্গীয় প্রতিশোধ তার উপরে কার্যকর হয়েছিল। যারবিয়ামের হাত শুকিয়ে গিয়েছিল, যখন সে তা একজন ভাববাদীর দিকে বাড়িয়েছিল।

৩. তিনি এই ধ্বংসের জন্য এক যথাযোগ্য যুক্তি দেখিয়েছিলেন: "কারণ তুমি বিচারালয়ের সবচেয়ে সম্মানিত স্থানে বসে আছ, তথাপি তুমি আমাকে আইনের আওতার বাইরে গিয়ে আমাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছো এবং অভিযুক্ত করার চেষ্টা করছো, উপরন্তু তুমি আমাকে আঘাত করার আদেশ দিয়েছ, যেখানে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি, যা আইন বিরুদ্ধ।" কোন ব্যক্তিকেই প্রহার করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রহার করার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, দ্বি. বি. ২৫:২। এটি সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে, স্বর্গীয় এবং মানবীয় সকল আইনের বিরুদ্ধে, প্রকৃতিগত এবং যুক্তিগত সকল আইনের বিরুদ্ধে, যেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপক্ষ সমর্থন এবং আত্মরক্ষা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই সাথে তার কাছ থেকে কোন কথা না শুনে তাকে অ-ভযুক্ত করা যাবে না। যখন পৌলকে জনতার মাঝে প্রহার করা হচ্ছিল, তিনি সে সময় বলতে পারতেন, পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর, কারণ এরা কী করছে তা জানে না; কিন্তু একজন মহাপুরোহিতের জন্য এই অপরাধ অমার্জনীয়, যাকে এই পর্বে অভিষিক্ত করা হয়েছে একজন আইনের রক্ষক হিসেবে।

ঘ. পৌলের এই সাহসিকতাপূর্ণ উক্তির কারণে পৌলকে যেভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হল (পদ ৪): তাতে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা বললো, তুমি কি ঈশ্বরের মহাপুরোহিতকে কটুবাক্য বলছো? এটি খুবই সম্ভাব্য একটি বিষয়, কারণ যারা পৌলের উক্তির কারণে তাকে দোষারোপ করেছিল তারা ছিল বিশ্বাসী যিহূদী, যারা তাদের আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিল এবং তারা একইভাবে মহাপুরোহিতের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল, আর তাই এখন তারা পৌলের এই কথার কারণে তাঁকে মহা অপরাধী ভাবতে লাগল এবং তারা মহাপুরোহিতের ও যিহূদী ধর্মের সম্মান রক্ষা করার জন্য আক্রোশে ফেটে পড়তে লাগল। এখানে দেখুন:-

১. পৌলকে কী ধরনের কঠিন খেলা খেলতে হয়েছিল, যখন তাঁর শত্রুরা সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে ধরেছিল এবং তাঁর বন্ধুরা তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিল এবং তারা কেউই তাঁর পক্ষ নিয়ে উপস্থিত হন নি, আর এই কারণে তাঁর শত্রুরা তাঁকে আরও বেশি পেয়ে বসেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অযাচিত সমস্ত অপরাধের অভিযোগ উপস্থাপন করছিল।

২. যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা বাহ্যিক জাকজমক এবং ক্ষমতাকে উপেক্ষা করার জন্য কেমন প্রস্তুত ছিলেন। যেহেতু এই মন্দির ছিল ঈশ্বরের উপাসনালয় এবং এক সুনিপুণ স্থাপনা, সে কারণে যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতেন, তারা এমন কিছু বলেন নি বা করেন নি যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা যায় যে, তারা মন্দিরের ধ্বংস সাধনের জন্য কাজ করছেন। যেহেতু মহাপুরোহিত ছিলেন ঈশ্বরের মহাপুরোহিত এবং একজন আদর্শ মানুষ,

সেই কারণে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মহা শত্রু হলেও পৌল তাকে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে শুধুমাত্র তার প্রাপ্য শাস্তিটুকুর কথা বলেছেন।

ঙ. পৌল যে কথা বলেছিলেন তার জন্য তিনি যে যুক্তি উপস্থাপন করলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার এই কথাটি তার দুর্বল আত্মার অধিকারী ভাইদের জন্য এক বিরাট বিঘ্নস্বরূপ পাথরের মত ছিল এবং এর ফলে তারা তাঁকে অন্য আরও অনেক বিষয়ে অভিযুক্ত করতে চাইবে। এই যিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্টানরা দুর্বল হলেও তারা ছিল তাঁর ভাই, আর এই নামেই তিনি তাদেরকে এখানে ডেকেছেন, আর এই কথা চিন্তা করে তিনি তাদেরকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; তিনি বলেছেন, কে বিঘ্ন পেলে আমি না জ্বলে পুড়ে যাই না? ২ করিন্থীয় ১১:২৯। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই বিষয়ে যে, তিনি তাঁর কোন কথায় বা কাজে তাঁর কোন খ্রীষ্টান ভাইয়ের বিঘ্ন জন্মাবেন না; উপরন্তু যদি খাদ্য দ্রব্য তাঁর কোন ভাইয়ের বিঘ্ন জন্মায়, তবে তিনি মাংস ভোজন করা ছেড়েই দেবেন, যেন তাঁর ভাইয়ের বিঘ্ন না জন্মায়, ১ করিন্থীয় ৮:১৩। আর এই কারণে যদিও তিনি নিজে মহাপুরোহিতকে সেই বিষয়ে কথা বলার ব্যাপারে নিজে কোন সুযোগ নেন নি, যখন তিনি তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারতেন, তিনি চিৎকার করে বলতে পারতেন *Peccavi*– আমি ভুল করেছি। তিনি বলতে পারতেন যে, তিনি এ কথা বলতে চান নি এবং তিনি এরপরে তাঁর কথার জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারতেন, যেন তাঁর উপরে আর কোন শাস্তি নেমে না আসে। কিন্তু তিনি নিজে রেহাই পাওয়ার মত কোন কথা বলেন নি।

১. তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি জানতেন না তিনি কার সাথে কথা বলছেন (পদ ৫): হে ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, উনি মহাপুরোহিত– *ouk edein*। "আমি তখন তার পদমর্যাদা সম্পর্কে জানতাম না, তাহলে হয়তো আমি তাকে আরেকটু সম্মান দিয়ে কথা বলতাম।" আমি এ কথা ভেবে পাচ্ছি না যে, পৌল মহাপুরোহিতকে চেনেন না এটি কেমন করে সম্ভব হল, যেখানে তিনি প্রায় সাত দিন ধরে মন্দিরে এর আগে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেখানে তিনি অবশ্যই মহাপুরোহিতকে দেখেছেন; আর যেহেতু পৌল তাকে এ কথা বলেছেন যে, তুমি ব্যবস্থা অনুসারে আমার বিচার করতে বসেছ, সেক্ষেত্রে এ কথা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, পৌল জানতেন তিনি কে; কিন্তু পৌল তাকে চেনেন না বলে দাবী করছেন, সেহেতু আমি আর এ বিষয়ে চিন্তা করছি না। ড. হুইটবাই এ বিষয়ে যে ধারণা পোষণ করেন তা হচ্ছে, পৌলের উপরে এক ভাববাণী সুলভ এক চেতনার সঞ্চার হয়েছিল এবং তারই অনুপ্রেরণায় তিনি এই কথা তখন বলেছিলেন, এই কারণে তাঁকে তখন এটি দেখতে দেওয়া হয় নি যে, তিনি আসলে মহাপুরোহিত ছিলেন, পাছে এই আইনের কথা চিন্তা করে তিনি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় সেই উক্তি করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু যিহূদীরা মনে করে থাকে যে, শাসনকর্তাদের সম্পর্কে কথা বলার জন্য ভাববাদীদের বিশেষ অধিকার রয়েছে যা আর অন্য কারও নেই, যিশাইয় ১:১০, ২৩। কিংবা (যেহেতু তার উক্তির সাথে গ্রোশিয়াস এবং লাইটফুটের ধারণা মিলে যায়) পৌল এ কথা বলে অজুহাত দেখাতে চান নি যে, তিনি আসলে ভুল করে এই কথা বলেছেন, বরং তিনি তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন: "আমি এ কথা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের মহাপুরোহিতকে তিরস্কার

করা কিংবা তাকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমি এই অননিয়কে মহাপুরোহিত বলে মানতে পারছি না। সে একজন অন্যায়কারী; সে এই পর্বে এসেছে ঘুষ দিয়ে এবং দুর্নীতি করে এবং যিহূদী রব্বিরা বলে থাকেন যে, যে এই ধরনের কাজ করে সে কোন মতেই বিচারক হতে পারে না কিংবা এভাবে সম্মানের অধিকারীও হতে পারে না।" তথাপি–

২. তিনি এ কথা বললেন যে, তিনি যা বলেছেন তা আসলে বলা উচিত ছিল না, কিংবা তিনি এই কথা ব্যবস্থা এবং পুরোহিতত্বের পদমর্যাদাকে খাটো করার জন্য বলেন নি: কেননা লেখা আছে এবং আইনে এর পূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে যে, "তুমি স্বজাতীয় লোকদের নেতাকে দুর্বাক্য বলো না।" জনগণের মঙ্গলের জন্যই শাসনকর্তার সম্মান বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় এবং যারা এই পদের অবমাননা করে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, যাতে করে শাসনকর্তা এবং বিচারকদের সাথে এবং তাদের ব্যাপারে উভয় ক্ষেত্রে কথা বলার সময় যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা হয়। এমন কি ইয়োবের সময়েও একজন রাজাকে এ কথা বলা যেত না যে, তুমি পাপাধম, কিংবা শাসনকর্তাদেরকে এ কথা বলা যেত না যে, তোমরা দুষ্ট, ইয়োব ৩৪:১৮। এমন কি, যখন আমরা ভাল কাজ করি এবং এর জন্য কষ্টভোগ করি, তখনও আমাদেরকে বিষয়টি ধৈর্যের সাথে দেখা উচিত, ১ পিতর ২:২০। এমন নয় যে, মহান ব্যক্তিদেরকে তাদের ভুলগুলো সম্পর্কে বলা যাবে না এবং জনগণের ভোগান্তি এবং কষ্টের অভিযোগ শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে করতে হবে, বরং তাদের জনগণের কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা এবং মর্যাদা লাভ করা প্রয়োজন, যেহেতু তারা ঈশ্বরের বিশেষ দায়িত্ব পালন করছেন এবং ঈশ্বর নিজে তাদের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন। তবে অভিযোগ উত্থাপন করার নির্দিষ্ট পন্থা রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে জনগণ সুনির্দিষ্ট পন্থায় তাদের সমস্ত কথা বলতে পারে। ঈশ্বরের ব্যবস্থা এবং এর ধারকদেরকে অবশ্যই যথাযথ সম্মাননা দান করতে হবে, নতুবা এর ফলে সে ঈশ্বরের প্রতিনিধিকে নিন্দা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে; এবং এটি তাদের জন্য খুবই বিপদের কথা হবে, যারা প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে এবং যারা গৌরবের পাত্র তাদের নিন্দা করে, যিহূদা ১:৮। মনের মধ্যেও রাজাকে অভিশাপ দিও না, উপদেশক ১০:২০।

প্রেরিত ২৩:৬-১১ পদ

ধার্মিকের বিপদ অনেক, কিন্তু কোন না কোন উপায়ে প্রভু তাদেরকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন। পৌল এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি যখন অযিহূদীদের মধ্যে নির্যাতিত হচ্ছিলেন সে সময় তিনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন (দেখুন ২ তীমথিয় ৩:১১): সেসব থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার করেছেন। আর এখন তিনি দেখবেন যে, তিনি এর আগে উদ্ধার করেছেন, তিনি এখনও উদ্ধার করেন এবং করবেন। যিনি তাঁকে বিগত অধ্যায়ে জনতার ক্রুদ্ধ আক্রোশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি এখন তাঁকে প্রাচীনদের আক্রোশ থেকেও উদ্ধার করবেন।

ক. পৌলের নিজ বুদ্ধিমত্তা এবং নির্দোষিতার মনোভাবের কারণে তিনি এক দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে পারলেন এবং তিনি এর কারণেও অনেকটা এখান থেকে উদ্ধার পেতে সক্ষম হলেন। পৌলের সর্বোচ্চ যে সম্মানের উপরে তিনি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন তা হচ্ছে, তিনি ছিলেন একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী; এবং তার অন্য সকল সম্মানকে তিনি এর তুলনায় অবজ্ঞা করেছিলেন, সেগুলোকে মলবৎ গণ্য করেছেন, যেন তিনি খ্রীষ্টকে জয় করতে পারেন; তথাপি অনেক সময় তিনি সেই সকল সম্মানকে কাজে লাগিয়েছেন এবং সেগুলো তার কাজে লেগেছে। বিগত অধ্যায়ে একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে তার পরিচয় তাকে প্রধান সেনাপতির আদেশে প্রহারিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যেহেতু তিনি পৌলকে একজন ডাকাত বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। আর এখানে তিনি নিজেকে একজন ফরীশীর পরিচয়ে তুলে ধরার কারণে তিনি সেনহেড্রিনে অভিযুক্ত হওয়া থেকে রেহাই পেলেন, কারণ তিনি নিজেকে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বিশ্বাসে স্থির এবং তাঁর উপাসনায় রত একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। খ্রীষ্টের জন্য আমাদের কষ্টভোগ করার ক্ষেত্রে আমাদের সকল আইন সঙ্গত প্রক্রিয়া যা আমাদের সামর্থের মধ্যে রয়েছে তা প্রয়োগ করা উচিত। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে এর সমস্ত কষ্ট এবং যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে পারি। পৌল এখানে যে সৎ পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়েছিলেন তা তিনি করেছিলেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং বিচারকদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলার জন্য। তিনি চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করতে এবং তাদের এক দলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে, যাতে করে তারা তার বিচার করা স্থগিত রাখে।

১. মহাসভা তৈরি হত সদ্দূকী এবং ফরীশীদের দিয়ে, আর পৌল ঠিক এই সুযোগটিই নিয়েছিলেন। তিনি তাদের সাথে যখন থেকে চলাফেরা করতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই তিনি তাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতেন, সেই সাথে তিনি সদ্দূকী এবং ফরীশীদের অনেক স্বভাব ও চিন্তা ধারাও ভালভাবে জানতেন (পদ ৬): এক দল ছিল সদ্দূকী এবং আরেক দল ছিল ফরীশী এবং সম্ভবত তারা প্রায় সমান অংশীদার ছিল মহা সভায়। এখন এই দু'টো দল বেশ আলাদা ছিল সব দিক থেকেই, কিন্তু তার পরও তারা একত্রে মহাসভা গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্মত হয়েছিল।

(১) ফরীশীরা ছিল ধর্মান্ধ এবং তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে অতি উৎসাহী, এই রীতি নীতিগুলো শুধু যে ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছেন তা নয়, সেই সাথে তারা নিজেরাও প্রাচীনদের অনেক প্রথা এবং নিজেদের মন গড়া অনেক রীতি-নীতি তৈরি করেছিল। এরা ছিল যিহূদীদের জন্য বড় ধরনের বিঘ্নস্বরূপ এবং তারা সকলকে তাদের এই সকল বহু বিধ আইন ও রীতি-নীতি পালনের জন্য বাধ্য করতো, যার ফলে তাদের মধ্যে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে বহু কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই একই সময়ে তারা আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ, মৃতদের পুনরুত্থান এবং স্বর্গীয়-রাজ্যের আগমনের বিষয়ে ইতিবাচকভাবে একেবারেই গোড়াপন্থী ছিল।

(২) সদ্দূকীরা ছিল ঈশ্বরত্ববাদে বিশ্বাসী– তারা ব্যবস্থা কিংবা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ কোনটির

প্রতিই বিশ্বাসী ছিল না। মোশির পুস্তককে তারা দেখতো চমৎকার একটি ঐতিহাসিক বই এবং আইন-কানুনের বই হিসেবে, কিন্তু পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকগুলোকে তারা একেবারেই গোণায় ধরতো না; দেখুন মথি ২২:২৩। এখানে সদ্দূকীদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে:-

[১] তারা পুনরুত্থান অস্বীকার করতো; শুধু যে মৃতের শরীরে পুনরায় জীবন লাভ করাকে তারা অস্বীকার করতো তা নয়, বরং সেই সাথে ভবিষ্যতে পুরস্কার এবং শাস্তির মতবাদটিকেও তারা অস্বীকার করতো। তাদের মাঝে অনন্ত জীবনের কোন আশা ছিল না এবং অনন্ত দুঃখভোগের কোন ভয়ও ছিল না, তাদের মাঝে মৃত্যুর পরবর্তী পৃথিবীর জন্য কোন প্রত্যাশাও ছিল না; যারা যে নীতিতে চলতো তা ছিল: ঈশ্বরের সেবা করা অর্থহীন এবং তারা নিজেদেরকে গর্বিত সুখী বলে ঘোষণা করতো, মালাখি ৩:১৪, ১৫।

[২] তারা স্বর্গদূত এবং আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং তারা বস্তুগত বাদে অন্য কোন যে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই বলে দাবী করতো। তারা ভাবতো যে, ঈশ্বর নিজে একজন শাসনকর্তা এবং তাঁরও আমাদের এই পৃথিবীর শাসনকর্তাদের মত বিভিন্ন কর্মচারী রয়েছে যারা তাঁর সমস্ত কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করে থাকে। যখন তারা পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন স্বর্গদূতদের সম্পর্কে পাঠ করে থাকে, তখন তারা মনে করে থাকে যে, এরা হলেন ঈশ্বরের বিভিন্ন বার্তাবাহক মানুষ, যাদেরকে জনগণের মাঝে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা ভাবতো যে, স্বর্গদূত আসলে মানুষের কল্প-নাপ্রসূত এক ধরনের সত্তা, যার প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্বই নেই। মানুষের আত্মার ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না এবং তারা মনে করতো যে, আত্মা কখনো দেহ থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে না এবং মানুষের ভেতরে আত্মা না থাকলে তার সাথে একটি পশুর কোন পার্থক্য থাকে না। কোন সন্দেহ নেই যে, এই সকল মতবাদ মুক্ত চিন্তার ফল এবং তারা এই সকল চিন্তা-চেতনার অধিকারী হওয়ার কারণে নিজেদেরকে আধুনিক মনস্ক এবং আরও বেশি জ্ঞানী বলে ভাবলেও তাদের মধ্যে যে অসাড়তা এবং অজ্ঞানতা প্রতীয়মান হয়েছিল তা ছিল অতি স্পষ্ট। এটা আসলে খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সেনহেড্রিনে কী করে এ ধরনের লোকেরা স্থান করে নিল, যাদের মনের মাঝে এ ধরনের বিকৃত চিন্তাধারা খেলা করে এবং যাদের মননশীলতা এতটা নিচে। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা সামজে অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এরা ছিল সমাজের অন্যতম ধনী ব্যক্তি এবং তারা সমাজে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র বলে বিবেচিত ছিল। তাদেরকে সাধারণত প্রচলিত ধর্ম বিরোধী (heretics) বলে আখ্যা দেওয়া হত এবং তাদেরকে এপিকিউরীয়দের সাথে গণনা করা হত এবং তারা অনন্ত জীবনের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতো এবং তারা এর সকল সমর্থন করা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতো। উইটসিয়াস মনে করেন যে, যিহূদীরা যে প্রার্থনাটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে করতো, সেটি তৈরি করেছিলেন গমলীয়েল, যিনি আসলে এটি সদ্দূকীদের বিরুদ্ধে তৈরি করেছিলেন; এবং তারা সাধারণত প্রার্থনায় এই ধরনের কথা উচ্চারণ করতেন, হে সদাপ্রভু, দুষ্টদের নাম উচ্ছিন্ন হোক। কিন্তু যিহূদী জাতি কত না কলুষিত এবং দূষিত হয়ে পড়েছিল, যখন তারা এ

ধরনের ঘৃণ্য লোকদেরকে তাদের শাসনকর্তাদের সাথে এক কাতারে বসিয়েছিল!

২. ফরীশী এবং সদ্দূকীদের মাঝে এই পার্থক্যের কথা স্মরণ করে পৌল প্রকাশ্যে নিজেকে ফরীশী বলে ঘোষণা দিলেন এবং তিনি ফরীশীদের পক্ষে এবং সদ্দূকীদের বিপক্ষে বলে নিজেকে উপস্থাপন করলেন (পদ ৬): তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন যেন তা সকলে শুনতে পায়, "আমি একজন ফরীশী, আমি একজন ফরীশী হয়ে বেড়ে উঠেছি, শুধু তাই নয়, আমি একজন ফরীশীর সন্তান, আমার পিতা আমার আগে ফরীশী ছিলেন এবং আমি এখন পর্যন্ত একজন ফরীশী, কারণ আমি মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি এবং আমি সত্যি বলছি যে, যদি আপনারা ঘটনাটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন তাহলে দেখবেন যে, পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলার কারণেই এখানে আমার বিচার করা হচ্ছে।" যখন খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন, সে সময় ফরীশীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করেছে, কারণ তিনি তাদের রীতি-নীতির কলুষতা ও অসাড়তা নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু তার স্বর্গারোহণের পর সদ্দূকীরা তাঁর শিষ্যদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা পোষণ করেছে, কারণ তারা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বাণী ও সুসমাচার প্রচার করেছেন এবং তারা এই প্রচার করেছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, প্রেরিত ৪:১, ২। এ কথা বলা হয়েছে যে, (প্রেরিত ৫:১৭) সদ্দূকীদের মধ্যে একটি অংশ ছিল যারা এই নিয়ে প্রেরিতদের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত ছিল, কারণ তারা অন্তত জীবনের কথা প্রচার করতেন এবং সুসমাচারের আলো অনুসরণ করে অনন্ত জীবন লাভের কথা প্রচার করতেন। এখন এখানে দেখুন:-

(১) পৌল নিজেকে একজন ফরীশী বলে পরিচয় দিলেন, কারণ তুলনা বিচারে ফরীশীরাই সঠিক পথের অনুসারী ছিল। যদিও খ্রীষ্টান ধর্মে ফরীশী বাদের বিরোধিতা করা হত এবং ফরীশীরা যে সমস্ত রীতি-নীতি অনুসরণ করতো সে সবের বিরোধিতা করা হত এবং ঈশ্বরের আইন ও খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে ফরীশী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব ছিল, তথাপি দুই দলই সদ্দূকীদের বিরোধী ছিল এবং দুই দলই ঈশ্বরের সত্য রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ ছিল। আমাদের কখনোই ঈশ্বরের কোন সত্য সম্পর্কে কোন মন্দ চিন্তা করা উচিত নয়, কিংবা তা প্রকাশ করা ও স্বীকার করার জন্য লজ্জিত হওয়াও উচিত নয়, কারণ এই সত্য মানুষের ভেতরে না থাকলে মানুষ হয়ে পড়ে কলুষিত। যদি ফরীশীরা মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো, তাহলে পৌলও তাদের সমর্থন করতেন এবং তাদের একজন হতেন, তারা সেই ইচ্ছা করুক বা না করুক।

(২) তিনি নিশ্চয়ই সত্যিকার অর্থে এ কথা বলতেন যে, একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে নির্যাতিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। সম্ভবত তিনি জানতেন যে, সদ্দূকীরা ফরীশীদের মত সাধারণ জনগণের প্রতি এতটা মনোযোগী না হলেও তারা গোপনে লোকদেরকে নানা বিষয়ে খেপিয়ে তুলতে পারতো তার বিরুদ্ধে এবং তারা অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার কারণে তাঁর উপরে ক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু মূলত তারা এ কারণেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, তিনি মৃতদের পুনরুত্থানের প্রচার করেছিলেন। তবে তিনি

কেন খ্রীষ্টান হলেন এই প্রশ্ন তাঁকে করা হলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন যে, তিনি পুনরুত্থিত জীবন লাভের জন্যই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন, যা তিনি পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, প্রেরিত ২৪:১৫; এবং ২৬:৬, ৭। যদিও পৌল প্রাচীনদের প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, (যেভাবে তার প্রভু এর আগে করেছেন) এবং পরবর্তীতে ফরীশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন,, তথাপি তিনি এখানে মূলত মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয়ে প্রচার করার উপরে জোর দিয়ে বললেন, যা ফরীশীরা সমর্থন করতো।

৩. এই ঘটনার ফলে মহাসভায় এক বিভক্তির সৃষ্টি হল। সম্ভবত মহাপুরোহিত সদ্দূকীদের পক্ষ নিয়েছিলেন (যা তিনি এর আগেও করেছেন, প্রেরিত ৫:১৭ এবং এটি পৌলের প্রতি তার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখে বোঝা যায়, পদ ২), যা ফরীশীদেরকে তাদের নীতি সম্পর্কে চেতনা উজ্জীবিত করলো এবং এতে করে ফরীশী এবং সদ্দূকীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল (পদ ৭), কারণ পৌলের কথায় সদ্দূকীরা আরও বেশি উষ্ণ হয়ে উঠলো এবং ফরীশীরা তাকে নির্যাতন ও শাস্তি বিধানের পথ থেকে সরে আসতে চাইলো; এই কারণে পুরো মহাসভা এবং জনতা নিজেরাও বিভক্ত হয়ে গেল; *eschisthe*– ধর্মীয় কলহ (*schism*) তৈরি হল, তাদের ভেতরে বিবাদের সৃষ্টি হল এবং তাদের আলোচনা ও মনোযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু পৌলের দিক থেকে একে অপরের দিকে ঘুরে গেল; তারা নিজেদের ভেতরে বিবাদ না মেটানো পর্যন্ত পৌলের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না, কিংবা যেখানে তাদের ভেতরেই একতার এত বড় অভাব, সেখানে তারা পৌলকে তাদের ধর্মের একতা ভঙ্গের জন্য শাস্তি দিতে পারছিল না। সকলে চিৎকার করে পৌলকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলছিল, কিন্তু এখন তারা একে অপরের বিরুদ্ধে চিৎকার করছিল ও অভিযোগ জানাচ্ছিল, পদ ৯। এবার সব ধরনের যিহূদীদের মধ্যে এত বেশি উত্তেজনা এবং আক্রোশের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো যা শুরু হল শুধুমাত্র ধর্মের প্রতি তাদের অন্ধ শ্রদ্ধাবোধের কারণে; আর তাই বলা হয়েছে, ঈশ্বরের ধার্মিকতা মানুষের ক্রোধকে প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে জ্ঞানীরা যথাযোগ্য যুক্তিতে প্রভাবিত হলেও কখনোই হইচইয়ের কারণে প্রভাবিত হবেন না।

৪. ফরীশীরা এখানে পৌলের পক্ষ নিলেন; কেউ কি কখনো এমনটা কল্পনাতেও আনতে পেরেছিলেন? (পদ ৯): তারা বাগ্‌যুদ্ধ করলো, *diemachonto*– তারা তর্ক করতে শুরু করলো এবং বলতে লাগল, আমরা এই ব্যক্তির কোন দোষ দেখতে পাই না। সে মন্দিরে একাগ্রতা এবং ভক্তির সাথে প্রার্থনা ও উৎসর্গ করতে গিয়েছিল এবং সে উপাসনা তেও যোগ দিয়েছিল; এবং সে সত্যিকার অর্থেই দেখিয়েছে যে, তাকে যেভাবে ধর্মের প্রতি শত্রু হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সে আসলে সে ধরনের কোন অপরাধ করে নি। সে তার নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে খুব ভালভাবে এবং এখন সে নিজেকে পরিষ্কারভাবে তার ধর্মের ব্যাপারে কঠের পালনকারী হিসেবে দেখিয়েছে এবং সে যে এ ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে থাকে সেটাও সে দেখিয়েছে; আর সেই কারণে তারা নিশ্চয়ই এমনটি মনে করতে পারে না যে, সে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী কোন কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, তারা এই কথাও বলেছিল যে, "কোন আত্মা কিংবা কোন স্বর্গদূত

যদি এর সঙ্গে কথা বলে থাকেন, তবে আমাদের কী? যদি তিনি তাকে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেন এবং তার বিষয়ে প্রচার করতে বলেন, যদিও আমরা যীশু খ্রীষ্টকে পছন্দত করতাম না, তথাপি যেহেতু পৌলের কাজে আমাদের বিরোধিতা করার কিছু নেই, তাতে করে আমাদের অবশ্যই এ কাজে বাঁধা দান করা থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত, কারণ স্বর্গদূত বা আত্মার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করলে ঈশ্বর আমাদের উপরে নারাজ হবেন," যেমনটা গমলীয়েল বলেছিলেন, যিনি নিজে একজন ফরীশী ছিলেন, তিনি এ বিষয় নিয়ে এর আগে ফরীশীদের সাথে তর্ক করেছিলেন, প্রেরিত ৫:৩৯। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) আমরা এখানে দেখতে পাই যে, সুসমাচারের সম্মানের জন্য এর বিরোধিতাকারী পর্যন্ত এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং তারা এর স্বপক্ষে কথা বলছে। তারা শুধু যে এর নির্দোষিতা সম্পর্কে কথা বলছে তাই নয়, সেই সাথে তারা এর মহত্ব সম্পর্কেও কথা বলছে এবং তারা এই সত্যের শক্তির বিষয়ে তাদের ভক্তির কথাও প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে যারা এর প্রতি এক সময় অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে তারাই এখন এর পক্ষে এভাবে যুক্তি উত্থাপন করছে। পীলাত যীশু খ্রীষ্টের কোন দোষ খুঁজে পান নি, তারপরও তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। ফীষ্ট পৌলেরও কোন দোষ খুঁজে বের করতে পারেন নি, অথচ তিনি তাঁকে বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলেন। আর এখানে ফরীশীরা যখন ধারণা করছে যে, পৌল স্বর্গের কোন আত্মা বা স্বর্গদূতের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন, তবুও পরবর্তীতে তারা মহাপুরোহিতের সাথে একজোট হয়ে তাঁর বিচার করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল, প্রেরিত ২৪:১। তারা সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল যা তাদের শুধু যে ছিল তা-ই নয়, সেই সাথে তারা তা অর্জনও করেছিল, কারণ যীশু খ্রীষ্ট নিজে এ কথা বলেছেন যে, তারা আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণা করেছে, যোহন ১৫:২৪। তথাপি;

(২) আমরা আশা করবো যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ততপক্ষে পৌল সম্পর্কে যে ধরনের ধারণা পোষণ করতো তা পরিবর্তন করতে পেরেছিল এবং তারা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তারা তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তারা তাঁর বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়েছিল, আর সেই সাথে তাদের এই শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই প্রাচীনদের কোন রীতি-নীতির পরিপন্থী ছিল না, যা থেকে পৌল সরে গিয়েছিলেন এবং ধর্মের মূল বিধানগুলোকে অন্ধভাবে পালন করা থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বিধি বিধানের প্রতি পৌল তখন পর্যন্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তিনি তাদের সাথে মিলে তা পালন করতে এখন পর্যন্ত খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি সদ্দূকীদের বিপরীত মতবাদটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং মৃতদের পুনরুত্থানের প্রতি যে তাঁর গভীর বিশ্বাস আছে সেটি তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন। তিনি আশা করছিলেন যে, এই সত্যটি সকলে উপলব্ধি করবে এবং তারা সকলে ঈশ্বর যে আলো জ্বালিয়েছেন তার নিচে আসবে, আর সেই কারণে তারা নিশ্চয়ই তাঁকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত হবে এবং তারা তাঁকে বরঞ্চ রোমীয় সরকারের হাতে শাস্তি ও বিচারের হাত থেকে রক্ষা করবে। নির্যাতনকারী ফরীশীরা এই চেতনার অধিকারী ছিল না: কারণ যে ব্যক্তি যিহূদী ধর্ম সত্তা ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করেছে এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের যোয়ালিতে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, তাঁকে তারা মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত

করাই শ্রেয় বলে মনে করবে।

খ. পৌলের নিরাপত্তা এবং তাঁকে নিরাপদ তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির সযত্ন উদ্যোগ; কারণ যখন তিনি ফরীশী এবং সদ্দূকীদের ভেতরে এই হাড্ডাহাড্ডি বিতর্ক দেখছিলেন, সে সময় তিনি দেখলেন যে, পৌল মোটেও দোষী না হলেও তাঁকে নিয়ে সবাই টানা হেচড়া করতে শুরু করেছে– ফরীশীরা চাইছে তাঁকে ধরে মুক্ত করে দিতে, অপরদিকে সদ্দূকীরা চাইছে তাঁকে ধরে হত্যা করতে– দুই দলের টানাটানিতে পৌল যেন ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেভাবে সিংহের গর্তে দানিয়েলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই হয়েছে এখন পৌলের অবস্থা। এই কারণে প্রধান সেনাপতি নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে পৌলকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, যা তিনি এর আগেও করেছেন, প্রেরিত ২১:৩২ এবং ২২:২৪।

১. দেখুন এখানে পৌল কেমন বিপদে পড়েছেন। তাঁর বন্ধু এবং শত্রুদের মাঝে পড়ে তিনি যেন টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বসেছেন। এক দল তাঁকে জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলতে চাইছে, আরেক দল তাঁকে আঘাত করে মেরে ফেলতে চাইছে, তাদের উভয় পক্ষণ এমন ভয়ঙ্কর বীভৎস খেলায় মেতে উঠেছিল, এমনই ছিল তাদের বর্বরতা, যার কারণে যারা পৌলের পক্ষ নিয়েছিল তারাও তাদের নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৌলের জীবন সংশয়ের মুখে ফেলছিল।

২. পৌলের নিস্তার: প্রধান সেনাপতি তার সৈন্যদেরকে আদেশ দিলেন যেন তারা নেমে গিয়ে লোকদের মধ্যে থেকে পৌলকে জোর করে নিয়ে আসে, অর্থাৎ মন্দিরের সেই কামরা থেকে যেন পৌলকে নিয়ে আসে যেখানে মহাসভা বসেছিল এবং তাঁকে যেন আন্তনীয়ের দুর্গে নিয়ে আসা হয়; কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এই দুই পক্ষের কেউই পৌলের ভাল করতে চাইছে না।

গ. তার সাথে সবসময় স্বর্গীয় নির্দেশনা কাজ করেছে। প্রধান সেনাপতি তাঁকে নিষ্ঠুর সেই মানুষগুলোর হাত থেকে উদ্ধার করলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তাঁকে তখন পর্যন্ত কারাগারে বন্দী করে রাখলেন এবং এর কারণ কী তা তিনি বললেন না। সেই দুর্গ নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য একটি সুরক্ষিত স্থান ছিল, কিন্তু যা ই হোক না কেন, সেটি ছিল একটি বন্দীশালা। এখন যেমন এটি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়ে নিয়ে এসেছে, তেমনই তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য এখন বেঁচে থাকবেন। আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, যিরূশালেম মণ্ডলীর কোন প্রেরিত বা প্রাচীন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন কি না; হতে পারে তাদের সাহসে কুলোয় নি, নতুবা তাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেওয়া হয় নি। সম্ভবত পরবর্তী রাতে পৌল এই নিয়ে অনেক চিন্তা করছিলেন যে, তাঁর কী পরিণতি হবে এবং কীভাবে তিনি তাঁর এই বর্তমান পরিস্থিতিকে তাঁর জন্য মঙ্গলজনক কোন কিছুতে রূপান্তরিত করবেন। সে সময় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে এক দয়াপূর্ণ দর্শন দান করলেন এবং সেই সময়টি

ছিল সম্ভবত মধ্যরাত, তথাপি তা অত্যন্ত উপযুক্ত সময় (পদ ১১): প্রভু তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন, যদিও সম্ভবত সেই বিছানাটি ছিল খড় দিয়ে তৈরি, কারণ তিনি তাঁকে দেখাতে চাইছিলেন যে, তিনি সারা দিনই পৌলের সাথে সাথে ছিলেন এবং এখন তিনি রাতে তাঁকে স্বশরীরে দর্শন দিচ্ছেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের বিরুদ্ধে যা কিছুই আসুক না কেন, আমাদের একদমই ভয় করার প্রয়োজন নেই, যদি ঈশ্বর আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন; যদি তিনি আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রদান করেন, তাহলে আমাদের ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রভু আমার সাথে আছেন, যিনি আমার আত্মার নিরাপত্তা বিধান করবেন এবং তখন আর কোন কিছুই আমার পথে এসে দাঁড়াতে পারবে না।

১. খ্রীষ্ট তাঁকে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানালেন: পৌল, সাহস কর, ভয় পেয়ো না, নিরুৎসাহিত হোয়ো না; যা কিছু ঘটেছে তা তোমাকে দুঃখিত না করুক, কিংবা সামনে আরও যা কিছু ঘটবে তা তোমাকে ভীত না করুক।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের ইচ্ছা হল, তার দাসেরা যারা বিশ্বস্ত, তারা যেন সবসময় আনন্দিত থাকেন। সম্ভবত পৌল মহা সভায় গিয়ে যা কিছু বলেছিলেন তাতে করে নিজেকে দোষী বা অপরাধী ভাবতে শুরু করেছিলেন, সে কারণে প্রভু নিজে এসেছিলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কিংবা হয়তো বা তিনি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, তার কোন বন্ধুই তাঁর কাছে তাঁকে দেখতে এলো না; কিন্তু খ্রীষ্টের দর্শনই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় উৎসাহের বিষয় ছিল।

২. খুব অবাক হওয়ার মত কথা দিয়ে প্রভু পৌলকে সাহস ও উৎসাহ দিতে চেয়েছেন: আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তদ্রূপ রোমেও দিতে হবে। যে কেউ এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, এই সান্ত্বনা ছিল অত্যন্ত শীতল এক সান্ত্বনা, এর মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার ছিটে ফোটাও নেই: "যদিও তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, তথাপি তোমাকে সামনে আরও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে;" এবং তথাপি এই বাণীর উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে উৎসাহিত করা; কারণ তাঁকে এই বাণীর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করানো হয়েছে যে:-

(১) তিনি খ্রীষ্টের জন্য একজন সাক্ষী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করছেন, যা তাকে করে যেতে হবে। তিনি কোন ভুল করেছেন বলে যে এই সমস্যায় পড়েছেন তা নয়, এমন কি এর আগে তিনি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর উপরে যেভাবে অত্যাচার করেছেন তা স্মরণ করে যে প্রভু এখন তাঁকে কষ্ট দিচ্ছেন মোটেও তা নয়, যদিও তিনি মনে করতে পারেন যে, এই ঘটনা ঘটছে তাঁকে শাস্তি দানের জন্য, কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি এখনও তাঁর সাক্ষ্য দানের কাজ শেষ করেন নি, এমন নয় যে, তিনি বন্দী রয়েছেন বলে এখন তার সাক্ষ্য দান করতে পারছেন না, বরং তাঁকে ভিন্ন মাত্রার পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া হচ্ছে। খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ থেকে এবং মানুষের আত্মার জন্য মঙ্গল সাধন করা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য এমন আর কোন কিছু নেই যা পৌলকে দুঃখ ভারাক্রান্ত

করতে পারে: ভয় কোরো না, খ্রীষ্ট বললেন, তোমাকে আমি ত্যাগ করি নি।

(৩) পৌল সম্ভবত একেবারেই নির্দোষ চিত্তে রোমে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন এবং সেখানে সুসমাচার প্রচার করার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন, যদিও সেখানে এরই মধ্যে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে এবং একটি মণ্ডলীও সেখানে স্থাপিত হয়েছে; তথাপি যেহেতু তিনি নিজে একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন, সে কারণে তিনি সেখানে ভ্রমণ করার জন্য আশা করছিলেন এবং তিনি এর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন (প্রেরিত ১৯:২১): যিরূশালেমে যাওয়ার পর আমাকে রোমেও যেতে হবে। তিনি রোমীয়দের প্রতি লিখিত তাঁর পত্রে কিছু দিন আগেও এ কথা লিখেছেন যে, তিনি তাদের দেখার জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, রোমীয় ১:১১। এখন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তার সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি আরও কখনো রোমে যেতে পারবেন না; কিন্তু এমন কি এর মধ্যেও খ্রীষ্ট তাকে বললেন যে, তিনি অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন এবং সে কারণে তাঁকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে, কারণ তিনি যে কাজই করবেন তা করতে হবে খ্রীষ্টের সম্মানের জন্য এবং মানুষে আত্মার মঙ্গল সাধনের জন্য।

প্রেরিত ২৩:১২-৩৫ পদ

এখানে আমরা পৌলের জীবন নাশের জন্য একটি ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারি: কীভাবে তা স্থাপন করা হল, কীভাবে তা আবিষ্কার করা হল এবং কীভাবে তা প্রতিহত করা হল।

ক. কীভাবে এই ষড়যন্ত্র স্থাপন করা হল: তারা চিন্তা করে দেখলো যে, জনতাকে উস্কে দিয়ে বা আইন গত প্রক্রিয়ায় তারা কিছুই করতে পারবে না, আর সেই কারণে তারা গুপ্ত হত্যার মত এক বর্বর পদ্ধতির শরণাপন্ন হল। তারা সন্তর্পণে পৌলের কাছে এসে তাঁকে ছুরি মেরে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করলো, তবে যদি তারা তাঁর কাছে কোনভাবে পৌঁছাতে পারে। এই উত্তম ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতটাই তীব্র ছিল যে, যদি তারা তাঁকে তাদের হাতের নাগালে না পায়, তাহলে তারা আরেকটি সুযোগ নিয়ে দেখবে যে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে কি না। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কারা এই ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল: তারা ছিল নির্দিষ্ট কিছু যিহূদী, যারা পৌলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত ছিল, যেহেতু তিনি যিরূশালেমে প্রেরিত হিসেবে এসেছিলেন, পদ ১২। তারা ছিল চল্লিশ জনেরও বেশি যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল, পদ ১৩। প্রভু, তারা আমার যন্ত্রণা কত না বাড়িয়ে দিচ্ছে!

২. কখন এই ষড়যন্ত্রের রূপরেখা তৈরি করা হল: দিনের বেলায়। শয়তান রাতের বেলায় তাদের অন্তরে এই কুটিল চিন্তা দিয়ে পূর্ণ করেছিল এবং দিন হওয়া মাত্রই তারা তা কাজে লাগানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগলো। ভাববাদীরা সত্যিকার অর্থেই যা বলেছিলেন তা এখানে বাস্তবে প্রতিফলিত হতে শুরু করলো: তারা নিজ নিজ শয্যায় অধর্ম কল্পনা ও কুকর্ম স্থির করে! তারা রাত্রি প্রভাত হওয়ামাত্র তা সাধন করে, কেননা তা তাদের হাতের ক্ষমতাধীন,

মীখা ২:১। রাতে খ্রীষ্ট পৌলের কাছে এসেছিলেন তাঁকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং যখন দিন হল, তখন চল্লিশ জন মানুষ তাঁকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তারা আগে উঠে নি, বরং খ্রীষ্টই আগে উঠে পৌলের কাছে এসেছেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর মধ্যবর্তী, তা বিচলিত হবে না; প্রভাতেই ঈশ্বর তাঁর সাহায্য করবেন, গীতসংহিতা ৪৬:৫।

৩. এই ষড়যন্ত্রটি কী ছিল: এই চল্লিশ জনেরও বেশি লোকেরা এক সাথে শপথ করলো, সম্ভবত তারা এই দলটিকে পবিত্র দল বলে অভিহিত করেছিল। তারা একে অপরের কাধে কাধ মিলিয়ে দাঁড়ালো এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা এবং সামর্থ অনুসারে পৌলকে হত্যা করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করলো। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এত লোক একে সাথে জড়ো হয়েছিল, বিশেষ করে এই যিরূশালেমে। তারা তাদের মধ্যকার সমস্ত মনুষ্যত্ব, মানবতা এবং শ্রদ্ধাবোধ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারা এক জঘন্য পরিকল্পনায় নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছিল। ভাববাদীরা ঠিকই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, যা তারা যিরূশালেমের প্রেক্ষাপটে নতুন করে করেছেন (যিশাইয় ১:২১): ধার্মিকতা তাতে বাস করতো, কিন্তু এখন হত্যাকারী লোকেরা থাকে। এই লোকেরা পৌলের বিরুদ্ধে কেমন পৈশাচিক এক পরিকল্পনাই না ধারণ করেছিল। তার বিরুদ্ধে এই হত্যার পরিকল্পনা করার আগেই তারা ধরে নিয়েছিল যে, এই লোকটি প্রচণ্ড মন্দ একটি লোক এবং সে ঈশ্বর ও তাঁর ধর্মের বিরোধী এবং সে এই যুগের লোকদের জন্য অভিশাপস্বরূপ; যেখানে প্রকৃত অর্থে তার চরিত্র আসলে পুরোপুরি এর বিপরীত! সত্য এবং ধার্মিকতার আইন কি এতটাই পবিত্র, এতটাই শক্তিশালী যে, উন্মত্ততা এবং ধর্মান্ধতা তা ভাঙ্গতে পারে না!

৪. কতটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল: তারা সকলে এই চিন্তা মাথায় রেখেছিল যে, তারা কোন মতেই এই কাজ করা থেকে পিছ পা হবে না এবং তারা এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছিল: তারা নিজেদেরকে এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেছিল। তারা তাদের নিজেদের উপরে এক মহা অভিশাপ সাব্যস্ত করেছিল এবং যে কেউ তাদের দায়িত্ব থেকে সরে আসবে, সে তার নিজ জীবন এবং পরিবারের জীবনের উপরে অভিশাপ বয়ে আনবে এমন এক শপথ তারা করেছিল। তারা এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাবার বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করবে না। এখানে আমরা কত না বিকৃত মানসিকতার এক পরিচয় দেখতে পাই! এখানে আমরা দেখি এক নির্দোষ ব্যক্তি, এক উত্তম ব্যক্তি, এক চমৎকার ব্যক্তিকে হত্যা করার খেলায় কিছু লোককে মেতে উঠতে, যিনি শুধু তাদের জন্য মঙ্গল সাধনই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা এখানে কয়িন হওয়ার, শয়তানের পিতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল, যে ছিল সৃষ্টির প্রথম হত্যাকারী। তারা এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলো:-

(১) শয়তান তাদের মন্দের মাঝে আবদ্ধ করেছে। তারা শয়তানের সমস্ত চাতুরির জালে আটকে পড়েছে এবং শয়তান যা চায় সেটা করতে তারা বাধ্য হচ্ছে, কারণ তারা মন্দের হাতে বন্দী হয়ে গেছে। তারা শয়তানের পথকে বরণ করে নিয়ে সেই পথে চলছে। তারা

শয়তানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তাদের আর অনুতাপের কোন সুযোগ নেই; শুধু তাই নয়, কোনভাবেই তাদের মন পরিবর্তনের অবকাশ নেই।

(২) তারা একে অপরকে এর সাথে যুক্ত করেছে, একত্রে মিলে তারা এই মন্দতার পথে পা বাড়িয়েছে। তারা এর মাধ্যমে শুধু যে তাদের আত্মার চূড়ান্ত ধ্বংস নিশ্চিত করেছে তা-ই শুধু নয়, সেই সাথে তারা যাদেরকে তাদের সাথে যুক্ত করেছে তাদের আত্মাকেও তারা ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে।

(৩) তারা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি এক চরম বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা প্রদর্শন করেছে। তা প্রকাশ করার জন্য তারা এই অন্ধকারের চুক্তিতে সকলে মিলে আবদ্ধ হয়েছে। তারা ঈশ্বরের সমস্ত বিধান ও তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য তাঁর মনোনীত পরিচর্যাকারীকে হত্যা করতে মনস্থির করেছে এবং শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে হত্যা না করা পর্যন্ত রোজা রাখার মানত করেছে, যা সাধারণত শুধুমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। যখন আমরা বলি, কাল আমি এটা করবো বা ওটা করবো, তখন তা অবশ্যই হতে হবে ভাল কাজ এবং আইন সঙ্গত কাজ। সেই সাথে যেহেতু আমরা জানি না যে, কাল আসলেই আমাদের জীবনে সেই কাজটি করা হবে কি না, সেই কারণে আমাদেরকে এ ধরনের কথা বলার আগে উচ্চারণ করতে হবে যে, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়। আমাদেরকে যে কোন কাজ করার আগে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে হবে এবং আমাদেরকে জানতে হবে যে, এই কাজটি আসলেই ঈশ্বরের অনুমোদন যোগ্য কিনা বা তা করতে ঈশ্বর অনুমতি দেবেন কি না।

(৪) তারা তাদের নিজেদের আত্মা এবং শরীরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল, কারণ পৌলকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করার সময় তারা তাদের আত্মা এবং তাদের শরীরকে তীব্র কষ্টের মধ্যে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। তারা রোজা রেখে একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে খুন করার মানত করেছিল! সত্যিকার অর্থে তারা যদি এই কাজ চরিতার্থ করে তাহলেই বরং ঈশ্বর তাদের উপরে এই অভিশাপ সত্যি বলে প্রতিষ্ঠা করবেন। এমন ইচ্ছাকৃত অভিশাপের জন্য এমনই সাজা হওয়া উচিত। যারা এ ধরনের নরকীয় চিন্তা ধারণ করে এবং তাদের নরকের আগুনেই জ্বলে পুড়ে মরা উচিত এবং ঈশ্বর এ ধরনের শয়তানদের নিশ্চয়ই কঠোরতম শাস্তি দান করবেন। তারা যেহেতু নিজেদেরকে অভিশাপ দিতে পছন্দ করে, সেই অভিশাপ তাদের উপরেই বর্তুক। অনেকে মনে করেন যে, এই অভিশাপের অর্থ হচ্ছে, হয় তারা পৌলকে হত্যা করবে, নতুবা তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অভিশাপে আবদ্ধ করবে। অর্থাৎ তারা পৌলকে হত্যা করতে না পারলে ঈশ্বর তাদেরকে অভিশাপ দেবেন!

(৫) তারা এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অতি ব্যস্ত ছিল। এই কাজটি শেষ করা না পর্যন্ত তারা ধৈর্য সম্বরণ করতে পারছিল না: তারা শুধুমাত্র দায়ূদের শত্রুদের মতই ছিল যে তা নয়, যারা তার বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত এবং যারা তার নাম নিয়ে অভিশাপ দেয় (গীতসংহিতা

১০২:৮), সেই সাথে তারা ছিল ইয়োবের শত্রুদের প্রতি তাঁর দাসদের মত: আমার তাঁবুর লোকে কি বলতো না, কোন্ ব্যক্তি ওর দত্ত মাংসে তৃপ্ত হয় নি? ইয়োব ৩১:৩১। বলা হয়ে থাকে যে, নির্যাতনকারীরা ঈশ্বরের লোকদেরকে রুটি খাওয়ার মত করে খেয়ে ফেলে; এই ভোজন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে খাদ্য গ্রহণ করার মত, যেভাবে একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ভোজন করে থাকে, গীতসংহিতা ১৪:৪।

৫. এই ষড়যন্ত্র সাধন করার জন্য তারা কী ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করলো: প্রাসাদে পৌলের ধারে-কাছে যাওয়ার কোন উপায় তাদের ছিল না। তিনি বিশেষ সরকারী নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং বন্দী অবস্থায় ছিলেন, যাতে করে অন্য কেউ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে; আর এই কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, প্রধান পুরোহিরা এবং প্রাচীনবর্গ প্রাসাদের শাসনকর্তার কাছে অনুরোধ করবেন যেন পৌলকে মহা সভায় নামিয়ে নিয়ে আসার অনুমতি দেন, যাতে করে আরও সূক্ষ্মভাবে তাঁর বিচার করা যায়। তারা এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, তারা পৌলকে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কিংবা তাঁকে তারা কিছু বলতে চায়। এই সময়ে তাঁকে যখন দুর্গ থেকে মহা সভায় নিয়ে আসা হবে, সে সময় তারা যেভাবেই হোক পৌলকে হত্যা করবে। এভাবেই তারা পুরো হত্যাকাণ্ডটির পরিকল্পনা করেছিল, পদ ১৪, ১৫। তারা সারা দিন একে অপরের সাথে এই ভয়ানক দুষ্কর্মটি সাধন করার জন্য যুক্তি করেছে এবং সন্ধ্যার দিকে তারা মহান সেনহেড্রিনে এসে এর প্রধান সদস্যদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে, যাতে করে সেখান থেকে পৌলকে ডেকে আনার জন্য দুর্গে অনুরোধ করা হয়। তারা তাদের এই অপকর্ম সাধন করার জন্য প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ছিল এবং তারা এর মধ্য দিয়ে যে নিজেদেরকে ভয়াবহ অভিশাপে আবদ্ধ করেছে এর জন্য তারা মোটেও লজ্জিত ছিল না। তারা এমন কি পুরোহিতদের সাথে এ নিয়ে কোন আলোচনাও করে নি যে, আসলেই তাদের এই প্রতিজ্ঞা আইন সঙ্গত হবে কি না যে, তারা পৌলকে হত্যা করা না পর্যন্ত কোন খাবার বা পানীয় গ্রহণ করবে না। তারা পৌলের রক্ত দিয়ে পরবর্তী দিনের সকালে উদর পূর্তি করার চিন্তা করছিল। তারা এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ করে নি যে, প্রধান পুরোহিরা তাদের এই অন্যায় ষড়যন্ত্রে সাড়া দেবেন, শুধু তাই নয়, তারা তাদেরকে সাহায্যও করেন এবং তাদেরকে পৌলকে হত্যা করার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেবেন। তারা তাদের এই মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা কথাও বলবেন এবং প্রদান সেনাপতির কাছে এই মিথ্যা সংবাদ পাঠাবেন যে, তারা পৌলকে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান এবং তাঁর কাছ থেকে আরও ভালভাবে কিছু তথ্য জানতে চান, আসলে তারা চাইবেন যেন পৌলকে হত্যা করার সুযোগ তাদের হাতে চলে আসে। তাদের পুরোহিতদের সম্পর্কে তাদের কত না বাজে মনোভাব ছিল এবং তাদেরকে দিয়ে তারা কত না মন্দ কাজ করিয়ে নিতে চাইছিল, যেখানে তাদের নিজেদেরই এমন জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল না! তথাপি যখন এই জঘন্য প্রস্তাব পুরোহিত এবং প্রাচীনদের কাছে উত্থাপন করা হল, তখন তারা তাতে অত্যন্ত আগ্রহী হল এবং তারা এই ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। পুরোহিরা তাদের এই অনুরোধ যে কোন মূল্যে হোক রাখবে বলে কথা দিল এবং তারা সে অনুসারে কাজ করতে শুরু করলো। তারা নিজেরাও এই মন্দ অভিসন্ধিতে সাড়া দিতে শুরু করলো,

কারণ তারাও পৌলকে ভীষণ ঘৃণা করতো এবং তারা নিজেরাও পৌলেও হত্যাকাণ্ডের অংশ গ্রহণকারী হতে চাইল এবং প্রথম থেকেই তারা পৌলের হত্যা কাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল এমন একটি ভাব প্রকাশ করতে চাইল।

খ. কীভাবে এই ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ হয়ে পড়লো। আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, ষড়যন্ত্রকারীরা যে কোন মূল্যে হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন করার প্রতিজ্ঞা করলেও তারা এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কোন ধরনের প্রতিজ্ঞা করে নি, হতে পারে তারা এর কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি, কারণ তারা প্রত্যেকেই একে অপরের কাছে বিশ্বস্ত ছিল কিংবা এর কারণ তারা চিন্তা করেছিল যে, তাদের এই অভিসন্ধির কথা কেউ জেনে ফেলার আগেই তারা তাদের এই অপকর্ম সাধন করে ফেলতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আদেশ করেছিলেন যেন এই ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং এই সংবাদ যেন সেই মুহূর্তেই যথা স্থানে পৌঁছে যায়। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কীভাবে পৌলের কাছে এই ষড়যন্ত্রটি উন্মোচিত হল, পদ ১৬। একটি যুবক, যে সম্পর্কে ছিল পৌলের ভাগ্নে, যার মা সম্ভবত যিরূশালেমেই বাস করতো এবং কোন না কোনভাবে সে এই লোকদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে ফেললো, কিন্তু কীভাবে তা আমাদেরকে বলা হয় নি। হতে পারে সে তাদের কথা নিজেদের মধ্যে বলতে শুনছিল, কিংবা সে কারও কাছ থেকে এই বিষয়ে তথ্য পেয়েছিল যে, তারা এমন একটি ষড়যন্ত্র করেছে। আর সে দ্রুত দুর্গের ভিতরে গেল, সম্ভবত সাধারণত সে তার মামার কাছে প্রায়ই যেভাবে যেত এবং পৌলের যা কিছু প্রয়োজন হত তা সে নিয়ে আসতো, এই কারণে যে কোন সময় পৌলের কাছে আসতে পারতো। আর তাই এখন সে বিনা বাঁধায় পৌলের কাছে যেতে পারলো এবং তাকে এই সংবাদ জানাতে পারলো। লক্ষ্য করুন, অন্ধকারের গোপন কাজকে আলোতে নিয়ে এসে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরের নানা ধরনের উপায় রয়েছে; যদিও তাদের বিরোধীরা প্রভুর কাছ থেকে লুকোবার জন্য এক গভীর গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে ছিল, তথাপি তিনি তাদের কণ্ঠস্বর বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পাখিকে ব্যবহার করতে পারেন (উপদেশক ১০:২০), কিংবা ষড়যন্ত্রকারীর নিজের জিহ্বা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

২. কীভাবে প্রধান সেনাপতি যুবকটির কাছ থেকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারলেন, যে পৌলকে প্রথমে এই সংবাদ দিয়েছিল: গল্পের এই অংশ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, লেখক এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তিনি এই ঘটনাকে অব্যর্থ সত্য বলে রায় দিচ্ছেন এবং তিনি এই ঘটনা স্মরণ করে খুবই আপ্লুত হয়েছেন।

(১) যে সমস্ত সৈন্যরা পৌলের নিরাপত্তা হেফাজতের দায়িত্বে ছিলেন, তারা তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন, যেহেতু পৌল অত্যন্ত জ্ঞানী এবং নম্র ছিলেন। তিনি তার কাছে একজন শতপতিকে ডাকতে পারতেন, যদিও একজন শতপতি অত্যন্ত ক্ষমতাধর একজন ব্যক্তি ছিলেন, যার অধীনে অনেক সৈন্য ছিল এবং তিনি সবসময় ডাকতে অভ্যস্ত ছিলেন, ডাক পেতে নয় এবং তথাপি তিনি সবসময় পৌল কোন কারণে ডাকলে তার কাছে আসতে

প্রস্তুত ছিলেন (পদ ১৭); এবং তিনি চাইলেন যেন এই যুবকটিকে প্রধান সেনাপতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তার কাছে যে তথ্য রয়েছে তা যেন জানানো হয়, কারণ তা রোমীয় সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(২) সেই শতপতি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, পদ ১৮। তিনি তার সাথে সাধারণ একজন সৈন্যকে পাঠালেন, বরং তিনি নিজেই সেই যুবকটির সঙ্গে গেলেন এবং তিনি তাকে নিজে প্রধান সেনাপতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পৌলের প্রতি তার সম্মান প্রদর্শন করলেন: বন্দী পৌল (এখন এটাই ছিল পৌলের নাম) আমাকে কাছে ডেকে আপনার কাছে এই যুবককে আনতে নিবেদন করলো, আমি জানি না আপনার সাথে এর কাজ কী, কিন্তু আপনার কাছে এর কিছু বলবার আছে।" লক্ষ্য করুন, বন্দীদের জন্য কাজ করার পাশাপাশি তাদের অনুরোধ রক্ষা করাও সত্যিকার দয়ার কাজের মধ্যে পড়ে। "আমি যখন অসুস্থ এবং বন্দী ছিলাম, সে সময় তোমরা আমার খোঁজ করেছিলে," এখানে আমরা দেখি, "যখন আমি অসুস্থ ছিলাম এবং বন্দী ছিলাম, সে সময় তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে এবং আমার জন্য সংবাদ নিয়ে এসেছিলে।" যাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে চিন্তা রয়েছে এবং আগ্রহ রয়েছে, তারা তাদেরকে সহাযোগিতা করতে চান, যারা দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। এই শতপতি সামান্য ভদ্রতা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে পৌলের জীবন বাঁচালেন, যা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরাও যেন যখনই সুযোগ পাব এই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারি। বোবাদের জন্য তোমার মুখ খোল, হিতোপদেশ ৩১:৮। যারা ঈশ্বরের বন্দীদেরকে ভাল কোন উপহার দিতে পারে না, তাদের অবশ্যই তাদের পক্ষে কথা বলার মাধ্যমে তাদের উপকার করা উচিত।

(৩) প্রধান সেনাপতি অত্যন্ত মনোযোগ এবং আগ্রহ সহকারে এই সংবাদ গ্রহণ করলেন, পদ ১৯। তিনি ছেলেটির হাত ধরলেন এবং তাকে সাহস দিলেন যাতে করে সে কোন দ্বিধা না করে সমস্ত কথা বলে এবং তিনি তাকে এক পাশে নিয়ে গেলেন যাতে সে কারও প্রতি ভয় না করে কথাগুলো তাকে বলে। যাকে কথাগুলো বলা হচ্ছে সে যদি মনোযোগ সহকারে তা শোনে এবং কথাটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়, তাহলে বক্তা তা বলতে আরও বেশি উৎসাহিত হয় এবং তা বলা তার জন্য আরও সহজ হয়। এভাবেই যাদের সুযোগ খুব কম তারা ও যে কোনভাবে দুর্দশা গ্রস্থদের সাহায্যে আসতে পারেন। এখানে পৌলের ভাগ্নের সাথে প্রধান সেনাপতির পরিচয়ের যে ঘটনা বলা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে তিনি আরও বেশি সম্মানিত হয়েছেন। মানুষ যেন মনে না করে যে, তাঁর নম্রতার কারণে সে তাঁর সম্মান হারাবে, বরং মানুষকে সম্মান করলে এবং সবসময় নম্র আচরণ করলে সকলে তাকে সম্মান করবে। তিনি ছেলেটির সাথে নিভৃতে কথা বললেন, যাতে করে আর কেউ তাদের কথা শুনতে না পায় এবং তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে তোমার কী বলার আছে? বল, কীভাবে আমি পৌলের উপকারে আসতে পারি।" সম্ভবত প্রধান সেনাপতি পৌলকে বন্দী করার পর যখন তার অপরাধ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তিনি যে একজন রোমীয় নাগরিক এটি জানতে পারলেন, সে সময় তিনি তাঁকে বন্দী করার জন্য প্রচণ্ড অনুশোচনায় ভুগতে লাগলেন এবং এ কারণে তিনি যেভাবে পারা যায় পৌলের মঙ্গল

সাধন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

(৪) যুবক ছেলেটি প্রধান সেনাপতির কাছে সুন্দরভাবে গুছিয়ে এবং স্পষ্ট করে তার বার্তা জানালো (পদ ২০, ২১)। "যিহূদীরা(সে স্পষ্ট করে বললো না যে, তারা কারা ছিল, পাছে সে সরাসরি প্রধান পুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের উপর দোষ চাপিয়ে বসে; কারণ তার চিন্তা ছিল শুধুমাত্র তার মামার জীবন বাঁচানো, তার শত্রুদের উপরে অভিযোগ স্থাপন করা নয়) "যিহূদীরা আপনার কাছে এই নিবেদন করার পরামর্শ করেছে, যেন আপনি আগামীকাল আরও সূক্ষ্মরূপে পৌলের বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য তাঁকে মহাসভার কাছে নিয়ে যান, কারণ তারা ধরে নিয়েছে যে, এই স্বল্প দূরত্বে আপনি তার সাথে অত বেশি রক্ষী সৈন্য পাঠাবেন না; কিন্তু আপনি তাদের কথা গ্রাহ্য করবেন না। কেননা তাদের মধ্যে চল্লিশ জনের অধিক লোক তাঁর জন্য চক্রান্ত করেছে; তারা এক অভিশাপে তাদেরকে বদ্ধ করেছে, যে পর্যন্ত তাঁকে খুন না করবে সেই পর্যন্ত ভোজন বা পান করবে না, আর এখনই প্রস্তুত আছে, আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি তাদের সমস্ত কথা শুনে ফেলেছি আর এখন আপনাকে বলতে এসেছি।"

(৫) প্রধান সেনাপতি এই সমস্ত কথা কাউকে না বলার আদেশ দিয়ে যুবকটিকে বিদায় দিলেন: তুমি যে এসব আমাকে জ্ঞাত করেছ তা কাউকেও বলো না, পদ ২২। মহান ব্যক্তিদের প্রতি কোন ধরনের উপকার সাধন করলেন তা সবসময় গর্বের বিষয় হিসেবে প্রচার করা উচিত নয় এবং তা জনে জনে বলে বেড়ানোরও যৌক্তিকতা নেই। যদি এ কথা জানাজানি হয়ে যায় যে, ছেলেটি প্রধান সেনাপতির কাছে এই তথ্য নিয়ে এসেছে, তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা হয়তো অন্য কোন উপায়ে পৌলকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করতে শুরু করবে; "এই কারণে তা গোপন রেখো।"

গ. কীভাবে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়া হল: প্রধান সেনাপতি যখন বুঝতে পারলেন যে, পৌলের বিরুদ্ধে যিহূদীদের ক্রোধ কতটা তীব্র এবং দুর্দমনীয়, তারা তার ক্ষতি সাধন করার জন্য কেমন উঠে পড় লেগেছে এবং তিনি কীভাবে নিজেই আরেকটু হলে তাদের এই মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি যত দ্রুত সম্ভব পৌলকে তাদের হাতের নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। তিনি এই তথ্যের মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, এই যিহূদীরা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, আর তাই তিনি কোন মতেই আর তাদেরকে কোন সুযোগ দিতে চাইলেন না। এমন কি তিনি এই দুর্গে এত সৈন্যের মাঝে এই কড়া প্রহরাতেও পৌলকে রাখতে আর সাহস পেলেন না। এ কারণে তিনি চাইলেন পৌলকে যে কোন মূল্যে এবং যত দ্রুত সম্ভব তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। আর এই সময়ে তার সামনে যে ই আসুক না কেন তা ধ্বংস করে দিয়ে তিনি পৌলকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করবেন। যিহূদী প্রধান পুরোহিরা পৌলকে হত্যা করার জন্য কী সাংঘাতিক এক পরিকল্পনাই না করেছিল! অথচ একজন রোমীয় প্রধান সেনাপতি একমাত্র নিজের বিবেকের চিন্তা অনুসরণ করে ন্যায়বিচার এবং মানবতার খাতিরে পৌলকে হত্যার সমস্ত চেষ্টা ব্যহত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি এর ফলে নিজেকে সত্যিকার

অর্থেই এক বিরাট ঝামেলায় ফেলেছিলেন!

১. তিনি তার অধীনস্থ রোমীয় সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কয়েকজনকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে কৈসরিয়ায় যাওয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন, যাতে করে তারা পৌলকে সেখানে গভর্নর ফীলিক্সের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে তিনি যিরূশালেমের সেনহেড্রিনের চাইতে আরও ভাল বিচার পাবেন। আমি এখানে দেখতে পাই যে, প্রধান সেনাপতি তার দায়িত্বে এতটুকু অবহেলা করেন নি, উপরন্তু যা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না তা ও তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এবং আন্তরিকতার সাথে করেছেন। তিনি পৌলকে তার বন্দীত্বকালীন যথাযথ স্বাধীনতা দান করেছেন এবং সেই সাথে তিনি তার সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, এমন কি তিনি তার নিরাপত্তা বিধানের জন্য স্থান পরিবর্তনও করেছেন, কারণ পৌল কখনোই একজন অপরাধী হিসেবে বন্দী থাকার যোগ্য ছিলেন না, তাঁকে বন্দী করে রাখা যায় এমন কোন অকাট্য প্রমাণ তাদের হাতে ছিল না (পদ ২৯), আবার তিনি তার প্রাপ্য বন্দীত্বকালীন অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষার্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই ভয় পেয়েছিলেন যে, যিহূদীরা তাঁর বিরুদ্ধে এত বেশি খেপে গিয়েছে যে, তারা সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাকে হত্যা করবে। আবার তিনি পৌলকে একজন অসাধারণ মানুষ হিসেবে দেখেছিলেন এবং তিনি তাঁকে নিজের তত্বাবধানে রাখতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছিলেন। আর তাই এখন তিনি এতটা মহা সমারোহে পৌলকে কৈসরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে আদেশ দিয়েছেন। দুই জন শতপতিকে তিনি এই প্রস্তুতি নেওয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন, পদ ২৩, ২৪। তাদেরকে এখন দু'শো সৈন্য প্রস্তুত করতে হবে, সম্ভবত তাদের যার যার অধীনে যারা সৈন্য হিসেবে মোতায়েন ছিল, তাদেরকেই এই কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল, যেন তারা পৌলকে প্রহরা দিয়ে কৈসরিয়াতে নিয়ে যায়; এবং তাদের সাথে থাকবে সত্তর জন ঘোড় সওয়ার এবং দুই শত জন বর্শাধারী সৈন্য, অনেকে মনে করেন যে, এরাই ছিল প্রধান সেনাপতির নিজস্ব রক্ষী বাহিনী; তবে তারা অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না কি পদাতিক বাহিনী ছিল তা নিশ্চিত নয়, সম্ভবত তারা পদাতিক সৈন্যই ছিল, যাতে করে তারা ঘোড়সওয়ারদেরকে প্রতিরক্ষা দিতে পারে। দেখুন কত ন্যায্যভাবেই না ঈশ্বর যিহূদী জাতিকে রোমীয় জাতির অধীনে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে একদল রোমীয় সৈন্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ঈশ্বরের মনোনীত পরিচর্যাকারীকে বর্বর যিহূদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য! তাদের এই পুরো সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল না, একেবারেই কোন সৈন্যের প্রয়োজন ছিল না পৌলকে রক্ষা করার জন্য, কারণ এই শক্তির দশ গুণ শক্তি একত্রিত হলেও একজন স্বর্গদূতের শক্তির সাথে তুলনা করা যাবে না, যদি ঈশ্বর তার স্বর্গদূতকে তাঁর পরিচর্যাকারীর জীবন রক্ষা করার পাঠিয়ে দিতেন, যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন। কিন্তু:-

(১) প্রধান সেনাপতি মূলত যিহূদীদেরকে দমন করার জন্য এই কাজ করেছিলেন, যাতে করে এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত জনতার মুখোমুখি না হয়ে বরং তাদেরকে কৌশলে এড়ানো যায় এবং তাঁকে এমন এক স্থানে নিয়ে উপস্থিত করা যায় যেখানে তাঁর প্রতি কোন অবিচার হবে না এবং তাঁকে সমস্ত অন্যায় অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যাবে। কিন্তু সেজন্য তাঁকে

অবশ্যই খুব দ্রুত রওয়ানা দিয়ে যেতে হবে, যাতে করে কোনভাবেই তার পথে বাঁধা না আসতে পারে। এছাড়া পৌলকে হত্যা করার জন্য কী পরিমাণ মানুষ একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে তা শুনে প্রধান সেনাপতি আরও বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এই সমস্ত লোকদের অপচেষ্টা প্রতিহত না করার বদলে বরং তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই ভাল।

(২) ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে পৌলকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করলেন, কারণ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি শুধু যে নিরাপদে তার বন্ধুদের হেফাজতেই ছিলেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি শত্রুদের হাতের নাগালের বাইরেও ছিলেন। তথাপি পৌলের এমন কোন রক্ষীর প্রত্যাশা ছিল না, উযায়েরের মতই ছিল তার মনোভাব (উযা ৮:২২)। এই এই কারণে যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত চাহিদা পূরণকারী, সে কারণে তার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি নিজেকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করেছিলেন এবং তার মধ্যে এই নিয়ে কোন আক্ষেপ ছিল না; এভাবেই তিনি খ্রীষ্টের সাথে নিজেকে একীভূত করেছিলেন এবং এই বন্ধন তিনি সকলের কাছে গৌরবের সাথে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন (ফিলিপীয় ১:১৩)। ঈশ্বরের তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তারা যেন নির্বিঘ্নে এই স্থান পরিবর্তনের কাজটি করতে পারেন সেজন্য ঈশ্বর তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এভাবেই আমাদেরকে পরস্পর ধার্মিকতায় ও ন্যায়ের মাধ্যমে একত্রিত হতে হবে এবং খ্রীষ্টের মধ্যে নিজেদেরকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। এখানে আমরা দেখি যে, যাদের কিনা প্রভুর এই পরিচর্যাকারীর উপরে অযথা বরং নির্যাতন এবং অত্যাচার করাটাই স্বাভাবিক ছিল, তারাই বরং তাঁকে বাঁচাতে চাইছেন বর্বর যিহূদীদের হাত থেকে। এভাবেই একজন প্রচারক বন্দীদশায় থাকলেও খ্রীষ্টের নামের জন্য গৌরবান্বিত হয়ে ওঠেন। যখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং আমি বলবো তাঁর বন্ধুরাও তাঁকে অবহেলা করেছ, সে সময় এক রোমীয় সেনাপতি তাঁর যত্ন নিয়েছেন এবং তাঁকে আন্তরিকতার সাথে সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেছেন:-

[১] তার ভার লাঘব করার জন্য: তিনি তাদেরকে বাহন প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন, যেন তারা তাতে পৌলকে চড়াতে পারেন। যদি যিহূদী বিচারকেরা তাকে কৈসরিয়াতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিত, তাহলে তারা পৌলকে পায়ে হেঁটে কৈসরিয়া যেতে বাধ্য করতো, কিংবা তাকে ঘোড়ার সাথে বেধে টানতে টানতে নিয়ে যেত; কিন্তু এই প্রধান সেনাপতি তাঁর সাথে প্রকৃত অর্থে একজন ভদ্র লোকের মত আচরণ করলেন, কারণ যদিও পৌল একজন বন্দী ছিলেন, তার পরও তিনি তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর জন্য বিশেষভাবে বাহন প্রস্তুত করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং একাধিক বাহন প্রস্তুত করতে বলেছিলেন, যাতে করে তিনি যদি কোন একটি ঘোড়া পছন্দ না করেন তাহলে তিনি যাতে আরেকটি ঘোড়া বেছে নিতে পারেন, কিংবা (কেউ কেউ মনে করে থাকেন), পৌলের কয়েকজন আত্মীয় এবং বন্ধুর জন্য এই বাকি ঘোড়াগুলো প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিংবা এই অন্যান্য ঘোড়াগুলোতে অন্যান্য কয়েকজনকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে করে শত্রুদের নজর ফাকি দিয়ে

তাদেরকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেই সাথে তাঁর নিরাপত্তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করা যায়।

[২] তার নিরাপত্তার জন্য: তাদের প্রধান সেনাপতি তাদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা পৌলকে নিরাপদে শাসনকর্তা ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দেয়, যার কাছে তিনি নিরাপদ থাকবেন এবং যিনি যিহূদীদের সকল নাগরিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেভাবে প্রধান সেনাপতি সামরিক দিকটি দেখা শোনা করতেন। রোমীয় ঐতিহাসিকরা এই ফীলিক্স সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, কারণ তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন না, কিন্তু নিজেকে যিহূদীয়ার শাসনকর্তা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন নিজ যোগ্যতায় এবং তিনি এই দায়িত্ব যথাযথ যোগ্যতা পালন করেছিলেন। ট্যাসিটাস তার সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি এক দারুন মেধা ও প্রজ্ঞা সহকারে রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতেন এবং তার ভেতরে সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা এবং লোলুপতার চিহ্ন কিছুটা হলেও দেখা গিয়েছিল।" পৌলের বিচারের জন্য এমন একজন শাসনকর্তাকে যোগ্য মনে করা হয়েছিল, অথচ সেখানে যিহূদীদের মহাপুরোহিত অননিয়ের হাতকে আরও বেশি অযোগ্য ও অ-নিরাপদ মনে করা হয়েছিল! এখন দেখুন, একজন অপরাধী কীভাবে আইনের সুশাসনের কারণে একজন রাজার মত সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করলেন।

২. প্রধান সেনাপতি পৌলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই আদেশ দিলেন যে, তাকে যেন রাতের তৃতীয় প্রহরে রওয়ানা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে মনে করেন যে, তৃতীয় প্রহর বলতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তৃতীয় প্রহর বোঝানো হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে পঞ্চাশত্তমীর ভোজের পর (যা সাধারণত মধ্য গ্রীষ্মে হয়ে থাকে) তারা রাতের সবচেয়ে ঠণ্ডা সময়ে যাত্রাপুস্তক করবেন। অন্যরা মনে করে থাকেন যে, তিনি বুঝিয়েছেন মধ্য রাতের পরে তৃ তীয় প্রহরে, অর্থাৎ তিন ঘটিকায়, প্রায় ভোর তিনটায়, যাতে করে পুরো দিনটি তাদের সামনে থাকে এবং তারা যেন শত্রুদের প্রস্তুত হওয়ার আগেই পৌলকে যিরূশালেম থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারেন এবং এভাবে জনতার যে কোন উন্মত্তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তারা যেখানে গর্জন করে উঠেছিল সেখানেও চুপসে যাবে, ঠিক যেভাবে সিংহ শিকার ধরতে না পারলে হতাশ হয়ে চুপ করে যায়।

৩. তিনি এই প্রদেশের শাসনকর্তা ফীলিক্সের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে তিনি নিজেকে পৌলের যে কোন প্রকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন এবং পুরো বিষয়টি ফীলিক্সের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই চিঠিটি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে, *totidem verbis*– আক্ষরিকভাবে, পদ ২৫। সম্ভবত ঐতিহাসিক লূকের কাছে এর একটি অনুলিপি ছিল, যা তিনি কোনভাবে যোগাড় করেছিলেন। এখন এই চিঠিতে আমরা দেখতে পাই:-

(১) তিনি শাসনকর্তাকে যেভাবে সম্বোধন করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন, পদ ২৬। তিনি হলেন মহামহিম শাসনকর্তা ফীলিক্স, এই নামেই তাকে সম্বোধন করা হয়েছিল– মহামহিম। তিনি তাকে সম্ভাষণ জানালেন, তার সমস্ত প্রকার সমৃদ্ধি এবং তার সুস্বাস্থ্য

কামনা করলেন; তিনি যেন সুখী হন, তিনি যেন চির সুখী হন।

(২) তিনি পৌলের ঘটনাটির যে ন্যায্য এবং যথাযথ তার বিবরণ দিলেন:

[১] তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যার উপরে যিহূদীরা চরম খেপে ছিল: তারা সকলে মিলে তাঁর উপরে চড়াও হয়েছিল এবং তারা আরেকটু হলে তাঁকে মেরেই ফেলতো; এবং সম্ভবত ফীলিক্স এই যিহূদীদের বদ্‌মেজাজ সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানতেন, সে কারণে তিনি চিঠি পড়ে সঠিক চিত্রটি ধারণা করে নিতে পারবেন, পদ ২৭।

[২] তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন রোমীয় নাগরিক: "যখন তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত প্রায় হয়েছিল, সে সময় আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করলাম;" একজন রোমীয় নাগরিককে উদ্ধারের জন্য প্রধান সেনাপতির এই উদ্যোগ অবশ্যই শাসনকর্তার কাছে প্রশংসিত হবে।

[৩] তিনি তাঁর উপরে যিহূদীদের এই তীব্র আক্রোশের কারণ উপলব্ধি করতে পারেন নি, কিংবা তিনি এটাও বুঝতে পারেন নি যে, তিনি এমন কী করেছেন যার কারণে যিহূদীদের কাছে তাঁর মৃত্যু ছাড়া আরও কিছু বিবেচ্য নয় এবং তারা তাঁকে এতটা ঘৃণা করে। তিনি তা জানার জন্য সঠিক পদ্ধতির অবলম্বন করলেন, তিনি তাঁকে তাদের মহা সভায় নিয়ে গেলেন (পদ ২৮), যাতে করে সেখানে তাঁর বিচার করা যায় এবং তিনি আশা করলেন যে, সেখানে তাদের অভিযোগ থেকে কিংবা তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে তিনি বুঝতে পারবেন যে, আসলে তাদের এই বিক্ষোভের কারণ কী ছিল, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁকে তাদের আইনের প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করা হচ্ছে (পদ ২৯) তাঁকে মৃতদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলার কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছে, পদ ৬। এই প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন বিবেচক এবং সম্মানী ব্যক্তি এবং ন্যায়বিচার ও মানবতার জন্য তার এক দারুন নীতি ছিল। আর তারপরও দেখুন, তিনি তার অজ্ঞানতার কারণে কীভাবে পরবর্তী জীবন এবং অনন্তকালীন জীবন সম্পর্কে এমন অবহেলার সাথে কথা বলছেন, যেখানে একবারেই সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে দুই পক্ষ একমত ছিল, ফরীশীরা এবং পৌল নিজে, কিন্তু একমত ছিল না শুধু মাত্র সদ্দূকীরা; এবং যেখানে তারা এই প্রশ্নটিতে শুধু তাদের নিজেদের ধর্মের ব্যাপার বলে মনে করেছিল, সেখানে তা ছিল আসলে পুরো মানব জাতির মুক্তির মূল বিবেচ্য বিষয়! কিংবা হতে পারে যে, তিনি তাদের ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ের চাইতে তাদের আ-চার-আচরণ গত বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তারা যে কলহের সূত্রপাত করেছিল তা ছিল তাদের ব্যবস্থার আইন মানা না মানা নিয়ে এবং সেখানে অযিহূদীদেরকে যুক্ত করা নিয়ে। রোমীয়রা যে সমস্ত জাতি এবং দেশ জয় করেছিল, সেই সমস্ত জাতিকে তারা তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করার অনুমতি দিয়েছিল এবং তারা কখনোই তাদের নিজেদের ধর্ম সেই সমস্ত জাতির উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নি, কিংবা এ কারণে তাদের উপরে কখনো কোন অত্যাচারও করে নি।

[৪] তিনি এখান থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বা কারাদন্ড দেওয়ার

মত এমন কোন অপরাধই তিনি করেন নি, কারণ এমন কোন কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রমাণ করতে পারে নি। যিহূদীরা তাদের মন্দতার কারণে নিজেদেরকে এই পৃথিবীতে দূষিত করে ফেলেছিল, তারা তাদের নিজেদের মুকুট কলুষিত করেছিল এবং তাদের ধর্ম, তাদের ব্যবস্থা এবং তাদের পবিত্র স্থানের উপরে কলঙ্কের বোঝা এনেছিল এবং এরপর তারা পৌলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় তুলেছিল, তাদের উপরে যে শেষ সম্মানটুকু ছিল সেটুকুও তারা হারিয়ে ফেললো; এই অপরাধ কি আসলেই মৃত্যু বা কারাদণ্ডের যোগ্য ছিল?

(৩) ফীলিক্সের কাছে তিনি পৌলের ঘটনাটি খুলে বললেন (পদ ৩০): "যখন আমাকে এ কথা বলা হল যে, যিহূদীরা এই লোকটিকে হতা করার জন্য চক্রান্ত করছে, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তাদের আইনগত কোন অভিযোগ নেই, সে কারণে আমি তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কারণ আপনি সমস্ত নাগরিক সমস্যা তত্ত্বাবধানকারীদের প্রধান, এই প্রদেশের শাসনকর্তা এবং আপনি এর ন্যায়বিচার অবশ্যই করবেন, যেন লোকটির আদৌ যদি কোন অপরাধ না থাকে তাহলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি একজন সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি, সে কারণে আমি এখানে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাই না।"

৪. পৌলকে পরিকল্পনা অনুসারে কৈসরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হল। সৈন্যরা তাঁকে নিরাপদে রাতের বেলাতেই যিরূশালেম থেকে বের করে নিয়ে গেল এবং পৌলের বিরুদ্ধে তাদের যে ষড়যন্ত্র ছিল তা নস্যাৎ করে দেওয়া হল। তারা এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাবার বা পানীয় স্পর্শ করবে না, তারা এখন যদি পৌলকে হত্যা কর-ার চিন্তা করার জন্য অনুশোচনায় না ভোগে, তাহলে তাদেরকে চরম কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং পৌলকে যে শাস্তি তারা দিতে চেয়েছিল সেই শাস্তিতে নিজেরাই ভুগবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়, তাহলে তা হবে তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। যদি তারা কেউ তাদের এই ঘৃণ্য প্রতিজ্ঞার জন্য না খেয়ে মারা যায়, তাহলে তা হবে তাদের জন্য মহা কলঙ্কের ও অপমানের বিষয় এবং তাদেরকে চিরকালের জন্য ঘৃণা করা হবে।

পৌলকে নিয়ে যাওয়া হল আন্তিপাত্রিতে, যা যিরূশালেম থেকে সতেরো মাইল দূরে অবস্থিত এবং যা যিরূশালেম ও কৈসরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, পদ ৩১। এরপর সেই দুই শত পদাতিক সৈন্য এবং দুই শত বর্শাধারী সৈন্য যিরূশালেমে ফিরে আসলো এবং তাদের দুর্গে প্রত্যাবর্তন করলো, কারণ পৌলকে ঝুঁকিমুক্ত স্থানে রেখে আসার পর তাদের আর এত বেশি সৈন্য নিয়ে যাত্রাপুস্তক করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ঘোড়সওয়াররা কৈসরিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল পৌলকে নিয়ে। তারা এই কাজ করেছিল শুধুমাত্র তাদের নিজেদের শ্রম বাঁচানোর জন্য নয়, বরং তাদের প্রভুর আদেশ পালন করার জন্য। এখানে প্রত্যেক দাসের জন্য আমরা একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, আর তা হচ্ছে, তারা যেন তাদের প্রভুর আদেশ অনুসারে শুধুমাত্র বাধ্যগত হয়ে কাজ না করে, বরং সেই সাথে তারা যেন তাদের প্রভুর প্রত্যেকটি কাজ বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে করে, যেন তা প্রভুর স্বার্থের প্রতি অনুকূলে হয়।

৫. তাকে ফীলিক্সের হাতে তুলে দেওয়া হল, তার বন্দী হিসেবে, পদ ৩৩। সামরিক কর্মকর্তারা ফীলিক্সের হাতে চিঠিটি হস্তান্তর করলেন এবং সেই সাথে পৌলকেও এবং সেই সাথে তারা পৌলের দায়িত্ব থেকে নিজেদেরকে অব্যাহতি দিলেন। পৌল কখনোই কোন বড় মাপের মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, বরং তিনি সবসময় তার সহকর্মী ও পরিচর্যাকারীদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন; তথাপি ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তিনি তাঁর কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে এমন এক মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ লাভ করলেন যার কাছে তিনি যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারবেন। আর এই কথাটিই যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এর আগে বলেছেন যে, তাদেরকে শাসনকর্তা এবং রাজাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে তাঁর নামে সাক্ষ্য দেবার জন্য, মার্ক ১২:৯। শাসনকর্তা এ বিষয়ে জানতে চাইলেন যে, এই বন্দী লোকটি রোম সাম্রাজ্যের কোন অংশ থেকে এসেছে, আর তিনি জানতে পারলেন যে, পৌল কিলিকিয়ার অধিবাসী, পদ ৩৪; এবং–

(১) তিনি কথা দিলেন যে, তাঁর এই বিচার খুব দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে (পদ ৩৫): যারা তোমার উপরে দোষারোপ করেছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার কথা শুনবো। সে সময় আমি উভয় পক্ষের কথাই শুনতে পাব এবং বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবো।"

(২) তিনি তাঁকে কারাগারে রাখার আদেশ দিলেন, যাতে করে তাঁকে হেরোদের রাজ প্রাসাদের বন্দীশালায় রাখা হয়। এটি ছিল কোন ধরনের রাজকীয় বাসগৃহ, যেখানে মহান হেরোদ বাস করতেন এবং তিনিই তা নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে পৌল নিজেকে মহান ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত করে তোলার একটি সুযোগ লাভ করলেন, যারা শাসনকর্তা সভাসদ ছিলেন এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সেখানে এই পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁর মহান উদ্দেশ্য সফলভাবে পালন করতে পেরেছিলেন।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২৪

আমরা পৌলকে রেখে এসেছি কৈসরিয়াতে, হেরোদের রাজ প্রাসাদে, আশা করছি সেখানে খুব দ্রুত তাঁর বিচার কাজ শুরু হবে; কারণ তাঁর বিচার কাজের শুরুতে সমস্ত প্রক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা ধীরগতির হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে কৈসরিয়ায় শাসনকর্তা ফীলিক্সের সামনে পৌলের বিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখবো। এখানে আমরা দেখি:

ক. পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের আগমন এবং আসামীকে কাগড়ায় স্থাপন, পদ ১, ২।

খ. তর্তুল্ল নামক একজন উকিলের দ্বারা সভার কাছে পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন, যিনি পৌলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আরও বেশি রং চড়িয়ে উপস্থাপন করছিলেন। তিনি বিচারককে তোষামোদ করছিলেন এবং বন্দীকে তীব্র ভর্ৎসনা করছিলেন, পদ ২-৮।

গ. সাক্ষীদের তথা অভিযোগকারীদের দ্বারা পৌলের প্রতি অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি, পদ ৯।

ঘ. বন্দীর আত্মপক্ষ সমর্থন, যেখানে শাসনকর্তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে তিনি তাঁর নিজের পক্ষে কথা বললেন (পদ ১০), যা তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য বললেন এবং অভিযোগকারীদেরকে এই অভিযোগ প্রমাণ করার কথা বললেন (পদ ১১-১৩), সত্য স্বীকার করে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন এবং তাঁর নিজ বিশ্বাসের এক চমৎকার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন, যার তিনি ঘোষণা দেওয়ায় তারা তাঁকে ঘৃণা করেছিল (পদ ১৪-১৬) এবং তাঁকে প্রথমবার বন্দী করার পর থেকে তিনি যে কষ্টভোগ করে আসছিলেন সে বিষয়ে তিনি জানালেন, তিনি তাদেরকে আহ্বান করলেন যেন তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত একটি অভিযোগ কেউ প্রমাণ করে, পদ ১৭-২১।

ঙ. মামলা মূলতবি ঘোষণা এবং বন্দীকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ, পদ ২২, ২৩।

চ. বন্দী এবং বিচারকের মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, যার মধ্য দিয়ে বন্দী চিন্তা করলেন তিনি বিচারকের জন্য মঙ্গল সাধন করবেন এবং বিচারক চিন্তা করলেন তিনি বন্দীর কাছ থেকে টাকা নিতে পারবেন, কিন্তু দু'টো উদ্দেশ্যই বৃথা গেল, পদ ২৪-২৬।

ছ. পৌলের বন্দীত্ব দুই বছরব্যাপী দীর্ঘায়িত হল, যত দিন পর্যন্ত না নতুন শাসনকর্তা দায়িত্বে বহাল হলেন (পদ ২৭), যার কাছে তিনি আগের মতই অবহেলিত হতে লাগলেন।

প্রেরিত ২৪:১-৯ পদ

আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রধান সেনাপতি লুষিয় যখন পৌলকে কৈসরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন সে সময় তিনি মহাপুরোহিত এবং অন্যান্যদেরকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পৌলকে কৈসরিয়ায় শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে গেলে তারা পৌলকে খুঁজে পাবেন। কাজেই যদি পৌলের বিরুদ্ধে তাদের কোন কিছু বলার থাকে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই কৈসরিয়াতে যেতে হবে এবং সেখানে তাদের কথা শোনার জন্য একজন বিচারক প্রস্তুত রয়েছেন।

ক. এখানে আমরা দেখি পৌলের বিরুদ্ধে যে অন্যায় অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তা এখন পর্যন্ত বজায় রয়েছে এবং তা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে।

১. এখানে মোটেও সময় নষ্ট করা হয় নি, কারণ পাঁচ দিন পরেই তারা শুনানির জন্য প্রস্তুত হলেন; পৌলের বিচার কাজ পরিচালনা করার জন্য অন্য সকল কাজ স্থপিত রাখা হল; মন্দ কাজ সাধন করার জন্য মন্দ মানুষেরা এমনই তীব্র আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে! অনেকে বলে থাকেন যে, পাঁচ দিন বলতে পৌলের বন্দী হওয়ার প্রথম দিন থেকে গণনা করা হয়েছে, যা সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ মত, কারণ তিনি এখানে বলেছেন (পদ ১১) যে, যিরূশালেমে আসার পর তার বারো দিন পার হয়েছে এবং আমরা জানি যে, তিনি যিরূশালেম মন্দিরে সাত দিন উপাসনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এই পাঁচ দিন নিশ্চয়ই তাঁর বন্দী হওয়ার পর থেকে পাঁচ দিনকে বোঝাবে।

২. যারা সে সময় তাঁর বিচারক ছিল, তারা এখানে তাঁর অভিযোগকারী হিসেবে আবির্ভূত হল। মহাপুরোহিত অননিয় নিজে, যে কি না যিরূশালেমে পৌলের বিচার করার জন্য বসেছিলেন, তিনি এখন তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দাঁড়াচ্ছেন। যে কেউ এ কথা ভেবে অবাক হবে যে:-

(১) তিনি কেন এভাবে নিজেকে নিচু করলেন এবং তার পদমর্যাদা ও অবস্থানের কথা ভুলে গেলেন। মহাপুরোহিত পরিণত হলেন সাধারণ একজন তথ্য দানকারীতে এবং তিনি যিরূশালেমে মন্দিরে তার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে চলে গেলেন হেরোদের রাজ প্রাসাদে একজন অভিযোগকারী ও সাক্ষ্য দানকারী হিসেবে। পুরোহিরা যখন নিজেদেরকে এত নিচেই নামালেন, তখনও ঈশ্বরের তাদেরকে ত্যাগ করে এবং তাদেরকে সর্ব প্রকার অবমাননার শিকার হতে দিয়ে ভালই করেছেন, মালাথি ২:৯।

(২) তিনি এভাবে নিজেকে এবং পৌলের বিরুদ্ধে তার শত্রুতাকে আবিষ্কার করেছেন! যদি প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের কারও বিরুদ্ধে আক্রোশ থাকে, তাহলে তারা অন্যদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং নিজেরা দৃশ্যের আড়ালে থেকে সমস্ত কাজ করেন, কারণ তারা নিজেরা মঞ্চে আবির্ভূত হলে তাদের সুনাম ক্ষুন্ন হবে; কিন্তু অননিয় নিজেকে প্রকাশ্যে পৌলের একজন শত্রু হিসেবে দেখাতে লজ্জিত হন নি। প্রাচীনবর্গও তার সাথে যুক্ত ছিলেন,

এটি দেখানোর জন্য যে, তাদের সাথে মহাপুরোহিতের ভাল মৈত্রী রয়েছে এবং তারা এই অভিযোগকে আরও বেশি জোরালো করতে চেয়েছিলেন; কারণ তারা এমন কোন উকিল বা মধ্যস্থতাকারী খুঁজে পান নি, যে তাদের পক্ষ হয়ে আদালতে তাদের মন মত নৃশংস আচরণ প্রকাশ করবে। মন্দ লোকেরা মন্দ কাজে যে পরিশ্রম করে, যে চাতুরি, যে ষড়যন্ত্র এবং যে অহেতুক পরিশ্রম তারা করে, যা অবশ্যই আমাদের শীতলতা এবং আমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করা উচিত এবং যা আসলে উত্তম তা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত।

খ. এখানে আমরা পৌলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা দেখতে পাই। অভিযোগকারীরা তাদের সাথে করে একজন উকিলকে নিয়ে এসেছিল, যার নাম তর্তুল্ল, একজন রোমীয় নাগরিক, যে রোমীয় আইন এবং ভাষায় দক্ষ ছিল এবং সেই কারণে রোমীয় শাসনকর্তার সামনে এই মামলাটি উত্থাপন করার জন্য এবং তাঁর কাছ থেকে আনুকূল্য পাওয়ার জন্য সে যোগ্য ব্যক্তি ছিল। মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের অন্তর যদিও প্রচণ্ড আক্রোশে পূর্ণ ছিল, তথাপি তারা মনে করেছিল যে, তাদের জিহ্বা যথেষ্ট ধারালো ছিল না, আর তাই তারা তর্তুল্লকে দাঁড় করিয়েছিলেন, যিনি সম্ভবত ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনাকারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন এবং এ কারণেই তারা তার শরণাপন্ন হয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাকে বিশাল অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল এবং এই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে, যার দায়িত্বে ছিলেন তারা নিজেরাই। এই ভাণ্ডারের জন্য মন্দিরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হত যেন তা কোন ভাবেই অপচয় না হয়। অথচ এখানে আমরা এর চূড়ান্ত অপব্যবহার দেখতে পাই।

পৌলকে ফীলিক্সের সামনে কাগড়ায় দাঁড় করানো হল: তাঁকে সামনে নিয়ে আসা হল, পদ ২। তর্তুল্লর কাজ ছিল অভিযোগকারীদের পক্ষ হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে সকল তথ্য জানানো এবং বিচারককে এ জন্য প্রলুব্ধ করা যেন তিনি আসামীকে কঠিন শাস্তি দেন। তর্তুল্ল ছিল এমন একজন ব্যক্তি, যে টাকা পেলে যে কোন কিছু বলতে পারে; ভাড়াটে জিহ্বা এমনই হয়ে থাকে। একজন উকিলকে দিয়ে যদি কোন মামলা চালানোর ভার দেওয়া হয়, তাহলে আশা করা যেতে পারে যে, তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর অভিযোগগুলোকে গুছিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কোন মিথ্যে অভিযোগ সাজানো হচ্ছে তা নয়, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই এর উল্টোটা। কিন্তু তর্তুল্ল এর কোন কিছুই ছিল না: তার কথা (কিংবা নিদেন পক্ষে এর বিষয়বস্তু, যা আমরা দেখতে পাই) যা সে বিচারকের সামনে উপস্থাপন করেছে, তা ছিল তোষামোদী এবং মিথ্যে কথায় ভরা। তার কথায় ভালকে বলা হয়েছে মন্দ আর মন্দকে বলা হয়েছে ভাল।

১. সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তিদের একজনকে এখানে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং একজন মহৎ ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন বিচারক। ফীলিক্স তার নিজের জাতির ঐতিহাসিক এবং যোসেফাসের বর্ণনাতেও উপস্থাপিত হয়েছেন এবং অতি মন্দ মানুষ হিসেবে, যিনি আদালতে বিচারের সময় তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে

কোন মুহূর্তে পক্ষ পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি ছিলেন একজন কুখ্যাত অত্যাচারকারী, একজন ধোকাবাজ এবং খুনী পালনকারী। আর তথাপি তর্তুল্ল এখানে মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের নামে এবং সম্ভবত তাদের কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশনা পেয়ে তাকে তোষামোদী করেছে এবং তার চাটুকারিতায় মত্ত হয়ে পড়েছে, তাকে প্রশংসা করে আকাশে তুলে দিয়েছে, যেন তার মত শাসনকর্তা ও বিচারক আরও কখনো ছিল না বা আসে নি। আর এটাই মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনদের জন্য সবচেয় খারাপ ছিল, কারণ পরবর্তী সময়ে ফীলিক্স তাদের আদেশের প্রতি বিরোধিতা পোষণ করেছিলেন; কারণ পরবর্তী সময়ে মহাপুরোহিত ইউহানন কিংবা প্রধান পুরোহিতদের মধ্য থেকে কেউ তার স্বৈর শাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তার সমালোচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কয়েকজন ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছিলেন, যাদেরকে দিয়ে তিনি এর আগে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করিয়েছিলেন, কারণ তারা ছিল তার পোষা ভাড়াটে খুনী: এই খুনীদের মত আর কাউকে শাস্তি দেওয়ার মত এমন যোগ্য বলে খুঁজে পাওয়া যায় নি, যারা শাসনকর্তার প্ররোচনায় এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছিল এবং তারা একাধিক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছিল, কেউ কেউ ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দিরের ভেতরে। আর তথাপি তারা এখানে তর্তুল্লকে পৌলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য ভাড়া করেছিল এবং তাদের প্রতি সেই দয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা তারা এখানে একেবারেই করে নি। তারা তাকে তাদের সমাজ এবং জাতির সবচেয়ে মহান আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে দেখেছিল।

(১) তারা তা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল (পদ ২): "হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনার দ্বারা আমরা মহাশান্তি ভোগ করে আসছি এবং আমরা আপনাকে আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে জানি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার পরিণামদর্শিতা, আপনার প্রজ্ঞা এবং আপনার আশীর্বাদের গুণে এই জাতির নানা রকম অমঙ্গল নিবারিত হচ্ছে।" তাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য তিনি মিসরীয়দের কৃত বিদ্রোহের কথা চেপে গিয়েছিলেন, যে ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি কথা বলেছিলেন (প্রেরিত ২১:৩৮); কিন্তু পরবর্তীতে কি তার এই স্বৈরাচারী মনোভাব কি আর প্রশংসার যোগ্য ছিল? এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] মহান ব্যক্তিদের দুঃখবোধ এবং একজন ব্যক্তিকে যখন তার দায়িত্ব সম্পর্কে কোন ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলা হয়, সে সময় তার ভেতের এক দারুন দুঃখবোধের জন্ম নেয়; আর এই কারণে তাদের মন কঠিন হয় এবং তারা মন্দ কাজ সাধন করার জন্য উৎসাহিত হয়।

[২] মন্দ ব্যক্তিদের কর্মপন্থা, যখন তারা কোন খারাপ কাজ করতে যায় তখন এর আগে তারা শাসনকর্তাকে যথাসাধ্য তোষামোদী করে থাকে, যেন সেই শাসনকর্তা তার অনুকূলে থাকে। রোমের বিশপরা নিজেদেরকে মণ্ডলীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করে এবং তারা খ্রীষ্টের দাসদেরকে নির্যাতন ও অত্যাচার করে থাকে, আর এর প্রেষণা হিসেবে কাজ করে থাকে তাদের স্বৈতান্ত্রিক শাসনকর্তাদের প্রতি তোষামোদী এবং পদলেহন, আর

এভাবেই তারা তাদেরকে নিজেদের হাতের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, ঠিক মহাপুরোহিতের মত, যেভাবে তিনি ফীলিক্সকে এখানে তোষামোদীমূলক প্রশংসা করছেন।

(২) তারা ফীলিক্সের সমস্ত অবদানের কথা স্বীকার করলেন (পদ ৩): "এই আমরা সর্বতোভাবে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করছি, হে মহান ফীলিক্স। আমরা যে কোন সময় আপনার যে কোন অবদানের কথা সাক্ষ্য হিসেবে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি যে, আপনি একজন জ্ঞানী এবং উত্তম শাসনকর্তা এবং আপনি এই দেশের জন্য অত্যন্ত দয়াবান।" আর যদি তা সত্যি হয় যে, তিনি এমন একজন শাসনকর্তা ছিলেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা ন্যায্যভাবেই তার সমস্ত ভাল কাজ এবং তার অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করছেন। শাসনকর্তার কাছ থেকে আমরা যে সুফল পেয়ে থাকি, বিশেষ করে তাদের জ্ঞানপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশাসনের কাছ থেকে, তার জন্য আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, একই সাথে ঈশ্বরের প্রতি এবং সেই উত্তম শাসনকর্তার প্রতি। এই সম্মান অবশ্যই এককজন যোগ্য শাসনকর্তার প্রাপ্য, যাতে করে তার অধীনে থাকাকালীন আমরা যে নিরাপত্তা ভোগ করি এবং তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে যে সুফল আমরা লাভ করে থাকি, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

(৩) এই কারণে তারা এই মামলায় তার অনুগ্রহ কামনা করেছিল, পদ ৪। তারা তার সময় নষ্ট না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল: আমরা যেন কথার বাহুল্যে যেন আপনাকে কষ্ট না দিই। আর তারা তার ধৈর্যের ব্যাপারে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিল: ফরিয়াদ করি, আপনি নিজের দয়াগুণে আমাদের অল্প কিছু কথা শ্রবণ করুন। এই সকল সম্বোধন ছিল কেবলমাত্র তাদের অভিযোগটি মন দিয়ে শুনতে এবং তাদের পক্ষে বিচার করতে তোষামোদী করা। প্রত্যেকেই এ কথা জানতো যে, মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গ হলেন রোমীয় সরকারের শত্রু এবং তারা তাদের যোয়ালির যে কোন ভার বহন করতে অস্বস্তি বোধ করে থাকেন, আর সেই কারণে তারা অন্তর থেকে ফীলিক্সকে ঘৃণা করতেন। তথাপি পৌলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করে তা থেকে তাদের মন মত রায় পাওয়ার জন্য তারা পরামর্শ করে তাকে সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজন অনুভব করলো যেভাবে তারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করার রায় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পীলাত এবং কৈসরের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করেছিল। শাসনকর্তারা সবসময় তাদের অধীনস্থ লোকদের প্রশংসা ও তোষামোদীর কারণে জনগণের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন না। তোষামোদী এক জিনিস আর প্রকৃত বাধ্যতা আরেক জিনিস।

২. সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে এখানে সবচেয়ে মন্দ কার্য সাধনকারী ও অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এর একমাত্র কারণ হল তিনিই ছিলেন বন্দী। এক বিরাট তোষমোদীর ফুলঝুড়ি ছোটানোর পর, যেখানে আপনি প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়বস্তু খুঁজে পাবেন না, সে কাজের কথা এলো এবং মহামান্য ফীলিক্সকে জানানো হল যে, যে অপরাধী কাগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে আসলে কেমন মানুষ; আর তার বক্তব্যের এই অংশটি অগণিত মিথ্যে কথায় কলুষিত এবং আগের অংশটি ছিল তোষামোদে উৎপীড়িত। লোকটির

জন্য আমার করুণা হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে, পৌলের প্রতি তার ব্যক্তিগতভাবে কোন আক্রোশ এবং ক্রোধ ছিল না, কিংবা সে এ কথা চিন্তাও করে নি যে, সে এখানে তার পক্ষে যখন কথা বলছে, সে সময় সে এই লোকটি আসল অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইবে কি না। আমি এই ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারি না যে, এমন একজন প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী ব্যক্তি কী করে এমন মিথ্যেবাদী জিহ্বা ধারণ করতে পারেন। সে কারণে সেই নীতিহীন মানুষদের উপর রাগ না হয়ে পারি না, যারা না জেনে একজন মানুষ সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলে থাকে শুধুমাত্র টাকার জন্য। তর্তুল্ল এখানে ফীলিক্সের কাছে দুটি বিষয়ে অভিযোগ করেছিল, মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের পক্ষ হয়ে–

(১) পৌলের কারণে দেশের লোকদের শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে। তারা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে দোষারোপ করতে পারতো না, যদি না তারা আগে তাদেরকে হিংস্র জন্তুর চামড়া না পরাতো এবং যদি তারা প্রথম থেকেই লোকদের কাছে এ ধরনের ভয়ঙ্কর মানুষ হিসেবে উপস্থাপন না করতো, যদিও তারা পৌলের যে চরিত্র অঙ্কন করেছিল তা ছিল পুরোপুরিভাবে মিথ্যে এবং সেখানে এতটুকু সত্যের আভাস ছিল না। তারা শাসনকর্তার সামনে পৌলের সম্পর্কে যে ধরনের ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন তা ছিল একেবারেই অন্যায্য এবং অবাস্তব। তারা এই সমস্ত অভিযোগ এমনভাবে সাজিয়েছিল যেন যে কোনভাবেই হোক তারা শাসনকর্তা এবং জনতাকে বুঝিয়ে বলতে পারে যে, পৌল আসলে একজন কুখ্যাত অপরাধী। আর এই অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তাদের যা কিছু করার প্রয়োজন হয় তা করবে, প্রয়োজন হলে তারা মিথ্যে প্রমাণ হাজির করবে কিংবা উন্মত্ত জনতাকে হাজির করবে, যেন তারা পৌলে বিপক্ষে সাক্ষী দেয়। ঈশ্বরের ভাববাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রাচীন অভিযোগ হচ্ছে তাঁরা দেশে সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তাঁরা ঈশ্বরের শহর যিরূশালেমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তাঁরা রাজা এবং এর জনগণের প্রতি ক্ষতি সাধন করছে (উযায়ের ৪:১৫, ১৯) এবং আমাদের প্রভুর যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অভিযোগ এসেছিল যে, তিনি লোকদেরকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সম্রাটকে কর দিতে নিষেধ করেছেন। পৌলের বিরুদ্ধেও এখানে আমরা একই ধরনের অভিযোগ দেখতে পাই; এবং যদিও তা একেবারেই মিথ্যে, তথাপি তা যথাসম্ভব আত্মবিশ্বাস সহকারে বলা হয়েছিল, যেন তা সত্যি বলে মনে হয়। তারা এ কথা বলে নি যে, "আমরা তাকে একজন বিপজ্জনক মানুষ বলে সন্দেহ করি এবং আমরা তাকে বিভিন্ন ঘটনার জন্য সন্দেহ করেছি।" বরং তারা বলেছে যে, "আমরা তাকে ঐ কাজ করতে দেখেছি এবং সে প্রায়ই এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।" যেন তিনি একজন সক্রিয় বিদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। আর তথাপি এই উপস্থাপনার মধ্যে একটি শব্দও ছিল না যা সত্য; কিন্তু যদি সত্যিকার অর্থে পৌলের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়, তাহলে জানা যাবে যে, তার চরিত্রে যা কিছু রয়েছে তা এই সকল অভিযোগের ঠিক উল্টোটা।

[১] পৌল ছিলেন একজন কার্যকারী মানুষ এবং তাঁর দেশের জন্য ও তাঁর জাতির জন্য এক অনুগ্রহস্বরূপ, তাঁর ভেতরে ছিল সমস্ত প্রকার উত্তমতা এবং মঙ্গলময়তা, তিনি ছিলেন

সকলের জন্য উপকারী একজ ব্যক্তি এবং কখনোই তিনি কারও অমঙ্গল সাধন করেন নি; আর তথাপি তাঁকে এখানে মহামারীস্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ৫): "আমরা দেখতে পেলাম, এই ব্যক্তি *loimon--pestem*– মহামারীস্বরূপ, এক জীবন্ত মৃত্যুর উৎস, যার কারণে আমরা বলছি যে, এই লোকটি হচ্ছে এক কলহজনক ব্যক্তি এবং সে যেখানেই যায় সেখানেই বিশৃঙ্খলা এবং দাঙ্গার সৃষ্টি করে, সে যেন শুধু ধ্বংস করতেই এসেছে।" তারা এ কথা বোঝাতে চেয়েছিল যে, মহামারী যতটুকু ধ্বংস সাধন করে পৌল একাই তার চেয়ে কম সময়ে আরও বেশি ক্ষতি সাধন করেন। তিনি যে ক্ষতি সাধন করেছেন তা আসলে বিস্তার লাভ করে এবং তা খুবই সংক্রামক এবং তিনি অন্যদেরকেও তাঁরই মত ক্ষতি সাধনকারী করে তৈরি করেন– এই মহামারীর প্রতিক্রিয়া ছিল বহুবিধ– কারণ তা হত্যা করে, ধ্বংস করে এবং ধ্বংস স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে– এবং এর বিরুদ্ধে সেই একই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যা মহামারীর ক্ষেত্রে নেওয়া উচিত। তিনি অনেক ভাল প্রচার প্রচার করেছেন এবং অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন, আর এ সবের জন্য তাকে বলা হচ্ছে মহমারীস্বরূপ।

[২] পৌল ছিলেন একজন শান্তি স্থাপনকারী, তিনি ছিলেন সেই সুসমাচারের প্রচারক, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল শত্রুতাকে বিনষ্ট করা এবং সত্যিকার ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তিনি নিজে শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করতেন এবং অন্যদেরকেও তা করতে শিক্ষা দিতেন, তথাপি তাঁকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত যিহূদীদের জন্য কলহজনক হিসেবে। যিহূদীরা রোমীয় সরকারের প্রতি নারাজ ছিল; তাদের মধ্যে যারা মৌলবাদী ছিল, তারা আরও বেশি ঘৃণা করতো রোমীয়দেরকে। ফীলিক্স এ কথা জানতেন এবং তিনি তাদের উপরে কড়া নজর রাখতেন। এখন তারা ফীলিক্সকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, পৌল হলেন সেই ব্যক্তি যার জন্য যিহূদীদের উপরে এই দোষ চাপানো হয়েছে, যেখানে তারা নিজেরাই ছিল সেই সমস্ত মানুষ, যারা নিজেদের মধ্যে কলহ এবং বিবাদের বীজ বুনেছিল, আর তারা নিজেরাও তা জানতো। আর কেন তারা খ্রীষ্টকে এবং তার ধর্মকে ঘৃণা করতো তার কারণ ছিল এই যে, তিনি তাদেরকে রোমীয়দের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের জন্য নেতৃত্ব দেন নি। যিহূদীরা সবখানে পৌলকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছিল এবং তারা লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল; তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তারা নিজেরা তাঁকে ঘিরে কলহ শুরু করেছেন এবং এরপর তার উপরে সেই কলহ সৃষ্টি করার দায়ের অযাচিতভাবে দোষ চাপানো হয়েছে; যেভাবে নীরো রোম শহরে আগুন লাগিয়েছিলেন এবং এরপরে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে এর জন্য দোষ চাপিয়েছিলেন।

[৩] পৌল ছিলেন একজন উদারপন্থী দয়ালু ব্যক্তি, যিনি কোন বিশেষ একজন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করেন নি, বরং তিনি নিজেকে সকল মঙ্গলের পরিচর্যাকারীতে পরিণত করেছেন; আর তথাপি এখানে তাঁকে নাসরতীয় দলের অগ্রণী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এই আখ্যার মূল অর্থ হল এই দলের মান বহনকারী, এমনটাই এই শব্দের অর্থ। যখন সাইপ্রিয়ানকে একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল, তখন এই শব্দটি

তার দণ্ডাদেশে যুক্ত করা হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন *auctor iniqui nominis et signifer*– এক মন্দ মতাদর্শের প্রণেতা এবং মান বহনকারী। এখন এটি সত্যি যে, পৌল ছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস প্রচারের একজন সক্রিয় কর্মী। কিন্তু:-

প্রথমত, এটি একেবারেই মিথ্যা যে, এটি একটি দল। তিনি লোকদেরকে কোন দল গঠন করার জন্য কিংবা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের জন্য একত্রিত করেন নি, কিংবা তিনি তাঁর নিজের চিন্তাধারাকে তাদের জন্য নিয়ম ও আইন হিসেবে প্রবর্তন করেন নি। প্রকৃত খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এ কথা প্রতিষ্ঠা করে যে, যা সকল মানব জাতির জন্য সাধারণ মঙ্গলের বিষয়, যা মানুষের ভাল ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করে এবং আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে নিজের কাছে এই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, আর তাই এ কথা বলা যাবে না যে, এই ধর্ম কোন দল বা গোষ্ঠী, যা এ ধরনের সঙ্কীর্ণ চিন্তা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সন্তানদেরকে একত্রিত করা; এবং এটি তাদেরকে এক স্থানে জড়ো করবে, এরপর তারা এক হবে এবং তাদের অন্তরের উপরে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব স্থাপন করা হবে, যা তাদেরকে করবে নম্র এবং নীরব এবং শান্তিপূর্ণ ও প্রেমপূর্ণ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সহজ, গ্রহণযোগ্য এবং সুফলজনক একে অপরের প্রতি। আর এই কারণেই একে কোন দল বা গোষ্ঠী বলা যায় না, কারণ তা বিভেদের কথা বলে। সত্যিকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন পার্থিব লাভ কিংবা লোকসানের কথা চিন্তা না করা, আর সেই কারণে এই ধর্মকে কোন দল বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। যারা একটি দল গঠন করে, তারা নিজস্ব পার্থিব আইন-কানুন দিয়ে তা পরিচালনা করে, তারা পার্থিব সম্পদ এবং সম্মানের পেছনে দৌড়ায়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শিক্ষকেরা নিজেদেরকে প্রকাশ করা এবং জনসম্মুখে নিজেদেরকে তুলে ধরা থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন। তারা কখনোই এটা দেখান না যে, এই পৃথিবীতে তাদের কী কী প্রিয় এবং কী তারা পেলেন এবং কী তারা হারালেন।

দ্বিতীয়ত, নাসরতীয় দল বলতে এক কলঙ্কজনক উপাধি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টকে একজন নাসরতীয় বলে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তাদের কাছ থেকে ভাল কোন কিছু আশা করা হয় নি; অথচ তিনি জন্মেছিলেন বেথেলহামে, যেখানে খ্রীষ্টের জন্ম হওয়ার কথা ছিল। তথাপি তিনি নিজেকে নাসরতীয় যীশু বলতে সন্তুষ্টি বোধ করতেন, প্রেরিত ২২:৮। এবং পবিত্র শাস্ত্র তার এই নামের উপরে এক মহা সম্মান আরোপ করেছে, মথি ২:২৩। সেই কারণে যদিও তা বলা হয়েছিল অপমান ও তিরস্কার করার জন্য, তথাপি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কখনোই তাদের প্রভুর প্রতি উক্ত এই উপাধিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না।

তৃতীয়ত, এটি ছিল পুরোপুরি মিথ্যা যে, পৌল ছিলেন এই দলের নেতা, কারণ তিনি লোকদেরকে নিজের দিকে টানতেন না, বরং খ্রীষ্টের দিকে টানতেন– তিনি লোকদের কাছে নিজের কথা প্রচার করতেন না, বরং খ্রীষ্টের কথাই প্রচার করতেন।

[৪] পৌল উপাসনালয়কে কলুষিত করেছেন, যেহেতু তা সেই স্থান ছিল যা ঈশ্বর তার নাম স্থাপন করার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং তিনি পরবর্তীতে মন্দিরে এসে প্রভুর নামে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন; আর তথাপি তার উপরে এই অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি এই ধর্মধাম অশুচি করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি একে কলুষিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এর আইন অমান্য করেছিলেন, পদ ৬। এই ব্যাপারে তাদের সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তারা যে অভিযোগটি এনেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তা তারা জানতো, প্রেরিত ২১:২৯।

(২) পৌলের বিরুদ্ধে বিচারের যে ধারা চলছিল তা বাঁধা পেল প্রধান সেনাপতির কারণে।

[১] তারা এই কথা জানালো যে, তারা পৌলকে ধরেছিল এবং তারা তাঁকে তাদের আইন অনুসারে বিচার করতে চেয়েছিল। এটি ছিল মিথ্যা, কারণ তারা তাঁকে মোটেও তাদের ব্যবস্থা ও আইন অনুসারে বিচার করতে চায় নি, বরং তারা তাঁকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চেয়েছে, তারা এমন কি এ কথা শুনতেও চায় নি যে, তিনি নিজের পক্ষে কী বলতে চান, বরং তারা তাদের আক্রোশের বশবর্তী হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে চেয়েছে, তারা তাঁকে সেই গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিতে চেয়েছে, যারা তাঁকে হাতে পেলে মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলতো। এটাই কি তাদের ব্যবস্থা ও আইন সম্মত বিচার? মানুষ যখন কোন একটি কাজ করার জন্য স্থির হয়, তখন তাদের পক্ষে বলা সহজ যে, তারা এটাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু এর উল্টোটা যদি তারা বলে, তাহলে সেখানে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হবেই।

[২] তারা এমনটা দেখিয়েছিল যে, প্রধান সেনাপতি পৌলকে তাদের হাত থেকে নিয়ে যাওয়ায় তাদের বিচার কাজের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে; যেখানে তিনি পৌলকে উদ্ধার করে শুধুমাত্র ন্যায় বিচারই করেন নি, বরং সেই সাথে তিনি তাদের প্রতি সর্বোচ্চা দয়া দেখিয়েছেন, কারণ তিনি তাদের উপরে পৌলকে হত্যা করার অপরাধের দায় অর্পিত হতে দেন নি: কিন্তু প্রধান সেনাপতি লুষিয় আমাদের মাঝে ভয়াবহ রূপ নিয়ে উপস্থিত হলেন (যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি নয়) এবং আমাদের হাত থেকে পৌলকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। দেখুন, কীভাবে নির্যাতনকারীরা হতাশ হয়, যেখানে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। যখন দায়ূদ রক্তপাতের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় ঈশ্বর অবীগলকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে থামানোর জন্য এবং খুব দ্রুত তিনি নিজেকে সম্বরণ করেছিলেন। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মানুষেরা নিজেদেরকে অত্যন্ত বর্বর বলে প্রমাণ করলো এবং তারা তাকে তাদের শত্রু বলে দবী করলো, যিনি তাদের হাত রক্তে রাঙ্গানো থেকে বিরত রেখেছিলেন।

[৩] তারা এই বিষয়টি ফীলিক্স এবং তার বিচারের অধীনে এনেছিল, তবুও এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রধান সেনাপতি তাদেরকে বাঁধা দেওয়ার কারণেই তাদের ফীলিক্সের কাছে বিচার নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়েছিল (পদ ৮): "আমরা আপনাকে এই বিচার নিয়ে বিরক্ত

করতে বাধ্য হয়েছি এবং আমরা নিজেদেরও অনেক সময় নষ্ট হয়েছে; কারণ"–

প্রথমত, "তিনি তার অভিযোগকারীদেরকে আপনার কাছে আসার আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে আপনি এর বিরুদ্ধে অভিযোগুলো শুনতে পারেন এবং আপনি যেন সঠিকভাবে এর বিচার করতে পারেন।"

দ্বিতীয়ত, "তিনি আপনার কাছে বিচার করার জন্য এই লোকটিকে পাঠিয়েছেন এবং আপনি যেন এর অপরাধ খুঁজে পান সেজন্য তিনি তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনি যেন তাঁর স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে জানতে পারেন যে, তাঁর প্রতি আসলে কী অভিযোগ রয়েছে।"

গ. এই মামলায় যিহূদীদের যে অভিযোগ ছিল তা তর্তুল্ল উপস্থাপন করলো (পদ ৯): তারা এর বিষয়ে নিশ্চয়তা দিল এবং তারা স্বীকার করলো যে, আসলে কথাগুলো সত্যি।

১. অনেকে মনে করে থাকেন যে, এখানে তারা যে এই অভিযোগের স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দিল তার মধ্য দিয়ে তারা এই অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেরাই প্রদান করলো এবং তারা সকলে মিলে পৌলকে অভিযুক্ত করলো। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যেহেতু তারা টাকা দিয়ে একজন উকিলকে রেখেছিল, সেহেতু তারা টাকা দিয়ে নিশ্চয়ই সাক্ষীদেরকেও নিয়ে আসতে পারবে।

২. এখানে আমরা দেখি সেই সমর্থন এবং স্বীকারোক্তি, যা মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গ তর্তুল্লের কথার সাথে সংযুক্ত করেছিল। ফীলিক্স তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এটাই কি তোমাদের সমস্ত যুক্তি এবং তোমরা কি এই কথাই বলতে চেয়েছ?" এবং তারা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাই;" এবং এর সাথে সাথে তাদের এই সমস্ত মিথ্যে কথার দোষে অভিযুক্ত হল। যাদের অন্যদের বিরুদ্ধে কথা বলার মত জ্ঞান বুদ্ধি নেই, তারা যখন কারও শিখিয়ে দেওয়া কথায় কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেয় এবং কারও ক্ষতি সাধন করে এবং বার বার বলতে থাকে যে, তাদের কথা সত্যি তখন বলা যায় যে, তারা ঈশ্বরের সঠিক পথকে কলুষিত করেছে। অনেকেই রয়েছে যাদের দেব-দেবতাদের কাছে আবেদন জানানোর মত ভাষা জানা নেই, তারপরও তারা অন্ধের মত সেই দেবতাকে সমর্থন ও অনুসরণ করে যায়।

প্রেরিত ২৪:১০-২১ পদ

এখানে আমরা পৌলের স্বীকারোক্তি দেখতে পাই, যা তিনি তর্তুল্লের অভিযোগের বিপরীতে বলেছিলেন এবং তিনি এই সকল কথা বলেছিলেন জ্ঞান ও পবিত্রতার মহা চেতনা সহকারে এবং শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের সেই মহান প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা সহকারে যে, তারা শাসনকর্তাদের এবং রাজাদের সম্মুখে কথা বলবেন ও তাঁর নাম ঘোষণা করবেন, আর সেই মুহূর্তেই যা তাদেরকে বলতে হবে সেই কথা তাদের মুখে যুগিয়ে দেওয়া হবে। যদিও তর্তুল্ল এমন অনেক কথা বলেছে তা শুনলে কোন মানুষ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে না, তথাপি পৌল

তাঁর কথা বলার সময় তাঁকে কোন প্রকার বাঁধা দেন নি, বরং তিনি তাকে তার কথা শেষ করতে দিয়েছেন, ঠিক যেভাবে আদালতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়ম করা হয়েছে এবং যেভাবে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সকলের অভিযোগ তোলা শেষ হলে পর তাঁর নিজের পক্ষে কথা বলেছেন, যাতে করে তাঁর কথা গুরুত্ববহ হয় সকলের কাছে। তিনি ধৈর্য হারিয়ে তাদের মিথ্যে অভিযোগের মাঝখানে চিৎকার করে বলে ওঠেন নি *O tempora! O mores!*– হায় এ যুগের ভ্রষ্ট ও নীতিহীন মানুষেরা! বরং তিনি বিচারকের কাছ থেকে তাঁর নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য অনুমতি নিয়েছেন এবং তা পেয়েছেন। শাসনকর্তা তাঁকে কথা বলার জন্য আহ্বান জানালেন, পদ ১০। আর এখন তিনি ন্যায্যভাবে তাঁর কথাগুলো বলার জন্য অনুমিত লাভ করলেন, তিনি এ সময় শাসনকর্তার অধীনে ছিলেন, যা তাঁকে আরও ভাল সুযোগ করে দিয়েছিল তাঁর কথাগুলো বলার জন্য। আর যখন তিনি কথা বলেছেন, সে সময় তিনি একেবারেই তর্তুল্লের কথার উত্তর দেওয়ার জন্য কথা বলেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে, সে টাকার বিনিময়ে এই সকল কথা বলছে এবং সেই কারণে তার কথাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করলেন এবং যারা তাকে প্রকৃত অর্থে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর জবানবন্দী দিলেন। এখানে আমরা দেখি:-

ক. তিনি খুবই সম্মানের সাথে শাসনকর্তাকে সম্বোধন করলেন এবং তিনি এই আত্মবিশ্বাস পোষণ করলেন যে, তিনি অবশ্যই পৌলের সাথে ন্যায়বিচার করবেন। তর্তুল্ল যেভাবে তোষামোদের ভাষায় শাসনকর্তার প্রতি কথা বলছিল, সেভাবে পৌল মোটেও কথা বললেন না, বরং তিনি প্রকৃত অর্থে সম্মানসূচকভাবে এবং শ্রদ্ধার সাথে কথা বললেন এবং তিনি তাকে বোঝালেন যে, তিনি আসলেই আন্তরিকভাবে তার সাথে কথা বলছেন। তিনি শাসনকর্তাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, তিনি তার কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করছেন এবং যদিও তিনি এখন পর্যন্ত তার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন নন, তথাপি তিনি চাইছেন যেন তিনি প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করে তার প্রতি ন্যায়বিচার করেন। এভাবেই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা শুরতেই ব্যক্ত করে নিলেন। এটি ছিল সেই ধরনের ভাষা যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের পবিত্রতা এবং তাঁর মনের ভেতরের সমস্ত কথা ভেঙ্গে বলেছিলেন, তাঁর মনের মাঝে কী আছে তা তিনি বলেছেন। তিনি নিজেকে মোটেও দোষী ভাবছেন না এবং তিনি কাগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বলে একটুও ভয়ে কাঁপছেন না। তিনি এই ভেবে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি এমন একজন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি কোন বিশেষ দলভুক্ত নন, বরং তিনি একজন নিরপেক্ষ বিচারক। শুধু তাই নয়, যখন তিনি এ কথা বিবেচনা করলেন যে, কে তাঁর বিচারক, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করার চিন্তা করলেন; কিন্তু কেন? তিনি এ কথা বলেন নি যে, "আমি জানি আপনি এমন একজন বিচারক যিনি ন্যায়বিচার এবং ধার্মিকতায় অটল, আপনি ঘুষ ঘৃণা করেন এবং আপনি বিচারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে ভয় পান এবং কোন মানুষকে আপনি পরোয়া করেন না;" কারণ তিনি তার সম্পর্কে ন্যায্যভাবে এই কথা বলতে পারেন না, যদিও তিনি তার কাছ থেকে আনুকূল্য পাওয়ার আশায় এ ধরনের কথা বলতেই পারতেন; কিন্তু তিনি বললেন, আমি স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার সামনে কথা বলবো, কারণ আপনি অনেক দিন ধরে এই জাতির বিচার করে

এসেছেন এবং এই কথা একেবারেই সত্যি, আর সেই কারণে:-

১. তিনি তার জ্ঞাতার্থে জানালেন যে, পৌলের নামে এ যাবৎ কোন অভিযোগ শোনা যায় নি। এ ধরনের গুজব সাধারণত শোনা যায় পুরনো আসামীদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু এত বছর যাবৎ যেখানে ফীলিক্স বিচার করে আসছেন, সেখানে একবারও পৌলের নামে কোন অভিযোগ আসে নি এবং তাঁর বিচারও কখনো তাকে করতে হয় নি; আর এই কারণেই বলা যায় যে, তিনি মোটেও কোন বিপজ্জনক অপরাধীর কাতারে পড়েন না।

২. তিনি যিহূদী জাতিকে খুব ভাল ভাবেই চিনতেন এবং তিনি তাদের বদ্‌মেজাজ এবং তাদের হঠকারিতা সম্পর্কেও খুব ভাল করে জানতেন। তিনি জানতেন যে, তারা তাদের নিজেদের পথের ব্যাপারে কেমন গোড়া ছিল, যা তাদের পছন্দ হত না সেটাকে তারা কেমনভাবে বিনাশ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগতো, তারা সাধারণত কেমন বিকৃতমনা এবং কুরুচিপূর্ণ ছিল; আর সেই কারণে তিনি নিশ্চয়ই তাদের অভিযোগের পরও তাঁকে নিজের কথা বলতে দেবেন এবং তিনি জনতার এই তীব্র আক্রোশ থাকা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই পৌলকে তাঁর অধিকার দেবেন। যদিও তিনি তাঁকে চেনেন না, তথাপি তিনি তাঁর অভিযোগকারীদেরকে চেনেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি ধারণা করতে পারেন যে, পৌল আসলে কী ধরনের মানুষ।

খ. যে সমস্ত অভিযোগ তাঁর উপরে আনা হয়েছিল তা পৌল অস্বীকার করলেন এবং তাঁর নিজের পরিচয় দান করলেন। জনতার মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করা এবং উপাসনালয়কে কলুষিত করা, এগুলো ছিল সেই অপরাধ যার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এগুলো এমন অপরাধ যা রোমীয় সরকার কখনো তদন্ত করে দেখবে না এবং এই কারণে তারা আশা করেছিল যে, রোমীয় সরকার নিশ্চয়ই পৌলকে আবারও তাদের আইনের অধীনে বিচার করার জন্য পৌলকে পাঠিয়ে দেবেন এবং তাদের এই একটাই চাওয়া ছিল। কিন্তু পৌল এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, যদিও তার এই সকল অপরাধের জন্য কোন ধরনের তদন্ত করা হবে না, তথাপি বিচারক নিশ্চয়ই এমন একজন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেবেন, যাকে অন্যায্যভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তারাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, যাদেরকে বিচারক চেনেন মন্দ প্রকৃতির মানুষ হিসেবে। এখন তিনি তাকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করলেন (এবং প্রয়োজন বোধে তিনি যা কিছু বলবেন তার জন্য তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করবেন):-

১. তিনি যিরূশালেমে এসেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে এবং পবিত্রতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য। তিনি যে কোন প্রকার কলহ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করার কিংবা মন্দিরকে কলুষিত করার কোন ধরনের চেষ্টাই করছিলেন না, কিংবা তিনি তাদের কোন বিঘ্নও জন্মাতে চান নি।

২. তিনি যিরূশালেমে আসার পর থেকে মাত্র বারো দিন হয়েছে এবং তিনি বন্দী হিসেবে ছয় দিন রয়েছেন; তিনি একা ছিলেন এবং এ কথা ভাবা দুষ্কর যে, তিনি এই স্বল্প সময়ে

একাকী এই অপকর্ম সাধন করবেন যার জন্য তারা তাঁকে অভিযুক্ত করেছে। আর যেহেতু তিনি অন্যান্য দেশে বিভিন্নভাবে পরিচর্যা কাজ করেছেন, সেহেতু তারা তাঁর কাজ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তেমন কোন কিছু জানে না, যার মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পারবে যে, আসলে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে।

৩. তিনি দাবী করলেন যে, তিনি যিরূশালেমে খুবই শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্ন অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি কোন ধরনের বিশৃঙ্ক্ষলা তৈরি করার চেষ্টা সেখানে করেন নি। যদি এ কথা সত্যি হত, যা তারা বলছে যে, তিনি যিহূদীদের মধ্যে তিনি বিশৃঙ্ক্ষলা ও দাঙ্গার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তার অর্থ হচ্ছে তিনি যিরূশালেমে কোন একটি দল তৈরি করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি মোটেও তা করেন নি। তিনি মন্দিরে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি সেখানে সকলের সাথে মিলে উপাসনা করছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজ-ঘরে, যেখানে ব্যবস্থা পাঠ এবং শ্রবণ করা হত। তিনি শহরে তাঁর বন্ধু এবং আত্মীয়দের কাছে গিয়েছেন এবং তাদের সাথে দেখা করেছেন, তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে আলাপচারিতা করেছেন; তিনি একজন দারুন উদ্দীপিত এবং উৎসাহপূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং তারা কোন ভাবেই তাঁকে যিহূদীরা শান্তি নষ্ট করার মত কোন অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারে না।

(১) তাঁর ভেতরে বিবাদের কোন ধরনের চিন্তা ছিল না, যা বিশৃঙ্ক্ষলাকারীদের মধ্যে দেখা যায়; তিনি কারও প্রতি বিরোধিতা করেন নি কিংবা কারও প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি করেন নি। তারা তাঁকে কখনো দেখতে পায় নি যে, তিনি কারও সাথে তর্ক করছেন, কিংবা কাউকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন কিংবা কাউকে অপমানসূচক কথা বলছেন। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তিনি তার নিজের আশা সম্পর্কে কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছেন এবং তিনি এ কথা দাবী করে বলতে পারবেন যে, তিনি কখনো যিহূদীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার জন্য কোন কথা বলেন নি। তিনি কখনো তাঁর নিজের ধর্ম প্রকাশ করতে গিয়ে কাউকে দুঃখ দিয়ে বা অপমান করে কথা বলেন নি, কিংবা তিনি কোন বিতর্কের অবকাশ রাখেন নি। তিনি সবসময় নম্রভাবে মানুষের সাথে কথা বলেছেন এবং তিনি সকলের সাথেই ভালবাসায় এবং মধুরতায় আলাপচারিতা করেছেন।

(২) তাঁর ভেতরে কোন ধরনের অশান্তি স্থাপনের চিন্তা নেই: "তারা কখনোই এ কথা প্রমাণ করতে পারবে না যে, আমি লোকদেরকে খেপিয়ে তুলেছি, তাদেরকে শাসনকর্তার বিরুদ্ধে কিংবা যিহূদীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছি। আমি এমন কি কখনো এমন কোন কথাও বলি নি যাতে করে তাদের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে।" তিনি একজন খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন, ভালবাসা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মধ্য দিয়ে এবং তিনি সবসময় নির্দিষ্ট কতৃপক্ষের অধীনে থেকে আইন-কানুন মেনে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর যুদ্ধের অস্ত্র পার্থিব ছিল না, কিংবা তিনি সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে বা তার পরিচর্যা কাজ করতে গিয়ে কখনো পার্থিব উপায়ে এর জন্য প্রতিরক্ষা নেওয়ার কথা চিন্তা করেন নি। তার প্রতিরোধকারীরা এত বেশি প্রবল শক্তিধর হলেও তিনি কখনো পাল্টা শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করেন নি।

৪. তারা তাঁকে যে কারণে অভিযুক্ত করেছিল, তা ছিল অন্যান্য দেশেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, যেখানে তিনি আসলে একেবারেই নির্দোষ ছিলেন এবং তারা এই অভিযোগকে কোন মতেই সত্যি প্রমাণ করতে পারতো না (আত ১৩): তারা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এনেছে তা কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না। এখানে দেখুন:-

(১) তিনি তাঁর নিজের নির্দোষিতার সাক্ষ্য বজায় রাখলেন; কারণ যখন তিনি বলেছেন যে, তারা তার দোষ প্রমাণ করতে পারবে না, এর মধ্য দিয়ে তিনি আসলে সে কথাই বলেছেন। তিনি জনগণের শান্তির শত্রু ছিলেন না। তিনি সত্যিকার অর্থে কোন ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি করেন নি, বরং তিনি সবসময় মানুষের জন্য মঙ্গল সাধন করেছেন এবং তাদের জন্য পরিচর্যা কাজ করেছেন। তিনি কখনোই মানুষের জন্য বিঘ্নজনক কোন কিছু করেন নি, বরং সবসময় তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছন, রোমীয় ৯:১-৩।

(২) তিনি তাঁর নিজের এই দুর্দশায় দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে যে সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগগুলো যে তারা প্রমাণ করতে পারবে না সে কথা তিনি ব্যক্ত করলেন। অনেক সময় উত্তম ব্যক্তিদের জীবনে এমনটা ঘটে থাকে, যখন তাদেরকে এভাবেই মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, যেখানে তারা সেই অভিযোগের অপরাধ থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু যখন তারা তাদের এই দুর্দশার জন্য শোক করেন, সে সময় তারা আনন্দ করেন, কারণ সে সময়ও তারা তাদের পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।

(৩) তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের দোষ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি এ কথা বলেছিলেন যে, তারা যে অভিযোগ করেছে তা তারা কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না এবং সেই কারণে তারা তার নামে যা খুশি তা-ই বলছে। তারা তাঁর স্বাধীনতা এবং তাঁর জীবনের উপরে হস্তক্ষেপ করেছে, আর সেই কারণে তাঁর প্রতি অবিচার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(৪) তিনি তাঁর বিচারকের ন্যায়বিচারের প্রতি আবেদন জানালেন এবং তাঁকে তাঁর বিষয়ে আরও জানতে অনুরোধ জানালেন, যাতে করে নির্যাতন ও মৃত্যুর খড়্গের নিচে না পড়েন। বিচারক নিশ্চয়ই তাঁকে শাস্তি দেবেন *secundum allegata et probata*– যা অভিযোগ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে নয়, বরং যা প্রমাণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে। আর সেই কারণে তাকে অবশ্যই যথাযথভাবে তদন্ত করতে হবে এবং ধৈর্য নিয়ে প্রশ্ন করে যেতে হবে, এ কথা সত্য এবং সুস্পষ্ট কি না তা জানতে হবে (দ্বি. বি. ১৩:১৪); নতুবা তিনি ন্যায়বিচার করতে পারবেন না।

গ. তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে এক ন্যায্য এবং যথার্থ বর্ণনা দিলেন, যা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিল যে, তিনি আসলে কোন অপরাধী নন এবং সেই সাথে তিনি জানালেন যে, তিনি আসলে কে এবং তিনি কী কাজ করেন।

১. তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানালেন, যাকে তারা দেখছিল একজন ভণ্ড এবং মন্দ মানুষ হিসেবে; আর এটাই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশের কারণ। প্রধান সেনাপতি তা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এখন শাসনকর্তা ফীলিক্সও নিশ্চয়ই লক্ষ্য না করে পারবেন না। তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়টি লক্ষ্য কররবেন যে, পৌলের বিরুদ্ধে প্রমাণ না এনে তারা শুধুই চিৎকার করে তাঁর দোষ সম্পর্কে বলে যাচ্ছে। আর এ থেকে বলা যেতে পারে যে, পৌলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সত্যি না ও হতে পারে। এখন পৌল এই বিষয়টি খোলাসা করলেন: আমি এ কথা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এখন এরা আমার উপরে যে সমস্ত দোষারোপ করছে, তা মোটেও সঠিক নয়। আমি আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমার বিপক্ষে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা পুরোপুরি ধর্ম নিয়ে, আর সাধারণত এ ধরনের অভিযোগ উঠলে কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্তকে হত্যা করা হয়। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের উপাসনা সঠিক উপায়ে করার পরও তাঁকে ভিন্ন পথ বলে আখ্যা দেওয়াটা একেবারেই নতুন; এবং ঈশ্বরের দাসদের জন্য এভাবে ভিন্ন পথের বলে অবজ্ঞাত হওয়া ও সমাজচ্যুত হওয়াটা নতুন কিছু নয়। রিফর্মড মণ্ডলীগুলোকে অনেক সময় তারা ভিন্ন পন্থাবলম্বী বলে আখ্যা দিত, যারা পরিবর্তনের বিপক্ষে ছিল এবং তারা নিজেরাই আসলে ভিন্ন পন্থাবলম্বী ছিল। আমাদেরকে সেই কারণে অবশ্যই কোন ভাল পথ থেকে সরে গেলে চলবে না, যদি এর কারণে আমাদের প্রতি কোন বাঁধা বিপত্তি আসে এবং এর জন্য যদি আমাদের দুর্নাম সহ্য করতে হয়। যেহেতু সত্যিকার এবং খাটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস কখনোই মন্দ হতে পারে না, কিংবা এর চিন্তাও কলুষিত হতে পারেন, তাই এর সত্তা কখনোই বিকৃত নয়; এমন কি মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গও যদি একে বিকৃত পন্থা বলে, তবে তা মেনে নেওয় যায় না।

২. তিনি নিজেকে এই অভিযোগ থেকে তুলে আনলেন। তারা পৌলকে স্বধর্মত্যাগী বলেছিল, কিন্তু তিনি তা ছিলেন না; কারণ:-

(১) তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করতেন এবং সেই কারণে তিনি সঠিকভাবেই তাঁর উপাসনা পরিচালনা করতেন। তিনি এ কথা বলেন নি যে, এসো আমরা অন্য দেবতাদের পূজা করি, যাদেরকে আমরা চিনি না এবং এসো আমরা তাদের সেবা ও অর্চণা করি, যেভাবে ভণ্ড ভাববাদীরা করেছে, দ্বি. বি. ১৩:২। যদি তাই হয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই একে যথার্থভাবে স্বধর্ম ত্যাগ বলতে পারে এবং আমি যে পথের কথা বলেছি তাকে এক ভিন্ন এবং কলুষিত পথ বলতে পারে। কিন্তু আমি যে পথের কথা বলেছি সেই পথে আমি সেই অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বরেরই উপাসনা করার কথা বলেছি, তারা যে ঈশ্বরকে উপাসনা করে সেই ঈশ্বরের উপাসনা করার কথাই বলেছি। সেই সাথে আমি আরও বলেছি যে, এই একই ঈশ্বর আমাদের সাথে তাঁর নিজেকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি নিজেকে তাদের ঈশ্বর বলেছেন এবং চিরকাল বলবেন। পৌল এই চুক্তির প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছেন এবং তিনি আর কাউকে এ ব্যাপারে বিরোধী হিসেবে দাঁড় করান নি। পৌলের কথা অনুসারে পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা ঘটেছে সন্তানদের মধ্যে (প্রেরিত ১৩:৩২, ৩৩) এবং তিনি সেভাবেই তার নিজ উপাসনা ও

প্রার্থনা পরিচালনা করতেন। একই সাথে তিনি তাঁর সকল ধার্মিক পূর্বপুরুষদের কথাও স্মরণ করেছেন: আমি সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করি, যাকে আমার পূর্বপুরুষেরাও উপাসনা করেছেন। তিনি যে ধর্ম পালন করতেন তাকে কোন মতেই অভিযুক্ত ও অপবিত্র বলে রায় দেওয়া যাবে না, কারণ তাতে করে পুরো যিহূদী জাতি ও ধর্মকে অস্বীকার করা হবে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর উপরে নির্ভর করেছেন এবং তারা তাঁকে নিজেদের রক্ষাকর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর এই কারণে এই ধর্ম তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতি বংশানুক্রম পবিত্র ধর্ম বলে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরকে আমাদের উপাসনা করার ক্ষেত্রে এটি খুবই স্বাভাবিক যে, আমরা তাকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর ভেবে নিয়ে উপাসনা করবো। আমাদের পিতারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁকে তারা ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে তাদের ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং সেই কারণে যদি আমরা তাদের মত করে তাঁর সেবা করি, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের হবেন; কত না গুরুত্ব এই কথায় আমরা খুঁজে পাই, তিনি আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর এবং তাতেই আমি আনন্দ করি! যাত্রাপুস্তক ১৫:২।

(২) তিনি বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত কিছু পবিত্র শাস্ত্রের আইন-কানুনে এবং ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা রয়েছে; আর তাই তার উপাসনা করাই সবচেয়ে উত্তম এবং সঠিক পন্থা। তাঁর ধর্ম দৃঢ় ভূমিতে স্থাপিত এবং তা পরিচালিত হয় পবিত্র শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে, যা তাঁর জাদুমন্ত্র এবং পরশ পাথর এবং তিনি এর মধ্য দিয়েই কথা বলেন এবং কাজ করেন। তিনি সমগ্র ব্যবস্থা ও পবিত্র শাস্ত্র গ্রহণ করেছেন এবং তিনি সেখানে যা কিছু বলা হয়েছে তার সমস্ত কিছুর উপরে বিশ্বাস করেছেন; তিনি তা যথার্থভাবে তা গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে যা আছে তা ছাড়া তিনি আরও কোন কিছু নিজে গ্রহণ করেন নি, যা তিনি তাঁর কথা এবং ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন, প্রেরিত ২৬:২২। তিনি আর কোন বিশ্বাস-সূত্র প্রকাশ করেন নি কিংবা অন্য আর কোন আচার কানুন প্রতিষ্ঠা করতে চান নি, বরং তিনি শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্রে যে সংস্কৃতি এবং যে আইন-কানুনের কথা বলা হয়েছে সেগুলোই বলেছেন এবং প্রচার করেছেন। তিনি মণ্ডলীর কর্তৃত্ব নিয়ে কিংবা মানুষের সামর্থ কিংবা এই পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা নিয়ে কোন ধরনের সন্দেহ কিংবা প্রশ্ন তোলেন নি; বরং তিনি স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সহকারে যেভাবে পবিত্র শাস্ত্রে রয়েছে সেভাবে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য নিয়ে কথা বলেছেন এবং এই কারণে তাঁকে এখন স্বধর্মত্যাগী বলা হচ্ছে।

(৩) তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস সহকারে সে কথা চিন্তা করে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, আর সেই কারণে তাঁর উপাসনা ও প্রার্থনা অত্যন্ত যথার্থ এবং অব্যর্থ। যারা স্বধর্ম ত্যাগ করে তাদের এই পৃথিবীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে এবং তাদের পার্থিব বিষয়ে বিশেষ স্বার্থ রয়েছে, কিন্তু পৌল তাঁর ধর্ম অনুসরণ করে স্বর্গে পৌঁছাতে চেয়েছেন, আর কিছুই নয় (পদ ১৫): "ঈশ্বরের প্রতি আমার আশা রয়েছে, আমরা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁরই প্রতি নিবদ্ধ, আর সে কারণে আমার সকল কামনা তাঁকে ঘিরে আর আমার নির্ভরতাও শুধু তাঁর উপরে; আমার আশা ঈশ্বরের প্রতি, এই পৃথিবীর প্রতি নয়; তবে হ্যাঁ, এই পৃথিবীর প্রতি নয় বটে, কিন্তু অন্য পৃথিবীর প্রতি। আমি ঈশ্বর

এবং তাঁর ক্ষমতার উপরে নির্ভর করি, আমি বিশ্বাস করি যে, সময়ের শেষে মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে, ধার্মিক এবং অধার্মিক সকলের; এবং আর আমি আমার ধর্মের মধ্যে যে বিষয়টিতে নিবদ্ধ রয়েছি তা হচ্ছে, আমি এক আনন্দময় এবং উল্লাসপূর্ণ পুনরুত্থান লাভ করতে চাই, আমি ধার্মিকদের মধ্যে পুনরুত্থান লাভ করতে চাই।" এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে, মানুষের মৃতদেহ পুনরুত্থিত হবে, সময়ের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে। এটি নিশ্চিত যে, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে শরীরের সঙ্গে আত্মাও মারা যায় না, আর তাই পুনরুত্থানের সময় আত্মা আবার দেহে ফিরে আসবে এবং দেহ জীবিত হয়ে উঠবে। আমাদের বর্তমান জীবন শেষ হয়ে গেলে আমরা শুধু যে আরেকটি জীবন লাভ করবো তাই শুধু নয়, সেই সাথে আমরা আরেকটি পৃথিবীতে প্রবেশ করবো, যা এই পৃথিবীর শেষে শুরু হবে, যেখানে মানব সন্তানদেরকে একমাত্র মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে প্রবেশ করতে হবে। এখানে তারা তাদের জন্মের সময় সীমা অনুসারে প্রবেশ করতে শুরু করবে।

[২] এটি হবে ধার্মিক এবং অধার্মিক উভয়ের পুনরুত্থান, পবিত্র এবং অপবিত্র উভয়ের পুনরুত্থান। আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে বলেছেন যে, যারা ভাল কাজ করবে তাদের জন্য এই পুনরুত্থান হবে পুনরায় জীবন লাভের জন্য, আর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের জন্য এই পুনরুত্থান ধ্বংস লাভ করার জন্য, যোহন ৫:২৯। দেখুন, দানিয়েল ১২:২। এতে করে আমরা দেখতে পাই যে, এই পুনরুত্থান হবে শেষ বিচারের জন্য পুনরুত্থান, যেখানে মানব সন্তানদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, কে অনন্তকালীন পৃথিবীতে চির আনন্দ ভোগ করবে এবং কে চির যন্ত্রণা ভোগ করবে, সেটা নির্ধারণ করা হবে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করাকালীন তাদের কাজ এবং তাদের প্রস্তুতির উপরে নির্ভর করে। ধার্মিকগণ তাদের ধার্মিকতার কারণে উত্থিত হবেন এবং খ্রীষ্ট তাদের মস্তক হবেন; অধার্মিকেরা উত্থিত হবে বিচারিত হওয়ার জন্য এং যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে বিচার করবেন।

[৩] মৃতদের পুনরুত্থানের সময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে: আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করছি এবং তিনি আমাকে পুনরুত্থিত করবেন; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার ক্ষমতা দিয়ে আমাকে পুনরুত্থিত করবেন, আর তিনি তা করবেন তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আর যারা তা উপেক্ষা করবে তারা একই সাথে পবিত্র শাস্ত্র এবং ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে, মথি ২২:২৯।

[৪] মৃতদের পুনরুত্থান হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসী সূত্রের এক অন্যতম অপরিহার্য অংশ, আর তা যিহূদী মণ্ডলীর বিশ্বাস সূত্রেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ধারণা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শুধু তাই নয়, তারা পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষাও করতো, তারা ইয়োবের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিকে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করতো; কিন্তু সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তা আরও পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং আরও স্পষ্টভাবে নিশ্চয়তা লাভ করেছে, আর সেই কারণে যারা তাতে বিশ্বাস করেছে তাদের অবশ্যই সুসমাচারের প্রচারকদের প্রতি কৃতজ্ঞ

হওয়া উচিত, যেহেতু তারা এ কথা সকলের কাছে প্রমাণ করছে, কোন মতেই এর বিরোধিতা করছে না।

[৫] আমাদের ধর্মে আমাদেরকে অবশ্যই অন্য পৃথিবীর প্রতি নজর রাখতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস রেখে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে যে, মৃতদের পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে, আর আমাদেরকে অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সেখানে আমরা যেন পুরস্কার পাই সে অনুসারে কাজ করতে হবে।

(৪) তাঁর বক্তব্য তাঁর পরিচর্যাশীল জীবনকে তুলে ধরে (পদ ১৬): আর এই বিষয়ে আমিও ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি পরিস্কার বিবেক রক্ষা করতে নিরন্তর যত্ন করে থাকি। ভাববাদীরা এবং তাদের শিক্ষার ফল দেখে আমরা তা অনুসরণ করতে আগ্রহী হই। পৌল কখনোই একটি ভাল বিবেককে ধ্বংস করে দেওয়ার মত কাজ করেন নি, আর সেই কারণে বলা যায় তিনি কখনোই বিশ্বাসকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন নি। পৌল বরং সবসময় কাজ করে এসেছেন যেন যে সমস্ত আত্মা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে রয়েছে তাদেরকে তিনি উদ্ধার করতে পারেন। তিনি এখানে সেই একই কথা বলছেন, যা তিনি মহাপুরোহিতের সামনে বলেছিলেন (প্রেরিত ২৩:১): আমি সবসময় উত্তম বিবেক নিয়ে জীবন ধারণ করে এসেছি এবং এটাই ছিল তার আনন্দের উৎস। লক্ষ্য করুন:

[১] পৌলের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা কী ছিল: নিষ্কলুষ বিবেক লাভ করা। হতে পারে:-

প্রথমত, "এমন এক বিবেক যা কখনো কারও বিরোধিতা করে না; যা আমাকে কোন সময় ভুল তথ্য দেবে না, যা কখনো আমাকে দিয়ে তোষামোদী করাবে না, কিংবা আমাকে দিয়ে ধোকাবাজি করাবে না, কিংবা আমাকে ভুল পথে চালিত করবে না।" অথবা–

দ্বিতীয়ত, এমন এক বিবেক যা কখনো কারও বিঘ্ন জন্মায় নি, যেমন ইয়োবকে আমরা দেখতে পাই। "আমার অন্তর আমাকে তিরস্কার করবে না, এর অর্থ হচ্ছে, আমার বিবেককে আমি কখনো বিঘ্ন জন্মাতে দিই নি। আমি এই কাজ করার জন্যই লক্ষ্য স্থির করেছি, যাতে করে আমার পরিষ্কার বিবেক এবং আমার আত্মার মঙ্গলময়তা দিয়ে আমি সকল আত্মার জন্য মঙ্গল সাধন করতে পারি। আমি যেমন সতর্ক থাকি যাতে করে আমি কারও বিঘ্ন না জন্মাই, তেমনই আমি কোন বন্ধুকে কথা দিয়ে আঘাত করি না, যার সাথে আমার সবসময় কথা বলতে হয়। এমন কি আমি যে শাসনকর্তার অধীনে রয়েছি এবং যার প্রতি আমি দায়বদ্ধ তার প্রতিও আমি কখনো বিঘ্ন জন্মাবো না; কারণ বিবেক হচ্ছে আমার আত্মায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি।"

[২] তার চিন্তার এবং ইচ্ছার মূল বিষয় এক্ষেত্রে কী ছিল: "আমি নিজেই চর্চা করেছি– *asko*। আমি এটি আমার সার্বক্ষণিক কাজে পরিণত করেছি। আমি নিজেকে এই কাজে নিবদ্ধ করেছি এবং এ থেকে আমি কখনোই বিরত হই না। আমি নিজেকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পালনা করি এবং আমি নিয়মের অধীনে চলি (যা তা করে না, তাদেরকে বলা হয়ে

থাকে নাস্তিক, যে নামে পৌলকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল), আমি সেই সকল কাজ করা থেকে বিরত থাকি, যা আমার মাংসিক সত্তা আমাকে করার জন্য প্ররোচিত করে থাকে এবং আমি নিজেকে সেই সকল ধর্মীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত রাখি যা আমাকে আত্মিক আবেশ জড়িয়ে রাখে এবং আমাকে সকল অধার্মিকতা ও কলুষতা থেকে দূরে রাখে, এই বিষয়টির দিকে চোখ রেখে আমি চলি, যাতে করে আমার নিজের বিবেক পরিশুদ্ধ থাকে এবং আমার মনের শান্তি বজায় থাকে।"

[৩] তাঁর এই যত্নের ব্যাপ্তি:

প্রথমত, সকল সময়ের প্রতি: আমি সবসময় আমার বিবেককে কলুষতা থেকে দূরে রাখি, আমি সবসময় বিঘ্নজনক যে কোন কিছু থেকে দূরে থাকি; কারণ যদিও পৌল তার প্রতি সচেতন ছিলেন যেন তিনি এখনো পবিত্রতা পালন করেন নি এবং তিনি এখনো সেই মন্দ কাজ করেন নি, তথাপি তাঁর এখনো পবিত্রীকৃত ও পরিষ্কৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত ছিলেন। অনৈতিকতার পাপ বিবেকের জন্য অত্যন্ত দূরূহ, কিন্তু তা কখনো আহত করে না, বরং বিনষ্ট করে দেয়। যদিও অনেক সময় বিবেক বিঘ্ন পায়, তবে বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন এবং মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা পুরোপুরিভাবে আরোগ্য করা যায়। আমাদের নিজেদের মাঝে সবসময় এই বিষয়টি চর্চা করতে হবে এবং আমাদেরকে অনেক সময় এটিই অনুসরণ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, সকল বিষয়ের প্রতি: একাধারে ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি। তার সতর্ক পরিচর্যা তার সমস্ত দায়িত্বের মাঝে সম্পৃক্ত। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বা তার প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসার বিধান ভঙ্গের ব্যাপারে ভীত ছিলেন। বিবেক ছিল তার বিচারকের মত, *custos utriusque tabulæ*– প্রত্যেক টেবিলের অভিভাবক। আমাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা ঈশ্বর বা মানুষের বিরুদ্ধে কোন চিন্তা না করি, কোন কথা না বলি এবং কোন ক্ষতি সাধন না করি, ২ করিন্থীয় ৮:২১।

[৪] এর জন্য যে উৎসাহ দান করা হয়েছে: এই কারণে, *en touto*, এর জন্য; এভাবেই তা পাঠ করা উচিত। "যেহেতু আমি মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলেছি এবং মৃত্যুর পরবর্তীতে দ্বিতীয় জীবন লাভ এবং দ্বিতীয় জগতের কথা বলেছি, সে কারণে আমার সাথে এই আচরণ করা হয়েছে।" ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে বৈশ্বিক চেতনাকে মেলাতে হবে।

ঘ. তাঁর বিশ্বাসী সূত্র প্রকাশ করার ইচ্ছায় তিনি এর একটি স্পষ্ট এবং বিশ্বস্ত একটি বিবরণ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অভিযোগকারীরা যে ক্ষতি সাধন করেছেন তা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি দুই বার প্রধান সেনাপতির হস্তক্ষেপে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, নতুবা তারা তাঁকে ধরে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। প্রধান সেনাপতি তাদেরকে পৌলের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

১. মন্দিরে। এখানে তারা ভয়ঙ্করভাবে তাঁকে তাদের দেশের শত্রু এবং জাতির শত্রু হিসেবে আখ্যা দিল, যখন দীর্ঘ দিন যিরূশালেম থেকে দূরে থাকার পর তিনি এই নগরীর জন্য কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে আসলেন যা তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, যাতে করে যিরূশালেমের দুস্থ লোকদের সাহায্য করতে পারেন। যিহূদীদের প্রতি তাঁর কোন ধরনের আক্রোশ বা ক্রোধ ছিল না, বরং তাদের প্রতি তাঁর এক দারুন স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। তিনি তাদের জন্য যে কোন মঙ্গল সাধন করতে প্রস্তুত ছিলেন; এবং তারা কি না তাঁর ভালবাসার এই ধরনের বিরোধিতা পোষণ করলো? গীতসংহিতা ১০৪:৪।

(২) তাঁকে যে দোষ দেওয়া হয়েছিল তা ছিল মন্দিরকে কলুষিত করা এবং অপবিত্র করা (প্রেরিত ২১:২৪) এবং তিনি সেখানে নিজেকে আসলে শুচি করতে গিয়েছিলেন, ব্যবস্থা অনুসারে (পদ ১৮) এবং তিনি তা অত্যন্ত ধার্মিকতা সহকারে পালন করেছিলেন, তিনি সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা বা আন্দোলন তৈরি করতে যান নি। যদিও তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে সকলেই কথা বলেছে এবং যাকে দেখলে মানুষ জড়ো হওয়াটা স্বাভাবিক, তথাপি তিনি গিয়েছিলেন মন্দিরে উপাসনা করতে এবং তিনি যতটা সম্ভব সেখানে সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে চলেছেন যাতে করে কোন ধরনের গোলাযোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, *incognito*। সেখানে এশিয়া থেকে যিহূদীরা এসেছিল, যারা ছিল তার বড় শত্রু, যারা তাঁকে চিনতে পেরে এই ঝামেলা তৈরি করেছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই গোলাযোগ তৈরি করার অভিযোগ নিয়ে আসলো, যেখানে তাঁর এ ধরনের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। সম্ভবত ফীলিক্সের কাছে এই অভিযোগটি উত্থাপন করা হয়েছিল যে, পৌল গ্রীকদের নিয়ে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করেছে, যা তাদের আইনের বিরুদ্ধ এবং তখন শাসনকর্তা নিশ্চয়ই এই অপরাধে তাঁকে সাব্যস্ত করেছেন, যেহেতু রোমীয়দের আইন অনুসারে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন এবং এর আইন সঠিকভাবে রক্ষা করার বিধান রয়েছে এবং যে কেউ তা লঙ্ঘন করবে তাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু পৌল তাঁর বিরুদ্ধে করা এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন (পদ ১৯): "সেই এশিয়ার যিহূদীরা নিশ্চয়ই আপনার সামনে উপস্থিত হবে, যাতে করে তারা আপনার সামনে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমার বিরুদ্ধে তাদের কী অভিযোগ রয়েছে, যাতে করে তারা শপথ করে এই কথা বলে যে, আমার বিরুদ্ধে তারা যে অভিযোগ এনেছে তার সবই সত্যি;" কারণ অনেকে কোন মিথ্যে কথা সত্যি বলে বার বার বললেও তাদেরকে শপথ করে বলতে বলা হলে তারা কখনোই তা শপথ করে বলে না।

২. মহাসভায়: "যেহেতু এশিয়ার যিহূদীরা আমাদের বিরুদ্ধে মন্দিরের বিষয়ে যে অভিযোগ এনেছিল তা প্রমাণ করতে পারবে না, তাই তারা পরবর্তীতে আমার বিরুদ্ধে আরও অন্য অভিযোগ আনলো এবং তারা মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গকে দিয়ে বলালো যে, তারা আমার মধ্যে কী কী মন্দ কাজ করতে দেখেছে, কিংবা আমি কী ধরনের মন্দ কাজ করেছি, যখন আমি মহাসভার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, আর তখনো তারা আমাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চেয়েছে, পদ ২০। যখন আমি সেখানে ছিলাম, সে সময় তারা আমি যা কিছু বলেছি তার কিছুতেই আমার দোষ ধরতে পারে নি; কারণ আমি যা কিছু বলেছি

তার সবই ছিল এই যে, মৃতদের পুনরুত্থান নিয়ে কথা বলার কারণে আমাকে অভিযুক্ত করে এখানে দাঁড় করানো হয়েছে এবং আমার বিচার করা হচ্ছে (পদ ২১), যা আর কাউকে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি, শুধু সদ্দূকীদের করেছে, কারণ তারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। আমি আশা করি এটা কোন অপরাধ নয়, কারণ আমি এখন পর্যন্ত যিহূদী ধর্মের বিশ্বাসের সাথে স্থির রয়েছি এবং আমি আশা করছি যারা আমাকে স্বধর্ম ত্যাগী বলেছে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে।"

প্রেরিত ২৪:২২-২৭ পদ

আমরা এখানে ফীলিক্সের সামনে পৌলের বিচারের ফলাফল দেখতে পাই এবং এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়াও দেখতে পাই।

ক. ফীলিক্স বিচারটি স্থগিত করেছিলেন এবং তা আরও পুনরায় বিবেচনার জন্য সময় নিয়েছিলেন (পদ ২২): তিনি আরও কিছু বিষয়ে জানার জন্য সময় নিলেন, বিশেষ করে যিহূদীরা যে বিষয়টিকে স্বধর্ম ত্যাগ বলছে সে বিষয়টিকে, যা মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের চেয়ে তিনি আরও বেশি করে চিন্তা করছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন; কারণ কৈসরিয়ার থাকার কারণে তিনি অবশ্যই কর্ণীলিয় নামের একজন শতপতির সাথে পরিচিত ছিলেন, যিনি একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু হলেও ধারণা লাভ করেছিলেন এবং তিনি জেনেছিলেন যে, এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে কোন মন্দতার ছোয়া নেই। তিনি নিজে কোন না কোনভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, পৌল ছিলেন একজন সৎ এবং ভাল মানুষ, আর তাই তিনি তাঁর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে এবং তাঁর সম্পর্কে আরও কথা জানার জন্য তাঁকে নিজের তত্বাবধানে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং মামলা স্থগিত করলেন এবং এর জন্য একটি অজুহাত দেখালেন: "প্রধান সেনাপতি যখন এখানে আসবেন, তখন আমি এই বিষয়টি আরও ভাল করে খতিয়ে দেখবো এবং তখনই কেবল আমি সত্য কথা জানতে পারবো যে, পৌল আসলেই কোন গোলযোগ সৃষ্টি করেছিলেন কি করেন নি; তোমরা পুরো কয়েকটি দল, আর এই পৌল একজন মাত্র ব্যক্তি। হয় পৌল এই গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, নতুবা তোমরা নিজেরাই গোলযোগ তৈরি করার জন্য এবং তার উপরে অহেতুক দোষ চাপানোর জন্য শাস্তি পাবে। আমি প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে ঘটনাটি সম্পর্কে জানবো এবং সকলের কথা বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নেব।" এখন লক্ষ্য করুন:-

১. মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের প্রতি এটি ছিল চরম এক হতাশার বিষয় যে, পৌলকে অভিযুক্ত করা হয় নি, কিংবা তাদের বিচারের অধীনে ছেড়ে দেওয়া হয় নি, যা তারা মূলত আশা করেছিল এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এভাবেই ঈশ্বর কোন কোন সময় তাঁর লোকদের প্রতি তাদের শত্রুদের ক্রোধ ও আক্রোশকে কোন এক প্রতিনিধির মাধ্যমে দমন করে থাকেন, তাদের বন্ধুদের মাধ্যমে নয়, বরং অপরিচিত কোন লোকের মাধ্যমে। যদিও

তারা না জেনে এমনটা করেছে, যদি তারা তাদের পথ সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেত, তাহলে তারা তাদের প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে না এসে পারতো না।

২. পৌলকে মুক্তি না দেওয়াটা ছিল তার জন্য এক আঘাতস্বরূপ। ফীলিক্স মূলত পৌলকে তাঁর বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলেন, যেখানে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, এই বিচারের মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে পৌলের মৃত্যু দাবী, যা যিহূদীরা চাইছে, আর তাই তিনি তাঁকে তাদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে আসলেন এবং বিচারের আওতায় এনে তাঁকে নিরাপত্তা তত্বাবধানে রাখলেন, গীতসংহিতা ৮২:৪। কিন্তু তিনি এমন একজন বিচারক ছিলেন যিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন না এবং মানুষকেও পরোয়া করতেন না এবং তার কাছ থেকে ভাল আর কী আশা করা যায়? বিচার না করতে চাওয়া এবং বিচার করতে বিলম্ব করা দু'টোই অত্যন্ত ভুল কাজ।

খ. তিনি বন্দীকে কারাগারে রাখার আদেশ দিলেন এবং তিনি তাঁর জামিন নামঞ্জুর করলেন; তবে এখানে কৈসরিয়াতে পৌলের অনেক বন্ধু ছিল যারা তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থায় খুশি হয়েছিলেন। ফীলিক্স ভেবেছিলেন যে, পৌলের মত এমন একজন জনপ্রিয় ব্যক্তির নিশ্চয়ই অনেক বন্ধু রয়েছে, যেমন তার অনেক শত্রু রয়েছে এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে কিছু উৎকোচ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, পৌলকে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা নেবেন। আর সেই কারণে:-

১. তিনি তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন, তিনি একজন শতপতিকে বা একজন সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন পৌলের দেখাশোনা করার জন্য, পদ ২৩। তিনি তাকে সাধারণ কারাগারে রাখলেন না, কিন্তু তিনি তাকে প্রথমে সামরিক কারাগারে রাখলেন, যেখানে তাঁকে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল।

২. তবুও তিনি তাঁর এমনভাবে যত্ন নিতে বললেন যেন তিনি কারাগারে থাকলেও স্বচ্ছন্দে থাকেন– *in libera custodia*; তাঁর রক্ষক অবশ্যই তাঁকে প্রচুর স্বাধীনতা দেবেন, তাঁকে বেধে রাখবেন না বা তাঁর চোখ বেধে রাখবেন না, কিন্তু তার এই বন্দীদশা যতটা সম্ভব আরামদায়ক করার চেষ্টা করবেন; তাঁকে দুর্গে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে এবং সম্ভবত তিনি মাঝে মাঝে বাইরেও যেতে পারবেন এবং সামরিক প্রহরায় বিভিন্ন স্থান থেকে ঘুরেও আসতে পারবেন। আর পৌল এমনই একজন সৎ মানুষ ছিলেন যে, তিনি যে নিশ্চিন্তে ফিরে আসবেন এ ব্যাপারে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গ পৌলের জীবন শেষ করে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ফীলিক্স দয়ার সাথে পৌলকে এক প্রকার পূর্ণ স্বাধীনতাই দিয়েছিলেন; কারণ তিনি পৌল এবং তাঁর ধর্মের প্রতি কোন ধরনের আক্রোশ বা ঘৃণা পোষণ করতেন না। তিনি এই আদেশও দিয়েছিলেন যেন তাঁর কোন বনন্ধু যদি তাঁর সাথে দেখা করতে বা তাঁর পরিচর্যা করতে আসে তবে তাদেরকে যেন আসতে বাঁধা দেওয়া না হয়; এবং তার এই বন্দীদশাকে এমনভাবে রূপান্তর করে দেওয়া হয়েছিল যেন এটি তাঁর নিজ বাসগৃহ ছিল, যেখানে তাঁর

বন্ধুরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসবে।

গ. তিনি পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন, তাঁর প্রকাশ্য বিচার হওয়ার খুব বেশি পরে নয়, পদ ২৪, ২৫। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. কী চিন্তা নিয়ে ফীলিক্স পৌলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করা নিয়ে পৌলের সাথে কিছু কথা বলতে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে; এই পথ সম্পর্কে তার কিছু ধারণা ছিল, কিন্তু বিস্তারিতভাবে পৌলের সাথে এই নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন, যিনি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একজন শিক্ষক এবং প্রচারক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চায়, তাদের অবশ্যই সেই বিষয়ে দক্ষ এমন কারও সাথে কথা বলা আবশ্যক এবং তাদের কথা বলা উচিত সেই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানেন এমন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। আর এই কারণেই ফীলিক্স পৌলের সাথে আরও স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারলেন প্রকাশ্য আদলতের তুলনায়, যখন তিনি পৌলের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপচারিতা করলেন। তিনি সেখানে পৌলের সাথে যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা নিয়ে কথা বললেন; আর এটি তিনি করেছিলেন হয় শুধুমাত্র তার নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য, নয়তো তার স্ত্রী দ্রুষিল্লার কৌতূহল মেটানোর জন্য, যিনি ছিলেন একজন যিহূদী এবং হেরোদ আগ্রিপ্পের কন্যা। ইনিই সেই হেরোদ যিনি কীট ভক্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দ্রুষিল্লা যিহূদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন এবং তিনি এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, তিনি মূলত তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্যই পৌলের এই সকল কথা শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ ধর্মের ছিলেন এটি কোন বড় বিষয় নয়; কারণ তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন তিনি ছিলেন একজন অসৎ নারী। একজন যিহূদী, কিন্তু একজন জেনাকারী। তিনি ফীলিক্সকে বিয়ে করার আগে আরেকজন পুরুষের স্ত্রী ছিলেন। ফীলিক্সকে বিয়ে করে তিনি অনেকটা তার রক্ষিতা হয়ে তার সাথে বসবাস করতেন এবং তিনি সকলের কাছে কুখ্যাত বলে পরিচিত ছিলেন; তথাপি তিনি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে শুনতে চেয়েছিলেন। অনেকেই আছে যারা নতুন নতুন মতবাদ এবং শিক্ষা সম্পর্কে শুনতে আগ্রহী এবং তারা এই বিষয়ে কথা বলতে ও শুনতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে থাকে। তারা তাদের বিচার সম্পর্কে জানতে পেরে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু তারা তাদের জীবনকে পরিবর্তিত করার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে না।

২. পৌল তাদেরকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে কী বর্ণনা দিলেন। ফীলিক্স এই ধর্ম স্পর্কে যে ধারণা পেয়েছিলেন তাতে করে তিনি ভেবেছিলেন যে এই ধর্মে কিছু জাদুকরী বিষয় আছে, কিন্তু পৌল তার সামনে যা উপস্থাপন করলেন তাতে করে তিনি উল্টো ভয় পেয়ে গেলেন। পৌলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার বিষয়ে। তিনি তাকে বলেছিলেন স্বার্থপরতার, ইন্দ্রিয় দমনের এবং আগামী বিচারের বিষয় সম্পর্কে। সম্ভ বত তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছিলেন এবং তিনি যে ঈশ্বর ও

মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি মূলত তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছিলেন যে, পাপের শাস্তি কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী।

(১) তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর কথা ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি স্বার্থপরতার, ইন্দ্রিয় দমনের এবং আগামী বিচারের বিষয় কথা বলেছেন; আর এখানে তিনি দেখিয়েছেন:-

[১] খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার পরিকল্পনা করা হয়েছে মানব সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার এবং ইন্দ্রিয় দমনের মহান আইন প্রণয়ন করার জন্য। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন সংযম এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে জীবন ধারণ করি, তীত ২:১২। ন্যায়বিচার এবং ইন্দ্রিয় দমন ছিল পরজাতীয় নীতিবানদের সবচেয়ে বড় অনুসৃত আদর্শ। পৌল যে শিক্ষা দান করেছেন, যাকে ফীলিক্স শুনেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে, তা যদি তাকে এই সমস্ত বাধ্য বাধকতা থেকে মুক্ত করতো, তাহলে তিনি তা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতেন: "না," পৌল বলছেন, "এই শিক্ষা কখনোই এই সকল ব্যবস্থা পালনের জন্য বাধ্য বাধকতায় জড়াতে বলে না। এই শিক্ষা সকলকে তাদের কর্মফলের সম্পর্কে বলে এবং সকলকে যে তাদের কৃতকর্ম অনুসারে ফল ভোগ করতে হবে সে বিষয়ে বলে। সকলকে নিজেকে অস্বীকার করতে হবে, আত্মসংযম করতে হবে, শরীরকে দমন করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে হবে।" আমাদের আত্মিক বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার মাংসিক সত্তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, আমাদের এই পৃথিবীতে সম্পদ অর্জনের সকল প্রকার উদ্যোগকে তিরস্কার করা হয়েছে। পৌল ধার্মিকতা এবং ইন্দ্রিয় দমন সম্পর্কে জোরালোভাবে ব্যক্ত করেছেন, কারণ তিনি ফীলিক্সকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে, তার ধার্মিকতা এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, যার জন্য তিনি তীব্রভাবে অভিযুক্ত, তা ঈশ্বরের চোখে পাপপূর্ণ এবং ধ্বংসের কারণ। ঈশ্বর তা পছন্দ করেন না এবং তিনি এমন পাপের উৎস বিনষ্ট করে দেবেন (ইফিষীয় ৫:৬), তিনি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার ব্যাপারে খোঁজ করবেন এবং তিনি তা গ্রহণ করতে চাইবেন।

[২] খ্রীষ্টের শিক্ষার মধ্য দিয়ে এটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে, বিচার আমাদের কাছে আসছে, যার শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে মানব সন্তানদের চিরকালীন অবস্থান শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হবে, যা অপরিবর্তনীয় বা অলঙ্ঘনীয়। মানুষ এখন তার দিন কাটাচ্ছে, যেমন ফীলিক্স তার দিন উপভোগ করছেন; কিন্তু ঈশ্বরের দিন সামনে আসছে, যখন প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কাজ অনুসারে ফল লাভ করবে এবং সকলে ঈশ্বরের সামনে বিচারিত হবে। পৌল এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং বিশেষভাবে কথা বলেছেন। তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন, আমাদের অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, আমাদেরকে এই পরিণতির কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই ধার্মিকতা অর্জন করতে হবে।

(২) পৌলের আলোচনার এই সকল মূল ভাবার্থ পর্যালোচনা করে আমরা বুঝতে পারি যে:-

[১] পৌল তাঁর প্রচার করার ক্ষেত্রে কোন মানুষের পদমর্যাদা বা তার সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিচার করেন নি, কারণ তিনি ঈশ্বরের যে বাক্য প্রচার করেছেন তাও কোন

মানুষকে তার পার্থিব অবস্থান দিয়ে যোগ্যতা নির্ধারণ করে না। তিনি রোমীয় শাসনকর্তাকে এমন কিছু বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন যে অপরাধে অনেক মানুষই অভিযুক্ত হয় এবং ফীলিক্সও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

[২] পৌল তার প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং তিনি তাদের খুব কাছাকাছি এসেছেন, তবে তিনি তাদেরকে খুশি করতে চান নি বা তাদের কৌতূহল মিটিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চান নি, বরং তিনি তাদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে বলেছেন এবং তাদের দায়িত্ব এবং এবং তাদের আসল স্বার্থ ও উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন।

[৩] পৌল যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা ও সেবা করা এবং মানুষের আত্মাকে রক্ষা করাই তার মূল দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছেন, তার নিজের জীবন রক্ষা করা নয় বা নিজের নিরাপত্তার দিকে রক্ষা করা নয়। তিনি ফীলিক্সের দয়ার সামনে পড়ে ছিলেন, যার ক্ষমতা ছিল (যা পীলাত বলেছেন) তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার (কিংবা, যা আরও খারাপ হত, যিহূদীদের হাতে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া) এবং তার একই সাথে ক্ষমতা ছিল তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার। এখন পৌল যখন তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেন এবং ফীলিক্সও আগ্রহ নিয়ে পৌলের কথা শুনতে চাইলেন তখন তিনি তাকে তার দোষগুলো বলার দারুন একটি সুযোগ খুঁজে পেলেন এবং তিনি তাকে তার দোষত্রুটি সম্পর্কে নির্দ্বিধায় জানালেন, যা ঈশ্বর চোখে পাপ। তিনি চাইলে শাসনকর্তার গুণগান গেয়ে তার চোখে ভাল সাজার চেষ্টা করতে পারতেন এবং তাকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করে বা তোষামোদী করে তার প্রীতির পাত্র হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু এই সকল দয়া পাওয়ার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাগ্রে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করা থেকে কখনোই সরে আসেন নি।

[৪] পৌল সকল যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন, এমন কি তাঁর কাজের ক্ষেত্রেও যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন এর মাঝেও তিনি মানুষের জন্য মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছেন। ফীলিক্স এবং দ্রুষিল্লা এমন কঠিন পাপী ছিল যারা পৌলের প্রচার শুনে মন পরিবর্তন করার মত মানুষ ছিল না, বিশেষ করে যেখানে তাদেরকে এত কিছু ত্যাগ করতে হবে; এবং তথাপি পৌল তাদেরকে এ বিষয়ে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করে গেছেন যে, তাদের সময় চলে যায় নি, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। প্রহরী তাদেরকে সুন্দরভাবে সতর্ক বাণী শোনাচ্ছেন এবং এরপর তারা তাদের নিজের আত্মা দান করবে, যদিও তারা যে আত্মার প্রতি কষ্ট স্বীকার করছেন তারই এই মূল্য দেওয়ার কথা ছিল।

৩. এই মহান কিন্তু দুষ্ট মানুষটির প্রতি পৌলের এই আলোচনা কেমন প্রভাব ফেললো: ফীলিক্স ভীত হলেন, *emphobos genomenos*– আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, কিংবা নিজে নিজে ভয় পেলেন - *magor-missabib*, যিরমিয় ২০:৩, ৪। পৌল কখনোই

শাসনকর্তার সামনে গিয়ে ভয়ে কাঁপেন নি, বরং শাসনকর্ত নিজেই পৌলের সামনে এসে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। "যদি তাই হয়ে থাকে, যা পৌল বলেছেন সে অনুসারে, তাহলে অন্য পৃথিবীতে আমার অবস্থা কী হবে? যদি আমার অনৈতিকতা এবং অধার্মিকতার জন্য আসন্ন বিচারে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে আমি তো শেষ হয়ে যাব, চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাব, যদি না আমি এক নতুন জীবন শুরু করি।" আমরা এটি দেখতে পাই না যে, দ্রুষিল্লাও ভীত হয়েছিলেন কি না, যদিও তিনিও সমান অপরাধে অপরাধী ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন জেনাকারিনী যিহূদী এবং তার ব্যবস্থার আইন অনুসারে বিচার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফীলিক্স এখন তার বিবেককে শান্ত করার মত আর কিছু খুঁজে পেলেন না বলেই ভীত হয়ে পড়লেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি, যখন তা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সহকারে আবির্ভূত হয়, সে সময় তা মানুষের মাঝে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। এটি সবচেয়ে পাপী অন্তর এবং গর্বিত ও উদ্ধত হৃদয়কে আঘাত করে থাকে, কারণ এটি মানুষকে তার কৃতকর্ম এবং তার শাস্তি দেখিয়ে দেয় এবং তাকে প্রভুর ক্রোধ দেখায়।

(২) প্রকৃতিগত বিবেকর তাড়না; যখন তা চমকিত হয় এবং জাগ্রত হয়, তখন মানুষের অন্তর ও আত্মা আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয় এবং সে তার ভুল বুঝতে পারে, কারণ সে তখন দেখতে পায় যে, তার মধ্যে কেমন অনৈতিকতা এবং অধার্মিকতা বাসা বেধেছে। যারা নিজেরা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বলে পরিচিত বা যাকে সবাই পৃথিবীতে ভয় করে চলে, সে নিজেই ঈশ্বরের বিচারের সামনে এসে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আসন্ন বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে উদ্ধত ও গর্বিত অন্তরকে ভীত ও কম্পিত করা।

৪. কীভাবে ফীলিক্স এই ভীতিজনক অবস্থা কাটিয়ে ওঠর জন্য চেষ্টা করলেন এবং তার সন্দেহ ও আতঙ্ক ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যেভাবে পৌলের প্রতি অভিযোগকারীদেরকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন সেই একই প্রক্রিয়ায় তিনি পৌলের এই সকল কথাও এড়িয়ে গেলেন (পদ ২৫), তিনি তাঁর কথা পরে শুনবেন বলে জানালেন। তিনি বললেন, এখনকার মত যাও, উপযুক্ত সময় পেলে আমি তোমাকে ডেকে আনবো।

(১) তিনি ভীত হয়েছিলেন আর এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। পৌলের কম্পিত অবস্থা (প্রেরিত ৯:৬) এবং জেল রক্ষকের সন্ত্রস্ত অবস্থা (প্রেরিত ১৬:২৯) স্বাভাবিক হয়েছিল মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তিনি ফীলিক্সের মন পরিবর্তন করতে পারেন নি। অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরের বাক্যে চমকিত হয় কিন্তু তারা তাকে কার্যকরভাবে পরিবর্তন লাভ করে না। অনেকেই রয়েছে যারা পাপের কর্মফলের কথা চিন্তা করে ভীত হয়, কিন্তু তারা সেই পাপেতেই জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে।

(২) তিনি পৌলের এই অভিযোগের কারণে তাকে শাস্তি দিলেন না বা এই প্রচারকের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করার চেষ্টা করলেন না। তিনি পৌলকে কিছুই বলেন না, ঠিক ভাববাদী অমসিয়ের মত, দেখ, কেন তোমাকে আমি প্রহার করবো? তিনি তাকে

প্রত্যক্ষভাবে কোন হুমকি দেখান নি, কিংবা মৃত্যুর ভয় দেখান নি, কিংবা তার কাটায় ঘায়ে নুনের ছিটা দেন নি (যা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের হেরোদের ক্ষেত্রে করেছিলেন)। কিন্তু:-

(৩) তিনি কৌশলে তাদের এই কথোপকথন অন্য কোন সময় হবে বলে জানিয়ে চলে গেলেন। পৌল তার ব্যাপারে যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে বলার তার কিছুই নেই; এই কথা অত্যন্ত গুরুত্বহ এবং তা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু একজন নিঃস্ব দেনাদারের মত তিনি আরেকটি দিন ভিক্ষা চেয়েছেন; পৌল অনেক সময় দিয়েছেন এবং তাঁর কথা শুনতে শুনতে ফীলিক্স এবং দ্রুষিল্লা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এই কারণে তারা তাঁকে আরেক দিন আসতে বললেন, "এখনকার মত যাও, এখানেই শেষ কর। আমার অন্য কাজ রয়েছে। কিন্তু আমি উপযুক্ত কোন সময়ে তোমাকে আবারও ডাকবো, এছাড়া এখন আমার আর কিছুই করার নেই এবং তুমি যা কিছু বললে তা শুনে এখন আমি কিছুই বলতে পারবো না।" লক্ষ্য করুন:-

[১] অনেকেই রয়েছে যারা লোহা গরম থাকতে থাকতে তা পেটানোর এবং আকৃতি পরিবর্তন করার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। যদি ফীলিক্স এখন যেমন ভীত হয়েছেন তেমনই যদি তিনি পৌল এবং কারারক্ষকের মত করে জিজ্ঞেস করতেন, আমি কী করবো? তাহলে পৌল নিশ্চয়ই তাকে এ কথা জানাতেন যে, তাকে এখন অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাতে ফীলিক্স নিশ্চয়ই চিরকালীন আনন্দের ভাগী হতেন। কিন্তু এই সুযোগ হেলায় হারিয়ে ফেলার কারণে তিনি এই জীবন থেকেও চিরকালের মত বঞ্চিত হলেন এবং নিজেকেও হারিয়ে ফেললেন।

[২] আমাদের আত্মার ক্ষেত্রে দেরী করা অত্যন্ত বিপজ্জনক; মানুষের মন পরিবর্তনের সুযোগকে দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্ব করানোর মত মারাত্মক কাজ আর কিছুই নেই। তারা মন পরিবতন করবে, অনুতাপ করবে এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরবে, কিন্তু এখনই নয়; এই বিষয়টি সম্পন্ন হতে কিছুটা উপযুক্ত সময় প্রয়োজন, যখন এই কাজ করার জন্য তারা উপযুক্ত মনে করবে তখন তারা মৃত্যুর কাছকাছি চলে যাবে। আর এই মন পরিবর্তনের চেতনা তখন একেবারেই শীতল বরফ হয়ে যাবে এবং তাদের আর কোন ইচ্ছা থাকবে না তাতে। তারা নিজেদেরকে মন সবচেয়ে কঠিন করে ফেলেছে, ফলে তারা আর নিজেদেরকে পরিবর্তিত করার জন্য আগ্রহী হচ্ছে না। ফীলিক্স এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই না যে, এই উপযুক্ত সময় আসলেই আর কখনো এসেছিল কি না; কারণ শয়তান সবসময় আমাদেরকে বর্তমান সময়টি উপভোগ করার জন্য প্রলোভিত করে থাকে এবং নানা ধরনের প্রলোভন আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এই বর্তমান সময় নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। দেখ, এই সময় গ্রহণ কর। আজই তুমি তার রব শুনতে পাবে।

ঘ. বস্তুত তিনি তাঁকে একজন বন্দী হিসেবে রেখেছিলেন এবং তাঁকে সেভাবেই রেখে দিলেন, যখন দুই বছর পর তাঁকে সরকার কর্তৃক সরিয়ে ফেলা হল, পদ ২৬, ২৭। তিনি

তার বিবেকে এ কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি মৃত্যুর বা বন্দী হওয়ার যোগ্য কোন কাজই করেন নি; আর তথাপি তিনি তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার মত সৎ কাজটি করতে পারলেন না। পৌল তার সাথে ধার্মিকতা নিয়ে কথা বলেছিলেন যাতে করে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং মন পরিবর্তন করতে পারেন, যদিও তিনি সে সময় তার নিজ অনৈতিকতা এবং অধার্মিকতার কথা চিন্তা করে আতঙ্কে উঠেছিলেন, কারণ তিনি এই আসন্ন বিচারের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তিনি কী ধরনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই কারণে বিষয়টি আরও ঘোরালো হয়েছিল।

১. অর্থের প্রতি মোহ। তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে পৌলকে মুক্ত করেন নি যে, তিনি ভেবেছিলেন তিনি তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করতে পারবেন। তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে টাকা পান ঘুষ হিসেবে তাহলে তিনি পৌলকে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তার অন্তরের ভেতরে একবারও প্রকৃত বিচারকের দায়িত্ব পালনের তাগিদ অনুভব করেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এর জন্য টাকা পাবেন: তিনি এও আশা করেছিলেন যে, পৌল তাকে টাকা দেবেন, কিংবা তাঁর জন্য অন্য কেউ এসে তাকে টাকা দেবেন এবং তিনি তাঁকে মুক্ত করবেন এবং তাঁকে স্বাধীনতা দেবেন। এই আশা করে তিনি তাঁকে বন্দী হিসেবেই রেখে দিলেন এবং তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে তাঁর সাথে কথা বলতেন। তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সাথে আর যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করা নিয়ে কথা বলতে চাইতেন না (তিনি এ বিষয়ে অনেক শুনেছেন এবং তিনি আর এ নিয়ে ভাবতে চান না। তিনি এখন চান পৌল যেন তার কাছ থেকে চলে যান এবং যাওয়ার আগে কিছু ঘুষ দিয়ে যান। তিনি পৌলের সাথে এ সময় শুধুই তাঁর মুক্তির বিষয়ে এবং এর বিনিময়ে টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গে কথা বলতেন। তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করতে কোন লজ্জা পেতেন না যে, পৌল তাঁর মুক্তির বিনিময়ে তাকে কী দেবেন, বরং তিনি তাঁকে বার বার ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইতেন এবং বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন যে, মুক্ত করে দেওয়ার বিনিময়ে পৌল তাকে কী কী দেবেন। আর এখন আমরা দেখতে পাই যে, আসলে সেই প্রতিজ্ঞার কী ঘটেছিল, যা তিনি একাধারে পৌলের প্রতি এবং সেই সাথে নিজের প্রতিও করেছিলেন যে, তিনি পরে উপযুক্ত সময় হলে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আরও কথা শুনবেন। এভাবে আমরা দেখি যে, তিনি অনেক সময় পেয়েছেন যখন তিনি পৌলের সাথে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলার ধৈর্য বা সময় কোনটাই তার হয় নি। এখন আর তার এই বিষয় নিয়ে কথা বলার কোন ইচ্ছাই নেই, বরং তিনি যা চান তা হচ্ছে শুধুমাত্র পৌলকে মুক্ত করে দেওয়ার বিনিময়ে কিছু অর্থ উপার্জন করা, খ্রীষ্টের বিষয়ে জানা নয়। লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদের আত্মার ব্যাপারে সচেতন নয় এবং বার বার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তা রক্ষা করার ব্যাপারে কোন ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করে না, তাদের দিক থেকে ঈশ্বর নিজের মুখ ফিরিয়ে নেন, তাদের প্রতি ঈশ্বর বলেন, আমার আত্মা আর তাদের জন্য কষ্ট করবে না। যখন মানুষ আর ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনবে না, তাকে বলা হয়েছে আজকের দিন, যখন মানুষের অন্তর পাপের কারণে অতি মাত্রায় কঠিন হয়ে পড়বে। পৌল নিজে একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন, তার দেওয়ার মত স্বর্ণ কি রৌপ্য কিছুই ছিল না,

যা দিয়ে তিনি তাঁর মুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারেন; কিন্তু ফীলিক্স জানতেন যে, যারা তাঁর ভাল চান তারা তাঁকে মুক্ত হতে সাহায্য করবেন। তিনি এর আগে দরিদ্র সাধুদের কাছ থেকে বহু অর্থ আদায় করেছিলেন বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, আর এখন তিনি ভাবলেন যে, পৌলের মত এত বিখ্যাত একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু পাবেন, কিন্তু তিনি কিছুই না পাওয়াতে অবাক হলেন। যদিও পৌলকে এ ব্যাপারে প্রশংসা করা যায় যে, তিনি কোন মতেই ফীলিক্সকে কোন ঘুষ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি, কিংবা মণ্ডলীর কাছে কোন অর্থ সাহায্য চান নি (তার মহান এবং দয়ালু অন্তর এই দুটি করা থেকে তাঁকে প্রতিহত করেছে), তথাপি আমি জানি না যে, তাঁর বন্ধুদেরকে আসলে প্রশংসা করা যায় কি না, অর্থাৎ তারা পৌলকে মুক্ত করার চিন্তা করে সাহায্য করতে না আসায় তাদেরকে প্রশংসা করবো না কি ভর্ৎসনা করবো। তারা নিশ্চয়ই শাসনকর্তার সাথে এ বিষয় নিয়ে আপোষ করতে চেয়েছিলেন যেন পৌলকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং শাসনকর্তা যেন পৌলের বিরুদ্ধে অন্যায়বিচার না করেন। তবে এর জন্য এই অনৈতিকতাপূর্ণ শাসনকর্তার কাছে তাদের কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল (যার বিষয়ে শলোমন বলেছেন) এবং এ ধরনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে কিছু উপহার সামগ্রী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল রেওয়াজ অনুসারে, যাতে করে তিনি তার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন। আমি নিশ্চয়ই কোন অনৈতিক কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে উৎকোচ দিতে যাব না, কিন্তু যদি এর মধ্য দিয়ে কোন ভাল কাজ সাধিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে সেই অর্থ দেব। আর যদি এই যুক্তি সত্যিই গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তারা পৌলকে মুক্ত করে আনার জন্য অর্থ ব্যয় না করে সত্যিই লজ্জার কাজ করেছেন। আমি তাদের এই কাজের জন্য লজ্জিত, যেহেতু তারা পৌলের মত এমন একজন কার্যকরী এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এত দিন কারাগারে আটকে থাকতে দিয়েছেন, যেখানে সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করলেই তাকে ছাড়িয়ে আনা যেত এবং তিনি আবারও তাঁর মহান দায়িত্বে নিযুক্ত হতে পারতেন। এখানে কৈসরিয়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা, যেখানে তিনি এই মুহূর্তে অবস্থান করছিলেন, তারা চোখের জলে তাঁর কারাগারে বন্দী হওয়া রোধ করতে চেয়েছে (প্রেরিত ২১:১৩), কিন্তু তারা কি পৌল যেন বন্দী না থাকেন সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিছু অর্থ যোগাড় করতে পারলো না এবং তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারলো না? তথাপি নিশ্চয়ই এখানে ঈশ্বরের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, যা পূরণ করার জন্যই এই নীরবতা। পৌলের এই বন্দীত্বের কারণে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের সুসমাচার কোন না কোনভাবে আরও শক্তিশালী ভিত্তি অর্জন করেছে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় এবং এই কারণেই তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তবে এই যুক্তিতে ফীলিক্সকে নির্দোষ বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না, কারণ তিনি একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ছেড়ে না দিয়ে অহেতুক বন্দী করে রেখেছেন। যে বিচারক ঘুষ না দিলে ন্যায়বিচার করেন না, কোন সন্দেহ নেই যে, ঘুষ দিলে তিনি উল্টো অন্যায় বিচারও করবেন।

২. মানুষকে খুশি করা। ফীলিক্সকে এই ঘটনার প্রায় দুই বছর পর সরকারের পক্ষ থেকেই এই দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয় এবং পর্কীয় ফীস্ট এই পর্বে আসীন হন, যিনি তার দায়িত্ব ন্যায়ের সাথে পালন করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু এদিকে ফীলিক্স তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে যাওয়ার আগে পৌলকে মুক্ত করে গেলেন না, তাঁকে

বন্দী অবস্থাতেই রেখে গেলেন, আর এর যুক্তি হিসেবে আমরা দেখতে পাই, তিনি যেন যিহূদীদের প্রীতির পাত্র হতে পারেন সে কারণেই তিনি এই কাজ করেছেন। যদিও তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে হত্যা করেন নি, যেহেতু এই কাজ তার সাহসে কুলায় নি, তথাপি তিনি তাঁকে বন্দী অবস্থাতেই রেখে গেলেন যাতে করে যিহূদীরা তার উপরে চটে না যায়। তিনি এই কথা চিন্তা করেন নি যে, পৌল তার বিরুদ্ধে আদালতে কোন ধরনের কথা বলবেন এবং এত দিন তাকে কারাগারে আটকে রাখার জন্য কোন ধরনের অভিযোগ তুলবেন। বরং তিনি মহাপুরোহিত এবং প্রাচীন বর্গের আনকূল্য পাওয়ার জন্য অস্থির ছিলেন এবং তিনি চান নি যে, এত দিন শাসনকর্তা থাকার পর কেউ তার নামে সম্রাটের কাছে কোন বিষয়ে অবিচার পাওয়ায় অভিযোগ করুক। সে কারণে তিনি যিহূদীদেরকে শান্ত করার জন্যই পৌলকে বন্দী অবস্থায় রেখে গেলেন, যাতে করে তিনি তাদের চোখে ভাল সাজতে পারেন। যদি ফীলিক্স যিহূদীদের সাথে তার শাসনকালীন সময়ে অন্যায় অবিচার না করতেন তাহলে এখন তাকে মানুষের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য পৌলকে এভাবে বন্দী করে রেখে যেতে হত না; কিন্তু তিনি তা করলেও আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই যে, তার এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। যিহূদীরা তার এই অপচেষ্টা সত্ত্বেও তার নামে রোম সম্রাটের কাছে অভিযোগ করেছিল এবং অনেকে মনে করেন যে, তাকে বেধে ফীস্ট রোমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; আর যদি তাই হয় তাহলে অবশ্যই ফীলিক্স এই কথা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৌলকে তিনি এত কাল বন্দী করে রেখে যে কষ্টটা দিয়েছেন তার প্রতিফল তাকে এখন ভোগ করতে হচ্ছে ভারী শিকলের বাধনে বন্দী হয়ে। যারা ভাল কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুশি করার চেষ্টা করে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে; কিন্তু যারা মন্দ কাজ করার মধ্য দিয়ে মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করবে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২৫

অনেকে মনে করেন যে, ফীলিক্সকে আসলে নিজে অবসর গ্রহণ করেন নি, বরং তাকে জোরপূর্বক গদিচ্যুত করে ফীস্ট তার পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিগত অধ্যায়ের শেষে যে সমাপ্তির কথা বলা হয়েছে তা আসলে বলা হয়েছে সম্রাট নীরো রাজত্বের সূচনা বোঝাতে গিয়ে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পৌলকে ফীলিক্সের হাতে সমর্পণ করার সময় থেকেই এই দুই বছর গণনা করা হয়েছে। তবে আমরা পৌলকে বিগত অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত যেভাবে দেখেছি এখানেও সেই একই অবস্থাতে দেখতে পাই। এখানে আমরা যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখবো তা হচ্ছে:-

ক. ফীস্ট পৌলের দায়িত্ব নিলেন; যিহূদীরা আবারও তার সামনে পৌলকে উপস্থাপন করলো, পদ ১-৩। এই মামলার শুনানি, যা যিহূদীদের ইচ্ছা অনুসারে যিরূশালেমে অনুষ্ঠিত হয় নি, বরং কৈসরিয়াতে অনুষ্ঠিত হল, পদ ৪-৬। যিহূদীরা এলো এবং পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো (পদ ৭), কিন্তু তিনি তাঁর নিজের নির্দোষিতার কথা উল্লেখ করলেন (পদ ৮); তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা মুছে দিয়ে তিনি সম্রাট কৈসরের কাছে আপীল জানালেন তাঁর মুক্তির জন্য, পদ ৯-১২।

খ. সম্রাট আগ্রিপ্প, যার কাছে ফীস্ট এই মামলা তুলেছিলেন (পদ ১৩-২১) এবং আগ্রিপ্প এই আশা প্রকাশ করলেন যে, তিনি নিজে এর শুনানি শুনবেন, পদ ২২। সেভাবেই আদালত বসলো এবং পৌলকে কাগড়ায় দাঁড় করানো হল (পদ ২৩) এবং ফীস্ট এই মামলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে আদালতে উত্থাপন করলেন (পদ ২৪-২৭), যার ফলশ্রুতিতে পৌল পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন।

প্রেরিত ২৫:১-১২ পদ

আমরা সাধারণত বলে থাকি, "নতুন সরকার, নতুন আইন, নতুন প্রথা;" কিন্তু এখানে নতুন একজন শাসনকর্তার আবির্ভাব ঘটলেও পৌলের সাথে সেই আগের মতই আচরণ করা হল, যা তিনি ফীলিক্সের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার চেয়ে মোটেও ভাল কিছু নয়। ফীস্টও ফীলিক্সের মতই পৌলের প্রতি যেটুকু ন্যায় আচরণ করা উচিত ছিল তা করলেন না, অর্থাৎ তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিলেন না এবং তথাপি তিনি তাঁর প্রতি অতটা নির্দয়ও হলেন না, যা হওয়ার জন্য যিহূদীরা তাঁকে প্ররোচিত করেছিল, কারণ তিনি তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়বদ্ধ হতে চান নি, কিংবা পৌলকে তাদের উন্মুক্ত হাতের নাগালে ছেড়ে দিতে চান নি। এখানে আমরা দেখি:-

ক. মহাপুরোহিত এবং অন্যান্য যিহূদীরা যেভাবে শাসনকর্তাকে চাপ দিচ্ছিল যেন তিনি পৌলকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন; যাতে করে তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে যিরূশালেমে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

১. দেখুন পৌলের ব্যাপারে ফীস্টের কাছে আর্জি জানানোর ব্যাপারে তারা কতটা দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে না হতেই এবং শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নিতে না নিতেই তারা তার কাছে এই আবেদন জানালো। তিনি কৈসরিয়াতে তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন এবং এর তিন দিন পর তিনি যিরূশালেমে গেলেন এবং সেখানে সকলের সামনে নিজেকে পরিচিত করলেন, আর সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে পুরোহিরা তার কাছে পৌলের ব্যাপারে বললো। তিনি কৈসরিয়াতে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন, যেখানে পৌল একজন বন্দী হিসেবে ছিলেন এবং আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি না যে, সেই সময় কালে পৌল তার কাছে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন আবেদন করেছিলেন কি না, যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার নিশ্চয়ই সেই দুর্গে ভাল ভাল কিছু বন্ধু তৈরি হয়েছিল, যাতে করে তিনি এই আশা করতে পারেন যে, তাদের সুপারিশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ফীস্ট যিরূশালেমে আসার পর পরই সকল পুরোহিরা তাকে ঘিরে ধরেছিল যেন তিনি পৌলের ব্যাপারে নজর দেন। দেখুন, কত না এক অশান্ত উন্মত্ততায় তারা ভুগছিল সারাক্ষণ। পৌল নিজে যতটা না ধৈর্য সহকারে তার এই দীর্ঘ সময়ের বন্দীত্ব সহ্য করে যাচ্ছিলেন সে তুলনায় তার শত্রুরা কোন মতেই তা সহ্য করতে পারছিল না। তারা চাইছিল যে করে হোক পৌলকে হত্যা করতে।

২. দেখুন, তারা তাদের এই আবেদন রাখায় কেমন উগ্র ভঙ্গি ধারণ করেছিল। তারা শাসনকর্তাকে পৌলের বিষয়ে জানালো (পদ ২), তাকে ন্যায্য বিচারে দাঁড় করানোর আগে, যাতে করে যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন তারা শাসনকর্তাকে আগে থেকেই পৌলের বিরুদ্ধে খেপিয়ে রাখতে পারে। তাকে বিচারের সময় তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। এই ছল চাতুরি যা তারা পোষণ করেছিল তা আসলে কোন কাজে লাগে নি, কারণ শাসনকর্তা নিজে পৌলের ব্যাপারে শুনানি নিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, উভয় পক্ষের কী কী বলার রয়েছে। এই ধরনের অমানিবক আচরণ এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার যা যিহূদীরা পৌলের সাথে করছিল, তা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যীশু খ্রীষ্টের সাথে যিহূদীদের আচরণকে, আর তখনও তারা মোশির ব্যবস্থা রক্ষা করার ছল করে এই সকল বর্বরতা চালিয়েছিল। *Tantum religio potuit suadere malorum*– এমনই ছিল তাদের তীব্র ধর্মীয় চেতনা।

৩. দেখুন তাদের এই আবেদন কেমন নাছোড়বান্দা ছিল। এখন যেহেতু শাসনকর্তা নিজে যিরূশালেমে এসেছেন তাই যেন তিনি পৌলকে যিরূশালেমে ডেকে পাঠান এবং এখানেই তাঁর বিচার করেন, যার ফলে তার অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে এবং তা যৌক্তিক মনে হবে, কারণ পৌলকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল মন্দিরকে অপবিত্র করার দায়ে এবং সাধারণত এ ধরনের অপরাধীদেরকে আদালতে সমন দেওয়া হত, যেখানে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে

সেখানে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, আর তা হচ্ছে, তারা তাঁকে পথেই হত্যা করতে চেয়েছিল, যখন তাঁকে যিরূশালেম নিয়ে আসা হবে সেই সময় পথেই তারা তাঁকে গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করাবে, এমন আশা ছিল তাদের। তারা ধরেই নিয়েছিল যে, পৌলকে নিয়ে আসা হবে এবং তাঁর সাথে তেমন বেশি সতর্ক প্রহরা থাকবে না, কিংবা যে কর্মকর্তাদেরকে পৌলের সাথে পাঠানো হবে, তাদেরকে হয়তো বা তারা ঘুষ দিয়ে হাত করে ফেলবে এবং পৌলকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলবে। বলা হয়েছে যে, তারা পৌলের বিরুদ্ধে আবেদন করলো। একজন অভিযোগকারীর দায়িত্ব হল যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিচার দাবী করা এবং যদি তা প্রমাণিত না হয়, তাহলে যে তাকে অভিযুক্ত করেছে তাকে উল্টো শাস্তি দান করা হবে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করার জন্য। কিন্তু একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আবেদন করা যুক্তিযুক্ত নয়, তা খুবই অন্যায্য একটি কাজ। বরং আনুকূল্য প্রদর্শন করা উচিত বন্দীর প্রতি, *in favorem vitæ*– তাকে আনুকূল্য প্রদান করতে হবে, কারণ তার অপরাধ এখনও প্রমাণিত হয় নি। তারা শাসনকর্তার কাছে অনুগ্রহ দাবী করেছিল যেন তিনি পৌলকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং এখানে বিচার করেন, যদিও তারা তাঁর কোন অপরাধ প্রমাণ করতে পারে নি।

খ. শাসনকর্তা এই সিদ্ধান্তে অটল থাকলে যে, পৌলের বিচার কৈসরিয়াতেই হবে, যেখানে তিনি যাচ্ছেন, পদ ৪, ৫। দেখুন, কীভাবে তিনি অভিযোগকারীদের সামলেছেন।

১. তিনি পৌলকে যিরূশালেমে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি দয়া দেখালেন না, তিনি এই আদেশ দিলেন না যে, পৌলকে যিরূশালেমে নিয়ে আসা হোক, বরং তিনি তাঁকে কৈসরিয়াতে রাখতেই ঘোষণা দিলেন। এমন কোন কিছু আমরা জানতে পারি না যে, তিনি কোন ধরনের সন্দেহ করেছিলেন কিংবা কোন ধরনের তথ্য পেয়েছিলেন কি না যে, যিহূদীরা পৌলকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যেভাবে প্রধান সেনাপতি তথ্য পেয়েছিলেন এবং তাকে দ্রুত কৈসরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২৩:৩০); কিন্তু সম্ভবত তিনি মহাপুরোহিত এবং তার দলের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে চাইছিলেন না, কিংবা তিনি অযথা পৌলের উপরে অভিযোগ দায়ের করে তাঁকে হেনস্তা করতে চাইছিলেন না, এই দাবী অগ্রাহ্য করার কারণ যেটাই হোক না কেন, ঈশ্বর এর মধ্য দিয়েই পৌলের শত্রুদেরকে নিরস্ত করলেন যেন তার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হতে না পারে। এ সময় তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত না হয়েও তা ব্যর্থ হল। কিন্তু যদিও ঈশ্বর তা প্রকাশ করেন নি তথাপি তিনি অন্য এক কার্যকরী উপায়ে তা ব্যর্থ করে দিলেন, কারণ তিনি শাসনকর্তার অন্তরকে কঠিন করে তুলেছিলেন এবং এই কারণে শাসনকর্তা পৌলকে যিরূশালেমে নিয়ে আসতে রাজি হলেন না। ঈশ্বর কখনো একটিমাত্র পন্থায় আবদ্ধ থাকেন না কোন বিষয়ে, বরং তিনি তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করার নিত্য নতুন পন্থা খুঁজে বের করেন। তিনি তাদের ষড়যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লাগাতে পারেন এবং তিনি তাদেরকে তা সম্পন্ন করতে দেবেন না; এমন কি তিনি পার্থিব ক্ষমতাধর ব্যক্তিদেরকে দিয়েও এই বাঁধা দেওয়ার কাজ করতে পারেন।

২. তথাপি তিনি তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করলেন, কারণ পৌলের বিরুদ্ধে তাদের যা কিছু বলার ছিল তা তিনি শুনবেন বলে কথা দিলেন, যখন তারা কৈসরিয়াতে যাবে এবং তার সামনে এসে পৌলের বিচারের জন্য উপস্থিত হবে: "তোমাদের মধ্যে যারা সমর্থ, যারা শারীরিকভাবে এই ধরনের ভ্রমণ করার জন্য উপযোগী, কিংবা যারা অন্তরে এবং জিহ্বায় এই অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যোগ্য, তারা আমার সাথে চল এবং এই লোকটির বিরুদ্ধে তোমাদের যে অভিযোগ রয়েছে তা উত্থাপন কর। সে যদি সত্যিই অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করবো এবং তাঁকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবো।" ফীস্ট সেভাবে যিহূদীদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নি, যেভাবে তারা চেয়েছিল, কারণ তারা ভেবেছিল যে, তিনিও আগের শাসনকর্তার মত মন্দ ছিলেন, কিন্তু তিনি পুরোপুরি সৎ না হলেও তার মধ্যে কিছুটা নীতিবোধ ছিল এবং তিনি পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন শুনতে চেয়েছিলেন; কিন্তু যদি তিনি সত্যিই দোষী হয়ে থাকেন, তাহলে শাসনকর্তা তাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন।

গ. ফীস্টের সম্মুখে পৌলের বিচার। ফীস্ট যিরূশালেমে প্রায় দশ দিন অবস্থান করলেন; এবং এরপর তিনি কৈসরিয়াতে নেমে গেলেন এবং অভিযোগকারীরাও সম্ভবত তার সাথে গেল, কারণ তিনি বলেছিলেন যে, তারা যদি পৌলের বিচার করতে চায় তাহলে যেন তারা শাসনকর্তার সাথে কৈসরিয়াতে যায়। তারা যেহেতু পৌলের বিচার দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ছিল, সে কারণে তারা সুযোগ পাওয়া মাত্রই কৈসরিয়াতে যেতে উদ্যত হল এবং তারা যেন আবার দ্রুত বাড়িতে ফিরে যেতে পারে সে কারণে পরের দিনই বিচারের দিন ধার্য করা হল। বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ, বিশেষ করে যেখানে বিচার কাজ স্থগিত করার মত কোন উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ নেই। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. আদালত বসেছে এবং বন্দীকে কাগড়ায় ডাকা হয়েছে। ফীস্ট বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যেভাবে তিনি সাধারণত বিচারের আসনে বসে থাকেন, যখন কোন ধরনের মামলা তার সামনে উপস্থিত করা হয়ে থাকে এবং তিনি তা নিষ্পত্তি করার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন। তিনি পৌলকে সামনে আনার জন্য আদেশ দিলেন, পদ ৬। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে উৎসাহ দান করার জন্য এবং তাদেরকে সব উজ্জীবিত রখার জন্য, বিশেষ করে পৌল এখন যে ধরনের বিচারের সম্মুখীন হয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতিতে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, এমন এক দিন আসবে যখন তারা সিংহাসনে বসবে এবং ইস্রায়েলের বংশগুলোর বিচার করবে।

২. অভিযোগকারীরা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য পেশ করা শুরু করলো (পদ ৭): যিহূদীরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো, যার অর্থ এই যে, তারা সংখ্যায় অনেকে ছিল। প্রভু, তারা কত জন মিলেই না আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে! এটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তারা ছিল অগণিত এবং তারা এক সাথে দাঁড়িয়ে তাদের মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিল। তারা চেয়েছিল একে অপরের জন্য সাক্ষী দিতে এবং একে অপরের কথায় প্রমাণ হাজির করতে এবং তারা একত্রে পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে বদ্ধ

পরিকর ছিল। যিহূদীরা চারদিকে দাঁড়ালো, কারণ যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন তারা তাদের এই প্রচুর সংখ্যক জনবল দেখিয়ে বিচারককে ভয় দেখাতে পারে, কিংবা অন্ততপক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভয় দেখাতে পারে এবং তার ভেতরে যেটুকু আত্মবিশ্বাস আছে সেটাও কেড়ে নিতে পারে; কিন্তু তাদের এই উদ্দেশ্য বৃথা গেল: তাঁর ভেতরে এমন এক চেতনা এবং এমন এক শক্তিশালী নিশ্চয়তা ছিল যার কারণে তিনি তাদেরকে দেখে এতটুকু ভীত হন নি। তারা মধুমক্ষিকার মত আমাকে ঘিরে রেখেছে, কাঁটার আগুনের মত তারা নিভে গেল, গীতসংহিতা ১১৮:১২। যখন তারা সকলে পৌলের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালো, তখন তারা তাঁর বিপক্ষে অনেক ভারী ভারী দোষের কথা উত্থাপন করতে লাগল। তারা তাঁকে অনেক কুকর্ম এবং ঘৃণ্য পাপের দায়ে জর্জরিত করতে লাগল। তাদের অভিযোগের এবং পৌলের কাল্পনিক অপরাধের তালিকা ছিল বিরাট এবং এর প্রকৃতি ছিল ভয়ানক। তারা তাঁকে উপস্থাপন করেছিল তাদের চিন্তায় একজন জঘন্য পাপী এবং দাগী আসামী হিসেবে, যার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কোন শাস্তি পাওনা হতে পারে না। কিন্তু তারা তাদের আসল অভিযোগ উত্থাপন করা থেকে বিরত থাকলো। তারা কোন মতেই তাদের সে সকল মিথ্যে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলো না, উল্টো তারা তাদের সমস্ত অন্যায় অভিযোগকে জোরালো করার জন্য আরও বেশি করে একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করতেই থাকলো। এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করছে আসলে তা তেমন নয় কিংবা তাদের এই অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে ছিল; তারা পৌলের বিরুদ্ধে এমন এমন অদ্ভুত অভিযোগ আনতে লাগল যা তারা কখনোই প্রমাণ করতে পারলো না। এটি নতুন কোন বিষয় নয় যে, এই পৃথিবীতে খুব জঘন্য জঘন্য মিথ্যাও অনেক খাঁটি সত্যি কথার মত করে বলা হয় এবং তা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। শুধু যে মাতালদের আড্ডায় এ ধরনের মিথ্যা কথার প্রচলন রয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে বিচারকের আসনের সামনেও এ ধরনের মিথ্যা কথা বলা থেকে মানুষ বিরত থাকে না।

৩. আসামী তার নিজের উপরে আসা সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, পদ ৮। যে-ই তাকে তিরস্কার করে থাকুক না কেন, তাঁর নিজের বিবেক ও তাঁর নিজের হৃদয় তাঁকে মোটেও দোষী বা অভিযুক্ত করছিল না, আর সেই কারণে তাঁর নিজের জিহ্বাও তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে নি, বরং তার পক্ষে কথা বলেছে; যদিও তিনি মারা যাবেন, তথাপি তাঁর মুখ থেকে ধার্মিকতার বাক্য মুছবে না। যখন তাঁর পালা আসলো কথা বলার জন্য, তখন তিনি নিজের পক্ষে কথা বললেন, তিনি তাঁর স্বপক্ষে আবেদন জানালেন। তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিলেন: যিহূদীদের আইন বা মন্দির কোনটির বিরুদ্ধেই নয়, এমন কি কৈসরের বিরুদ্ধেও নয়; আমি কোন কিছুর প্রতিই বিঘ্ন জন্মাই নি, আমি কারও বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করি নি।

(১) তিনি যিহূদীদের আইন লঙ্ঘন করেন নি, কিংবা তিনি এমন কোন আইন শিক্ষা দেন নি যা যিহূদী আইন, শিক্ষা বা ব্যবস্থার পরিপন্থী। তিনি কি যিহূদী বিশ্বাসকে অযৌক্তিক বলে দাবী করেছিলেন? না, তিনি বরং সেই আইনকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করাই ছিল যিহূদী ব্যবস্থার সর্বশেষ স্তম্ভ, তা কোন মতেই যিহূদী ব্যবস্থার প্রতি

বিঘ্নস্বরূপ ছিল না।

(২) তিনি মন্দিরকে কলুষিত করেন নি, কিংবা তিনি মন্দিরে পালিত উপাসনার কোন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কখনো কোন কথা উচ্চারণ করেন নি; তিনি সুসমাচারের উপাসনালয়ের যে আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তা কোন মতেই মন্দিরের মর্যাদা এবং এর পবিত্রতা ক্ষুন্ন করে না কিংবা বিরোধিতা করে না।

(৩) তিনি কৈসরের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেন নি, কিংবা তার শাসনের বিরুদ্ধেও নয়। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, তিনি যেহেতু এখন রোম সরকারের শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন, সে কারণে তিনি শাসনকর্তাকে সরাসরি জানাতে চাইছিলেন যে, তিনি আসলে রোম সম্রাটের প্রতি সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং তিনি সরকারের প্রতিটি আইনের প্রতি সম্মান রেখে তা মেনে চলেন। অভিযোগকারীরা নিজেরা রোম সম্রাটের ঘোর বিরোধী হলেও এখন তারা রোম সম্রাটের গুণ কীর্তন গাইছে এবং তারা পৌলের উপরে উল্টো এই দোষ দিয়েছে যে, তিনি রোম সম্রাটের বিপক্ষে জনগণকে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তাদেরকে উস্কে দিচ্ছেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তিনি এই কথা বললেন যে, তিনি কোন মতেই রোম সরকারের শত্রু নন, তিনি সম্রাট বিরোধী নন, এমন কি যারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তাদের ভেতরে রোম সরকারে প্রতি যতটুকু ঘৃণা বা আক্রোশ রয়েছে, তার নিজের ভেতরে তার সিকি ভাগও নেই।

ঘ. সম্রাটের কাছে পৌলের আপীল এবং এর প্রেক্ষাপট। এর ফলে মামলাটি এক নতুন মোড় নিল। হতে পারে তিনি আগেই এই আপীল করার জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, নতুবা তিনি হঠৎ করেই অবস্থার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, তবে এর কারণ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অন্তরে এই চিন্তার প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন যেন তিনি এই ধরনের একটি আপীলের আবেদন করেন, কারণ তিনি এ কথা স্মরণে রেখেছিলেন যে, তাকে বলা হয়েছিল, তাকে অবশ্যই রোমে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করতে হবে, কারণ সেখানেই সম্রাটের কার্যালয় বা প্রাসাদ অবস্থিত, প্রেরিত ২৩:১১। এখানে আমরা দেখি:-

১. ফীস্ট পৌলের কাছে যিরূশালেমে গিয়ে এই মামলাটি উত্থাপন করার যে প্রস্তাব জানালেন, পদ ৯। ফীস্ট যিহূদীদেরকে খুশি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তিনি বন্দীর প্রতি আনুকূল্য না দিয়ে অভিযোগকারীদের প্রতি দেখাতে চাইছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি একজন রোমীয় নাগরিকের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন না করেন, আর তাছাড়া তিনি নিজেকে পরিষ্কার রাখতে চাইছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যেন তিনি নিজে এই বিচারে অবহেলা করার কারণে দোষী সাব্যস্ত না হন, কারণ নিশ্চয়ই তিনি ইতোমধ্যে নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পৌলের আসলে কোন অপরাধ নেই। তিনি মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গের অভিযোগ বাতিল করে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে চান নি, কারণ এতে করে যিহূদীরা তার উপরে খেপে যাবে; কিন্তু তিনি বললেন, তুমি কি যিরূশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সাক্ষাতে এসব বিষয়ে বিচার পেতে সম্মত আছ? শাসনকর্তা যদি নিজে ইচ্ছা প্রকাশ করেন,

তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে এই আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি কারও প্ররোচনায় চালিত হন, তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে বিচারের প্রকৃত নীতি উপেক্ষিত হয়েছে। কষ্ট ও দুঃখ ভোগের সময় ঈশ্বরের লোকদের উপরে সব দিক থেকেই ধৈর্য পরীক্ষা নেমে আসে; সে সময় তাদেরকে সামনে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হবে নেকড়ের মাঝে মেষকে ছেড়ে দেওয়ার মত, আর তাই তাদেরকে সর্পের মত সতর্ক এবং কপোতের মত অমায়িক হতে হবে।

২. পৌল এই প্রস্তাব নাকচ করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছা জানালেন। তিনি জানতেন যে, যদি তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে তিনি সবচেয়ে বেশি কষ্টে জর্জরিত হবেন, কারণ সেখানে অন্যায্য বিচারের পাশাপাশি তাঁকে যিহূদীদের হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে; আর এই কারণে তিনি ভিন্ন এক পথ অবলম্বন করলেন এবং আবেদন জানালেন:-

(১) যাতে করে একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানে বিচার লাভ করেন। তিনি জানালেন যে, তিনি উপযুক্ত স্থানেই রয়েছে, অর্থাৎ এই কৈসরিয়াতে, সম্রাটের বিচারাসনের সামনে, যেখানে তাঁর বিচার হওয়ার উচিত, যে শহরটি এই প্রদেশের রাজধানী। আদালতটি কৈসরের নামে বসেছিল এবং তার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার বলেই বসেছিল এবং তার নামে নিযুক্ত বিচারকই এই বিচার কাজ পরিচালনা করছিলেন। এটি সত্যিকার অর্থে তার জন্য উপযুক্ত বিচারাসন ছিল, যেখানে তিনি বিচার পেতে পারেন, কারণ তার নামেই সর্বজনীন বিচার পরিচালিত হয় এবং সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। তাই এখানে যদি কোন বিষয় নিয়ে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই এই বিচার উচ্চতর আদালতে নিতে হবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এই আদালতই সবচেয়ে উপযুক্ত এবং এখানেই সমস্ত কিছুর নিষ্পত্তি হতে হবে।

(২) যিহূদী জাতির একজন সদস্য হিসেবে তিনি নিজেকে তাদের কাছে অপরাধসূচক কোন কিছুই করেন নি বলে উপস্থাপন করলেন: আমি যিহূদীদের প্রতি কোন অন্যায় করি নাই, এই কথা আপনিও বিলক্ষণ জানেন। এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, নির্দোষ ব্যক্তি তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য আবেদন জানাবেই এবং এর উপরেই জোর দিয়ে যাবে। আমাদের এ ব্যাপারে দায়বদ্ধতা রয়েছে যেন আমরা কারও প্রতি কোন অবিচার না করি এবং আমরা যেন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত না করি, কিংবা মিথ্যা অভিযোগ না আনি, কারণ এতে করে আমাদের নিজেদের পবিত্রতা এবং ধার্মিকতা ক্ষুন্ন হবে এবং আমাদেরকেও একইভাবে মিথ্যা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হবে।

(৩) তিনি আইনের ধারায় চলতে এবং এর সঠিক প্রক্রিয়ায় তার বিচার সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, পদ ১১। যদি তিনি কোন রাষ্ট্রীয় পাপের দোষে দোষী হন, যার কারণে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই আবেদন করবেন না যেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় কিংবা তিনি যেন পালিয়ে যেতে পারেন এই সুযোগ নিশ্চয়ই তিনি খুঁজবেন না, কিংবা তিনি ভিন্ন উপায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ

করার চেষ্টাও করবেন না: "তবে যদি আমি অপরাধী হই এবং মৃত্যুর যোগ্য কিছু করে থাকি, তা হলে মরতে অস্বীকার করি না।" এমন নয় যে, পৃথিবীর যত মানুষ মৃত্যুর যোগ্য অপরাধ করবে তারা নিজেদেরকে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করবে বা তাদের দোষ স্বীকার করবে এবং নিজেদেরকে বিচারে সম্মুখীন করবে। কিন্তু যখন তাদেরকে বিচারে অভিযুক্ত করে সামনে আনা হবে, সে সময় তাদেরকে অবশ্যই বিচারে দাঁড়াতে হবে এবং অবশ্যই এ কথা বলতে হবে যে, ঈশ্বর এবং বিচারক উভয়েই ন্যায়পরায়ণ; কারণ কাউকে না কাউকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেই হবে। কিন্তু যদি তিনি নির্দোষ হন, তাহলে যেভাবে তিনি প্রতিবাদ করেছেন, "কিন্তু এরা আমার উপরে যেসব দোষারোপ করছে, এসব যদি কিছুই না হয়– যদি এই শাস্তি আমার বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত যুক্তিহীন ক্রোধ এবং আক্রোশ থেকে থাকে, যার আসলে কোন ভিত্তি নেই– তবে এদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করতে কারো অধিকার নাই, এমন কি শাসনকর্তার নিজেরও নেই, যদি না তিনি অন্যায়বিচার করেন; কারণ তারই দায়িত্ব হচ্ছে নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি পাওয়ার হাত থেকে রেহাই দেওয়া;" এবং তিনি তাঁর নিজ নিরাপত্তা দাবী করেছেন এই উক্তির মধ্য দিয়ে।

৩. আদালতে তাঁর আপীল। যেহেতু তিনি ক্রমাগতভাবে যিহূদীদের কাছ থেকে ঝুঁকির মুখে ছিলেন এবং যে কোন মুহূর্তে তারা তাঁকে ধরে মেরে ফেলতে উদ্যত ছিল, যারা দয়া ও কোমলতা কী তা জানতো না। এ কারণে তিনি নির্যাতিতের শেষ পার্থিব আশ্রয়স্থলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানালেন, যাতে করে সেখানে তিনি সঠিক প্রক্রিয়ায় বিচারে দাঁড়াতে পারেন: "আমি কৈসরের কাছে আপীল করছি। আমাকে যিহূদীদের হাতে তুলে দেওয়ার বদলে (যা করার জন্য ফীস্ট ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন) "আমাকে নীরোর হাতে তুলে দিন।" যখন দায়ূদ তাঁর প্রতিকূল সময়ে বারবার একটুর জন্য রাজা তালুতের হাতে ধরা পড়েও পড়ছিলেন না এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, যখন শৌলকে দায়ূদকে তাঁর সবচেয়ে কঠিন শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করে তাঁকে হত্যা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধ হয়েছিলেন, সে সময় দায়ূদ এ কথা উপলব্ধি করে উচ্চারণ করেছিলেন যে, পলেষ্টীয়দের দেশে পলায়ন ব্যতিরেকে আমার আর মঙ্গল নেই, ১ শমূয়েল ২৭:১। এখানে পৌলের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ অব্রাহামের একজন সন্তানকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে প্যালেষ্টাইনে, একজনকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে নীরোর কাছে, তাদের কাছ থেকেই পালিয়ে যেতে হচ্ছে, যাদেরকে বলা হয়ে থাকে অব্রাহামের বংশধর এবং সে কারণে যিরূশালেমের চেয়ে গাৎ কিংবা রোম আরও বেশি নিরাপদ স্থান। একটি বিশ্বস্ত নগরী কীভাবেই না জেনাকারিনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল!

৬. এই পুরো বিষয়টিকে যেভাবে বিচার করা হল। পৌলকে মুক্ত করা হল না আবার দোষী সাব্যস্তও করা হল না। তাঁর শত্রুরা এই আশা করেছিল যে, নিশ্চয়ই এই বিচারের শেষে তাঁকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; তারা বন্ধুরা এই আশা করেছিলেন যে, তাঁকে বিচারের শেষে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সকলের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হল এবং তাদের সকলকে হতাশ হতে হল। মামলাটি যেমন ছিল তেমনই

থাকলো। এটি হচ্ছে সেই ধীর গতির পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত, যা স্বর্গীয় পরিকল্পনায় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। এতে করে যে ধরনের আশা করা হয় তা আর শেষ পর্যন্ত ঘটে না। উল্টো আমাদের যে প্রত্যাশা থাকে কিংবা যে ভীতি থাকে তার দু'টোই মিথ্যে প্রমাণিত হয় এবং আমরা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে থাকি। এই আগে এই মামরাটি একবার আরেকটি আদালতে বসেছিল এবং এখন এই আদালতে বিচারটি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে তা আরেকটি আদালতে স্থানান্তরিত হবে, যাতে করে পৌল তাঁর মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন।

১. শাসনকর্তা এই আবেদনটি গ্রাহ্য করলেন: তিনি পরিষদের সাথে সম্মত হলেন– *meta tou symbouliou*, তবে যিহূদীদের পরিষদ নয়, বরং তার নিজের পরিষদ বা সভার সাথে, যারা সবসময় শাসনকর্তাকে তাদের উপদেশ দানের মাধ্যমে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। একাধিক উপদেষ্টার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে; এবং বিচারকদেরকে অবশ্যই নিজেদের সাথে এবং একই সাথে অন্যদের সাথেও বিচারের রায় দেওয়ার আগে পরামর্শ করা উচিত।

২. তিনি পৌলকে রোমে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনেকে মনে করেন যে, পৌল ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট নীরোর কাছে আপীল করেন নি, বরং তিনি নীরোর আদালতের কাছে আপীল করেছিলেন। তিনি যে দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তাতে করে তিনি যিহূদী মহাসভার কাছে চরম অবিচার পেয়েছিলেন, ফীষ্টের আদালতে এসে তিনি সে কারণে নির্দ্বিধায় রোমে সম্রাট নীরোর আদালতে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারতেন, কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁকে আপীল করার সুযোগ সে সময় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, আগ্রিপ্পের কথা অনুসারে (প্রেরিত ২৬:৩২), তাঁকে অবশ্যই মুক্ত করে দেওয়া হত, যদি তিনি রোম সম্রাটের কাছে আপীল না করতেন– অর্থাৎ রোমীয় আইন অনুসারে কোন রোমীয় নাগরিক যদি কোন উচ্চতর আদালতে আপীল করে থাকে, এমন কি সর্বোচ্চ আদালতে অর্থাৎ রোম সম্রাটের আদালতেও আপীল করে থাকে, তাহলে সমস্ত অভিযোগ ও বিচার সেই আদালতে নতুন করে উত্থাপন করতে হবে এবং অপরাধী ও অভিযুক্তকে পুনরায় সেখানে উপস্থিত হতে হবে। এই কারণে ফীষ্ট পৌলের বিচার করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কৈসরের কাছে আপীল করেছ? তাহলে কৈসরের কাছেই যাও। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই মামলায় অদ্ভুত কিছু বিষয় রয়েছে, যার কারণে তিনি এই বিচারের নিষ্পত্তি করতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাই তিনি একাধারে তার নিজের উপর থেকে এই বিচারের দায় সরাতে চাইছিলেন এবং তিনি সম্রাটের কাছে এই বিচারটি উত্থাপন করার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করতে চাইছিলেন। ঈশ্বরের সামনে আমাদের বিচারে যারা নিজেদেরকে আইনের প্রক্রিয়ায় নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই আইনী প্রক্রিয়াতেই যেতে হবে এবং সে কারণে প্রথমে তাদেরকে অনুশোচনা করে মন পরিবর্তন করতে হবে এবং এরপরে তাদেরকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের কাছে আবেদন জানাতে হবে, আর তখনই কেবল তা আমাদেরকে রক্ষা করবে।

প্রেরিত ২৫:১৩-২৭ পদ

আমরা এখানে সেই প্রস্তুতি পর্ব দেখবো, যা রাজা আগ্রিপ্পের সামনে পৌলের আরেকটি দাবী সম্পন্ন হওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছিল, তাঁর বিচার করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাঁর বিচারের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। কিংবা হতে পারে শুধুমাত্র তার নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য। খ্রীষ্টের তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন যে, তাদেরকে শাসনকর্তা এবং রাজাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। এই অধ্যায়ের বিগত অংশে পৌলকে শাসনকর্তা ফীস্টের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, আর এখানে তাঁকে রাজা আগ্রিপ্পের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, যা এই উভয়েরই সাক্ষ্য দেয়। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. রাজা আগ্রিপ্প ফীস্টের কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের জন্য আসলেন, কারণ তিনি সেই প্রদেশে তার কাজে এসেছিলেন (পদ ১৩): কিছু দিন পর রাজা আগ্রিপ্প কৈসরিয়াতে আসলেন। এটি ছিল এক রাজকীয় পরিদর্শন। রাজারা সাধারণত মনে করেন তাদের বন্ধুদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য দূত প্রেরণ করাই যথেষ্ট, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, একজন রাজা নিজেই এসেছেন, যার কারণে তার বন্ধুটি অবশ্যই মহা সম্মানিত হয়েছেন; কারণ বন্ধুদের মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপচারিতাই সবচেয়ে বেশি সুখকর এবং আনন্দদায়ক। লক্ষ্য করুন:-

১. পরিদর্শনে কারা এসেছিলেন:

(১) রাজা আগ্রিপ্প, হেরোদের পুত্র (আগ্রিপ্প যার ডাক নাম ছিল), যে হেরোদ প্রেরিত যাকোবকে হত্যা করেছিলেন এবং নিজে কীট ভক্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার পিতামহ ছিলেন মহান হেরোদ, যার সময়ে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল। যোসেফাস এই আগ্রিপ্পকে ছোট আগ্রিপ্প বলে উল্লেখ করেছেন; সম্রাট ক্লৌডিয়াস তাকে চালশিস এর রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং ত্রাখোনীতিয়া এবং অবিলীনির শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, যা আমরা দেখতে পাই লূক ৩:১ পদে। যিহূদী লেখকেরা তার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এবং (যা ড. লাইটফুট আমাদেরকে বলেছেন) তাদের বিষয়ে আরও বিভিন্ন কাহিনী রয়েছে, "জন সম্মুখে ব্যবস্থা পাঠ করার সময়, মুক্তির বছরের শেষের দিকে, যখন রাজা এসেছিলেন সে সময়ে এই বাক্য অবতীর্ণ হল (দ্বি. বি. ১৭:১৫), তোমরা কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে রাজা কোরো না, যে তোমাদের ভাই নয়, তখন তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, কারণ তিনি নিজে ইস্রায়েলের বংশের ছিলেন না, যা সভার সমস্ত লোকেরা লক্ষ্য করেছিল এবং তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আপনি শান্ত হোন, রাজা আগ্রিপ্প, আপনি তো আমাদের ভাই; কারণ তিনি তাদের ধর্মের অনুসারী ছিলেন, যদিও তাদের রক্ত তার শরীরে ছিল না।"

(২) বর্ণীকি তার সাথে এলেন। তিনি ছিলেন তার আপন বোন, আর এখন তিনি বিধবা ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন তার নিজের চাচা, মৃত রাজা হেরোদ, চালশিসের রাজা, যিনি

তার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তার ভাইয়ের সাথে বসবাস করছিলেন এবং ধারণা করা হয় যে, ভাই আগ্রিপ্পের সাথে তার একটি অবৈধ সম্পর্ক ছিল। অনেকে মনে করেন এ কারণেই দ্বিতীয় বার কিলিকিয়ার রাজা পলেমিয়কে বিয়ে করার পরও তিনি তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আবারও তার ভাই এই আগ্রিপ্পের কাছে ফিরে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক জুভেনাল একটি হীরের আংটির কথা উল্লেখ করেছেন, যা রাজা আগ্রিপ্প তার বোন বর্ণীকিকে দিয়েছিলেন, তাদের অবৈধ সম্পর্কের খাতিরে।

ট্যাসিটাস এবং সুয়েটনিয়াস উভভয়েই পরবর্তীতে তার সাথে টাইটাস ভেস্পাসিয়ানের একটি অবৈধ সম্পর্কে কথা উল্লেখ করেছন। ফীলিক্সের স্ত্রী দ্রুষিল্লা ছিলেন আরেকটি বোন। সধারণত এ ধরনের লম্পট চরিত্রের লোক জনই ছিল সে সময়কার বিখ্যাত মানুষ! এ কথা কেউ না বলুক যে, আগের দিনগুলো ভাল ছিল!

২. এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কী ছিল: তারা এসেছিলেন ফীস্টকে অভিবাদন জানাতে, তার এই পদোন্নতিতে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং তার সাথে আনন্দ করতে। তারা এসেছিলেন শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্বে অবতীর্ণ হওয়ায় তার প্রশংসা করার জন্য এবং তার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য, যাতে করে গালীলের শাসনকর্তা হিসেবে আগ্রিপ্প যিহূদীয়ার শাসনকর্তা ফীস্টের সাথে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখতে পারেন। তবে সম্ভবত এটাও হতে পারে, তারা ফীস্টের কাছে এসেছিলেন এটি দেখানোর জন্য যে, তারা তাকে সম্মান করেন এবং তার আনন্দে আনন্দিত হয়েছেন, কিন্তু এর আড়ালে তারা আসলে তাদের নিজেদের সাজ সজ্জা এবং জাক্‌জমক দেখাতেই এসেছিলেন, যা দেখানোর জন্য নিষ্কর্মা লোকেরা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

খ. ফীষ্ট রাজা আগ্রিপ্পকে পৌল এবং তাঁর বিশেষ মামলাটি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর কারণ ছিল:

১. তার মনোরঞ্জন করা এবং তার চিন্তা অন্য দিকে চালিত করা। এটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য একটি গল্প এবং যে কোন মানুষ তা শুনতে চাইবে। এই গল্প শুধু যে বিস্ময়কর এবং বিনোদনমূলক ছিল তাই শুধু নয়, সেই সাথে যদি তা সঠিকভাবে এবং কোন ধরনের রং না চড়িয়ে বলা হয় তাহলে তা হবে অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং মন পরিবর্তনকারী; এবং বিশেষভাবে আগ্রিপ্প নিশ্চয়ই এর প্রতি আগ্রহী হবেন, কারণ তিনি শুধু একজন বিচারক ছিলেন না, সেই সাথে তিনি আইন এবং প্রশাসন সম্পর্কে নানা জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু যিহূদী ছিলেন, সে কারণে এখানে ধর্মীয় কিছু বিষয়ও যুক্ত ছিল যা তাকে এই ঘটনার প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেবে।

২. তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য। ফীস্ট ছিলেন একজন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শাসনকর্তা এবং বিচারক, অন্ততপক্ষে এই সকল অঞ্চলের জন্য এবং সেই কারণে তিনি এই বিচার পরিচালনা করতে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন এবং তিনি আরও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আরও অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকে পরামর্শ পেতে চাইছিলেন, বিশেষ করে পৌলের এই

মামলাটিতে এবং এই কারণে তিনি রাজা আগ্রিপ্পের কাছে এই বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। আসুন এখন আমরা দেখি যে, তিনি পৌল সম্পর্কে রাজা আগ্রিপ্পের কাছে কী কী বললেন, পদ ১৪-২১।

(১) ফীস্ট যখন এই অঞ্চলে শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আসলেন, তখন তিনি পৌলকে পেয়েছিলেন একজন বন্দী হিসেবে; আর সেই কারণে তিনি তার নিজের জ্ঞানে তার সম্পর্কে প্রথম থেকে কিছুই জানতে পারেন নি: ফীলিক্স একটি লোককে বন্দী রেখে গেছেন; আর সেই কারণে যদি তাকে কারাগারে সোপর্দ করায় কোন ভুল থেকে থাকে, তাহলে ফীস্টকে নিশ্চয়ই এর জন্য জবাবদিহি করা উচিত নয়, যেহেতু তিনি তাঁকে প্রথম থেকেই কারাগারে বন্দী অবস্থায় দেখে আসছেন। যখন ফীলিক্স যিহূদীদের খুশি করার জন্য পৌলকে বন্দী অবস্থায় রেখে গেলেন, যদিও তিনি জানতেন যে, পৌল আসলে নির্দোষ ছিলেন, তিনি জানতেন না যে, তিনি কী করেছেন, তিনি এ কথা জানতেন না যে, তিনি তাঁকে আরও খারাপ কারও হাতে ফেলতে যাচ্ছেন, যদিও তারা কেউই কারও চেয়ে বেশি ভাল ছিল না।

(২) যিহূদী সেনহেড্রিন পৌলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল: "যিহূদীদের প্রধান পুরোহিরা ও প্রাচীন নেতৃবর্গরা সেই ব্যক্তির বিষয় আবেদন করে তাঁকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল এবং সে যে বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয় এ ব্যাপারে বারবার দাবী করছিল, আর এ কারণে তারা তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যাচঞা করেছিল।" এরা ধর্মের জন্য সব করতে পারে এমন একটি ভঙ্গি প্রকাশ করেছিল এবং সেই কারণে তাদেরকে সম্মানের পাত্র এবং সৎ ব্যক্তি বলে অনেকেই মনে করতো। এমন কি ফীস্ট মনে করেছিলেন যে, তারা ঠিক কথাই বলছে এবং তিনি তাদের পক্ষ নেওয়ার চিন্তাই করছিলেন। কিন্তু আগ্রিপ্প তাদেরকে অন্য যে কারও চেয়ে খুব ভালভাবে চিনতেন এবং সেই কারণে ফীস্ট আগ্রিপ্পের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

(৩) তিনি এই ব্যাপারে জোর দিয়ে বললেন যে, রোমীয় আইনে বন্দীর প্রতি সদয় আ-চরণের নিয়ম রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কোন শুনানি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না (পদ ১৬): "রোমীয়দের আইন এমন নয়, কারণ তারা নিজেদেরকে প্রকৃতির আইনে চালিত করে এবং ন্যায়ের মৌলিক নীতিতে বিচার করে, যাতে করে কোন মানুষকে যদি কখনো অভিযুক্ত করে নিয়ে আসা হয় এবং তার মৃত্যু দাবী করা হয়, তাহলে তার অভিযোগকারীদের দাবী অনুসারে তাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ার আগে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছে তাদেরকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে এবং সেই সাথে প্রমাণ হাজির করতে হবে যে, সে আসলেই অপরাধী, নতুবা তাকে কোন ধরনের শাস্তি দেওয়া চলবে না।" তিনি সম্ভবত রোমীয় আইনের বিষয়ে যিহূদীদের কোন অভিযোগ বা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাদেরকে এই কথাগুলো একবার বলেছেন, কিংবা তারা যে পৌলকে কোন ধরনের বিচার ছাড়াই শাস্তি দিতে চাইছিল, সে কারণে তিনি তাদেরকে তিরস্কার করতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেছিলেন।

"না," তিনি বলছিলেন, "আমি তোমাদেরকে এই কথা জানাচ্ছি যে, তোমাদের নিজেদের ভেতরে যা কিছুই গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, রোমীয়রা কখনোই এ ধরনের অবিচার সহ্য করবে না এবং মেনে নেবে না।" *Audi et alteram partem*– অন্য পক্ষের কথা শোনো– এটি ছিল রোমীয়দের অন্যতম একটি জ্ঞানপূর্ণ বাণী। এই বিধানটি আমাদের মধ্যকার দৈনন্দিন জীবন যাত্রারও অংশ হওয়ার উচিত, যেন আমরা কারও প্রতি অবিচার না করি। আমাদের কখনোই মানুষের প্রতি অযথা মন্দ কথা বলা উচিত নয়, তাদের কথা এবং কাজের জন্য অভিযুক্ত করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাদের বিষয়ে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাই। দেখুন যোহন ৭:৫১।

(৪) তিনি তাকে আদালতে বিচারের স্থানে নিয়ে এসেছিলেন তার পদমর্যাদা অনুসারে সেখানে স্থান দেওয়ার জন্য, পদ ১৭। তিনি এই ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এখানে যুগ্ম বিচারক থাকার কারণে অভিযোগকারীদের অভিযোগ করার কোন কারণ ছিল না, কারণ তারা সেখানে আসার পর পরই (আর আমরাও এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তারা কোন ধরনের সময় নষ্ট করেন নি), অর্থাৎ পর দিন সকালেই তারা বিচার কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য সহকারে তিনি বিচার আসনে উপবিষ্ট হলেন, যেভাবে কোন গুরুতর মামলা হলে তারা নিজেরা বিচার করতেন, যখন অন্যান্য বিচারকেরা ছোট খাট মামলার বিচার করতেন। তিনি পৌলের বিচার করার জন্য এক বিরাট বিচার সভার আয়োজন করলেন, যাতে করে এই বিচারের রায় যথাযথ হয় এবং তা সকলের কাছে দৃশ্যনীয়ভাবে স্বচ্ছ হয়।

(৫) তারা পৌলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিল তাতে করে তিনি প্রচণ্ড হতাশ হয়েছিলেন (পদ ১৮, ১৯): দোষারোপকারীরা দাঁড়িয়ে, আমি যে প্রকার দোষ অনুমান করেছিলাম, সেই প্রকার কোন দোষ তাঁর বিষয়ে উত্থাপন করলো না।

[১] তিনি অভিযোগকারীদের এই উৎসাহ এবং এই মামলাটি রোমীয়দের আদালত পর্যন্ত নিয়ে আসার কারণে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে:-

প্রথমত, তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ছিল যে, তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জনগণের শান্তি ক্ষুন্ন করছেন, অর্থাৎ তারা তাঁকে কোন ধরনের ডাকাত, কিংবা খুনী কিংবা রোমীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল– হয়তো বা তিনি অস্ত্র সহকারে কোন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন– যদি তিনি কোন মিসরীয় বিদ্রোহী না হন, যে রোম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছিল, যার অনুসারী ছিল এক গলা কাটা ডাকাত, যা প্রধান সেনাপতি প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন, তথাপি তিনি নিশ্চয়ই এদেরই মত কেউ একজন হবেন। আদি যুগের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধ শক্তি এতটাই প্রবল ছিল, এতটাই তীব্র এবং এতটাই ভয়ানক ছিল যে, যারা এই পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল, তারা তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম এবং সবচেয়ে বাজে মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি, যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, তারা তাঁকে এমন একটি দোষে দোষী করেছিল যা রোমীয় আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং শাসনকর্তা এর যথাযথ বিচার করতে পারতেন, যা গাল্লিয়ো আশা করেছিলেন (প্রেরিত ১৮:১৪); নতুবা তাকে বিরক্ত করা এবং তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হওয়া খুবই অবাস্তব একটি বিষয়।

[২] কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, এই ব্যাপারটি মোটেও সে ধরনের কিছু নয়; তারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আনার বদলে তার বিরুদ্ধে কয়েকটি তর্ক উপস্থিত করলো। তারা তাঁকে সবচেয়ে বড় যে অপরাধটির কারণে অভিযুক্ত করছিল তা আসলেই অপরাধ না কি অপরাধ নয় এ নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ ছিল, যা এক অসীম বিতর্কের সূত্রপাত করবে, কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার চেষ্টা করলো না, তারা এখানে এমন কিছু যুক্তি তর্কের অবতারণা ঘটালো যা কেবলমাত্র পুস্তকীয় বিদ্যালয় এবং সমাজ-ঘরেই ভাল মানায়, আদালতের বদলে। তারা তাদের নিজেদের কিছু সংস্কার এবং বিশ্বাস নিয়ে তর্ক শুরু করেছিল, এভাবেই তিনি তাদের ধর্মকে আখ্যা দিলেন। কিংবা বলা যায় তিনি তাদের ধর্মের সেই অংশটিকে এই নামে আখ্যা দিয়েছিলেন, যে অংশটি পৌল ক্ষুন্ন করার বা কলুষিত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে যিহূদীরা অভিযোগ করেছিল। রোমীয়রা তাদের আইন অনুসারে তাদের ধর্মকে রক্ষা করার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু তাদের সংস্কার কিংবা প্রাচীনদের প্রথা রক্ষা করার জন্য তারা যে সমস্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল তার প্রতি রোমীয়রা সমর্থন করে নি। কিন্তু সম্ভবত এখানে যে মহা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তা হচ্ছে, একজন যীশুকে নিয়ে যিনি ছিলেন মৃত, যাকে পৌল জীবিত বলে দাবী করছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি যে সংস্কার সম্পর্কে কথা বলছিলেন তা দিয়ে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, যা পৌল প্রচার করছিলেন এবং এথেনীয়দের যে বিশ্বাস ছিল তার ভেতরেও প্রায় সেই একই বিশ্বাস ছিল, যারা এভাবেই এক নতুন দেবতার আবির্ভাবের ঘোষণা দিয়েছিল। দেখুন, কত না তুচ্ছ ও হালকাভাবে এই রোমীয়রা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বলতো এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে বিবেচনা করতো এবং যিহূদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই বিতর্কটি সবচেয়ে বেশি জোরালো ছিল যে, তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট ছিলেন কি ছিলেন না এবং তিনিই যে খ্রীষ্ট এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন, যেন এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। একজন যীশু ছিলেন যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর পৌল দাবী করেছিলেন যে, তিনি পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিষয়টির সাথে প্রশ্ন যুক্ত হয়েছে যে, তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন কি না যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছেন বলে তিনি বেঁচে আছেন না কি মারা গেছেন তা-ই নিয়ে তর্ক হচ্ছে। কিন্তু যদি এ সম্পর্কে তিনি বুঝতে পারতেন তাহলে তিনি মুহূর্তেই এই মামলাটি খারিজ করে দিতেন। ফীস্ট এই ভেবে গর্ব বোধ করছিলেন এই যে, এই যীশু খ্রীষ্ট যে-ই হোক না কেন, তিনি তাঁকে চেনেন না বা জানেন না এবং তিনি তা লোকদেরকে দেখাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি এ কথা জানতেন না যে, এই যীশু খ্রীষ্ট যাঁকে তিনি এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন, তিনি মারা গিয়েছিলেন, তিনি বেঁচে উঠলেন, তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত; আর মৃত্যু ও পাতালের চাবি তাঁর হাতেই আছে, প্রকাশিত বাক্য ১:১৮। পৌল যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ঘোষণা

করছিলেন তা হচ্ছে, এই সত্যটি যদি আমরা সকলে না জানি এবং না বিশ্বাস করি তাহলে আমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাব।

(৬) এই কারণে তিনি পৌলের কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, এই মামলটি যিহূদী আদালতে চালানো উচিত, কারণ সেখানে এই বিষয় নিয়ে সবচেয়ে ভালভাবে কথা বলা যাবে, যেহেতু এই মামলার সমস্ত বিষয় আশয় যিহূদী ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত (পদ ২০): "তখন এসব বিষয় কিরূপে অনুসন্ধান করতে হবে, আমি স্থির করতে না পেরে এবং এই বিচার কাজ চালিয়ে যেতে অসমর্থ হয়ে তাঁকে বললাম, তুমি কি যিরূশালেমে গিয়ে মহান সেনহেড্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে সেখানে এই বিষয়ে বিচার পেতে সম্মত আছ?" তিনি তাঁকে সেখানে যেতে জোর করেন নি, তবে যদি পৌল সেখানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে তিনি খুশি হবেন, কারণ এতে করে তিনি এই মামলার বিচার চালাতে গিয়ে গলদঘর্ম হবেন না।

(৭) পৌল এই বিচার কাজটি যিরূশালেমে নিতে সমর্থ হলেন না, উল্টো তিনি রোমে উচ্চ আদালতে এই মামলার প্রেক্ষিতে তাঁর স্বপক্ষে আপীল করলেন, কারণ তিনি পুরোহিতদের বদলে রোম সম্রাটের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করছিলেন: "পৌল আপীল করে সম্রাটের বিচারের জন্য রক্ষিত থাকতে বিনতি করলেন (পদ ২১), এই কারণে এই নিম্নতর আদালতে এই বিচার কাজ চালানোর আর কোন উপায় থাকলো না; আর তাই আমি তাঁকে আমি সন্তর্পণে নিরাপত্তা তত্বাবধানে রাখতে আদেশ দিয়েছিল, যে পর্যন্ত আমি তাঁকে রোমে কৈসরের কাছে প্রেরণ করতে পারি, কারণ আমি তাঁর আপীল নামঞ্জুর করার কোন কারণ দেখতে পাই নি, বরং আমি এতে সন্তুষ্টই হয়েছি।"

গ. আগ্রিপ্পের সামনে পৌলের আগমন, যাতে করে তিনি তার কাছে তাঁর নিজের পক্ষে কথা বলতে পারেন।

১. রাজা পৌলের মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনতে চাইলেন (পদ ২২): "আমি তাঁর বিষয়ে আপনার মুখে শুনতে পেয়ে খুশি হলাম, কিন্তু আমি তাঁর মুখ থেকেই সমস্ত কথা শুনতে চাই।" আগ্রিপ্প এই বিষয়ে অন্য যে কারও চেয়ে ভাল জানতেন, অন্ততপক্ষে তিনি ফীস্টের চেয়ে অনেক বেশি জানতেন এই ধরনের মামলা এবং এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে। তিনি পৌলের বিষয়ে শুনেছিলেন এবং ফীস্ট যে তর্কের ব্যাপারে বুঝতে পারেন নি, সেই বিষয়ে তিনি খুব ভাল করেই জানতেন এবং বুঝতেন, আর তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট জীবিত না মৃত। আর কোন কিছুই তাকে পৌলের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে পারে নি একমাত্র এই বিষয়টি ছাড়া। অনেক বড় বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এ কথা চিন্তা করেন যে, তাদের পক্ষে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো খুবই অসম্মানের ব্যাপার। তারা অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিচারকের আসনে বসে এ ধরনের মামলার বিচার করতে পছন্দ করতো। আগ্রিপ্প ন্যায়বিচার করার তাগিদে পৌলকে ডাকেন নি, যেভাবে হেরোদও যীশু খ্রীষ্টের প্রতি দয়া করার জন্য তাঁকে তার সামনে আনেন নি, বরং তিনি তাঁকে সামনে পেয়ে অত্যন্ত খুশি

ছিলেন, কারণ তিনি এর মধ্য দিয়ে তার কৌতূহল নিবারণ করতে পারবেন। সম্ভবত আগ্রিপ্প তার নিজের কানে এ বিষয়ে কথা শুনতে চেয়েছিলেন, যার কারণে ধরে নেওয়া যায় যে, তার মধ্যে পৌলের প্রতি কিছুটা হলেও দয়া করার প্রবণতা ছিল এবং তথাপি তিনি তাকে মোটেও দয়া করলেন না, কেবলমাত্র তাকে কিছুটা প্রশংসা করলেন।

২. ফীস্ট এর অনুমোদন দিলেন: আগামীকাল আপনি তাঁর কথা শুনতে পাবেন। এখানে পৌলের জন্য এক দারুন উৎসাহের বিষয় ছিল এবং তিনি এখানে স্বর্গীয় পরিকল্পনার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি সে সময় অন্ধকার এক কারা কুঠরীতে বদ্ধ ছিলেন এবং তিনি সব ধরনের মঙ্গল সাধন করার পথ থেকে দূরে সরে ছিলেন। আমরা জানি না যে, তাঁর পত্রসমূহের কোনটি তিনি বন্দীদশা থেকে রচনা করেছিলেন কি না। তিনি হয়তো বা তাঁর সাথে যে সমস্ত বন্ধুরা দেখা করতে আসতো তাদের জন্য কিছুটা পরিচর্যা কাজ করতেন এবং সম্ভবত প্রত্যেক প্রভুর দিনে তিনি তাঁর কয়েকজন অনুসারী বা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কয়েকজন বিশ্বাসীদের সাথে দেখা করতে পেতেন। কিন্তু তা ছিল যেন একেবারেই তুচ্ছ এবং সামান্য এক উপযোগিতা যা তিনি দিতে পারতেন, যে কারণে তাঁকে দেখলে মনে হত যেন তিনি যেন এক ভাঙ্গা জাহাজের মত সময়ের দোলায় যে দিকে খুশি সে দিকে ছুটে চলেছেন; কিন্তু এই বিচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে তিনি এক বিরাট সমাবেশের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে পারবেন এবং এই সমাবেশ হবে যে কোন রাবিবারিক প্রার্থনায় উপস্থিত হওয়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জমায়েতের চাইতে অনেক বড়। ফীলিক্স গোপনে বা বলা যায় ব্যক্তিগতভাবে পৌলের কাছ থেকে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার বিষয়ে শুনেছিলেন। কিন্তু আগ্রিপ্প এবং ফীস্ট তাঁর কাছ থেকে এই সমস্ত কথা জনসম্মুখে শ্রবণ করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন। আর আমাদের নিশ্চয়ই এমনটা ভাববার কারণ রয়েছে যে, তিনি পরবর্তী অধ্যায়ে যে প্রচার প্রচার করেছিলেন, তা অবশ্যই তার অন্যান্য প্রচারের মত মানুষের মন পরিবর্তনে সেভাবে কাজ করে নি, যার ফলে বলা যায় যে, এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র প্রচার যার মধ্য দিয়ে তিনি খ্রীষ্টের এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সম্মানে কোন আত্মা জয় করতে পারেন নি বা সফলতা অর্জন করতে পারেন নি।

৩. এই শুনানি গ্রহণের জন্য বিরাট প্রস্তুতি নেওয়া হল (পদ ২৩): পরের দিন শুনানি গ্রহণের স্থানে বিশাল প্রস্তুতি সহকারে স্থান প্রস্তুত করা হহল, যেখানে পৌল এবং তাঁর বক্তব্য সকলের সামনে উপস্থিত হবে এবং যার বিষয়ে এত কথা এত গুজব চলছিল চারদিকে তাঁকে সকলে দেখতে পাবে।

(১) আগ্রিপ্প এবং বর্ণীকি নিজেদেরকে সম্মানিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং সম্ভবত তারা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন, কারণ তারা মহা জাকজমক ও সমারোহ সহকারে এসেছিলেন। তারা অত্যন্ত দামী পোশাক পরে এসেছিলেন, যা স্বর্ণ এবং মুক্তা দ্বারা খচিত ছিল এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান তন্তু দিয়ে বয়ন করা হয়েছিল। তাদের এই জমকালো পোশাক ছিল সত্যিই দেখার মত এবং তা জনতার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা এসেছিলেন *meta polles*

phantasias– মহা আড়ম্বরের সঙ্গে। লক্ষ্য করুন, মহা জাক্‌জামক আসলেই মহা আড়ম্বর। এর ফলে কোন ধরনের মহত্ত্বও অর্জিত হয় না, আবার কোন প্রকৃত সম্মানও অর্জিত হয় না, বরং তা মানুষের অসার রসবোধের খাদ্য যোগায়, যাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রশংসা করার বদলে বরং তিরস্কার করে থাকেন। তবে তাদের আগমনের এই দৃশ্য ছিল দেখার মত, যেন স্বপ্নের মত কিছু ঘটছে, যেন কল্পনার কোন ঘটনা, অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃত মনে হচ্ছিল যেন যখন তারা পথ ধরে এগিয়ে আসছিলেন। আর এই বাহ্যিক জাক্‌জমকতা অন্য যে কোন ধরনের জাক্‌জমকতাকে ছাপিয়ে যাবে, যা আগ্রিপ্প এবং বর্ণীকি সে দিন দেখিয়েছিলেন:-

[১] তার লম্পট চরিত্র তাদেরকে জরাজীর্ণ করে ফেলেছিল, কিন্তু তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ছিল সদা প্রজ্বলিত এবং বেশির ভাগ মানুষই জানতো যে, তাদের এই মহা আড়ম্বরপূর্ণ চেহারা ও পোশাকের নিচে রয়েছে দুই ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব, গীতসংহিতা ১৫:৪।

[২] কারাগার থেকে যে হতভাগ্য বন্দীকে বের করে আনা হল, তাঁর প্রকৃত মহিমা ও গৌরবে তাদের জমকালো চেহারা এবং জাক্‌জমকপূর্ণ পোশাকের চাকচিক্য হারিয়ে গেল। তাদের দামী ও মিহি কাপড়ের পোশাকে যে সম্মান ছিল তা যদি পৌলের জ্ঞান ও মহিমা ও পবিত্রতার সাথে তুলনা করা হয়, খ্রীষ্টের জন্য তাঁর কষ্টভোগ এবং তাঁর সাহসকে যদি এর সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে পৌল একাই তাদের তুলনায় কতটা ভারী! তিনি যে মহান দায়িত্বে আবদ্ধ ছিলেন, তা যে কোন স্বর্ণ কি রৌপ্যের চেয়ে অনেক বেশি গৌরবময় ছিল এবং তাঁর মনোবল ছিল তাদের সকল বর্মের চেয়ে শক্তিশালী। কে পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যদি সে এই পাপী স্ত্রীলোককে এমন প্রাচুর্যে পূর্ণ হতে দেখে এবং এমন একজন উত্তম ব্যক্তিকে তার বিপরীত অবস্থানে দেখে?

(২) প্রধান সেনাপতি এবং শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ ফীস্ট এবং তার অতিথিদের প্রতি সম্মান দেখানোর এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা বিচার সভার শেষে সকলে মিলে এক সাথে অতিথিদের জন্য দামী পোশাক উপহার দিয়েছিলেন এবং কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্ভবত ফীস্ট পৌলকে এই বিচারের সম্পর্কে রাতেই খবর পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি সকালে প্রস্তুত থাকেন আগ্রিপ্পের সামনে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। পৌলের ভেতরে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞার বিষয়ে এতটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি জানতেন তিনি তাঁকে সেই মুহূর্তে তাঁর মুখে কথা যুগিয়ে দেবেন, আর তাই তিনি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জানানোর জন্য অভিযোগ করলেন না, কিংবা তিনি এর জন্য কোন ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্বেও ভুগলেন না। আমি এ কথা ভাবছি যে, যারা জাক্‌জমক সহকারে হাজির হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই তাদের পোশাক আশাকের বিষয়ে পৌলের চাইতে অনেক বেশি চিন্তিত ছিল, যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন একজন বন্দী হিসেবে এবং তিনি কেবলমাত্র তাঁর যুক্তি ও বক্তব্য উপস্থাপনের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন; কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি কার প্রতি বিশ্বাস করেছেন এবং কে তাঁর পাশে সবসময় অবস্থান করেন।

এঃ. ফীস্ট যে কথা বলার মধ্য দিয়ে পৌলের মামলাটি উপস্থাপন করলেন, যখন আদালত বসলো কিংবা বলা যায় শ্রোতারা আসন গ্রহণ করলেন, যা তিনি এই মাত্র আগ্রিপ্পকে বললেন সেই একই কথা তিনি এখন উন্মুক্ত মঞ্চে সকলকে জানালেন।

১. তিনি সম্মানসূচক সম্বোধন করলেন: "রাজা আগ্রিপ্প এবং আপনার সকলে যারা আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত রয়েছেন।" তিনি সকল মানুষের প্রতি সম্বোধন করেছিলেন– *pantes andres*, বর্ণীকিকে সহ, যিনি ছিলেন নারী এবং নারীরা সাধারণত এ ধরনের সভায় উপস্থিত হতেন না।

২. তিনি বন্দীকে উপস্থাপন করলেন এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে, যার প্রতি যিহূদীরা প্রচণ্ড পরিমাণে খেপে ছিল, যিরূশালেমে এবং এখানে কৈসরিয়াতেও, তারা চিৎকার করে বলছিল যে, তাঁর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, কারণ তারা চিন্তা করেছিল যে, তিনি ইতোমধ্যেই অনেক বেশি ক্ষতি করে ফেলেছেন তাদের, তাই তিনি যদি আরও বেঁচে থাকেন তাহলে তাদের ক্ষতির আর সীমা থাকবে না। তারা তাঁকে কোন মৌলিক বা সুনির্দিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারে নি, তারা তাঁকে কেবলমাত্র তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিল।

৩. তিনি বন্দীর নির্দোষিতার কথা স্বীকার করলেন এবং এটি ছিল পৌলের জন্য আরও অনেক বেশি সম্মানের বিষয় যে, বিচারক নিজেই সকলের সামনে এ কথা স্বীকার করলেন এবং তাঁর মুখ থেকেই পৌলের নির্দোষিতা ঘোষিত হল, ঠিক যেভাবে পীলাত খ্রীষ্টের নির্দোষিতা ঘোষণা করেছিলেন (পদ ২৫): আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সে মৃত্যুর যোগ্য কোন অপরাধ করে নি। এই মামলাটির পূর্ণ শুনানির মধ্য দিয়ে এ কথা বোঝা গেছে যে, তাঁর বিরুদ্ধে আসলে কোন অভিযোগই যথার্থ নয় এবং এর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই নেই, আর সেই কারণে যদিও তিনি অভিযোগকারীদের পক্ষ নেওয়ার চিন্তাই বেশি করছিলেন, তথাপি তিনি তার নিজ বিবেকের তাড়নায় পৌলকে কোন ধরনের দোষে দোষী করতে পারলেন না। আর কেন তাহলে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিলেন না, যদি তিনি দোষী হওয়ার মত কিছু করে না থাকেন? এই কেন-র উত্তরে সত্যিকার অর্থে যা বলতে হয় তা হচ্ছে, তিনি অনেক বেশি চাপের মধ্যে ছিলেন যিহূদীদের পক্ষ থেকে এবং তিনি এই ভয় পাচ্ছিলেন যে, পৌলকে ছেড়ে দিলে আবার কি না তার উপরে সমস্ত ক্রোধ এসে পড়ে এবং তার বিরুদ্ধে মহা বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষেরই বিবেক থাকে যা তাকে যে কোন অন্যায্য কাজ করতে বাঁধা দেয়, কিন্তু বিবেকের ডাক শুনেও যখন একজন মানুষ তা মান্য করে না, তখন তাদের করুণা ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যায় না। অথবা এও হতে পারে যে, তিনি এত বেশি ধোয়া দেখছিলেন যে, আগুন কোথাও না কোথাও না থেকে পারেই না– এমনটা তিনি চিন্তা করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত না হলেও তিনি দ্বিধান্বিত থাকার কারণে তাঁকে বন্দীই রেখে দিলেন।

৪. তিনি সকলকে এই মামলার বর্তমান অবস্থার কথা জানালেন। তিনি বললেন যে, বন্দী

নিজেই সম্রাটের কাছে আপীল করেছেন (যেখানে আপীল করার মধ্য দিয়ে পৌল এই মামলাতে এক বাড়তি সম্মান আরোপ করেছেন, যেভাবে একজন মহান মানুষ সম্পর্কে জানাটা দারুন এক সুযোগ বলে গণিত হয়) এবং তিনি তাঁর এই আপীলের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন: আমি তাঁকে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এভাবেই মামলাটি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গেল।

৫. তিনি এই বিষয়টি শান্তভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য তাদের সাহায্য কামনা করলেন, কারণ এখন তাদের বাঁধাগ্রস্থ হওয়ার কোন ভয় নেই, যেহেতু তারা তাঁকে আপীলের জন্য সম্রাটের কাছে পাঠাবেনই, শুধু এখন তারা সম্রাটের কাছে তাঁকে পাঠানোর ব্যাপারে কী যুক্তি উপস্থাপন করা যায় বা মামলার বর্ণনা সম্পর্কে কী লিখে পাঠানো যায় সে বিষয়ে জানার জন্যই পৌলকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে যেন তিনি তাঁর কথা বলেন এবং আগ্রিপ্প তার মতাম জানাতে পারেন, পদ ২৬, ২৭।

(১) তিনি ভেবেছিলেন যে, একজন অপরাধীকে বিশেষ করে রোমের মত এত দূরবর্তী স্থানের প্রেরণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তার অপরাধের সুস্পষ্ট বিবরণ লিখে তারপর তাকে প্রেরণ করা উচিত, যাতে করে সম্রাট এই বিবরণ পড়ে মামলার ইতিহাস এবং অগ্রগতি সম্পর্কে বুঝে নিতে পারেন এবং বিচারের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন, তার যাতে কোন সময় নষ্ট না হয়, কারণ তিনি একজন ব্যস্ত মানুষ এবং সেই কারণে তাকে প্রত্যেকটি কাজই ঘড়ি ধরে এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় করতে হয়।

(২) তথাপি তিনি পৌল সম্পর্কে তেমন কোন কিছুই লিখতে পারলেন না; তাকে পৌলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো জানানো হয়েছিল সেগুলো তার কাছে অত্যন্ত দ্বিধাজনক ছিল, আর সেই কারণে ফীস্ট প্রতিবেদনটি একদমই তৈরি করতে পারলেন না। সেই কারণে তিনি চাইলেন যেন পৌলকে এভাবে জনসমক্ষে বিচারে দাঁড় করানো হয় এবং এতে করে যেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারেন। দেখুন, যারা সে সময় রোম সরকারের অধীনে থেকেও রোম থেকে বহু দূরে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন, তাদের প্রশাসন এবং বিচার কাজ পরিচালনা করা কতটা দুরূহ ছিল। এভাবেই মধ্যযুগে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে এই একই সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়, যখন ধর্মীয় প্রশাসন ও অনুশাসন রোমের পোপ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং যত প্রকার বিচার আচার ও শুনানি সেখানেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সেই একই ভুল এবং একই ভ্রান্তি খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, যা আমাদেরকে এক সময় রোমীয়দের মতই পার্থিব নিয়ম নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২৬

আমরা পৌলকে রেখে এসেছি আদালতের কাগড়ায়। সেখানে ফীস্ট, আগ্রিপ্প, বর্ণীকি এবং কৈসরিয়ার সমস্ত শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সেখানে আসন গ্রহণ করেছেন পৌল তাঁর নিজের পক্ষে কী কথা বলেন তা শোনার জন্য। এখন এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো:-

ক. তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিলেন, যিহূদীদের মিথ্যে অভিযোগের প্রত্যুত্তরে। এবং এখানে আমরা দেখবো:-

১. রাজা আগ্রিপ্পের প্রতি তার বিনম্র সম্বোধন এবং সম্ভাষণ জ্ঞাপন, পদ ১-৩।

২. তাঁর জন্মস্থান, শিক্ষা, ফরীশী হিসেবে তাঁর পেশা সম্পর্কে তার বিবরণ, তিনি যে মূল নীতি নিয়ে কথা বলেছিলেন, যা সদ্দূকীরা মানে না, অর্থাৎ "মৃতদের পুনরুত্থান" তা নিয়ে তাঁর যুক্তি উত্থাপন এবং তা নিয়ে বিরোধের বিবরণ, যদিও তিনি প্রথাগত আইন-কানুন ও রীতি-নীতি মানা না মানা নিয়ে কট্টরপন্থী ছিলেন না, পদ ৩-৮।

৩. খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিষয়ে তাঁর আগ্রহের সূচনা এবং এই ধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার ঘটনা, যেখানে থেকে তাঁর জীবন নতুন করে শুরু হয়েছে, পদ ৯-১১।

৪. খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার জন্য তাঁর আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় মন পরিবর্তনের ঘটনা, পদ ১২-১৬।

৫. তিনি স্বর্গ থেকে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ব্যাপারে যেভাবে নির্দেশনা লাভ করলেন, পদ ১৭, ১৮।

৬. এই নির্দেশনা অনুসারে তাঁর কাজে নিযুক্ত হওয়া, যার ফলে যিহূদীরা তাঁর কাজে বিঘ্ন পেয়েছিল এবং তারা তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করেছিল, আয়াদ ১৯-২১।

৭. সেই শিক্ষা যা তিনি অযিহূদীদের মধ্যে দান করছিলেন, যা যিহূদী রীতি নীতির বিরোধী বলে করা হলেও তা কখনোই যিহূদী ব্যবস্থার বিরোধী ছিল না বরং তা যিহূদী ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা সাধন করেছে, পদ ২২, ২৩।

খ. এই জবানবন্দীর প্রতিক্রিয়ায় যে সমস্ত মন্তব্য করা হল:-

১. ফীস্ট ভাবলেন যে, তিনি এর আগে কখনো কোন মানুষকে এতটা পাগলামিসূচক কথা

বলতে দেখেন নি এবং তিনি তাঁকে কতকটা পাগল বলেই সাব্যস্ত করলেন, পদ ২৪। তিনি তাঁর উত্তরে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা অন্যায় বলে জানালেন এবং তিনি এই বিষয়টি রাজা আগ্রিপ্পের বিবেচনায় রাখলেন, পদ ২৫-২৭।

২. রাজা আগ্রিপ্প আরও বেশি নিবিষ্টভাবে এবং ধীর চিত্ত নিয়ে চিন্তা করলেন এবং তিনি দেখলেন যে, তিনি এর আগে কখনো কাউকে এতটা সংযত হয়ে এবং এতটা দৃঢ় চিত্ত নিয়ে কথা বলতে শোনেন নি, কারণ তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে স্বীকার করছিলেন যে, তিনি তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করেছেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। আগ্রিপ্প এ কথা বললেন যে, পৌল তাকেও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী করার চেষ্টা করছেন (পদ ২৮) এবং পৌলও এ কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি চান যেন তিনি মন পরিবর্তন করেন, পদ ২৯।

৩. তারা সকলে এই বিষয়ে একমত হলেন যে, পৌল একজন নির্দোষ ব্যক্তি এবং তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত, কিন্তু সকলে তাঁর প্রতি দুঃখ করতে লাগল, যেহেতু তিনি কৈসরের কাছে আপীল করেছিলেন বলে এখনই তিনি মুক্ত হতে পারছেন না, পদ ৩০-৩২।

প্রেরিত ২৬:১-১১ পদ

আগ্রিপ্প ছিলেন এই সমাবেশের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, তিনি ছিলেন রাজা উপাধি ধারী, যদিও সম্রাটের অধীনে থেকে তার ক্ষমতা একজন শাসনকর্তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। তবে তিনি এখানে ফীস্টের চেয়ে উচ্চপদস্থ না হলেও তার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সে কারণে ফীস্ট বিচার কাজ শুরু করলেন আগ্রিপ্পকে সম্বোধন করে এবং তিনি পৌলকে আগ্রিপ্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে কথা বলতে অনুমতি দিলেন, পদ ১। পৌলকে কথা বলার এই অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। যারা কথা বলার জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকেন না কিংবা সময় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, তারা সময় হলে যথোপযুক্তভাবে সমস্ত কথা বলেন। যিহূদীরা তাঁকে এই সুযোগটি দেয় নি, কিংবা দেওয়ার চিন্তাও করে নি; কিন্তু আগ্রিপ্প সহজেই তাঁকে কথা বলার সুযোগ দিলেন। আর পৌলের যুক্তি ছিল অত্যন্ত যথার্থ এবং উত্তম, যে কারণে তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর কোন উকিলের প্রয়োজন ছিল না, তাঁর পক্ষে কথা বলার মত তর্তুল্লের মত বাকচতুর কারও অভাব পৌল বোধ করেন নি। তাঁর দেহভঙ্গি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে: পৌল হস্ত বাড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন, যিনি কোন বন্দীত্বের অধীনে নেই, বরং সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং স্বাধীন একজন ব্যক্তি তিনি। এছাড়া এই দেহভঙ্গির মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি যে কথা বলছেন তাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এবং তিনি চান যেন সকলে তাঁর কথায় মনোযোগী হয়। লক্ষ্য করুন, তিনি নীরব থাকার জন্য কৈসরের কাছে আপীল করাকে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন নি, তিনি বলেন নি যে, "স্বয়ং সম্রাটের সামনে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আর কোন কথা বলবো না।" বরং তিনি আনন্দের সাথে তিনি যে নীতির অধীনে কাজ করে চলেছেন সে সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ

পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করলেন। আমাদেরকে সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত যাতে করে আমরা যে আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে কাজ করি তা যদি কেউ কখনো জানতে চায় তাহলে আমরা যেন তা খুব সহজেই সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করতে পারি, ১ পিতর ৩:১৫। এখন পৌলের বক্তব্যের এই প্রথম অংশে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পৌল আগ্রিপ্পের প্রতি বিশেষ সম্মান জ্ঞাপনপূর্বক সম্বোধন করলেন, পদ ২, ৩। তিনি ফীলিক্সের কাছে আনন্দের সাথে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন, কারণ তিনি বহু দিন এই জাতির বিচার করেছেন, প্রেরিত ২৪:১০। কিন্তু আগ্রিপ্প সম্পর্কে তার ধারণা ছিল আরও সমৃদ্ধ। লক্ষ্য করুন:-

১. যিহূদীদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে এবং বহু অন্যায় দোষে দোষীকৃত ও অভিযুক্ত হওয়ার পর তিনি আজ আত্মপক্ষ সমর্থন এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন; কারণ এতে করে তিনি তাঁর প্রৈরিতিক দায়িত্ব কিছুটা হলেও পালন করতে পারছিলেন। শাসন কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের একটি বিধান, যার সুফল আমাদের সকলেরই ভোগ করা উচিত এবং আমাদের সকলকে এর প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত।

২. যেহেতু তাঁকে নিজের পক্ষে কথা বলতে বলা হয়েছে, সে কারণে তিনি রাজা আগ্রিপ্পের সামনে কথা বলতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন, যিনি নিজে যিহূদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন, যিনি অন্য যে কোন রোমীয় শানকর্তাদের চেয়ে যিহূদী নিয়ম কানুন ও রীতি-নীতি আরও ভালভাবে বুঝবেন: আমি জানি যে, যিহূদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও তর্ক সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। সম্ভবত আগ্রিপ্প একজন অন্যতম বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বিশেষভাবে যিহূদী ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি যিহূদী ধর্মের সমস্ত ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি সম্পর্কে খুব ভাল করে জানতেন এবং তিনি যিহূদীদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কেও খুব ভাল করে জানতেন। এছাড়া সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি নিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠতো সেগুলোও তিনি খুব ভালভাবে জানতেন এবং তিনি এ নিয়ে খুব ভালভাবে যুক্তি উত্থাপন করতে পারতেন, এমন কি তিনি এমনভাবে অনেক বিষয়ে নিয়ে বিতর্ক করতে পারতেন যেন তিনি এ বিষয়ে যিহূদীদের চেয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। আগ্রিপ্প পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন এবং যীশুই খ্রীষ্ট কি না সে বিষয়ে তিনি পৌল এবং যিহূদীদের মধ্যকার বিবাদ অন্য যে কোন লোকের চেয়ে ভালভাবে মধ্যস্থতা করতে পারবেন। একজন প্রচারকের জন্য এটি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যখন তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান কারও সাথে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ পান এবং তারা যখন যুক্তি দিয়ে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। যখন পৌল বলেছিলেন, আমি যা বলি, তোমরা তা বিচার করে দেখ, তখনও তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের বুদ্ধিমান জেনে বলছি, ১ করিন্থীয় ১০:১৫।

৩. এই কারণে তিনি এই আবেদন করলেন যেন তিনি তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, *makrothymos*– ধৈর্য ধারণ করে। পৌল এক বিরাট বক্তব্য রখার জন্য প্রস্তুতি

নিচ্ছিলেন এবং তিনি এই আবেদন করছিলেন যেন আগ্রিপ্প তাঁর কথা শোনেন, যেন তিনি অধৈর্য না হন। তিনি এক সরল স্বীকারোক্তি দানের পরিকল্পনা করছিলেন এবং তিনি চাইছিলেন যেন আগ্রিপ্প মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শোনেন এবং তিনি কোনভাবেই রাগান্বিত হয়ে না ওঠেন। আগ্রিপ্পকে পৌলের ভয় করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, যেহেতু তিনি রোম সরকারের অধীনে একজন শাসনকর্তা হলেও তিনি যিহূদী ছিলেন এবং তিনি যিহূদী রীতিনীতি ও আইন-কানুনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তিনি যিহূদী খামিতে অনেকটাই আচ্ছন্ন ছিলেন এবং আর সেই কারণে অযিহূদীদের প্রেরিত হিসেবে পৌলের উপরে তার ক্রোধ ও রাগ থাকতেই পারে; এই কারণে পৌল তাঁকে শান্ত করতে চাইছিলেন: অতএব নিবেদন করি, সহিষ্ণুতাপূর্বক আমার কথা শ্রবণ করুন। নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের বিশ্বাস প্রচার করার সময় আমরা নিদেন পক্ষে যা আশা করতে পারি তা হচ্ছে, এই প্রচার যেন ধৈর্য সহকারে শোনা হয়।

খ. তিনি এই কথা ঘোষণা করলেন যে, যদিও তিনি এক স্বধর্ম ত্যাগী হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এবং ঘৃণিত হয়েছেন, তথাপি তিনি প্রথম জীবনে যে সমস্ত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, তা তিনি এখনও অনুশীলন করেন; তাঁর ধর্ম সবসময় তাঁর পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে গঠিত ছিল; এবং তিনি এখন পর্যন্ত এই নীতিতেই অটল রয়েছেন।

১. এখানে দেখুন, যুবক বয়সে তাঁর ধর্ম কোন অবস্থানে ছিল: তাঁর জীবন যাপন প্রণালী ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে সকলেই জানেন, পদ ৪, ৫। তিনি তাঁর নিজ জাতির মাঝে জন্ম গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি যিরূশালেমে বড় হয়েছেন। যদিও তিনি তাঁর জীবনের বহু সময় পার হওয়ার পর অযিহূদীদের সাথে মেলামেশা শুরু করেছেন (যা যিহূদীদের মাঝে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল), তথাপি যখন তিনি পৃথিবীতে পা ফেললেন, তখন তিনি পুরোপুরিভাবে যিহূদী ভাবধারায় চালিত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে যিহূদী ধর্ম ব্যতীত অন্য আর কোন চিন্তা ছিল না। তাঁর শিক্ষা অপরিচিত বা অস্পষ্ট কোনটাই ছিল না; তিনি তাঁর নিজ জাতির মাঝে যিরূশালেমেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তা বিকাশ লাভ করেছিল। যারা তাঁকে প্রথম থেকে চিনতো, তারা তাঁর শুরু দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি একজন ফরীশী হবেন, কারণ তিনি শুধু যে যিহূদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন তা নয়, তিনি সকল যিহূদী আচার ও আইন-কানুন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। তিনি শুধু যে সাধারণভাবে রীতি-নীতি অনুসরণ করতেন তা নয়, বরং তিনি অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন রীতিনীতিগুলোও খুব সততার সাথে এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং মান্য করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করতেন। তিনি শুধুমাত্র নামেই ফরীশী ছিলেন না, তিনি একজন ফরীশী হিসেবেই জীবন ধারণ করতেন। যারা তাঁকে চিনতো তারা সকলেই তাঁকে এমন একজন ফরীশী হিসেবে চিনতো, যিনি জীবনে সবসময় নিয়ম নীতিতে অটল থেকেছেন এবং কখনোই তিনি কোন বিষয়ে আপোষ করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন ফরীশীদের মধ্যে অত্যন্ত ভাল; কারণ তিনি স্বয়ং গমলীয়েলের পায়ের কাছে বসে বড় হয়েছেন, যিনি ছিলেন হিল্লেলের শিক্ষালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ একজন রব্বি, যা খ্যাতি ও উৎকর্ষের দিক থেকে শামাই এর শিক্ষালয়

থেকে আরও বেশি খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। যেহেতু পৌল একজন ফরীশী ছিলেন এবং একজন খাঁটি ফরীশী হিসেবে জীবন ধারণ করেছেন:-

(১) সেহেতু তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, একজন বিদ্বান ব্যক্তি এবং তিনি কোন অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কিংবা নিরক্ষর মানুষ ছিলেন না। ফরীশীরা আইন এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব ভাল জানতেন এবং তারা এর প্রথাগত অনুশীলনে অভ্যস্ত ছিলেন। অন্যান্য প্রেরিতদের জন্য এটি বেশ অবমাননাকর একটি বিষয় যে, তারা কেউ এতটা শিক্ষিত ছিলেন না, কারণ তারা সকলে জেলে ছিলেন, প্রেরিত ৪:১৩। এই কারণে অবিশ্বাসী যিহূদীরা সকলেই কোন অজুহাত না দেখিয়ে সরে পড়েছিল, আর এখানে একজন প্রেরিত এসেছেন, যিনি একজন স্বনামধন্য শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

(২) তিনি ছিলেন একজন নীতিবান মানুষ, একজন গুণী মানুষ, যিনি কোন বখে যাওয়া কিংবা বিপথে যাওয়া যুবক নন। যদি তিনি একজন ফরীশী হিসেবেই জীবন ধারণ করে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মদ্যপায়ী কিংবা জেনাকারী কোনটাই ছিলেন না; এবং যেহেতু তিনি একজন যুবক ফরীশী ছিলেন, সেহেতু আমরা আশা করতে পারি যে, তিনি মোটেও অন্যান্য ফরীশীদের মত ভণ্ড এবং অন্যায় অত্যাচারী ছিলেন, যারা জোর করে বি-ধবাদের সম্পত্তি গ্রাস করতো। কিন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে আইনের দৃষ্টিতে মোটেও অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না এবং তিনি তাঁর সারা জীবনে সবসময় সৎ থেকেছেন। তাঁকে কোন ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেত না। তাঁকে এই বলেও অভিযুক্ত করা যাবে না যে, তিনি তাঁর ধর্ম সম্পর্কে জানতেন না বলেই তা ত্যাগ করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন অতি বিদ্বান ব্যক্তি। সে কারণে বলা যায়, তিনি এই ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন কারণ তিনি আসলে তা ভালবাসতেন না, কিংবা তিনি এর রীতি-নীতি বা আইন-কানুনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ যেহেতু তিনি একজন বিবেকবান মানুষ ছিলেন, সে কারণে তিনি কোন ধরনের অনৈতিকতা সহ্য করতে পারতেন না।

(৩) তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া যিহূদী, যার মাঝে ছিল যিহূদী ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং তিনি কোন বিশ্বাস বিহীন বা নাস্তিক ব্যক্তি ছিলেন না, কিংবা তিনি কোন অনৈতিক নীতিতে চালিত হতেন না। তিনি ছিলেন একজন ফরীশী, যারা সদ্দূকীদের ঠিক বিপরীত; তিনি পুরাতন নিয়মের সেই সমস্ত পুস্তককে গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলোকে সদ্দূকীরা ত্যাগ করেছিল। তিনি আত্মার পৃথিবীতে বিশ্বাস করতেন, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, শরীরের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন এবং ভবিষ্যতে পুরস্কার এবং শাস্তির নিয়ম আছে বলে বিশ্বাস করতেন, যা সকল সদ্দূকীরা অস্বীকার করতো। তারা এ কথা বলতে পারবে না যে, তিনি কোন নীতির অভাবে তাঁর ধর্ম ত্যাগ করেছেন, কিংবা কোন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ না পাওয়ায় তাঁর ধর্ম ত্যাগ করেছেন। না, তিনি সবসময়ই প্রাচীন কালে পূর্বপুরুষদের কাছে ঈশ্বরের করা প্রতিজ্ঞার প্রতি অটল শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করে এসেছেন এবং তিনি এই প্রতিজ্ঞার উপরেই তাঁর সমস্ত আশা বেধেছিলেন।

এখন যদিও পৌল খুব ভাল করেই এ কথা জানতেন যে, এই সব কিছুই তাঁকে ঈশ্বরের সামনে সম্পূর্ণ ধার্মিক ও ন্যায়বান বলে সাব্যস্ত করবে না, তথাপি তিনি জানতেন যে, এর ফলে তিনি যিহূদীদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র বলে গণ্য হবেন, আর এই বিষয়টি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল– *ad hominem*– যা আগ্রিপ্প অনুভব করেছিলেন যে, তিনি এমন মানুষ নন যা তারা অভিযোগ হিসেবে উত্থাপন করছে। যদিও তিনি তা ক্ষতি বলে ধরেছিলেন, তথাপি তিনি যে এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে জয় করেছিলেন সে কথা তিনি বুঝেও বুঝতে পারেন নি। তথাপি তিনি এ কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন খ্রীষ্টের সম্মানার্থে তাঁর প্রয়োজন ছিল। তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, এই সময়ে তিনি আসলে স্বর্গীয় আইনের আত্মিক প্রকৃতির ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন এবং অন্তরের ধর্ম সম্পর্কে তিনি একেবারেই জানতেন না, সেই সাথে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর ধার্মিকতা পুনরুদ্ধার না করেন, তাহলে তিনি কোন মতেই স্বর্গে যেতে পারবেন না; তথাপি তিনি এই কথা ভেবে কিছুটা সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি তাঁর মন পরিবর্তনের আগে কোন নাস্তিক বা মিথ্যে ধর্মের অনুসারী ছিলেন না, কোন মন্দ মানুষ ছিলেন না, বরং তিনি যে আলো অনুসরণ করছিলেন, তা তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে সৎ বিবেকে পালন করে এসেছেন।

২. এখানে দেখুন, তাঁর ধর্ম আসলে কী ছিল। তিনি অবশ্যই এমন উৎসাহ উদ্দীপনা অনুভব করেন নি তাঁর ধর্ম নিয়ে যখন তিনি তাঁর যুবক বয়সে ব্যবস্থার আইন পালন করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, যিহূদী ধর্মের যে সকল প্রতীকী উৎসর্গ এবং উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তা সেই মহান ক্রুশীয় উৎসর্গের মধ্য দিয়ে এসব কিছুর প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ করা হয়েছে। তিনি মনে করেন আনুষ্ঠানিক অশুচি হওয়া এবং পাক পবিত্র হওয়ার বদলে আসলে বিবেককে শুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং যীশু খ্রীষ্টের পুরোহিতত্ব লেবীয় পুরোহিতত্বের সকল ধারাকে বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাঁর ধর্মের যে মূল নীতিতে তিনি প্রথম থেকে অটল ছিলেন তা এখনও সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে এবং তিনি আরও বেশি করে তাতে স্থির থাকার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছন এবং তিনি এর নীতিতে চিরকাল আবদ্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে চান।

(১) তাঁর ধর্ম তৈরি হয়েছে পূর্বপুরুষদের প্রতি ঈশ্বরের কৃত প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করে, যা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন এবং এর উপরেই তিনি তাঁর আত্মার সকল ইচ্ছা ও পরিকল্পনা স্থির করেছেন। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে স্বর্গীয় অনুগ্রহের উপরে এবং এই অনুগ্রহ প্রকাশিত এবং হস্তান্তরিত হয়েছে অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হচ্ছে তাঁর ধর্মের নির্দেশনা এবং ভিত্তি, যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে, যা সকল ব্যবস্থার আইনের চেয়েও বহু আগের, বহু প্রাচীন। এ সেই চুক্তি যা ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করেছিলেন এবং যে নিয়ম ঈশ্বর-কর্তৃক পূর্বে স্থির হয়েছিল, চারশো ত্রিশ বৎসর পরে উৎপন্ন ব্যবস্থা সেই নিয়মকে উঠিয়ে দিতে পারে না, যা প্রতিজ্ঞাকে বিফল করবে, গালাতীয় ৩:১৭। খ্রীষ্ট এবং স্বর্গ হচ্ছে এই সুসমাচারের দু'টি প্রধান মতবাদ– ঈশ্বর আমাদেরকে অনন্ত জীবন দান করেছেন এবং এই জীবন তিনি দান করেছেন তাঁর নিজ পুত্রের মধ্য দিয়ে। এই চুক্তির কারণে আমাদের ফিরে তাকাতে হতে পারে পূর্বপুরুষ

আদমের দিকে, যার স্ত্রী হাওয়ার গর্ভে এসেছিল মানব জাতির বীজ এবং সেই সময় থেকেই ঈশ্বর তাঁর চুক্তি স্থাপন করেছেন। তিনি এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম স্থান করেন অব্রাহামের সাথে, যা বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বর হবেন এবং তিনি তাঁকে এক নতুন বংশ দান করবেন। প্রথমটি যীশু খ্রীষ্টকে বোঝায় এবং দ্বিতীয়টি স্বর্গকে বোঝায়। কারণ যদি ঈশ্বর তাকে একটি শহর তৈরি করে না দেন, তাহলে তিনি তাঁকে তাদের ঈশ্বর বলে ডাকতে লজ্জিত হবেন, ইব্রীয় ১১:১৬।

(২) তাঁর ধর্ম এই প্রতিজ্ঞার আশার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি তাদের মত করে মাংস, মদ এবং মাংসিকতার বিরুদ্ধে রীতি-নীতি পালনে মনোযোগী হন নি (ঈশ্বর কখনো কখনো এ বিষয়ে দেখিয়েছেন যে, সত্যিকার খাঁটি আত্মা ধারণের তুলনায় এই সকল বিষয় কতটা তুচ্ছ), কিন্তু তিনি সবসময় ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে এসেছেন এবং তা মন প্রাণ দিয়ে পালন করে এসেছেন, যা তিনি প্রকাশ করেছেন সুসমাচারের মণ্ডলী স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে।

[১] তিনি প্রতিজ্ঞাত সন্তান যীশু খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন যে, তিনি তার মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন, তিনি তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবেন এবং তিনি সত্যিকার অর্থে অনুগ্রহ লাভ করবেন।

[২] তিনি স্বর্গের আশা করেছিলেন; এই বিষয়টি তুলনামূলক বিবৃতির মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে প্রেরিত ২৪:১৫ পদের সাথে, যেখানে বলা হয়েছে, আর এরাও যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে, সেরূপ আমি ঈশ্বরের উপরে এই প্রত্যাশা করছি যে, ধার্মিক অধার্মিক উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান হবে। মাংসের উপরে পৌলের কোন বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্টের উপরে ছিল। তিনি এই পৃথিবীর মহান মহান বিষয়ের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করেন নি, কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর চাইতে অন্য এক পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন; তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাঁর চোখ উন্মিলীত রেখেছিলেন।

(৩) এখানে তিনি সকল ধার্মিক যিহূদীর সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন; তাঁর বিশ্বাস শুধুমাত্র ব্যবস্থা অনুযায়ীই ছিল না, বরং সেই সাথে তা মণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ ছিল, যা মণ্ডলীর প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। যদিও তারা তাঁকে একজন অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল, তথাপি তিনি একা ছিলেন না: "আমাদের বারো বংশ, যিহূদী মণ্ডলীর দেহ, সর্বদা দিন এবং রাত ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তারা এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।" ইস্রায়েলের লোকেদেরকে বলা হয় বারো বংশ, কারণ তারা প্রথমে এমনই ছিল; এবং যদিও আমরা দশ বংশের ফিরে আসার ঘটনা দেখতে পাই না, তথাপি আমাদের এমনটা চিন্তা করার কারণ রয়েছে যে, প্রতিটি বংশ থেকেই কিছু কিছু করে লোকেরা ফিরে এসেছিল, তাদের নিজেদের দেশে ফিরে এসেছিল। হয়তো বা ক্রমান্বয়ে এদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসতে শুরু করে। খ্রীষ্ট বারো বংশের কথা বলেছেন, মথি ১৯:২৮। হান্না

ছিলেন আশের বংশের স্ত্রীলোক, লূক ২:৩৬। যাকোব তাঁর পত্র লিখেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বারো বংশের কাছে, যাকোব ১:১। "আমাদের বারো বংশ, যা একত্রিত হয়ে আমাদের জাতিতে রূপ দান করে, আমি নিজে যাদের মধ্যে একজন। এখন সকল ইস্রায়েল এই ওয়াদায় বিশ্বাস করার কথা ঘোষণা করছে, খ্রীষ্ট এবং স্বর্গ উভয়ের উপরে এবং তারা এর থেকে সুফল লাভের আশা করছে। তারা সকলে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে, আর আমরাও এই একই প্রতিজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে বিশ্বাস করেছি। তারা মৃতদের পুনরুত্থান এবং আসন্ন অনন্ত জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে, যার প্রতি আমিও আকাঙ্ক্ষা করি। কেন আমি এমন বিপজ্জনক এবং ভিন্ন মতের কোন কিছুও পরিচালনা দেব, কিংবা যিহূদী মণ্ডলীর বিরোধী কোন বিশ্বাস বা উপাসনা পালন করবো, যেখানে আমি তাদের মত একই মৌলিক নীতিতে বিশ্বাসী? আমি আশা করি কালের শেষে আমি সেই একই স্বর্গে যাব যেখানে তারা যাওয়ার আশা করে। যদি আমাদের গন্তব্য একই হয় তাহলে পথে যেতে কেন আমাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হবে?" শুধু তাই নয়, যিহূদী মণ্ডলী শুধু যে এই প্রতিজ্ঞার পুর্ণতা আশা করতো তা নয়, সেই সাথে তারা রাত ও দিন সার্বক্ষণিকভাবে ঈশ্বরের সেবা ও পরিচর্যা করতো। মন্দিরের দায়িত্বসমূহের মধ্যে ছিল অনেক ধর্মীয় দায়িত্ব, যা সকাল ও সন্ধ্যা, দিন ও রাত পালন করা হত এবং তা বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে পালন করা হত এবং তা পুরোহিত ও লেবীয়রা পালন করতেন, যারা ছিলেন সার্বক্ষণিক দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি, যারা অবিরতভাবে সেখানে অবস্থান করে জনতার সকল প্রকার উৎসর্গ ও উৎসর্গের উপরে হস্তার্পণ করতেন, বারো বংশের প্রতিনিধি হিসেবে, এই সেবা কাজ করা হত অনন্ত জীবনের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞার কারণে বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে এবং এর আশায় পৌল সার্বক্ষণিকভাবে ঈশ্বরের সেবা দিন ও রাত করে যাচ্ছেন তার পুত্রের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে; বারো বংশ তাদের প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে মোশির আইন পালন করে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি সেই একই প্রতিজ্ঞার প্রতি আশা রেখে কাজ করে যাচ্ছেন: "এই কারণে আমাদের তাদের মণ্ডলী থেকে প্রত্যাখ্যান করা একেবারেই অনুচিত হয়েছে, কারণ আমি যে প্রতিজ্ঞা অনুসরণ করি তারাও সেই একই প্রতিজ্ঞা অনুসরণ করে।" খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আরও বেশি করে তা করা উচিত, যারা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছে এবং একই স্বর্গে যাওয়ার আশা পোষণ করে, যদিও তাদের উপাসনা এবং প্রার্থনার ভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে এবং তবু তাদের উচিত খ্রীষ্টান ও যিহূদী যাতে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বজায় রেখে বাস করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য করা। কিংবা এখানে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের পথে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিল এবং তারা অত্যন্ত একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরের সেবা করতো এবং তাদের মনের মাঝে ঈশ্বর এবং তার পথের জন্য এক দারুন ভালবাসা ও উৎসাহ ছিল। তারা রাত দিন ঈশ্বরের উপাসনা ও পরিচর্যা করতেন, যেমন হান্না, যিনি কখনো মন্দিরে ছেড়ে বাইরে যেতেন না, বরং সবসময় সেখানে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা ও করতেন (এই একই শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে) দিন ও রাত রোজা রাখা এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, লূক ২:৩৭। "এই উপায়ে তারা তাদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার আশা করে থাকে এবং আমি আশা করি যে, তারা তা পাবে।" লক্ষ্য করুন, তারাই কেবলমাত্র এক দৃঢ় ভিত্তির

উপরে দাঁড়িয়ে অনন্ত জীবনের জন্য আশা করতে পারে, যারা অবিরাম ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ করে চলে। আর এই অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের গন্তব্য স্থির করা হলে আমরা আমাদের ধর্মীয় অনুশীলনে একাগ্রতা খুঁজে পাই। আর যারা সার্বক্ষণিকভাবে দিন রাত ঈশ্বরের পরিচর্যা করে চলে, তারা আমাদের পথের না হলেও তাদের প্রতি আমাদের সুবিবেচনা করা উচিত।

(৪) কীভাবে তিনি এখন কষ্টভোগ করছিলেন– সেই শিক্ষা প্রচার করার জন্য, যা তারা এখন বুঝতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করলেও এক সময় এটি তাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে: পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেই প্রতিজ্ঞার উপরে আশা পোষণ করায় আমার বিচার করা হচ্ছে। তিনি এই ওয়াদায় স্থির ছিলেন, আর তাই তিনি আইন-কানুনের বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন, যা এই প্রতিজ্ঞার বিরোধী ছিল: "এই আশা করার কারণেই, হে রাজা আগ্রিপ্প, আমি যিহূদীদের কাছে অভিযুক্ত হয়েছি– কারণ আমি তা করেছি যা আমি এই আশা অনুসারে আমার করা উচিত বলে আমি মনে করেছি।" মানুষের জন্য অন্যদের সেই ধর্মের শক্তিকে ঘৃণা করা এবং এর উপরে নির্যাতন চালানো খুবই সাধারণ, যা তাদের অনুসৃত ধর্মের সাথে মেলে না। পৌল এই আশা করেছিলেন যে, তারা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে (প্রেরিত ২৪:১৫) এবং তথাপি তারা নিজেদেরকে তার এই আশার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তারা তাঁকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এটি ছিল তার জন্য সম্মানের বিষয়, যখন তিনি একজন খ্রীষ্টান হিসেবে ইস্রায়েলের আশার জন্য কষ্টভোগ করেছিলেন, প্রেরিত ২৮:২০।

(৫) তিনি যে বিষয়টি সকলকে বোঝাতে চাইছিলেন তার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন (পদ ৮): ঈশ্বর যদি মৃতগণকে জীবিত করেন, তবে তা আপনাদের বিচারে কেন বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হয়? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই উক্তিটি পৌল হঠৎ করেই করেছেন; কিন্তু সম্ভবত বিষয়টি এই যে, এখানে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে পৌল তার চেয়েও আরও অনেক কিছু বলেছেন এবং তিনি মূলত এ কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, যিহূদী জাতির পূর্বপুরুষদের কাছে পুনুরুত্থান এবং অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং তিনি এ কথা প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি যে আশায় নিজেকে স্থির রেখেছিলেন, সেটাই ছিল সঠিক পথ, কারণ তিনি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন যিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন, যা ছিল সেই চির আকাঙ্ক্ষিত পুনরুত্থান যা পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। পৌল এই কারণে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ক্ষমতা সম্পর্কে জানার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন এবং এর প্রকৃত অর্থ জানতে হলে তাঁকে অবশ্যই মৃতদের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য লাভ করতে হবে; দেখুন ফিলিপীয় ৩:১০, ১১। এখন, তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অযিহূদী, কিংবা বলা যায় বেশির ভাগ, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বয়ং ফীস্ট এবং আমরা ধরে নিতে পারি যে, যখন তিনি পৌলকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলেন, যখন তারা পৌলকে পুনরুত্থানের কথা বলতে শুনলেন এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার কথা শুনলেন, যা বারো বংশ আশা করতো এবং অযিহূদীরা এর কারণে তাদেরকে ঠাট্টা করতো, যেমন করতো এথেনীয়রা, সে সময় অবশ্যই উপস্থিত শ্রোতারা মুখ টিপে

হাসতে শুরু করলেন এবং মনে করতে লাগলেন যে, পৌল খুবই অদ্ভুত এবং অবান্তর কথা বলছেন, যার ফলে পৌল এভাবে তাদেরকে যুক্তি সহকারে বোঝাতে শুরু করলেন। কী! আপনাদের কাছে কি এটা খুবই অবাক হওয়ার মত মনে হচ্ছে যে, ঈশ্বর মৃতদেরকে জীবিত করে তুলতে পারেন? এভাবেই উক্তিটিকে পড়া উচিত। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কি এই কথা বলেন নি যে, এই লোকদের অবশিষ্টাংশের দৃষ্টিতে তা যদি তৎকালে অসম্ভব বোধ হয়, তবে কি আমার দৃষ্টিতেও অসম্ভব বোধ হবে? সখরিয় ৮:৬। যদি যা প্রকৃতিগত কোন ক্ষমতার উর্ধ্বে হয়, তাহলে এটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ক্ষমতার বাইরে কিছু নয়। লক্ষ্য করুন, আমাদের এমন কথা চিন্তা করার কোন কারণ নেই যে, ঈশ্বর মৃতদেরকে জীবিত করে তুলছেন এ কথা একেবারেই অবান্তর। আমাদের এমন কোন কিছু বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে না যা একেবারেই অসম্ভব, যা একবারেই পরস্পর বিরোধী কোন কিছু। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মতবাদ ও শিক্ষায় আমাদের জন্য এই পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে যে, ঈশ্বর নিজে এই কাজ করতে সক্ষম, বিশেষ করে তিনি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এই প্রমাণ হাজির করেছেন। ঈশ্বর কি এমন একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতাধর ঈশ্বর নন, যার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়? তিনি কি এই পৃথিবীকে শূন্য থেকে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করে সৃষ্টি করেন নি? তিনি আমাদের দেহকে মাটি থেকে তৈরি করেন নি এবং তাতে ফুঁ দিয়ে আমাদের মাঝে প্রাণ বায়ুর সঞ্চার করেন নি এবং তাতে জীবন দেন নি? তাহলে কি তিনি আবারও আমাদের এই শরীর মৃত্যুবরণ করলে তাতে জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবেন না? আমরা কি প্রকৃতির মাঝে এই পুনরুত্থানের ধারা দেখতে পাই না? শীতের শেষে কি সঞ্জীবনী বায়ু নিয়ে বসন্ত আবার ফিরে আসে না? সূর্যের কিরণে কি মৃত উদ্ভিদ আবারও জীবন ফিরে পায় না এবং এটি কি আমাদের চোখে অবাক লাগার মত বিষয় হওয়া উচিত যে, ঈশ্বর এভাবে মৃতদের জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন?

গ. তিনি এ কথা সকলকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি যখন একজন ফরীশী ছিলেন, সে সময় তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করতেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি সারা জীবন তা-ই থাকবেন এবং ঠিক সেই সময় খ্রীষ্ট তার জীবনের সমস্ত চিন্তা এবং পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। এ কথা তিনি উল্লেখ করেছেন:-

১. এটি দেখানোর জন্য যে, তাঁর একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়া এবং ধীরে ধীরে একজন খ্রীষ্টান শিক্ষাদাতা হয়ে ওঠা যিহূদী ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধা বা অপছন্দ, কিংবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি ক্রমান্বয়ে ভাল লাগা তৈরি হওয়ার কারণে হয় নি। তিনি এ কথা কখনোই দাবী করেন নি যে, তিনি বুঝে শুনে এবং যুক্তি দিয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন, বরং তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে তবেই এক নিমিষে তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন। এক লহমাতেই যার প্রতি তাঁর চরম বিদ্বেষ এবং বিতৃষ্ণা ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল ভালবাসায়। তিনি একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হলেন এবং শুধু তাই নয়, তিনি একজন যোগ্য প্রচারকতে পরিণত হলেন। সুতরাং তিনি স্পষ্টভাবে এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি এক আশ্চর্য উপায়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। আর তা শুধু

তার নিজের ক্ষেত্রে নয়, বরং তিনি বলবেন যে, অন্যদের জন্যও তা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মহান সত্যের এক অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য।

২. সম্ভবত তিনি এই সকল কথা বলেছিলেন যাতে করে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এবং নির্যাতনকারীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে সুযোগ পান, যে পথ খ্রীষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর অমর উক্তির মধ্য দিয়ে: তারা জানে না যে, তারা কী করছে। পৌল নিজে একবার এই কাজ করেছিলেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্যকে নির্যাতন করে হত্যা করার কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আর এখন তিনি নিজেই সেই অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছেন, হতে চলেছেন, কিন্তু তিনি এখন আর এর জন্য উল্টো দোষারোপ করছেন না, বরং তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করতে চাইছেন। লক্ষ্য করুন:-

(১) তিনি তাঁর আগের জীবনে কত না বোকামি করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন (পদ ৯): আমিই তো মনে করতাম যে, নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করা আমার কর্তব্য। তিনি যে ধর্ম ও যে মত অনুসরণ করতেন তা সব ক্ষেত্রেই নাসরতীয় যীশুর বিরোধী ছিল, তাঁর শিক্ষা ও তাঁর ধর্মীয় মতের বিরোধী ছিল, তাঁর সম্মান ও তাঁর স্বার্থের বিরোধী ছিল। এই নামে কোন ক্ষতি বা কোন অমঙ্গলই ছিল না, তথাপি যেহেতু খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল তার সাথে এর কোন মিল ছিল না সে কারণে তিনি এই ধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিলেন এবং এর বিনাশ ও ধ্বংস দেখার জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ভাবতেন যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী এবং এই ধর্ম যারা প্রচার করে তাদের নির্যাতন করে তিনি ভাল কাজ করেছেন। লক্ষ্য করুন, এমন অনেকেই থাকতে পারে, যারা খুবই ভাল কাজ করছে বলে আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু তারা আসলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই সবচেয়ে মহা পাপ করে চলেছে প্রতি নিয়ত। এমনই একজন ছিলেন পৌল নিজে। যারা তাদের ভাইদেরকে ঘৃণা করেছে এবং তাদেরকে সমাজচ্যুত করেছে ও অনেকেকে হত্যা করেছে, তারাই আবার বলেছে, প্রভু গৌরবান্বিত হোন, যিশাইয় ৬৬:৫। ধর্মের রং চড়িয়ে এবং এর আবরণে থেকে যারা সবচেয়ে ঘৃণিত এবং বর্বর কাজ করে, তারা যে শুধু প্রশংসিত হয় তা-ই নয়, সেই সাথে তারা ধার্মিক বলে সাব্যস্ত হয় এবং তারা সম্মানের উচ্চ শিখর লাভ করে, যোহন ১৬:২।

(২) তিনি তাঁর এই কাজে কেমন ভয়ঙ্কর ছিলেন, পদ ১০, ১১। বিবেককে ভুল তথ্য দেওয়া হলে এর চেয়ে ভয়ানক এবং প্রাণঘাতী নীতি আর হয় না। যখন পৌল মনে করেছিলেন যে, তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায় তা করা, তখন তিনি তা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি এ ধরনের কী কী কাজ করেছেন এবং তিনি এমন একজন ব্যক্তির মত এই কাজ করেছিলেন যিনি সত্যিকার অর্থে এই কাজের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং তিনি সত্যিকার অর্থেই এখন এর জন্য অনুতপ্ত: আমি ছিলাম একজন ঈশ্বরনিন্দাকারী, একজন নির্যাতনকারী, ১ তীমথিয় ১:১৩।

[১] তিনি খ্রীষ্টানদের দ্বারা কারাগার পূর্ণ করেছিলেন, যেন তারা ছিল সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধী, তাই তিনি শুধু যে তাদেরকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন তা-ই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি তাদেরকে লোকদের চোখে ঘৃণ্য এবং মৃত্যুর যোগ্য বলে দেখাতে চেয়েছেন। তিনিই ছিলেন সেই শয়তান, যে খ্রীষ্টানদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন (প্রকাশিত বাক্য ২:১০)। তাদেরকে তিনি বন্দী করতেন এবং সেখানে তাদেরকে নির্যাতন করতেন। আমি অনেক ঈশ্বরভক্ত মানুষকে কারাগারে বন্দী করেছি (প্রেরিত ২৬:১০), নারী এবং পুরুষ উভয়কে, প্রেরিত ৮:৩।

[২] তিনি নিজেকে মহাপুরোহিতের হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন। তার কাছ থেকেই তিনি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পেয়েছিলেন, যার বলে তিনি একজন অধীনস্থ কর্মকর্তার মত করে সমস্ত কাজ করতেন এবং তিনি এই ধরনের অত্যাচারের কাজ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন।

[৩] তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, বিশেষভাবে স্তিফানের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় আমরা তা দেখতে পাই, যার মৃত্যুতে পৌল (সে সময় যাকে বলা হত শৌল) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন (প্রেরিত ৮:১) এবং তিনি নিজেকে পরিণত করেছিলেন *particeps criminis*– অপরাধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে। সম্ভবত তিনি তাঁর মহা আগ্রহের কারণে যদিও যুবক ছিলেন, তথাপি সেনহেড্রিনের একজন সদস্য হয়েছিলেন এবং সেখানে খ্রীষ্টানদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালানোর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিংবা তারা এই সকল নির্যাতনের কাজ শুরু করার পর তিনি তাতে সায় দিয়েছিলেন এবং তার জন্য প্রশংসা করেছিলেন, আর এইভাবে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন অপরাধী হিসেবে, *ex post facto*– মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর, যেন তিনি ছিলেন একজন বিচারক বা রায় প্রদানকারী।

[৪] তিনি তাদেরকে এক অস্বাভাবিক শাস্তির প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসলেন। তিনি তাদেরকে সমাজ-ঘরে নিয়ে আসতেন এবং এখানে এসে তিনি তাদেরকে বেত্রাঘাত করাতেন সমাজ-ঘরের নেতাদের সামনে। তিনি বহু খ্রীষ্টিয়ানকে অত্যাচার নির্যাতন করেছেন; শুধু তাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সময় তিনি একই ব্যক্তিকে একাধিকবার অত্যাচার করেছেন, যেভাবে পরবর্তীতে তিনি নিজে পাঁচ বার নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন, ২ করিন্থীয় ১১:২৪।

[৫] তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের ধর্মের জন্য নির্যাতন করেন নি, সেই সাথে তিনি তাদেরকে ভয় দেখিয়ে এবং অত্যাচার করে গর্ব অনুভব করতেন। তিনি তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে বলতেন: "আমি তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি ঈশ্বরনিন্দা করতে বাধ্য করতাম এবং তাদেরকে এ কথা বলতে বাধ্য করতাম যে, খ্রীষ্ট একজন ধোঁকাবাজ এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করে প্রতারিত হয়েছে– তাদেরকে এখন তাদের প্রভুকে ত্যাগ করতে হবে এবং তাঁর সকল বাধ্য বাধকতাকে অভিশাপ দিয়ে তা

ত্যাগ করতে হবে।" মানুষের বিবেকের চাইতে আর কিছুই নির্যাতনকারীদের উপরে ভারী হয়ে চেপে বসতে পারে না, এই কারণে যখন তার মধ্যে বিবেক জাগ্রত হয় নি, সে সময় তিনি খ্রীষ্টানদেরকে নির্যাতন করে এবং তাদেরকে হত্যা করে কত না অপরাধ করেছেন। তিনি আক্ষরিকভাবে তাদের উপরে রেগে আগুন হয়ে থাকতেন এবং তিনি বিভিন্ন দূর দূরান্তের অপরিচিত শহরে গিয়েও তাদেরকে অত্যাচার করতেন। তিনি তাদের উপরে সবসময় ক্রোধান্বিত থাকতেন। তিনি তাদেরকে যেখানেই পেতেন সেখানেই তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনে মেতে উঠতেন। তিনি যত বেশি তাদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছেন তত বেশিই যেন তিনি তাদের উপরে খেপে গেছেন এবং তিনি উন্মাদের মত আরও বেশি করে নির্যাতন চালিয়েছেন। তাঁর ক্রোধ ও আক্রোশের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না, তিনি থামতে জানতেন না, আর এমনই এক আতঙ্ক ছিলেন তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে, যাতে কখনোই থামানো যেত না। নির্যাতনকারীরা আসলেই বদ্ধ উন্মাদ এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাত্রাতিরিক্ত উন্মত্ত হয়ে থাকে। পৌল অন্যান্য শহরের খ্রীষ্টানদের নির্যাতন করার জন্যও উন্মুখ হয়ে থাকতেন, আর এই কারণে তিনি নিজেকে সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখতেন, যেখানে তার কোন কাজ তেমন ছিল না এবং তিনি বিভিন্ন নতুন নতুন শহরে গিয়েও খ্রীষ্টানদের উপরে নির্যাতন চালিয়েছেন। আক্রোশের চেয়ে আর কোন অবিশ্রান্ত নীতি নেই, বিশেষ করে যেখানে বিবেকের প্রশ্ন সবার আগে আসে।

এটাই ছিল পৌলের চরিত্র এবং তার প্রথম জীবনের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী। আর সেই কারণে তিনি কোন শিক্ষা বা প্রথা বা রীতি-নীতি আয়ত্ব করে খ্রীষ্টান হয়েছেন এ কথা বলা একেবারেই যাবে না, কিংবা এ কথাও বলা অসম্ভব যে, তিনি নিজে খাঁটি হওয়ার জন্য কিংবা নিজেকে যথার্থ মানুষ হিসেবে পরিণত করার জন্য খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, কারণ তিনি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি ঘৃণা করতেন তা হচ্ছে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ, সে কারণে তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হওয়াটা এক কথায় অসম্ভব ছিল।

প্রেরিত ২৬:১২-২৩

যে কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর সর্বময়তার উপরে নির্ভর করে, তাকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে যে, যারা তাঁর নির্দেশনায় কথা বলে এবং কাজ করে এবং তাঁর কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করে, তারা তাঁর বিরোধী নয়; কিন্তু যদি তাদের বিরোধিতা করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এখন পৌল এখানে রয়েছেন, তিনি পরিষ্কারভাবে এবং বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি সহকারে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে অযিহূদীদের পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করার জন্য এক আকস্মিক আহ্বান লাভ করেছিলেন এবং এর ফলে তাঁর জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল, আর এখন যিহূদীরা তার বিরুদ্দেদ্ধ উন্মাদের মত আক্রোশে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন:-

ক. তিনি স্বর্গীয় শক্তির প্রভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছেন, সেখানে তাঁর পথে আর কোন কিছুই

বাঁধা হয়ে ছিল না। তাঁকে হঠৎ করে এক স্বর্গীয় হাত স্পর্শ করেছিল; এমন নয় যে, কোন একে বাহ্যিক শক্তি তাঁকে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল, যেভাবে তিনি অন্যদেরকে যীশু খ্রীষ্টের উপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিলেন। বরং এখানে এক স্বর্গীয় এবং আত্মিক শক্তি কাজ করেছিল, খ্রীষ্টের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে এক বিশেষ প্রত্যাদেশ ঘটেছিল, একাধারে তাঁর কাছে এবং তাঁর অভ্যন্তরে। আর এই ঘটনা ঘটেছিল যখন তার জীবনের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক অধ্যায়টি ঘটতে যাচ্ছিল, যখন তিনি দামেস্কে যাচ্ছিলেন ঈষায়ী বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচার করার জন্য, যে সময় তিনি প্রচণ্ডভাবে উন্মত্ত অবস্থায় ছিলেন এবং এমনভাবে তিনি এর আগে কখনো উত্তপ্ত অবস্থায় নির্যাতন করার মনোবাসনা ধারণ করেন নি। এ সময় তিনি প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে এমন অনুমতি ও কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন যা তিনি এর আগে কখনোই পান নি। তিনি এখন এই উচ্চতর ক্ষমতা লাভ করেছিলেন যেন তিনি খ্রীষ্টানদেরকে এখন আর শুধু বন্দী বা নির্যাতন না করে বরং চিরতরে ধ্বংস করে দিতে পারেন। এই বিস্ময়কর পরিবর্নে দু'টি বিষয় বিবেচ্য, স্বর্গ থেকে আগত দর্শন এবং স্বর্গ থেকে আগত একটি কণ্ঠ, যা খ্রীষ্টের বিষয়ে জ্ঞান দান করেছিল তার কাছে দু'টি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে, একটি হচ্ছে দেখা এবং অন্যটি হচ্ছে শোনা।

১. তিনি একটি স্বর্গীয় দর্শন দেখেছিলেন, যার পারিপার্শ্বিকতা এমন ছিল যে, তা কোন মতেই দৃষ্টিভ্রম হওয়ার উপায় ছিল না– *deciptio visus*, কিন্তু এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ।

(১) তিনি একটি মহা উজ্জ্বল আলো দেখেছিলেন, যে আলো এসেছিল স্বর্গ থেকে, যা কোন ধরনের মানুষের হাতে নির্মাণ করা সম্ভব নয়, কারণ এই আলো রাতের বেলায় দেখা যায় নি, বরং মধ্য দুপুরে দেখা গিয়েছিল; কোন ঘরের ভেতরে এই দর্শন ঘটে নি, যাতে করে বলা যায় যে, পৌলকে কোনভাবে ধোকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ছিলেন রাস্তায়, খোলা বাতাসে, আর এই আলো এমনই উজ্জ্বল ছিল যে, তা সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিল, যা সূর্যের আলোকে ঢেকে দিয়েছিল এবং তার আলোকে পুরোপুরি মুছে দিয়েছিল (যিশাইয় ২৪:২৩) এবং এটি পৌলের নিজস্ব কল্পনা হতে পারে না, কারণ এই আলো তারাও দেখেছিল যারা পৌলের সাথে সাথে যাচ্ছিল তার সঙ্গী হিসেবে: তারা সকলে এই মহা উজ্জ্বল আলো প্রত্যক্ষ করেছিল, যা সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতাকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। এই আলোর শক্তি এবং ক্ষমতা কার্যকর প্রভাব ফেলেছিল এবং এর ফলে তারা সকলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, এমনই এক প্রভাব বিস্তারকারী ছিল এই আলো। আর এই আলোর শক্তি ছিল সত্যিকার অর্থেই এক বজ্রপাতের মত, তথাপি তা বিদ্যুৎ চমকের মত একটি ঝলক দিয়েই চলে গেল না, বরং তা তাদের চার পাশে অনেক ক্ষণ ধরে স্থির হয়ে রইলো। পুরাতন নিয়মের যুগে ঈশ্বর নিজেকে তীব্র অন্ধকারের মাঝে আলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি সেটিকে বলা যায় তার বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ২ বংশাবলি ৬:১। তিনি অব্রাহামের সাথে ঘন অন্ধকারে কথা বলেছেন (আদিপুস্তক ১৫:১২), কারণ সে সময় ছিল অন্ধকারে যুগ; কিন্তু এখন জীবন এবং অমরত্ব সুসমাচারের আলোতে

সুপ্রকাশিত হয়েছে এবং খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য এক মহা আলো প্রকাশ করেছেন। তিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টির মত অনুগ্রহের সৃষ্টিতেও প্রথমে আলো সৃষ্টি করেছেন, ২ করিন্থীয় ৪:৬।

(২) খ্রীষ্ট নিজে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন (পদ ১৬): আমি তোমার সামনে এই কারণে উপস্থিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট সেই আলোর মধ্যে অবস্থান করেছিলেন, যদিও যারা পৌলের সাথে যারা সঙ্গী হিসেবে ছিলেন তারা শুধুমাত্র আলো দেখছিলেন এবং সেই আলোর মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখেন নি। শুধুমাত্র জ্ঞান থাকলে আমাদের পক্ষে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয়, বরং আমাদের যীশু খ্রীষ্টের খ্রীষ্টের বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে এবং তাঁর বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে।

২. তিনি একটি স্বর্গীয় স্বর শুনেছিলেন, যা ছিল খুবই স্পষ্ট এবং গুরুগম্ভীর একটি কণ্ঠ, যা তাঁকে সম্বোধন করে কথা বলছিল। এখানে বলা হয়েছে যে, সেই কণ্ঠটি হিব্রু ভাষায় কথা বলছিল (যা এর আগে আমরা উল্লিখিত হতে দেখি নি), তাঁর নিজ ভাষায়, তাঁর ধর্মীয় ভাষায়, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, যদিও তাঁকে এখন অযিহূদীদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছে, তথাপি তাঁকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি নিজে একজন ইব্রীয় এবং তিনি নিজে হিব্রু ভাষার সাথে অপরিচিত নন। খ্রীষ্ট তাঁকে যা বলেছিলেন তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে:-

(১) তিনি তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন এবং তাঁর দ্বিরুক্তি করেছিলেন (শৌল, শৌল), যার অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁকে বিস্মিত এবং চমকিত করতে চেয়েছিলেন। আর এর আরও কারণ হচ্ছে তিনি এখন এক নতুন স্থানে এসেছেন যেখানে তাঁকে কেউ চেনে না বলে তিনি মনে করেছিলেন।

(২) তিনি তাঁকে তাঁর পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মহা পাপ, যা তিনি করছিলেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে এবং সেই সাথে তিনি পৌলকে এর অসাড়তা ও অযৌক্তিকতা দেখালেন।

(৩) তিনি নিজেকে তাঁর অনুসারীদের নির্যাতন ও কষ্ট ভোগের ব্যাপারে আগ্রহী বলে দেখালেন: কেন আমাকে তাড়না করছো? (পদ ১৪) এবং আবারও তিনি বললেন, আমি যীশু, যাঁকে তুমি তাড়না করছো (পদ ১৫)। পৌল যখন খ্রীষ্টানদেরকে নির্যাতন করতেন ও বন্দী করে অত্যাচার করতেন, সে সময় তিনি একবারও চিন্তা করে দেখেন নি যে, তিনি আসলে এর মধ্য দিয়ে এমন একজনের প্রতি নির্যাতন ও পীড়ন চালাচ্ছেন, যিনি স্বর্গের সমস্ত গৌরব ও মহিমার অধিকারী।

(৪) তিনি তাঁকে সেই সমস্ত বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার প্রতি ইচ্ছাকৃত বিরোধিতার পরিত্যাগ করার কথা বললেন। প্রথমে সম্ভবত পৌলের আত্মা জাগ্রত হতে শুরু করেছিল, কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যেতে শুরু করলেন। কিংবা এ কথা তাকে বলা হয়েছিল সাবধানতা

হিসেবে: "সাবধান থাক যেন কোনভাবে তুমি ভুল পথে না যাও, কারণ এতে করে তোমার জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং তুমি তা এড়াতে পারবে না।"

(৫) এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট নিজেকে পৌলের কাছে পরিচিত করে তুললেন। পৌল জিজ্ঞেস করেছিলেন (পদ ১৫), "আপনি কে, প্রভু? আমাকে জানতে দিন আপনি কে, যিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন, যাতে করে আমি সঠিকভাবে আপনাকে উত্তর দিতে পারি।" তিনি জবাব দিলেন, "আমি যীশু; আমিই তিনি, যাঁকে তুমি অবজ্ঞা করেছ, ঘৃণা করেছ এবং আমার নাম কলঙ্কিত করেছ; আমি সেই নাম ধারণ করি যাঁকে তুমি এতটা ঘৃণিত বলে মনে কর এবং অপরাধীর নাম বলে মনে কর।" পৌল ভেবেছিলেন যে, যীশুকে মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে তাঁর কবর থেকে চুরি করে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও, পরে নিশ্চয়ই তাঁকে অন্য কোথাও কবর দেওয়া হয়েছে। সকল যিহূদী এই কথা বলতে শিখেছিল এবং এই কারণে তিনি তাঁকে স্বর্গ থেকে কথা বলতে শুনে এতটা চমকে উঠেছিলেন, তিনি তাঁকে এভাবে মহিমায় ও গৌরবে আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখে অত্যন্ত চমকিত হয়েছিলেন এবং তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। এতে করে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যীশুর শিক্ষা স্বর্গীয় এবং তা পবিত্র এবং তাঁর বিরোধিতা করার কোন অর্থ নেই, বরং তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিতে হবে: খ্রীষ্টই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, কারণ তিনি শুধু যে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন শুধু তাই নয়, সেই সাথে তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান এবং গৌরব লাভ করেছেন; এবং এটাই তাঁকে একজন খ্রীষ্টান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমর্থ করে তুলেছে, তিনি চেয়েছেন নির্যাতনকারীদের সমাজ ত্যাগ করতে, যেখানে প্রভু নিজে তাঁকে স্বর্গ থেকে এই দর্শন দান করেছেন, সেখানে কী করে তিনি প্রভুরই বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নির্যাতন চালাবেন? সে কারণে তিনি নির্যাতিতদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, যাকে প্রভু স্বর্গ থেকে এসে স্বয়ং তা করার জন্য নিষেধ করেছেন।

খ. তাঁকে স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হল: এই একই যীশু তাঁকে মহিমাপূর্ণ আলোর মধ্য দিয়ে দেখা দিয়ে অযিহূদীদের মধ্যে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে আদেশ করলেন। তিনি সেখানে না গিয়ে পালিয়ে গেলেন না, কারণ তিনি সে ধরনের মানুষ ছিলেন না, কিংবা তিনি নিজে কোথাও যান নি, বরং পিতা তাঁকে যেখানে প্রেরণ করেছেন সেখানেই তিনি গিয়েছেন, যোহন ২০:২১। তার একজন প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, তাঁকে যে নির্দেশনা দেওয়া হবে সেই নির্দেশরা অনুসারে তাঁকে চলার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা আমরা দেখতে পাই প্রেরিত ৯:১৫ এবং ২২:১৫, ১৭ পদে। এই বিষয়ে তাঁকে পরবর্তীতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি এই দু'টোকে এক সাথে করে বলেছিলেন যেন তিনি এখনকার মত ভাববার সময় পেতে পারেন, উঠ এবং নিজের পায়ে দাঁড়াও। যাদেরকে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারের আলো প্রদান করেছেন, তাদেরকে তিনি পাপের ভেতরে থেকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে আত্মিক অনুগ্রহ, শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে উঠে দাঁড়াতে বলা হল। যদি তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহলে তাঁকে খ্রীষ্ট সুস্থ করবেন। যদি তিনি পড়ে যান তাহলে খ্রীষ্ট তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন। উঠ এবং তোমার শরীর থেকে ধুলা ঝেড়ে ফেল (যিশাইয়

৫২:২), নিজেকে সাহায্য কর, তাহলে খ্রীষ্টও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তাঁকে অবশ্যই উঠে দাঁড়াতে হবে, কারণ খ্রীষ্ট তাঁকে দিয়ে তাঁর জন্য কাজ করাবেন– তাঁর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, একটি লক্ষ্য রয়েছে: আমি তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি যেন আমি তোমাকে আমার পরিচর্যাকারী করতে পারি। খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে নিজেই বাছাই করে নিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পরিচর্যাকারী হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন; তারা তাঁর কাছ থেকে একাধারে এই দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা এবং কর্তৃত্ব উভয়ই লাভ করেছেন। পৌল খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যিনি তাঁকে এই পরিচর্যা কাজে নিয়োগ দান করেছেন, ১ তীমথিয় ১:১২। খ্রীষ্ট তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁকে একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কোন না কোন দিক থেকে খ্রীষ্ট নিজেকে অন্য সকলের কাছে প্রকাশ করেছেন যাদেরকে তিনি তাঁর পরিচর্যাকারী হিসেবে ডেকে নিয়েছেন; কারণ কীভাবে তারা তাঁর কথা প্রচার করবে যদি তারা তাঁকে না-ই বা চেনে এবং জানে? আর কীভাবে তারা তাঁকে চিনবে যদি তিনি তাঁর নিজ আত্মার মধ্য দিয়ে তাদেরকে তাঁর পরিচয় দান না করেন? লক্ষ্য করুন:-

১. পৌলকে যে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল: তাঁকে একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হল, যেন তিনি খ্রীষ্টের সেবা করতে পারেন এবং তাঁর পক্ষে কাজ করতে পারেন, একজন সাক্ষী হিসেবে– যাতে করে তিনি তাঁর এই শিক্ষা ও মতবাদের সত্যতাকে প্রমাণিত করতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করতে হবে; খ্রীষ্ট তাঁর কাছে এসেছিলেন যেন পৌল খ্রীষ্টের জন্য মানুষের কাছে যান।

২. পৌলের সাক্ষ্যের বিষয় বস্তু: তাঁকে অবশ্যই এই পৃথিবীর কাছে এ বিষয়ে বিবরণ জানাতে হবে:-

(১) তিনি যা কিছু দেখেছেন, এখন এই সময়ে, তাঁকে অবশ্যই লোকদের কাছে এই কথা বলতে হবে যে, খ্রীষ্ট নিজেকে তাঁর কাছে এভাবে প্রকাশ করেছেন, তাঁকে অবশ্যই লোকদের কাছে এই কথা বলতে হবে যে, তিনি তাঁকে কী বলেছেন। তিনি এই সমস্ত বিষয় দেখেছেন যা তাঁকে অবশ্যই তাদের কাছে প্রকাশ করতে হবে এবং তিনি যেখানে যত সুযোগ পাবেন সব ক্ষেত্রে তিনি এই সুযোগ কাজে লাগাবেন, যেমন আগে করেছেন এবং যেমন এখন করছেন, প্রেরিত ২২ অধ্যায়।

(২) সেই সমস্ত বিষয়, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। খ্রীষ্ট এখন পৌলের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন, যা তিনি চিরকাল অটুট রাখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আর তাই এখন তিনি তাঁকে এ কথা বলছেন যে, এরপর আবার তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা পাবেন। পৌল প্রথমে সুসমাচারের ব্যাপারে দ্বিধাপূর্ণ ধারণা লাভ করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না খ্রীষ্ট নিজে তাঁকে এ বিষয়ে পূর্ণভাবে বলেছেন এবং সঠিক নির্দেশনা না দিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশনা লাভ করেছিলেন (গালাতীয় ১:১২); কিন্তু তিনি তা ক্রমান্বয়ে লাভ করেছিলেন, কোন সময় একটি নির্দেশনা এবং অন্য

কোন সময়ে আরেকটি নির্দেশনা তিনি লাভ করেছেন। আর এভাবেই তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে সমস্ত নির্দেশনা লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্ট মাঝে মাঝে পৌলের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং তা মাঝে মাঝেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর তাই বলা যায় যে, এই ঘটনার পরেও তিনি অনেকবারই পৌলকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তিনি এখনও তাঁকে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তিনি তাঁকে এখনো সেই নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি আবার লোকদেরকে শিক্ষা দেবেন।

৩. তিনি যে আত্মিক প্রতিরক্ষার অধীনে ছিলেন, যে সময় তিনি পৌলের সাক্ষী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন: অন্ধকারের সকল শক্তি তাঁকে বাঁধা দিতে পারে নি, যত দিন পর্যন্ত না তিনি তাঁর সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন (পদ ১৭), তুমি অযিহূদীদের কাছে এই সকল কথা পৌঁছে দেবেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সাক্ষীরা তাঁর বিশেষ যত্নের অধীনে থাকে এবং যদিও তারা শত্রুদের হাতে পতিত হতে পারেন, তথাপি তিনি তাদেরকে সেই শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন এবং তিনি জানেন যে, কীভাবে তা করতে হবে। খ্রীষ্ট পৌলকে এ সময় এটি দেখালেন যে, তার জন্য পৌলকে কত না মহা দুঃখ ভোগ করতে হবে (প্রেরিত ৯:১৬) এবং তিনি তাঁকে এ কথা বললেন যে, তিনি তাঁকে লোকদের মধ্য থেকে উদ্ধার করবেন। লক্ষ্য করুন, মহা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হয় যদি ঈশ্বরের লোকেরা উদ্ধার পায়, কারণ এমনটা প্রতিজ্ঞা করা হয় নি যে, তারা সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু তারা এর মধ্য দিয়ে পথ চলবে; এবং কোন কোন সময় ঈশ্বর তাদেরকে নির্যাতনাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন, যাতে করে তারা তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার মত গৌরব অর্জন করতে পারে।

৪. অযিহূদীদের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁকে বিশেষ যে আদেশ দেওয়া হল এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাদের কাছে গেলেন। পৌলের মন পরিবর্তনের পর কয়েক বছর অপেক্ষা করা হল এবং এরপরে তাঁকে অযিহূদীদের কাছে পাঠানো হল, কিংবা (কারণ এমনটাই দেখা যায়) কয়েক বছর পরেই তিনি কেবল জানলেন যে, এই কারণেই তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে এবং তাঁর মনকে পরিবর্তিত করা হয়েছে (দেখুন প্রেরিত ২২:২১); কিন্তু এক সময় তিনি এই পরিকল্পনা অনুসারেই চলতে শুরু করলেন।

(১) অযিহূদীদের মধ্যে মহা কাজ সাধন করার রয়েছে এবং পৌলকে অবশ্যই এই কাজের হাতিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হতে হবে। দু'টি কাজ অবশ্যই করতে হবে, যা তাদের অবস্থার কারণে অবশ্যই করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে:-

[১] যে পৃথিবী অন্ধকারে বসে আছে সেখানে অবশ্যই আলো জ্বালাতে হবে; তাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানাতে হবে যা তাদের চিরকালীন শান্তির সাথে জড়িত এবং যার সম্পর্কে তারা এখনো অজ্ঞ রয়েছে, তাদেরকে ঈশ্বরকে জানতে হবে তাদের গন্তব্য হিসেবে এবং খ্রীষ্টকে জানতে হবে তাদের পথ হিসেবে, যারা এখনো এর কিছুই জানে না। তাঁকে পাঠানো হয়েছে তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে অন্ধকার

থেকে আলোতে ফিরিয়ে আনার জন্য। তার প্রচার ছিল শুধুমাত্র তাদেরকে এ কথা জানানোর জন্য যে, তারা যে সমস্ত বিষয়ে আগে কখনো শোনে নি, কিন্তু তারা হবে সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং শক্তির বাহন যা তারা বুঝতে পারলে তারা সেই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করার জন্য আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তাঁকে স্বাগত জানাবে। এভাবেই তিনি তাদের চোখ খুলে দেবেন যা এর আগে এই আলোর সামনে বন্ধ ছিল এবং তখন তারা নিজেদেরকে বুঝতে সক্ষম হবে, তাদের নিজেদের চিন্তা এবং নিজেদের বিশ্বাসকে মূল্যায়ন করতে শিখবে। খ্রীষ্ট তাদের চোখ খুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের অন্তর খুলে দেবেন, তিনি লোকদেরকে অন্ধের মত চলতে বলবেন না, বরং তাদের নিজের পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের চোখ বর্তমান সময়ের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য নয়, বরং তাদেরকে সব সময়ের জন্য দৃষ্টি করার জন্য, যাতে করে তারা অন্ধকারের দিক থেকে আলোর দিকে ফেরে, এর অর্থ হচ্ছে তারা যেন মিথ্যে এবং অন্ধ পথ প্রদর্শকদের, তাদের মায়াবী, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতি যা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে তা পরিত্যাগ করে এবং তাদের দেবতার উপাসনা করতে গিয়ে তারা যে কলুষিত এবং বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে, তা থেকে তাদেরকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসত হবে, আর সে কারণে তাদেরকে এমন এক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশকে অনুসরণ করতে হবে যা প্রশ্নাতীত এবং যা নিশ্চিতভাবে সত্য। এর ফলে তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরছিল, অন্ধকারের পথের দিকে না গিয়ে যে দিকে আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে সে দিকে গিয়েছিল। সুসমাচারের মহান পরিকল্পনা হচ্ছে অজ্ঞকে শিক্ষা দান করা এবং তাদের ভুলগুলোকে শুধরে দেওয়া, যারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, যাতে করে তারা সঠিক পথে আসতে পারে এবং সত্যের আলোর নিচে আসতে পারে।

[২] একটি পৃথিবী যা মন্দতায় শায়িত রয়েছে, যা ভ্রষ্ট হয়েছে, যাকে অবশ্যই পবিত্রীকৃত এবং পুনর্গঠিত হতে হবে; তাদের পক্ষে নিজেদের চোখ খুলে রাখাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই তাদের অন্তরকে নতুনীকৃত করতে হবে। তাদের পক্ষে অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে শয়তানের শক্তির অধীন থেকে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতার অধীনে আসতে হবে, যা অবশ্যই পালনীয়, কারণ শয়তান অন্ধকারের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঈশ্বর মহিমাময় আলোর সাক্ষ্য দেন। পাপীরা শয়তানের ক্ষমতার অধীনে থাকে; মূর্তি পূজারীরাও কোন কোন দিক থেকে এমন হয়ে থাকে, তারা শয়তানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে থাকে। সকল পাপীই তাদের এই সকল প্রলোভনের অধীনে থাকে, তারা নিজেদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে এর বন্দী হিসেবে রাখে, তারা চায় এর প্রতি নির্ভরশীল হতে। অনুগ্রহে মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা শয়তানের অধীনতা থেকে ফিরবে এবং ঈশ্বরের অধীন হবে, তারা তার বাক্যের বিধানের প্রতি মনোযোগী হবে এবং আত্মার নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি একাত্ম হবে। তারা অন্ধকারের রাজ্য থেকে বের হয়ে তার প্রিয় পুত্রের রাজ্যে প্রবেশ করবে। যখন আত্মার মহিমাপূর্ণ স্বর্গীয় সত্তা বিরাজ করতে থাকে (যেভাবে এর আগে ছিল কলুষতা এবং পাপের চেতনা), তখন তা শয়তানের ক্ষমতা থেকে ঈশ্বরের ক্ষমতায় পরিণত হয়।

(২) অযিহূদীদের জন্য এক মহা আনন্দের পরিকল্পনা করা হয়েছে এই কাজের মধ্য দিয়ে– যাতে করে তারা পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে, যারা পবিত্র হয়েছে। তারা পাপের অন্ধকার থেকে থেকে পবিত্রতার আলোর দিকে ফিরবে। তারা শয়তানের গোলামি থেকে ঈশ্বরের সেবার দিকে মন ফিরাবে। এমন নয় যে, এই কাজ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কোন স্বার্থ হাসিল হবে তা তার কোন লাভ হবে, বরং তারাই ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে সুফল লাভ করবে।

[১] তারা তার অনুগ্রহ লাভ করবে, যা তারা পাপের মধ্য দিয়ে হারিয়ে ফেলেছিল এবং এই পবিত্র স্থান থেকে ছিটকে পড়েছিল। তারা তাদের পাপের জন্য ক্ষমা লাভ করবে। তারা পাপের মালিকানা থেকে বেরিয়ে আসবে, তারা সেই মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করবে, যা পাপের বেতন হিসেবে তাদের প্রাপ্য ছিল। এমন নয় যে, তারা তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার হিসেবে এই ক্ষমা লাভ করবে, বরং তারা তা বিনামূল্যে দত্ত উপহার হিসেবে লাভ করবে, যাতে করে তারা এর সান্ত্বনা লাভ করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসার আদেশ লাভ করেছে এবং তাদেরকে অবশ্যই এই আদেশ অনুসারে কাজ করতে হবে এবং তারা এই আবেদন করতে পারে যেন তাদের বিরুদ্ধে যে বিচার এগিয়ে আসছে তাতে যেন তাদের পতিত না হতে হয়।

[২] যাতে করে তারা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফল লাভ করে। শুধু যে তাদের পাপের ক্ষমা দান করা হবে তা-ই নয়, সেই সাথে তারা তাদের মাঝে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের অংশ হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, স্বর্গ হচ্ছে একটি উত্তরাধিকার, যা ঈশ্বরের সকল বংশধরদের জন্য দেওয়া হয়েছে, কারণ তার সন্তানেরাই তার উত্তরাধিকারী। তারা যেন *kleron*– সম্পদ লাভ করতে পারে (এভাবেই অনেকে পাঠ করে থাকেন), যা কেনান দেশের উত্তরাধিকারের কথা বোঝায়, যা নির্ধারিত হয়েছিল ভাগ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, আর সেটাও ঈশ্বরের কাজ, প্রভুর কৃতিত্ব সেখানে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যারা কার্যকরীভাবে পাপের দিক থেকে ঈশ্বরের দিকে ফেরে তারা শুধু যে ক্ষমা পায় তা-ই নয়, সেই সাথে তারা সম্মানও পায়– তারা শুধু যে তাদের জন্য যে স্থান রাখা হয়ে সেটি পায় তা নয়, সেই সাথে তারা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সেই স্থান লাভ করে এবং সেটি তারা পায় এক সম্পদশালী উত্তরাধিকার হিসেবে। আর এই পাপের ক্ষমা তাদের উত্তরাধিকার লাভের পথ প্রস্তুত করে দেয়, কারণ এতে করে তাদের সামনে যে বাঁধা ছিল তা তুলে নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, যারা সকলে পরিত্রাণ লাভ করবে, তাদেরকে সকলকে পবিত্রীকৃত হতে হবে, যারা স্বর্গীয় উত্তরাধিকার লাভ করবে, তাদেরকে অবশ্যই এই পথ ধরে এগোতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই তা গ্রহণ করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। কেউই সুখী হতে পারে না, যদি সে পবিত্র না হয়; কিংবা স্বর্গের কোন ব্যক্তিই স্বর্গে গিয়ে সাধু হতে পারে না,য দি সে

পৃথিবীতে থাকতে সাধু ব্যক্তি না থাকে।

চতুর্থত, আমাদেরকে আর নিজেদেরকে এই ভেবে ভাগ্যবান মনে করে খুশি হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, আমরা পবিত্রতীকৃতদের মধ্যে গণিত হয়েছি। আমাদেরকে পবিত্রীকৃত করা হয়েছে কারণ এর মধ্য দিয়েই আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। যারা পবিত্রীকৃত হয়েছে তারা গৌরবান্বিত হয়েছে। আমাদের এই কারণে তাদের সাথে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করা উচিত, আমাদের সাধু ব্যক্তিদের সাথে সহভাগিতা রক্ষার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করা উচিত এবং তাদের সাথে একই ভাগ্য বরণ করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত, আর তাহলেই কেবল আমরা তাদের মত একই ভাগ্য বরণ করতে পারবো। আমরা যদি তাদের মত করে প্রভুর জন্য কষ্টভোগ করি তাহলেই আমরা আমাদের জন্য রক্ষিত মহান উপহারস্বরূপ উত্তরাধিকার লাভ করবো।

পঞ্চমত, আমরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে পবিত্র হয়েছি এবং পরিত্রাণ লাভ করেছি। অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে পরবর্তী শব্দগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র হয়েছে, কারণ বিশ্বাস হৃদয়কে পবিত্র করে এবং আত্মাকে সেই মহা মূল্যবান প্রতিজ্ঞার প্রতি নিবদ্ধ করে যাতে করে আমরা স্বর্গীয় স্বভাব বিশিষ্ট হতে পারি। অন্যরা মনে করেন যে, এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে একই সাথে ক্ষমা এবং উত্তরাধিকার গ্রহণ করার বিষয়ে; বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা এই ক্ষমা লাভ করতে পারি: এটি আমাদের প্রতি একত্রে আসে এবং আমরা তা গ্রহণ করি। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমরা ন্যায্য হই, পবিত্র হই এবং মহিমান্বিত হই। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, *te eis eme*– যে বিশ্বাস আমার মধ্যে রয়েছে; এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাস শুধু যে সাধারণভাবে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ গ্রহণ করে তা নয়, সেই সাথে তা বিশেষভাবে যীশু খ্রীষ্টের সাথে বন্ধন এবং তার ধ্যানের পথ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে, যার মধ্য দিয়ে আমরা সত্যিকার অর্থে যীশু খ্রীষ্টের উপরে আমাদের প্রভু ও শাসনকর্তা হিসেবে নির্ভর করতে পারি। এর মধ্য দিয়েই আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারি, পবিত্র আত্মার দান এবং অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি।

গ. তাঁকে স্বর্গীয় সহায়তার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে, তাঁর দায়িত্বের প্রতি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং স্বর্গীয় নির্দেশনার অধীনে তাঁকে নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। ঈশ্বর, যিনি তাঁকে একজন প্রেরিত হিসেবে আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি তাঁকে তাঁর জন্য প্রৈরিতিক কাজে নিযুক্ত হতে ডেকেছেন এবং তিনি তাঁকে এই কাজে বৃদ্ধি দান করেছেন এবং সফল করেছেন।

১. ঈশ্বর তাঁকে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত অন্তর দান করেছেন (পদ ১৯): আমি স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হই নি, কারণ এমন কেউ ছিল না যে বলতে পারে যে, তিনি এই আদেশের প্রতি অবাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্গীয় দর্শনের পার্থিব পরিষদের উপরে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং এটি আমাদের জন্যই ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসবে যদি আমরা এর প্রতি অবাধ্য

হই; তথাপি যদি পৌল রক্ত এবং মাংসের প্রতি অনুগত হয়ে পড়তেন এবং তাঁর পার্থিব ইচ্ছার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়তেন, তাহলে তিনি যোনার মত করতেন, তিনি এই কাজ করার জন্য আগ্রহী হতেন না এবং তিনি অন্য কোথাও চলে যেতেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কান খুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি বাধ্যতার সাথে শুনেছেন, তিনি অবাধ্য হন নি। তিনি এই আদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নির্দেশনা সহকারে এই আদেশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে এই অনুসারে পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন।

২. ঈশ্বর তাঁকে এক মহা দায়িত্বের মধ্য দিয়ে পথ চলতে বলেছেন, যদিও এতে করে তিনি বহু সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন, পদ ২০। তিনি নিজেকে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুসমাচার প্রচার করার কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত করেছেন।

(১) তিনি দামেস্কে শুরু করেছিলেন তাঁর সুসমাচার প্রচারের এই কাজ, যেখানে তিনি পরিবর্তিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি সময় অপচয় না করার জন্য প্রত্যয়ী ছিলেন, প্রেরিত ৯:২০।

(২) যখন তিনি যিরূশালেমে এলেন, যেখানে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে তিনি যীশু খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য দান করতে শুরু করলেন। আর এখানেই তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর আক্রমণ সাধিত হল, প্রেরিত ৯:২৯।

(৩) তিনি যিহূদীয়ার সমস্ত উপকূল জুড়ে প্রচার করেছিলেন, তিনি দেশের সমস্ত শহর এবং গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছিলেন, যা খ্রীষ্ট নিজেও করেছিলেন। তিনি প্রথমে যিহূদীদের কাছে তাঁর সুসমাচারের নিমন্ত্রণ দিয়েছেন, যা করার জন্য খ্রীষ্ট নিজেই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে সেই সময়ের আগ পর্যন্ত ত্যাগ করে যান নি যে পর্যন্ত না তারা এই সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তখন তিনি অন্য আত্মা জয় করার জন্য সেখান থেকে চলে এসেছেন। তিনি অন্য যে কোন প্রেরিতের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন সুসমাচার প্রচার করার জন্য, সম্ভবত অন্য সকলের পরিশ্রম একত্রিত করলেও তার সমান হবে না।

৩. তাঁর সমস্ত প্রচারই ছিল ব্যবহারিক। তিনি মানুষের মাথা কোন ভুলে ভরা ধারণা বা কুসংস্কার ঢোকাতে চান নি কিংবা তিনি লোকদেরকে কোন মন্ত্রকথা শুনিয়ে বশ করতে চান নি, আবার তিনি কোন দ্বিধাজনক বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু করে তাদেরকে কোন সন্দেহের মাঝে ফেলতে চান নি, বরং তিনি তাদেরকে তা দেখাতে চেয়েছেন, তা ঘোষণা করতে চেয়েছেন, তা কাজে প্রকাশ করেছেন, যেন তারা:-

(১) তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে, তারা যেন তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হয় এবং তারা যেন এর বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সংযত করে; তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের কথা চিন্তা করতে হবে, এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে *metanoein*– যা সঠিকভাবে এর তাৎপর্য প্রকাশ করে; তাদেরকে অবশ্যই তাদের মন পরিবর্তন করতে হবে

এবং তাদের চলার পথ পরিবর্তন করতে হবে এবং তারা যে সমস্ত মন্দ কাজ এর আগে করেছে তা থেকে তাদেরকে দূরে সরে আসতে হবে।

(২) ঈশ্বরের দিকে ফেরে। তাদেরকে কোন মতেই পাপের প্রতি শুধুমাত্র ঘৃণা পোষণ করলেই চলবে না, সেই সাথে তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি এক দারুন ভক্তি ধারণ করতে হবে– তাদের শুধুমাত্র মন্দ থেকে মন ফেরালেই চলবে না, বরং সেই সাথে তাদেরকে যা উত্তম তার দিকে ফিরতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের দিকে ফিরতে হবে, তার প্রতি ভালবাসা এবং আকর্ষণ বজায় রাখতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও বাধ্যতা অর্জন করতে হবে এবং তাদেরকে এই পৃথিবী ও মাংসিক সত্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মন ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাই হচ্ছে মন পরিবর্তনের মূল শর্ত যা অযিহূদী বা যিহূদী উভয়ের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে: *epistrephein epi ton Theon*– ঈশ্বরের দিকে ফের, তাঁর কাছে ফের। তাঁর কাছে আমাদের প্রধান মঙ্গল এবং আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ফের, আমাদের শাসনকর্তা এবং আমাদের মালিক হিসেবে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান কর। তাঁর দিকে চোখ ফেরাও, তাঁর প্রতি হৃদয় ফেরাও এবং আমাদের পদচিহ্ন তার সাক্ষ্য হিসেবে পরিণত কর।

(৩) এমন কাজ করে যা তাদের অনুতাপ ও মন পরিবর্তনকে প্রকাশ করে। এ কথাই যোহন প্রচার করেছিলেন, যিনি ছিলেন সুসমাচারের প্রথম প্রচারক, মথি ৩:৮। যারা এ নিজেদের অনুতাপের কথা ঘোষণা করে, তাদের অবশ্যই তা বাস্তবে প্রকাশ করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই অনুতাপের জীবন যাপন করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই সব কিছুতে নিজেদেরকে অনুতাপকারী হিসেবে দেখাতে হবে। শুধুমাত্র মন পরিবর্তনসূচক কথা বলাটাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে আমাদেরকে এমন কাজ করতে হবে যা এই কথার সাথে মানানসই। সত্যিকার বিশ্বাসের মত সত্যিকার অনুতাপও কাজ করে থাকে। এখন, এ ধরনের প্রচারের মাঝে কী ধরনের ভুল পাওয়া যেতে পারে? এর কি পৃথিবীকে পরিবর্তীত করার এবং এর কলুষতাকে মুছে দিয়ে ঢেলে সাজাবার এবং এর প্রকৃতিগত ধর্মকে পুনরুদ্ধার করার সহজাত প্রবৃত্তি নেই?

৪. যিহূদীদের এই বিষয় নিয়ে তার সাথে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, যা করার মধ্য দিয়ে তিনি লোকদেরকে কেবলমাত্র ধর্মের পথে আনতে চেয়েছেন। তিনি মূলত খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছে আনতে চেয়েছেন (পদ ২১): একমাত্র এই কারণেই, অন্য কোন কারণে নয়, যিহূদীরা আমাকে মন্দিরে ধরেছিল এবং তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল; এবং যে কেউ এ কথা বিচার করে দেখুক যে, আমি আসলেই মৃত্যুর বা বন্দীত্বের যোগ্য কোন অপরাধ করেছি কি না। তিনি শুধু যে নিজের মঙ্গল সাধন করেছিলেন তা শুধু নয়, তিনি অন্যদের মঙ্গল সাধন করার জন্যও জীবন পাত করছিলেন। তারা সকলে মিলে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল; তাঁর মূল্যবান জীবন তারা শেষ করে দিতে চেয়েছিল এবং তারা তা ঘৃণা করেছিল, কারণ তা এক উপকারী জীবন ছিল। তারা তাঁকে মন্দিরে আটক করেছিল ঈশ্বরের উপাসনা রত অবস্থায় এবং সেখানে তারা তাঁকে বন্দী

করেছিল, যেন তিনি সেখানে কোন চক্রান্তের জাল বুনছিলেন। অথচ তিনি সেখানে শুধুই মঙ্গল সাধনের জন্য গিয়েছিলেন, তিনি সেখানে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন।

৫. তিনি স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে সাহায্য পান নি। একমাত্র স্বর্গ থেকে সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেই তিনি এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছিলেন (পদ ২২): "ঈশ্বর সাহায্য পেয়েই আমি এই মহান দায়িত্ব পালন করেছি; *hesteka*– আমি দাঁড়িয়েছি, আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং আমি আমার কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। আমি মাটিতে দাঁড়িয়েছি এবং আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে নি। আমি সোজা দাঁড়িয়ে আমার যা বলার ছিল তা বলেছি, আমি তা বলতে ভয় পাই নি, বা সঙ্কোচ বোধ করি নি বা তাতে লজ্জিত হই নি।" পৌল মন পরিবর্তন করার প্রায় বিশ বছর পার হয়ে গেছে এবং এই পুরোটা সময় তিনি বিভিন্ন দুর্দশা এবং ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে সুসমাচার প্রচার করতে ব্যস্ত ছিলেন; আর এই পুরোটা সময় কী তাঁকে চলার শক্তি যুগিয়েছে? তাঁর নিজের প্রত্যয়ের কোন শক্তি নয়, বরং ঈশ্বরের সাহায্য; যেহেতু এই কাজ ছিল অতি বৃহৎ এবং তাঁর বিরোধী শক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাধর, সে কারণে তাঁর এই সাহায্য লাভের প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের জন্য পরিচর্যা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হন তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন; কারণ তিনি তাঁর পরিচারকদের কোন অভাব থাকতে দেবেন না। আর এই দিনে আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত যেন ঈশ্বর আমাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করেন এবং আমাদেরকে সাহায্য করেন। আমরা ডুবে যাব, যদি আমরা তাঁর কাছে সাহায্য না চাই। তিনি আমাদেরকে তখনই তুলে ধরবেন যখন আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাইব। আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে এ সব তাঁরই অনুগ্রহ, কাজেই আমাদেরকে সবসময় আমাদের প্রার্থনায় ও উপাসনায় কৃতজ্ঞতার সাথে এই কথা স্মরণ করতে হবে। পৌল এ কথা উল্লেখ করেছিলেন এই প্রমাণ হিসেবে যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই মহান দায়িত্ব লাভ করেছিলেন যেন তিনি তা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। সুসমাচার প্রচারকেরা কখনোই এভাবে কাজ করতে পারতেন না, কষ্টভোগ করতে পারতেন না এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারতেন না, যদি না তারা স্বর্গ থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য পেতেন, আর এটি তারা পেয়েছেন বলেই তারা ঈশ্বরের এই মহান দায়িত্ব পালন করার মত যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং তারা তা পালন করতে পেরেছেন।

৬. তিনি কোন পৃথক শিক্ষা বা মতবাদ প্রচার করেন নি, বরং পুরাতন নিয়মের পুস্তকে যা বলা হয়েছে তিনি তা-ই শুধু উচ্চারণ করেছেন: তিনি ছোট বড় সকলের কাছে সাক্ষ্য রেখেছেন, যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও মূর্খ সকলের কাছেই তিনি সুসমাচার প্রচার করেছেন। এটি ছিল সুসমাচারের অনুগ্রহ সকলকে পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষ্য এবং দরিদ্রদেরকে এর জ্ঞান দান করার দায়িত্ব। এর মহান সত্য ও ক্ষমতা এই প্রচারের সাথে সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে মানুষ অনুতাপ করেছে ও ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে এবং তারা এমন কাজ করেছে যা তাদের অনুতাপকে প্রমাণ করেছে। এগুলো অবশ্যই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা প্রচার করেছেন; কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেছেন এবং তার মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের বাক্য প্রচার

করেছেন। আর এই কারণেই তারা তাঁর প্রতি এত ক্রোধান্বিত হয়েছিল, যা আমরা দেখতে পাই প্রেরিত ২৫:১৯ পদে, যেখানে তিনি এই সত্য ও নিশ্চিত সাক্ষ্য দান করেছিলেন যে, যীশু জীবিত হয়েছেন: "আর আমি এটাই করেছি," পৌল বলছেন, "এটাই আমার কাজ, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমি সেই কথাই প্রকাশ করেছি যা মোশি এবং অন্যান্য ভাববাদীরা বলে গেছেন; আর এর থেকে মহা সম্মানের আমাদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না যে, আমাদের ভাববাদীরা যা কিছু বলে গেছেন তার সবই পূর্ণতা পেয়েছে এবং তা নির্দিষ্ট সময়েই পূর্ণতা লাভ করেছে– আর তারা যা কিছু বলেছেন তার সবই কি পূর্ণ হবে না আর সবই কি তার নির্দিষ্ট সময়ে ফল দান করবে না?" তিনটি বিষয় তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং পৌল এর ভিত্তিতে প্রচার করেছিলেন যে:-

(১) খ্রীষ্ট অবশ্যই ক্রুশবিদ্ধ হবেন, খ্রীষ্ট একজন সত্যিকার কষ্ট ভোগকারী হবেন– *pathetos*; শুধুমাত্র একজন মানুষ তিনি নন, যে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে, বরং তিনি খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁকে কষ্টভোগ করতেই হত; আর এই কারণেই তাঁর এই অসম্মানজনক মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্য কলঙ্কজনক ছিল না, বরং তা ছিল গৌরবের এবং সম্মানের। তাঁর এই দায়িত্ব ছিল দ্ব্যর্থহীনভাবে গৌরবের। খ্রীষ্টের ক্রুশ ছিল যিহূদীদের কাছে এক বিরাট বাঁধাজনক পাথর এবং এ বিষয়ে পৌলের প্রচার ছিল তাদের প্রতি এক যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ার মত। কিন্তু পৌল এর স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন, এটি প্রচার করেছেন, তিনি পুরাতন নিয়মের পূর্ণতার কথা প্রচার করেছেন, আর সেই কারণে তিনি যা প্রচার করেছেন তাতে বিঘ্ন পাওয়া মোটেও উচিত ছিল না, বরং তা গ্রহণ করে নেওয়া এবং তাতে নিজেদেরকে সপে দেওয়া উচিত ছিল।

(২) তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন; প্রথম বারের মত নয়, কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে প্রথম– তিনি হবেন পুনরুত্থানের প্রধান ব্যক্তি, নেতা কিংবা অধ্যক্ষ, *protos ex anastaseos*, এই একই অনুভূতির বিবেচনায় তাঁকে বলা হয়েছে মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম জাত (প্রকাশিত বাক্য ১:৫) এবং কলসীয় ১:১৮। তিনি কবরের গর্ভ খুলে দিয়েছেন, যেভাবে প্রথম জাত সন্তানের করার কথা, যিনি পুনরুত্থানের সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছেন; আর তাঁকেই বলা হয়েছে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের মধ্যে প্রথম ফসল (১ করিন্থীয় ১৫:২০), কারণ তিনি এই ফসলকে পবিত্র করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রথম মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন এবং এরপর আরও কখনো মরেন নি; এবং তিনি এটি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সকল বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান তাঁর গুণে ঘটে থাকে, সে কারণে যখন তিনি পুনরুত্থিত হলেন, সে সময় বহু সাধু ব্যক্তিও তাঁর সাথে সাথে উত্থিত হলেন এবং তারা সেই পবিত্র নগরে প্রবেশ করলেন, মথি ২৭:৫২, ৫৩।

(৩) তিনি মানুষের কাছে আলো দেখাবেন। তিনি অযিহূদীদের কাছে আলো দেবেন এবং তিনি যিহূদীদের কাছে প্রথমে আলো দেখিয়েছেন, কারণ তারই তাঁর জাতি ইস্রায়েলের মহিমা হওয়ার কথা ছিল। তাদের কাছে তিনি তার নিজের আলো দেখিয়েছেন। এরপর

তিনি অযিহূদীদের কাছে তাঁর প্রেরিতদেরকে পরিচর্যা কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন, কারণ তিনি তাদের কাছে সেই আলো হবেন যারা অন্ধকারের মাঝে বসে আছে। এখানে পৌল তাঁর দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যা পালন করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে (পদ ১৮), তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তিনি এই উদ্দেশে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন যেন তিনি লোকদের কাছে আলো দেখাতে পারেন, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে তার শিক্ষার সত্য নিশ্চিত হয়। তিনি তা প্রচার করেছেন এক দারুন শক্তির মধ্য দিয়ে যা এ যিহূদী ও অযিহূদী এই উভয়ের কাছে এই কথা প্রকাশ করে যে, তিনিই পথ ও সত্য ও জীবন। এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দ্বারা যে, অযিহূদীদেরকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা হবে; এবং এতে করে তাহলে যিহূদীদের অসন্তুষ্ট আসলে কী ছিল তা বোঝা একেবারেই দুঃসাধ্য!

প্রেরিত ২৬:২৪-৩২ পদ

আমাদের অবশ্যই এ কথা ভাববার কারণ রয়েছে যে, পৌল তাঁর সুসমাচারের প্রচারের বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলেছেন এবং তার প্রকৃত অর্থেই আরও অনেক কিছু বলার ছিল। সুসমাচারের সম্মানার্থে এবং তার শ্রোতাদেরকে এর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করেছেন। তিনি এই মাত্র বলেছেন মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান সম্পর্কে– যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে, আর এখানে আমরা তাঁর বক্তৃতার উপকরণ দেখছি; এখন তিনি আগের চেয়ে আরও বেশি উদ্দীপ্ত হয়ে কথা বলছেন, তাঁর মুখ সরাসরি তাদের দিকে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে, তাঁর অন্তর আরও প্রশস্ত হয়ে রয়েছে। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ রয়েছেন এবং তিনি তা অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করে বলে চলেছেন, তিনি যেন জানেন না যে, কোথায় শেষ করতে হবে। কারণ খ্রীষ্টের মৃত্যুর শক্তি এবং তাঁর কষ্ট ও দুঃখভোগের সহভাগিতা ছিল তাঁর বক্তব্যের অন্যতম শক্তিশালী বিষয়বস্তু। তাঁকে বাঁধা দেওয়া ছিল এক ক্ষমার অযোগ্য কাজ, যা এখানে আমরা দেখি যে, তিনি নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য সময় চেয়ে নিলেন (পদ ১), কিন্তু আদালতের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যা বলতে চান তার সব টুকু তাকে বলতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তিনি তারপরও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যা বলতে পারেন তা বলছিলেন। আমাদের জন্য এটি এক দারুন উৎসাহের বিষয় এবং আমরা এর মধ্য দিয়ে আরও বেশি করে আনন্দ লাভ করি, শান্তি লাভ করি। কিন্তু এখানে কোন প্রতিকার নেই, আদালত মনে করেছে যে, তারা পৌলকে কথা বলতে দিয়ে এবং এই বিচার চালাতে গিয়ে ইতোমধ্যেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে।

ক. রোমীয় গভর্নর ফীস্ট এই মতামত দিয়েছিলেন যে, এই হতভাগ্য লোকটি পাগল হয়ে গেছে এবং তার জন্য পাগলাগারদই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। তাঁকে একজন অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় নি, কোন মন্দ ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় নি, যাকে শাস্তি দেওয়া যায়, বরং তারা তাঁকে একজন বদ্ধ উন্মাদ হিসেবে দেখেছিল এবং একজন মানসিক রোগী হিসেবে মনে করেছিল। তাদের প্রতি আমাদের আসলেই করুণা হয়, কারণ তারা একে তো পৌলের কথায় কান দেয় নি, তাঁর কথা বুঝতে চায় নি, উপরন্তু তারা মনে

করেছিল যে, তিনি ছিলেন একজন মানসিক রোগী এবং উন্মাদ। সে কথা চিন্তা করেই তারা তাঁকে বন্দী করে রাখার চিন্তা করছিল এবং তাঁকে পাগলাগারদে আটকে রাখতে চেয়েছিল; কারণ তাদের মতে তাঁর মধ্যে *compos mentis*– চেতনা ছিল না। তাঁকে শাস্তিও দেওয়া যায় না আবার ছেড়েও দেওয়া যায় না। এখন লক্ষ্য করুন:-

১. ফীষ্ট তাঁর সম্পর্কে কী বলেছিলেন (পদ ২৪): তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠেছিলেন, যারা তার পাশে বসে ছিল তাদের উদ্দেশে তিনি ফিস ফিস করে বলেন নি; যদি তা তিনি করতেন তাহলে তা কিছুটা ক্ষমার যোগ্য ছিল বটে, কিন্তু (আগ্রিপ্পের সাথে পরার্মশ না করেই তিনি এই কাজ করলেন, যিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা সহকারে বিচার করতেন বলে সুপরিচিত ছিলেন, প্রেরিত ২৫:২৬), তিনি চিৎকার করে বললেন। তিনি চেয়েছিলেন পৌলের কথা অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং তার দিক থেকে শ্রোতাদের মনোযোগ সরিয়ে নিতে: "পৌল, তুমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছ, তুমি পাগলের মত প্রলাপ বকছো, যার মাথার কোন ঠিক নেই, তুমি জানোই না তুমি কী বলছো," তথাপি তিনি পৌলকে কোন মতেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারলেন না, কিংবা তাঁর কষ্ট থেকে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ারও চিন্তা করলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুদের যে ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত ছিল তার কবল থেকে তাঁকে নিরাপদে মুক্ত করে দেওয়ার কোন ইচ্ছা তার মধ্যে দেখা গেল না; বরং তিনি যতটা পারা যায় খোলামেলাভাবে তাঁকে মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে সাব্যস্ত করলেন এবং তাঁকে আবারও বন্দী করে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি এই কথা বলেছিলেন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নয়, বরং তাঁকে ব্যঙ্গ করার ছলে, তুমি বহু বিদ্যাভ্যাসে পাগল হয়ে গেছ। তিনি পৌলের মননশীলতা এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি ব্যঙ্গ করলেন এবং পুরো ব্যাপারটিকেও তার কল্পনা প্রসূত বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। *Si non vis intelligi, debes negligi*– যদি তুমি বুঝতে ইচ্ছুক না হও, তাহলে এটা তোমার অবহেলা বলে ধরে নেওয়া হবে।

(১) তিনি পৌলকে একজন বিদ্বান ব্যক্তি বলে স্বীকার করলেন এবং একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বলে স্বীকার করলেন, কারণ পৌল খুব দ্রুত যে কোন ক্ষেত্রে মোশি এবং ভাববাদীদের পুস্তক থেকে বাক্য উদ্ধৃত করতে পারতেন, যা ফীস্টের কাছে অপরিচিত ছিল; এবং এমন কি এই বিষয়টির কারণে তিনি তিরস্কারেরও শিকার হলেন। প্রেরিতগণ, যারা ছিলেন জেলে, তাঁরা এই কারণে তিরস্কৃত হতেন যে, তাঁরা অশিক্ষিত ছিলেন। অপরদিকে পৌল, যিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যিনি একজন ফরীশী ছিলেন, যিনি বহু বিদ্যা শিক্ষা রপ্ত করেছিলেন, সেই বিদ্যা এবং শিক্ষার কারণেই তাঁকে তিরস্কার করা হল। এভাবেই খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের শত্রুরা তাদেরকে সবসময় কোন না কোনভাবে দোষারোপ করে থাকে।

(২) তিনি তাঁকে একজন পাগল হিসেবে সাব্যস্ত করলেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদেরকে সবসময়ই এভাবে তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তাদেরকে এভাবেই লোকদের সামনে সবসময় অপদস্থ করা হয়েছে: এই পাগল লোকটি তোমাদের মধ্যে কোথা থেকে এলো?

ভাববাদীদের নেতা বলেছিলেন, ২ রাজাবলি ৯:১১; হোশেয় ৯:৭। বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু খ্রীষ্ট উভয়কেই এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যেন তাদের উপরে মন্দ আত্মা ভর করেছে, তারা দুজনেই মন্দ আত্মাগ্রস্থ। সম্ভবত পৌল এখন আরও বেশি সজীব মনোভাব নিয়ে এবং আগ্রহ সহকারে কথা বলছিলেন যেভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন নি এবং তিনি এখন আরও এমন অনেক ভঙ্গি প্রকাশ করছিলেন যা তাঁর আগ্রহের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ, আর সেই কারণে ফীস্ট এই দোষ তাঁর উপরে আরোপ করেছিলেন, যা সম্ভবত তিনি ছাড়া আর কেউই চিন্তা করে নি। অনেকেই আছে যারা ধর্মীয় বিষয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আগ্রহী থাকলে এবং এ নিয়ে নিজেকে সবসময় আবৃত রাখলে অন্যরা তাদেরকে পাগল বা মানসিক রোগী বলে সাব্যস্ত করে।

২. কীভাবে পৌল নিজেকে এই অন্যায্য এবং অপমানজনক অভিযোগ থেকে মুক্ত করলেন, এর আগে তিনি কখনো এই ধরনের অপমানের শিকার হয়েছিলেন কি না সে বিষয়ে আমরা জানি না। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ভণ্ড ভাববাদীরা তাকে এই ধরনের অপ-মানজনক কথা আগে বলেছিল, তার জীবন যাপনের ধরনের কারণে (২ করিন্থীয় ৫:১৩), যদি আমরা আমাদের নিজেদের মতই থাকি, যেভাবে তারা বলে থাকে, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের সাথে রয়েছেন; কিন্তু তিনি কখনোই রোমীয় শাসনকর্তার কাছ থেকে এই ধরনের দোষারোপের শিকার হন নি; আর সেই কারণে তাকে অবশ্যই এখন এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে হবে:

(১) তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন, তবে তা শাসনকর্তা প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রেখেই এবং নিজের প্রতি যথাযথ যুক্তি উত্থাপন করে, তিনি এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা বলার মত কোন যুক্তি বা যথাযথ প্রমাণ তার হাতে নেই (পদ ২৫): "আমি পাগল নই, মহামান্য ফীস্ট, কখনো ছিলামও না, কখনো এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ করি নি। আমার সকল কথা আমার মুখে যুগিয়ে দিয়েছেন আমার ঈশ্বর, যিনি সকল দিনে সকল ক্ষণে আমার পাশে পাশে থাকেন। এই কথা বলে আমি কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি না। আমি এমন কি কোন মতেই মত্ত নই বা নেশাগ্রস্থ নই, কিন্তু আমি একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছি এবং আমি সত্য কথাই উচ্চারণ করছি এবং আমি জানি যে আমি কী বলছি।" লক্ষ্য করুন, যদিও ফীস্ট পৌলকে এই ধরনের তীব্র অপমানজনক কথা বলেছেন এবং তাঁকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করেছেন, যেখানে তিনি পৌলের সাথে একজন প্রকৃত বিচারকের মত বা একজন খাঁটি ভদ্রলোকের মত আচরণ মোটেও করেন নি, তথাপি পৌল তাঁর সাথে অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র আচরণ করলেন এবং তিনি তাঁকে এর জন্য উল্টো তীব্র ভর্ৎসনা করলেন না। তিনি তাকে এর জন্য উল্টো কোন দোষারোপ না করে বরং তাকে সম্মানসূচক উপাধি দান করলেন এবং শান্তভাবে তার যুক্তি উত্থাপন করলেন। তিনি আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যেন আমরা কারও মন্দ কথার পরিবর্তে তাকেও মন্দ কথা না বলি। আমাদেরকে সকল সময় সকল ক্ষেত্রে সত্য এবং ন্যায্যতার বাক্য উচ্চারণ করতে হবে এবং তা বলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে শান্ত ও নিরুত্তাপ মনোভাব ধারণ করতে হবে, যাতে করে আমরা কখনো কাউকে মন্দ কথা বলার

দোষে অভিযুক্ত না হই।

(২) তিনি যা বলছেন তার ব্যাপারে আগ্রিপ্পের বিবেচনার জন্য আপীল করলেন (পদ ২৬): কারণ রাজা এই সমস্ত বিষয়ে জানেন, খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানেন, তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে জানেন এবং পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্পর্কে যত ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে তার সব কিছুর সম্পর্কেই জানেন, যা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি এই কারণে নিঃসঙ্কোচে তাঁর সাথে কথা বলতে সায় পেলেন, যিনি আসলেই জানতেন যে, এগুলো কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং এই ঘটনাগুলো অত্যন্ত জলজ্যান্ত বাস্তব। তিনি এ সম্পর্কে ভালই জানতেন এবং এ কারণে অবশ্যই তিনি এ সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন: কারণ আমার এই বোধ হচ্ছে যে, তার কাছে কোন কিছুই অজানা নেই; না, তিনি তাঁর নিজের মন পরিবর্তন সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন এবং তিনি যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব লাভ করেছেন সেগুলো রাজা অবিশ্বাস করবেন এমন নয়। আগ্রিপ্প নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে আগে শুনেছেন এবং তিনি এই বিষয়ে যিহূদীদের মধ্যে বিভিন্ন বিচার নিষ্পত্তি করেছেন। এই সকল কাজ কোন গোপনে করা হয় নি; সারা দেশ এই সম্পর্কে জানে; এবং যে কোন যিহূদী এই কথা স্বীকার করবে যে তারা কারও না কারও কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনেছে এবং অনেকেই নিজেদের কানে এ সমস্ত কথা শুনেছে এবং এই সকল ঘটনা নিজেদের চোখে দেখেছে। এই কারণে এ কথা বলা একেবারেই অযৌক্তিক ছিল যে, পৌল যা বলছেন তা বানোয়াট বা কল্পনাপ্রসূত। তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন সে বিষয়ে দেশের সকল মানুষই জানতো। পিতর কর্ণীলিয়কে এবং তার বন্ধুদেরকে এই কথা বলেছিলেন (প্রেরিত ১০:৩৭): খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে কথা আপনি জানেন, যা সারা যিহূদীয়ায় সর্বজন বিদৃত ছিল, আর সেই কারণে আগ্রিপ্প অবশ্যই এ সম্পর্কে না জেনে পারেন না এবং তিনি যদি এ সম্পর্কে একান্তই না জেনে থাকেন, তাহলে বিষয়টি তার জন্য অত্যন্ত লজ্জাস্কর বিষয় হবে।

খ. আগ্রিপ্প পৌলকে মোটেও পাগল হিসেবে সাব্যস্ত করেন নি, বরং তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি এর আগে কখনোই কোন মানুষকে এভাবে ভীষণ মানসিক শক্তি এবং ক্ষমতা সহকারে কথা বলতে শোনে নি, বা এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে স্থির থাকতেও তিনি কাউকে দেখেন নি।

১. পৌল নিজেকে আগ্রিপ্পের চিন্তা চেতনার সাথে অত্যন্ত সচেতন বলে প্রকাশ করলেন। অনেকে মনে করেন যে, ফীস্ট পৌলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ তিনি তার দিক থেকে আগ্রিপ্পের প্রতি চোখ ফিরিয়েছিলেন এবং তিনি এখন তার উদ্দেশেই কথা বলছিলেন, যে কারণে তিনি তাঁকে বাঁধা দিয়েছিলেন, পদ ২৪। কিন্তু যদি এই বিষয়টি তাঁকে বাঁধা দিয়ে থাকে, তাহলে পৌল তা মোটেও গ্রাহ্য করবেন না। তিনি এমন কারও কাছেই তাঁর সমস্ত কথা বলবেন যিনি তাঁর কথা বুঝবেন এবং তা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করবেন, সে কারণেই তিনি আগ্রিপ্পকে এখন সমস্ত কথা বলছেন, যেহেতু তিনি মোশি এবং ভাববাদীদের কথা জেনে সুসমাচারের সত্যকে জেনেছিলেন, সে কারণেই তিনি আগ্রিপ্পকে এই সকল কথা

বলার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন (পদ ২৭): "রাজা আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীদের কথা বিশ্বাস করেন? আপনি কি পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যকে অনিবার্য স্বর্গীয় বিধান হিসেবে স্বীকার করেন এবং সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করেন?" তিনি কোন উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা করেন নি, বরং তিনি এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আগ্রিপ্প ইতিবাচক উত্তর দেবেন বলেই ধরে নিলেন এবং তিনি বললেন: আমি জানি আপনি বিশ্বাস করেন; কারণ প্রত্যেকেই জানেন যে, আগ্রিপ্প যিহূদী ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, যা তিনি করেছিলেন তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আর সেই কারণে তারা উভয়েই ভাববাদীদের পুস্তক জানতেন এবং তারা তা বিশ্বাস করতেন। লক্ষ্য করুন, তাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করা উত্তম, যারা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত এবং তা বিশ্বাস করে; কারণ এদের মধ্যে ন্যায় নীতির কিছুটা হলেও রয়েছে।

২. আগ্রিপ্প এ কথা স্বীকার করলেন যে, পৌল যা বলেছেন তাতে দারুন যুক্তির উপস্থাপন রয়েছে (পদ ২৮): তুমি আমাকে অল্পেই খ্রীষ্টান করতে চেষ্ট করছো। অনেকে মনে করে থাকেন যে এই কথাটি বলা হয়েছিল ব্যঙ্গাত্মক সুরে এবং এভাবে তারা উক্তিটির ব্যাখ্যা করে থাকে, তুমি কি আমাকে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য প্ররোচিত করছো? কিন্তু এভাবে চিন্তা করলে এটি মূলত এই কথাই স্বীকার করে নেয় যে, পৌল আসলেই তাঁর যুক্তিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিলেন এবং অন্যরা এ বিষয়ে যা কিছুই ভাবুক না কেন, তিনি যা বলেছেন তা সত্যিকার অর্থেই এক মন পরিবর্তনকারী শক্তি সহকারে বলা হয়েছিল: "পৌল, তুমি খুব তাড়াহুড়ো করছো, তুমি আমাকে হঠাৎ করে মন পরিবর্তন করাতে পার না।" অন্যরা মনে করেন যে, তিনি এই কথা আন্তরিকভাবেই বলেছিলেন এবং অনেকটা মন পরিবর্তনের স্বীকারোক্তির মত করেই বলেছিলেন, কিংবা তিনি আসলে পরোক্ষভাবে এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছিলেন যে, যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট; কারণ তিনি এ কথা স্বীকার না করে পারেন নি এবং অনেক বারই তিনি নিজে নিজে এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন যে, পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কত আশ্চর্যভাবে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে; আর এখন যখন এই নিয়ে তর্ক করা হচ্ছে সে সময় তিনি যথাযথভাবে এ কথা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন যে, তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন। তিনি আসলে এখানে বিশ্বাসের ইতিবাচক সুরে কথা বলছিলেন এবং তিনি মন পরিবর্তনের পথেই হাঁটছিলেন। তিনি ফীলিক্সের মতই যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার পথে প্রবেশ করেছিলেন, যখন তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন এবং তার পাপ সকল ত্যাগ করার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম -বিশ্বাস গ্রহণ করার হাজারো কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এর সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখেছিলেন এবং তিনি এর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণকেই মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেন নি বা এর বিরুদ্ধে কোন জবাব দিতে পারেন নি; এর বিরুদ্ধে সকল বাঁধা উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং তিনি তা স্বীকার না করলে নিজেই লজ্জায় পড়ে যেতেন। সেই কারণে যদি তিনি ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক আইনের মোড়কে বাঁধা না থাকতেন, যদি তার পিতা এবং তার দেশের ধর্মের প্রতি তার সম্মানবোধ, কিংবা রাজা হিসেবে তার সম্মান ও তার সমস্ত পার্থিব ক্ষমতা এ সবের প্রতিবন্ধকতা তার সামনে না থাকতো, তাহলে তিনি অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করতেন। লক্ষ্য করুন, অনেকেই রয়েছে যারা একটুতেই কোন ধর্ম গ্রহণ কর-ার জন্য উতলা হয়ে যায়, যাদের আসলে মোটেও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। তারা তাদের

দায়িত্বের প্রতি এতটাই আকর্ষিত যে, তারা সুসমাচারের আলোকে মন পরিবর্তনর মহান বাণীকে রীতিমত অস্বীকার করে থাকে এবং তাদের মধ্যে সমস্ত পার্থিব চিন্তা চেতনা ভর করে।

৩. পৌল এই সময় তাঁর বক্তব্য আর চালিয়ে যেতে পারলেন না, কারণ তাঁকে আর কিছু বলতে দেওয়া হল না, সেই কারণে তিনি সকলের প্রতি মঙ্গলবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন, তথা সকলের প্রতি এই ধার্মিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন যেন তাঁর যত শ্রোতা রয়েছে তারা সকলে খ্রীষ্টান হয় এবং এই ইচ্ছা যেন তার প্রার্থনায় পরিণত হয়: *euxaimen an to Theo*– আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি (পদ ২৯); এটি ছিল তাঁর হৃদয়ের বাসনা এবং এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত সনির্বন্ধ প্রার্থনা, যেন তারা সকলে পরিত্রাণ পায়, রোমীয় ১০:১। আপনি শুধু নয়, বরং যারা যারা আজকের এই দিনের আমার কথা শুনছে (কারণ তিনি তাদের সকলের জন্যই বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কথায় যেন সকলেরই মন পরিবর্তিত হয়) তাদের মধ্যে সকলেই যেন আমার মত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এখানে দেখুন:-

(১) তিনি তাঁর ধর্মের প্রতি একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করে চির শান্তি এবং স্বস্তি লাভ করেছিলেন, আর সেই কারণে তিনি এই ধর্মের প্রতি চিরকাল তার বিশ্বাস স্থির রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন না বলে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই ইচ্ছা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি একাধারে এই ধর্মের প্রতি একজন দারুন এক ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন অপরদিকে এই ভক্তির উন্মেষ ঘটাতে তিনি তা আন্তরিকভাবে প্রচার করেছেন। তিনি যিহূদী ও অযিহূদী সকলকে এই ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা সকলে এই সত্য ধর্মের পতাকা তলে একত্রিত হয়ে এবং এতে সারা পৃথিবী যেন পরিত্রাণের সুফল লাভ করতে পারে। তিনি এখানে সেই নির্দেশনার কথা মাথায় রেখেছেন যা ঈশ্বর ভাববাদীদেরকে দিয়েছিলেন (যিরমিয় ১৫:১৯), তাদেরকে তোমার কাছে ফিরতে দাও, কিন্তু তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(২) তিনি শুধু এই সত্যের কারণে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি, সেই সাথে তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে তার সুফল এবং সুযোগের কথাও বলেছেন। তিনি বর্তমান সময়ের জন্য এতে দারুন সুফল লাভ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি অনন্ত সুখের ভাগীদার হতে চলেছেন, যার কারণে তিনি আনন্দের সাথে চাইছিলেন যেন এই পৃথিবীতে তাঁর বন্ধুরাও একইভাবে এই আনন্দের অংশী হয় এবং তারা সকলে যেন যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হয়। যীশু খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত শিষ্য হিসেবে তিনি এই কামনাই করেছিলেন। আমার শত্রুরা এমনই দুষ্ট হোক, ইয়োব বলেছেন, ইয়োব ২৭:৭। আমার বন্ধুরা যেন খ্রীষ্টান হয়, পৌল এখানে বলছেন।

(৩) তিনি তাঁর দুর্দশা এবং দুঃখ কষ্টের কথা বলেছেন যা আগ্রিপ্প তার মত একজন খ্রীষ্টান

না হয়েও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান হতে গিয়েও হলেন না, যার জন্য পৌল দুঃখার্ত বোধ করলেন। তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, বাকি সকলেও যেন মন পরিবর্তন করে, তারা সকলে যেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করে।

(৪) তিনি এ কথা প্রকাশ করলেন যে, এটিই হবে তাঁর বিবেচনার বিষয় এবং তাঁর অবর্ণনীয় আনন্দের উৎস, যাতে করে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়। এখানে লক্ষ্য করুন :

[১] তিনি চেয়েছিলেন যেভাবে তিনি নিজে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছেন সেভাবেই যেন তারাও খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে এবং তারা সকলে যেন খ্রীষ্টতে সুখী হয়, যেমন তিনি হয়েছেন।

[২] তিনি তাঁর এই বন্দীত্ব এবং তাঁর এই দুদর্শা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য তিনি অভিযোগ করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যারা যারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করবে তারা কেউ যেন তাঁর মত কষ্টভোগ না করে, বরং তারা যেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করে শান্তি স্বস্তি পায়। তারা যেন এর সমস্ত সুফল লাভ করে, কিন্তু তাদের যেন কোন মতেই এর যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশ বহন করতে না হয়। তারা তাঁকে বন্দী করেছে এবং তাঁর ন্যায় বিচারের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে নি। ফীলিক্স যিহূদীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে কারাগারে রেখে গেছেন। এখন এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে যে কেউ এ আশা ব্যক্ত করার জন্য প্ররোচিত হবে যে, তারা যেন তার এই বন্দীদশায় পতিত হয়। কিন্তু পৌল এখানে উল্টো এই আশা ব্যক্ত করছেন যেন তাঁকে যারা বন্দী করেছে ও বিচার করছে তারা কেউ বন্দীত্ব লাভ না করে, বরং তারা সকলে যেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করে মুক্তি লাভ করে। তাদেরকে যেন কখনো খ্রীষ্টের জন্য বন্দীত্ব বরণ করতে না হয়। স্বর্গীয় অনুগ্রহের স্পর্শ না থাকলে কারও পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব নয়।

গ. তারা সকলে এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, পৌল একজন নির্দোষ ব্যক্তি এবং তাঁকে ভুল বশত শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

১. আদালতে কিছু ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করা হল (পদ ৩০): তাঁর এই সকল কথা বলা শেষ হওয়ার পর (পদ ২৯), যা তাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল, রাজা ভীত হলেন, কারণ তাকে যদি কথা চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাহলে তিনি এমন আরও কিছু বলতে পারেন যার ফলে শ্রোতাদের মন পাল্টে যেতে পারে এবং তারা পৌলকে নেতা করে বিদ্রোহমূলক কিছু করে বসতে পারে, আর এতে করে নিশ্চয়ই তারা খ্রীষ্টান হয়ে যেতে চাইবে। রাজা নিজেই অনেকটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি আর এর চেয়ে বেশি শোনার সাহস করতে চান নি, কিন্তু তিনি ফীলিক্সের মত পৌলকে এর চেয়ে বেশি আর কথা বলতে দিলেন না। তারা ন্যায়বিচার অনুসরণ করলে অবশ্যই একজন বন্দী হিসেবে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা আর শুনতে চাইলেন না এবং সেই কারণে রাজা উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে সাথে শাসনকর্তা, বর্ণীকি এবং অন্য যারা বসে ছিলেন তারাও সকলে উঠে দাঁড়ালেন। তারা এই মামলা

অত্যন্ত সরল বলে রায় দিলেন এবং তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন, যেখানে পৌল আরও কথা বলে পুরো বিষয়টিকে সহজ করে তুলতে পারতেন।

২. তারা সকলে এই মত ব্যক্ত করলেন যে, পৌল নির্দোষ ছিলেন, পদ ৩১। আদালত এই বিষয় নিয়ে আর কোন কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তারা নিজেদের ভেতরে কথা বলতে শুরু করলো, সকলে এই একই বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন, এই লোকটি নির্দোষ– এই লোকটি বন্দী হওয়ার মত কিছুই করে নি– তিনি কোন বিপজ্জনক মানুষ ছিলেন না। এরপরে নীরো তাদেরকে হত্যা করার একটি আইন বের করেছিলেন যারা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হত, কিন্তু তথাপি সে সময় তখনও এই ধরনের কোন আইন রোমে চালু হয় নি, আর সেই কারণে তাঁকে মোটেও দোষী বলে সাব্যস্ত করার কিছু ছিল না। পৌল, যিনি সর্বকালের সবচেয়ে কর্মমুখর এবং উদ্যোগী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি এখন একাকী হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর কোন বন্ধুও তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না, অথচ তিনি বন্দীত্বের যোগ্য বা মৃত্যুর যোগ্য কোন কাজই করেন নি। এভাবেই তিনি তাদের হঠকারিতার জন্য নিভৃতেই রয়ে গেলেন, যারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে নি; আর যে সমস্ত উগ্র যিহূদী চিৎকার করে বলছিল, এই লোককে দূর করে দাও, এর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, তারা মহা লজ্জার মুখে পড়েছিল, যখন আদালত তাঁকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছিল।

৩. আগ্রিপ্প তাঁকে এই রায় দিয়ে বিচার শেষ করলেন যে, তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিতে পারতেন যদি পৌল কৈসরের কাছে আপীল না করতেন (পদ ৩২), কিন্তু এই আবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের দরজায় একটি তালা ঝুলিয়ে দিলেন। অনেকে মনে করেন যে, রোমীয় আইন অনুসারে এই কথা সত্যি যে, যখন কোন বন্দী সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করতো, সে সময় নিম্নতর আদালত তাকে মুক্ত করে দিতে পারতো না এবং তারা তাকে শাস্তিও দিতে পারতো না। আমরা ধারণা করতে পারি যে, এখানে সেই আইনটিই মানা হচ্ছিল এবং বিচারকারীদেরকে অবশ্যই এই আপীলে কর্ণপাত করতে হত। সে কারণে তারা পৌলকে শাস্তিও দিতে পারলেন না, তাকে মুক্তও করে দিতে পারলেন না, বরং তারা তাঁকে নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে রাখলেন যেন তাঁকে প্রহরা দিয়ে রোমে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই কারণে আগ্রিপ্প এবং ফীস্ট একমত হলেন যে, তারা পৌলকে মুক্ত করে দেবেন না, কারণ এতে করে রোমীয় আইনের বিরোধিতা হবে এবং সেই সাথে যিহূদীরাও অসন্তুষ্ট হবে। আগ্রিপ্প, যিনি একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্ররোচনা পেয়েই গিয়েছিলেন, তিনি এখন আর কোনভাবেই সে কথা চিন্তা করছেন না এবং উল্টো তিনি নিজেকে একজন অন্যায়কারী হিসেবে প্রতীয়মান করলেন।

(১) আমরা এখানে এ কথা বলতে পারি না যে, পৌল কৈসরের কাছে আপীল করার কারণে আফসোস করেছিলেন কি না এবং তিনি এ কাজ না করলেই ভাল করতেন মনে করছিলেন কি না। তিনি হয়তো বা তাড়াহুড়ো করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দুঃখ করছিলেন এবং তিনি হয়তো ভাবছিলেন সে সময় এভাবে আপীল করার চিন্তা না করলে নিশ্চয়ই তিনি এখন মুক্তি পেয়ে যেতেন। এই কারণে তিনি হয়তো বা অনুশোচনা করছিলেন এবং এই

বিষয়ে হঠকারিতা করেছেন বলে নিজেকে দোষ দিচ্ছিলেন এবং অনেকে এখানে বলতে পারেন যে, তিনি স্বর্গীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে এই কাজ করে বসেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে আপীল করার বদলে কৈসরের কাছে আপীল করেছিলেন। এখানে শলোমনের কথা আমাদের সামনে আসে এবং এই পরিস্থিতিতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে (উপদেশক ৬:১২), কে জানে যে, মানুষের জীবনের জন্য আসলে কোনটি ভাল? আমরা নিজেদের ভালর জন্য যা ভাবি তা আসলে অনেক সময় আমাদের জন্য ফাদ হয়ে দেখা দেয়; এ ধরনের দুর্বল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রাণী আমরা এবং এমনই ভুল সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বার বার প্ররোচিত হয়ে থাকি, নিজেরা যা ভাল বুঝে থাকি আমরা তা-ই করি। অথবা;

(২) হতে পারে এর কিছুই নয়, বরং তিনি যা করতে চেয়েছেন সেটাই করেছেন এবং সেই অনুযায়ীই তাঁর পরিকল্পনা সাধিত হয়েছে। তিনি তাঁর কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি যা করতে চেয়েছেন সেটাই তিনি করেছেন। তিনি কৈসরের কাছে আপীল করতে চাওয়াটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে তিনি তা চাইতেই পারেন। আর তাঁর আপীল করতে চাওয়াটাও ছিল যুক্তিসঙ্গত, কারণ এখানে তাঁর প্রতি অবিচার করা হচ্ছিল। এই কারণে তিনি কৈসরের কাছে আপীল করে ন্যায্য এবং যথার্থ কাজই করেছেন। তিনি নিজেকে কোন ধরনের তিরস্কার করেন নি বা কোন ধরনের ভুল করেছেন ভেবে আফসোস করেন নি। আর এর পাশাপাশি তাঁকে একটি দর্শনে বলা হয়েছিল যে, তাঁকে অবশ্যই রোমে গিয়ে যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দান করতে হবে, প্রেরিত ২৩:১১। আর তিনি সেখানে বন্দী অবস্থাতেও যেতে পারেন আবার মুক্ত অবস্থাতেও যেতে পারেন। কিন্তু যে অবস্থাতেই তিনি থাকেন না কেন এবং যেখানেই থাকেন না কেন, তিনি জানেন যে, প্রভুর সহায় সবসময় তাঁর সাথেই আছে এবং তিনি এ কথা বললেন যে, তবে তা হতে দাও। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২৭

এই পুরো অধ্যায়টি জুড়ে আমরা পৌলের রোম যাত্রার বিবরণ দেখবো। কৈসরের কাছে পৌলের আপীলের ভিত্তিতে শাসনকর্তা ফীষ্ট তাঁকে রোমে পাঠিয়ে দেন।

ক. যাত্রার শুরুতে সব কিছু ভাল ছিল, আবহাওয়াও ছিল শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন, পদ ১-৮।

খ. পৌল তাদেরকে একটি আসন্ন ঝড়ের বিষয়ে জানালেন, কিন্তু এতে করে তিনি তাদের এই যাত্রাপুস্তক স্থগিত রাখতে পারলেন না, পদ ৯-১১।

গ. তারা তাদের যাত্রাপুস্তক শুরু করার পর দারুন বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার সম্মুখীন হলেন, যার ফলে তাদের গতি আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেল এবং তাদের নিজেদের জীবন বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল, পদ ১২-২০।

ঘ. পৌল তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে, যদিও তারা তার কথা শুনে যাত্রাপুস্তক বিরতি করে নি, তথাপি ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তারা নিরাপদে এর মধ্য দিয়ে যেতে পারবে এবং তাদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হবে না, পদ ২১-২৬।

ঙ. অবশেষে তারা মাঝরাতে একটি দ্বীপের কাছাকাছি আসতে পারলেন, পরে যার নাম মাল্টা বলে জানা গিয়েছিল। সেখানে তারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হলেন, কিন্তু পৌলের পরামর্শে জাহাজের নাবিকদেরকে পালিয়ে যাওয়া থেকে বাঁধা দিয়ে রাখা হল এবং তাদের সকলকে খাবার খেতে তিনি উৎসাহ দিলেন, এতে করে খাবার খেয়ে সকলের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল, পদ ২৭-৩৬।

চ. তারা কোন মতে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারলেন। যখন তারা তীরের কাছাকাছি এলেন, সে সময় তাদের জাহাজ ভেঙ্গে যাচ্ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাদের মধ্যে সকলেই প্রাণে বেঁচে গেলেন এবং তীরে উঠলেন, পদ ৩৭-৪৪।

প্রেরিত ২৭:১-১১

আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, আগ্রিপ্পের সামনে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থনের কত দিন পর তাঁকে কৈসরের কাছে আপীল করার জন্য রোমের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু সম্ভবত তারা প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটুও দেরি করেন নি। এর মধ্যে পৌল কৈসরিয়াতে তাঁর বন্ধুদের দেখা পেয়েছেন, যারা তাঁকে সান্ত্বনা

দিয়েছে এবং তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. কীভাবে পৌলকে ইতালি তথা রোমের উদ্দেশে জাহাজে করে পাঠানো হল: এটি ছিল এক দীর্ঘ যাত্রা, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তিনি কৈসরের কাছে আপীল করেছেন, আর তাই তাঁকে এখন কৈসরের কাছে অবশ্যই যেতে হবে: স্থির হল যে, আমরা জাহাজে ইতালীতে যাত্রাপুস্তক করবো, কারণ রোমে যেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই সমুদ্র পথে যেতে হবে; স্থলপথে যেতে হলে তাদেরকে বিস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। এই কারণে যখন যিহূদী জাতির উপরে রোমীয় আগ্রাসনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সে সময় বলা হয়েছিল (গণনা ২৪:২৪), শিত্তীম থেকে জাহাজ আসবে, অর্থাৎ ইতালি থেকে এবং এবর পীড়িত হবে, অর্থাৎ যিহূদীরা। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই এই সকল ঘটনা ঘটেছিল। ফীষ্ট পৌলকে রোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক আগে থেকেই ঈশ্বর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন; কারণ মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর কাজ করে নেন। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

১. তাকে কার তত্বাবধানে রাখা হয়েছিল: জুলিয় বা জুলিয়াস নামের একজন শতপতির অধীনে তাঁকে রাখা হয়েছিল, যিনি আগস্তীয় সৈন্যদলের শতপতি ছিলেন, যেমন কর্ণীলিয় ছিলেন ইতালীয় সৈন্যদলের শতপতি, প্রেরিত ১০:১। তাঁর অধীনে অনেক সৈন্য ছিল, যারা পৌলকে প্রহরা দিয়েছিল, যাতে করে তিনি কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারেন।

২. তিনি কী ধরনের জটিলতায় নিমজ্জিত হলেন: তারা আদ্রামুত্তীয় একটি জাহাজে চড়লেন (পদ ২), এটি ছিল আফ্রিকার একটি সমুদ্র বন্দর। এই জাহাজটি আফ্রিকা থেকে মালামাল নিয়ে এসেছিল এবং এখন এটি সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করছিল, যেখানে পণ্যগুলো বাজারে ভাল বিক্রি হবে।

৩. এই যাত্রায় তাঁর কী ধরনের সঙ্গী ছিল: তাঁর সাথে সেই জাহাজে বেশ কয়েকজন বন্দী ছিল, যারা এই একই শতপতির অধীনে রোমে বিচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। হয়তো বা এরাও কৈসরের কাছে আপীল করেছিল, কিংবা সরকারের পক্ষ থেকেই সেখানে তাদের বিচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিংবা হতে পারে তারা কোন বিচারে সাক্ষী হওয়ার জন্য সেখানে যাচ্ছিল। তবে খুব সম্ভব সেখানে দাগী আসামী বলে পরিচিত কেউ ছিল, বারব্বার মত এবং এই কারণে তাকে কৈসরের সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পৌলকেও এই সব অপরাধী এবং আসামীদের কাতারে ফেলা হয়েছিল এবং তাদের সাথে করেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যেভাবে দুই দস্যুর মাঝখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, আর পৌলও তাদের সাথে করে যেতেই বাধ্য হয়েছিলেন; আর আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাই যে (পদ ৪২), তাদের জন্য তিনি মৃত্যুরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্যই তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, এটি কোন নতুন বিষয় নয় যে, নির্দোষদেরকে অপরাধীদের সাথে গণ্য করা হত কিন্তু তাঁর সাথে তাঁর কিছু বন্ধুও ছিল বটে, বিশেষ করে লূক, যিনি এই পুস্তকের রচয়িতা, কারণ তিনি নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে পৌলের সাথে গিয়েছিলেন এবং তিনি

বলেছেন, আমরা জাহাজে ইতালীতে যাত্রাপুস্তক করবো। আমরা যাত্রাপুস্তক শুরু করলাম, পদ ২। আরিষ্টার্খ নামের একজন মাকিদনিয়ার থিষলনীকীয় লোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, ইফিষীয় ত্রফিম তাদের সাথে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় মিলেটাস দ্বীপে পৌল তাকে রেখে আসেন (২ তীমথিয় ৪:২০) যখন তারা এখানে উল্লিখিত এশিয়ায় উপকূলগুলো অতিক্রম করছিলেন (পদ ২) এবং একইভাবে তিনি তীমথিকেও ছেড়ে আসেন। এমন দীর্ঘ ও একঘেয়ে যাত্রায় তাঁর নিজ ভ্রাতৃসমাজের মধ্য থেকে কাউকে পাওয়াটা তার জন্য অবশ্যই খুব আনন্দদায়ক ছিল, যাদের সাথে তিনি অবশ্যই খুব আন্তরিকতার সাথে কথা বলেছিলেন, যদিও তাঁর সাথে অনেক দুশ্চরিত্র এবং দাগী আসামীও সঙ্গী হিসেবে ছিল। যারা দীর্ঘ কোন ভ্রমণে যান, তাদের এক সময় পরস্পরের খুব ভাল বন্ধু হয়ে যান, যেমন আমরা দেখি মীখা এবং কেদরের ক্ষেত্রে এবং তাদের একে অপরের প্রতি মঙ্গল সাধন করতে গেলে অবশ্যই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন নয়, যাতে করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল হয় এবং কোন মতেই তা খারাপ না হয়, কিংবা অন্ততপক্ষে তারা যেন কেউ কারও কোন ক্ষতি না করেন।

খ. তারা কোন পথ ধরে এগিয়েছিলেন এবং তারা কোন্ কোন্ স্থানে গিয়েছিলেন, যা বিশেষভাবে এই কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন এই ইতিহাস যারা পাঠ করবে, সে সময়, বর্তমান যুগে এমন কি ভবিষ্যতেও, তারা যেন এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। লূক তাঁর নিজের এবং অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে বলতে চেয়েছিলেন যে, তারা কখন কোন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১. তারা সীদোনে এসে উপস্থিত হলেন, যা তাদের জাহাজে ওঠার স্থান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কারণ তারা পরদিনই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে যে বিষয়টি আসলেই দেখার মত তা হচ্ছে, শতপতি জুলিয় পৌলের সাথে বেশ অস্বাভাবিক ভাবেই খুব ভাল আচরণ করেছিলেন, যা তার কাছ থেকে আশা করা হয় নি। সম্ভবত এর কারণ এই যে, তিনি পুরো ঘটনাটি জানতেন এবং তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে একজন, কিংবা একজন নেতৃস্থানীয় মানুষ এবং তিনি অবশ্যই জানতে পেয়েছিলেন যে, পৌল নিজেই কৈসরের কাছে আপীল করেছিলেন বলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (প্রেরিত ২৫:২৩) এবং তিনি তাঁর নির্দোষিতা সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলেন, আর সেই সাথে তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তাও তিনি জেনেছিলেন। আর এই কারণেই তিনি পৌলের সাথে একজন বন্দীর মত করে আচরণ করেন নি, বরং তিনি তাঁর সাথে একজন বন্ধুর মত আচরণ করেন নি, একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে যে ধরনের আচরণ করতে হয় তার সাথে তিনি সে ধরনেরই আচরণ করেছিলেন, একজন ভদ্রলোকের মত তিনি তাঁর সাথে আচরণ করেছিলেন, যেন তিনি আসলেই স্বর্গে যাওয়ার মত আগ্রহী ছিলেন: তিনি তাঁকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যখন জাহাজটি সীদোনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, যাতে করে পৌল সেখানে তাঁর বন্ধুদের মাঝে উপস্থিত হতে পারেন, যাতে করে তিনি নিজেকে তাদের মাঝে পেয়ে নিজেকে সজীব করে নিতে পারেন; আর এটি আসলেই তাঁর জন্য একটি দারুন উৎসাহের

বিষয় ছিল। জুলিয় এখানে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, যারা ক্ষমতাধর অবস্থানে রয়েছেন, তাদের কীভাবে নিজেদের ক্ষমতা সুষ্ঠু ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদের সম্মান ধরে রাখা উচিত। একজন যোষেফ, একজন পৌলকে কখনোই সাধারণ কোন বন্দী হিসেবে দেখা উচিত নয়। ঈশ্বর এখানে তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন যারা তার উপরে বিশ্বাস করার কারণে কষ্টভোগ করে; কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আ-চরণ তাদের জন্য তৈরি করবেন যারা তাদের শত্রু হিসেবেই পরিচিত হওয়ার কথা। এমন কি তিনি তাদের মধ্য থেকেই তার লোকদের জন্য সত্যিকার সম্মান ও ভালবাসার জন্ম দেবেন, গীতসংহিতা ১০৬:৪৬। আর এটি আমাদের সামনে পৌলের ন্যায়পরায়ণতার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি স্বাধীনতা পেয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন নি, যা তিনি খুব সহজেই করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তাঁর সম্মানজনক প্যারোলে মুক্তি উপেক্ষা করে পালিয়ে না গিয়ে বরং আবার ফিরে এলেন। তিনি তাঁর কথা রাখলেন এবং নিজেকে ধার্মিক ও সৎ বলে প্রমাণ করলেন।

২. সেখান থেকে তারা সাইপ্রাসের উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করলেন, পদ ৪। যদি বাতাস অনুকূলে থাকতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই সোজা এগিয়ে যেতেন, কিন্তু বাতাস তাদের প্রতিকূলে থাকায় তারা পাশ থেকে বাতাসের আঘাত পেয়ে এই দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হলেন এবং তারা বাম পাশ ঘেষে এগোতে লাগলেন। নাবিকদেরকে অবশ্যই নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারবেন না, যখন বাতাস তাদের অনুকূলে থাকবে না, সে সময় তাদের যে দিকে যাওয়ারই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন। যখন বাতাস আমাদের বিপরীকে বইতে থাকে, সে সময় আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সাধ্যমত সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং যেভাবে এগোনো যায় সেভাবেই এগোতে হবে।

৩. মূরা নামের একটি বন্দরে এসে তারা তাদের জাহাজ পরিবর্তন করলেন। সম্ভবত তারা যে জাহাজে এতক্ষণ ছিলেন সেটি ব্যবসার কাজে অন্য দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল, সে কারণে আলেকজান্দ্রীয় একটি জাহাজে উঠলেন, যেটি ইতালিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, পদ ৫, ৬। আলেকজান্দ্রিয়া সে সময় ছিল মিসরের অন্যতম প্রধান নগরী, আর এই নগরীর সাথে রোমের খুব ভাল ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া রোমে শস্য নিয়ে বিক্রি করতো, এছাড়া এখানকার ব্যবসায়ীরা তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ এবং পারস্য থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানী করে ভূমধ্যসাগরীয় বহু দেশে বিক্রি করতো এবং তারা এই সমস্ত পণ্য জাহাজে করে লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর প্রভৃতি ধরে নিয়ে আসতো, বিশেষ করে ইতালি ছিল তাদের ব্যবসার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। একটি আলেকজান্দ্রীয় জাহাজের পক্ষে একটি খুবই দয়াপূর্ণ একটি কাজ যে, তারা রোমীয় এই সৈন্যবাহিনী এবং বন্দীদেরকে জাহাজে ওঠনোর প্রস্তাব করাতে এতটুকু দ্বিমত করে নি এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়-ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

৪. তারা খুব দ্রুত জাহাজ ছাড়লেও তাদের গতি খুব বেশি ছিল না, ফলে তারা ক্রীটের একটি বন্দরে এসে উপস্থিত হলেন, পদ ৭, ৮। তারা খুব ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলেন,

কারণ বাতাসের প্রতিকূল গতির কারণে তাদের গতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল। আর এ সময় তারা অনেক কষ্টে ক্লীদ নগরে এসে উপস্থিত হলেন, যা ছিল ক্রীটের অন্তগর্ত একটি ব্যবসায়িক নগরী, যা আগে সাইপ্রাসের অন্তগর্ত ছিল। তারা সলমোনী পার হতে গিয়ে বহু কষ্ট সহ্য করলেন, যা ছিল ক্রীট দ্বীপের পূর্ব দিকের উপকূলের একটি শহর। যদিও এই যাত্রাপুস্তক পথ তেমন ঝড় বিক্ষুব্ধ ছিল না, তথাপি তা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। যদিও তারা খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিলেন, তথাপি তারা নিজেদেরকে পিছিয়ে পড়তে দিচ্ছিলেন না এবং তারা ধীরে ধীরে হলেও দাড় বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেক উত্তম এবং ধার্মিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীও এ কথা অভিযোগ করে থাকেন যে, তারা স্বর্গের পথে যাওয়ার জন্য কোন মতেই এগোতে পারছেন না বা তাদের গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের এ কথা বোঝা উচিত যে, এই পৃথিবীতে আমাদের গতিপথ এমনই ধীর গতির হবে এবং আমাদেরকে ধৈর্য ধরে এই সময়টুকু অপেক্ষা করতে হবে এবং যাত্রাপথ ধরে রাখতে হবে, এখান থেকে সরে গেলে চলবে না। তাদেরকে বহু বার থেমে থেমে এগোতে হবে এবং অনেকবারই তারা বাতাসের তাড়নায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন। লক্ষ্য করে দেখুন, তারা যে স্থানটিতে এসে উপস্থিত হলেন সেই স্থানটির নাম ছিল সুন্দর পোতাশ্রয়। আজকের দিনের ভ্রমণকারীরাও স্থানটিকে এই নামেই চেনেন, এই স্থানের এই নামকরণের কারণ হচ্ছে এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত এবং সহসা এখানে আবহাওয়া খারাপ হয় না। আর তথাপি:-

(১) এই বন্দরে তারা আসলে থামতে চান নি; এটি ছিল একটি সুন্দর পোতাশ্রয়, কিন্তু এই পোতাশ্রয় তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য ছিল না। আমাদের এই পৃথিবীতে যে ধরনেরই দারুন ইতিবাচক অবস্থান এসে উপস্থিত হোক না কেন, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবী আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য নয়, কিংবা এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী ঠিকানা নয়, আমাদেরকে এক সময় অবশ্যই এখান থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং এখান থেকে বিদায় নিতে হবে; কারণ এই স্থান অতি মনোরম এবং সুন্দর হলেও এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য নয়, গীতসংহিতা ১০৭:৩০।

(২) আসন্ন আবহাওয়ার কারণে এই পোতাশ্রয়ে সময় ব্যয় করাটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়াবে, পদ ১২। স্থানটি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং কয়েক দিন অতিবাহিত করার জন্য খুবই ভাল ছিল, কিন্তু তাদের সামনে খুবই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এগিয়ে আসছিল; শুধু তাই নয়, তারা যেহেতু এখন খুব স্বস্তিতে রয়েছেন, সেহেতু তাদের সামনে নিশ্চয়ই খুব বড় ধরনের সমস্যা অপেক্ষা করছে।

গ. পৌল তাদেরকে আসন্ন যাত্রাপুস্তক পথ সম্পর্কে যে পরামর্শ দিলেন– তাদেরকে অবশ্যই আসন্ন শীতকাল সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং তাদেরকে এই ঋতু না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকার কথা চিন্তা করলে চলবে না।

১. এই সময়টি ছিল সমুদ্র যাত্রার জন্য অত্যন্ত বাজে একটি সময়; তারা বাতাসের বিপরীতে

সমুদ্র যাত্রাপুস্তক করতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করেছেন। এখন যাত্রাপুস্তক করা ছিল খুবই বিপজ্জনক একটি কাজ, কারণ রোজার ঈদ ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। এটি ছিল প্রায়শ্চিত্তের দিন, যা সপ্তম মাসের দশম দিনে অনুষ্ঠিত হত। এই দিনে রোজা রাখার মধ্য দিয়ে আত্মাকে কষ্ট স্বীকার করানো হত। দিনটি ছিল আনুমানিক সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ। এই বার্ষিক রোজা রাখার ঈদটি খুবই ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করা হত; কিন্তু অবাক হওয়ার মত বিষয় হল আমরা আইন-কানুনে বা পবিত্র শাস্ত্রে কখনোই এই পবিত্র দিনটির কোন উল্লেখ পাই নি। সম্ভবত এখানে এটি উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র মৌসুমটির ব্যাপারে জানানোর জন্য যেন আমরা এই সময়টির ঋতুর ব্যাপারে ধারণা পাই। নাবিকেরা এই সময়টিকে সমুদ্র যাত্রার জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় বলে উল্লেখ করতো, কারণ এই সময় হঠাৎ করে সমুদ্রে ঝড় উঠতো এবং তাতে করে সমুদ্রে অবস্থানরত জাহাজগুলোর দুর্দশার শেষ থাকতো না। শস্য কাটার সময় চলে গিয়েছিল, গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে গিয়েছিল; তারা যে শুধু সময় হারিয়েছেন তা-ই নয়, তারা সুযোগও হারিয়েছেন।

২. পৌল তাদেরকে এই বিষয়টি মনে করিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে মনে করিয়ে দিলেন (পদ ১০): "আমি দেখছি যে," (হতে পারে ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন ধরনের নির্দেশনা পেয়ে কিংবা আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে) "এই যাত্রায় অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হবে; জাহাজে আপনার যে সকল মালপত্র উঠিয়েছেন সেগুলো আপনারা হারাবেন এবং এটা হবে খুব দয়ার বিষয় যদি আমাদের জীবন প্রাণে বাঁচতে দেওয়া হয়।" জাহাজে কিছু ভাল লোক ছিল এবং অনেক খারাপ লোক ছিল; কিন্তু প্রকৃতির এই সকল দুর্যোগ সকলের জন্যই সমান হারে আসে এবং ধার্মিকের জন্য এবং মন্দের জন্য একই ঘটনা কাজ করবে। যদি দু'জনে একই জাহাজে অবস্থান করে তাহলে তারা একই বিপদে পতিত হবে।

৩. তারা এই বিষয়ে পৌলের পরামর্শ গ্রহণ করলো না, পদ ১১। তারা প্রকৃতির বিষয়ে করা পৌলের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আদৌ কানে তুললো না, কারণ তিনি নৌ বিদ্যার কিছুই জানতেন না। আর শতপতি যিনি নিজে এই বিষয়ে কর্ণপাত করে কিছু একটা করতে পারতেন, তিনিও নিজেকে কেবল একজন সাধারণ যাত্রী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন, যদিও নিশ্চয়ই তিনি পৌলের চেয়ে বেশি বার সমুদ্র যাত্রাপুস্তক করেন নি, যেহেতু পৌল অনেকবারই জাহাজে চেপে ক্রীট দ্বীপের এই সমস্ত অঞ্চল দিয়ে ঘুরেছেন (তীত ১:৫) এবং তিনি এর বিভিন্ন অংশ নিজের হাতের তালুর মত খুব ভালভাবেই চেনেন। কিন্তু শতপতি পৌলের মতামতের চেয়ে জাহাজের মালিক এবং এর প্রধান নাবিকের কথাই বরং শুনলেন; কারণ প্রত্যেক মানুষকেই তার পেশা অনুসারে যোগ্যতা নিরূপণ করা হয়। কিন্তু পৌলের মত একজন মানুষ, যার স্বর্গের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, তাঁকে অবশ্যই এই সমস্ত বিষয়ে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল, বিশেষ করে নৌ চালনার বিষয়ে। লক্ষ্য করুন, তারা জানে না যে, তারা কী ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছে, যারা স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও নির্দেশনার বদলে মানুষের ধারণা ও পরিচালনায় চলতে চায়। শতপতি পৌলের প্রতি খুবই ভদ্র আচরণ করেছেন (পদ ৩), আর তথাপি তিনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। লক্ষ্য

করুন, অনেকেই আছে যারা উত্তম পরিচর্যাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, কিন্তু তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে না, নহিমিয় ৩৩:৩১।

প্রেরিত ২৭:১২-২০ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. জাহাজটি আবারও সমুদ্র যাত্রাপুস্তক শুরু করলো এবং প্রথমে তাদের আবহাওয়া এবং গতিপথ খুবই ভাল ছিল। লক্ষ্য করে দেখুন:

১. কী কারণে তারা সুন্দর পোতাশ্রয় ছাড়তে তাড়াহুড়ো করলেন: কারণ তারা ভেবেছিলেন যে, এই পোতাশ্রয়টি শীতকাল কাটানোর জন্য সুবিধাজনক হবে না; গ্রীষ্মকালে এই স্থানটি খুবই আরামদায়ক ছিল, কিন্তু শীতকালে তারা সেখানে কষ্ট পাবেন। কিংবা সম্ভবত অন্য কোন দিক থেকে তা আরামদায়ক বা স্বস্তিজনক ছিল না; হতে পারে সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যন্ত অভাব ছিল এবং তাদেরকে সেখানে রসদ নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হত, আর তারা একটি বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে আরেকটি বিপদের মুখে পড়লেন। জাহাজের কয়েকজন নাবিক বা যে সভায় যাওয়া হবে কি যাওয়া হবে না এই নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেখানে কয়েকজন জন নিশ্চয়ই এই বিষয়ে মতামত দিয়েছিল যে, তাদেরকে অবশ্যই এখানে অবস্থান করা উচিত, তারা যাত্রাপুস্তক শুরু করতে রাজি হয় নি যেখানে আবহাওয়া এতটা অনিশ্চিত। ঝড় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার চাইতে বরং কষ্ট করে বন্দরে আটকে থাকা ভাল। কিন্তু তারা ভোটে হেরে গেলেন, কারণ বেশির ভাগ লোকই চাইছিল যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ ছাড়ার জন্য; তথাপি তারা খুব বেশি দূরে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন না, তারা ঠিক করলেন যে, তারা সেই একই দ্বীপের আরেকটি বন্দরে গিয়ে আগে উপস্থিত হবেন, যা এখানে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ফৈনীকা এবং অনেকে মনে করে থাকেন যে, এর এমন নামের কারণ হচ্ছে, ফিনিশীয়দের এই দ্বীপে অনেক বেশি যাতায়াত ছিল, যারা ছিল সোর এবং সীদোনের ব্যবসায়ীরা। বলা হয়েছে এর অবস্থান ছিল দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তম পশ্চিম বরাবর। সম্ভবত পোতাশ্রয়টি এই স্থান থেকে এমন এক দূরত্বে ছিল যা একাধারে দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম মুখী এবং সেই সাথে তা পূর্ব দিক থেকে আসা ঝড়ো বাতাসও ঠেকিয়ে দিত। এভাবেই সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞার কারণে যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্র যাত্রাপুস্তক করতো তাদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের জন্য এ ধরনের কিছু স্থান প্রকৃতিগত ভাবেই নির্মিত হয়েছিল।

২. যাত্রার শুরুতে তারা কী ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। তারা যাত্রাপুস্তক শুরু করার সময় খুব ভাল বাতাস ছিল এবং তারা খুব ভালভাবে যাত্রাপুস্তক করছিলেন (পদ ১৩), দক্ষিণ দিক থেকে সুন্দর বাতাস বয়ে আসছিল, যাতে নির্ভর করে তারা পাল খাটিয়ে ক্রীট উপকূল ধরে অতিক্রম করছিলেন এবং তারা সেখানে ডুবো পাথরে ধাক্কা খাওয়ার কিংবা চোরাবালিতে আটকে যাওয়ার ভয় করছিলেন না, কারণ বাতাস খুব হালকাভাবে

বইছিল। যারা সমুদ্রে এমন মৃদুমন্দ বাতাসে ভ্রমণ করেন তাদের কাছে এটি জেনে খুব অবাক লাগতে পারে যে, তারা কিছু সময় পরেই ঠিক এর উল্টো পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন এবং তারা এমন এক ঝড়ের সম্মুখীন হতে পারেন যা তারা এর আগে কখনোই দেখেন নি। আমাদেরকে অবশ্যই সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেখানে আমরা জানি যে, আমাদের সামনে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। যে তার বন্ধনীর উপরে ভরসা রাখে সে তাতে গর্ব না করুক, কারণ তা যে কোন সময়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।

খ. জাহাজটি একটি ঝড়ের সম্মুখীন হল, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়ঙ্করী একটি ঝড়। তারা যখন যাত্রাপুস্তক শুরু করেছিলেন যখন তারা সেই মৃদুমন্দ বাতাসে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন এবং সেভাবেই তারা ধীরে সুস্থে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু এই বাতাসের উপরে আত্মবিশ্বাস স্থাপন করাই তাদের কাল হল। তারা পৌলের মুখ থেকে বলা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস না করে নিজেদের মানবীয় বুদ্ধিতে নির্ভর করেছিল, বয়ে যাওয়া মৃদুমন্দ বাতাসে তারা মোহিত হয়েছিল, অথচ তাদেরকে পৌল এক সুস্পষ্ট ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. তারা কী ধরনের বিপদ এবং দুর্দশার কবলে পড়েছিলেন:

(১) সেখানে তাদের বিরুদ্ধে এক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঝড়ো বাতাস শুরু হল, যা শুধু যে তাদের প্রতিকূলে ছিল তাই শুধু নয়, সেই সাথে তা সরাসরি তাদেরকে বাঁধা দিচ্ছিল, ফলে তারা এতটুকু এগোতে পারছিলেন না। এমন এক ভয়ঙ্কর বাতাস তাদেরকে আক্রমণ করতে লাগল এবং তাতে এমন সব ঢেউয়ের সৃষ্টি হতে লাগল, যেমনটা হয়েছিল যোহনকে বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে। এই বাতাসকে নাবিকেরা বলে থাকে ইউরোক্লাইডন (*Euroclydon*), একটি উত্তর পূর্ব বায়ু যা এই সমুদ্র পথে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত ছিল। এই ঝড়ো হাওয়া ছিল অনেকটা ঘূর্ণিঝড়ের মত এবং তা জাহাজটিকে আক্রান্ত করেছিল, পদ ১৫। ঈশ্বরই এই বাতাসকে আদেশ করেছিলেন জেগে ওঠার জন্য, যেন এর মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়। তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ সম্মান এবং সেই সাথে পৌলেরও সম্মান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই তীব্র ঝড়ের মধ্য দিয়েও তাঁর বিশ্বস্ত দাসকে সুরক্ষা দিয়ে বের করে আনতে চেয়েছিলেন (গীতসংহিতা ১৩৫:৭), তাঁর কথা পূর্ণ হয়েছিল, গীতসংহিতা ১৪৮:৮।

(২) জাহাজ অনেক বেশি দোল খেতে লাগল (পদ ১৮); এটি বাতাসে ফুটবলের মত একবার এদিকে আবার ওদিকে যাওয়া আসা করতে শুরু করলো। এর যাত্রীরা যেন (যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুসারে, গীতসংহিতা ১০৭:২৬, ২৭) একবার আসমানে উঠে যেতে লাগলেন আবার পরক্ষণেই পাতালে নিমজ্জিত হতে লাগলেন, তারা একবার ডুবছিলেন এবং আবার ভাসছিলেন। তাদের কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং তারা মাতালের মত শুধুই ঢুলছিলেন, তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা তাদের নিজেদের মধ্যে নেই। তাদের জাহাজের পাল কোনভাবেই বাতাসের মুখে দাঁড়াতে পারছিল না এবং

তারা সেই কারণে সমস্ত পাল গুটিয়ে রেখেছিলেন, কারণ নতুবা বাতাসের তোড়ে জাহাজ আরও বেশি করে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তারা নিজেরা কোন চেষ্টা করার বদলে প্রকৃতির হাতে নিজেদের জীবন সপে দিলেন এবং চুপচাপ পাল গুটিয়ে বসে রইলেন। কোন মতেই তা এই আবহাওয়ায় চালানো যাবে না, কাজেই তা বাতাসের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক– *Non quo voluit, sed quo rapit impetus undæ*। ওভিড। ট্রিস্ট। সম্ভবত তারা সে সময় ফৈনীকা পোতাশ্রয়ের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন, যেখানে ঝড়টির উৎপত্তি হয়েছিল এবং তারা চিন্তা করেছিলেন যে, তারা এই সময়ের মধ্যে এক শান্ত পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর ফেলতে পারবেন, অথচ তারা এখন হঠাৎ করেই এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই কারণে আমাদের অবশ্যই ভীতি সহকারে আনন্দ করতে হবে এবং এই পৃথিবীতে আমাদের কখনোই শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন জীবন কামনা করা উচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বর্গের সেই চির কাঙ্ক্ষিত ও শান্ত পোতাশ্রয়ে না পৌঁছাই।

(৩) তারা বেশ অনেক দিনের জন্য সূর্য বা তারা কিছুই দেখতে পেলেন না। এতে করে তাদের উপরে নেমে আসা এই ঝড় আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, কারণ তারা পুরোপুরি অন্ধকারে মধ্যে রইলেন, আর নাবিকেরা তাদের দিক নির্ণয়ের জন্য যে ভারী পাথর ব্যবহার করে থাকেন সেটাও তাদের কোন কাজে আসলো না, কারণ যেহেতু তারা সূর্য বা নক্ষত্র কিছুই দেখতে পারছিলেন না, সেই কারণে তারা কোন ধরনের দিক নির্দেশনা পাচ্ছিলেন না। এই কারণে তাদের অবস্থা আরও বেশি সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল। এভাবেই অনেক সময় দুর্যোগ তাদেরকে ঘিরে ধরে যারা ঈশ্বরের সত্যিকার ভক্ত ও খাটি পবিত্র ব্যক্তি, আর তাদের উপরে এ ধরনের আত্মিক পরীক্ষা প্রায়শই দেখা দেয়। তারা অন্ধকারে গমন করেন এবং তাদের কাছে কোন আলো নেই। সেখানে সূর্য বা তারা কোন কিছুই দেখা দেয় না; সেগুলো সেখানে বাস করতে পারে না। তারা স্বস্তিদায়ক বা উৎসাহদায়ক কোন কিছুতে অবস্থান করতে পারে না, তথাপি আলো তাদের জন্য রয়েছে।

(৪) তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। তা কোন ছোট খাট ঝড় ছিল না– *cheimon ouk oligos*– সেই ঝড়ের মধ্যে ছিল ঠাণ্ডা বৃষ্টি, বরফ এবং সেই ঋতুর সব ধরনের প্রতিকূল উপকরণ, যার কারণে তাদের ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, আর এই অবস্থা বেশ কয়েকদিন ধরে থাকলো। দেখুন, যারা সমুদ্রে সময় কাটান সবসময় তাদেরকে অনেক সময় কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয়; এবং তথাপি তাদেরকে শেষ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতেই হয়, তা না হলে তারা যদি মাঝ পথে হাল ছেড়ে দেন তাহলে এই পরিশ্রমের কোন মূল্যই থাকবে না। আর এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতি স্বর্গীয় আদেশের মূলবাণী, আমরা যেন আমাদের লক্ষ্যে স্থির থাকি, আমরা যেন শেষ পর্যন্ত তাতে নিজেদেরকে নিবদ্ধ রাখি। আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই সবসময় বিভিন্ন জাতির সাথে ব্যবসা বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং সমুদ্র যাত্রাপুস্তক করতে হবে, কিন্তু তাতে আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি এই ভয়ে যে, সেখানে ঝড়ের ভয় রয়েছে। ইষাখর যেমন তার তাঁবুতে আনন্দ করে তেমনি সবুলূন তার তাঁবু থেকে বাইরে বের হতে পেরে আনন্দ করে।

সম্ভবত খ্রীষ্ট এই কারণেই সমুদ্রচারীদের মধ্য থেকে তার শিষ্যদেরকে নির্বাচন করেছিলেন, কারণ তাঁরা এই কঠিন পরিশ্রম এবং প্রত্যয় ধারণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

২. তারা তাদের নিজেদের উদ্ধারের জন্য কী পদ্ধতির অবলম্বন করলেন: তারা যথাসাধ্য কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা করে কোনমতে নিজেদের রক্ষা করতে চাইলেন (কারণ আমি তা কোন মতেই ভাল বলতে পারবো না) যা সাধারণত নাবিকেরা এ ধরনের ঝড়ের কবলে পড়লে করে থাকে।

(১) তারা যখন জাহাজটিকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না, তখন তারা সেটিকে ভেসে যেতে দিলেন, কারণ তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, দাড় টানা বা পাল তোলা কোনটা করেই জাহাজটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না, উল্টো হিতে বিপরীত হতে পারে। যেহেতু পরিশ্রম করলেও তা নিষ্ফল হবে, সে কারণে তাদেরকে সে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

(২) বর্তমান দুর্যোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তারা যথাসাধ্য সমস্ত চেষ্টা করতে লাগল; সেখানে একটি ছোট দ্বীপ ছিল, যার নাম ছিল ক্লৌদা এবং তারা যখন এর কাছাকাছি এলেন, সে সময় তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত গতিপথ ধরে রাখার চেষ্টা করলেন না, বরং তারা চেষ্টা করতে লাগলেন যে কোন মূল্যে হোক যেন জাহাজটি পাথরের সাথে ধাক্কা না খায়, আর এই কারণে তারা নাবিকদেরকে আদেশ দিলেন যেন তারা সরাসরি দ্বীপের দিকে না যায় বরং তা পাশ কাটিয়ে যায়, পদ ১৬।

(৩) যখন তারা এই ভয় পাচ্ছিলেন যে, এবার বোধ হয় তারা আর জাহাজটিকে বাঁচাতে পারবেন না, সে সময় তারা তাদের জাহাজের ছোট নৌকাগুলোকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন, যা তারা খুব দ্রুততার সাথে করলেন। তারা বহু কষ্টে নৌকাটিকে বশে আনতে সমর্থ হলেন (পদ ১৬) এবং তারা সেটি জাহাজে তুলে নিলেন, পদ ১৭। নিশ্চয়ই এই ঝড়ের মধ্যে নৌকাটিকে জাহাজে তুলতে তাদের যার পর নাই বেগ পেতে হয়েছিল।

(৪) তারা এমন কিছু বিষয় ব্যবহার করলেন যা সে সময় ব্যবহার করাটা আসলেই যুক্তি যুক্ত ছিল, যখন দিক নির্ণয় করা বা দূরত্ব পরিমাপ করা আসলেই এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছিল, সে সময় তারা জাহাজের নোঙ্গর নামিয়ে দিলেন, পদ ১৭। তারা নোঙ্গর ফেলে জাহাজটিকে সমুদ্রের তলদেশের সাথে স্থির করতে চাইলেন, যাতে করে তা ঝড়ের কবল থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পায়।

(৫) যেন সূর্তি নামক চড়ায় বা চোরাবালিতে গিয়ে তাদের জাহাজটি না পড়ে সে কারণে তারা নোঙ্গর ফেললেন। এরপর তারা জাহাজারে নিয়ন্ত্রণ একেবারেই ছেড়ে দিলেন এবং সেটিকে যেদিকে খুশি সেদিকে যেতে দিলেন। একটি জাহাজ কীভাবে সমুদ্রে জীবিত থাকে (এভাবেই তা প্রকাশ করা হয়েছে), এমন কি এ ধরনের ঝড়োন্মুখ আবহাওয়াতেও তা অতি বিস্ময়ের ব্যাপার। আর যখন নাবিকেরা তীর খুঁজে পাচ্ছিল না, সে সময় তারা সেখান

থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চাইছিল।

(৬) পরের দিন তারা জাহাজের সমস্ত মালপত্র জলে ফেলে দিলেন, তারা জাহাজে বোঝাই করা সমস্ত ব্যবসায়িক মালপত্র এবং পণ্য জলে ফেলে দিলেন, যাতে করে জাহাজ হালকা হয় (যেভাবে যোনার জাহাজের নাবিকেরা করেছিলেন, যোনা ১:৫), তারা ঐ সমস্ত জিনিসের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বদলে ওগুলো হারানোকেই বরং আরও বেশি শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। চামড়ার বদলে চমড়া এবং একজন মানুষের যা কিছু আছে সেটাই সে তার জীবনের বিনিময়ে দিয়ে দেবে। দেখুন, পৃথিবীর সম্পদ কেমন তুচ্ছ, স্বাভাবিক সময়ে যা খুবই আশীর্বাদের বিষয় বলে গণ্য হয়, সেটাই প্রকারান্তরে কেমন বোঝা ও ভারগ্রস্থ বলে গণ্য হয়। তা শুধু যে এক ভারী বস্তু বলে বিবেচিত হয় তাই নয়, সেই সাথে তা এমন ভারী হয় যে, তা খুব সহজেই ডুবে যায়। এই কারণে ধনীরা যে ধন সঞ্চয় তা তাদের নিজেদেররই ক্ষতি করে (উপদেশক ৫:১৩); এবং তা তাদের সমস্ত উত্তমতা এবং মঙ্গলতাকে সাথে করে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু এই পৃথিবীর সন্তানদের বোকামি দেখুন, তারা এভাবেই তাদের সমস্ত ধন সম্পদের ব্যাপারে অপব্যয়ী হয়ে ওঠে, যখন তাদের জীবন বাঁচানোর তাগিদ সামনে চলে আসে, আর তথাপি তারা দয়া ও করুণার কাজে অত্যন্ত পারদর্শী বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। খ্রীষ্ট যে তাদের জন্য কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করেছেন এই সার্বজনীন সত্যকে তারা উপেক্ষা করে, যদিও তারা এই সত্য বহুবার শুনেছে এবং তা সত্য বলে জেনেছে। যারা বিশ্বাসের নীতিকে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করে, তারা নির্দ্বিধায় এই ধরনের অসাড় পণ্য ও মালপত্র ফেলে দিতে পারে, কারণ তাদের কাছে এর আদৌ কোন মূল্য নেই, কারণ তারা জানে যে, তাদের জন্য এমন সম্পদ অপেক্ষা করছে যা এই পৃথিবীতে নেই। এই কারণে তারা আর এই পৃথিবীর জন্য মায়া করেন না এবং তারা স্বর্গে আরও নিশ্চিত এবং আরও স্থায়ী এক সম্পদের জন্য আগ্রহী হন, ইব্রীয় ১০:৩৪। যে কোন মানুষই তার জীবন হানির বদলে তার মালামাল সমুদ্রে হারিয়ে যেতে দেবে এবং জাহাজ ভঙ্গ হতে দেবে, কিন্তু অনেকেই তাদের বিশ্বাসের জাহাজ ভঙ্গ হলেও তাদের কিছু আসবে যাবে না এবং তারা তাদের সম্পদের প্রতি বরং আরও বেশি যত্নশীল ও মনোযোগী।

(৭) তৃতীয় দিনে তারা জাহাজের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলে দিলেন– অর্থাৎ এর যত যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কাজের হাতিয়ার ছিল তার সবই ফেলে দিলেন, *Armamenta* (এমনটাই অনেকে মনে করেন), যা অস্ত্রও বোধ হয় সেখানে ছিল, যা তারা সমুদ্রে ফেলে দিলেন। এটি খুব সাধারণ কথা যে, বন্দুক, কামান ও গোলা বারুদ বোঝাই কোন জাহাজ ঝড়ে খুব দ্রুত ডুবে যাবে; কিন্তু তাদের সে সময় ঠিক কোন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ছিল যা ফেলে দিয়ে তারা জাহাজ ভার মুক্ত করলেন তা স্পষ্ট নয়। সমুদ্রে ঝড়ের মাঝে নাবিকেরা ও যাত্রীরা যখন নিজেদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এভাবে ছুড়ে ফেলতে থাকে, তখন সেটা মোটেও কোন অস্বাভাবিক বিষয় বা কোন ভুল বলে উল্লেখ করা যায় না, কারণ সে সময় ঝড়ের কারণে অবশ্যই তাদেরকে জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলে দেওয়া যায় এমন সমস্ত কিছুই খুঁজে ফেলে দিতে হবে, নতুবা তারা ঝড় শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্রে ডুবে যাবেন।

এমন কি যেটা খুবই প্রয়োজনীয় কোন বস্তু অথচ তেমন ভারী নয়, সেটাও অবশ্যই ফেলে দেওয়া উচিত।

৩. অবশেষে তারা যে চরম দুরাশায় পতিত হলেন (পদ ২০): আমাদের রক্ষা পাবার সমস্ত আশা ক্রমে দূরীভূত হল। ঝড়টি চলতেই থাকলো এবং তার থামার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; আমরা এর আগে দেখেছি তারা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই অসহনীয় ঝড়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, কিন্তু এখনও তা থামছে না বা ঝড়ের প্রকোপও কমছে না। তারা যে সমস্ত উপায় কাজে লাগিয়েছিলেন তা অবশ্যই কার্যকরী ছিল, কিন্তু সেগুলো কোন কাজেই লাগে নি; আর এই পরিস্থিতি তাদেরকে এমনই বিহ্বল করে তুলেছিল যে, তারা না পারছিলেন ভোজন করতে না পারছিলেন পান করতে। তারা তখনও জাহাজে বহাল তবিয়তেই ছিলেন, কিন্তু তারপরও তারা এমন এক শৃঙ্খলে আটকে ছিলেন যা তাদেরকে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত করে রাখছিল, যার কারণে তারা জীবনের কোন আশা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু কেন পৌল যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতায় এবং তাঁর নামের শক্তিতে এই ঝড়কে থামালেন না? কেন তিনি বাতাস এবং ঢেউকে বললেন না যে, থাম, শান্ত হও, যেভাবে তার প্রভু বলেছিলেন? নিশ্চয়ই এর কারণ হচ্ছে, প্রেরিতগণ তাদের শিক্ষার নিশ্চয়তা দান করার জন্যই কেবলমাত্র আশ্চর্য কাজ করে থাকেন, নিজেদের অথবা তাদের বন্ধুদের সুবিধার্থে কোন কাজ করার জন্য করেন না।

প্রেরিত ২৭:২১-৪৪ পদ

আমরা এখানে পৌল এবং তাঁর সহযাত্রীদের দুর্দশার বিষয়ে জানতে পাব। তারা কীভাবে এই ঝড়ের কবল থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরতে সক্ষম হলেন এবং তা যে পৌলের জন্যই আসলে সম্ভব হল সেই সকল বিষয়ে আমরা এখানে দেখবো। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে (পদ ৩৭) যে, কত জন মানুষ সেই জাহাজে ছিল– নাবিক, ব্যবসায়ী, সৈনিক, বন্দী এবং অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে, সর্বসাকুল্যে সেখানে দু'শো ছেষট্টি জন মানুষ ছিলেন। এই বিষয়টি কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যেন আমরা তাদের জন্য আরেকটু বেশি করে ভাবিত হই এবং এ কথা চিন্তা করি যে, তারা আসলেই এক বিরাট সংখ্যক জনতা ছিল, যাদের জীবন এখন একেবারেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে একজন পৌল অন্য যে কারও চেয়ে আরও বেশি মূল্যবান ছিলেন। আমরা তাদেরকে দেখি হতাশায় নিমজ্জিত হতে, কারণ তারা বেঁচে থাকার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ সময় প্রত্যেক মানুষ নিশ্চয়ই তাদের নিজ নিজ দেবতাকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় ডাকছিল, যেমনটা আমরা দেখি ভাববাদী যোনার ঘটনায়, কিন্তু এখানে আমাদেরকে সে বিষয়ে বলা হয় নি। যদি কমপক্ষে ঝড়ের কারণেও কেউ তার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে ও ডাকে, তাতেই বা মন্দ কী! তবে পৌল এই নাবিকদের মধ্যে যোনার মত চুপ করে বসে থাকেন নি, বরং তিনি এমন কৃতিত্বের কাজ করেছিলেন যা তার প্রেরিত পদটিকে উপযুক্তভাবে সম্মানিত করেছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পৌল তাদেরকে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করেছিলেন: তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন ঈশ্বরের নামে যে, তারা সকলে বাঁচবেন, এমন কি মানবীয় দৃষ্টিতে যেখানে তাদের সমস্ত আশা ভরসা শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকেও তাদেরকে উদ্ধার করে তুলে নেওয়া হবে। পৌল তাদেরকে হতাশা থেকে তুলে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন, যেন তারা এই হতাশার কবলে পড়েই মৃত্যুবরণ না করেন এবং তারা যেন এই হতাশার কারণে না খেয়ে থেকে নিজেদেরকে শেষ করে না দেন, কারণ এতে করে তারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবেন না, বরং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত রাখলে তবেই তারা উদ্ধার পেতে পারেন। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই চিন্তা মাথায় রাখা উচিত যে, তারা মরেন নি এবং তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তীব্র। এই কারণে পৌল তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারা যখন হতাশায় বলা যায় প্রায় মৃত্যুর প্রহর গুনছিল, সে সময় পৌল তাদের মাঝে এসে তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, তিনি এর আগে তাদেরকে সকলের সাথে সরঞ্জাম ও অন্যান্য মালামাল ফেলে দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছেন (পদ ১৯), কিন্তু এখন তিনি নিজেকে পৃথকভাবে দেখাচ্ছেন এবং তিনি নিজেকে তাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং যত্নশীল বলে প্রকাশ করলেন। তিনি তাদের কাছে এসে তাদের প্রতি সান্ত্বনাদাতা এবং উৎসাহদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।

১. তিনি তাদেরকে তার উপদেশ না শোনার জন্য তিরস্কার করলেন। তিনি তাদেরকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের পূর্ববর্তী যাত্রাপথে স্থির থাকেন এবং লাসেয়ার পথে যাত্রাপুস্তক করেন (পদ ৮): "আপনাদের অবশ্যই উচিত ছিল আমার কথা শোনা এবং ক্রীট বন্দর ত্যাগ না করা, যেখানে আমরা নিশ্চয়ই এই সময়টা অবস্থান করতে পারতাম এবং তাহলে আর আমাদেরকে এই ঝড়ের মধ্যে পড়তে হত না এবং এই সকল মালামাল আমাদের হারাতে হত না, আমরা এই দুর্যোগ এড়াতে পারতাম।" এই পৃথিবীতে আমরা যা হারাই এবং যে ক্ষতির সম্মুখীন হই, তা সবসময় যে আমাদের ক্ষতির কারণ হয় তা কিন্তু নয়, অনেক সময় তা আমাদের জন্য কিছু অর্জনও করে এবং বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য তা ক্ষতিকর বলে গণ্য হলেও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে তা অনেক সময় আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে লাভবান করবে। লক্ষ্য করুন, তারা পৌলের কথা শোনেন নি, যখন পৌল এই দুর্যোগের ব্যাপারে পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন। তথাপি এখনও তাদের উচিত তাদের বোকামির কথা চিন্তা করে অনুশোচনা করা এবং পৌলের সমস্ত কথা মেনে নেওয়া, কারণ যেহেতু তারা এখনও বিপদের মধ্যে রয়েছে, তথাপি ঈশ্বর মহা দয়ালু এবং তারা বিপদে থাকলেও ঈশ্বর তাদেরকে সকল প্রকার বিপদ আপদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন আর তারা তার মহা অনুগ্রহ ও দয়া দেখতে পাবে। পৌল তাদের প্রতি পরিচর্যা কাজ করার আগে তাদের পাপ এবং ভুল দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন, তারা যে তাঁর কথা না শুনে মহা ভুল করেছে সেটা তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তারা যে তাঁকে অগ্রাহ্য করে তাঁর প্রতি মহা দুর্ব্যবহার করেছে সেটা তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তিনি তাদেরকে বলতে চেয়েছেন যে, তারা নিজেদের ইচ্ছামত ভ্রমণের গতিপথ পরিবর্তন করে কত না বড় ভুল করেছে। তারা যদি নিজেদের মত করে কাজ না করতো তাহলে নিশ্চয়ই তারা সময় এবং পরিশ্রম দু'টোই রক্ষা করতে পারতেন। "কিন্তু," তিনি বলছেন, "তোমরা কোন কিছুই লাভ করতে পার নি,

বরং তোমাদের চরম ক্ষতি এবং হানি সাধন হয়েছে; তোমরা এর কী জবাব দেবে?" তাদেরকে যে কারণে মূলত দোষারোপ করা হচ্ছে তা মূলত কেন তারা ক্রীট দ্বীপ ত্যাগ করলেন তার জন্য, যেখানে তারা খুব নিরাপদ অবস্থানে ছিলেন। লক্ষ্য করুন, বেশির ভাগ মানুষই জানে না যে, কিসে তাদের মঙ্গল হবে, কিন্তু কোন কিছু ঘটার আগে কোনটিতে তাদের ভাল এবং কোনটিতে তাদের মন্দ সে বিষয়ে তাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়।

২. তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করলেন যে, যদিও তাদেরকে এই জাহাজটি হারাতে হবে, তথাপি তারা একজনের জীবনও বিনষ্ট হবে না: "আমার কথা না শুনে আপনার কী ধরনের বোকামি করেছেন তা তো নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।" এরপর তিনি এ কথা বলেন নি যে, "আর এই কারণে এখন আপনাদের প্রতি ন্যায্য বিচার হচ্ছে আপনাদের ধ্বংস ও বিনাশ। আপনারা সকলে যদি এখন ধ্বংস হয়ে যান তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত বিচার।" বরং তিনি বলেছেন, "তথাপি এখনও ইস্রায়েলের আশা রয়েছে। আপনাদের অবস্থা খুবই মারাত্মক, কিন্তু তা এখনও নিরাশাজনক নয়, আর আমি এখন আপনাদেরকে আনন্দ করতে বলি, কারণ আপনারা এই দুর্যোগ থেকে মুক্ত হয়ে মহা শান্তি লাভ করবেন।" এভাবেই আমাদের উচিত পাপীদের কে তাদের পাপ এবং বোকামির কথা বলে অতঃপর তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের জন্য যে ক্ষমা রয়েছে সে বিষয়ে বলা: "আপনাদের অবশ্যই আমাদের কথা শোনা উচিত এবং সেই সাথে আপনাদের চির কালের মত পাপ ত্যাগ করা উচিত; তথাপি এখন আমরা আপনাদেরকে উৎসাহ দিই, যেন আপন-ারা আনন্দিত হন। যদিও আপনারা আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যখন আমরা বলেছিলাম, হতাশ হবেন না।" তারা আক্ষরিক অর্থেই তাদের বেঁচে থাকার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই সমুদ্রে তাদের সলিল সমাধি হবে, কারণ তাদের বেঁচে থাকার সমস্ত আশা আসলেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন পৌল তাদেরকে শান্ত হয়ে আশায় বুক বাধতে বলছেন যেন তারা মৃত্যুর বদলে জীবনের পানে তাকান। তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের জীবন বিনষ্ট হবে না, বরং তারা সকলেই রক্ষা পাবেন। শেষ সময় উপস্থিত হলে পর তাদেরকে এই আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, কারণ এখন তারা অবশ্যই দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বিশ্বাস করবে এবং নিজেদের জীবন রক্ষায় আশাবাদী হবে, কারণ যে জীবন হারিয়ে গিয়েছিল তা তারা আবার ফিরে পাচ্ছে। তিনি তাদেরকে বলছেন:-

(১) তাদেরকে অবশ্যই এই জাহাজটিকে খরচের খাতায় তুলে রাখতে হবে। যারা এই জাহাজ এবং এর ভেতরের সমস্ত মালপত্রের মালিক ছিল, তারাই নিশ্চয়ই জাহাজটিকে এই সময়ে এই পথ ধরে যাত্রাপুস্তক করানোর ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিল এবং এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করেছিল। তারাই মূলত পৌলের পরামর্শের বিরোধিতা করেছিল এবং তারা অন্যদেরকেও প্ররোচিত করেছিল যেন তারা পৌলের কথা না শোনে, আর তাদেরকে এই অবাধ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয়েছিল। তারা তাদের জাহাজ এবং সমস্ত মালপত্র সবই হারিয়েছিল। অনেক দামী এবং প্রচুর ধন সম্পদে পরিপূর্ণ জাহাজ সমুদ্রের

অতলে তলিয়ে গেছে এ যাবৎ, কারণ সকলই অসার, কোন কিছুই আত্মার পৃথিবীতে বিন্দু মাত্র মূল্য রাখে না। কিন্তু,

(২) একটি জীবনও বিনষ্ট হবে না। এটি অবশ্যই তাদের জন্য একটি শুভ সংবাদ, যারা সে সময় মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল এবং যারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছিল। মৃত্যু অবশ্যই তাদেরকে মহা ভয়ঙ্কররূপে দেখা দিয়েছিল।

৩. তিনি তাদেরকে এ কথা বললেন যে, কীসের ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করছেন, কিংবা তিনি আদৌ যে তাদেরকে কোনভাবে ধোঁকা দিচ্ছেন না বা তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন না, কিংবা তিনি তাদেরকে অহেতুক মিথ্যে আশা দেখাচ্ছেন না, বরং তিনি এক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ তাদেরকে জানাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে এ কথা জানালেন যে, যে কথা তিনি তাদেরকে বলছেন তা তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন এবং তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ প্রতিজ্ঞা লাভ করেছেন। প্রভুর একজন স্বর্গদূত সেই রাতে তার কাছে এসেছিলেন এবং তাকে এই কথা বলেছিলেন যে, তার কারণে জাহাজের সমস্ত মানুষ রক্ষা পাবে (পদ ২৩-২৫), যার কারণে তাদের এই জীবন রক্ষা করা আরও দ্বিগুণ দয়ার কাজ হয়ে দাঁড়ালো, কারণ তারা যে এর জন্য স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ শুধু পেয়েছে তা-ই শুধু নয়, সেই সাথে তারা এর জন্য প্রতিজ্ঞার লাভ করেছেন এবং বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে পৌলের সুবাদে। এখন এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) পৌল ঈশ্বরের এই প্রত্যাদেশের কথা যেভাবে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক জানালেন। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বিশেষ তথ্য লাভ করেছিলেন: তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা, আমি যার অধীন এবং আমি যার সেবা করি। তিনি ঈশ্বরকে এখানে উপস্থাপন করছেন:-

[১] একজন ধার্মিক মালিক হিসেবে, যার অধীনে এই বিশ্বের সমস্ত কিছু রয়েছে এবং তিনিই সার্বজনীন মালিক। সমস্ত কিছুর উপরে তার মহান কর্তৃত্ব বিরাজ করছে: আমিই তিনি। যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা নিজেদের ক্ষমতায় বা শক্তিতে কিছুই করতে পারি না, সেই কারণে আমরা আমাদের নিজেদের নই, বরং একান্তই ঈশ্বরর। আমরা তাঁর সৃষ্টি, কারণ তিনিই আমাদেরকে তৈরি করেছেন, আর তাই আমরা তাঁর অধীন। তিনি আমাদেরকে রক্ষা করে থাকেন, নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন, কাজেই আমরা তাঁর অধীন। তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করেছেন, তাই এর মূল্য দ্বারা তিনি আমাদেরকে কিনে নিয়েছেন। আমরা আমাদের নিজেদের বদলে সম্পূর্ণই তাঁর।

[২] সার্বজনীন শাসক এবং প্রভু হিসেবে, যিনি তাঁর নিজ সত্তায় শাসন করার অধিকার অর্জন করেছেন। তিনিই আইন তৈরি করেন এবং তাঁকে ঘিরেই তা পালন করার জন্য বিধান তৈরি রয়েছে: আমি যাঁর সেবা করি। যেহেতু আমরা তাঁর নিজের, সে কারণে আমরা তাঁর সেবা করতে বাধ্য, তাঁকে সম্মান দিতে এবং নিজেদেরকে তাঁর কাজে নিয়োজিত করতে আমরা বাধ্য। এখানে পৌল মূলত খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি রেখে কথা বলেছেন; তিনি হচ্ছে ঈশ্বর এবং

স্বর্গদূতরা তাঁর নিজের এবং তাঁরা সকলে তাঁরই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে থাকে। পৌল অনেক সময় নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের দাস বলে উল্লেখ করেছেন; তিনি হচ্ছেন তাঁর এবং তিনি তাঁর সেবা করেন, একাধারে একজন খ্রীষ্টান হিসেবে এবং সেই সাথে একজন প্রেরিত হিসেবে। তিনি এ কথা বলেন নি যে, "আমরা যাঁর অধীন এবং আমরা যাঁর সেবা করি," কারণ সেখানে যারা যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশই তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল। কিন্তু, "আমি যাঁর অধীন এবং আমি যাঁর সেবা করি, অন্যরা যা-ই করে থাকুক না কেন; শুধু তাই নয়, আমি এখন প্রকৃত অর্থেই রোমে গিয়ে যাঁর সেবা ও পরিচর্যা কাজ করতে চলেছি, আপনাদের মত নয়, কারণ আপনারা পার্থিব কাজের জন্য যাচ্ছেন, কিন্তু আমি সেখানে খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষী হতে চলেছি।" এখন তিনি এই সমস্ত কথা তার সঙ্গীদেরকে বলছেন যেন তারা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পায়, তিনি যার অধীন এবং তিনি যার সেবা করেন, যাতে করে তারা সত্যিকার ঈশ্বরের দিকে ফেরে এবং তারাও পৌলের মত তার সেবা করে। এই একই কারণে যোনা তাঁর নাবিকদেরকে বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরকে ভয় করি, যিনি এই সমুদ্র এবং শুকনো ভূমি সৃষ্টি করেছেন, যোনা ১:৯।

(২) তিনি যে দর্শন পেয়েছিলেন তার যে বর্ণনা তিনি দিলেন: এই রাতে ঈশ্বরের একজন স্বর্গদূত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একজন স্বর্গীয় দূত, যিনি স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি পৌলের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং দৃশ্যনীয়ভাবে তাঁকে দেখা দিলেন, সম্ভবত যখন তিনি তাঁর বিছানায় জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন সে সময় তাঁকে এই দর্শন দেওয়া হয়েছিল। যদিও তিনি সে সময় বহু দূরে সমুদ্রের মাঝে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন (গীতসংহিতা ৬৬:৫), তিনি সমুদ্রের সবচেয়ে দুর্গম স্থানে ছিলেন (গীতসংহিতা ১৩৯:৯), তথাপি এটি ঈশ্বরের সাথে তার সহভাগিতা ও সংযোগ রক্ষা করা থেকে বিবরত রাখতে পারে নি, কিংবা তিনি স্বর্গীয় দর্শন লাভ করা থেকেও বঞ্চিত হন নি। আর সেই কারণে তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে সরাসরি স্বর্গদূত তা পাঠিয়ে সংবাদ দিতে পারছিলেন। তিনি নিজে জানতেন না যে, তিনি কোথায় রয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গদূত ঠিকই জানতেন যে, কোথায় তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। জাহাজটি সমুদ্রের ঝড়ে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল এবং বাতাসে ও ঢেউয়ের ধাক্কায় তা বারবার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তা এতটাই ভয়ঙ্করভাবে দুলছিল যেন তা যে কোন সময় উল্টে পড়ে যাবে, আর তথাপি স্বর্গদূত সেখানে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করলেন। কোন ঝড় ঝঞ্ঝাই ঈশ্বরের লোকদের সাথে তাঁর সংযোগ রক্ষা করা থেকে বিরত রাখতে পারে না, তিনি তাঁর লোকদের সাথে যে কোন মূল্যে হোক দেখা করতে পারেন, কারণ তিনি এক দারুন কার্যকরী সাহায্য, এক সাহায্যকারী হাত, এমন কি যখন সমুদ্র গর্জন করছে এবং তা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সে সময়ও, গীতসংহিতা ৪৬:১, ৩। আমরা এ কথা ধরে নিতে পারি যে, পৌল যেহেতু একজন বন্দী ছিলেন, সে কারণে তিনি জাহাজে নিজের জন্য কোন কেবিন পান নি, বরং সাধারণ কোন কক্ষে তার জন্য একটি বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছিল, যে কক্ষটি ছিল অবশ্যই অন্ধকার এবং নোংরা। সে সময় বন্দীদের রাখার জন্য সবার আগে সবচেয়ে অন্ধকার এবং নোংরা স্থানগুলোই খোঁজা হত, আর তথাপি তাঁর সামনে এসে ঈশ্বরের দূত দাঁড়িয়েছিলেন। হীনতা এবং দরিদ্রতা ঈশ্বর এবং তাঁর অনুগ্রহের

কাছ থেকে তাঁর লোকদের দূরত্ব দৈরি করতে পারে না। যাকোব যখন একটি পাথরকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, যখন তার উপরে মেঘ ছাড়া আর কোন ছাদ ছিল না, সে সময় তিনি স্বর্গদূতদের দেখা পেয়েছিলেন। পৌল সেই রাতে এই দর্শনটি লাভ করলেন। তিনি এর আগে একটি দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে এই নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন যে, তাঁকে অবশ্যই রোমে যেতে হবে (প্রেরিত ২৩:১১), যেখান থেকে তিনি নিশ্চয়ই এ কথা বুঝেছিলেন যে, এই আদেশ পালন করাই তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হবে; কিন্তু তিনি এই জ্বলজ্যন্ত আরেকটি দর্শন পেয়ে এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা পেলেন যে, তিনি এবং যারা তার সাথে রয়েছেন তারা সকলেই নিরাপদে থাকবে।

(৩) এই দর্শনে তাঁকে যে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, পদ ১৪।

[১] তাকে ভয় পেতে মানা করা হয়েছিল। যদিও তাঁর সাথে যারা এখানে রয়েছে তারা সকলেই তাদের ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এবং তাদের সমস্ত আশা ভরসার সাথে সাথে তাদের সমস্ত শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে, তথাপি, ভয় কোরো না, পৌল; তাদের ভয় দেখে ভয় পেয়ো না, কোন মতেই আতঙ্কিত হোয়ো না, যিশাইয় ৮:১২। সিয়োনের পাপীদের আতঙ্কিত হতে দাও, কিন্তু সাধুগণ আতঙ্কিত না হোক, অন্ততপক্ষে এই সমুদ্রে এই ঝড়ের মাঝে নয়; কারণ প্রভুর প্রতিনিধি তোমাদের সাথে রয়েছেন এবং তোমার লোকদের এই রক্ষা দুর্গ তাদের জন্য পাথরের অস্ত্র হিসেবে পরিণত হবে, যিশাইয় ৩৩:১৪-১৬।

[২] তাকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হল যে, তিনি নিরাপদে রোমে পৌঁছাতে পারবেন: তোমাকে অবশ্যই রোমে কৈসরের সামনে উপস্থিত হতে হবে। ভয়ঙ্কর শত্রুদের শত ক্রোধ এবং আক্রোশ যেমন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে নি, তেমনি সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর ঝড়ও তার এই পরিকল্পনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, আর তাই পৌল অবশ্যই রোমে গিয়ে কৈসরের সামনে তার সাক্ষ্য দান করবেন, কারণ এরপর তাকে আরও সেবা ও পরিচর্যার কাজ করতে হবে। বিপদ ও ঝুঁকির সময় এটাই ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসদের জন্য সান্ত্বনার বিষয় যে, ঈশ্বর যত দিন তাদের মধ্য দিয়ে কাজ করবেন তত দিন পর্যন্ত তারা বহাল তবিয়তে থাকবেন এবং এই পৃথিবীতে তাদের জীবনও তত দীর্ঘ হবে।

[৩] তাঁর জন্যই এই জাহাজের সমস্ত মানুষ রক্ষা পাবে, তারাও এই প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণি ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে: যারা তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, ঈশ্বর তাদের সকলকেই তোমায় দান করেছেন। যে স্বর্গদূতকে এই বার্তা পৌলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি পৌলকে এই ঝড় বিক্ষুব্ধ নাবিকদের মধ্য থেকে আলাদা করে ফেলেন নি, বরং তিনি পৌলের সাথে সাথে তাদেরও রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছেন যাতে করে তারা সকলেই নিরাপদে তীরে পৌঁছাতে পারে এবং তারা কেউই যেন ধ্বংস না হয়ে যায়, এই কারণে যে, তারা পৌলের পরামর্শ কানে তোলে নি। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্নভাবে পরিকল্পনা করেছেন, কারণ তিনি পৌলের কারণেই অন্য সকলকে রক্ষা করবেন, কারণ তিনি দেখাতে

চান যে, এই পৃথিবীর প্রতি উত্তম ব্যক্তিরা কতটা মহা অনুগ্রহস্বরূপ, কারণ তাদের জন্যই তাদের সাহচার্যে থাকা লোকেরাও রক্ষা পায়। তোমার সাথে যারা যারা রয়েছে তাদের সকলকে ঈশ্বর রক্ষা করবেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর হিসেবে তাদেরকে রক্ষা করবেন, কিংবা তাদের জন্য রক্ষা করবেন। অনেক সময় উত্তম ব্যক্তিরা পুত্র কিংবা কন্যা কিছুই রেখে যান না, কিন্তু তাদের আত্মা রেখে যান, নহিমিয় ১৪:১৮। কিন্তু পৌল এখানে একটি পুরো জাহাজের কর্মকর্তাদেরকে উদ্ধার করছেন, যারা ছিল প্রায় তিনশো জন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর অনেক সময় মন্দ লোকদেরকে স্বর্গীয় পরিকল্পনা সাধনের স্বার্থে ছেড়ে দেন; যেভাবে লোটের জন্য সোয়র শহরটি রক্ষা করা হয়েছিল এবং যেভাবে সাদুম শহরে কেবলমাত্র দশ জন ভাল মানুষ পাওয়া গেলে তা আর ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই পৃথিবীতে ভাল মানুষদেরকে এমনভাবে ঘৃণা করা হয় এবং নির্যাতন করা হয়, যেন তারা এখানে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী নন, তথাপি আসলে তাদের জন্যই এই পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। যদি পৌল নিজেকে অযথা এই মন্দ সঙ্গীদের মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই হারিয়ে যেতেন এবং ধ্বংস হয়ে যেতেন, কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বান তাঁর মধ্যে ছিল এবং তিনি সে কারণে নিজেকে সংরক্ষণ করতে পেরেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, এটি ছিল পৌলের জন্য এক মহা আনুকূল্য এবং তাঁকে আসলেই অনুগ্রহের সন্তান হিসেবে দেখা হয়েছে, যার কারণে তাঁর জন্য অন্যরাও বাঁচলো: তাদেরকে তোমার হাতে দেওয়া হচ্ছে। একজন ভাল মানুষের কাছে এর চেয়ে আর ভাল কোন কিছু হতে পারে না, যখন তিনি জানতে পারেন যে, তার কারণেই মানুষের মঙ্গল হচ্ছে এবং তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৪. তিনি তাদেরকে সেই একই সান্ত্বনা দান করেছেন যা দ্বারা তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন (পদ ২৫): "অতএব জনাবেরা সাহস করুন এবং আমার কথায় বিশ্বাস করুন, কেননা ঈশ্বরের উপরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার কাছে যেরূপ উক্ত হয়েছে, সেরূপই ঘটবে।" তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি প্রশংসা করতে বলবেন না বা তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতে বলবেন না, কারণ তিনি নিজে কৃতিত্ব পাওয়ার মত কিছু করেন নি; আর সেই কারণে তিনি এই কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, তিনি নিজে এ কথা বিশ্বাস করেন এবং তিনি অন্য সকলকেও এই কথা বিশ্বাস করতে বলছেন, যেন তা গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সহজ হয়: "আমাকে যে কথা বলা হয়েছে আমি তাতে এক বিন্দুও সন্দেহ করি না।" এভাবেই তিনি ঈশ্বরের দেওয়া ওয়াদাকে অবিশ্বাস না করার জন্য শিক্ষা দিলেন। ঈশ্বর একবার যা বলেছেন তা কি তিনি না করে থাকবেন? কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি অবশ্যই তা করবেন, কারণ তিনি এমন কোন সত্তা নন যিনি মিথ্যা বলেন। এই কথা কি প্রভু নিজে বলেছেন? তাহলে চিন্তার বা ভয়ের আর কিছু নেই, বরং আনন্দ কর। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা অবশ্যই পূরণ করা হবে এবং তোমরা সকলেই প্রাণে বাঁচবে, কাজেই আনন্দ কর। যদি ঈশ্বরের বলা এবং কাজ করা এক না হত, তাহলে আমরাও বিশ্বাস ও আনন্দ করা এক সাথে করতে পারতাম না।

৫. তিনি তাদেরকে একটি চিহ্ন দিলেন, তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে এই কথা বললেন যে,

এই ঝড়োনুখ আবহাওয়া থেকে তারা কীভাবে উদ্ধারের পথ খুঁজে পাবেন (পদ ২৬): "আমরা নির্দিষ্ট কোন একটি দ্বীপে গিয়ে পড়বো। সেখানে আমাদের জাহাজটি ভেঙ্গে যাবে এবং আমরা সকলেই প্রাণ নিয়ে দ্বীপে উঠতে পারবো; আর এভাবেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।" নাবিক তার স্থান ত্যাগ করেছে, জাহাজটি নিজের মত করে এদিক সেদিক যাচ্ছে, তারা জানেন না যে ঠিক কোন অবস্থানে তারা রয়েছে, যার ফলে তারা যে জাহাজ ঘুরিয়ে কোন একটি দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সেটাও সম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের পরিচালনা ও কর্তৃত্ব তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করবে এবং তাদেরকে সেই দ্বীপে আশ্রয় নেওয়ার জন্য নিয়ে চলবে। যখন ঈশ্বরের মণ্ডলী এই জাহাজটির মত করে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে এবং তারা সান্ত্বনা খুঁজে পায় না, যখন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না মণ্ডলীর হাল ধরে সঠিক গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, সে সময়েও ঈশ্বর তাদেরকে নিরাপদে তীরে নিয়ে আসতে পারেন এবং তিনি তা অবশ্যই করবেন।

খ. অবশেষে তারা একটি দ্বীপের কাছাকাছি আসতে সমর্থ হলেন, পদ ২৭-২৯।

১. তারা প্রায় দুই সপ্তাহ এই ঝড়ের মধ্যে কাটিয়েছেন, সার্বক্ষণিকভাবে তারা মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন: চৌদ্দতম রাতে, এর আগে নয়, তারা স্থলের কাছাকাছি এলেন। তারা সেই রাতে আদ্রিয়া সাগরে ইতস্তত চলতে লাগলেন। স্থানটি এড্রিয়াটিক উপসাগর নয়, যেখানে ভেনিস অবস্থিত, বরং এটি হচ্ছে এড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্য সাগরের একটি অংশ, যা একই সাথে সিসিলিয়ান এবং আইওনিয়ান সাগরকে সংযুক্ত করেছে এবং তা আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; এই সাগরে তারা ঢেউয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকলেন এবং তারা বুঝতে পারছিলেন না যে, তারা কোথায় আছেন।

২. প্রায় মাঝ রাতে নাবিকেরা বুঝতে পারলো যে, তারা কোন একটি স্থলভাগের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছে, যে বিষয়ে পৌল তদেরকে আগেই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে কোন একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে আসা হবে। আসলেই তারা কোন স্থলভাগের কাছাকাছি এসেছেন কি না তা জানার জন্য তারা সাগরের গভীরতা নির্ণয় করলেন, কারণ যতই তারা ডাঙ্গার দিকে যেতে থাকবেন ততই জলের গভীরতা কমতে থাকবে। প্রথম বার মেপে তারা বিশ বাঁও জল মাপলেন এবং এর পরের বার মেপে তারা পনের বাঁও জল পেলেন, যা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করলো যে, তারা ক্রমেই স্থলভাগের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। ঈশ্বর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এই পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে করে নাবিকেরা অন্ধকারেও প্রকৃতিগত এই উপায়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার বিষয়ে বুঝতে পারে এবং এ বিষয়ে তারা সাবধানী হয়।

৩. তারা যে স্থলের কাছাকাছি যাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হল এবং তারা তীরের কাছাকাছি থাকার পাথরের সাথে জাহাজের ধাক্কা লাগার ব্যাপারে আশঙ্কা করতে লাগল, তারা এই কারণে নোঙ্গর ফেললো এবং দিন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল; তারা পাথরে ধাক্কা লাগার ভয়ে আর সামনে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না, আবার তারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ফিরে

যাওয়ার চিন্তা করলো না, বরং তারা সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল এবং অত্যন্ত অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করে বসে থাকলো। যখন তাদের সামনে আলো ছিল, সে সময় তারা কোন ডাঙ্গা দেখতে পাচ্ছিল না; এখন যখন তাদের সামনে ডাঙ্গা রয়েছে, সে সময় তাদের সামনে আলো নেই; তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তারা আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যারা ঈশ্বরকে ভয় করেন তারা যখন অন্ধকারে পথ চলেন এবং তাদের সামনে কোন আলো না থাকে, সে সময় তারা নিশ্চয়ই বলেন না, প্রভু আমাদেরকে ভুলে গেছেন, কিংবা আমাদের প্রভু আমাদেরকে ত্যাগ করেছেন; কিন্তু তারা যেন নাবিকদের মত করে, তারা যেন নোঙ্গর ফেলে এবং দিনের আলো ফোটার অপেক্ষা করে, কারণ তাদের এই কথা মাথায় থাকা উচিত যে, রাতের শেষে ভোরের সূর্য দেখা দেবে। আশা হচ্ছে আত্মার নোঙ্গর, যা নিশ্চয়তা পূর্ণ এবং দৃঢ়, যা সকল বাঁধা ছিন্ন করে। তাতে নির্ভর করুন, সমুদ্রে আবারও ভেসে পড়ার চিন্তা বাদ দিন, বরং খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না ভোর হয় এবং ছায়াগুলো দূরে সরে না যায়।

গ. নাবিকেরা জাহাজটিকে থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এখানে তাদের দুর্দশায় এক নতুন বিপদ যুক্ত হল, যা তারা কোন মতে এড়াতে সক্ষম হলেন। লক্ষ্য করুন:-

১. নাবিকদের বিশ্বাসঘাতকতা সুলভ পরিকল্পনা। তারা চাইছিল জাহাজটি ত্যাগ করে পাড়ে চলে যেতে, যা যদিও অন্য ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিচয় বলেই ধরে নেওয়া যেত, কিন্তু যারা তাদের উপরে নির্ভর করে এই জাহাজের যাত্রী হিসেবে রয়েছে তাদের জন্য তা হবে অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়, কারণ এতে করে তাদের সাথে ধোকাবাজি করার সামিল হবে (পদ ৩০): তারা জাহাজ থেকে প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিল, কারণ তারা ধরেই নিয়েছিল যে, তীরে যাওয়ার আগেই জাহাজটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে, আর তাই তারা যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যেতে চাইছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, তারা নাবিকরা সকলে মিলে সেই ছোট নৌকাটিতে উঠে বসবে এবং সেটিতে করে তারা তীরে গিয়ে উঠবে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করবে, বাকি যারা জাহাজে থাকবে তারা ধ্বংস হয়ে গেলে যাক। এই দুরভিসন্ধি ঢাকার জন্য তারা এমন ভান করলো যে, তারা এভাবে জাহাজের পেছনে গিয়ে নোঙ্গর তোলার ভান করবে এবং তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, আসলে তারা সেখানে জাহাজের পরিচর্যা কাজ করছে, কিন্তু আসলে তারা সেখানে গিয়ে শুধুই তাদের পালিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করছিল। তারা ভেবেছিল নোঙ্গর ফেলার ভান করে তারা সেই নৌকাটিকে নামিয়ে দেবে, যেটাতে চড়ে তারা তীরে গিয়ে উঠবে (পদ ১৬, ১৭) এবং তারা এই উদ্দেশ্যে কাজ করছিল। তারা সকলে এই বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, তারা সকলে পালিয়ে যাবে; তারা একবারও চিন্তা করে নি যে, যে মানুষটি তাদেরকে এই বিপদের পূর্বাভাস দিয়েছিল এবং পরে আবার এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আভাস দিয়েছিল, তাঁকে ফেলে রেখে চলে যাওয়াটা কত বড় অপরাধ ছিল। যে তাদেরকে এতটা সাহায্য করলো এবং যার কারণে তারা এই তীরের সন্ধান পেল, তাঁকেই এখন তারা ফেলে রেখে চলে যেতে চাইছে, যোহন ১০:১২। এই কারণে শলোমন সত্যি কথাই বলেছিলেন, যে কোন অবিশ্বস্ত মানুষের উপরে বিশ্বাস করা যেন ভাঙ্গা দাত বা হাড়ের উপরে নির্ভর করার মত। এই কারণে আমাদের উচিত

অবশ্যই মানুষকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে সাবধানী হওয়া। পৌল ঈশ্বরের নামে তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তারা নিরাপদে ডাঙ্গায় পা রাখতে পারবে, কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্য এবং এর সত্যতাকে উপেক্ষা করে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য নিজেরা আগে থেকেই পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

২. পৌল এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারলেন এবং তা প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগ নিলেন, পদ ৩১। তারা সকলে দেখলো যে, নাবিকরা নৌকাগুলো ঠিক ঠক করার জন্য জাহাজের প্রান্তে যাচ্ছে, কিন্তু তারা সকলেই ধোকা খেল। কিন্তু একমাত্র পৌলের চোখেই এই বিষয়টি ধরা পড়লো এবং তিনি শতপতি ও সৈন্যদেরকে এ বিষয়ে জানালেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে, ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না। একজন নাবিকের দক্ষতা সবচেয়ে ভাল দেখা যায় সমুদ্রে ঝড়ের সময় এবং জাহাজ যখন বিপদাক্রান্ত হয় সে সময়, সে সময়ই তার নিজেকে প্রকাশ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আর এখন তাদের সামনে সবচেয়ে গুরুতর বিপদের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে, সে কারণে নাবিকদেরকে এখন অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে আরও বেশি করে প্রয়োজন, যদিও তাদের কোন দক্ষতার কারণে তারা তীরের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছেন তা নয়, কারণ এটি তাদের দক্ষতার আওতার বাইরে ছিল, কিন্তু এখন যেহেতু তারা ডাঙ্গার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, সে কারণে তাদেরকে এখন তাদের সমস্ত দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখিয়ে জাহাজটিকে ডাঙ্গায় পৌঁছাতে হবে। যখন ঈশ্বর আমাদের জন্য সেই কাজ করেন যা আমরা করতে পারি না, সে সময় আমাদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই তাঁর শক্তির উপরে নির্ভর করতে হবে। পৌল মানবীয় ভাষায় এখানে কথা বলেছেন যে, ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না; কিন্তু তাই বলে তিনি এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চান নি যে, তিনি স্বর্গীয় সত্তার কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে এই প্রতিজ্ঞা লাভ করেছেন যে, তারা সকলেই প্রাণে রক্ষা পাবেন। ঈশ্বর, যিনি এই ঘটনার সমাপ্তি পরিকল্পনা করে রেখেছেন যে, তারা সকলেই বাঁচবে, তিনি নিশ্চয়ই এর মাধ্যমও নির্ণয় করে রেখেছেন যে, এই নাবিকরাই শেষ পর্যন্ত তাদের এই জাহাজটি চালিয়ে তীরে নিয়ে আসবে। যদিও তারা যদি সত্যিই নেমে যেত তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর আরেকটি কোন উপায় বের করতেন যার মধ্য দিয়ে তিনি তিনি তাদেরকে রক্ষা করতে পারতেন। পৌল এখানে একজন বিজ্ঞ মানুষের মতই কথা বলেছেন, কোন ভাববাদীর মত নয়, যখন তিনি বলেছেন যে, আপনাদের সুরক্ষার জন্য এদেরকে জাহাজে রাখা প্রয়োজন। দায়িত্ব আমাদের, ঘটনার ধারাবাহিকতা ঈশ্বরের হাতে; আর আমরা অবশ্যই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না, বরং তাঁকে পরীক্ষা করি, যখন আমরা এই কথা বলি, "আমরা নিজেদেরকে তাঁর সুরক্ষার অধীনে রেখেছি," অথচ আমরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করি না নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য, যা আমাদের সাধ্যের এবং ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের সুরক্ষা নিজেরাই বিধান করতে পারি।

৩. সৈন্যরা কার্যকরীভাবে নাবিকদের পালিয়ে যাওয়া প্রতিহত করলো, পদ ৩২। এই বিষয় নিয়ে সে সময় নাবিকদের সাথে তর্ক করার মত বা তাদের বিচার করার মত পরিস্থিতি ছিল

না, সেই কারণে তারা খুব দ্রুত কাজ করলো। তারা নৌকাটির দড়ি কেটে দিল যাতে করে সেটি সমুদ্রে পড়ে ভেসে চলে যায়। আর এই নৌকাটি যদিও বর্তমানে তাদের এই পরিস্থিতিতে কোন একটি কাজে লাগানো যেত, তথাপি তারা এই নৌকাটি ত্যাগ করলেন, কারণ এখন এই মুহূর্তে নৌকাটি তাদের উপকারের পরিবর্তে অপকারণ বেশি করবে। আর এখন নাবিকদেরকে জোরপূর্বক জাহাজে থাকতে বাধ্য করা হল এবং তাদেরকে জাহাজ চালনার কাজে আবারও লাগিয়ে দেওয়া হল, কারণ যদি বাকি সবাই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাদেরকেও তাদের সাথে ধ্বংস হতে হবে।

ঘ. পৌল আনন্দের সাথে তাদেরকে কিছু খাবার পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে ইব্রীয় জীবনের সঞ্চার ঘটালেন এবং তিনি আবারও তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করলেন যে, তাদেরকে অবশ্যই উদ্ধার করা হবে এবং তারা সকলেই উদ্ধার পাবেন। তারা কত না সুখী, যাদের সঙ্গী হিসেবে পৌলের মত এমন একজন মানুষ থাকবেন, যার শুধু যে স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাই নয়, সেই সাথে যারা তার সাথে রয়েছেন তাদের জন্য তার এক দারুন মমত্ববোধ রয়েছে এবং তিনি তাদের সদা মঙ্গল কামনা করে চলেছেন। তিনি তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলছেন, যেভাবে লোহা দিয়ে লোহা ধারালো করা হয়। দুর্দশার সময়, যুদ্ধের সময় এবং ভীতির সময় এই ধরনের বন্ধুদেরই প্রয়োজন হয়। সুগন্ধি তৈল ও ধূপ চিত্তকে আমোদিত করে, মিত্রের আন্তরিক পরামর্শজনিত মিষ্টতাও তদ্রূপ, হিতোপদেশ ২৭:৯। পৌল এখানে তাঁর বন্ধুদের জন্য এমনই ভূমিকা পালন করছিলেন। দিন ঘনিয়ে আসছিল: যারা দিন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে আর মাত্র কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে এবং এর পরেই তারা যা চাচ্ছিল তা করতে পারবে। দিনের আলো ফোটার কারণে তাদের সকলকে কিছুটা সঞ্জীবিত করলো এবং এরপরে পৌল তাদের কাছে গেলেন।

১. তিনি তাদেরকে নিজেদের অযত্ন করার কারণে তিরস্কার করলেন, কারণ তারা ভয়ে বা দুশ্চিন্তায় এতটাই বিহ্বল হয়ে ছিল যে, তারা খাবার খাওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিল: আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা অপেক্ষা করে আছেন, কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে অনাহারে কালক্ষেপ করছেন, এটা মোটেও ভাল নয়, পদ ৩৩। এমন নয় যে, তারা সকলে বা তাদের মধ্যে একজনও অন্তত এক টানা চৌদ্দ দিন না খেয়ে আছে, কিন্তু তারা আসলে প্রকৃত অর্থে ভারী খাবার খাওয়া বলতে যা বোঝায় তা খান নি, তারা সবসময় যেভাবে খান সেভাবে তারা খান নি। তারা খুবই অল্প পরিমাণে খেয়েছেন, যা না খাওয়ারই সমতুল্য। কিংবা, "আপনারা না খেয়েই থাকছেন, যার অর্থ আপনাদের পাকস্থলী হজমের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আপনারা খাওয়ার রুচি হারিয়ে ফেলেছেন এবং এখন তাই আপনাদের ক্ষুধাও হারিয়ে গেছে। প্রবল আতঙ্ক এবং ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় আপনাদের ক্ষুধামন্দা দেখা দিয়েছে।" এভাবেই পৌল তাদের প্রতি অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও আন্তরিকতা সহকারে কথা বললেন, তাদের মঙ্গল কামনা করে কথা বললেন (গীতসংহিতা ১০২:৪), আমি আমার খাবার খেতে ভুলে গেছি। শরীরকে কষ্ট দেওয়া এবং এর প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ না করা অবশ্যই মস্ত বড় অন্যায়। সে নিশ্চয়ই একজন অস্বাভাবিক মানুষ, যে তার নিজ দেহের প্রতিপালন করে না

এবং তার যত্ন করে না, বরং তাকে ঘৃণা করে। কোন মানুষের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সে যদি নিজেকে কোন বিষয়ে কষ্ট দেয়, তাহলে তাকে শয়তানের অধীন বলে গণ্য করতে হবে, উপদেশক ৬:২। যদি এই বিষয়টি পৃথিবীর প্রতি দুঃখ বোধ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে এবং কোন তীব্র ভীতি বা ক্রোধ থেকে এসে থাকে, তাহলেও কোন মতেই তা গ্রহণ করা যাবে না, বরং তা পাপ বলে গণ্য করতে হবে। এই ধরনের কাজ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে এবং তার বিশ্বস্ততাকে অপমানিত করে, এটি অবশ্যই ভুল কাজ। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুবরণ করা কত না বোকামি সুলভ কাজ! কিন্তু এভাবেই এই পৃথিবীর দুঃখ আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি আনন্দ এবং তাঁর মাঝে আমাদের জীবন হচ্ছে সকল দুঃখ দুর্দশা থেকে আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়।

২. তিনি তাদেরকে খাবার জন্য অনুরোধ করলেন (পদ ৩৪): "আমি প্রার্থনা করার পর আপনারা কিছু খবার গ্রহণ করুন। আমাদের সামনে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে, যদি আমরা নিরাপদে তীরে গিয়ে পৌঁছাতে চাই; যদি আমাদের দেহ না খেয়ে থাকার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না।" স্বর্গদূত ভাববাদী এলিয়কে বলেছিলেন, উঠ এবং ভোজন কর, কারণ নতুবা এই ভ্রমণ তোমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে, ১ রাজাবলি ১৯:৭। সেই কারণে পৌলও এই লোকদেরকে খেতে বলছেন, নতুবা ঢেউয়ের আঘাত তাদের জন্য অতি মারাত্মক হয়ে উঠবে: আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি, *parakalo*, "আমি আপনাদের কাছে মিনতি করি, আপন-ারা আমার কথা শুনুন। আপনারা আর না খেয়ে থাকবেন না, যদিও এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে, কিন্তু আপনাদের স্বাস্থ্যের জন্য এই না খেয়ে থাকাটা খারাপ হবে, আর এতে করে আপনাদের নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়বে। আপনাদেরকে এখন অবশ্যই এখন খাবার গ্রহণ করে সুস্থ অবস্থায় থাকতে হবে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, যাতে করে আপনারা আপনাদের জীবন রক্ষা করার জন্য কাজ করতে পারেন।" যে পরিশ্রম করবে না, সে খাদ্য গ্রহণ না করুক; এর অর্থ হচ্ছে, যে পরিশ্রম করবে তাকে অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। দুর্বল এবং কম্পমান খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যারা তাদের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহে এবং ভয়ের মধ্যে রয়েছে, যারা প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা থেকে দূরে রয়েছে এবং স্বর্গীয় সান্ত্বনা থেকে দূরে সরে রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তারা অভিযোগ করে যে, তাদের আত্মিক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছে না এবং তারা নিজেদের আত্মিক মঙ্গল সাধন করতে পারছে না। যদি তারা যীশু খ্রীষ্টের দেখানো পথ অনুসারে ভোজন ও পান করে, তাহলে তিনি তাদেরকে শক্তি যোগাবেন এবং তখন তারা নিজেরাই তাদের আত্মার স্বাস্থ্য এবং পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে।

৩. তিনি তাদেরকে তাদের জীবন রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলেন: তিনি তাদেরকে বললেন যে, তাদের মাথার একটি চুলও বিনষ্ট হবে না। এটি একটি প্রবাদ বাক্য হিসেবে পরিচিত, যা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দানের ক্ষেত্রে বোঝানো হয়ে থাকে। এটি ব্যবহার করা হয়েছে ১ রাজাবলি ১:৫১; লূক ২১:১৮ পদে। "আপনারা মৃত্যু ভয়ে কিছুই মুখে দিতে পারছেন না। আমি আপনাদেরকে বলছি, যদি আপনারা নিশ্চিতভাবে বাঁচতে চান, তাহলে

অবশ্যই আপনাদেরকে খেতে হবে। আপনারা ভেজা এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় তীরে গিয়ে উঠবেন, কিন্তু আপনার অক্ষত থাকবেন এবং আপনাদের কোন অঙ্গ হানি হবে না; আপনাদের চুল ভিজে যাবে, কিন্তু আপনাদের একটি চুলও ছিড়বে না।"

৪. তিনি নিজে তাদের জন্য খাবার পরিবেশ করলেন; কারণ তাদের মধ্যে কারোরই তা করার জন্য ইচ্ছা ছিল না, তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনই উৎসাহ ছিল না: যখন তিনি এই সকল কথা বলা শেষ করলেন, তখন তিনি রুটি হাতে নিলেন, তিনি তা জাহাজের গুদাম থেকে এনেছিলেন, যেখানে তখন যে কারও ঢোকার অনুমিত ছিল, যেহেতু সে সময় খাবারের প্রতি কারোরই নজর ছিল না। তাদেরকে অল্প অল্প করে খাবার দেওয়া হচ্ছিল তা নয়, যা নাবিকরা অনেক সময় করে থাকেন, যখন তাদের খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় সমুদ্রে অবস্থান করতে হয়। তাদের জাহাজে প্রচুর খাবার ছিল, কিন্তু এত খাবার দিয়ে হবেটা কি, যেখানে তাদের খাওয়ার কোন রুচিই নেই? আমাদের ঈশ্বরের প্রতি এই কারণে কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন আছে যে, তিনি আমাদের রুচির জন্য খাবার দিয়েছেন তাই শুধু নয়, তিনি আমাদের খাবারের জন্যও রুচি দিয়েছেন, যাতে করে আমাদের আত্মা খাবারকে ঘৃণা না করে আবার তার পূজাও না করে (ইয়োব ৩৩:২০)।

৫. তিনি জাহাজে তাদের জন্য পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করলেন এবং তারা সকলে তাঁকে এই দায়িত্বে পেয়ে খুশি হল। তিনি এই সকল খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমাদের অবশ্যই এ কথা চিন্তা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে, তিনি অনেক সময় লূক এবং আরিষ্টার্খের সঙ্গে একত্রে বসে উপাসনা ও প্রার্থনা করেছেন। সে সময় যেখানে একাধিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী থাকতেন তাদের মধ্যে নিয়ম করে প্রার্থনা ও উপাসনা করার রীতি প্রচলিত ছিল, তারা নিয়মিত প্রতিদিন উপাসনায় মিলিত হতেন; কিন্তু তিনি এই প্রার্থনাটি পুরো দলের সাথে একত্রে বসে করেছিলেন কি না তা এখানে স্পষ্ট নয়। এখন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এই কারণে যে, তারা সকলে বেঁচে আছেন এবং তারা এখনও বেঁচে থাকার আশা পাচ্ছেন এবং তারা সকলে বাঁচবেন বলে তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। তিনি ঈশ্বরকে এই বলে ধন্যবাদ দিলেন যে, তার কারণেই তারা এখনও পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যান নি, তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতায় তাদের সকলকে সুরক্ষায় রেখেছেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে আরও অনুগ্রহ কামনা করলেন। আমাদেরকে অবশ্যই সব কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে হবে; এবং বিশেষভাবে আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সকল প্রাপ্ত খাবারের ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাতে হবে, যাতে করে ঈশ্বরের বাক্য এবং তার প্রতি কৃত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই খাবার শুচি ও পবিত্র হয় এবং আমরা যেন তা ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করি। এভাবেই খাবারের উপরে থেকে সমস্ত মন্দ আশীর্বাদ উঠিয়ে নেওয়া হয়, এর সমস্ত অপবিত্রতা মুছে দেওয়া হয় এবং ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন, ১ তীমথিয় ৪:৩-৫। আর মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হতে নির্গত প্রতিটি কথাতে বাঁচে, যা আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তিনি তাদের সকলের সাক্ষাতে ধন্যবাদ ও কৃ

তজ্ঞতা জানিয়েছিলেন, তিনি শুধু এটা দেখাতে চান নি যে, তিনি তাঁর প্রভুর সেবা করতে লজ্জা বোধ করেন না, বরং সেই সাথে তিনি এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি তাদের সকলকে এই প্রার্থনা ও ভোজন পর্বে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যদি আমরা আমাদের খাবারের প্রতি আশীর্বাদ কামনা করতে চাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে সঠিক উপায়ে এর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে নিজেদের এক অভূতপূর্ব সহভাগিতা সৃষ্টি করতে হবে এবং সকলের সাথে একত্রে মিলে এই সহভাগিতায় মিলিত হতে হবে, যেন তারাও এর অংশীদার হয়।

৬. তিনি তাদের জন্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন: যখন তিনি ধন্যবাদ দিলেন, তিনি তাঁর হাতের রুটিটি ভাঙ্গলেন (সেটি ছিল আসলে এক ধরনের বড় বিস্কুটের মত, যা নাবিকরা সমুদ্রে থাকাকালীন খেত) এবং তিনি তা খেতে শুরু করলেন। তারা উৎসাহিত হল কি না হল তা না দেখেই তিনি খেতে শুরু করলেন। তিনি তাদেরকে জোর করলেন না, কিন্তু তিনি তাদের সামনে নিজে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন যেন তাঁকে দেখে তারাও উৎসাহিত হয়ে খাবার গ্রহণ করে। তাই তিনি নিজে প্রথমে ধন্যবাদ দিলেন এবং খাবার খেলেন। যারা অন্যদেরকে শিক্ষা দেয় তারা যদি যা শিক্ষা দেয় সে অনুসারে নিজেরাও কাজ না করে, তাহলে তাদের শিক্ষার কোনই মূল্য থাকে না এবং প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা দানের সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

৭. এর ফলে সকলের উপরে একটি আনন্দময় প্রভাব বিস্তৃত হল (পদ ৩৬): তখন সকলে সাহস প্রাপ্ত হল এবং আহার করলো। এরপর তারা ঈশ্বরের সেই বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করলো যা পৌলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাদেরকে জানিয়েছিলেন, যিনি তাদের সাথে এখন একই বিপদের মধ্যে রয়েছেন। এভাবেই ঈশ্বর মানুষের ধ্বংসপ্রায় পৃথিবীতে শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে আসেন তাদের মাধ্যমে, যার তার নিজের লোক এবং যারা পৃথিবীতে পাপীদের সাথে একই ধরনের বিপদের মধ্যে রয়েছে। তারা অবশ্যই উদ্ধার পাবে, কারণ তাদের সকলকেই পরিত্রাণের সুসংবাদ জানানো হয়েছে, কিন্তু এখন শুধু লোকদেরকে যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে নিতে হবে, তাহলেই তাদেরকে যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে তাতে তারা সাড়া দিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। খাবার গ্রহণ করার উপলক্ষ্যে এখানে জাহাজের লোকসংখ্যা আর একবার গণনা করে উল্লেখ করা হল: সেই জাহাজে আমরা সর্বসুদ্ধ দু'শো ছেয়াত্তর জন ছিলাম। দেখুন, একজনের উত্তম দৃষ্টান্তে কত জন প্রভাবিত হহতে পারে। তারা সকলেই খাবার খেল, শুধু তাই নয়, তারা সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে খেল (পদ ৩৮)), তারা খেয়ে তৃপ্ত হল কিংবা বলা যায় তারা পেট ভরে খেল। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, চৌদ্দ দিন ধরে না খেয়ে থাকা বলতে কী বোঝানো হয়েছে। এমন নয় যে, তারা এই সময়টা একেবারেই না খেয়ে ছিলেন, বরং এই সময় তারা যথেষ্ট পরিমাণে একবারও খান নি, তারা একেবারেই সামান্য পরিমাণে খেতে পেরেছেন।

৮. আরও একবার জাহাজটিকে হালকা করলেন যেন সেটি সহজে তীরের দিকে এগিয়ে

যেতে পারে। তারা এর আগে তাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং মালপত্র ফেলে দিয়েছিলেন, আর এখন তারা তাদের সমস্ত শস্য ফেলে দিলেন, যা তাদের খাবারের শেষ রসদ ছিল। নিজেরা ডুবে যাওয়ার বদলে খাদ্য দ্রব্য ডুবিয়ে দেওয়াই ভাল। দেখুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কত না ন্যায্যভাবে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যকে অসার বলেছেন, যা নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা নিজেদেরও অনেক সময় আমাদের জীবন থেকে এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিস ছুড়ে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে যা আমরা আমাদের জীবনের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে এবং আমাদের ভবিষ্যতের সহায়ক হিসেবে সঞ্চয় ও ধারণ করে রাখি। সম্ভবত সেই জাহাজটি প্রচুর যাত্রী বোঝাই ছিল (যা আমরা এখানে উল্লিখিত লোকসংখ্যা দেখে বুঝতে পারি) এবং এই কারণে তাদের সব ধরনের বস্তু ফেলে দিয়ে জাহাজটি হালকা করার প্রয়োজন ছিল।

ঙ. তারা তীরের দিকে যাত্রাপুস্তক করতে শুরু করলেন এবং তারা এই উদ্দেশ্যে জাহাজ চালনা শুরু করলেন। দিনের শুরুতে অর্থাৎ খুব ভোরে তারা খাবার খেয়েছিলেন এবং যখন পুরোপুরি দিনের আলো ফুটলো সে সময় তারা চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন; এবং এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

১. তারা জানতেন না যে, তারা কোথায় আছেন; তারা বলতে পারছিলেন না যে, সেটি কোন দেশ কিংবা কোন মহাদেশে তারা রয়েছেন, তা হতে পারে ইউরোপ, এশিয়া কিংবা আফ্রিকা, কারণ এড্রিয়াটিক সাগরের এই ঝড়ে সমস্ত উপকূলীয় স্থাপনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সম্ভবত এই নাবিকরা এই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে যাতায়াত করেছেন এবং তাদের প্রকৃত অর্থে সমস্ত দেশের সমস্ত বন্দর ও উপকূল চেনার কথা, তারপরও তারা যখন তা চিনতে পারছিলেন না, তার অর্থ হচ্ছে তারা এখানে খুব একটা আসেন নি। জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে বড়াই না করুক, কারণ হয়তো বা সে এমন এক সময় তার অজ্ঞানতার পরিচয় পাবে যা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জাষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

২. তারা একটি উপসাগর দেখতে পেলেন যার একটি বালুকাময় তীর ছিল, যেখানে তারা তীরের উপরে জাহাজ তুলে দেওয়ার চিন্তা করতে লাগলেন, পদ ৩৯। যদিও তারা জানতেন না যে, সেটি কোন দেশ ছিল, কিংবা সেই দেশের লোকেরা বন্ধুভাবাপন্ন হবে না কি শত্রুভাবাপন্ন হবে, সভ্য হবে না কি বর্বর হবে, তথাপি তারা নিজেদেরকে তাদের দয়ার উপরে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা শুকনো ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছিলেন, যা দেখে তারা এত দিন পর অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছিলেন, কারণ বহু দিন ধরে তারা কেবল জলই দেখছেন, কোন স্থল ভূমি দেখতে পায় না। তাদের জন্য খুবই ভাল হত, যদি তাদের জন্য বিকল্প কোন সাহায্য আসতো, যেমন যদি তীর থেকে কেউ জাহাজটিকে এগিয়ে আসার জন্য দিক নির্দেশনা দিত, কিংবা যদি দ্বিতীয় কোন জাহাজ এসে কিছু লোককে তুলে নিয়ে জাহাজটির ভার কিছুটা মুক্ত করতো, কিংবা যদি তাদের জাহাজের ছোট নৌকাটি থাকতো এবং তারা তাতে চড়ে কয়েক জন করে পালা ক্রমে তীরে গিয়ে উঠতেন। যারা সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে বাস করে, তাদের অনেক সময় তাদেরকে সাহায্য করার সুযোগ ঘটে,

যারা তীরে কাছাকাছি কোন জাহাজে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেখানে তাদের কারও জীবন রক্ষা করার সুযোগ মিলে যেতে পারে এবং তারা অবশ্যই তাদের প্রাণপণে তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে, প্রচণ্ড আগ্রহ এবং আনন্দ সহকারে তারা সেই কাজ করবে। এটি হচ্ছে এক মহা পাপ এবং ঈশ্বর প্রতি অবমাননা, যদি চোখের সামনে কাউকে মৃতপ্রায় দেখেও তাকে সাহায্য করা না হয় এবং তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেওয়া হয়। আর এতে করে যে লোকেরা কিছু না করে শুধু প্রত্যক্ষদর্শী হল, তাদেরকে এই ধরনের কোন অজুহাত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না, দেখ, আমরা জানতাম না, কারণ তারা নিশ্চয়ই জানতো, বা তাদের অবশ্যই নিজ দায়িত্বে জানা উচিত ছিল, হিতোপদেশ ২৪:১১, ১২। আমি শুনেছি যে, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সমুদ্র উপকূলবাসী এমন অনেকে রয়েছে, যারা উপকূলে কোন জাহাজ দেখলে তাদেরকে দিকভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট করার জন্য অনেক ধরনের কলা কৌশল করে থাকে, যেমন ভুল সংকেত দেওয়া এবং ভুল দিকে আলোর চিহ্ন ফেলা, ফলে জাহাজগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়ে থাকে এবং জাহাজটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। আমি ভাবতেই পারি না যে, কোন মানুষ এতটা বিকৃত মস্তিষ্কের হয় কী করে, এতটা অমানবিক বর্বর হয় কী করে এবং কীভাবে তাদের ভেতরে শয়তান এতটা ভয়ঙ্করভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে যার ফলে তারা এই ধরনের একটি কাজে লিপ্ত হওয়ার চিন্তা করে। তাদেরকে এই সত্যি কথাটি জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, যারা নিজেরা অন্যদের প্রতি কোন দয়া দেখায় নি, শেষ বিচারে তাদের প্রতিও এতটুকু দয়া দেখানো হবে না।

৩. তারা বাতাস এবং স্রোতের আঘাতে ক্রমাগতভাবে সোজাসুজি তীরের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন (পদ ৪০): তারা নোঙ্গরগুলো তুলে নিলেন এবং জাহাজের হালের বন্ধনগুলো খুলে দিলেন, পদ ২৯। অনেকে মনে করেছিলেন যে, তাদের সেগুলো তুলতে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কষ্ট করতে হলেও এগুলো তুলে ফেললে তারা পরবর্তী সময়ে এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু অন্যরা নিশ্চয়ই ভাবছিলেন যে, শুধু শুধু এই ভারী জিনিসগুলো না তুলে দড়ি কেটে দিলেই হয়, তাতে করে শ্রম ও সময় দু'টোই বাঁচবে। যাই হোক, তারা নোঙ্গর কেটে সাগরে ফেলে দিলেন এবং চমৎকার বাতাস তাদের জাহাজটিকে ঠেলে তীরে দিকে নিয়ে যেতে শুরু করলো। তারা হালের বন্ধন খুলে দিলেন, যা ঝড়ের সময় বেঁধে রাখা হয়েছিল জাহাজটিকে স্থির করে রাখা জন্য, কিন্তু এখন তারা যেহেতু সামনে এগোচ্ছেন, সে কারণে হাল আর একভাবে বেঁধে রাখা যাবে না, যেহেতু এখন জাহাজ বাতাসের সাহায্যে সামনে এগিয়ে চলছে। তারা বাতাসের সম্মুখে অগ্রভাগের পাল তুললেন এবং সেই বাতাসে তারা তীরের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন। যারা সমুদ্র ও নৌ বিদ্যায় অভিজ্ঞ, তারা জানেন যে, এভাবে পাল খাটানো এবং হাল নিয়ন্ত্রণে আনা কতটা সময় সাপেক্ষ কাজ। তবে এই ঘটনাটির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, তারা স্থলভাগ দেখার পর আর এতটুকু দেরি করতে রাজি হচ্ছিলেন না এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, বস্তুত সাধারণভাবে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করলে যতটুকু সময় লাগার কথা, তারা তার চেয়েও দ্রুত কাজ করে আরও তাড়াতাড়ি এই প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এই ঝড় ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর তীব্র

হাওয়া আর ঝড়ের মধ্য থেকে নিরাপদ স্বর্গে চিরকালীন শান্তি ও সুখ ভোগ করার জন্য কে না তাড়াহুড়ো করে? আমাদের কি এই সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা উচিত নয় যে, আমাদেরকে দ্রুত এই পৃথিবী থেকে স্বর্গে গমনের জন্য ধার্মিক ও পবিত্র মনোভাব সবসময় ধারণ করে রাখা উচিত? আমাদের কি বিশ্বাসের প্রধান পাল টাঙ্গানো উচিত নয়, যা আমাদেরকে সোজাসুজি আমাদের কাঙ্ক্ষিত তীরের দিকে নিয়ে যাবে?

৪. তাদের জাহাজটি চলতে চলতে হঠৎ করে একটি চড়ায় আটকে গেল, সম্ভবত এটি কোন ধরনের চোরাবালির স্তূপ ছিল, যা সমুদ্রের তীরবর্তী উপকূলের বালি জমে জমে তৈরি হয়েছিল, কিংবা এটি ছিল দু'টি সমুদ্রের সঙ্গমস্থল, যেখানে উভয় সমুদ্রের স্রোত মিলে এই ছোট্ট বালুময় স্থলভাগ তৈরি করেছিল। আর এখানেই আমাদের জাহাজটির তলদেশ আটকে গেল; আর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা কোনভাবে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারছিলেন না, আর এদিকে জাহাজের পিছনের দিকে ভয়ঙ্কর স্রোতের আঘাতে ভেঙ্গে যেতে লাগল। আমরা জানি না যে, নাবিকদেরকে পালিয়ে যাওয়া থেকে প্রতিহত করার কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে জাহাজটিকে বালুচরে তুলে দিয়েছিল কি না, কিংবা আমরা এটাও জানি না যে, হয়তো বা এর কিছুই নয়, বরং তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন জাহাজটিকে বাঁচানোর এবং সোজা পথে চালানোর, কিন্তু এটাই সত্যি যে, মানুষের পরিকল্পনার উপরে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জয়ী হল, কারণ ঈশ্বর পৌলের মুখ হয়ে বলেছিলেন যে, তাদেরকে অবশ্যই জাহাজটি হারাতে হবে (পদ ২২)। আমরা এ কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর দাসদের কথা নিশ্চিত করবেন এবং তিনি তাঁর দূতদের সকল বাক্য সুপ্রমাণিত করবেন, যিশাইয় ৪৪:২৬। জাহাজটি এর আগে যখন তীব্র খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে, সে সময় তা ক্রমাগতভাবে বাতাসের আঘাত পেয়েছে এবং সে সময় তা যে কোন মুহূর্তে আঘাতে ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সে সময় জাহাজটির এতটুকু ক্ষতি হয় নি। অথচ এখন এই সামান্য চড়ায় আটকে গিয়ে জাহাজটি ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙ্গে যেতে শুরু করলো। এভাবেই যখন আমাদের হৃদয় এই পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাতে একান্তভাবে আটকে পড়ে, এর ভালবাসায় এবং মোহে অন্ধ হয়ে পড়ে এবং সবসময় এর বিষয়েই চিন্তা করতে থাকে, তখন তা প্রকৃত অর্থেই হারিয়ে যায়। শয়তান আমাদেরকে সবসময় পরীক্ষায় ফেলার জন্য চেষ্টা করতে থাকে এবং এক বার সে আমাদেরকে হারিয়ে দিতে পারলেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। কিন্তু এই পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় যখন আমরা ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাতে উথাল পাথাল অবস্থায় থাকবো, তখনও আমাদের জন্য আশা রয়েছে। তাদের চোখের সামনেই ছিল তীর এবং তথাপি তারা বন্দরে এসে জাহাজ ডুবির শিকার হলেন, যা আমাদেরকে এ কথাই শেখায় যে, এই পৃথিবীতে আমরা কখনোই নিরাপদ নই।

চ. প্রকৃতিগত বিপদের পাশাপাশি পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা যে বিশেষ বিপদের মুখোমুখি হলেন এবং সেখান থেকে তাদের উদ্ধার।

১. এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন প্রত্যেকটি মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা সুতোর মাথায়

ঝুলছে, সে সময় সৈন্যরা বন্দীদের হত্যা করার পরামর্শ করলো, যেন তার পালিয়ে যেতে না পারে। তারা এই চিন্তা করলো যে, তাদের নিজ নিজ অধীনে যে সমস্ত বন্দী রয়েছে তাদেরকে তারা হত্যা করবে, পাছে তারা সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে সাতার কেটে পালিয়ে যায়, পদ ৪২। এমনটা হওয়ার খুব বেশি ঝুঁকি ছিল না, কারণ তারা পালিয়ে এত দূরে যেতে পারবে না, কাছাকাছি একমাত্র সেই দ্বীপটিই রয়েছে যেখানে তারা সকলে উঠতে চাইছেন, আর সেখানে অসংখ্য সৈন্যের চোখ এড়িয়ে কেউই পালিয়ে যেতে পারবে না। এমন কি তারা এতটাই দুর্বল ছিলেন যে কারও মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল বলেও মনে হয় না। এমন কি তারা এমন এক পরিস্থিতিতে রয়েছেন যেখানে তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলেও তারা যে একাকী পালিয়ে যাওয়ার কথা একেবারেই মাথাতে আনবেন না সে কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এক বর্বর নৃশংস চিন্তা, যার কারণে তারা এভাবে নির্বিচারে সকল বন্দীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেখানে তারা নিজেরাই অলৌকিকভাবে নিজেদের জীবন ফিরে পেয়েছিল।

২. শতপতি পৌলকে বাঁচানোর জন্য সৈন্যদের এই গতিবিধি প্রতিহত করলেন। পৌল, যিনি বন্দীদের মধ্যে ছিলেন, তিনি এই কয় দিনে শতপতির অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, যেভাবে যোষেফ প্রধান রক্ষীর খুব কাছের মানুষ হয়ে ছিলেন। জুলিয় যদিও এর আগে পৌলের পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন, তথাপি পরবর্তীতে তিনি তাঁকে সম্মান করার এবং তাঁর কথা মান্য করার অকাট্য যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, আর সেই কারণেই পৌলের জীবন রক্ষা করার মানসে তিনি এই রক্তক্ষয়ী সঙ্কল্প থেকে সৈন্যদেরকে ফেরালেন এবং *in favorem vitæ*– তার জীবন রক্ষার জন্য তিনি তাদেরকে এই উদ্দেশ্য সাধন থেকে বিরত রাখলেন। এটি আমরা দেখতে পাই না যে, তারা আসলেই এ ধরনের কোন উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না। কিন্তু তাদেরকে কেবলমাত্র সন্দেহ করা হয়েছিল এবং তারা বিচারের অপেক্ষায় ছিলেন, আর এ ধরনের ক্ষেত্রে একজন নিরপরাধ অভিযুক্তের মৃত্যুর বদলে দশ জন পালিয়ে যাওয়া অনেক ভাল। ঈশ্বর পৌলের সুবাদে এই জাহাজের সকলকে রক্ষা করেছেন, আর এদিকে শতপতিও সকল বন্দীকে পৌলের সুবাদে রক্ষা করলেন; একজন উত্তম ব্যক্তির জন্য এভাবেই মঙ্গলময়তা প্রকাশ পায়।

ছ. ঈশ্বরের চমৎকার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় সেই জাহাজের সব কয়জন লোকের জীবন রক্ষা পেল। যখন জাহাজটি ভেঙ্গে যেতে শুরু করলো, সে সময় তারা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর কাছ থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে ছিলেন; আর তথাপি তাদের প্রতি অপরিমেয় দয়া দেখা গিয়েছিল এবং তাদেরকে আর সেই ধাপ অতিক্রম করতে হয় নি।

১. অনেকে সাতার কেটে রক্ষা পেয়েছিলেন: শতপতি তার সৈন্যদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা আগে যাবে এবং যত জন তারা পারে সাতার কেটে গিয়ে তীরে উঠবে এবং সেখানে গিয়ে তারা বন্দীদেরকে ধরে তীরে তোলার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং সেই সাথে তারা যেন পালিয়ে যেতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখবে। রোমীয়রা যুবক বয়সে অন্যান্য ব্যয়াম ও শরীর চর্চার পাশাপাশি সাতার কাটার চর্চা করতো এবং অনেক

ক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধের সময় সাতার কাটতে হত। সম্রাট জুলিয়াস একজন বিখ্যাত সাতারু ছিলেন। যারা প্রায়ই সমুদ্রে যাতায়াত করেন, তাদের জন্য এটি খুবই সহায়ক হবে যদি তারা সাতার জানেন, কারণ নতুবা সাতার না জানা বা চর্চা না থাকার কারণে অনেকেরই জীবন হানি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই জীবন বাঁচানোর জন্যই সাতার জানা প্রয়োজন।

২. অন্যরা যেভাবে পারে ভেসে ভেসে তীরে দিকে যাবে, কেউ কাঠের টুকরোয় চেপে, কেউ জাহাজের কোন ভাঙ্গা অংশে চেপে। সকলকেই তাদের নিজেকে এবং তাদের বন্ধুদের সাহায্য করতে হবে, তাহলে তারা একে অপরকে বাঁচাতে পারবে এবং নিরাপদে তীরে নিয়ে যেতে পারবে। তাদেরকে আরও বেশি করে সতর্ক থাকতে হবে যেন তাদের এই পরিশ্রম বৃথা না যায়। তারা ঈশ্বরের চমৎকার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছিলেন যেন তাদের মধ্যে কেউই মারা না যান বা কেউই যেন কোন দুর্ঘটনায় পতিত না হন এবং সকলেই যেন নিরাপদে তীরে গিয়ে উঠতে পারেন। এখানে দেখুন, ঈশ্বর তাঁর লোকদের জীবন রক্ষা করার জন্য কত না দারুন এক পরিকল্পনা করেছেন এবং সেই অনুসারে তা সাধন করছেন। তিনি এভাবে তাদেরকে উদ্ধার না করলে তাদের পক্ষে এই ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। তারা জলে ডুবে যেতে পারতেন, ঝড়ের সময়ই তাদের জাহাজ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে পারতো, এমন কি এই যে এখন তারা সাতার কেটে তীরে উঠছেন, এই সময়েও তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড স্রোত বয়ে গিয়ে তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতো কিংবা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে ডুবে যেতে পারতেন, কিন্তু ঈশ্বর এই ঝড়কে শান্ত করেছেন এবং তারা একজন বিনষ্ট হন নি। আর এখন তিনি তাদের সকলতেক নিরাপদে তীরে নিয়ে চলেছেন। তারা এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেন এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বন্দরে এসে পৌঁছালেন। হে মানব সকল, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার জন্য তোমরা প্রশংসা কর! গীতসংহিতা ১০৮:৩০, ৩১। এখানে আমরা ঈশ্বরের একেটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হতে দেখি, আর তা হচ্ছে, সেই জাহাজের সমস্ত লোক পৌলের জন্য রক্ষা পাবে। যদিও তাদের এই প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারের জন্য অনেক ঝড় ঝাপ্টা পোহাতে হয়েছে, তথাপি তা কোন ধরনের ব্যর্থতা ছাড়াই অর্জিত হয়েছে এবং এমন কি ভেঙ্গে যাওয়ার পরও জাহাজটি অনেকের জীবন বাঁচানোর উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে, কারণ যারা সাতার জানতেন না, তারা জাহাজটি ভগ্নাংশ ধরে ভেসে ভেসে নিরাপদে তীরে এসে উঠেছিলেন।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২৮

প্রেরিত পৌল সম্পর্কে এখানে কী বলা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা এখানে আরও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বোঝার চেষ্টা করবো, কারণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত গল্পের পরে আমরা এই পবিত্র কাহিনীর আরও কোন কিছু জানতে পারি না, যদিও তার পত্রগুলোতে এর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে বেশি কিছু উল্লেখ রয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ধরে দেখেছি যে, তাঁকে এক আদালত থেকে আরেক আদালতে বার বার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পেতাম যদি আমরা দেখতাম যে, তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমাদের ভূমিকা হবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং তথাপি তাকে অভিনন্দন জানানো।

ক. আমরা তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে পারি একজন হতভাগ্য জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার যাত্রী হিসেবে, যার শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে; তথাপি আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই।

১. ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ভয়ঙ্কর ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে দ্বীপে আশ্রয় নেওয়ার তিনি সাপ দ্বারা আক্রান্ত হন, যা তার হাতে ছোবল দিয়ে ঝুলে ছিল (পদ ১-৬)) এবং তিনি এর মধ্য দিয়ে নিজের স্বরূপ সেই দ্বীপে প্রকাশ করতে সমর্থ হলেন। তিনি সেখানে বহু অসুস্থ লোককে সুস্থ করলেন এবং বিশেষভাবে সেই দ্বীপের প্রধান পুব্লিয়ের পিতাকে সুস্থ করলেন, পদ ৭-৯।

২. তিনি সেখানকার লোকদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলেন, পদ ১০।

খ. আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিই এই কারণে যে, তিনি শেষ পর্যন্ত একজন বন্দী হিসেবেই থাকলেন, যাঁকে রোমে একজন অপরাধী সন্দেহে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল (পদ ১১-১৬) এবং তথাপি আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

১. রোমে আগমনের পর সেখানকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন এবং তারা তাঁকে ব্যাপক শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন, পদ ১৫।

২. প্রধান রক্ষীর কাছ থেকে তিনি অত্যন্ত সদয় আচরণ পেলেন, যার অধীনে তাঁকে রাখা হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁকে সাধারণ অপরাধীদের সাথে রাখলেন না, বরং তাঁকে আরও ভাল স্থানে থাকতে দিলেন, পদ ১৬।

৩. তিনি রোমের যিহূদীদের সাথে তাঁর কাজ এবং পেশা সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেন (পদ ১৭-২২) এবং সাধারণভাবে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে অনেক কথা বললেন (পদ ২৩), যে বিষয়টি ঈশ্বরের জন্য গৌরবময়। অনেকে এর মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তন করলো, কিন্তু অনেকেই আবার এর প্রতি কোনই গুরুত্ব দিল না এবং প্রেরিতগণ ন্যায্যভাবেই অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেত শুরু করলেন, পদ ২৪-২৯।

৪. তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং কোন প্রকার বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন না হয়েই তাঁর গৃহে আগত সকলের কাছে দুই বছর ধরে প্রচার করতে লাগলেন, পদ ৩০-৩১।

প্রেরিত ২৮:১-১০ পদ

পৌলকে আমরা কত না বিচিত্র স্থানে এবং পরিবেশের মাঝে দেখতে পাই! তিনি ছিলেন একটি গ্রহ, কোন স্থির নক্ষত্র নয়। এখানে আমরা তাঁকে দেখতে পাই একটি দ্বীপে, যেখানে তাঁর আসার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, যদি না তিনি এই ঝড়ের মাঝে পড়তেন; আর তথাপি আমরা দেখি যে, ঈশ্বর তাঁর জন্য সেখানে কাজ রেখেছেন। এমন কি ঝড়ো হাওয়াও ঈশ্বরের পরিকল্পনা বহন ও সাধন করে, আর এই ঘূর্ণিঝড়টি মাল্টা দ্বীপে মঙ্গলই বয়ে নিয়ে এসেছিল; কারণ এর কারণে তারা তিন মাস পৌলের সাহচার্য লাভ করেছিল, যিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই সকলের জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসতেন। এই দ্বীপটির নাম ছিল মাল্টা, যার অবস্থান ছিল সিসিলি এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে। এই দ্বীপটি ছিল বিশ মাইল দীর্ঘ এবং বারো মাইল প্রশস্ত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যে কোন দ্বীপ থেকে এই দ্বীপটি সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। সিসিলি থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ষাট মাইল। মাল্টার বীরদের যুগ থেকে এই দ্বীপটি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং সকলের দৃষ্টি গোচরে আসে। যখন তুর্কীরা খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের এই অংশে আগ্রাসন চালাতে আসে, সে সময় এই দ্বীপের বীরেরা সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী অবস্থান নিয়ে দাঁড়ান এবং তাদের অগ্রগতিতে কার্যকরভাবে বাঁধা দেন। এখন এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এই দ্বীপের অধিবাসীরা আমাদের দুর্দশাগ্রস্থ যাত্রীদেরকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানালেন, যারা তাদের উপকূলে জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন (পদ ২): সেখানকার লোকেরা আমাদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রকাশ করলো। ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজনেরও জীবন হানি হবে না; আর ঈশ্বরের কাজ সর্বদাই নিখুঁত হয়। যদি তারা তীব্র ঝড়োন্মুখ সমুদ্রের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারেন, তাহলেও যখন তারা তীরে এসে উঠবেন, সে সময় তাদের নিশ্চয়ই শীতে বা ক্ষুধায় কষ্ট পাবেন। সে কারণে তখনও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তাদের যত্নআত্তি করতে লাগলেন এবং তিনি মানুষের হাত দিয়েই তাদের জন্য সাহায্য পৌঁছে দিলেন। কারণ প্রতিটি প্রাণী এবং মানুষ ঈশ্বরের নির্দেশে চলে এবং তাদেরকে ঈশ্বর তার লোকদের উপকারার্থে নিয়োজিত করতে পারেন। তিনি তাঁর লোকদের শত্রুদেরকে শান্ত করতে পারেন এবং অপরিচিত লোকদেরকে তাঁর

লোকদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন করে তুলতে পারেন, যারা ঠিক প্রয়োজনের সময় তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। যারা দুঃসময়ের বন্ধু, যারা দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতির বন্ধু, তারাই প্রকৃত বন্ধু। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. মাল্টা দ্বীপের লোকেরা পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সাধারণভাবে যে দয়া দেখালো এবং তাদের পরিচর্যা করলো তার বিবরণ। তাদেরকে ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে *barbarous people*, অর্থাৎ বর্বর জনগোষ্ঠী, কারণ তারা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার আচরণ ইত্যাদির দিক থেকে গ্রীক বা রোমীয় জাতির মত উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারে নি, বা সহজ ভাষায় বলা যায় তারা ততটা সভ্য জনগোষ্ঠী ছিল না। তাদেরকে দেখতে তেমন সভ্য বলে মনে হত না, তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক ছিল না বললেই চলে। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে মানবীয় ভালবাসা ও মমতা শতভাগ ছিল এবং এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে রোমীয় বা গ্রীকদের চেয়েও অনেক বেশি সভ্য বলে গণ্য করা যায়। এই বর্বর লোকদের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ছিল তা হচ্ছে মানবতা: তারা আমাদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করলো। তারা জাহাজ ডুবির শিকার এই লোকগুলোকে কোন প্রকার বিরক্ত না করে বা তাদেরকে ভয় ভীতি প্রদর্শন না করে বরং তাদের সাথে অত্যন্ত বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করলো; যেখানে তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ব্যক্তিরা আছে শুনলে যিহূদী যে কোন জনগোষ্ঠী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো এবং তাদের যার-পর-নাই ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করতো। আসলেই পুরোহিত বা লেবীয়ের চাইতে শমরীয় লোকটিই সেই আহত হতভাগ্য ব্যক্তিটির সবচেয়ে ভাল প্রতিবেশী ছিল। আর সুনিশ্চিতভাবে আমরা গ্রীক, কিংবা রোমীয়, কিংবা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যেও এই লোকদের মত এমন মানবতার পরিচয় দেখতে পাই নি। এখানে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেন আমরা তা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিখি যারা দুর্দশার ও দুঃখ কষ্টের মাঝে রয়েছে এবং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়ে তাদের দুঃখ -কষ্ট থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সবসময় অপরিচিত লোকদের পরিচর্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যেভাবে অব্রাহাম তাঁর তাঁবুর দরজায় অপরিচিত ভ্রমণকারীদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন (ইব্রীয় ৮:২), কিন্তু বিশেষভাবে যে সমস্ত ভ্রমণকারী দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, তাদের কথাই আমাদেরকে বলা হচ্ছে। সকল মানুষকে সম্মান কর। যদি ঈশ্বরের বিধান আমাদেরকে আওতার মধ্যে এমন কাউকে এনে উপস্থিত করে যার আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে সেখানে আমাদের নিশ্চয়ই তা উপেক্ষা করা একেবারেই উচিত হবে না, বরং আমাদের উচিত হবে এই পরিচর্যা কাজের সুযোগটি নেওয়া; কারণ নেওয়ার চেয়ে দেওয়া আরও বেশি অনুগ্রহের বিষয়। কে জানতো যে, এই বর্বর লোকেরা এমন এক দারুন সুযোগ লাভ করবে!

২. তাদের দয়ার বিশেষ কিছু দৃষ্টান্ত: তারা আগুন জ্বালালো, সম্ভবত কোন বড়সড় ঘরে বা অন্য কোন বিশাল প্রাঙ্গনে এবং সেখানে তারা সকলকে অভ্যর্থনা জানালো– তারা সকলকে আগুনের পাশে বসার জায়গা করে দিল এবং আমাদের সকলকে স্বাগত জানালো, এমন কি তারা আমাদের একবারও জিজ্ঞেস করলো না যে, আমরা কোন দেশের নাগরিক বা

আমাদের ধর্ম কী। যেহেতু তারা সাতরে তীরে এসেছিলেন এবং ভেঙ্গে যাওয়া জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, সে কারণে দ্বীপের লোকেরা বুঝে গিয়েছিল যে তারা মারাত্মভাবে ভিজে গিয়েছেন এবং তাদেরকে শুধুমাত্র শুকনো কাপড় দিয়ে জড়ালে চলবে না। তারা যে শুধু সমুদ্রের স্রোতে ভিজে গিয়েছিলেন তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা তীব্র বৃষ্টিতে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, কারণ সেই বৃষ্টি ছিল প্রচণ্ড ঠণ্ডা। সে কারণে তারা একটু আগুনের পাশে বসা ছাড়া আর কিছুই চাইছিলেন না সেই মুহূর্তে। তারা এমন কি খেতেও চাইছিলেন না, কারণ ঠিক জাহাজ ত্যাগ করার অল্প কিছু সময় আগে তারা সকলে পেট ভরে খেয়েছিলেন। আর তাই এই সময় তাদের প্রয়োজন ছিল উষ্ণতার এবং শুকনো কাপড়ের। অনেক সময় দরিদ্র কোন পরিবারকে শুধু খাদ্য বা বস্ত্র দান করার সাথে যদি কিছুটা জ্বালানী দান করা হয় তাহলে তা তাদের জন্য আরও বেশি দয়ার দান বলে বিবেচিত হয়। উষ্ণ হও, এটি ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণ হও, এই কথাটি বলা। যখন আমরা তীব্র শীত বা বৃষ্টির মাঝে দিন কাটাই, সে সময় আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই আরামদায়ক ঘরে, উষ্ণ বিছানায়, গরম পোশাকে আবৃত অবস্থায়, কিন্তু সে সময় আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, এই একই সময়ে কত মানুষ বৃষ্টিতে বা শীতে কাতর হয়ে বাইরে পড়ে আছে এবং তারা সেখানে এই দুর্দশার মাঝে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। তাদের জন্য আমাদের শুধু প্রার্থনা করলে কিংবা তাদের প্রতি দয়া অনুভব করলেই চলবে না, বরং সেই সাথে তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে এবং আমাদের সাধ্য অনুসারে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করতে হবে।

খ. এরপর পৌল একটি সাপের কারণে যে বিপদের সম্মুখীন হলেন, যা তাঁকে ছোবল দিয়েছিল এবং লোকেরা এই বিষয়টিকে ধরে তার বিপক্ষে যে ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করলো। পৌল ছিলেন তাদের কাছে অপরিচিত এবং তাঁকে দেখতে অন্য সকলের চেয়ে একেবারেই সাধারণ এবং তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল, আর এই কারণেই ঈশ্বর তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য এই উপায় বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি এই ঘটনার কারণে খুব দ্রুত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১. দ্বীপের লোকেরা যে আগুন জ্বালিয়েছিল সেটি আরও বড় করার প্রয়োজন হল, যাতে করে জাহাজের সমস্ত লোক এর পাশে বসে আগুন পোহাতে পারে এবং উষ্ণতা পেতে পারে। এই কারণে অন্যান্য লোকদের সাথে পৌলও কাঠ কুড়ানোর কাজ করছিলেন, পদ ৩। যদিও তিনি আর কয়েদী ছিলেন না এবং অন্য যে কারও চেয়ে তাঁরই পরিচর্যা ও সেবা পাওয়ার অধিকার বেশি ছিল, তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সকলে সেবাকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। পৌল ছিলেন একজন পরিশ্রমী এবং কর্মঠ মানুষ এবং তিনি কোন কাজ ফেলে রাখতে পছন্দ করতেন না। তিনি কোন কাজকে ছোট করে দেখতেন না এবং হাতের সামনে যে কোন কাজ পেলে তিনি তা করে ফেলতেন। তিনি ছিলেন একজন আত্মত্যাগী এবং নম্র মানুষ। কারও উপকার করা যায় এমন যে কোন কাজ করার সুযোগ তিনি নষ্ট করতেন না, এমন কি তিনি এখানে আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ি যোগাড় করার কাজও করতে শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের কোন কাজকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়, কারণ

কোন কাজই অসম্মানজনক নয়। আমাদের ভাইদের উপকারার্থে সবচেয়ে ক্ষুদ্র কোন কাজ করার সুযোগও যদি পাওয়া যায় তাহলে তা আমাদের অবশ্যই করা উচিত। লোকেরা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তৈরি ছিল; তথাপি পৌল ভেজা ও ঠণ্ডা শরীর নিয়ে নিজে বসে না থেকে অন্যদেরকে সাহায্য করার জন্য কাজ করতে শুরু করলেন। যারা আগুনের উত্তাপ গ্রহণ করে, তাদের অবশ্যই এর জ্বালানী যোগাড় করতে সাহায্য করা উচিত।

২. যেহেতু আগুন জ্বালাতে নিয়ে আসা জ্বালানীগুলো ছিল মূলত শুকনো কাঠ, খড় এবং আবর্জনা, এ কারণে সেখানে একটি সাপ লুকিয়ে ছিল, যা উত্তাপের সংস্পর্শে আসার আগ পর্যন্ত সেই লাকড়ির ভেতরে মরার মত চুপ করে পড়ে ছিল। আগুনের উত্তাপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি জেগে গেল এবং ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। পৌলই মূলত সেই লাকড়ির অংশটি আগুনে ফেলেছিলেন এবং তিনি তখন সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সাপটি ছুটে আগুন থেকে বেরিয়ে এসেই পৌলকে সামনে পেল এবং তার হাতে ছোবল দিয়ে সেখানেই ঝুলে থাকলো, পদ ৩। সাপ এবং অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী সাধারণত গাছের ডাল পালা ও শাখা-প্রশাখার সাথে আটকে থাকে। তবে আমরা পবিত্র শাস্ত্রে দেখতে পাই যে, দেয়ালেও সাপ অবস্থান করে, যার সংস্পর্শে মানুষ আসলে তা দর্শন করতে পারে, আমোস ৫:১৯। তবে এটি বেশ সাধারণ একটি বিষয় ছিল যে, লোকেরা কোন বেড়া বা ডাল পালার স্তূপ ভাঙ্গতে ভয় পেত, কারণ (উপদেশক ১০:৮): যে ব্যক্তি বেড়া ভেঙ্গে ফেলে, সাপ তাকে দংশন করবে। সবুজ ঘাসের উপরে যেমন সাপ থাকতে পারে, তেমনি শুকনো পাতার মাঝেও সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। দেখুন, মানব জীবন কত না ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এই পৃথিবীতে এবং সামান্য প্রাণী আমাদের জন্য কত বড় না বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। মানুষ যখন থেকে ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই প্রাণীকুলের বহু সংখ্যক জীব মানুষের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত দয়ার বিষয় যে, ঈশ্বর আমাদেরকে এই সমস্ত প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। আমরা অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই যা আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতি সাধন করে, অথচ যা সুফলজনক হবে বলে আমরা মনে করেছিলাম। অনেকেই তাদের দায়িত্ব সৎভাবে পালন করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

৩. দ্বীপের লোকেরা এই সিদ্ধান্তে আসলো যে, যেহেতু পৌল একজন বন্দী হিসেবে সেই জাহাজে ছিলেন, সে কারণে অবশ্যই তিনি একজন হত্যাকারী ছিলেন, যিনি রোমে তাঁর বিচারের জন্য আপীল করেছিলেন, যাতে করে তাঁর নিজ দেশে তাঁর বিচার না হয়, আর এই সাপটিকে দেবতারা পাঠিয়েছেন রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য; কিংবা, যদি তারা এ কথা না জেনে থাকে যে, তিনি একজন বন্দী ছিলেন, তাহলে তারা অবশ্যই ধরে নিয়েছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন অপকর্ম করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর এই বিষাক্ত সাপটিকে যখন তারা পৌলের হাত কামড়ে ধরতে দেখলো, যা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা বা ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছিল না, এমন শক্ত হয়ে তা আটকে ছিল, তখন তারা এই সিদ্ধান্তে আসলো যে, "কোন সন্দেহ নেই যে এই লোকটি একজন খুনী, সে কোন নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত ঘটিয়েছে, আর সেই কারণে যদিও সে সমুদ্রের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে, কিন্তু দেবতারা

এতে বাঁচতে দিলেন না। সে ভাবছিল যে, সে পালিয়েই গেছে, কেউ আর তাকে বাধতে পারবে না, কিন্তু এখন তার বেঁচে থাকাই দায় হবে।" এমন এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাই:-

(১) প্রকৃতির আলোকে কিছু বিষয়ের আবিষ্কার। তারা ছিল সভ্যতা বিবর্জিত একটি জনগোষ্ঠী, সম্ভবত তাদের কাছে কোন বই বা জ্ঞানের কোন অন্য কোন উৎস ছিল না এবং তথাপি তারা প্রকৃতির জ্ঞানে পূর্ণ ছিল।

[১] তারা এটি প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা নিয়েছিল যে, একজন সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা পরিচালনা করে থাকেন। এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে থাকে তার কোন কিছুই তাঁর দৈব নির্দেশনার বাইরে ঘটে না এবং কোন কিছুর তাঁর অজ্ঞাতে থাকে না।

[২] মন্দতার কারণে পাপীদের উদ্ভব হয়। ঈশ্বর ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেন এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি দেন। একটি স্বর্গীয় প্রতিশোধের সত্তা রয়েছে– *nemesis*, যা এখন বা পরে অবশ্যই কঠিন অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকে। একজন ঈশ্বর আছেন, এ কথাই যে শুধু তারা বিশ্বাস করতো তা নয়, সেই সাথে তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে, সেই ঈশ্বর বলেছেন, আমি প্রতিশোধ নেব, আমিই মূল্য নেব, এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

[৩] হত্যা করা ছিল একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং তার জন্য খুব দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। যে কোন একজন ব্যক্তির রক্তপাত ঘটায়, তার রক্তপাত যদি অন্য কেউ না করে (হতে পারে বিচারকের রায়ে, যা সাধারণত হয়ে থাকে), তাহলে ঈশ্বর নিজেই এই পৃথিবীতে তার সেই রক্তপাতের বিচার করবেন এবং তারও রক্তপাত ঘটাবেন। যারা মনে করে যে, তারা কোন একটি অপরাধ করেও সকলের হাত থেকে পার পেয়ে যাবে, তারা ভুল করবে, কারণ ঈশ্বর নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এই নিভৃতবাসী গোষ্ঠী কোন ধরনের বিদ্যায় শিক্ষিত না হয়েই এ কথা বলতে পেরেছিল যে, ধিক সেই দুষ্টের প্রতি, কারণ তার প্রতি শাস্তি নেমে আসবে, আর ধন্য তারা যারা মঙ্গল সাধন করেছে, কারণ তাদের হাত পুরস্কারে উপচে উঠবে। যারা মনে করে যে, তারা বিচারের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে এবং নিরাপদে আছে এবং বলছে, আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি এবং এখানে আমরা নিরাপদে থাকবো, তারা সাবধানে থাকুক, কারণ ঈশ্বর তার নিজ হাত বাড়িয়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারা মনে করতে পারে যে, আমি এখানেও মন্দ কাজ চালিয়ে যাব, কারণ আমাকে ধরার কেউ নেই, কেউ জানে না যে, আমি আগে কী করেছি। কিন্তু তাদের এ কথা জানা প্রয়োজন যে, দেরীতে হলেও ঈশ্বর তাদের জন্য শাস্তি প্রেরণ করবেন। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই এখানে এই অশিক্ষিত দ্বীপবাসীরা ধারণা করেছিল যে, যদিও এই অপরাধী সমুদ্রের তাণ্ডব থেকে বেঁচে আসতে পেরেছে, তারপরও ঈশ্বরের শাস্তি তাঁর পিছু ছাড়ে নি এবং তাঁর রক্তপাতের মূল্য তাঁকে দিতেই হল শেষ পর্যন্ত। ভাববাদী ইয়োবের সময় যারা পথের পাশে বসে বসে শোক ও বিলাপ করতো, তারা সবসময় এ কথা বলতে থাকতো যে, ধ্বংসের দিনের জন্য

মন্দদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে।

(২) প্রকৃতির আলোকে কিছু বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা, যা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শুধরানোর প্রয়োজন ছিল। দু'টি বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল ত্রুটিপূর্ণ:-

[১] তারা ভাবতো যে, সকল মন্দ মানুষই তাদের এই জীবনে শাস্তি ভোগ করবে; ঈশ্বরের প্রতিশোধ কখনোই কুখ্যাত এবং ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরকে খুব বেশি দিন বেঁচে থাকতে দেয় না; কিন্তু যে কেউ খাত থেকে উঠে আসবে, সে ফাঁদে ধরা পড়বে (যিরমিয় ৪৮:৪৩, ৪৪), আর কোন ব্যক্তি হয়তো সিংহ থেকে পালিয়ে গেল, আর ভল্লুকীর সম্মুখে পড়লো (আমোস ৫:১৯), যদি কেউ সলিল সমাধি থেকে রক্ষা পায়, তাহলে সাপের ছোবলে তার মৃত্যু হবে; কিন্তু এটি আসলে সঠিক ব্যাখ্যা নয়। মন্দ ব্যক্তিরা, এমন কি হত্যাকারীরাও অনেক সময় দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে, বৃদ্ধ হয়, আয়ু প্রাপ্ত হয় এমন কি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হিসেবে জীবন ধারণ করে; কারণ প্রকৃত প্রতিশোধের দিন আসবে পরবর্তী পৃথিবীতে, যাতে বলা হয় মহা ক্রোধের দিন। আর যদিও এই পৃথিবীতেই কেউ কেউ শাস্তি ভোগ করে, কিন্তু বেশির ভাগই শাস্তি না পেয়ে রেহাই পেয়ে যায়, কারণ ঈশ্বর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, শেষ বিচারের দিন আসছে।

[২] তারা ভেবেছিল যে, যারা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হবে তারা আসলে মন্দ মানুষ; যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর হাতে সাপের ছোবল খেয়ে মৃত্যুবরণ করার শাস্তি দিয়েছেন, সে নিশ্চয়ই মানুষ হত্যার দায়ে দোষী ছিল, এ যেন সেই শীলোহের উঁচু গৃহ যাদের উপরে ভেঙ্গে পড়েছিল তাদেরকে যিরূশালেমের সবচেয়ে বড় অপরাধী হিসেবে গণ্য করার মত। ভাববাদী ইয়োবের বন্ধুরাও এই ভুলটি করেছিলেন, কারণ তারা তাঁর এই দুর্দশাকে ঈশ্বরের বিচার বলে সাব্যস্ত করেছিলেন; কিন্তু স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ এই বিষয়টি প্রকৃত আলোতে প্রকাশ করেছে– সকল বিষয় সমানভাবে সকলের ক্ষেত্রে ঘটে না। উত্তম ব্যক্তিরা অনেক সময় এই পৃথিবীতে অনেক দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হন এবং এ সবই ঘটে তাদের বিশ্বাস ও ধৈর্যের পরীক্ষা ও তার উন্নতির জন্য।

৪. যখন তিনি সাপটিকে হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন, তখন পর্যন্ত তারা আশা করছিল যে, ঈশ্বরের বিচারের শাস্তি হিসেবে তিনি যে কোন সময় মারা যাবেন। এর চিহ্ন হিসেবে তিনি অবশ্যই বিষক্রিয়ায় ফুলে উঠে মারা যাবেন, কিংবা তিনি হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যাবেন। দেখুন, মানুষ কেমন স্বভাবের হয়। একবার যখন তারা পৌলকে খারাপ মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছে, তখন এই চিন্তা অন্যায্য হলেও তারা সেই চিন্তা অনুসারেই ভাবছিল এবং তারা ভাবছিল যে, ঈশ্বর অবশ্যই তাঁকে শাস্তি না দিয়ে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই এই বিচারের নিশ্চয়তা দান করবেন তাঁকে শাস্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাও ভাল যে, তারা নিজেরা উঠে গিয়ে তাঁকে আঘাত করতে শুরু করে নি, যখন তারা দেখলো যে, তিনি বিষে ফুঠে উঠলেন না কিংবা ঢলে পড়ে গেলেন না। তারা ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল ছিল এবং তারা বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর নিজেই তাঁর কাজ সাধন করবেন, আর এ জন্য

তারা অপেক্ষা করছিল।

গ. এই বিপদ থেকে পৌলের উদ্ধার এবং এর প্রেক্ষিতে লোকদের ধারণার পরিবর্তন। তার হাতে কালসাপটির ছোবল দেওয়ার ঘটনাটি ছিল তাঁর বিশ্বাসের একটি পরীক্ষা; এবং এটি ছিল প্রশংসার যোগ্য এবং সম্মান ও গৌরবের বিষয়, কারণ:-

১. আমরা এমনটা দেখি না যে, তিনি কোন ধরনের ভয় পেয়েছিলেন কিংবা দ্বিধার মধ্যে পড়েছিলেন। তিনি চমকে যান নি বা এমন কি সামান্যতম বিচলিতও হন নি, যেখানে স্বাভাবিকভাবে আমাদের কারও জীবনে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে আমরা নিশ্চয়ই ভয়ে ও আতঙ্কে সাপটি দূরে ছুড়ে ফেলে দিতাম; অথচ তিনি বহু সময় সাপটিকে তাঁর হাতে ঝুলে থাকতে দিয়েছেন, তাতে করে নিশ্চয়ই লোকেরা তাঁকে লক্ষ্য করার জন্য এবং সেই সাপটি যে পৌলকে ছোবল দিয়েছে সেটি ভাল করে বুঝতে পারার জন্য অনেকটা সময় পেয়েছে। এমন এক দারুন মানসিক অবস্থা তাঁর সে সময় ছিল, এমনই এক স্থিরতা তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। যে কোন মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে কখনোই এমন ধীর স্থির ও শান্ত মনোভাব দেখা যেত না, কিন্তু স্বর্গীয় এক বিশেষ অনুগ্রহের কারণে এবং খ্রীষ্ট তার শিষ্যদের প্রতি যে বাক্য প্রদান করেছিলেন তার প্রতি বিশেষ বিশ্বাস এবং বিবেচনা থাকার কারণে তিনি এই কাজ করতে পারলেন (মার্ক ১৬:১৮): তারা সাপ তুলবে। এর কারণেই পৌল তাঁর অন্তর স্থির রাখতে পেরেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের উপরে নিঃসন্দেহে নির্ভর করেছিলেন।

২. তিনি আস্তে করে সাপটিকে আগুনের উপরে ছুড়ে ফেললেন, কোন ধরনের জড়তা ছাড়াই, কোন ধরনের সাহায্য না নিয়েই, কিংবা সাপটি যেভাবে তাঁকে কামড়ে ধরে ছিল তা ছোটানোর জন্য তিনি কোন ধরনের সাহায্য চাইলেন না। সম্ভবত তিনি আগুনে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাপটি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই খ্রীষ্টের অনুগ্রহের শক্তিতে বিশ্বাসীরা শয়তানের প্রলোভনকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন। তারা এক পবিত্র শক্তি ও প্রত্যয় সহকারে বলে উঠতে পারেন, যেভাবে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, শয়তান। প্রভু এভাবেই শয়তানকে ধমক দিয়েছিলেন। আর এভাবেই যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর থেকে জাত, সে নিজেকে রক্ষা করে এবং সেই শয়তান তাকে স্পর্শ করে না, ১ যোহন ৫:১৮। যখন আমরা মানুষের ভ্রুকুটি এবং তিরস্কার উপেক্ষা করি এবং এক পবিত্র দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সমস্ত কিছুর দিকে তাকাই, সে সময় আমরা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারি। সে সময় আমরা পৌলের মত করে সাপকে আগুনে ছুড়ে ফেলতে পারবো। এটি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি আমরা তাতে ভয় না পাই কিংবা এর জন্য আমাদের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে না যাই।

৩. তাঁর কোন ক্ষতি হল না। যারা ভেবেছিল যে, তিনি আর কিছু সময়ের মধ্যেই মারা যাবেন, তারা অপেক্ষা করে ছিল। কিন্তু তারা তাঁর কোন ধরনের ক্ষতি সাধিত হতে দেখলো

না। ঈশ্বর এভাবেই তাঁকে এই বর্বর লোকদের মধ্যে আলাদা করে ও বিশেষ ক্ষমতা ও শক্তি সহকারে প্রকাশ করার জন্য পরিকল্পনা সাধন করেছিলেন। এভাবেই তিনি তাদের মাঝে সুসমাচার প্রচারের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, এরপর থেকে সেই দ্বীপে আর কোন বিষাক্ত প্রাণী দেখা যায় নি, ঠিক যেন আয়ারল্যান্ডের মতই। কিন্তু আমি এ কথা জানি না যে, এ কথা আসলেই নিশ্চিত কি না, যদিও পোপীয় লেখকরা এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করেছেন।

৪. এরপর তারা তাঁর উপরে আগে যতটুকু ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, এখন তারচেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে ও সম্মান করতে শুরু করলো: তারা তাদের মন পরিবর্তন করলো এবং তারা বলতে শুরু করলো যে, তিনি ছিলেন একজন দেবতা– একজন অবিনশ্বর দেবতা; কারণ তারা ভেবেছিল যে, কোন নশ্বর মানুষের পক্ষে এ ধরনের একটি বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়েও কোন ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা না দেওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। দেখুন, জনশ্রুতির অনিশ্চয়তা কতটা বেশি, কীভাবে তা ঘটনার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং কীভাবে তা এক নিমিষেই সম্পূর্ণ বিপরীত মত ধারণ করে। তা না হলে কি আর যে লোকেরা পৌল ও বার্ণবার জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছিল, তারাই আবার একটু পরে তাদেরকে পাথর মারতে চায়! আবার এখানে যারা পৌলকে একটু আগে একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল, তারাই তাঁকে একজন দেবতা হিসেবে বিবেচনা করছিল।

ঘ. জ্বরে আক্রান্ত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির আশ্চর্য সুস্থতা লাভ এবং অন্যান্য আরও অনেকের সুস্থতা লাভ, আর এই সকলকেই পৌল সুস্থ করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই বিষয়টি বিশ্বস্তভাবে ও অত্যুক্তি বা বিকৃতি না করেই সকলে জানতে পেরেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. সেই দ্বীপের প্রধান পুব্লিয় এই দুর্দশাগ্রস্থ ভ্রমণকারীদেরকে যে সদয় অভ্যর্থনা জানালেন; সেই দ্বীপে তার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল এবং তিনি মূলত সেই দ্বীপের এক প্রকার শাসনকর্তা বা সহজ কথায় জমিদার ছিলেন। তিনি তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে সৌজন্য সহকারে তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে আতিথ্য করলেন, যাতে করে তারা এই সময়ে মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, তারা এরপরে কোথায় যাবেন বা কী করবেন। এটি খুবই সুখের বিষয় হয়, যখন ঈশ্বর এ ধরনের বিশাল সমম্পত্তির মালিক কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের বিশাল হৃদয়ের অধিকারী করেন। এখানে আমরা দেখি যে, তিনিই ছিলেন সেই দ্বীপের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, আর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি আতিথ্যপরায়ণ এবং সদয় ব্যক্তি। তিনি তার ভাল কাজেও ধনী ছিলেন।

২. পুব্লিয়ের পিতার অসুস্থতা: তিনি জ্বর এবং রক্ত আমাশয় রোগে ভুগছিলেন, যা অনেক সময় এক সাথে আক্রান্ত করে রোগীকে এবং যখন তা ঘটে তখন রোগীর অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই ধার্য হয়েছিল যে, তিনি এই সময় এই রোগে

আক্রান্ত থাকবেন, যাতে করে তাকে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে পৌল তাদের সকলের জন্য পুব্লিয়ের দয়া এবং আনুকূল্য লাভ করতে পারেন। পুব্লিয় পৌলকে একজন ভাববাদী হিসেবে দেখেছিলেন এবং তিনি তাঁর সৌজন্যে তাদের সকলের প্রতি সদয় হয়েছিলেন।

৩. তার সুস্থতা লাভ: পৌল এই রোগ সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং যদিও আমরা জানতে পারি না যে, তাকে এই বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে জানানো হয়েছিল কি না, কারণ তারা তখনো এ ধরনের কোন বিষয়ে চিন্তা করে নি, তথাপি তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, একজন চিকিৎসক হিসেবে নয় যিনি ঔষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা করেন, বরং একজন প্রেরিত হিসেবে, যিনি আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে সুস্থতা দান করেন। তিনি সেখানে গিয়ে খ্রীষ্টের নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং এরপর অসুস্থ লোকটির উপরে তার হাত রাখলেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন। যদিও তার পুরোপুরি সেরে উঠতে প্রায় বছরখানেক লেগে যাওয়ার কথা ছিল, তথাপি তিনি মুহূর্তে তার স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন এবং তার আয়ুও বেড়ে গেল, যা ছিল তার জন্য এক অভূতপূর্ব দয়ার কাজ।

৪. আরও বহু মানুষ সুস্থ হল, যারা এই সুস্থতা দানের কথা শুনে পৌলের কাছে সুস্থ হওয়ার জন্য এসেছিল। যদি তিনি এত সহজেই রোগ থেকে মুক্ত করতে পারেন, এতটা কার্যকরভাবে করতে পারেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই খুব দ্রুত আরও অনেক রোগী পেয়ে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। তিনি তাদের সকলকেই স্বাগত জানালেন এবং তিনি তাদের সকলকেই তা দান করলেন যা তারা পেতে এসেছিল। তিনি এ কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না যে, তিনি তাদের মধ্যে নতুন এসেছেন, তিনি হঠাৎ করে অনিচ্ছা স্বত্তেও তাদের মাঝে এসে পড়েছেন, আর তাই তিনি তাদের জন্য এভাবে নিজে পরিশ্রম করতে বাধ্য নন। তিনি মোটেও তাঁর নিজের এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না এবং তিনি তাদের কাউকে বিমুখ করলেন না। না, একজন ভাল মানুষ কখনো সেই কাজ থেকে সরে আসেন না, যে কাজে ঈশ্বর নিজে তাকে নিয়োগ দিয়েছেন। পৌল নিজেকে এই কাজে একজন ঋণী হিসেবে দেখেছিলেন, তবে শুধুমাত্র গ্রীকদের কাছে নয়, সেই সাথে এই নিভৃত জনগোষ্ঠীর কাছেও। তিনি ঈশ্বরকে এ কারণে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যে, তিনি পৌলকে এমন দারুন একটি সুযোগ দান করেছিলেন যেন তিনি তাদের মধ্যে কাজ করতে পারেন এবং তাদের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসতে পারেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিশেষভাবে মাল্টা দ্বীপের এই অধিবাসীরা তাদের প্রতি খাবার এবং আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছিল তার জন্য তিনি তাদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি এই কারণে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের সকলকে সুস্থ করেছিলেন, যা আমাদেরকেও উৎসাহিত করে, যেন আমরা অপরিচিত ব্যক্তিদেরকে কখনো আপ্যায়ন করতে অসম্মতি না জানাই, কারণ তা না হলে আমরা হয়তো কোন দিন জানতেও পারবো না যে, তারা আসলে ছদ্মবেশী স্বর্গদূত বা প্রেরিত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে সাধারণের বেশে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঈশ্বর তার লোকদের দুর্দশার সময় তার দয়া দেখানোর ক্ষেত্রে হাত খাটো রাখেন না। আমাদের এ কথা ভাববার কারণ রয়েছে যে, পৌল তাদের কাছে এই সুস্থতা দানের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং তিনি সুস্থতা

দানের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের বাণী তাদের কাছে সত্য প্রমাণ করেছিলেন এবং তাদের সকলে তা বিনা বাঁধায় গ্রহণ করেছিল। তাই যদি হয় তাহলে আর কেউ কখনো মাল্টা দ্বীপের লোকদের মত এভাবে কোন জাহাজ ডুবির কারণে উপকৃত হয় নি।

ঙ. দ্বীপের সাধারণ মানুষরা তাদের প্রতি পৌলের এই দয়ার জন্য এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের জন্য যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত আচরণ করলো এবং তাঁর সাথে অন্যান্য যে সমস্ত পরিচর্যাকারী ছিলেন তাদের প্রতিও তারা একইভাবে আচরণ করলো। এই অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা পৌলকে প্রচার ও সুস্থতা দানের কাজে সাহায্য করছিলেন, পদ ১০।

১. তারা বিস্তর সমাদরে আমাদেরকে সম্মান করলো। তারা সম্ভাব্য সব ধরনের উপায়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো। তারা দেখেছিল যে, ঈশ্বর তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন, আর সেই কারণে তারাও ন্যায্যভাবে তাদেরকে সমাদর করলো। তারা তাদের কাছ থেকে যে উপকার গ্রহণ করেছিল, তাতে করে তারা তাদেরকে এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে পারে নি। সম্ভবত তারা তাদেরকে তাদের দ্বীপের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাদেরই একজন করে নিয়েছিল। তারা তাদেরকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা দান করেছিল যা সেই দ্বীপের একজন নাগরিক নিতে পারতো। সুসমাচারের বিশ্বস্ত প্রচারকেরা দ্বিগুণ সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য, বিশেষভাবে যখন তারা তাদের দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করেন।

২. যখন আমরা প্রস্থান করলাম, সে সময় তারা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী জাহাজে এনে দিল; কিংবা তারা জাহাজে এমন কিছু এনে দিল যা তাদের কাজে লাগবে। পৌল এখানে নিজেকে কোন কাজে লাগাতে পারলেন না, কারণ আগেই তাদের জন্য সমস্ত কাজ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। তিনি মাল্টা দ্বীপের এই লোকদের আতিথেয়তা এবং সহৃদয়তা গ্রহণ করলেন, তবে তা তার সুস্থতা দানের পারিশ্রমিক হিসেবে নয় (তিনি কোন মূল্য না নিয়ে দিয়েছেন এবং মূল্য না দিয়ে গ্রহণ করলেন), কিন্তু তার প্রয়োজন পূরণের জন্য উপহার হিসেবে নিলেন এবং তার সাথে যারা যারা ছিলেন তারও সেই সুবাদে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু পেলেন। তারা যেহেতু মহান আত্মিক দান গ্রহণ করেছে, সেই কারণে তাদের কিছু পার্থিব উপহার দান করা ন্যায়সঙ্গত ছিল, ১ করিন্থীয় ৯; ১১।

প্রেরিত ২৮:১১-১৬ পদ

এখানে আমরা রোম অভিমুখে পৌলের যাত্রার শেষ অংশ দেখতে পাই এবং এর পরই তিনি অবশেষে রোমে পৌঁছাতে সমর্থ হন। এ পর্যন্ত আসতে তাঁকে অত্যন্ত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এবং বিপজ্জনক যাত্রাপুস্তক পথ অতিক্রম করতে হয়েছে এবং তিনি খুব অল্পের উপর দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে সেই পথ অতিক্রম করে আসতে পেরেছেন। কিন্তু ঝড়ের পরেই আসে শান্ত প্রকৃতি: তাঁর যাত্রাপুস্তক পথের পরবর্তী অংশ ছিল সহজ এবং নির্বিঘ্ন।

এখানে আমরা দেখি:-

ক. তারা মাল্টা দ্বীপ থেকে প্রস্থান করলেন। এই দ্বীপটি তাদের জন্য বেশ নিরাপদ এবং আনন্দময় একটি আশ্রয় স্থান ছিল, কিন্তু এটি তাদের গন্তব্য ছিল না। বিশ্রাম নিয়ে সতেজ হওয়ার পর তাদের আবারও সমুদ্র যাত্রাপুস্তক শুরু করতেই হত। আমরা আমাদের খ্রীষ্টান যাত্রাপুস্তক পথে যতই সমস্যার সম্মুখীন হই এবং হতাশার সম্মুখীন হই না কেন তা আমাদেরকে কখনোই আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়া থেকে রোধ করতে পারবে না। এখানে যে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে:-

১. তাদের প্রস্থানের সময়কাল: তিন মাস পর, শীতের তৃতীয় মাস। তারা আবারও এই ঝুঁকিপূর্ণ মৌসুমে সমুদ্র যাত্রায় বের হওয়ার বদলে সেই সময়টা দ্বীপেই অবস্থান করলেন এবং এরপর সময়টি পার হয়ে গেলে তারা আবার যাত্রাপুস্তক শুরু করলেন। পৌল তাদেরকে শীতের মৌসুমে জাহাজে চেপে সমুদ্রে বের না হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আর তবুও তারা পৌলের কথা না শুনে সমুদ্রে বের হয়েছিলেন। তাই তারা সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন এবং এর ফলে তারা চরম শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারা খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবারও এই সময়ে সমুদ্রে বের হলে কী ধরনের দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। পৌলের আর নতুন করে তাদেরকে এ কথা শিখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, বরং তারা নিজেরাই তা বুঝতে পেরেছিলেন। এ জন্যই বলা হয় অ-ভজ্ঞতা হচ্ছে মূর্খদের কর্তা, কারণ যারা বোকা তারা নিজেরা কোন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হলে সে সম্পর্কে শেখে না।

২. যে জাহাজে করে তারা মাল্টা দ্বীপ থেকে প্রস্থান করলেন: এটি ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজ; তারা যে জাহাজে করে ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন, সেটাও ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ, প্রেরিত ২৭:৬। এই জাহাজটি সেই দ্বীপেই শীতকালটি কাটিয়েছিল এবং নিরাপদে অবস্থান করেছিল। দেখুন, এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সিদ্ধান্তের কতটা পার্থক্য রয়েছে। এখানে আমরা দু'টি জাহাজ দেখি, যার দুটোই আলেকজান্দ্রিয়ার, দুটোই ইতালি যাওয়ার জন্য গন্তব্য স্থির করেছিল, দু'টোই একই দ্বীপে এসে নোঙ্গর করেছিল, কিন্তু একটি এসেছিল ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায়, আরেকটি এসেছিল নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায়। এমন অবস্থা মাঝে মাঝেই দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অনেক সময় স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে এই পৃথিবীতে কাউকে কাউকে অনেক বেশি আনুকূল্য দেওয়া হয়, যারা পার্থিব ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে ওঠে এবং প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করে, যাতে করে অন্যরাও তাদেরকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের মত পার্থিব পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। আবার অনেক সময় স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারেই তাদেরকে ব্যর্থ করা হয়, যেন লোকেরা পার্থিব পেশায় নিজেদেরকে সম্পদশালী করে তোলার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। পরিস্থিতি বদলাতে পারে, যাতে করে আমরা শিখতে পারি যে, কীভাবে চাইতে হয় এবং কীভাবে নিজের সীমারেখা নির্ণয় করতে হয়। আমাদের ঐতিহাসিক লূক এই জাহাজটির ব্যাপারে নজর দিয়েছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

তার মাথায় যমজ-দেবতার মূর্তি ছিল। জাহাজটির নাম ছিল ক্যাস্টর এবং পোলাক্স (*Castor and Pollux*)। এরা হচ্ছে সেই দুই পৌত্তলিক দেবতা, যাদের কথা গ্রীক কবিরা তাদের কাব্য গ্রন্থে এই বলে উল্লেখ করেছেন যে, এরা সমুদ্রে ঝড়ের উপরে কর্তৃত্ব করতো এবং সমুদ্রচারী নাবিকদের নিরাপত্তা বিধান করতো। এই সমুদ্রের দেবতাদ্বয়ের প্রতিমূর্তি জাহাজের অগ্রভাগে খোদিত করা ছিল, আর এখান থেকেই জাহাজটির নাম জানা গেছে। আমি মনে করি এই বিষয়টি উল্লেখ করার আর কোন কারণ নেই, শুধুমাত্র গল্পের সত্যতা প্রমাণ করা এবং পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্যই এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় অনেকেই জানতো যে, মিসর থেকে ইতালিগামী জাহাজগুলোতে এ ধরনের প্রতিমূর্তি খোদাই করা থাকে। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, লূক লোকদের কুসংস্কারের ব্যাপারে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। জাহাজের নাবিকরা এই ধারণা করেছিল যে, তারা যদি এই চিহ্ন জাহাজে নিয়ে জাহাজ চালায়, তাহলে তাদের কোন ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে না।

খ. ইতালিতে বা এর কাছে তাদের জাহাজটি নোঙ্গর করলো এবং সেখান থেকে তারা এব-ার সরাসরি রোমের উদ্দেশে যাত্রাপুস্তক করলেন।

১. প্রথমে তারা সিসিলির সুরাকুষে যাত্রাপুস্তক করলেন, যা ছিল সেই দ্বীপের প্রধান শহর। সেখানে তারা তিন দিন অবস্থান করলেন, সম্ভবত তাদের জাহাজ থেকে কিছু মালপত্র বন্দরে নামানোর জন্য এই বিলম্ব হয়েছিল, কিংবা সেখানে তারা কোন পণ্য ক্রয় করেছিল; কারণ আমরা ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছি যে, এই জাহাজটি ছিল বণিক জাহাজ। পৌল নিশ্চয়ই এখন তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারছেন এবং তাঁর দৃষ্টি সার্থক করতে পারছেন, কারণ যে স্থানগুলোর কথা তিনি সবসময় শুধু শুনেছেন এবং যেখানে তিনি অনেকবার আসতে চেয়েছেন এখন তিনি সেখানে নিজেই অবস্থান করছেন, বিশেষ করে সুরাকুষ, যা ছিল এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান; এবং তথাপি আমরা দেখি যে, সেখানে কোন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বসবাস ছিল না।

২. তারা সুরাকুষ থেকে রীগিয়ে এসেছিলেন, যা ছিল ইতালির একটি শহর, যা সিসিলির মেসিনার ঠিক বিপরীতে অবস্থিত, যা ক্যালাব্রিয়া বা নেপলস প্রদেশের অন্তর্গত। সম্ভবত সেখানে এক দিন অবস্থান করেছিলেন এবং রোমীয় কিছু কিছু কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস থেকে এই আভাস পাওয়া যায় যে, পৌল সেখানে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর প্রচার শুনতে মাছেরাও নদীর তীরে ভীড় জমিয়েছিল। এছাড়া জনশ্রুতি বলে, তিনি একটি মোমবাতি দিয়ে একটি পাথরের স্তম্ভে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তিনি লোকদেরকে তাঁর সুসমাচারের সত্যে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের মধ্য থেকে তিনি বিশেষভাবে স্তিফানকে অভিষেক দান করেছিলেন পরিচর্যাকারী হিসেবে, যিনি পরবর্তীতে তার সমস্ত যাত্রাপথের সঙ্গী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর তারা বলে থাকে যে, এই সমস্ত ঘটনা মাত্র এক দিনে সম্পন্ন হয়েছিল; তবে আমরা এটি বুঝতে পারি যে, তারা সম্ভবত উপকূলীয়

অঞ্চলে আর তেমন যান নি, বরং তারা একটি সড়ক পথের জংশনে এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

৩. রীগিয় থেকে তারা পূতিয়লীতে এসেছিলেন, নেপলসের নিকটবর্তী একটি সমুদ্র বন্দর, এখন একে বলা হয়ে থাকে পোয্যোলোনা (*Pozzolana*)। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই জাহাজটি এই বন্দরের উদ্দেশেই যাত্রাপুস্তক শুরু করেছিল, অর্থাৎ এই বন্দরই ছিল জাহাজ-টির শেষ গন্তব্য। আর তাই পৌল এবং অন্যান্যরা সেখানেই নেমে গেলেন এবং বাকি পথটুকু তারা স্থল পথে যাত্রাপুস্তক শুরু করলেন। পূতিয়লীতে তারা কিছু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ভাইয়ের দেখা পেলেন। তাদের কাছে যে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রথমে জানিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে, কত না দারুনভাবে সুসমাচার নিজেই খামির কাজ করে। ঈশ্বরের এমন অনেক লোক রয়েছে যারা এমন অনেক স্থানে তাঁর পরিচর্যা করেন এবং তাঁর উপাসনা করেন যে সমস্ত স্থানের কথা আমরা চিন্তাই করি নি। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) যদিও এটি খুব সম্ভব যে, পূতিয়লীতে মাত্র অল্প কয়েকজন খ্রীষ্টান ভাই ছিলেন, তবুও পৌল তাদের সন্ধান পেয়েছিলেন; হয় তিনি তাদের কথা শুনেছিলেন, নতুবা তিনি নিজে থেকে তাদের খোঁজ করে বের করেছিলেন, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা পরস্পরকে দেখার তাগিদেই একত্রিত হয়েছিলেন এবং উভয়ে উভয়কে খুঁজে বের করেছিলেন। তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, যেভাবে বিদেশের মাটিতে একই দেশীয় দুই অভিবাসী ব্যক্তি পরস্পরের সাথে আকুল আগ্রহ নিয়ে সাক্ষাৎ করে।

(২) তারা চেয়েছিলেন যে, পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা তাদের সাথে যেন সাত দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন, অর্থাৎ যেন তিনি তাদের সাথে পরবর্তী একটি বিশ্রামবার পর্যন্ত যেন থাকেন। তারা এ কথা জানতেন না যে, তারা পৌলকে আবারও পূতিয়লীতে দেখতে পাবেন কি না, আর সেই কারণে তারা তাঁকে তাদের মাঝে একটি বা দু'টি বাণী প্রচারের জন্য পেতে চাইছিলেন। আর পৌলও তাদেরকে এই সুযোগটি দিতে চাইছিলেন, আবারও তিনি যে শতপতির অধীনে ছিলেন, তারও বোধহয় পূতিয়লীতে কোন বন্ধু ছিল বা কোন কাজ ছিল, যার কারণে তিনি সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করার জন্য সম্মত হলেন এবং পৌলের অনুরোধ রাখলেন।

৪. তারা পূতিয়লী থেকে আবার রোমের দিকে রওয়ানা দিলেন; তারা পায়ে ভ্রমণ করেছিলেন না কি তাদের কোন পশু বাহন হিসেবে ছিল যাতে চড়ে তারা রোমে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ২৩:২৪) তা জানা যায় না। কিন্তু রোমে তারা এখান থেকে সরাসরি গিয়েছিলেন, কারণ এরপরে আরও কোন স্থান ছিল না যেখানে থামা যাবে।

গ. রোমে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পৌলকে যেভাবে অভিনন্দন জানালেন এবং তারা যেভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। সম্ভবত তারা পূতিয়লীর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে, পৌল পূতিয়লীতে এসেছিলেন এবং এখন তিনি রোমে আসছেন।

পৌল যখন পূতিয়লীতে এক সপ্তাহ থাকার চিন্তা করেছিলেন, তখনই রোমে এই সংবাদ ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং এরপর তিনি যে রোমে আসবেন সেটাও সকলে জানতে পেরেছিল, ফলে সকলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার সুযোগ পেয়েছিল। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. তারা পৌলের প্রতি যে দারুন সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। তারা পৌলের সুখ্যাতি সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে যেভাবে তাঁর কাজে নিয়োজিত করেছেন সে কথা তারা খুব ভাল করেই জানতেন। তিনি যে এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনের জন্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে এবং সততার সাথে কাজ করে চলেছেন সে ব্যাপারে তারা সকলেই জানতেন। তারা জানতেন যে, হাজারো মানুষ তাঁকে আত্মিক পিতা হিসেবে মানে ও জানে। তারা তাঁর কষ্টভোগ সম্পর্কে শুনেছেন এবং ঈশ্বর যে সকলের মাঝে তাঁকে স্বীকৃতি দান করেছেন সে কথাও তারা জানতেন। এই কারণে তারা যে শুধু তাঁর সাথে দেখা করার চিন্তা করেছিলেন তাই শুধু নয়, তারা চেয়েছিলেন তাঁকে তাদের পক্ষ থেকে সম্মান জানাবেন যীশু খ্রীষ্টের একজন গৌরবময় প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি বেশ কিছু দিন আগে তাদেরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র, যা তাঁর চিঠিগুলোর মধ্যে খুবই বিখ্যাত। সেখানে তিনি তাদের প্রতি শুধু যে তাঁর মহা দয়া প্রদর্শন করেছেন তাই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি তাদেরকে অনেক প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দান করেছিলেন, যার বিনিময়ে তাঁকে তারা তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা দান করতে চেয়েছিলেন। তারা তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন যাতে করে তারা তাঁকে তাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের দূত এবং প্রতিনিধি হিসেবে অভিনন্দন জানাতে পারেন এবং তাঁকে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করতে পারেন, যদিও তিনি সে সময় একজন বন্দী ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে আপ্পিয়াম পর্যন্ত গিয়েছিলেন, রোম থেকে যার দূরত্ব ছিল প্রায় একান্ন মাইল; অন্যরা গিয়েছিলেন তিন সরাই নামক স্থান পর্যন্ত, রোম থেকে যার দূরত্ব ছিল আঠাশ মাইল (অনেকে মনে করেন তেত্রিশ মাইল)। তাদেরকে এর জন্য অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়, কারণ তারা তাঁকে একেজন বন্দী অবস্থায় তাঁকে অভিনন্দন জানাতে বা তাঁকে তাদের আত্মিক পরিচর্যাকারী হিসেবে স্বাগত জানাতে মোটেও লজ্জিত হন নি, বরং তারা তাঁকে দ্বিগুণ সম্মান ও শ্রদ্ধা দান করেছেন এবং তারা তাঁকে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে আরও বেশি আন্তরিক ছিলেন।

২. পৌল এর মধ্যে যে দারুন স্বস্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। এখন তিনি রোমের কাছাকাছি এসে পড়েছেন এবং সম্ভবত তিনি পূতিয়লীতে থাকতেই শুনতে পেয়েছিলেন যে, সম্রাট নীরো স্বভাব চরিত্র কী ধরনের এবং তিনি সম্প্রতি কী ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব ধারণ করেছেন। তিনি কৈসরের কাছে তাঁর আপীল নিয়ে কিছু সমস্যা হতে পারে এমনটা চিন্তা করছিলেন এবং তিনি এর ফলাফল নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি রোমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে তিনি এর আগে কখনো যান নি। তিনি ভেবেছিলেন যে সেখানে হয়তো মাত্র হাতে গোণা দুই একজন লোক তাঁকে চেনে এবং তিনিও রোমের মাত্র কয়েকজনকেই চিনতেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, সেখানে যেহেতু কেউ তাঁকে তেমন চেনে না, না জানি সেখানে তাঁর কেমন লাগবে, আর এই ভেবে তিনি কিছুটা বিমর্ষ হয়ে উঠছিলেন। তবে তাঁর এই মনোভাব ছিল সে পর্যন্ত, যতক্ষণ না রোম থেকে তাঁকে স্বাগত জানাতে লোকেরা

এসেছিল এবং তিনি তাদেরকে দেখতে পেলেন:-

(১) তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি তাদের আন্তরিকতা এবং সৌজন্যতা পেয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং তিনি সেই লোকদেরকে বার বার বলছিলেন যে, তিনি তাদের এই ভালবাসা পেয়ে কতটা খুশি হয়েছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়: তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। লক্ষ্য করুন, যদি আমাদের বন্ধুরা আমাদের প্রতি সদয় হয়, তার মানে ঈশ্বরই তাদেরকে সদয় করে তুলেছেন, তিনি তাদের অন্তরে সেই ভালবাসা জাগ্রত করেছেন এবং তার হাতের শক্তিতে তিনি তাদেরকে চালিত করেছেন। আর তাই এই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সেই মাল্টা দ্বীপের বর্বর ও সর্ভতা বিবর্জিত লোকদের আন্তরিকতা এবং তাদের সৌজন্যতার জন্য ঈশ্বরকে এর আগে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি রোমের এই সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ধার্মিক চেতনা এবং বন্ধুসুলভ আচরণের জন্য আরও বেশি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। যখন তিনি রোমের এত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দেখলেন, তিনি তখন ঈশ্বরকে এই বলে ধন্যবাদ দিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট রোম সাম্রাজ্যের খোদ রাজধানীতেই কত না দারুনভাবে তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁর লোকদেরকে ব্যবহার করছেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে এই বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন যে, তিনি সেখানে ইতোমধ্যে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিয়েছেন। যখন আমরা অন্য কোন দেশে যাই বা সে দেশের বিষয়ে জানি, যখন আমরা সে দেশের লোকদের সাথে দেখা করি, যদিও তার কোন অপরিচিত স্থান হতে পারে, তথাপি সেখানে যীশু খ্রীষ্টের নাম বহন করা হয় এবং ঈশ্বরকে ভয় করা হয় এবং তাঁর সেবা ও পরিচর্যা কাজ করা হয়, সেখানেই আমাদের উচিত হবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা। পৃথিবীর এত মন্দতার পাশাপাশি এত যে মঙ্গলময়তা রয়েছে তার জন্য ঈশ্বর গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হোন। আমাদের অবশ্যই উচিত এ কারণে ঈশ্বরের কাছে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করা এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানানো। পৌল রোমের সেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাদেরকে তিনি এর আগে কখনোই দেখেন নি, যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে শুনেছিলেন (রোমীয় ১:৮): আমি তোমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের কাছে শুকরিয়া জানাই। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি তাদেরকে দেখেছেন (এবং সম্ভবত তারা অন্য যে কোন শহরের যে কোন বিশ্বাসীদের চেয়ে আরও বেশি ভদ্র, আরও বেশি আধুনিক ছিলেন, কিংবা বলা যায় তারা অন্যান্যদের চেয়ে আরও বেশি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন), তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এটুকুতেই শেষ নয়।

(২) তিনি সাহস ধারণ করলেন। এর ফলে তিনি নতুন করে জীবন ফিরে পেলেন, তাঁর আত্মা আন্দোলিত হল এবং তিনি তাঁর সমস্ত দুঃখ বোধ ঝেড়ে ফেললেন। এখন তিনি এমনভাবে রোমের একজন বন্দী হিসেবে প্রবেশ করবেন, যেন তিনি যিরূশালেমে একজন বিজয়ী হিসেবে প্রবেশ করছেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সেখানে এমন অনেকে রয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁকে মূল্য দেন এবং যাদের সাথে তিনি কথা বলতে পারবেন এবং তাঁর বন্ধুদের মত করে তাদের সাথে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতে পারবেন, যা

তাঁর বন্দীত্বের সকল অবসাদ কাটিয়ে দেবে এবং নীরোর সামনে উপস্থিত হতে তিনি যেভাবে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন তা এক মুহূর্তে কেটে যাবে। লক্ষ্য করুন, এটি তাদের জন্য খুবই দারুন এক উৎসাহের বিষয়, যারা স্বর্গে যাওয়ার পথে তাদের সহযাত্রীদের দেখা পান এবং তাদের সাথে পরিচিত হন, যারা যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে এবং তাঁর উপস্থিতিতে তাদের সঙ্গী হবেন। যখন আমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরাট কোন সমাবেশ দেখি, সে সময় নিশ্চয়ই আমরা শুধু যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো তাই নয়, তখন আমরা নিজেরাও সাহস সঞ্চয় করবো। আর এটিই হচ্ছে দারুন একটি যুক্তি যে, কেন আমাদের উত্তম পরিচর্যাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, বিশেষভাবে যখন তারা কষ্ট ভোগের মাঝে থাকেন এবং তাদের উপরে কোন বিষয়ে অভিযোগ তোলা হয়। সে সময় যদি তাদেরকে উৎসাহ ও সাহস দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই তাদের কষ্টভোগ এবং পরিচর্যা কাজ সম্পাদন দু'টোই অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে। তথাপি এটি অবশ্যই দেখার বিষয় যে, যদিও রোমের খ্রীষ্টানরা পৌলকে অনেক সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের সম্মান পেয়ে তাদেরকে নানা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তথাপি যখন তাঁর তাদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই তিনি তাদেরকে পান নি; কারণ তিনি পরে বলেছেন (২ তীমথিয় ৪:১৬), আমার প্রথম জবাবের সময় কোন মানুষ আমার পাশে এসে দাঁড়ায় নি, বরং সকলে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তারা খুব সহজেই চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে গিয়ে পৌলকে স্বাগতম ও অভিনন্দন জানাতে যেতে পারে, কারণ এতে তাদের আনন্দ রয়েছে; কিন্তু সম্রাটকে অখুশি করার ভয়ে এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে না চটানোর জন্য তারা পৌলের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিচারে উপস্থিত হন নি। এই পরিস্থিতি থেকে তারা পালিয়ে থেকেছেন। যখন তারা পৌলের প্রথম দেখা পেয়েছেন সে সময় তারা শহর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য, আর যখন তাঁর প্রকৃত অর্থেই তাদের সাহায্য প্রয়োজন, সে সময় তাদের কাউকেই আর পাওয়া গেল না। এটাই আমাদের সামনে মানুষের মিথ্যে সহানুভূতি ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, যা থেকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি আমাদেরকে সবসময় অপর খ্রীষ্টান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে যে সাহস পেয়েছি ও উৎসাহ লাভ করেছি তা থেকে আমাদের কখনোই বিচ্যুত হওয়া উচিত হবে না। আমরা যখন মানুষের প্রশংসা গ্রহণ করি সে সময় অবশ্যই তাতে আমাদের মোহিত হয়ে গেলে চলবে না, কারণ অবশ্যই ঈশ্বর সর্বদা সত্য, কিন্তু মানুষ মিথ্যায় পূর্ণ।

ঘ. পৌলকে রোমে কারাগারে প্রেরণ, পদ ১৬। তিনি এখন তাঁর যাত্রার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। আর তথাপি:-

১. তিনি এখনও একজন বন্দী রয়েছেন। তিনি রোম নগরী দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি এখানে এলেন, তিনি বন্দী অবস্থাতে এলেন এবং এসেই তাঁকে কারাগারে বন্দী হতে হল। প্রধান রক্ষী তাঁকে আর রোমের কোন অংশ ঘুরে দেখার অনুমতি দিলেন না। কত না মহান মানুষ রোমে প্রবেশ করেছেন, সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং বিজয়ীর সম্বর্ধনা

পেয়েছেন, যারা আসলে সেই জাতির জন্য মহামারীস্বরূপ ছিলেন! কিন্তু এখানে একজন ভাল মানুষ রোমে প্রবেশ করলেন, অথচ তাঁকে সেখানে প্রবেশ করতে হল শিকলে বদ্ধ অবস্থায় এবং পরাজিত ও বিধ্বস্ত অবস্থায়, একজন হতভাগ্য বন্দী হিসেবে, যিনি আসলেই সেই জাতির জন্য এক অনুগ্রহস্বরূপ ছিলেন। এই চিন্তা যে কাউকে চিরকালের জন্য এই পৃথিবীর প্রতি সমস্ত মোহ ও ভাল লাগা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২. তথাপি তার প্রতি কিছুটা আনুকূল্য দেখানো হল। তিনি একজন বন্দী ছিলেন, তবে সাধারণ কারাগারে বদ্ধ বন্দী নন: পৌলকে তাঁর নিজের মত করে বসবাস করতে দেওয়া হল। তিনি তাঁর কোন বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করার অনুমতি পেলেন, যে তাঁকে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। এককজন সৈনিককে তাঁর রক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করা হল। আমরা আশা করি সে পৌলের প্রতি সদয় ছিল এবং সে তাঁর উপরে পুরোপুরি বন্দী কয়েদীর মত আচরণ করে নি। সে অবশ্যই খুব নির্দয় এবং অভদ্র, যে পৌলের মত এমন নম্র ও সম্মানিত ব্যক্তির সাথে রূঢ় আচরণ করবে। পৌল এখন তাঁর কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গৃহবন্দী থাকার সুযোগ পাওয়ায় তিনি তা মঙ্গলজনক বলেই ধরে নিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে আরও অনেক মানুষের সাথে দেখা করার এবং তাদের কাছে প্রভুর সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ পেলেন। লক্ষ্য করুন, এই ঘটনাটি প্রভুতে বন্দীদেরকে উৎসাহ যোগাতে পারে, যাতে করে তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত লোকদের চোখে অনুগ্রহের পাত্র করেন, যাদের হাতে তারা বন্দী হিসেবে থাকেন (গীতসংহিতা ১০৬:৪৬), যেভাবে যোষেফ ছিলেন তার মালিকের চোখে (আদিপুস্তক ৩৯:২১) এবং যিহোয়াখীন ছিলেন বাবিলের রাজার চোখে, ২ রাজাবলি ২৫:২৭, ২৮। যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করেন না, তথাপি তাদের জন্য এর ভার সহজ করেন বা তা তাদের জন্য উপভোগ্য করে তোলেন, তখন অবশ্যই তাদের এর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেরিত ২৮:১৭-২২ পদ

পৌলকে অনেক মূল্য দিয়ে এবং অনেক কষ্ট ও বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে রোমে নিয়ে আসা হল এবং তিনি এখানে আসার পর কেউ তাঁকে নির্যাতন করতে এলো না কিংবা তাঁর উপরে কোন অভিযোগ জানাতে এলো না; বরং তিনি তাঁর নিজ কাজগুলো করে যেতে পারলেন। এখানে তাঁকে রোমের যিহূদীদের প্রধানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মাত্র কিছু দিন আগেই রোম সম্রাট ক্লৌডিয়াসের জারিকৃত আইন অনুসারে রোম থেকে সমস্ত যিহূদীদের বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং তাদেরকে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রোমে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি; কিন্তু তার মৃত্যুর পর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে এবং এই সময়ে মধ্যে অনেক যিহূদী রোমে এসেছে, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে, যদিও এটি পরিষ্কার নয় যে, যে তাদেরকে সেখানে কোন ধরনের সমাজ-ঘর বা উপাসনালয় নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কি না। তবে এই যিহূদীদের প্রধান ছিলেন তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তি, সেই ধর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, যিনি এ সম্পর্কে ভাল জানতেন এবং সমস্ত যিহূদীর ভাল মন্দ দেখাশোনা করতেন। পৌল তাদেরকে একত্রে ডাকলেন, কারণ তিনি তাঁর স্বপক্ষে কথা

বলার জন্য উদগ্রীব ছিলেন এবং তিনি তাদের ও তাঁর মাঝে একটি বোঝাপড়া করে নিতে চাইছিলেন। আর এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

ক. তিনি তাদেরকে কী বলেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা জানিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কথা বললেন, তিনি তাদেরকে হে ভাইয়েরা বলে সম্বোধন করলেন, আর এভাবে তিনি তাদের প্রতি দেখালেন যে, তিনিও তাদের ভাই হিসেবে তাদের কাছ থেকে আচরণ পেতে চান এবং তিনি তাদের কাছে সত্য ছাড়া আর কিছুই জানাবেন না; কারণ আমরা একই জাতির মানুষ– আমরা সকলে ভাই। এখন:-

১. তিনি তাঁর নিজ নির্দোষিতা ঘোষণা করলেন এবং তিনি জানালেন যে, তিনি যিহূদীদেরকে এমন কোন কথা বললেন না যার ফলে তারা তাঁর উপরে অভিযোগ আনতে পারে: "আমি যিহূদী জাতির বিরুদ্ধে কিছুই করি নি, তাদের ধর্ম বা নাগরিক অধিকারের বিরুদ্ধে কোনই কথা বলি নি, তাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা আরও অধিক হয় এমন কোন কথাই আমি বলি নি, সকলেই জানে যে, আমি এমন কিছুই করি নি। আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা এবং রীতি-নীতির বিরুদ্ধেও কিছুই বলি নি, এমন কি এর প্রতি আমার ধর্ম দিয়ে কোন ধরনের বিঘ্নও সৃষ্টি করি নি।" এটি একদমই সত্যি যে, পৌল অযিহূদীদের উপরে পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি ও প্রথা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি, কারণ তাদের কখনোই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা বা ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু এটাও সত্যি যে, তিনি যিহূদীদের সেই রীতি-নীতি ও প্রথা পালন করার জন্য কখনো বাঁধা দেন নি, বরং তিনি নিজেও তা পালন করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছেন। তিনি তাদেরকে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি কখনো তাদের সাথে এই সমস্ত রীতি-নীতি তাদের নিজেদের ধর্ম অনুসারে পালন করা নিয়ে কোন কোন্দলে জড়ান নি, বরং তিনি তাদের সাথে অযিহূদীদের শত্রুতার কারণে বরং অযিহূদীদের উপরে এই প্রথা পালনে কোন জোর করেন নি, গালাতীয় ২:১২। পৌল তাঁর নিজের বিবেক সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি যিহূদীদের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

২. তিনি নম্রভাবে তাঁর সাথে যে রূঢ় ব্যবহার করা হয়েছে সে ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন যে, যদিও তিনি তাদের প্রতি কোন ধররে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নি, তথাপি তাঁকে যিরূশালেমে বন্দী করে রোমীয়দের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। যদি তিনি এই বিষয়ের পুরো সত্যটি জানিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই এটি যিহূদীদের চোখে যেমন দেখিয়েছিল তার চেয়েও বেশি গুরুতর হবে, কারণ তারা তাঁকে কোন ধরনের আইনের ধার না ধেরে হত্যা করতে চেয়েছিল, যেখানে রোমীয়রা তাঁকে সঠিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার করতে চেয়েছে এবং তাঁকে সুরক্ষা দিয়েছে। কিন্তু তথাপি তারা তাঁকে একজন অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করলো। কিন্তু শাসনকর্তা ফীলিক্স অবশ্য তাঁকে এই সকল অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলেন না এবং তিনি তাঁকে শাস্তি না দিয়ে বন্দী করে রাখলেন। পৌল রোমীয়দের হাতে বন্দী হয়ে রইলেন, যাদের কাছে তিনি আরও ভাল বিচার পাবেন

বলে আশা করছিলেন।, পদ ১৮। তারা তাঁকে বিচারে দাঁড় করালো, তারা তাঁর মামলাটি পরীক্ষা করলো, তারা শুনেতে পেয়েছিল যে, কে কে তার বিরুদ্ধে কী কী বলেছে। প্রধান সেনাপতি নিজে তাঁর কথা শুনেছেন, ফীলিক্সও তাই করেছেন এবং ফীষ্ট এবং আগ্রিপ্পও। কিন্তু তারা কেউই তাঁর মৃত্যুর যোগ্য কোন অপরাধ খুঁজে পান নি; এমন কোন কিছুই তারা পান নি যার জন্য তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে। বরং এর বিপরীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, শান্ত, বিবেচনাযুক্ত, উত্তম ব্যক্তি এবং সেই কারণে তারা কখনোই যিহূদীদেরকে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি দেন নি। বরং এর বিপরীতে তারা তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন এবং তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে দিতে চেয়েছেন এবং তারা তাঁকে এতে কোন বাঁধা দেওয়ার কথা ভাবেন নি, কারণ তারা সকলেই তাঁর শিক্ষা অত্যন্ত পছন্দ করেছিলেন। এটি ছিল পৌলের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় যে, যারা তাঁর কথা খুব ভালভাবে শুনেছিল তারা কেউই তাঁকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত বলে মনে করে নি। তারা কেউই তাঁর কথা না শুনে যিহূদীদের অভিযোগ অনুসারে তাঁকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে নি।

৪. তিনি তাঁর এই মামলাটি রোমে উত্থাপন করার প্রয়োজনীয় অনুভব করেন এবং তিনি সে অনুসারে রোম সম্রাটের কাছে আপীল করেন। তিনি নিজ সুরক্ষার্থে এই কাজটি করেছিলেন এবং এখানে তাঁর নতুন করে আর দোষী সাব্যস্ত না হওয়ার চিন্তা কাজ করেছিল, কিংবা তিনি চাইছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য (পদ ১৯): যখন যিহূদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলো এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে বিরোধিতা করতে শুরু করলো, সে সময় তারা এই অভিসন্ধি করতে শুরু করলো যেন তারা তাঁকে মৃত্যুর দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে নাও পারে, তথাপি তারা যেন তাঁকে যাবজ্জীবন কারা দণ্ডে দণ্ডিত রাখতে পারে। তিনি কৈসরের কাছে আপীল করলেন, কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, শাসনকর্তা আস্তে আস্তে যিহূদীদের ইচ্ছার প্রতি ঝুঁকে পড়ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, তিনি ভিন্ন কোন শাসনকর্তা কাছে এসে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে খণ্ডন করবেন, কারণ তিনি জানতেন যে, যিহূদীদের আওতার মধ্যে থাকলে তিনি কখনোই এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন না এবং এর মধ্য দিয়ে আরও কখনোই খ্রীষ্টের সুসমাচার সঠিকভাবে প্রচার করার সুযোগ লাভ করতে পারবেন না। তার আপীলের উদ্দেশ্য ছিল এটাই, যেন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে আবারও তাঁর কাজ শুরু করতে পারেন। প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার আছে আত্মরক্ষা করার। এটি একটি গুরুতর কাজ যদি কখনো এমন কোন মানুষকে অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় যার আসলে কোন অপরাধ নেই। পৌল যিহূদী জাতির জন্য মুক্তির ও উদ্ধারের কাজ করছিলেন, কিন্তু তিনি কখনোই তাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নি, রোমীয় সরকার এই সময়ে যিহূদী জাতির প্রতি এক বিদ্বেষ পূর্ণ আচরণ ধরে রেখেছিল। তারা যিহূদী জাতিকে মনে করতো কলুষিত, বিকৃত, বিশৃঙ্খল এবং বিপজ্জনক একটি জাতি হিসেবে। আর তাই পৌলের মত একজন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর নিজের কথাগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলা খুবই সহজ বিষয় ছিল, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে একজন করিৎকর্মা ব্যক্তি এবং তিনি ছিলেন একজন রোমীয় নাগরিক। তিনি তাই খুব সহজেই রোম সম্রাটকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি যিহূদী জাতির বিরুদ্ধে কোন ধরনের অন্যায় করেন নি। পৌল

কখনোই কারও অমঙ্গল চান নি, বরং তিনি সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করে এসেছেন, কখনো কারও খারাপ করার চেষ্টা করেন নি।

৫. তিনি তাঁর এই কষ্ট ও দুঃখ ভোগকে সত্যিকারভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করলেন এবং তিনি তাদেরকে এই বিষয়ে যুক্তি দেখালেন যে, কেন তাদের শুধু তাঁর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধেই দাঁড়ানো উচিত নয়, সেই সাথে তাদের উচিত তাঁর জন্য চিন্তা করা ও বিবেচনা করা এবং তাঁর পক্ষে তারা কী করতে পারে সে বিষয়ে ভাবা (পদ ২০): "কারণ এই কারণেই আমি আপনাদেরকে ডেকেছি, আপনাদের সাথে বিবাদ করার জন্য নয়, কারণ সরকারকে আপনাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার কোন ইচ্ছাই আমার নেই, বরং আমি আপনাদেরকে দেখতে চাই আমাদের জাতির লোক হিসেবে এবং সেভাবেই আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। আমি আপনাদের সাথে এভাবে আন্তরিকভাবে আলাপ করছি কারণ ইস্রায়েলের আশা আকাঙ্ক্ষার জন্যই আমি এখন শেকলে বন্দী রয়েছি।" তিনি তাঁর সাথে তাঁর বন্দীত্বের চিহ্ন বহন করে চলছিলেন এবং সম্ভবত তিনি সেই সৈন্যের সাথে বাঁধা ছিলেন, যাকে তাঁর দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হয়েছিল। এর কারণ ছিল:-

(১) তিনি এই প্রচার করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট এসেছিলেন, যিনি ছিলেন ইস্রায়েলের আশা, যাঁকে ইস্রায়েল আশা করে। "সমস্ত যিহূদী জাতি কি এতে একমত নয় যে, খ্রীষ্ট হচ্ছেন ইস্রায়েল জাতির গৌরব? আর সেই কারণে যদি তাঁকে আশা করা হয়, তাহলে আমি তাঁকে প্রচার করছি এবং এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, তিনি এসেছিলেন। তারা এই আশা করেছিল যে, খ্রীষ্ট আসবেন, কিন্তু সেখানে খ্রীষ্ট ইতোমধ্যে এসে গেছেন এবং তাদের জন্য আনন্দের উৎস তৈরি করে রেখে গেছেন।"

(২) যেহেতু তিনি এই প্রচার করেছিলেন যে, মৃতরা পুনরুত্থিত হবেন। এটিও ছিল ইস্রায়েল জাতির একটি আশা; এমনই তিনি বলেছেন, প্রেরিত ২৩:৬; ২৪:১৫; ২৬:৬,৭। "তারা এখনো আশা করে যে, একজন খ্রীষ্ট এসে তাদেরকে রোমীয়দের শাসনের যোয়ালি থেকে মুক্ত করবেন এবং তারা এই পৃথিবীতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং সম্পদশালী হয়ে উঠবে। আর তাদের চিন্তা জুড়ে কেবল এই কথাই ছড়িয়ে আছে, তারা আমার প্রতি রাগান্বিত, কারণ আমি তাদের অন্য এক পৃথিবীর কথা বলেছি এবং আমি তাদেরকে এমন একজন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার কথা বলেছি যিনি তাদেরকে এর সমস্ত বিষয়ে থেকে দূরে থাকতে বলেন এবং যে কোন ধরনের পার্থিব ক্ষমতা এবং জাকজমকের প্রতি আগ্রহী না হওয়ার কথা বলেন। আমি আপনাদের কাছে সেই আত্মিক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ নিয়ে আসার কথা বলছি, যা আপনাদের পিতৃপুরুষদের কাছে করা হয়েছিল তাদের বিশ্বাসের জন্য এবং এই কারণে তারা আমাকে ঘৃণা করেছে, কারণ আমি সেই বিষয় থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। তাদের পক্ষে পার্থিব খ্রীষ্টের জন্য প্রত্যাশা করা আসলেই অত্যন্ত লজ্জাষ্কর বিষয়। তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা ছিল এক স্বর্গীয় খ্রীষ্টের এবং তাঁর আত্মিক রাজ্যের, যার ভালবাসা মানুষের অন্তরে স্থাপন করা হয়েছিল এবং এর জন্য তাদেরকে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল, যেন তারা আনন্দপূর্ণ অন্তরে মৃতদের পুনরুত্থান

এবং জীবিতদের পৃথিবীতে স্বাগতম জানাতে পারে।"

গ. তাদের প্রত্যুত্তর কী ছিল। তারা স্বীকার করেছিল যে:-

১. তাঁর বিরুদ্ধে তাদের বিশেষভাবে কিছুই বলার নেই; কিংবা তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগকারীদের মত কোন বিষয়ে অভিযোগও করার নেই। যিরূশালেমে তাঁর বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছিল, তাদের কাছ থেকে তারা লিখিত বা মৌখিক কোন ধরনের নির্দেশনাও পান নি যে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন (পদ ২১): "আমরা যিহূদিয়া থেকে এ সংক্রান্ত কোন ধরনের সংবাদ পাই নি (অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য কোন নির্দেশনা পাই নি), কিংবা রোমে কোন যিহূদী ভাই এসে এ বিষয়ে কিছুই আমাদেরকে জানান নি (নানা কারণেই রোমে যিহূদীদের আনাগোনা ছিল, যেহেতু যিহূদী জাতি ও রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল)। আমরা আপনার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কিছু সাধন করার ব্যাপারে কোন ধরনের আভাস পাই নি।" এটি ছিল খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যিহূদীদের অবিশ্রান্ত এবং অবদমিত ক্রোধ ও আক্রোশ পৌলকে অনুসরণ করে রোম পর্যন্ত যায় নি এবং সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য যায় নি। অনেকে মনে করেন যে, তারা এখানে মিথ্যা কথা বলেছেন। তাদেরকে ঠিকই পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার এবং তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা সে সময় প্রকাশ করেন নি; তারা আসলে সে সময় হয়তো বা রোম সম্রাটের রোষানলে পড়তে চায় নি, যিনি নিজে তার পূর্বেকার সম্রাটের মত যিহূদীদেরকে রোম থেকে বহিষ্কার না করলেও তাদেরকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমি মনে করি তারা যা বলেছিলেন তা ছিল সত্যি। আর এখন পৌল সম্রাটের কাছে আপীল করার ব্যাপারে তার পরিণামদর্শিতার পরিচয় পেলেন, কারণ এই স্থান পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় নি, এতে করে তিনি হয়তো বিনা বাঁধাতেই আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পেয়ে যেতে পারেন। এটি ছিল রাজা দায়ূদের পদ্ধতি এবং তার আত্মরক্ষার একটি কৌশল (১ শমূয়েল ২৭:১): প্যালেষ্টাইনে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন আমার সামনে আর সহজ কোন পথ খোলা নেই এবং শৌলকে নিশ্চয়ই আমাকে না ধরা পর্যন্ত ছেড়ে দেবেন না, যদি আমি ইস্রায়েলের উপকূলের কোথাও লুকিয়ে থাকি; তাই আমি তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাব; আর সেটাই প্রমাণিত হয়েছিল, পদ ৪। যখন শৌলকে শুনতে পেলেন যে, দায়ূদ গাৎ নগরে পালিয়ে গেছেন, তখন তিনি আর তার পিছনে ধাওয়া করার কোন চেষ্টা করলেন না। এই একই কৌশল অবলম্বন করে পৌলও রোম সম্রাটের কাছে আপীল করেছিলেন, যেখানে তিনি যিহূদীদের নাগালের বাইরে চলে এসেছিলেন; আর তারা বলেছিল, "ওকে যেতে দাও।"

২. তারা বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিল যে, তিনি কী শিক্ষা দিচ্ছেন ও প্রচার করছেন এবং তিনি কী ধরনের ধর্ম পালন করছেন যার জন্য তাঁকে এতটা কষ্ট এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে (পদ ২২): "আপনার মত কি, তা আমরা আপনার মুখে শুনতে বাসনা করি– *ha phroneis*, আপনার মতাদর্শ কী এবং আপনি কী নীতি অনুসরণ করেন, আপনি

কোন জ্ঞানে পূর্ণ হয়েছেন এবং আপনি কোন মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এতটা মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন; কারণ, যদিও আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না; তথাপি আমরা এটা জানি যে, এটি একটি দল এবং এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সর্বত্র লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।" যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে এ ধরনের ব্যঙ্গসূচক উক্তি করছিল, তারা ছিল যিহূদী, রোমে যিহূদীদের নেতা, যিনি তার জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত গর্ব করতেন (রোমীয় ২:১৭) এবং তথাপি তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানতেন যে, এটি একটি দল যার বিরুদ্ধে সর্বত্র কথা হয়। তারা এর বিরুদ্ধে বাজে মনোভাব পোষণ করেছিলেন এবং তারা মূলত এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করে তবেই এর সম্পর্কে শুনতে চেয়েছিলেন।

(১) তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে একটি দল বলে অভিহিত করেছিল এবং তা ছিল একটি মস্ত ভুল। সত্যিকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যা সকল মানুষের প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং এটি কোন সঙ্কীর্ণ মতাদর্শ বা ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার উপর নির্ভর করে তৈরি হয় না। এর লক্ষ্য অন্যান্য পার্থিব দলগুলোর মত পার্থিব সুযোগ-সুবিধা এবং লাভ অর্জন করা নয়; কিন্তু সকল প্রকার আত্মিক সুযোগ-সুবিধা এবং সুফল মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া। আর এর পাশাপাশি এর প্রত্যক্ষ প্রবণতা হচ্ছে মানুষের মাঝে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা এবং তাদেরকে বিভক্ত হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা, তাদের মাঝে হাজারো মত ও দল তৈরি হওয়াকে প্রতিহত করা, বরং সকলকে এক কাতারে, এক সমাবেশে নিয়ে আসা।

(২) তারা বলেছিল যে, সর্বত্র এর বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে এবং এটি ছিল অতীব সত্য কথা। তারা যাদের যাদের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছিল তারা প্রত্যেকেই ছিল এর বিরোধী এবং এই কারণে তারা মনে করেছিল যে, প্রত্যেকেই বোধ হয় এই ধর্মের বিরুদ্ধে; আসলেই বেশির ভাগ মানুষ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। বস্তুত সবসময় এবং সকল স্থানেই যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাকে প্রথমে চরম অবহেলা, অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর বাক্যেরই জয় হয়েছে।

প্রেরিত ২৮:২৩-২৮ পদ

রোমের যিহূদীদের সাথে পৌল খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা এখানে দেখতে পাই। যদিও তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক এবং বক্রোক্তিসূচক ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন, যেহেতু সমস্ত স্থানে এর বিরুদ্ধে কথা চলছিল এবং তারা একে একটি দল বলে উল্লেখ করেছিলেন, তথাপি তারা এর সম্পর্কে শুনতে এবং জানতে আগ্রহী ছিলেন, যা যিরূশালেমে যিহূদীরা কখনোই করতে চায় নি। সম্ভবত রোমে বসবাসরত এই যিহূদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যিরূশালেমে যিহূদীদের চাইতে আরও ভাল জানতেন এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন ধারণা এবং মতবাদ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল, যা যিরূশালেমের

গোঁড়া যিহূদীদের মধ্যে ছিল না। সেই কারণে তারা এর সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে কোন ধরনের মন্তব্য করতে চাইলেন না।

ক. আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে যে, পৌল এই আলোচনায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের পক্ষে একটি দারুন বক্তৃতা রেখেছিলেন। যিহূদীরা এই সময়টি নির্ধারণ করেছিলেন এবং এই আলোচনার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে করে সকল স্থান থেকে আগ্রহী যিহূদীরা এসে জড়ো হতে পারেন, পদ ২৩। সেই যিহূদীরা বেশ উৎসাহী ছিলেন এই ব্যাপারে এবং আমরা বুঝতে পারি যে, তারা আন্তরিকভাবেই এই আলোচনা অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে আয়োজন করেছিলেন। এখন আমরা দেখবো সেই দিনে কী ঘটেছিল:

১. বহু মানুষ পৌলের কাছে এসেছিল। যদিও তিনি ছিলেন একজন বন্দী এবং তিনি বের হয়ে তাদের কাছে আসতে পারতেন না, তথাপি তারা তাঁর কাছে এসে তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী হয়েছিলেন। আর তিনি এখন যে বন্দী অবস্থায় রয়েছেন যদি তা বিবেচনা করা হয়, তাহলে তারা যে এখন এই মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে তার বদলে তারা তা গ্রহণ করে নিত; কারণ এটি শুধু এর একটি চিহ্ন নয় যে, তিনি এর উপরে বিশ্বাস করেছেন, সেই সাথে এটি হচ্ছে একটি চিহ্ন যে, তিনি এর জন্য কষ্টভোগ করছেন এবং তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, এর জন্য কষ্টভোগ করা তার জন্য শ্রেয়। যে কেউ পৌলের মত এমন একজন মানুষের সাথে দেখা করতে আগ্রহী হবে কারাগারে এসে, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। তিনি তাদেরকে তাঁর গৃহবন্দীত্বের বাসগৃহে এসে থাকতে দিলেন, তিনি সরকারের কাছ থেকে এর জন্য কোন ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হওয়ার ভয় পান নি, যাতে করে তিনি তাদের প্রতি মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

২. তিনি তাদের সাথে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করলেন, তাঁর নিজের মতাদর্শের চাইতে তাদের চিন্তা সম্পর্কে তিনি জানার চেষ্টা করলেন।

(১) তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রকাশ করলেন বা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি তাদেরকে সেই রাজ্য এবং এর মহিমাময় উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করলেন এবং এর পরিকল্পনার কথা জানালেন। তিনি তাদেরকে এ কথা জানালেন যে, এটি স্বর্গীয় এবং আত্মিক, যা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অবস্থান করছে। তিনি তাদেরকে বোঝালেন যে, এর কোন বাহ্যিক জাক্‌জমক নেই, এর কোন মানবীয় রাজকীয়তা নেই, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে জীবনের এবং অন্তরের পবিত্রতা। যিহূদীদেরকে যে বিষয়টি বিশ্বাসহীনতার মধ্যে রেখেছিল তা হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা। তারা মনে করেছিল যে, এই রাজ্য কোন এক পার্থিব রাজ্য। কিন্তু তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো প্রয়োজন এবং সত্য আলোর নিচে তাদের আনা প্রয়োজন, সেই সাথে তাদেরকে এর বাধ্যগত করে তুলতে হবে।

(২) তিনি শুধু যে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি এর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন– তিনি পরিষ্কারভাবে তাদের কাছে তা ঘোষণা করলেন এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এর বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্য খ্রীষ্টের

শাসনের অধীনে আগমন ঘটেছিল এবং তা এখন এই পৃথিবীতে রয়েছে। তিনি এই অনুগ্রহের রাজ্যের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা প্রকাশ করলেন যা তিনি তাঁর নিজের উপরে আগত শক্তি ও ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ করলেন এবং তিনি নিজ জীবনের সাক্ষ্য দান করলেন। তিনি যেভাবে এই রাজ্যের অধীনে এলেন সে বিষয়ে তিনি সকলের কাছে জানালেন।

(৩) তিনি শুধু যে ঈশ্বরের রাজ্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন তাদের বিবেক এ প্রসঙ্গে জাগ্রত হয় এবং তারা যেন তাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি আগ্রহী হয় এবং এর জন্য তাদের মন স্থির করে। তারা যেন ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদার হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয় এবং এর অধীনস্থ হওয়ার প্রত্যাশা করে এবং আর এর কোন বিরোধিতার সামিল না হয়। তিনি তাঁর মতবাদ অনুসরণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যেন তারা আন্তরিকভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা যেন এই শিক্ষা তাদের জীবনে প্রয়োগ করে। তিনি তার শ্রোতাদের কাছে এই শিক্ষা অত্যন্ত বাস্তব এবং জীবন্তভাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন যেন তারা তা অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে গ্রহণ করে। তিনি চেয়েছিলেন এই শিক্ষা গ্রহণ করে তারা যেন অত্যন্ত লাভবান হয়।

(৪) তিনি তাদেরকে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত আলোচনার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যই ছিল তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা, তিনিই যে খ্রীষ্ট এ বিষয়ে তাদেরকে জানানো এবং তাদেরকে তার উপরে বিশ্বাস করতে সাহায্য করা তার সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে যা তিনি তাদেরই জন্য প্রদান করে গেছেন। তিনি তাদেরকে মিনতি করে বললেন, *ta peri tou Iesou*– যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে, তাঁর বিষয়ে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে, যা তারা মোশির আইন-কানুনে এবং ভাববাদীদের পুস্তকে পাঠ করতে পারবেন। সেখানে তাঁকে স্পষ্টভাবে খ্রীষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারা দেখিয়েছেন যে, তারা সকলে যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া পূর্ণ নন। তারা যিহূদী হওয়ায় তিনি তাদের সাথে পুরাতন নিয়মের অংশ নিয়ে কথা বলেছেন এবং তাদেরকে দেখিয়েছেন যে, তারা যেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এত দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে, সেখানে পবিত্র শাস্ত্রেই যীশু খ্রীষ্টকে কীভাবে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে। এই কারণে যদি আমরা নতুন নিয়মের ইতিহাসের সাথে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মিলিয়ে দেখি, তাহলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারবো যে, খ্রীষ্টই হচ্ছেন সেই খ্রীষ্ট যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং আমাদের আর অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করা উচিত হবে না।

৩. তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর বক্তৃতা এক নাগাড়ে চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি দিনব্যাপী এই আলোচনা চালিয়েছিলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সম্ভবত এই আলোচনা আট থেকে দশ ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ ছিল। এর বিষয় ছিল কৌতূহলোদ্দীপক– তিনি এতে পরিপূর্ণ ছিলেন– এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ– তিনি এর

প্রতি দারুনভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি তা একাগ্রভাবে করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি জানতেন না যে, তিনি এ ধরনের সুযোগ আর কখনো পাবেন কি না, আর তাই তিনি তার শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে তার বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে সারা দিন সেখানে বসিয়ে রাখলেন। তবে সম্ভবত তিনি এর মাঝে কিছু সময় তাদের জন্য প্রার্থনা এবং উপাসনা করে কাটালেন।

খ. এই আলোচনার ফল কী ছিল। যে কোন ব্যক্তি ভেবে নেবেন যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মত এমন দারুন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দরুন এবং পৌলের মত এক মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার দরুন তিনি নিশ্চয়ই সারা দিন কথা বলেছিলেন এবং তারপর তার কথা শোনার জন্য শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু বাস্তবে তেমনটি হয় নি: শিশু যীশু খ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছিলেন কারো পতনের জন্য এবং কারও উত্থানের জন্য। তিনি ছিলেন এক ভিত্তিস্বরূপ প্রস্তর, যা অনেকের জন্য বাঁধাজনক প্রস্তর।

১. তারা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারলেন না, পদ ২৫। তাদের মধ্যে কয়েক জন মনে করলেন যে, পৌলের কথাই ঠিক, অন্যরা তা মনে করলেন না। এই হচ্ছে সেই বিভক্তি যা যীশু খ্রীষ্ট নিয়ে এসেছিলেন, যে আগুন তিনি জ্বালাতে এসেছিলেন, লূক ১২:৪৯, ৫১। পৌল পরিষ্কারভাবে এবং সহজ করে বুঝিয়ে বলেছিলেন এবং তথাপি তাঁর শ্রোতারা তিনি যা প্রচার করছিলেন এবং যে অনুভূতি নিয়ে কথা বলছিলেন এবং যে সত্য তিনি প্রকাশ করছিলেন তা অনুভব করতে পারেন নি।

২. অনেকে তিনি যা বলছিলেন সে কথা বিশ্বাস করলেন এবং কেউ কেউ করলেন না, পদ ২৪। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হল। এমনই ছিল সুসমাচারের সাফল্য প্রতি যুগে যুগে; অনেকের কাছে তা ছিল জীবনের আবার অনেকের কাছে জীবনের রক্ষাকারী, আবার অনেকের কাছে তা ছিল মৃত্যুর পথ। অনেকে এর বাক্যে অবধান করেছিল এবং অন্যরা তাতে অবধান করে নি, তারা মন শক্ত করেছিল। অনেকে এই আলো গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্যরা আলোর সামনে তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। এমনই পরিস্থিতি ছিল যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের শ্রোতাদের মাঝে এবং তাঁর আশ্চর্য কাজের প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝে। অনেকে তা দেখে ও শুনে বিশ্বাস করেছিল আবার অনেকে তা ঈশ্বরনিন্দা বলে সাব্যস্ত করেছিল। যদি তারা সকলেই তা বিশ্বাস করতো, তাহলে তাদের মধ্যে আর কোন মতপার্থক্য হত না; এই কারণে যারা বিশ্বাস করে নি তাদের উপরেই এই বিভেদের জন্য দোষারোপ করা হবে।

গ. বিদায় নেওয়ার সময় পৌল তাদেরকে একটি জাগরণী বক্তব্য শুনিয়েছিলেন। তিনি তাদের বিষয়ে এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল বেশ গোঁড়া প্রকৃতির এবং তারা সহজে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা থেকে সরে আসতে পারতো না। তাই তিনি যা কিছু বলেছেন তাতে তারা কর্ণপাত করবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়। এ কারণে তিনি তাদেরকে শেষ মুহূর্তে ভিন্ন কিছু কথা বললেন: "দাঁড়ান", পৌল বললেন,

"যাবার আগে একটি কথা ভাল করে শুনে যান এবং বাড়ি গিয়ে কথাটি খুব ভাল করে চিন্তা করুন: আপনাদের এই গোঁড়ামির ফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে আপনারা কি বুঝতে পারছেন? শেষ সময় যখন আসবে তখন আপনারা কী করবেন? আপনাদের কি এর জন্য কোন ধরনের সংশয় নেই?"

১. "আপনারা সে সময় ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে বিশ্বাসহীনতার জন্য অভিযুক্ত হবেন। আপনারা আপনাদের অন্তর কঠিন করেছেন এবং ঈশ্বর আপনাদেরকে কঠিন করেছেন ঠিক ফরৌণের মত করে; আর এটিই আপনাদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। পবিত্র শাস্ত্রের কথা লক্ষ্য করুন (যিশাইয় ৬:৯, ১০) এবং তা আন্তরিকভাবে পাঠ করুন এবং আপনার ভীত হোন, পাছে এখানে যা বলা হয়েছে তা আপনাদের জীবনেই না ঘটে।" পুরাতন নিয়মে যেমন সুসমাচারের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এবং তার পরিপূর্ণতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তেমনি করে আত্মিক বিচারের ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং কাউকে যে এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হবে না সে বিষয়ে বলা হয়েছে। যারা যারা বিশ্বাসহীনতায় ডুবে থাকবে, তাদের প্রতি অবশ্যই স্বর্গীয় শাস্তি নেমে আসবে। এটি হচ্ছে সেই ঘোষণার একটি অংশ, যা ভাববাদী যিশাইয়কে দেওয়া হয়েছিল; তিনি তাদের জন্য অমঙ্গল সাধন করতে এসেছিলেন, যারা তা মঙ্গলে রূপ দেয় না এবং এর আরও উন্নতি সাধন করে না। পবিত্র আত্মা যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে খুব ভাল কথাই বলেছেন। এখানে সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা যিহোবা বলেছিলেন এবং যা পবিত্র আত্মায় কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছিল, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, পাক আত্মাই হচ্ছেন ঈশ্বর; এবং যা যিশাইয়ের কাছে বলা হয়েছিল তা পিতা নিজে বলেছিলেন, কারণ তাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি লোকদেরকে এই কথা বলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে কী বলেছেন; এবং যদিও সেখানে যা বলা হয়েছে তা লোকদের জন্য অত্যন্ত আতঙ্কজনক এবং ভাববাদীদের জন্য কষ্টদায়ক, তথাপি এখানে যা বলা হয়েছে তা খুব ভালই বলা হয়েছে। হিষ্কিয় ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কে বলেছিলেন, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের যে বাক্য দেওয়া হয়েছে তা অতি উত্তম, যিশাইয় ৩৯:৮। যে তা বিশ্বাস করবে না সে অবশ্যই ধ্বংস হবে, একইভাবে যে বিশ্বাস করবে যে জীবন পাবে (মথি ১৫:৭)। অথবা এই বিষয়টি আমাদের প্রভুর উক্তির মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (মথি ১৫:৭), "যিশাইয় তোমাদের কাছে খুব ভাল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। পবিত্র আত্মা তোমাদের কাছে সেই কথা বলেছেন যা তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, কিন্তু তোমরা শুধুই শুনেছ, কিছুই বোঝ নি।"

(১) "ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের যে মহা পাপ ছিল তা এখন তোমরা করেছ; এবং তোমরা তা দেখতে পাও না। তোমরা সবচেয়ে বড় প্রমাণের সামনে এসে চোখ বন্ধ করে রাখ এবং তোমরা তা মেনে নিতে চাও না, যদিও তোমরা এই বাণী উপেক্ষা করতে পার না: তোমাদের চোখ তোমরা বন্ধ করে রেখেছ," পদ ২৭। এটি এক চরম গোড়ামির কথা প্রকাশ করে এবং তারা যে তাদের গর্ব ও ঔদ্ধত্যের দাসত্ব করছে সে কথা প্রকাশ করে। "তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারের হাত দেখতে পায় নি

(যিশাইয় ২৬:১১), সেভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না যে, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাত তোমাদের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে।" এটি ছিল অত্যন্ত সত্যি কথা যে, এই অবিশ্বাসী যিহূদীরা সুসমাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতো। তারা দেখতে পায় নি, কারণ তারা দেখতে চায় নি এবং তারা দেখবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর যারা দেখেও দেখে না এদের মত অন্ধ আরও কেউ নয়। তারা তাদের চিন্তা চেতনা থেকে কখনোই দূরে সরে আসতে চায় নি, এ কারণে সত্য মতাদর্শকেও তারা দূরে ঠেলে দিয়েছে। তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছিল, পাছে তাদের চোখ সেই সব মহান বিষয় দেখে ফেলে যা তাদের চিরস্থায়ী শান্তির সাথে যুক্ত, তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের মহিমা দেখতে হবে, খ্রীষ্টের আলো দেখতে হবে, পাপের কলুষতা দেখতে হবে, পবিত্রতার সৌন্দর্য দেখতে হবে, এই পৃথিবীর অসারতা দেখতে হবে এবং পরবর্তী পৃথিবীর বাস্তবতা দেখতে হবে। তারা এই সত্যের আলোকে পরিবর্তিত হবে না এবং এর দ্বারা পরিচালিত হবে না, আর সেই কারণে তারা এর কোন প্রমাণ গ্রহণ করবে না, পাছে তারা তাদের কান দিয়ে শোনে যা তারা শুনতে চায় না এবং তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর ক্রোধ স্বর্গ থেকে পতিত হয়। তারা তাদের কান বন্ধ করে রাখে, বধির সাপের মত, যা সাপুড়ের বীণের শব্দ শুনতে পায় না, যে খুব বিচক্ষণতার সাথে বীণ বাজায়। এভাবেই তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে; তারা শোনে নি, সখরিয় ৭:১১, ১২। তারা তাদের চোখ এবং কান বন্ধ করে রাখার জন্য ভীত ছিল এবং তারা এই দুটি ইন্দ্রিয়কে অকার্যকর করে রেখেছিল, চোখে দেখা এবং কানে শোনা এ দুটিই তারা স্তব্ধ করে দিয়েছিল, পাছে তারা কানে শুনে, চোখে দেখে এবং অন্তরে উপলব্ধি করে ও মন পরিবর্তন করে এবং আমি তাদেরকে সুস্থ করি। তারা তাদের অন্তরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল, কিংবা অন্ততপক্ষে তারা নিজেদের অন্তর বিশৃঙ্খলা এবং গোলযোগের আবেশে ঢেকে রেখেছিল, পাছে তা যদি শান্ত সমাহিত পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, সে সময় যেন তাদের অন্তর উপলব্ধি করতে না পারে যে, তাদের দায়িত্ব কী এবং তাদেরকে ধর্মীয়ভাবে কী ধরনের আগ্রহ ধারণ করা উচিত এবং সেই কারণে সত্যের পর্যায় অনুসারে এটি তাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে অবশ্যই সকল মন্দ পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে যদি তারা মন পরিবর্তন করে, যা এখন তাদের অত্যন্ত প্রিয়। এখন তারা যে সমস্ত অসৎ কাজে আনন্দ খুঁজে বেড়ায় তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রথমে লোকদেরকে দেখানো এবং শোনানো এবং এরপরে তিনি তাদেরকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করান এবং এরপরে তাদের মন পরিবর্তন করান এবং তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটান, আর এর মাধ্যমেই তিনি তাদেরকে সুস্থ করে তোলেন, যা আত্মাকে সংশোধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। আর সেই কারণেই শয়তান লোকদের আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে পরিবর্তিত হওয়ার থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের মনকে অন্ধকারে ঠেলে দেয় এবং তাদেরকে আত্মিকভাবে অন্ধ করে রাখে, ২ করিন্থীয় ৪:৪। এই বিষয়টি খুবই দুঃখজনক যে, এই পাপীরা তার সাথে এতটা সময় কাটিয়েও তাদের নিজেদের চোখ খুলতে পারে নি। *Ut liberius peccent, libenter ignorant*– তারা অজ্ঞতায় ডুবে ছিল, যাতে করে তারা আরও স্বাধীনভাবে পাপ করতে পারে। তারা তাদের রোগকে ভালবেসেছিল

এবং তারা এই নিয়ে ভয়ে ছিল যে, পাছে ঈশ্বর তাদেরকে সুস্থ করে তোলেন; ঠিক যেভাবে পুরাতন বাবিল চিন্তা করতো, আমরা তাকে সুস্থ করতে পারি, কিন্তু আমরা তাকে সুস্থ করবো না, যিরমিয় ৫১:৯। এটাই ছিল তাদের পাপ:

(১) "তাদের উপরে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় যে শাস্তিটি নেমে এসেছিল তা এখন তোমাদের উপরেও নেমে এসেছে, আর তা হচ্ছে, তোমরা অন্ধ হয়ে যাবে। ঈশ্বর তোমাদেরকে এক স্বর্গীয় শাস্তি দ্বারা আঘাত করেছেন: তোমরা যারা শুনতে পাও তারা শুনবে– তোমরা বার বার ঈশ্বরের বাক্য প্রচার হতে শুনবে– কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারবে না; কারণ তোমরা তোমাদের মনকে তা শোনার জন্য প্রস্তুত কর নি। ঈশ্বর তোমাদেরকে তা শুনে বোঝার জন্য সেই শক্তি এবং অনুগ্রহ দান করবেন না। তোমরা যারা দেখতে পাও তারা দেখবে– তোমরা তোমাদের চোখের সামনে প্রচুর আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন-কাজ ঘটতে দেখবে– কিন্তু তোমাদের চোখ এই নিশ্চিতকারী সাক্ষ্য দেখেও তা বিশ্বাস করতে পারবে না। আমার কথা শোনো, পাছে মোশি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে কথা বলেছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয় (দ্বি. বি. ২৯:৪), ঈশ্বরের তোমাদেরকে উপলব্ধি করার মত অন্তর দেন নি এবং দেখার মত চোখ দেন নি এবং শোনার মত কান দেন নি, আজ পর্যন্ত; এবং যিশাইয় তাঁর যুগের লোকদের সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা এখানে সঙ্গতিপূর্ণ (যিশাইয় ২৯:১০-১২), প্রভুর তোমাদের উপরে গভীর নিদ্রার আত্মা ঢেলে দিয়েছেন এবং তোমাদের চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন।" তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিরোধিতা করেছে, অর্থাৎ তারা তার আলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে– তাদের এই সত্যের প্রতি না ভালবাসা এবং এর জন্য তাদের ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান– তাদের এই ইচ্ছাকৃত এবং স্বেচ্ছাচারী কাঠিন্য, মানুষের অন্তর হয়ে উঠেছে শুকনো মোমের মত এবং তাদের কান হয়ে উঠেছে ভারী। তারা অত্যন্ত বোকা এবং জ্ঞানহীন এবং তাদের উপরে যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে তার কিছুই তারা বুঝতে পারে না। কোন চিকিৎসক তাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতে পারেন না, কারণ তাদের এই রোগ কখনোই সুস্থ হওয়ার নয়। কীভাবে তারা সুখী হবে, যদি তাদের এমন এক রোগ থাকে যা কখনো সারবে না? কীভাবে তারা সুস্থ হবে যাদের জন্য সুস্থ হওয়ার কোন পথ জানা নেই? কীভাবে তাদের মন পরিবর্তিত হবে যারা তাদের রোগের সুস্থতা লাভের প্রতিকার সম্পর্কে বিশ্বাসই করে না? কীভাবে তারা এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আসলেই তারা তাদের চোখ এবং কান বন্ধ করে রেখেছে? সকলকে সুসমাচার শুনতে দেওয়া হোক এবং যারা যারা তা শুনবে না তারা সকলে তাদের ধ্বংসের কথা চিন্তা করে ভয়ে কাপুক; কারণ একবার যখন তারা তাদের অন্তর কঠিন করেছে, সেহেতু ইতোমধ্যেই তারা নরকের আশে পাশে অবস্থান করছে; কারণ আর কে তাদেরকে সুস্থ করবেন, ঈশ্বরই কি নন?

২. "তোমাদের বিশ্বাস হীনতার কারণে ঈশ্বর ন্যায্যভাবেই অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রেরণ করেছেন, যাকে তোমরা ঘৃণার চোখে দেখেছ (পদ ২৮): এই কারণে তোমরা দেখছ যে, ঈশ্বর তোমাদের কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং তোমরা স্বর্গীয় সত্য এবং ভালবাসার শক্তিতে নিজেদেরকে নত করছো না, এই কারণে এ কথা জেনে রাখ যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ এখন অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করা হবে, যে পরিত্রাণ একমাত্র

যিহূদীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল (যোহন ৪:২২), তাদের কাছে তা দেওয়া হবে, তাদের জন্য তা উন্মুক্ত করা হবে এবং তারা তোমাদের চেয়ে ভালভাবে ও আন্তরিক মন নিয়ে তা গ্রহণ করছে। যেহেতু তা তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, সে কারণে তারা তা শ্রবণ করেছে এবং তা গ্রহণ করেছে এবং তারা তাতে সুখী হয়েছে।" এখন পৌল এখানে যে উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছেন তা হচ্ছে:-

(১) অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের কারণে তাদের যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তার বিপরীতে তাদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিকে তাদের সামনে নিয়ে এসে দেখানো এবং তাদের অসারতা দেখানো। তারা এই ভেবে রাগান্বিত হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণ কখন অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদের প্রতি অনেক বেশি দয়া দেখানো হয়েছে; কিন্তু যদি তারা এ কথা ভেবে থাকে যে, তারা পরিত্রাণকে এতটাই কম মূল্য দিয়েছে যে তারা তা গ্রহণ করারও প্রয়োজন অনুভব করে নি, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আর এ কথা ভাবতো না যে, অযিহূদীরা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথাযোগ্য নয় কিংবা তারা তাদেরকে ঈর্ষাও করতো না। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিত্রাণ প্রেরণ করা হয়েছে, যিহূদীরা প্রথমে এর জন্য প্রস্তাব পেয়েছে, সঠিক ও যথোপযুক্তভাবেই তাদের কাছে এটি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাদেরকে তা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং একাগ্রভাবে অনুযোগ করা হয়েছে, কিন্তু তারা তা বার বারই প্রত্যাখ্যান করেছে; তারা সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি যা বিবাহ ভোজে অংশগ্রহণের জন্য প্রথমে তাদের কাছেই দেওয়া হয়েছিল এবং সেই কারণে তাদের অবশ্যই নিজেদের এই সৌভাগ্যে আনন্দিত হওয়া এবং এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। যদি তারা এভাবে দরাদরি করতে শুরু না করতো এবং শর্ত প্রকাশের ক্ষেত্রে জোরাজুরি না করতো, তাহলে তারা তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারতো। তারা এই অভিযোগ করতে পারে না যে, অযিহূদীরা তাদের মাথার উপর দিয়ে কিংবা তাদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপহার নিয়ে গেছে, কারণ তা হাতে তুলে নেয় নি, তার এই উপহারের বিরুদ্ধে তাদের পাদমূল উঠেয়েছে; আর এই কারণে এটি তাদেরই ভুল, কারণ পরিত্রাণ গ্রহণে তাদের ব্যর্থতার কারণেই তা অযিহূদীদের কাছে দেওয়া হয়েছে, রোমীয় ১১:১১।

(২) যে দান তাদেরকে প্রথমে দিতে চাওয়া হয়েছিল সেই দান এখন অযিহূদীরা গ্রহণ করায় তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। অযিহূদীদেরকে পরিত্রাণ দানের মধ্য দিয়ে মন্দের ভেতর থেকে উত্তম বের করে নিয়ে আসা হল; এই বিষয়টি নিয়ে তিনি রোমীয়দের কাছে লিখিত তাঁর পত্রে খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাদেরকে দেখিয়েছেন যে, যিহূদীদের বিশ্বাস হীনতা এবং প্রত্যাখ্যানের কারণে অযিহূদীরা কি দারুন এক সুযোগ লাভ করেছে। তিনি বলেছেন যে, তিনি এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞাতি যিহূদী ভাইদেরকে জানাতে চেয়েছেন যাতে করে তাঁর জাতির লোকদের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁচে, রোমীয় ১১:১৪। যিহূদীরা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার পরিত্যাগ করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা অযিহূদীদের দিকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের এই প্রত্যাখ্যানের কারণে অনুতাপ করার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি, তারা এখনও সেই পরিত্রাণ

আবারও আকাঙ্ক্ষা করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা সেই আলো আবারও গ্রহণ করতে পারে। তারা বলতে পারে, না, এটি নিয়ে যাও, যেভাবে খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তের বড় ভাই প্রথমে আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ করতে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। সে প্রথমে বলেছিল যে, সে যাবে না, কিন্তু এরপরে সে মন পরিবর্তন করে অনুশোচনা করলো এবং সে গেল, মথি ২১:২৯। সুসমাচার কি অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে? তা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে না দিয়ে বরং আমরাই এর পেছনে ছুটি। যাদেরকে ভাবা হয়েছিল যে, তারা তা শুনবে না, যেহেতু তারা প্রতিমা পূজা করে সে কারণে তাদের চোখ এবং কান নিশ্চয়ই বন্ধ, তারা কি আসলেই তা শুনবে এবং তা গ্রহণ করবে? আমরা যদি তা না শুনি তাহলে কী করে ঈশ্বর তাঁর আহ্বানের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য মঙ্গল সাধন করবেন? এভাবে তিনি তাদেরকে যুক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তিনি তাদেরকে এ জন্য ধিক্কার জানালেন যে, তারা অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছে অথচ নিজেরা তা গ্রহণ করে নি। যদি এখনও তারা তা গ্রহণ না করে তবে তাদের জন্য আসলেই সামনে মহা দুর্ভোগ রয়েছে, যেভাবে ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যখন তারা দেখেছিল যে, কর আদায়কারী এবং বেশ্যারা যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে, সে সময়ও তারা এই সব কিছু দেখে মন পরিবর্তন করে নি, তাদের দুষ্কর্ম ও কুপথ থেকে মন ফেরায় নি এবং এত কিছুর পরেও তারা বিশ্বাস করে নি, মথি ২১:৩২।

ঘ. তাদের এই আলোচনা সভাটি শেষ হল এবং আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, তা বেশ বিশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল।

১. তারা পৌলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিয়েছিল। যারা তাঁর কথা বিশ্বাস করে নি, তারা তাঁর শেষ কথাগুলোতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন যে, তারা অন্ধ হয়ে আছে এবং সুসমাচারের আলো তাদের উপরে পড়বে, যারা অন্ধকারে বসে আছে। যখন পৌল এই সকল কথা বলা শেষ করলেন, তিনি তখন তাদেরকে যা যা বলা প্রয়োজন তার সবই বলেছিলেন এবং এরপর তারা চলে গেল, সম্ভবত তারা কেউ কেউ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যেহেতু তাদের জাতিকে সুসমাচার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা ছিল আসলে বোকা এবং অসচেতন। তাদের পৌল এই যে সমস্ত সাবধান বাণীসূচক কথা বললেন এবং তাদের সামনে যে ধরনের বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে বললেন, তাতে তারা মোটেও প্রভাবিত হল না। তারা চলে গেল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলো যে, আর কখনো তারা পৌলের কোন প্রচার শুনবে না, কিংবা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে আর নিজেদেরকে কষ্ট দেবে না।

২. তারা একে অপরের দিকে ফিরলো; কারণ তাদের মধ্যে মহা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। যারা তা বিশ্বাস করেছিল এবং যারা বিশ্বাস করে নি তাদের মধ্যেই যে শুধু এই বিবাদ হয়েছিল তাই নয়, সেই সাথে যারা যারা বিশ্বাস করে নি তাদের মধ্যেও বিতর্কের শুরু হয়েছিল। তারা পৌলের কাছ থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিল, কিন্তু তারা কেন চলে যাচ্ছে এই বিষয়ে তারা একমত হতে পারে নি, কিন্তু তাদের মধ্যে মহা

কোন্দলের সৃষ্টি হল। তাদের মধ্যে অনেকেরই নানা যুক্তি ছিল যাদের যুক্তি আসলে সত্য ছিল না, তারা একজন আরেকজনের যুক্তিতে ভুল খুঁজে পাচ্ছিল এবং তথাপি তারা সত্যকে গ্রহণ করার চেষ্টাও করে নি। মানুষের কোন যুক্তিই তাদের নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, যদি না ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের উপলব্ধির দুয়ার খুলে দেয়।

প্রেরিত ২৮:২৯-৩০

২৯ আর পৌল সম্পূর্ণ দু'বছর পর্যন্ত একটি ভাড়াটিয়া ঘরে থাকলেন এবং যত লোক তাঁর কাছে আসত, সকলকেই গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সাহসপূর্বক ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, ৩০ এবং যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কেউ তাঁকে বাঁধা দিত না।

এখানে আমরা প্রেরিত পৌলের জীবনের উপাখ্যান থেকে বিদায় গ্রহণ করবো। আর ঈশ্বর যেহেতু দেখলেন যে, তাঁর বিষয়ে আমাদের আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই, সেহেতু আমাদের উচিত খুব সাবধানে তাঁর শেষ বর্ণনা থেকে বিশেষ কোন কিছু শেষ বারের মত আমাদের সামনে শিক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় কি না তা দেখা।

ক. এটি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটি সমস্যার বিষয় হয়ে দেখা দিতে পারে যে, আমাদেরকে এখন তাকে যীশু খ্রীষ্টের তত্বাবধানে রেখে বিদায় নিতে হবে, শুধু তাই নয়, আমাদেরকে তাঁর মুক্তির সম্পর্কে কোন আভাসই দেওয়া হয় নি। তিনি আসলেই মুক্তি পেয়েছিলেন না কি বন্দীই ছিলেন সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারি না। এই চমৎকার মানুষটির পুরো দু'টি বছর বন্দী অবস্থায় কাটলো এবং আমরা দেখতে পাই যে, তাঁকে যারা বন্দী করেছিল এই দুই বছরে তারা একবারও তাঁর বিচারের জন্য উদ্যোগ নেয় নি এবং তিনি এখান থেকে কোথাও বের হতে পারেন নি। তিনি কৈসরের কাছে আপীল করেছিলেন যেন তিনি দ্রুত তাঁর এই কারাবন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। শাসনকর্তা এই বন্দী সম্পর্কে এ কথা জানিয়েছিলেন যে, এই বন্দী মৃত্যুর বা শাস্তির যোগ্য কোন অপরাধই করে নি, আর তথাপি তাঁকে এভাবে বন্দী অবস্থায় থাকতে হল। মানুষকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এই ঘটনায় আমরা একেবারেই নিরুৎসাহিত হই, বিশেষ করে যারা বন্দী তাদের পক্ষে শাসকগোষ্ঠীর কাউকে বিশ্বাস করা এখানে আসলেই ভুল বলে মনে হয়। যোষেফের ঘটন-াটি স্মরণ করুন, যাকে প্রধান পানপাত্র বাহক চিনতে পারেন নি, বরং ভুলে গিয়েছিলেন, আদিপুস্তক ৪০:২৩। তথাপি অনেকে মনে করেন যে, যদিও তা এখানে উল্লেখ করা হয় নি, তথাপি সেই দুই বছর পার হওয়ার পর পরই তাঁকে নীরোর সামনে এনে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং এরপর তিনি খ্রীষ্টকে তাঁর বন্ধনের কথা বিচারালয়ের সামনে উল্লেখ করেছিলেন, যা তিনি উল্লেখ করেছেন ফিলিপীয় ১:১৩ পদে। আর এই প্রথম বারে আমরা দেখতে পাই যে, কোন মানুষই তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়ায় নি, ২ তীমথিয় ৪:১৬। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, আমরা দেখি যে, তার এই আপীলের ভিত্তিতে মুক্ত হওয়ার আশা করেছিলেন তিনি, কিন্তু এর বদলে তিনি কোন মতে সম্রাটের হাত থেকে জীবন নিয়ে ফিরে

এসেছিলেন; তিনি একে বলেছেন সিংহের মুখ থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসা, ২ তীমথিয় ৪:১৭ এবং তিনি প্রথম শুনানির কথা উল্লেখ করায় আমরা বুঝে নিতে পারি যে, তিনি দ্বিতীয় বার শুনানির জন্য গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি এই দ্বিতীয়বার বেশ ভাল সুযোগ পেতে পারতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই বারও মুক্ত হতে পারলেন না। এই দুই বছর সময় কালের মধ্যে তিনি গালাতীয়দের কাছে তার পত্র লিখেছিলেন, এরপর তিনি তীমথির কাছে তাঁর দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন, এরপর ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয় মণ্ডলী এবং ফীলিমনের কাছে পত্রগুলো একে একে লেখেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর বন্দীত্বের কথা উল্লেখ করেছেন; এবং সব শেষে তিনি ইব্রীয়দের কাছে তাঁর পত্রটি লিখেছেন যা তিনি মুক্ত হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরেই লিখেছিলেন। তাঁর সাথে তিমথীও মুক্তি পেয়েছিলেন, যিনি পৌলের সাথে দেখা করতে এসে বা অন্য কোনভাবে পৌলের সহ বন্দী হয়েছিলেন (যার সাথে বসে পৌলে ইব্রীয়দের কাছে পত্রটি লিখেছিলেন, ইব্রীয় ১৩:২৩, যদি সে শীঘ্র আসে তাহলে আমি তোমাদের সাথে দেখা করবো), কিন্তু কীভাবে কিংবা কার মাধ্যমে তিনি মুক্তি লাভ করলেন সে কথা আমাদেরকে বলা হয় নি, কেবলমাত্র বলা হয়েছে তিনি দুই বছর ধরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। প্রচলিত ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ইতালি থেকে স্পেনে চলে যান এবং সেখান থেকে ক্রীট দ্বীপে যান এবং তীমথির সাথে তিনি যিহূদীয়াতে যান। সেখান থেকে তিনি এশিয়ার মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন করতে যান এবং অবশেষে তিনি দ্বিতীয়বারের মত রোম পরিদর্শনে আসেন, আর সেখানেই নীরোর শাসন কালের শেষ বছরে তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যারোনিয়াস নিজে এ কথা দাবী করেন যে, পৌলের বন্দীত্ব থেকে শুরু করে তাঁর সাক্ষ্যমর হওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনার কথা প্রচলিত রয়েছে তার আসলে কোন সঠিক প্রমাণ নেই। কিন্তু অনেকেই বলে থাকেন যে, নীরো যখন স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, সে সময় তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কঠের অবস্থান নেন এবং তিনি তাদেরকে অত্যাচার করতে শুরু করেন (এবং তিনিই ছিলেন প্রথম সম্রাট যিনি খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে আইন জারি করা শুরু করেন, যা টার্টুলিয়ান বলেছেন, এপোল. ক্যাপ ৫), রোমীয় মণ্ডলী এই নির্যাতনের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর কারণেই পৌল দ্বিতীয়বারের মত রোমে আসেন, যাতে করে তিনি সেখানে মণ্ডলী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং সেখানকার নির্যাতিত খ্রীষ্টানদেরকে সান্ত্বনা দান করতে পারেন, যারা যারা সেখানে অবশিষ্ট ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি দ্বিতীয়বারের মত নীরোর হাতে পড়লেন। এবং ক্রিসোসটম এ কথা উল্লেখ করেন যে, নীরোর একজন যুবতী উপপত্নী খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন পৌলের প্রচারের কারণে, আর সেই কারণে নীরো পৌলের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। নীরো পৌলের বিরুদ্ধে তার সৈন্যদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বন্দী করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, এরপর তিনি তাঁকে হত্যা করার আদেশ দেন। কিন্তু এখানে এর সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য কিছু বিষয় বলা হয়েছে:-

১. যে কেউ এ কথা ভেবে শোকাকুল হবেন যে, পৌলের মত এমন একজন ধার্মিক এবং পবিত্র ও কার্যকর পরিচর্যাকারী এভাবে এত দিন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। দুই বছর তিনি ফীলিক্সের অধীনে কারাবন্দী ছিলেন (প্রেরিত ২৪:২৭) এবং এরপর তাঁর রোমে আসা এবং

এখানে এসে বন্দী জীবন শুরু করার মধ্যে যে সমস্ত সময় পার হয়ে গেছে তা ছাড়াই তিনি দুই বছর নীরোর অধীনে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। পৌল আরও কত না মণ্ডলী স্থাপেন করতে পারতেন এবং আরও কত না শহরে এবং দেশে খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে যেতে পারতেন এই পাঁচ বছর সময় কালের মধ্যে (কারণ অন্তত এই পরিমাণ সময় তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন), যদি তিনি স্বাধীন থাকতেন! কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সকলের চেয়ে অনেক জ্ঞানী এবং তিনি দেখাবেন যে, তিনি তাঁর সবচেয়ে কার্যকর কর্মী ও পরিচর্যাকারীদের কাছে দায়বদ্ধ নন, কিন্তু তিনি তাঁর কাজ ঠিকই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি তাঁর পরিচর্যাকারীদের সেবা কাজ এবং বন্দীত্ব এই উভয়ের মধ্য দিয়েই গৌরবান্বিত হন। এমন কি পৌলের বন্দীত্বের কারণেও সুসমাচার অগ্রগতি থেমে থাকে নি বরং তার আরও উত্তরণ ঘটেছে, ফিলিপীয় ১:১২-১৪।

২. তথাপি পৌলের এই বন্দীত্ব কোন কোন দিক থেকে তাঁর প্রতি দয়ার চিহ্ন ছিল, কারণ এই দুই বছর তিনি তাঁর নিজের ভাড়া করা বাসায় ছিলেন এবং সেখানে তিনি অনেক বারই প্রচার করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি এর আগে সবসময়ই অন্যের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে প্রচার করেছেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এখন তিনি নিজের ভাড়া করা বাসায় রয়েছেন এবং তিন নিজে এর ভাড়া পরিশোধ করছেন; এবং এই সময়টাতে তিনি প্রচুর বিশ্রাম নিতে পেরেছেন, যা তাঁকে অনেক শক্তি যুগিয়েছিল। তিনি সবসময়ই ভ্রমণ করতে থাকতেন এবং তিনি কোন স্থানে খুব বেশি সময় স্থির থাকতেন না, কিন্তু এখন তিনি একই ঘরে দুই বছর ধরে অবস্থান করছেন; এই কারণে তাঁকে কারাগারে নিয়ে আসা ছিল যেন খ্রীষ্ট কর্তৃক তাঁর শিষ্যদেরকে বিশ্রাম করানোর জন্য মরু প্রান্তরে নিয়ে আসার মত একটি কাজ, যাতে করে তারা কিছু সময় বিশ্রাম নিতে পারেন, মার্ক ৬:৩১। যখন তিনি মুক্ত ছিলেন, সে সময় তিনি সার্বক্ষণিকভাবে ভয়ে ও আতঙ্কে ছিলেন এই কারণে যে, যিহূদীরা সবসময় তাঁকে হাতে পাওয়ার জন্য ওৎ পেতে ছিল (প্রেরিত ২০:১৯), কিন্তু এখন তাঁর এই বন্দীদশাই তাঁর জন্য দুর্গের কাজ করছে। এভাবেই ভক্ষক থেকে আসে খাবার এবং বলবান হতে আসে মধু।

খ. তথাপি এটি আমাদের জন্য একটি আনন্দের বিষয় (কারণ আমরা নিশ্চিত জানি) যে, যদিও আমরা তাঁকে খ্রীষ্টের নামে বন্দী অবস্থায় রেখে এসেছি এবং এর ফলে তার এই বন্দীত্ব আরও সহজ হয়েছিল, যেহেতু তাঁকে ঈশ্বরের পরিচর্যা এবং মঙ্গল সাধন করা থেকে বিরত থাকতে হয় নি। তাঁর বন্দীদশা হয়ে উঠেছিল একটি উপাসনালয়, একটি মণ্ডলী এবং একটি দুর্গ। তাঁর হাত ছিল বাঁধা, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব হোক যে, তাঁর মুখ বন্ধ ছিল না। একজন উপযুক্ত ও উদ্দীপ্ত পরিচর্যাকারী তখনই সত্যিকার অর্থে বন্দীত্বের সম্মুখীন হবেন, যখন তার মুখ বন্ধ করে রাখা হবে। এখানে আমরা পৌলকে একজন বন্দী হিসবে দেখি এবং তথাপি তিনি প্রচারক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি বন্দী অবস্থায় রয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বাঁধা পড়ে নি। যখন তিনি রোমীয়দের কাছে তাঁর পত্রটি লিখেছিলেন, তিনি সে সময় বলেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করছেন, যাতে করে তিনি তাদেরকে সেই একই আত্মিক দান দিতে পারেন (রোমীয় ১:১১); তিনি তাদের কাউকে কাউকে দেখলে খুবই আনন্দিত হবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন (পদ ১৫),

কিন্তু তিনি সেই পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে তাঁর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না তিনি তাদের সাথে আত্মিক দান সহভাগিতা করতে না পারেন, যা দেওয়ার সুযোগ তার আছে এবং এরপরে তিনি আর তাঁর এই বন্দীত্ব নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ তুলবেন না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কার কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন: তাদের সকলের কাছে, যাদের তাঁর কথা শোনার মানসিকতা ছিল, তারা যিহূদী হোক আর অযিহূদী হোক। তার অন্য কোন গৃহে গিয়ে প্রচার করার সুযোগ ছিল কি না সে ব্যাপারে আমাদেরকে বলা হয় নি; সম্ভবত না। তবে যার ইচ্ছা সে তাঁর ঘরে আসতে পারতো এবং তাঁর কাছে প্রচার শুনতে পারতো এবং তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন: যারা যারা তাঁর কাছে আসতো তাদের সকলকে তিনি গ্রহণ করতেন। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদের দরজা সবসময়ই খোলা থাকা উচিত, যেন তাদের কাছে লোকেরা পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্য যে কোন সময় চলে আসতে পারে এবং তাদের অবশ্যই লোকদেরকে এভাবে উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য আনন্দিত হওয়া উচিত। পৌল কোন সমাজ-ঘরে উপদেশ দিতে পারতেন না, কিংবা এমন কোন স্থানে নয় যা ছিল বিলাসবহুল এবং জনাকীর্ণ স্থান, কিন্তু তিনি তার পুরাতন কুড়ে ঘরে বসেই প্রচার করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজে নিজেদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি না, সে সময় আমাদের উচিত হবে আমরা যেটুকু করতে পারি সেটুকুই করা। যে পরিচর্যাকারীদের সামান্য ভাড়া করা কোন ঘর রয়েছে, তাদের সেখানে বসেই প্রচার করা উচিত, যদি তারা সেখানে তা করার অনুমতি পায়, তাহলে চুপ করে থাকার বদলে সেখানেই প্রচার করা শ্রেয়। তিনি তাঁর গৃহে যারা যারা এসেছিল তাদের সকলকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তিনি সবচেয়ে প্রধান ও মহান ব্যক্তিকে দেখে ভীত হন নি আবার সবচেয়ে হীন দরিদ্র লোকটিকে দেখে বিব্রত হন নি। তিনি সপ্তাহের প্রথম দিনে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে প্রচার করতেন এবং সপ্তাহের শেষ দিনে যিহূদীদের কাছে প্রচার করতেন, এছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিনে যে তাঁর কাছে আসতো, তার কাছেই তিনি প্রচার করতেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন যারা যারা তাঁর কাছে আসতো তাদেরকে দেখে এবং তিনি নিশ্চয়ই আশা করতেন যে, তারা সবসময়ই তাঁর কাছে আসবে, কারণ তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে এবং তাদের কাছে প্রচার করতে ভালবাসতেন এবং এভাবেই তিনি তাদের মাঝে মঙ্গল সাধন করেছিলেন।

২. তিনি কী প্রচার করেছিলেন। তিনি তাদেরকে কোন ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় দেখান নি, কিংবা রাষ্ট্র এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন নি, বরং তিনি সবসময় তার বাক্যে নিবদ্ধ থেকেছেন, তিনি নিজেকে সবসময় একজন প্রেরিত এবং একজন প্রচারক হিসেবে দেখে এসেছেন।

(১) তিনি ছিলেন ঈশ্বরের দূত এবং সেই কারণে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করেছিলন, তিনি তা প্রচার করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। এটি প্রচার করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সমস্ত কাজ করেছেন, তিনি এর বিভিন্ন বিষয় খুটিনাটিভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা

করেছেন, যাতে করে তিনি তাঁর শ্রোতাদের মাঝে এর সঠিক আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন। তিনি এর মাঝে মানবীয় রাজ্য ও রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে এক করে ফেলেন নি; এটি যাদের কাজ তারাই তা নিয়ে চিন্তা করুক। তিনি মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য নিয়ে প্রচার করেছেন এবং সেই রাজ্যের বাক্য তিনি প্রচার করেছেন। সকলের সামনে তিনি যখন সাক্ষ্য রেখেছিলেন, সে সময়ও তিনি এই রাজ্যের বিষয়েই তাঁর সমস্ত যুক্তি তর্ক উত্থাপন করেছিলেন, তিনি স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন (পদ ২৩), তিনি প্রকাশ্যে তাঁর বক্তৃতায় এই বিষয়ে জোর বক্তব্য দিয়েছিলেন। যারা তা মন দিয়ে শুনবে তারা এই বক্তৃতার শেষে হয়ে উঠবে অনেক জ্ঞানী এবং আরও বেশি বিবেক ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

(২) তিনি খ্রীষ্টের একজন প্রতিনিধি, তিনি বরের একজন বন্ধু, আর সেই কারণে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন– খ্রীষ্টের সমগ্র ইতিহাস, তাঁর মানব দেহে মূর্ত হওয়া, তাঁর শিক্ষা, তাঁর জীবন, তাঁর আশ্চর্য কাজ, তাঁর মৃত্যু, তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গারোহণ; এর সব কিছুই তাঁর ঈশ্বরীয় মহত্ত্ব এবং গৌরব প্রকাশ করে। পৌল তখন পর্যন্ত তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন– তিনি খ্রীষ্টকে ছাড়া ও তাঁর ক্রুশারোপণ ছাড়া আর কিছুই জানেন নি এবং আর অন্য কিছুই প্রচার করেন নি। পরিচর্যাকারীরা যখন তাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরে আসার জন্য প্ররোচিত হন, তখন তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই এই প্রশ্ন করে বাঁধা দেওয়া উচিত যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে এই বক্তব্যের সম্পর্ক কোথায়? এর মাধ্যমে তার সাথে চলা এবং তার সাথে জীবন যাপন করার জন্য এটি কীভাবে আমাদেরকে উজ্জীবিত করবে? কারণ আমরা নিজেরা কোন প্রচার করি না, বরং খ্রীষ্টই স্বয়ং করেন।

৩. তিনি কী ধরনের স্বাধীনতা নিয়ে প্রচার করেছিলেন।

(১) স্বর্গীয় অনুগ্রহ তাঁকে আত্মার স্বাধীনতা দান করেছিল। তিনি তাঁর সমস্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রচার করেছিলেন, কারণ তিনি তা সত্য বলে জানতেন এবং তিনি তা সত্য হিসেবে নিশ্চিতভাবে জেনেছিলেন। সেই সাথে তিনি এর জন্য কষ্টভোগ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, তাই তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে লজ্জিত হতেন না।

(২) স্বর্গীয় কর্তৃত্ব তাঁকে কথা বলার জন্য স্বাধীনতা দান করেছিলেন: কোন মানুষ তাঁকে নিষেধ করে নি, কিংবা তিনি যে কাজ করছিলেন তা থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁকে কেউ কোনভাবে আদেশ দেয় নি বা বাঁধা দান করে নি। যিহূদীরা সাধারণত তাদের অনুমতি ব্যতীত কাউকে কোন বক্তব্য দান করার সুযোগ দিত না, কিন্তু পৌলের ক্ষেত্রে তারা তাঁকে এই সুযোগ দান করেছিল এবং তারা তাঁকে কিছুই বলে নি। রোমীয় সরকারও তখন পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস প্রচারকে অপরাধ হিসেবে দেখতো না। এখানে আমরা ঈশ্বরের হাতের স্পর্শ দেখতে পাই:-

[১] তিনি নির্যাতনকারীদের হাত রুদ্ধ করেছিলেন; যেখানে তিনি তাদের অন্তরকে রুদ্ধ

করেন নি, সেখানে তিনি তাদের হাতকে রুদ্ধ করেছেন এবং তাদের জিহ্বাকে রুদ্ধ করেছেন। নীরো ছিলেন একজন নির্দয় মানুষ এবং রোমে বহু যিহূদী এবং অযিহূদী ছিল, যারা খ্রীষ্টান ধর্মকে ঘৃণা করত; এবং তথাপি এ ধরনের পরিস্থিতিতে পৌল একজন বন্দী হওয়া সত্ত্বেও সুসমাচার নির্বিঘ্নে প্রচার করেছেন এবং তিনি কোন বাঁধার সম্মুখীন হন নি এবং এর ফলে কোন ধরনের শাস্তি বিঘ্নিত হয় নি। এভাবেই ঈশ্বর মানুষের ক্রোধকে তার প্রশংসায় পরিণত করেছেন এবং তাদেরকে শান্ত রেখেছেন, গীতসংহিতা ৭৬:১০। যদিও সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা তাদের ক্ষমতা দিয়ে পৌলের এই প্রচার করা বন্ধ করতে পারতেন (এমন কি সাধারণ যে সৈন্য তাঁকে প্রহরা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল তারও এই ক্ষমতা ছিল), তথাপি ঈশ্বর এই প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে কোন মানুষ তাকে বাঁধা না দেয়।

[২] দেখুন, ঈশ্বর এখানে নির্যাতিতের সান্ত্বনার জন্য কীভাবে কাজ করেছেন। যদিও পৌল যেখানে ছিলেন সেখানে তাঁর কাজ করার সুযোগ ছিল খুব সীমিত এবং ক্ষীণ, তথাপি এর আগে তিনি যেখানে ছিলেন তার সাথে তুলনা করলে তিনি বেশ ভাল অবস্থানে ছিলেন এবং তাঁর জীবন এখানে ছিল বেশ নিরুদ্বিগ্ন। যদিও তার জন্য যে দরজা খোলা হয়েছিল তা প্রশস্ত ছিল না, তথাপি তা উন্মুক্ত ছিল এবং কোন মানুষই তা বন্ধ করতে চায় নি; এবং অনেকের কাছেই তা ছিল অত্যন্ত কার্যকর, সেই কারণে কৈসরের গৃহেও সাধুগণের আবাস ছিল, ফিলিপীয় ৪:২২। যখন আমাদের শহরে এ ধরনের কোন আত্মিক পরিচর্যাকারী তার আবাস গড়েন এবং আমরা যখন দিন দিন জীবনের রুটি ভোজন করতে থাকি এবং সেই সাথে কেউ আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে না, সে সময় আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে এ কারণে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে, তিনি এই সুযোগ আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা সবসময় এই প্রত্যাশা করবো যে, যে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার ঝর্ণাধারা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে সেই অনুগ্রহের ধারা যেন সর্বদা আমাদের জন্য অবারিত থাকে।